বৈদ্যক-বৃত্তান্ত

শ্রীগুরুপদ হালদার প্রণীত

প্রকাশক
শ্রীভারতীবিকাশ হালদার, এম্. এ., বি. এল্.,
৪৭নং হালদারপাড়া রোড, কালীঘাট,
কলিকাতা—২৬
১৯৫৪ খৃষ্টাব্দ

This book is not for sale. It is written, published and distributed free for advancement of the cause of historical researches on the Hindu Medical Science.

With due deference this book is presented to

Kaviraj Shri Bimalananda Tarkatirtha

Girindranath? Halder

27.9.54.

Printed by
GOUR CHANDRA PAUL,
NEW MAHAMAYA PRESS,
65-7, College Street, Calcutta-12

In Memoriam

all who contributed to the Hindu Medical Literature.

মুখবন্ধ

অভিযুক্তদের উক্তি আছে—

'শাস্ত্রৈকদেশসংবদ্ধং শাস্ত্রকার্য্যান্তরে স্থিতম্।
আহুঃ প্রকরণং নাম গ্রন্থভেদং বিপশ্চিতঃ ॥'

বৈদ্যকবৃত্তান্তও প্রকরণগ্রন্থের ভেদবিশেষ। ইহা ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইলেও ইহার উপকরণসমূহ চিকিৎসাশাস্ত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

বৈদ্যকবৃত্তান্তের বৈদ্যকশব্দ পুংলিঙ্গে চিকিৎসকার্থক। হারীত-সংহিতার শেষে লিখিত আছে—

'যথা সিংহো মৃগেন্দ্রাণাং যথাঽনন্তো ভুজঙ্গমে।
দেবানাং চ যথা শম্ভু স্তথাত্রেয়োঽস্তি বৈদ্যকে ॥'

আবার শৃঙ্গারতিলকে কবি বলিয়াছেন—

'ক ভ্রাতশ্চলিতোঽসি বৈদ্যকগৃহে কিং তত্র শান্ত্যৈ রুজাং।
কিং তে নাস্তি সখে গৃহে প্রিয়তমা সর্ব্বান্ গদান্ হন্তি যা।'

(১৫ শ্লোক)

নপুংসকলিঙ্গে বৈদ্যকশব্দ অষ্টাঙ্গচিকিৎসাশাস্ত্রের নামান্তর। স্বয়ম্ভুক্ত ব্রহ্মসংহিতার মতে শল্যতন্ত্র, শালাক্যতন্ত্র, কায়চিকিৎসাতন্ত্র, ভূত-বিদ্যাতন্ত্র, কৌমারভৃত্যতন্ত্র, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র এবং বাজীকরণতন্ত্র এই অষ্টাঙ্গচিকিৎসাশাস্ত্রকে বৈদ্যক বলে।

প্রথমবাগ্ভটীয় বৈদ্যকনিঘণ্টুর মতে চিকিৎসাশাস্ত্র আবার দশাঙ্গ—দ্রব্যাভিধান, রুগ্‌বিনিশ্চয়, কায়সৌখ্যসম্পাদন, শল্যবিদ্যা, পঞ্চাক্ষরী মন্ত্রের প্রভাবদ্বারা ভূতনিগ্রহ, বিষপ্রতীকার, বালোপচার, রসায়ন, শালাক্য ও বৃষ্য।

গ্রন্থকার চিকিৎসক নহেন, সুতরাং তাঁহার বৈদ্যকবৃত্তান্ত চিকিৎসাজ্ঞানের বা তৎসংক্রান্ত প্রয়োগপদ্ধতির উদ্বোধক নহে। বস্তুতঃ ইহা গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত-বিবরণসমন্বিত একখানি নামকোষ-মাত্র। ইহা কতদূর ব্যবহারোপযোগী হইবে তাহা বলিতে পারি না। তবে জিজ্ঞাসুগণের বা চিকিৎসকগণের কিছু সুবিধা হইতে পারে বলিয়া মনে হয়।

গ্রন্থকারদের স্থিতিকাল প্রায়শঃ তৎতদ্ গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। তবে অনেক স্থলে অনুমানেরও আশ্রয় লইতে হইয়াছে। যেমন কীথ্ সাহেবের মতে তীসট ও চন্দ্রটাচার্য্য চতুর্দ্দশখৃষ্টশতাব্দীয়—কিন্তু মহারাজ লক্ষ্মণসেনতনয় মহারাজ কেশবসেনের দৌহিত্র ১২-১৩ খৃষ্ট-শতাব্দীয় বিজয় রক্ষিত ইঁহাদের নাম গ্রহণপূর্ব্বক বচন উঠাইয়াছেন। চক্রপাণি দত্তের ১১ খৃষ্ট-শতাব্দীয়ত্ব ইতিহাসে নিরূঢ়, তিনিও তীসট-চন্দ্রটের নাম ও বচন উদ্ধার করিয়াছেন। অতএব ইঁহারা ১১ খৃষ্টশতাব্দীর পরবর্ত্তী নহেন। তীসট-চন্দ্রট আবার ৯-১০ খৃষ্ট-শতাব্দীয় জেজ্জটাচার্য্যকে ও বৃন্দকুণ্ডকে জানিলেও ১১ খৃষ্টশতাব্দীয় চক্রপাণিকে জানেন না। এরূপ অবস্থায় তীসট-চন্দ্রটের ১০-১১ খৃষ্ট-শতাব্দীয়ত্ব নিরূপিত হইয়াছে।

বৈদ্যকসংহিতাদিপ্রণেতা বাভটাচার্য্যকে অনেকে সংগ্রহহৃদয়কার দ্বিতীয় বাগ্ভট বলিয়াছেন। ইহা প্রমাদমূলক, কারণ উভয়ের সাময়িক ব্যবধান অত্যন্ত বেশী। কনিষ্ক-নাগার্জ্জুনাদির সমকালিকত্ব-হেতু দ্বিতীয় বাগ্ভটের পিতামহ বাগ্ভটব্যাকরণাদিপ্রণেতা প্রথম-বাগ্ভটের দ্বিতীয় খৃষ্টশতাব্দীয়ত্ব সুপপন্ন আর বাভটাচার্য্য ১২ খৃষ্ট-শতাব্দীবর্ত্তী। এ সিদ্ধান্তের যুক্তিরাশি মূল গ্রন্থের 'বাগ্ভট-বাভট নামদ্বয়ের প্রস্তাবে দ্রষ্টব্য।

লোলিম্বরাজের নামে নানা গ্রন্থ প্রচলিত, যেমন—রসচন্দ্রোদয়-

কল্প, বৈদ্যবিলাস বা হরিবিলাসকাব্য ইত্যাদি। এ সকল গ্রন্থ একজনের লেখনীপ্রসূত বলিয়া সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন। কিন্তু গ্রন্থগুলি এক নামে প্রচলিত থাকিলেও আমরা দুইজন লোলিম্ব-রাজের অস্তিত্বসম্বন্ধে বলবৎ প্রমাণ পাইয়াছি। তন্মধ্যে প্রথম লোলিম্বরাজ ১১ খৃষ্টশতাব্দীতে রসভেষজকল্প ও বৈদ্যবিলাস বা হরিবিলাস নামক দুইখানি বৈদ্যকগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ভাষা-বৃত্তিকৃৎ পুরুষোত্তম দেব ১২ খৃষ্টশতাব্দীতে তদীয় বর্ণদেশনায় হরিবিলাসের শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন।

দ্বিতীয় লোলিম্বরাজ ১৭ খৃষ্টশতাব্দীতে বৈদ্যজীবন ও হরিবিলাস-কাব্য প্রণয়ন করেন। বৈদ্যজীবন খুব জনপ্রিয় বৈদ্যকগ্রন্থ। হরিবিলাসকাব্য বৈদ্যক গ্রন্থ নহে, ইহা ভক্তিশাস্ত্রীয় কাব্যগ্রন্থ-বিশেষ।

শার্ঙ্গধরের নামে শার্ঙ্গধরসংহিতা, শার্ঙ্গধরপদ্ধতি, বৈদ্যবল্লভ বা জ্বরত্রিশতী বা ত্রিশতী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রচলিত আছে। কিন্তু শার্ঙ্গধরসংহিতাপ্রণেতা শার্ঙ্গধর এবং বৈদ্যবল্লভপ্রণেতা শার্ঙ্গধর ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। সেইজন্য আমরা দুইজন শার্ঙ্গধরের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছি—প্রথম শার্ঙ্গধর এবং দ্বিতীয় শার্ঙ্গধর। শার্ঙ্গধর-সংহিতার উপর ১৪ খৃষ্টশতাব্দীতে বোপদেব একখানি টীকা লিখিয়াছেন। এই শার্ঙ্গধর ১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় এবং ইহার সম্পূর্ণ নাম শ্রীকৃষ্ণ শার্ঙ্গধর মিশ্র বিদ্যাহম্বীর। বৈদ্যবল্লভপ্রণেতা শার্ঙ্গধর চতুর্দ্দশ খৃষ্টশতাব্দীর শেষার্দ্ধে শার্ঙ্গধরপদ্ধতি ও বৈদ্যবল্লভ প্রণয়ন করেন। অন্যান্য কথা শার্ঙ্গধর নামের প্রস্তাবে দ্রষ্টব্য।

অষ্টাঙ্গসংগ্রহের 'শশিলেখা'নামক টীকাপ্রণেতা ইন্দুপণ্ডিত ও জিনেন্দ্রবুদ্ধির কাশিকান্যাসের উপর অনুন্যাসপ্রণেতা ইন্দুমিত্র—উভয়কে আমরা এক ব্যক্তি বলিয়াছি। যুক্তি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

কতকগুলি শ্লোক অষ্টাঙ্গহৃদয়ে এবং মাধবনিদানে দৃষ্ট হওয়ায় কোনও কোন প্রাত্মিক বলেন যে, অষ্টাঙ্গহৃদয় মাধবনিদানের পরবর্ত্তী। কিন্তু ঐ সকল শ্লোকমধ্যে অনেক শ্লোক মাধবকরের হস্তে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। এইজন্য আমরা অষ্টাঙ্গহৃদয়কে মাধবনিদানের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াছি। মূল গ্রন্থের মাধব-বাগ্‌ভট নামদ্বয়ের প্রস্তাবে শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য।

চরকে দৃঢ়বলাচার্য্য লিখিয়াছেন—

'অখণ্ডার্থং দৃঢ়বলো জাতঃ পঞ্চনদে পুরে'।

কাশীস্থ কিরণা, ধূতপাপা, সরস্বতী, গঙ্গা ও যমুনা (কাশীখণ্ড ৫৯ অধ্যায়) নামক পাঁচটী নদী লক্ষ্য করিয়া জল্পকল্পতরুতে গঙ্গাধর কবিরাজ মহোদয় পঞ্চনদপুরকে কাশী বলিয়াছেন। কিন্তু কাশী বারাণসী প্রভৃতি শব্দের সহিত পুরী শব্দেরই সংযোগ দৃষ্ট হয়, পুর শব্দের নহে। তাঁহার মতে দৃঢ়বল বারাণসীতে থাকিতেন।

আমাদের মতে তিনি পাঞ্জাবস্থিত লবপুরে অর্থাৎ লাহোরে থাকিতেন। বিতস্তি (Jhellum), চন্দ্রভাগা (Chénub), বিপাশা (Bias), ইরাবতী (Ravi) এবং শতদ্রু (Sutlej) —এই পাঁচটী নদীর সমাবেশহেতু পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ প্রাচীন নাম পঞ্চনদ—পঞ্চসংখ্যকা নদ্যঃ সন্ত্যত্রেতি সমাসান্তটচ্‌প্রত্যয়েন নিষ্পন্নোঽয়ং পঞ্চনদশব্দঃ। শাস্ত্রের উক্তি আছে—

'অতঃ পঞ্চনদং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যপাবনম্'।

পঞ্চনদজনপদের তাৎকালিক প্রধাননগরের নাম লবপুর, যাহাকে এখন লাহোর বলা হয়। সুতরাং আমাদের মতে পঞ্চনদপুরে অর্থাৎ লবপুরে। এ সম্বন্ধে উভয় পক্ষের যুক্তি ও উক্তি দৃঢ়বল নামের প্রস্তাবে দ্রষ্টব্য।

হের্ণ্‌ল্‌, কীথ্‌ প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মতে অষ্টাঙ্গসংগ্রহকার বাগ্‌ভট, অষ্টাঙ্গহৃদয়কার বাগ্‌ভট এবং রসরত্নসমুচ্চয়কার বাগ্‌ভট ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। আমরা কিন্তু প্রথমোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের বিষয়, বিবরণ ও পুষ্পিকা দেখিয়া ইহাদের এককর্ত্তৃত্ব নিরূপণ করিয়াছি। আমাদের মতে রসরত্নসমুচ্চয়ও বাগ্‌ভটপ্রণীত, তবে পরবর্ত্তী কালে সোমদেবকর্ত্তৃক ইহা প্রতিসংস্কৃত হইয়াছে। আমাদের সিদ্ধান্তে সম্প্রদায়ের আনুকূল্য আছে। এ সকল বিষয় দ্বিতীয় বাগ্‌ভট ও সোমদেব নামের প্রস্তাবে প্রপঞ্চিত হইয়াছে।

অষ্টাঙ্গসংগ্রহাদিপ্রণেতা দ্বিতীয় বাগ্‌ভটের স্থিতিকাল লইয়া বিশাল মতভেদ আছে। কেহ কেহ তাঁহাকে খৃষ্টপূর্ব্বে স্থাপন করিয়াছেন, আবার কেহ বা তাঁহাকে দ্বাদশ খৃষ্টশতাব্দীয় বলিয়াছেন। আমরা তাঁহার ২-৩ খৃষ্টশতাব্দীয়ত্ব নিরূপণ করিয়াছি। কারণ মহাভাষ্যদীপিকাকার ভর্ত্তৃহরি ৬ খৃষ্ট-শতাব্দীতে সুপ্রাচীন চূর্ণি অর্থাৎ পতঞ্জলি এবং ভাগুরি মুনির সঙ্গে দ্বিতীয় বাগ্‌ভটের পিতামহ বৈয়াকরণ প্রথম বাগ্‌ভটের নামোল্লেখপূর্ব্বক মহাভাষ্যদীপিকায় লিখিয়াছেন—

'হৃস্তেঃ কর্ম্মণ্যুপষ্টম্ভাৎ প্রাপ্তুমর্থে তু সপ্তমীম্।
চতুর্থীবাধিকামাহু শ্চূর্ণি-ভাগুরি-বাগ্‌ভটাঃ॥'

চূর্ণি মহাভাষ্য, কিন্তু এখানে লক্ষণাবশতঃ পতঞ্জলি। পিতামহের দ্বিতীয় খৃষ্টশতাব্দীয়ত্ব হইলে দ্বিতীয় বাগ্‌ভটের অর্থাৎ পৌত্রের ২-৩ খৃষ্টশতাব্দীয়ত্ব অনুপপন্ন নহে। ইহা ব্যতীত অষ্টাঙ্গসংগ্রহে দ্বিতীয় বাগ্‌ভট নিজেও কনিষ্কপৌত্র তৃতীয়খৃষ্টশতাব্দীয় শকাধিপতি বসুকের অর্থাৎ বসুদেবসংহিতাকার বাসুদেবের সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহাতে উভয়ের সমকালিকত্বই সুচিত হয়। বহু প্রাজ্ঞিক কর্ত্তৃক আমাদের এ মতবাদ সমর্থিত।

চরকপ্রতিসংস্কর্ত্তা কনিষ্কসভ্য নবীন চরক ও সুশ্রুতপ্রতিসংস্কর্ত্তা কনিষ্কসভ্য সুশ্রুত—এই দুইটি নাম সাম্প্রতিক ঐতিহাসিকদের কল্পনাপ্রসূত। কিন্তু ইহারা কে—তৎসম্বন্ধে কোনও নির্ণয় নাই। বহুকাল চিন্তা ও অনুসন্ধান করিয়া নানা সন্দেহের অপনোদনপূর্ব্বক আমরা চরমসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে কপিলবল ও তৎপুত্র কাপিলবল যথাক্রমে চরক ও সুশ্রুতের প্রতিসংস্কার করেন। এ সম্বন্ধে 'শাস্ত্রচিন্তকদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ' ৫৩, ৫৪ ও ৫৫ পৃষ্ঠে নবীন সুশ্রুত, নবীন চরক ও কাপিলবল নামসমূহ দ্রষ্টব্য। কপিলবলের নামাদি মূলগ্রন্থের ৯৪-৯৫ পৃষ্ঠদ্বয়ে দ্রষ্টব্য।

দৃঢ়বলের পিতা কে—তাহা লইয়া মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন কপিল, আবার কেহ কেহ বলেন কপিলবল। দৃঢ়বল এ সম্পর্কে কিছুই বলেন নাই। সিদ্ধযোগের 'কুসুমাবলী'টীকায় শ্রীকণ্ঠদত্ত কপিলবলকে দৃঢ়বলের পিতা বলিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছি।

ডল্লণের মতে নাগার্জুন সুশ্রুততন্ত্রের প্রতিসংস্কর্ত্তা। এ কথা নাগার্জুন-নামের প্রস্তাবে উপনিবদ্ধ আছে। পরে ইহার প্রতিবাদ-পূর্ব্বক আমাদের সিদ্ধান্ত ৩৭৭ পৃষ্ঠে সুশ্রুত নামের প্রস্তাবে যুক্তি-সহকারে দর্শিত হইয়াছে।

বুদ্ধদেবের সমকালিক তক্ষশিলার অধ্যাপক বৌদ্ধ আত্রেয়ের শিষ্য বৌদ্ধ জীবক এবং পুরাকল্পীয় কশ্যপশিষ্য বৃদ্ধ জীবক ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। ইঁহাদের সাময়িক ব্যবধান অত্যন্ত বেশী। জীবক এবং বৃদ্ধ জীবক নামে এ সকল কথা আলোচিত হইয়াছে।

নাবনীতকসংহিতা, বৃদ্ধ-সুশ্রুতপ্রণীত কি নবীন-সুশ্রুতপ্রণীত তাহা লইয়া মতভেদ আছে। নবীন-সুশ্রুতপ্রণীত হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু আমরা পাশ্চাত্ত্য মতে ইহাকে বৃদ্ধ-সুশ্রুত প্রণীত বলিয়াছি।

চরকসংহিতায় সুশ্রুতের নাম পাওয়া যায় না, সুশ্রুতে চরকের উল্লেখ নাই। ইহাতে মনে হয় উভয়ের সাময়িক ব্যবধান খুব বেশী নহে। ঐতিহাসিক মতে সুশ্রুত চরকের ১০০ বৎসর পরে আবির্ভূত হন।

সাংখ্যবাদ বৈদ্যাগমের মূলভিত্তি। চরকসংহিতার শেষে চরক মুনি কিন্তু সাংখ্যশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র ও বেদান্তশাস্ত্রের মতে মোক্ষস্বরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন।

সুশ্রুতের শারীর-স্থানীয় প্রথমাধ্যায়ে সাংখ্যের নানা বিষয় বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে স্বাভিমত দৃঢ় করিবার জন্য সূত্রকার অষ্টাদশ সূত্রে প্রাচীনদের যে শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন তাহাতে বেদান্ত-মতবাদ অন্তর্নিহিত আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

অত্রিমুনির তিন পুত্র এবং তিনজনেই আত্রেয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ দত্তাত্রেয়, মধ্যম কৃষ্ণাত্রেয় এবং কনিষ্ঠ সোমাত্রেয়। দত্তাত্রেয়-সংহিতাদিপ্রণেতা দত্তাত্রেয় মহাযোগী, কৃষ্ণাত্রেয়সংহিতাদি-প্রণেতা কৃষ্ণাত্রেয় ব্রহ্মবিত্তম, বৈদ্যাগমের আত্রেয়সংহিতাদিপ্রণেতা সোমাত্রেয় একজন বিশিষ্ট মহর্ষি। বৈদ্যাগমে যিনি কৃষ্ণাত্রেয় বলিয়া প্রসিদ্ধ তাঁহাকে আমরা মহাভারতাদিবর্ণিত দুর্ব্বাসাঃ বলিয়াছি। আমাদের যুক্তি, উক্তি ও প্রমাণনিচয় অত্রি, আত্রেয়, দত্তাত্রেয়, দুর্ব্বাসাঃ ও কৃষ্ণাত্রেয়াদি নামে দ্রষ্টব্য। এই সিদ্ধান্ত অনন্যসাধারণ। ইহাতে কোনও দোষোদ্ভাবন হইলে তজ্জন্য আমরাই অনুযোগাধীন।

বৈদ্যকবৃত্তান্তে এই এই জাতীয় নানা প্রশ্নের সমাধান আছে। এখন তৎতদ্ বিষয়ে সুধীগণই প্রমাণ। মুখবন্ধের পর গ্রন্থোল্লিখিত নামসমূহের সূচী (১-৪৪ পৃষ্ঠা) এবং তদনন্তর কালানুসারে শাস্ত্রচিন্তকদের বিশ্লেষণাত্মক একটা সংক্ষিপ্তবিবরণ (৪৫-৮০ পৃষ্ঠা) উপনিবদ্ধ আছে। ইহার পর মূলগ্রন্থ আরব্ধ হইয়াছে।

ওঁ

নম

শ্চণ্ডিকায়ৈ

নমঃ।

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥ ১।৪২

দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা॥ ৪।১৬

সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১১।৯
শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১১।১১
সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্য স্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে॥ ১১।২৩

রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা
রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং
ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি॥ ১১।২৮

সর্ব্বাবাধাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরি।
এবমেব ত্বয়া কার্য্য মস্মদ্বৈরিবিনাশনম্॥ ১১।৩৬

ওঁ নম শ্চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।

বৈদ্যকবৃত্তান্ত

তারকাচিহ্নিত নাম প্রসঙ্গত উল্লিখিত। অবশিষ্ট তারকাহীন নামসমূহ গ্রন্থোদ্দিষ্ট। যুগ্মচ্ছেদেব পূর্ব্ববর্ত্তী এবং নামের পরবর্ত্তী সংখ্যানির্দ্দিষ্ট পৃষ্ঠায় গ্রন্থোদ্দিষ্ট ব্যক্তিগণের পরিচয়াদি উপনিবদ্ধ আছে।

সঙ্কেত

a. = **author or authoress**—গ্রন্থকর্ত্তা বা গ্রন্থকর্ত্রী। **A.D.** = **In the year of X"era**—খৃষ্টাব্দ। **An.** = **Ancient**—প্রাচীন। **B.C.** = **Before Christ**—খৃষ্টপূর্ব্ব। **Br.** = **Brahman**—ব্রাহ্মণ। **c.** = **Century**—শতাব্দী। **Cir.** = **Circa**—প্রায়। **Comm.** = **Commentary or Commentator**—ব্যাখ্যা বা ব্যাখ্যাকৃৎ। **Comp.** = **Compilation or Compiler**—সংগ্রহগ্রন্থ বা সমাহর্ত্তা। **D.** = **Divinity**—দৈবত। **etc.** = **etcetera**—ইত্যাদি। **Gr.** = **Grammar or Grammarian**—ব্যাকরণ বা বৈযাকরণ। **i.e.** = **Id est—that is**—অর্থাৎ। **Id.** = **Idem (the same)**—উহাই। **Incipit.** = **The opening words of a piece**—আরম্ভ। **K.** = **Kayastha**—কায়স্থ। **L.** = **Lexicographer or lexicon**—কোষকৃৎ বা কোষ। **Mo.** = **Modern**—অপ্রাচীন। **P.** = **Passim**—ইতস্ততঃ। **P.H.** = **Pre-Historic**—প্রাগৈতিহাসিক। **Pre** = **Before**—পূর্ব্ববর্ত্তী। **Post.** = **After**—পরবর্ত্তী। **S.** = **Son.** **T ?** = **Time unknown**—অজ্ঞাতকাল। **Va.** = **Vaidya**—বৈদ্য। **Ve.** = **Vedanta**—বেদান্ত। **W.E.** = **Writer or writing on Erotics**—কামশাস্ত্র বা কামশাস্ত্রকৃৎ। **W.r.** = **Wrong reading**—প্রামাদিক পাঠ।

অক্ষদেব—কর্ম্মমালাকৃৎ Cir. 11—12c. A.D.—৩০ ॥ ১৮৪—৫।

অক্ষপাদ মুনি—৪২২

অক্ষয়কুমার মজুমদার—**Hindu History** কৃৎ 19c. A.D.—১০৬-৭

অক্ষয়কুমারী দেবী—ইতিহাসজ্ঞা বিদুষী—**A History of Literature** প্রণেত্রী 19c. A.D.—১২৬, ২২৪, ২৩১, ২৭৬, ৩০৮, ৪৩৮।

অগস্ত্যমুনি—অগস্ত্যসংহিতাকৃৎ P.H.—৩০-১ ॥ ৫, ৬, ১৮, ১৪০, ২১১, ২৪৮।

অগ্নি—বহ্নিপুরাণপ্রবক্তা D. ৩১ ॥ ৩৯২।

অগ্নিবেশ বা বহ্নিবেশ—দ্রোণ-দ্রুপদের গুরু, ধনুর্ব্বেদে ভরদ্বাজের শিষ্য, আয়ুর্ব্বেদে আত্রেয় মুনির শিষ্য এবং অগ্নিবেশতন্ত্রকৃৎ P.H. ৩১-২ ॥ ৮, ১৩৮, ১৪৮, ২৩৮, ২৯০, ৩৭৭, ৪২৫, ৪৪০। অগ্নিবেশ-অগ্নিপুত্র।

অঙ্গির্ (অঙ্গীঃ) P H. ৩২-৩ ॥ ১৮, ৪০, ৬০, ১১০, ১৪০, ২৩৪, ৩৫৫।

অচ্যুত গোপিকাপুত্র—রসসংগ্রহসিদ্ধান্ত-রসেশ্বরসিদ্ধান্তকৃৎ Cir. 11-12c. A.D. ৩৩-৫ ॥ ১২৪, ১২৭, ৪২৫।

অচ্যুতাচার্য্য--আয়ুর্ব্বেদসারকৃৎ Cir. 10c. A.D. ৩৩ ॥ ১৩৩, ১৩৫।

অজয়পাল L. অজয়পালসংগ্রহকৃৎ 12-13c. A.D. ৩৫ ॥ ৯০।

অঞ্জনাচার্য্য—কঙ্কালাধ্যায়কৃৎ 10c. A.D. ৩৫ ॥ ২২৮।

অত্রি Son to ব্রহ্মা and father of দত্ত-আত্রেয়, কৃষ্ণ-আত্রেয় বা দুর্ব্বাসাঃ এবং সোম-আত্রেয় বা পুনর্ব্বসু বা চান্দ্রভাগ বা চান্দ্রভাগী P.H. ৩৫-৮ ॥ ১২, ৮৫, ১১৩, ১৪৫, ২৪৮।

অথর্ব্ব—অথর্ব্বা Vedic Seer. P.H. ৩৯-৫৯ ॥

অথর্ব্ব বীতহব্য Vedic Seer. P.H. ৪৩৮, ৪৪০ ॥

অথর্ব্বাকৃতি সিন্ধুদ্বীপ—Vedic Seer. P.H. ৫৯ ॥

অদালিক মুনি—৪৪০।

অনন্তদেব সূরি বা মদনান্তদেব—রসচিন্তামণিকৃৎ 17-18c. A.D. ৫৯-৬০ ॥ ২১৯, ২২৩।

অনন্তসেন—Father of তত্ত্বচন্দ্রিকাকৃৎ শিবদাস সেন 15c. A.D. ৬০ ॥

* অনসূয়া Wife of অত্রি and mother of দত্তাত্রেয়, কৃষ্ণাত্রেয় বা দুর্ব্বাসাঃ এবং সোমাত্রেয় বা পুনর্ব্বসু বা চান্দ্রভাগ বা চান্দ্রভাগী P.H. ৩৬, ৬৯, ১৫৯।

* অনাথপিণ্ডদ Buddhist. B.C. T? ২৬১।

* অনায়াস—পূর্ব্বযক্ষ D. ৩০৬। মাণিভদ্র বা মণিভদ্র ইঁহার নামান্তর। ইনি পথিকদের রক্ষা করেন।

* অনিরুদ্ধ ভট্ট—বল্লালগুরু ও দানসাগরাদিকৃৎ, 12c. A.D. ৩৫, ৪২৬

উদ্ধবমিশ্র—Comm. বৈদ্যপ্রদীপ 11c. A.D. ৮৩ ॥ ২০৯ ।

* উপকোশা—উপবর্ষ-কন্যা ও কাত্যায়নপত্নী 4c. B.C. ২৯৩ ।

* উপমন্যু—ব্যাঘ্রপাদের পুত্র P. H. ১৭০ । শিবপুরাণ দ্রষ্টব্য ।

উপরিবাভ্রব্য বা বাভ্রব্য—W. E. P. H. ৮৩ ॥ ১৮, ১২৬ ।

* উপবর্ষ—কাত্যায়নের গুরু ও শ্বশুর 5—4c. B.C. ৫৩, ২৮৭ ।

উপেন্দ্রমিশ্র ভিষক্—ভৈষজ্যসারকৃৎ। 14c. A.D. ৮৩ ॥

উমানন্দ নাথ—Mo. যৌবনোল্লাসকৃৎ ৮৩ ॥

উমাপতি—Va. 11-12c. A. D. ৮৩-৪ ॥ ১৮৪ ।

উমেশচন্দ্র গুপ্ত—বৈদ্যকশব্দসিন্ধুকোষকৃৎ 19-20c. A.D. ৮৫-৯১ ॥ ১৪৭, ২৮১ ।

উলূক—কণাদ নাম দ্রষ্টব্য P. H. ৯১ ॥

উশনা—a. ঔশনসোপপুরাণ ও ঔশনসযোগ, P. H. ৯১—২, ৩৩৬-৮ ॥ ৩৭২ ।

ঊর্দ্মিমালী--Veterinary Sage. P. H. ৯২ ॥

* ঋচকমুনি—বৃদ্ধজীবকের পিতা P. H. ৩০৫-৬, ৩৬৫ ।

* ঋচক—শুনঃশেপের পিতা P. H. ৩৩৮ ।

ঋভু বা ঋভুক্ষা Vedic Seer. P. H. ৯২ ॥ ১৮ ।

ঋষ্যশৃঙ্গ বা ঋশ্যশৃঙ্গ Son to বিভাণ্ডক, ঋষ্যশৃঙ্গতন্ত্রকৃৎ Alchemist and sage, P. H. ৯২, ২৯৯-৩০০ ॥ ২৩৫, ২৪৮

* একানংশা—পার্ব্বতী সুভদ্রা ও কুহূর নাম D. ১১১ ।

ওস্তারক—Demon and seizer of children. ৩৭৬ ।

ঔপধেনব—Disciple of দিবোদাস, fellow student of সুশ্রুত, ঔপধেনবতন্ত্রকৃৎ P. H. ৯২ ॥ ১০৭, ৩৬০ ।

ঔরভ্র—Disciple to দিবোদাস, fellow student of সুশ্রুত, ঔরভ্রতন্ত্রকৃৎ P. H. ৯২ ॥ ১০৭, ৩৬০ ।

কঙ্কালী—রসকঙ্কালীকৃৎ 10c. A. D. ৯২ ॥

কচ—Son to বৃহস্পতি and disciple to উশনা—P. H. ৯২-৯৩ ॥ ৯১ ।

* কটপূতন—Demon and seizer of children ২৬২,৩৭৬ কটপূতনের স্ত্রী কটপূতনা যিনি কাশীস্থিত চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা (স্কন্দপুরাণ) ।

কণাদ বা কণাদকাশ্যপ—নাড়ীপ্রকাশ ও বৈশেষিকসূত্রকার P. H. ৯৩ ॥ ১০৮,

* কনিষ্ক—শকরাজ, নাগার্জুন, নবীনসুশ্রুত, নবীনচরকাদির আশ্রয় 2-3c. A. D. ২১, ১৪২, ১৬৭, ২৭৭, ৩৭৪, ৩৭৭।

পাঞ্জাবস্থিত রাওলপিণ্ডি জেলার অন্তর্গত তক্ষশিলার অনতিদূরে মাণিক্যাল গ্রামের কোনও স্তূপ হইতে কনিষ্ক নামীয় একটী স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। উহা ৩৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দীয় বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। ঐ সময়ে মাণিক্যাল গ্রাম কনিষ্ককর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাঁহার সময় কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারে। কনিষ্ককে তুরুস্করাজ ও তাতার বলিয়া Dowson লিখিয়াছেন—Huska, Juska and Kaniska—Turk or Tartar kings.

* কনকসিংহ—চিদম্বরের রাজা, ইঁহার বৈদ্য রামকৃষ্ণ কনকসিংহ প্রকাশাদি বৈদ্যগ্রন্থ করেন 16c. A.D. ২৩৫।

কন্দলায়ন An. Alchemist T? ৯৩॥ ৪২৮

কপালী—An. Alchemist T? ৯৩॥

কপিঞ্জল—An. Physician, কপিঞ্জলতন্ত্রকৃৎ P. H. ৯৩॥ ১৪০, ৩৯০। ইনি বশিষ্ঠবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি।

কপিল—An. Sage. a. সাংখ্যশাস্ত্রপ্রবক্তা—called also সাংখ্য, P.H. ৯৪, ৩৪৭-৫৫॥ ৮২৭-৮।

কপিলবল—An. Physician. Pre. 2c. A.D. ৯৪-৫॥ ১৮৫।

কপিবল—দৃঢ়বলের পিতা 7c. A.D. ৯৫॥ ১৩৯, ১৬২, ১৮৫।

কপিষ্ঠলকঠ বা চরক—An. Physician P. H. ৯৫॥ ২১, ১৩৮।

কম্বলি An. Alchemist. P. H. ৯৫—৯৬॥

করথ বা কবথ—Disciple of ভাস্কর, সর্ব্বধরতন্ত্রকৃৎ, P. H-৯৬॥ ৬, ২৬১।

করবীর আচার্য্য—Physician, 10c. A.D.৯৬॥ ১০৭, ১৮৫, ২৯৫।

করবীর্য্য—Disciple of দিবোদাস and fellow student of সুশ্রুত, P. H. ৯৬॥ ১০৭, ৩৬০।

করালমুনি—Oculist. P. H. ৯৬—৭॥ ৩৫৫, ৩৫৭। জনকবংশোৎপন্ন।

কলহদাস—W.r for কোলহদাস—10c. A.D. ৯৭, ১১৬, ১৮৫-৬।

কল্যাণ ভট্ট—বালতন্ত্রকৃৎ, 8-9c. A.D ৯৭॥

কল্যাণ ভট্ট বা মল্ল—W. E. 15-16c. A.D. ৯৭-৯৮॥

* কৌৎস—বরতন্তু শিষ্য Vedic Sage P.H. ১১০। ইনি কুৎসের পুত্র এবং বরতন্তুর অর্থাৎ বিশ্বামিত্রের শিষ্য। সূচীতে বিশ্বামিত্র নাম দ্রষ্টব্য।

কৌরুপথী—Vedic Seer P.H. ১১৬॥১৮। অঙ্গিরার বংশধর এবং গোত্র প্রবর্ত্তক। শাস্ত্রান্তরে কৌরুপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ।

কৌশিক বা কৌষিক—Sage ১১৬॥৪৪০।

ক্রতুমুনি—বালখিল্যজনক P.H. ১১৬॥ ভাগবতীয়চতুর্থস্কন্ধে ক্রতুর উপাখ্যান দ্রষ্টব্য।

* ক্ষপণক বা বিক্রমসভ্য সিদ্ধসেনগণি—জৈন, ন্যায়াবতারকৃৎ Cir. 4-5c. A.D. ১৬৮-৯, ২৫৩, ২৮৮, ৪১৪।

ক্ষারপাণি—ক্ষরপাণি ক্ষীরপাণি—Disciple of আত্রেয় a. ক্ষারপাণিতন্ত্র P.H. ১১৭॥৮, ৬৫, ১৩৩, ১৮৬, ২৯০, ৪৪০। হরিবংশে ক্ষীরপাণির নাম পাওয়া যায় (১৬৬)।

* ক্ষীরস্বামী—L. 11-12c. A.D. ৭৯, ৮৮, ১৩৭, ২৫৫, ২৮২।

ক্ষেমরাজ—ক্ষেমশর্ম্মা চিকিৎসাসারসংগ্রহ ও ক্ষেমকুতূহলকৃৎ 10-11c. A.D. ১১৭॥১৭২।

খণ্ড—Alchemist P.H. ১১৭।

খরনাদ—খরনাদতন্ত্রকৃৎ P.H. ১১৭॥১৩৩, ১৮৬, ২৮৯।

খরে বা চিন্তামণি শাস্ত্রী—তরলার্থপ্রকাশিনীকৃৎ 15c. A.D. ১১৭, ১৪৪, ২৭৩।

খর্পণ—D. ১১৭॥

* খলিফা—হারুণ অল্ রসিদ—আরব্য দেশের পাতশাহ্ (বাদশাহ্) 8c. A.D. ২২১, ২৭৪, ২৭৫।

খাণ্ডবদাহমুনি—কুণ্ডখাণ্ডব An. Physician P.H. ১১৭॥

খারনাদি—খরনাদ পুত্র An. Physician P.H. ১১৭॥

গঙ্গাদাস সূরি কবিরাজ—ছন্দোমঞ্জরীকার 14-15c. A.D. ১১৮॥১১১, ১২৫, ১৯৮।

গঙ্গাধর কবিরাজ—জল্পকল্পতরুকৃৎ 18-19c. A.D. ১১৮॥১৩৯, ১৬২।

গঙ্গাধর পণ্ডিত—রসসারসংগ্রহকৃৎ 15-16c. A.D. ১১৮।

গঙ্গারাম দাস—শরীরবিনিশ্চয়াধিকারকৃৎ T ? ১১৮॥

ভদ্রকাপ্য—An. Physician P. H. ২০৫ ॥ ১৪১ ।

ভদ্রবর্মা—An. Physician. 10-11c. A. D. ২০৫ ॥ ১৩৩, ১৪১ ।

ভদ্রশৌনক—An. Physician P. H. ২০৫ ॥

*ভয়ভঞ্জন শর্মা—রমলরহস্যকৃৎ T ? ২৬০ ।

ভরতমল্লিক বা যশশ্চন্দ্র রায়—বৈদ্যকুলতত্ত্ব-রত্নকৌমুদী-সারকৌমুদীকৃৎ 17-18c. A. D. ২০৫-৭ ॥ ৮৮, ৩১৪, ৩৩৬ ।

ভরদ্বাজ মুনি—ভারদ্বাজসংহিতাকৃৎ, Vedic Seer. P H. ২০৭-৮ ॥ ৯, ১৮, ১৪০, ১৬৬, ২৪৮ ।

ভবদেব ভট্ট বা বালবলভী ভুজঙ্গ—সন্নিপাতচন্দ্রিকা ও গন্ধশাস্ত্রকৃৎ etc. 11-12c. A. D. ২০৮-৯ ॥ ১৮৪, ১৮৬, ১৮৮, ১৯৯ ।

ভবনাথ মিশ্র বা ভাবমিশ্র—ভাবপ্রকাশকৃৎ ও যোগরত্নাকরকৃৎ 16c. A.D. ২০৯-১১ ॥ ৮৯ ।

ভব্যদত্ত—Alchemist, বৈদ্যপ্রদীপকৃৎ ও যোগরত্নাকরকৃৎ (see page 126) 11c. A. D. ২০৯ ॥ ৮৩, ১২৬, ১৮৮ ।

ভবানীদাস—গঙ্গারামের গুরু T ? ২০৯ ॥

ভবানীসহায়—রুগ্‌বিনিশ্চয়টীকাকৃৎ 17c. A. D. ২০৯ ॥ ২৫০ ।

ভাগলি—Vedic seer P. H. ২০৯ ॥

*ভাগুরি—কোষকৃৎ P. H. ৪৩৪ ॥

ভানুদত্ত—চক্রপাণির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং বৈদ্যকবি, a. কুমারভার্গবীয, গীতগোরীশকাব্য 11c. A. D. ২০৯ ॥ ১২৭ ।

*ভানুমতী—ভোজকন্যা ও বিক্রমাঙ্কদেবের মহিষী 11c. A. D. ২১৫, ৩০০ ।

ভারতকর্ণ—তত্ত্বকণিকাকৃৎ T ? ২০৯ ॥

*ভারতী তীর্থ—(পঞ্চদশীকৃৎ) ৪২৬ ।

ভারদ্বাজমুনি—An. Sage ৪৪০ ।

*ভারদ্বাজ সত্যবাহ—মুণ্ডকপ্রবক্তা, বিহব্যের গুরু P. H. ৩০২, ৪৩৮ ।

*ভারবি—কবি ৪১৫ ।

ভারবি—মুনি ৪৪০ ।

ভার্গবপ্রমিতি—ভার্গবসংহিতাকৃৎ Sage P. H. ২০৯-১০ ॥

মেদলুঙ্গসূরি জৈন—রসায়নপ্রকরণকৃৎ 14c. A. D. ২২৮ ॥

মেদিনীকর—কোষকৃৎ 13c. A. D. ২২৮॥ ৯১ ।

মেধাতিথি—Vedic Seer P. H. ২২৮ ।

মেরুতুঙ্গ—রসাধ্যায়টীকাকৃৎ 13-14c. A. D. ২২৮-৯ ॥

মৈত্রেয়—An. Physician, P. H. ২২৯ ॥ পরাশরশিষ্য ।

মৈত্রেয় রক্ষিত—নিদানব্যাখ্যাকৃৎ 11-12c. A. D. ২২৯ ॥ ৮০, ২৮৪ ।

মৈমতায়নি—An. Physician. সৌবীরগোত্রীয় মিমতের অপত্য P H. ২২৯-৩০ ॥

মোরেশ্বর কুন্তে—ডাক্তার 19c. A. D. ২৩০ ॥ ২৭৪, ২৭৫ ।

মোরেশ্বর ভট্ট—বৈদ্যামৃতকৃৎ 16-17c. A. D. ২৩০ ॥

মৌদ্গল্য—পূর্ণাক্ষ (the full eyed) An. Physician. ২৩০ ॥ ইনি বিশ্বামিত্রের বংশধর (হরিবংশ)। ইঁহার পূর্বপুরুষ মুদ্গলকে দুর্ব্বাসা সন্তুষ্টচিত্তে স্বর্গগমনের বর দিয়াছিলেন (মহাভারত)। ৩৭, ১৪১ ।

যক্ষ—অনায়াস যক্ষ বা পূর্ব্বযক্ষ এবং মাণিভদ্রের পিতা P. H. ২৩০ ॥ ২২১-২২ ।

যজন—An. Physician. P. H. ২৩০ ॥

যম—Vedic seer. P. H. ২৩০ ॥

যম—বিবস্বৎ পুত্র D. ২৩০-১ ॥ ৬, ২১১, ৩৯৩ ।

যশোধন—যশোধনসিদ্ধান্তকৃৎ T ? ২৩১ ॥

যশোধর—কামসূত্রটীকাকৃৎ 13c. A. D. ২৩১ ॥

যশোধর—রসপ্রকাশসুধাকরকৃৎ ২৩১-২ ॥ ৪৩০ ।

যাজ্ঞবল্ক্য যোগী—P. H. ২৩২ ॥

*যাতুধান—Demon ৪৬ । বায়ুপুরাণে দ্বাদশযাতুধানের নাম আছে ।

যাদবপ্রকাশ—বৈজয়ন্তীকোষকৃৎ 11c. A. D. ২৩২ ॥

*যাস্ক—নিরুক্তকার P. H. ১১১, ২৩১, ২৩৪, ৩৪৬ ।

যুধিষ্ঠির মীমাংসক—২৭৩ ।

যোগীন্দ্রনাথ সেন—19-20c. A. D. ২৩২ ।

রক্ষিত—মৈত্রেয় বা বিজয় ২৩২ ॥

*বনদুর্গা—বিন্ধ্যেশ্বরী দেবী D. ২৯৪।

বন্দি মিশ্র—যোগসুধা-বালচিকিৎসাদিকৃৎ T ? ২৫৩ ॥

বন্ধক বা বন্ধুক—বর্গীয়-ব।

*বরতন্তু—কৌৎসের গুরু ১১০। পাণিনি ইহার নাম করিয়াছেন—'তিত্তিরি-বরতন্তু' ৪।৩।১০২; বরতন্তু সম্ভবতঃ বিশ্বামিত্র। কৌৎস এবং বিশ্বামিত্রের বার্ত্তা এবং কালিদাসোক্তি দ্রষ্টব্য।

*বররুচি—চৈত্রকূটীকৃৎ cir. 5c. A. D. ১২৪, ১৭২, ২৫৩, ৩২০, ৩৭৬, ৪৩৪।

বররুচি—প্রাভাকর ও 'যোগশতক' রসগ্রন্থপ্রণেতা 9-10c. A.D.২৫৩ ॥ ১৯৮।

বরাহমিহির—বিক্রমসভ্য, পঞ্চসিদ্ধান্তিকাদিকৃৎ 6c. A. D. ২৫৩ ॥

বরুণ ও বরুণানী—D. ২৫৩-৫৫ ॥ ১১১।

বল্লভদেব—'স্থভাষিতাবলী'শ্লোকসংগ্রহগ্রন্থ ও যোগমুক্তাবলী-রসকদম্বাদি বৈদ্যক-গ্রন্থপ্রণেতা 10-11c. A. D. ২৫৫—৫৬ ॥ ৪৩৩।

বল্লভ ভট্ট—বৈদ্যবল্লভের টীকাকার ও ত্রিমল্লের পিতা 16c. A. D. ২৫৬ ॥ ১৫৬।

বল্লভেন্দ্র বা বল্লভ—বৈদ্যবল্লভাদিকৃৎ T ? ২৫৬ ॥

বশিষ্ঠমুনি—বশিষ্ঠসংহিতাপ্রণেতা P. H. ২৫৬ ॥ ৪৪০।

বসবরাজ—বসবরাজীয় বৈদ্যকগ্রন্থকৃৎ T ? ২৫৬ ॥

বহ্নিবেশ—অগ্নিবেশ নাম দ্রষ্টব্য ২৫৭ ॥

বাওয়ার—Captain Bower—বিলুপ্ত 'কাশীরাজীয় বসোনকল্প, সৌশ্রুত-নাবনীতকসংহিতা, গার্গীযপাশকেরলী ও মহামযুরী বিদ্যারাজ্ঞী পদ্ধতি'র পাণ্ডুলিপি ব্যক্তীকর্ত্তা 19c. A. D. ২৫৭-৬৩ ॥ ৮১, ১০১, ৩৬২।

*বাক্—ব্রহ্মবিদুষী অম্ভৃণকন্যা ও দেবীসূক্তদ্রষ্ট্রী P. H. ১০৭-১০৮।

বাগ্‌ভট প্রথম—সিংহগুপ্তের পিতা, অষ্টাঙ্গসংগ্রহকৃৎ দ্বিতীয় বাগ্‌ভটের পিতামহ এবং বৈদ্যকনিঘণ্টু কর্ত্তা 2c. A. D. ২৬৩-৪ ॥ ২৬৫।

বাগ্‌ভট দ্বিতীয়—সিংহগুপ্তের পুত্র, প্রথমবাগ্‌ভটের পৌত্র, সিন্ধুদেশীয় রাজর্ষি চরক বলিয়া প্রসিদ্ধ, বৃদ্ধবাগ্‌ভট মধ্যবাগ্‌ভট স্বল্পবাগ্‌ভট রসবাগ্‌ভটাদি-গ্রন্থকর্ত্তা এবং ২-৩ খৃষ্টশতাব্দীয় ২৬৫-৮০ ॥ ২০, ৭৫, ৮০, ১৩৩, ১৩৬, ১৮৮, ২২৫, ৩৫৭, ৪২৮, ৪৩১।

বাগ্‌ভট তৃতীয়—সোমপুত্র, অবৈদ্যক, আলংকারিক, কবি, 'নেমিনির্ব্বাণ' মহাকাব্যকৃৎ 12c. A. D. ২৮১ ॥

বাগ্‌ভট চতুর্থ—নেমিকুমারতনয়, কবিকল্পলতাপ্রণেতা দেবেন্দ্রের পিতা, শব্দার্থ-চন্দ্রিকা গুণপাটটীকাদিবৈদ্যক-গ্রন্থকর্ত্তা 13-14c. A. D. ২৮১ ॥ ৪২৯।

বাচস্পতি—শব্দার্ণবকোষকৃৎ cir. 5c. A. D. ২৮৫ ॥ ২৮২।

বাচস্পতি বৈদ্য—বৈদ্যবাচস্পতি নিদানটীকা 'আতঙ্কদর্পণ'কৃৎ, সম্ভবতঃ 'যুবতি-সখা'দিকৃৎ 13-14c. A. D. ২৮৩, ৩১৫ ॥

*বাজপ্যায়ন মুনি—জাতিপদার্থবাদী P. H. ৩২৫।

বাড্‌বলি—বাড্‌বলিতন্ত্রকৃৎ P. H. ২৮৩ ॥

বাৎস্যমুনি—বৃদ্ধজীবকীয়তন্ত্রপ্রতিসংস্কর্ত্তা P. H. ২৮৩ ॥

বাৎস্যায়ন—কামসূত্রকার, চাণক্য বা পক্ষিলস্বামী নাম দ্রষ্টব্য 4c. B. C. ২৮৩ ॥

বানরাচার্য্য—'বালবোধ' নামক বৈদ্যকগ্রন্থকৃৎ T ? ২৮৫ ॥

বাপ্যচন্দ্র বা বাস্পচন্দ্র—চরকটীকাকৃৎ 11-12c. A. D. ২৮৫ ॥ ১৩৯, ১৮৪, ১৮৮, ২৮৯।

বাভটাচার্য্য—বৈদ্যকসংহিতা এবং বাভটব্যাকরণপ্রণেতা 11-12c. A. D. ২৮৫-৮৬ ॥ ৮৫, ২৬৭।

বামক রাজর্ষি—দ্বিতীয় কাশীরাজ P. H. ২৮৬ ॥ ১০৬।

বামদেব ঋষি—অন্নপাসিত গুরু এবং আয়ুর্ব্বেদবিৎ P. H. ২৮৬ ॥ ৪৪০।

*বামন—কাশিকাকৃৎ 7-8c. A. D. ৩১৬-১৮, ৩২০।

বামন বা বামনভট্টবাণ—'আয়ুর্ব্বেদপ্রকাশ'কৃৎ এবং কবি 14-15c. A. D. ২৮৬ ॥ ২২৩, ২২৬।

বাষ্কি—আয়ুর্ব্বেদবিদ্‌মুনি P. H. ২৮৭ ॥

*বার্ণেল সাহেব 19c. A. D. ২১২, ২১৪, ৩২০।

*বাল্মীকি—আদিকবি এবং চ্যবন পুত্র—P. H. ১৮৪।

বাসুদেব—শ্রীকৃষ্ণ D. ১০৮, ১৯৬।

বাসুদেব—শকপতিকনিষ্কের পৌত্র, রসসিদ্ধ, গুপ্তাবধূত, 'রসরাজমহোদধি-বাসুদেবসংহিতা'দিবৈদ্যকগ্রন্থকৃৎ, ২-৩ খৃষ্টশতাব্দীয় ২৮৭, ৪২৮।

বাসুদেব—ক্ষেমাদিত্যতনয়, 'রসসর্ব্বেশ্বর বাসুদেবানুভবা'দি বৈদ্যকগ্রন্থকৃৎ, 13-14c. A. D. ২৮৮।

*বাসুদেব অভ্যংকর—সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের টিপ্পণকার 19c. A. D. ৩৫, ৪২৬।

*বাসুদেব দীক্ষিত—সিদ্ধান্তকৌমুদীর 'বালমনোরমা'টীকাকৃৎ cir. 17-18c. A. D. ৩১৯।

বিক্রমাদিত্য শকারি—মগধের সম্রাট্, সমুদ্রগুপ্তের পুত্র. দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, নবরত্নের আশ্রয় 4-5c. A. D. ২৮৮-৯ ॥

বিজয় রক্ষিত—গৌড়রাজ লক্ষ্মণ সেনের পুত্র মহারাজ কেশব সেনের দৌহিত্র, মাধবনিদানের অশ্মরীপ্রকরণ পর্য্যন্ত 'মধুকোষ' টীকাকৃৎ, নিশ্চল ও শ্রীকণ্ঠের গুরু, 12-13c. A. D. ২৮৯-৯০ ॥ ১৮৪, ৩৩৯।

বিজয়শঙ্কর—ঔষধনামাবলীকৃৎ T ? ২৯০ ॥

বিদগ্ধ বৈদ্য—যোগশতকটীকাকৃৎ T ? ২৯০ ॥

বিদেহ—ইক্ষ্বাকুপুত্র নিমি, oculist & founder of opthalmic science, also called বিদেহাধিপ P. H. ২৯০, ১৮২-৮৩ ॥ ৮, ১৫৩, ২৮৯, ৩৭৭।

বিদেহাধিপ—বিদেহনাম দ্রষ্টব্য।

বিদ্যাপতি—পুরুষপরীক্ষা ও দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীকৃৎ 15c. A. D. ২৯১ ॥

বিদ্যাপতি—বৈদ্যরহস্য ও চিকিৎসাঞ্জনাদি প্রণেতা 17-18c. A. D. ২৯১ ॥

*বিদ্যারণ্য মুনি (মাধবাচার্য্য),—14c. A. D. ৩২১, ৪২৬।

বিদ্যারাজ্ঞী মহামায়ূরী—D. ২৫৭ ॥

বিদ্যাহম্মীর মিশ্র—পর্য্যায়শব্দমঞ্জরীকৃৎ 13c. A. D. ২৯১ ॥

বিনগ্নজিৎ বা নগ্নজিৎ—রাজর্ষি, পুনর্ব্বসু আত্রেয়ের শিষ্য P. H. ২৯১ ॥ ৩৭, ৪৪০। ভেলসংহিতার ৩য় পৃষ্ঠায় আছে—'গান্ধারদেশে রাজর্ষি র্নগ্নজিৎ স্বর্ণমার্গদঃ (alchemist)। সংগৃহ্য পাদৌ পপ্রচ্ছ চান্দ্রভাগং পুনর্ব্বসুম্' ॥

বিনোদলাল সেন—'আয়ুর্ব্বেদবিজ্ঞয়ন'কৃৎ 19-20c. A. D. ২৯১ ॥

বিন্ধ্যবাসী—গোবিন্দ ভাগবত 7-9c. A. D. ২৯২-৯৯ ॥ ৩৩৫।

বিপ্রচণ্ডাচার্য্য—সুশ্রুতব্যাখ্যাকার 5-6c. A. D. ২৯৯ ॥ ১৫৩, ৩৭৪, ৩৮১

বিভাকর—An. Physician Pre 12c. A. D. ২৯৯ ॥ ১৮৪, ১৮৮।

বিভাণ্ডক—ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা ও মুনি P. H. ২৯৯-৩০০ ॥

বিবস্বান্—সূর্য্য D. ৩০০ ॥ ২১১।

বিশারদ—বিশারদসিদ্ধান্তকৃৎ 2-3c. A. D. ৩০০-১ ॥

বিশাল দেব—রসপ্রদীপকৃৎ 15c. A. D. ৩০১ ॥

বিশ্বকর্ম্মা—ত্বষ্ট্‌নাম দ্রষ্টব্য। ৩০১ ॥

বিশ্বনাথ কবিরাজ—সাহিত্যদর্পণপ্রণেতা এবং পথ্যাপথ্যনিঘণ্টুকৃৎ, ঔৎকল ব্রাহ্মণ, 13-14c. A. D. ৩০১ ॥

বিশ্বনাথ সেন—'পথ্যাপথ্যবিনিশ্চয়'কৃৎ, চক্রদত্তের সর্ব্বসার-সংগ্রহের 'সারসংগ্রহ' টীকাকৃৎ 14-15c. A. D. ৩০১।

*বিশ্বামিত্র ঋষি—সুশ্রুতের পিতা, শুনঃশেপের কৃত্রিম পিতা, অথর্ব্ববেদের কৌশিকসূত্রকার P. H. ৩০১ ॥ ১৫৬, ৪৪০।

বিষ্ণু—D. যামল-বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদিপ্রবক্তা ৩০১-২ ॥ ৩৭, ২৯৮-৯, ৩৪৩ ৩৯৩।

বিষ্ণুদেব পণ্ডিত—বিষ্ণু পণ্ডিত 'বসবরাজলক্ষ্মী' নামক রসগ্রন্থকৃৎ 14c. A. D. ৩০২ ॥ ২৩৮।

বিষ্ণুস্বামী—রসসিদ্ধ আচার্য্য Pre 14c. A. D. ৩০২ ॥ ২১১।

*বিহব্য বা বীতহব্য—আথর্ব্বণমন্ত্রদ্রষ্টা, অঙ্গীর শিষ্য, অঙ্গিরার গুরু, ভারদ্বাজসত্যবাহানুগামী, P. H. ৩০২-৩ ॥ ৩৮, ১৪৭, ৪৩৮, ৪৪০।
হৈহয়রাজ বিহব্যের পুত্রগণ কাশীরাজ দিবোদাসকে পরাজয় করেন এবং পরে তাঁহারা দৈবোদাসি প্রতর্দ্দন কর্ত্তৃক বিতাড়িত হন (মহাভারত-অনুশা• ২০)। See also Dowson Hindu Classical Dictionary.

বীরভদ্র—কন্দর্পচূড়ামণিপ্রণেতা, আবুল্‌ফজলের হত্যাকারী 16c. A. D. ৩০৩ ॥

বীরভদ্রা—গালবপত্নী ও বৈদ্যদের বংশমাতা P. H. ৩০৩ ॥

বীরসিংহ—মিথিলাধিপ—'বীরসিংহাবলোক'নামক বৈদ্যকগ্রন্থ, 'নৃসিংহোদয়'-রসগ্রন্থ ও 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' নামক ভক্তিগ্রন্থপ্রণেতা 14c. A. D. ৩০৩ ॥ ১৫৭।

বীরসেন—নিষধাধিপতি নলের পিতা P. H. ৩০৪ ॥

শূরসেন রাজা—'শূরসেনসিদ্ধান্ত'নামক রসগ্রন্থকৃৎ ৩৩৮ ॥

শোঢ়ল—৩৩৮ ॥ সোঢ়ল নাম দ্রষ্টব্য।

শৌনক—অথর্ব্বশাখাপ্রবর্ত্তক P.H. ৩৩৮-৯ ॥

শৌনক গৃৎসমদ—বিহব্যপুত্র P.H. ২৪।

শৌনক—পুরুষসূক্তভাষ্যকৃৎ P.H. ২৪।

শৌনক বা ভদ্র শৌনক—আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ মুনি P.H ৩৩৯ ॥ ১৩৩, ১৩৬, ৩৭৭।

শ্যামাদাস কবিরাজ—পরিভাষাসংগ্রহকৃৎ T ?. ৩৩৯ ॥

শ্রীকণ্ঠদত্ত—বিজয় রক্ষিতের শিষ্য, নিশ্চলের সতীর্থ, 'কুসুমাবলী বা ব্যাখ্যা কুসুমাবলী' নামক সিদ্ধযোগটীকাকৃৎ Cir. 13c. A. D. ৩৩৯-৪০ ॥ ৩৮, ৯৫, ১৩৫, ১৫৮, ১৮৫, ৪৩৬।

শ্রীকণ্ঠ শম্ভু—বৈদ্যকসারসংগ্রহকৃৎ T ? ৩৪০ ॥

শ্রীকান্ত মিশ্র—৩৪০ ॥ গর্ভশ্রীকান্ত মিশ্র দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণ বৈদ্য—চরকভাষ্যপ্রণেতা Cir. 11 c. A. D. ৩৪০-৪১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ শার্ঙ্গধর মিশ্র—শার্ঙ্গধর প্রথম দ্রষ্টব্য ৩৪১ ॥

শ্রীধরদাস—মহারাজ লক্ষণ সেনের সেনাপতি ও সদুক্তিকর্ণামৃতপ্রণেতা 12-13c. A. D. ৩৪১, ৪৩৩।

শ্রীধর মিশ্র—নাগভর্ত্তৃবিষ্ণুভট্টের পুত্র এবং বৈদ্যামৃতকৃৎ 14c. A. D. ৩৪১ ॥

* শ্রীধর স্বামী—cir. 13c. A. D. ৩৬, ১১৩, ১৫৯।

শ্রীনাথ ভট্ট কবিশার্দ্দূল—রসরত্ন-পরহিতসংহিতাদিকৃৎ 13-14c. A.D. ৩৪১ ॥

শ্রীনিবাস অবধান সরস্বতী—অবধান সরস্বতী দ্রষ্টব্য। ৩৪১ ॥

শ্রীব্রহ্মদেব—ব্রহ্মদেব নাম দ্রষ্টব্য। ৩৪১ ॥

শ্রীমাধব ব্রহ্মবাদী—মাধব ব্রহ্মবাদী দ্রষ্টব্য। ৩৪১ ॥

শ্রীসুখলতা—সুখলতা (আয়ুর্ব্বেদমহোদধিকৃৎ) 15c. A. D. ৩৪১-৪২ ॥ ৩৫৮, ১৫৬।

শ্রীহর্ষ সূরি—রাজা ভরতমল্লিকের পূর্ব্বপুরুষ, যোগচিন্তামণিকৃৎ 13c. A. D. ৩৪২ ॥

শ্বেতকেতু—উদ্দালকের পুত্র, অষ্টাবক্রের মাতুল—কামশাস্ত্রকৃৎ P.H. ৩৪২-৪৩ ॥ ৪৪০।

শাস্ত্রচিন্তকদের সংক্ষিপ্ত-বিবরণ।

নানা মনীষী ও শাস্ত্রচিন্তকদের মধ্যে কতিপয়মাত্রের আনুমানিক স্থিতিকালাদি নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। প্রাগৈতিহাসিক ঋষি-মুনিদের কালনিরূপণে আমরা যত্নবান্ নহি। কারণ এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ব্যর্থতাবশতঃ অষ্টমখৃষ্টশতাব্দীতে কুমারিল ভট্টের ন্যায় অশেষবিশেষশেমুষীসম্পন্ন ব্যক্তিও আক্ষেপসহকারে বলিয়াছিলেন—

'মহতাঽপি প্রযত্নেন তমিস্রায়াং পরামৃশন্।
কৃষ্ণশুক্লবিবেকং হি ন কশ্চিদধিগচ্ছতি॥'

তথাপি পাঠকদের মনস্তৃপ্তির জন্য The Hindu History নামক গ্রন্থে ইতিহাসজ্ঞ মজুমদারমহোদয় কাহারও কাহারও স্থিতিকাল যেরূপ নির্ণয় করিয়াছেন তাহাই প্রথমতঃ প্রদত্ত হইল। তিনি বলেন—(১) বৈদ্যসন্দেহভঞ্জনকৃদ্ বিদেহাধিপ জনক ২৫ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীবর্ত্তী; (২) দ্বৈধনির্ণয়তন্ত্রপ্রণেতা অগস্ত্যমুনি ২২ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীয়; (৩) তন্ত্রসারকপ্রণেতা জাজলি মুনি ২০ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীয়; (৪) বেদাঙ্গসারপ্রণেতা জাজলি মুনি ১৯ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীয়; (৫) নিদানকৃৎ পৈলমুনি ১৮ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীয়; (৬) সর্ব্বধরতন্ত্রকৃৎ কবথমুনি ১৮ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীয়; (৭) চিকিৎসা-কৌমুদীকৃদ্ বামকাপরপর্য্যায় দ্বিতীয়কাশীরাজ ১৭ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীয়; (৮) চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞানপ্রণেতা চতুর্থ কাশীরাজধন্বন্তরি ১৬ খৃষ্টপূর্ব্ব-শতাব্দীয়; (৯) চিকিৎসাদর্শনকৃৎ সপ্তম কাশীরাজ দিবোদাস ধন্বন্তরি ১৫ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীয় এবং তাঁহার শিষ্য সুশ্রুতাদিও ঐ সময়বর্ত্তী; (১০) সংহিতাকার চরকমুনি ১৪ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীর পরবর্ত্তী নহেন, এবং (১১) পাণিনিমুনি ৮ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীয় (৪৭৪-৫, ৫৪১ পৃঃ)।

কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত হৃদয়গ্রাহী নহে। বরাহমিহির গণনাপূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, ২৪৪৯ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে অর্থাৎ ২৫ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীতে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। বিদেহাধিপ জনক ইহার অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী। যুদ্ধকালে ব্যাসদেব জীবিত ছিলেন। বৈশম্পায়ন তাঁহার শিষ্যস্থানীয়। চরক এবং যাজ্ঞবল্ক্য বৈশম্পায়নের শিষ্য (শ্রীমদ্‌ভাগবত)। অতএব চরক মুনি ১৪ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীর অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী। ব্যাসদেবের পিতা পরাশর মুনি বৈদ্যাগমে মহর্ষি আত্রেয়ের শিষ্য। আত্রেয়ের সহিত কাশীরাজ বামক রসাদিবিষয়ক সংলাপ করিয়াছিলেন। ইহা চরকসংহিতায় উপনিবদ্ধ আছে। অতএব যিনি ব্যাসদেবের পিতার সমসাময়িক তিনি কিরূপে ১৭ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীয় হইতে পারেন ?

বেবর (Weber) ও মোক্ষমূলর (Max Muller) সাহেবদ্বয় পাণিনিকে চতুর্থখৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীয় বলিয়াছেন। সত্যব্রত সামশ্রমিমহোদয় তাঁহাকে ২৪ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীতে স্থাপন করিয়াছেন। একজন গগনস্পর্শী, অপর দুইজন পাতালদর্শী, সুতরাং উভয় মতবাদই উপেক্ষণীয়। Vincent Smith তদীয় Oxford History of India গ্রন্থের ৫৭ পৃষ্ঠে পাণিনিকে ৭ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীয় বলিয়াছেন। S. K. Belvalkar মহোদয় এইরূপ মতবাদের পক্ষপাতী (System of Sanskrit Grammar pp 18...)। Theodor Goldstucker নামক একজন বিশিষ্ট সংস্কৃতব্যাকরণাভিজ্ঞ জার্ম্মান্ পণ্ডিত তদীয় 'Panini' নামক প্রবন্ধে নানাযুক্তিপ্রদর্শনপূর্ব্বক পাণিনিকে গ্রীক্‌কবি হোমরের সমকালিক বলিতে পরাঙ্‌মুখ নহেন। বর্ত্তমান কালের পাশ্চাত্ত্য প্রাত্নিকগণ ১২ হইতে ৯ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দী মধ্যে হোমরের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া থাকেন। C. V. Vaidya মহোদয় তদীয়

History of Sanskrit Literature গ্রন্থে পাণিনির ৯ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন (vol III, pp 119 etc)। আমরাও তাঁহাকে ঐ সময়বর্ত্তী বলিয়া মনে করি। সুতরাং ৯ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীকে যাত্রাস্থলী বা যাত্রাস্তম্ভ (starting point) করিয়া আমাদের কালনিরূপণ আরব্ধ হইবে। গ্রন্থ লিখিবার সময়ে যে ঘটনা অজ্ঞাত বা বিস্মৃত ছিল কিন্তু পরে জানা গিয়াছে তাহাও সূচীতে দেওয়া হইল। কালাদিসম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব গ্রন্থে যাহা বলা হইয়াছে তাহার সঙ্গে এই গ্রন্থের বিরোধ ঘটিলে পরবর্ত্তী গ্রন্থেরই প্রামাণ্য বুঝিতে হইবে, কারণ লৌকিক উক্তি আছে—'ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ' (ভানুভট্টীয় রসতরঙ্গিণী)। যাঁহাদের এক শতাব্দীতে আবির্ভাব এবং পর শতাব্দীতে তিরোভাব হইয়াছে তাঁহাদের জন্য 'সংখ্যাঽনাদেশে শতম্' ন্যায়ে আনুপূর্ব্বিক দুইটী শতাব্দী একত্র বলা হইবে।

৯—৮ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দী

পাণিনি—বিশ্ববিশ্রুত বৈয়াকরণ মুনি। সাম্প্রদায়িক ন্যূনতা পরিহারের জন্য ইনি অষ্টাধ্যায়ী, ধাতুপাঠ, প্রাতিপদিকপাঠ বা গণপাঠ, লিঙ্গানুশাসন এবং শিক্ষাশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। সাম্প্রদায়িক উক্তিও আছে—

> অষ্টকং ধাতুপাঠশ্চ গণপাঠস্তথৈব চ।
> লিঙ্গানুশাসনং শিক্ষা পাণিনীয়া অমী ক্রমাৎ॥

পাণিনিগোত্রসম্ভূত বলিয়া ইনি 'পাণিনি'নামে প্রসিদ্ধ। পাণিনি-গোত্র পরবর্ত্তী কালে সৌপায়ন-গোত্র নামে অভিহিত হয়। 'পাণিন' নামে কোনও পূর্ব্ব পুরুষ থাকায় তদনুসারে ইঁহার 'পাণিন' নাম হইয়াছে। গবেষী Dowson সাহেব কর্ত্তৃক ইহা সমর্থিত। তিনি আরও বলেন যে, দেবল মুনি পাণিনির পিতামহ।

পাণিনির 'শালঙ্কি' নাম দেখিয়া মনে হয়, ইনি শলঙ্কের পুত্র। অভিধানরত্নে জটাধর বলেন, ইনি 'শালঙ্ক' নামেও প্রসিদ্ধ। কল্পদ্রুকোষে কেশবস্বামী ইঁহাকে দাক্ষেয় বলিয়াছেন। কারণ মহাভাষ্যে স্মৃত হইয়াছে—'দাক্ষীপুত্রস্য পাণিনেঃ' (১।১।৮)। পাণিনিমাতা দাক্ষী, দক্ষ মুনির কন্যা। দাক্ষি তাঁহার ভ্রাতা। দাক্ষায়ণ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র।

পাণিনির পিতৃদত্ত নাম আহ্নিক। শিবদত্তশর্ম্মা লিখিয়াছেন —'দাক্ষীপুত্রঃ পাণিনিগোত্র আহ্নিকনামা মুনি র্গোত্রাশ্রয়নাম্নৈব প্রসিদ্ধঃ' (মহাভাষ্য—১৪ পৃঃ, নির্ণয়সাগর)। পুরুষোত্তমের ত্রিকাণ্ড-শেষে লিখিত আছে—'পাণিনিস্ত্বাহিকো দাক্ষীপুত্রঃ শালঙ্কিপাণিনৌ'। কল্পদ্রুকোষে কেশবস্বামী ইঁহাকে 'শিবপর্য্যায়ভক্ত' বলিয়াছেন।

শালাতুরীয় বা সালাতুরীয় পাণিনির নামান্তর। জটাধরের মতে শালোত্তরীয়ও ইহার নামান্তর। শালাতুরে ভব ইত্যণা শালাতুরীয়ঃ। জটাধর বলেন—'শালাতুরগ্রামবাসিনি পাণিনি-মুনৌ শালাতুরীয়ঃ'। শিবদত্তের মতে—'সলাতুরগ্রামাভিজনঃ শলঙ্কতনয়ঃ' (মহাভাষ্য—১৪ পৃঃ, নির্ণয়সাগর)। সম্ভবতঃ 'তূদী-শলাতুর......' (৪।৩।৯৪) সূত্র দেখিয়া তিনি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

অতএব পাণিনির পিতামহ দেবলমুনি, মাতামহ দক্ষমুনি, পিতা শলঙ্কমুনি, মাতা দাক্ষী দেবী, মাতুল দাক্ষিমুনি, এবং মাতুলপুত্র রসাচার্য্য দাক্ষায়ণ ব্যাড়ি যিনি ব্যাকরণে লক্ষশ্লোকাত্মক সংগ্রহ-গ্রন্থ এবং সাহিত্যে 'বলরামচরিত'নামক বিপুল এক কাব্য প্রণয়ন করেন (সমুদ্রগুপ্তের কৃষ্ণচরিতস্থিত মুনিবর্ণনাপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)। শ্লোকবার্ত্তিককার ব্যাঘ্রভূতি এবং শিক্ষাপ্রবক্তা ত্রিনয়ন মুনি ইঁহার প্রিয় শিষ্য ছিলেন।

জাম্ববতী-বিজয়-কাব্যকৃৎ পাণিনি একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তিনি ৯ খৃষ্টশতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন। অতএব অষ্টাধ্যায়ীকৃৎ পাণিনির প্রায় দুই হাজার বৎসর পরে তিনি আবির্ভূত হন॥

৭ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দী

কুণি গর্গ—পাণিনির প্রথম বৃত্তিকার। এই বৃত্তি কুণিবৃত্তি নামে প্রসিদ্ধ ছিল। পতঞ্জলি অনেক স্থানে ইহার প্রামাণ্য লইয়াছেন।

৬ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দী

মহাবীর বর্দ্ধমান—জৈনদের শেষ তীর্থংকর। ইনি ৫৯৭ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ৫২৮ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে তিরোহিত হন।

৬—৫ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দী

সিদ্ধার্থ বা বুদ্ধদেব—সিংহগুপ্ত ও মায়া দেবীর পুত্র। ৫৬৭ মতান্তরে ৫৫৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ৫২৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে বা খারবেললিপিমতে ৫৪৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে বুদ্ধতত্ত্ব লাভপূর্ব্বক ৪৮৭ মতান্তরে ৪৭৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে তিরোহিত হন।

উদয়ন—বৎসদেশের মহারাজ। বাসবদত্তা-ভার্য্য। বুদ্ধসখ। নরবাহন বোধির পিতা। পাণ্ডবকুমার অর্জুনের বংশধর। জীবনের কৃতকৃত্যতা অনুভবপূর্ব্বক ৪৯০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে মহারাজ উদয়ন এবং মহারাণী বাসবদত্তা ভৃগুপতন দ্বারা দেহত্যাগ করেন।

নরবাহন বোধি—উদয়ন-পুত্র, রসাচার্য্য, নরবাহনসিদ্ধান্ত-প্রণেতা। ইহার বৃত্তান্ত ৪-৫ খৃষ্টশতাব্দীয় বুদ্ধস্বামীর বৃহৎকথা-শ্লোকসংগ্রহে উপনিবদ্ধ আছে।

গোমুখ—প্রথমে নরবাহনের নর্ম্মসচিব এবং পরে মন্ত্রী। রসাচার্য্য। গোমুখসিদ্ধান্তনামকরসগ্রন্থকৃৎ।

বিম্বিসার—মগধের মহারাজ, অভয়ের পিতা, বৌদ্ধ জীবক-বৈদ্যের পিতা বা পিতামহ।

ভিক্ষুকাত্রেয়—তক্ষশিলার প্রধানাধ্যাপক, প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও শস্ত্রোপচারক এবং বৌদ্ধ। ইনি বৌদ্ধ জীবকের গুরু। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা ইহাকে অত্রিপুত্র মহর্ষি আত্রেয় ভাবিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

জীবক—বৌদ্ধ বৈদ্য, মহারাজ বিম্বিসারের পুত্র বা বিম্বিসার-তনয় অভয়ের পুত্র, ভিক্ষুকাত্রেয়ের শিষ্য এবং বালচিকিৎসাদক্ষ। শুভচন্দ্রের জীবকচরিতে ইঁহার বৃত্তান্ত উপনিবদ্ধ আছে। বৃদ্ধজীবক বা স্থবিরজীবক একজন খুব প্রাচীন বৈদ্যাগমিকমুনি এবং কশ্যপ-মুনির শিষ্য।

মহাকাশ্যপ এবং বৌদ্ধ কনক মুনি প্রথম সঙ্গীতির ত্রিপিটকস্থ বৌদ্ধমত প্রচার করেন। ইহাতে হিন্দুধর্ম্মের অনিষ্ট হয়।

বর্ষোপাধ্যায়—উপবর্ষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং বাক্যকার কাত্যায়নের গুরু।

উপবর্ষ—উপকোশার পিতা, বাক্যকার কাত্যায়নের শ্বশুর। ইনি উভয় মীমাংসার বৃত্তি প্রণয়নপূর্ব্বক বৌদ্ধ প্রচারের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্ম্মের প্রতিপ্রচার আরম্ভ করেন। ইঁহারই আদর্শে বাৎস্যায়ন, শবরস্বামী, প্রশস্তপাদ, উদ্দ্যোতকরভারদ্বাজ, কুমারিলভট্ট এবং শঙ্করাচার্য্যাদি মনীষিগণ বৌদ্ধমতখণ্ডনে বদ্ধপরিকর হন। উপবর্ষকে কেহ কেহ বোধায়ন বলিয়া অনুমান করেন। ইহা নিশ্চয়সহকারে বলা যায় না।

৫—৪ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দী

বররুচি কাত্যায়ন—বররুচি ইঁহার উপাধি। ইনি বাক্যকার

অর্থাৎ পাণিনিবার্ত্তিককার, উপবর্ষের জামাতা, উপকোশাভার্য্য এবং বর্ষের শিষ্য।

বাৎস্যায়ন—ন্যায়ভাষ্য প্রণয়নপূর্ব্বক বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে হিন্দু ধর্ম্মের প্রতিপ্রচার করেন। চাণক্য, কৌটিল্য এবং পক্ষিলস্বামী ইঁহার নামান্তর। হৈমকোষাদি দ্রষ্টব্য। 'ধর্ম্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যাঃ' এই ন্যায়ানুসারে বৌদ্ধসন্ন্যাসিগণের বিরুদ্ধে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রবৃত্তিমার্গ দেখাইয়া হিন্দুসমাজের জনসাধারণকে ধর্ম্মবিপ্লব হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে ইনি কামসূত্র প্রণয়ন করেন।

৪—৩ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দী

চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার এবং অশোকের রাজ্য। চন্দ্রগুপ্তের অবসানে বিন্দুসার রাজা হইলে বৎসদেশীয় জ্যোতির্ব্বেত্তা ও ছন্দঃসূত্রকার পিঙ্গল নাগাচার্য্য তাঁহার প্রধান সভাপণ্ডিত হন। সেই সময়ে অন্যান্য ভ্রাতা থাকিলেও গণনা দ্বারা অশোকের রাজ্যপ্রাপ্তি সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ কথন হেতু ২৭৪ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে তিনি রাজা হইয়া পিঙ্গলকে 'আর্য্যভট্ট' উপাধি প্রদান করেন। ইনি প্রথম আর্য্যভট্ট। পরবর্ত্তী কালের জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ইঁহাকে বৃদ্ধ আর্য্যভট্ট বলিয়াছেন। বর্ত্তমান আর্য্যভট্টীয়গ্রন্থের প্রথম খণ্ডস্থ গীতিচ্ছন্দে যে দশটী শ্লোক আছে তাহা ইঁহারই রচনা বলিয়া অনুমিত হয়। কাহারও কাহারও মতে ইনিই সূর্য্যসিদ্ধান্তকার। আর্য্যসিদ্ধান্তকার আর্য্যভট্ট ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

৩—২ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দী

পুষ্পমিত্র—মৌর্য্যবংশীয় মহারাজ বৃহদ্রথের সেনাপতি। সৈন্যদের শস্ত্রাভ্যাস দেখাইবার অভিপ্রায়ে মহারাজকে আহ্বান করিয়া বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক তাঁহাকে হত্যা করেন। সেইজন্য

হর্ষচরিতে বাণভট্ট লিখিয়াছেন—'প্রজ্ঞাদুর্ব্বলং চ বলদর্শনব্যপদেশ-দর্শিতাশেষসৈন্যঃ সেনানীরনার্য্যো মৌর্য্যং বৃহদ্রথং পিপেষ পুষ্প-মিত্রঃ' (৬ উচ্ছ্বাসঃ)। রাজহত্যার পরে সিংহাসন গ্রহণপূর্ব্বক কলঙ্কক্ষালনার্থ পতঞ্জলিমুনির অধ্যক্ষতায় ইনি আশ্বমেধিক সম্পাদন করেন।

পতঞ্জলি—মহাভাষ্যপ্রণেতা। ইনি চরকবার্ত্তিক ও সিদ্ধান্ত-সারাবলী নামক বৈদ্যকগ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করেন। রাজহন্তা পুষ্পমিত্রের হয়মেধযাগে অধ্যক্ষতা করা তাঁহার বিবেক-বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয় নাই।

২—১ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দী

দেবাচার্য্যাপরপর্য্যায় শবরস্বামী—মীমাংসাভাষ্য প্রণয়ন করেন। ইঁহার পুত্র ৫৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে শাক্যক্ষত্রপের উচ্ছেদসাধন-পূর্ব্বক উজ্জয়িনীর রাজা হইয়া 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন। ইনিই প্রথম বিক্রমাদিত্য এবং উক্ত ৫৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ এখনও বিক্রমাব্দ বলিয়া প্রচলিত আছে। কিংবদন্তি আছে যে, ইঁহার সভায় বরাহতনয় প্রথম বরাহমিহির বৃহৎসংহিতার বীজ রোপণ করেন। বর্ত্তমানকালের প্রতিসংস্কৃত বৃহৎসংহিতা অবশ্য আমরা ৬ খৃষ্টশতাব্দীয় আদিত্যতনয় বরাহমিহিরের নিকট হইতে পাইয়াছি।

ঈশ্বর কৃষ্ণাচার্য্য—কপিলবস্তুর নিকটবর্ত্তী কনকপুর গ্রামে কনকসপ্ততি অর্থাৎ সাংখ্যকারিকা প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থের প্রথম বৃত্তিকার মাঠরাচার্য্য।

কনিষ্ক—পুরুষপুরের বিদ্বৎপ্রিয় শককুষাণাধিপতি এবং বৌদ্ধ-ভাবাপন্ন সম্রাট্। ইঁহার সভায় বহু পণ্ডিতের সমাবেশ হয়,

এবং ইনিও জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে পণ্ডিতগণকে পোষণ করেন। রাওলপিণ্ডি জেলাস্থিত ম্যানিক্যাল গ্রাম হইতে উদ্ধৃত কনিষ্কমুদ্রায় যাঁহাদের বিশ্বাস আছে তাঁহাদের মতে কনিষ্ক ৩৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দবর্ত্তী; কিন্তু বহু পণ্ডিতের মতে কনিষ্ক ১-২ খৃষ্টশতাব্দীয়। ৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্যাভিষেক হওয়ায় ঐ সময় হইতে শকাব্দের আরম্ভও দেখা যায়। সুতরাং আমরাও তাঁহাকে ১-২ খৃষ্ট-শতাব্দীতে স্থাপন করিব।

১—২ খৃষ্টশতাব্দী

কনিষ্ক—পুরুষপুরের বিদ্বৎপ্রিয় শক-কুষাণাধিপতি এবং বৌদ্ধ-ভাবাপন্ন সম্রাট্। ইহার সভায় বহু পণ্ডিতের সমাবেশ হয়, যেমন—নাগার্জ্জুন বোধি, কপিলবলনামক নবীন চরক, কাপিলবল-নামক নবীন সুশ্রুত, অশ্বঘোষ ইত্যাদি। ৭৮ খৃষ্টাব্দে ইনি রাজা হন। সেইজন্য ৭৮ খৃষ্টাব্দ প্রথম শকাব্দ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

নাগার্জ্জুন বোধি—কনিষ্কসভ্য, ব্রাহ্মণসন্তান, ভাস্করাপর-পর্য্যায় রাহুল ভদ্রের শিষ্য হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইনি কনিষ্কের আদেশে কাশ্মীরে বৌদ্ধসঙ্গীতি আহ্বান করেন। নাগার্জ্জুনবোধি মহাযান এবং হীনযান নামক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। বৌদ্ধদর্শনে ইঁহার মাধ্যমিককারিকাদি সুপ্রসিদ্ধ।

নবীন সুশ্রুত—প্রাচীন সুশ্রুততন্ত্র প্রতিসংস্কারপূর্ব্বক সুশ্রুত-সংহিতা প্রণয়ন করেন। ইঁহার নাম কাপিলবল। ইনি কপিলবল-নামক নবীন চরকের পুত্র। নাগার্জ্জুনের অধ্যক্ষতায় সুশ্রুততন্ত্রের প্রতিসংস্কার করিয়া ইনি সুশ্রুতোপাধি লাভ করেন। ইহার পর ইনি চরক-প্রতিসংস্কার আরম্ভ করেন, কিন্তু সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। সেইজন্য চরকীয় চিকিৎসিতস্থানের ৩০ অধ্যায়ে দৃঢ়বলাচার্য্য লিখিয়াছেন—'তানেতান্ কাপিলবলঃ শেষান্ দৃঢ়বলোঽকরোৎ'।

নবীন চরক—নাগার্জ্জুনের অধ্যক্ষতায় কপিলবলপণ্ডিত চরক-সংহিতার যোগ্যস্থলে পাতঞ্জলবার্ত্তিকের সন্নিবেশপূর্ব্বক তাহার কিছু কিছু সংস্কার করিয়া চরকোপাধি লাভ করেন। ইঁহার পুত্র কাপিলবল চরকসংহিতারও কতকাংশ প্রতিসংস্কার করেন (দৃঢ়বল দ্রষ্টব্য)।

অশ্বঘোষ কবি—কনিষ্কসভ্য, ব্রাহ্মণ-সন্তান হইয়াও ভাস্করাপর নামক রাহুলভদ্রের শিষ্যত্বগ্রহণপূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং ভদন্ত অশ্বঘোষ বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। ইনি সাকেতনগরে কোনও এক ব্রাহ্মণের ঔরসে তৎপত্নী সুবর্ণাক্ষীর গর্ভে জন্মলাভ করেন। ইঁহার পিতৃদত্ত নাম পুণ্যাদিত্য। কামসূত্রাদিকৃদ্ বাৎস্যায়নের প্রবৃত্তিমার্গ প্রচারের উদ্দেশ্য বুঝিয়া তদ্‌বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্ম্মের নিবৃত্তি-মার্গাদির প্রতিপ্রচার করিবার অভিপ্রায়ে সৌন্দরনন্দ এবং বুদ্ধ-চরিত প্রণয়ন করেন। সৌন্দরনন্দের অষ্টাদশসর্গান্তে তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন—

> 'ইত্যেষা ব্যুপশান্তয়ে ন রতয়ে মোক্ষার্থগর্ভাকৃতিঃ
> শ্রোতৄণাং গ্রহণার্থমন্যমনসাং কাব্যোপচারাৎ কৃতা।
> যন্মোক্ষাৎ কৃতমন্যদত্র হি ময়া তৎ কাব্যধর্ম্মাৎ কৃতং
> পাতুং তিক্তমিবৌষধং মধুযুতং হৃদ্যং কথং স্যাদিতি ॥'

অর্থাৎ আনন্দদানের জন্য এই গ্রন্থ রচিত নহে। বৌদ্ধধর্ম্মের নিবৃত্তিমার্গ প্রচার করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে যে ইহা কাব্যাকারে গ্রথিত, সে কেবল রোগীকে মধুসংযোগে তিক্ত ঔষধ খাওয়াইবার জন্যই বুঝিতে হইবে।

গ্রন্থান্তে অশ্বঘোষ আপনাকে মহাকবি এবং মহাবাদী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

গুণাঢ্য—প্রতিষ্ঠানাধিপতি সাতবাহনের মন্ত্রী এবং বৃহৎকথা-প্রণেতা *। কথাগ্রন্থের মতে পুষ্পদন্তের বন্ধু মল্যয়বান্ গৌরীর অভিশাপে পৈঠান-নগরে গুণাঢ্যরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

শর্ব্ব-বর্ম্মাচার্য্য—পৈঠানে কলাপসূত্র প্রণয়ন করেন। প্রবাদ আছে যে, শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য বানপ্রস্থে 'স্কন্দস্বামী'নাম লইয়া নিরুক্তভাষ্য ব্যাখ্যা করেন। ইহা কিন্তু প্রমাণসাপেক্ষ।

শালিবাহন—রাজা, বটযক্ষিণীর শিষ্য, নাগার্জুনাদির সতীর্থ এবং 'রসার্ণব'নামক রসগ্রন্থকৃৎ।

মাঠরাচার্য্য—সাংখ্যকারিকার বৃত্তি প্রণয়ন করেন।

২ খৃষ্টশতাব্দী

কাপিলবল—কপিলবলনামক নবীন চরকের পুত্র। ইনি পিতৃসংস্কৃত চরকসংহিতার কতকাংশ প্রতিসংস্কার করেন। ইহা দৃঢ়বলাচার্য্যকর্ত্তৃক সমর্থিত। কারণ চিকিৎসিতস্থানের ৩০ অধ্যায়ে তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন—'তানেতান্ কাপিলবলঃ শেষান্ দৃঢ়বলোঽকরোৎ'।

বাগ্ভট—সিংহগুপ্তের পিতা প্রথম বাগ্ভট, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ, স্মার্ত্তপণ্ডিত, বৈদ্যকনিঘণ্টুকার এবং বাগ্ভটব্যাকরণপ্রণেতা। ভর্ত্তৃহরির ষষ্ঠখৃষ্টশতাব্দীর ভাষ্যদীপিকাস্থিত 'হস্তেঃ কর্ম্মণ্যুপষ্টম্ভাৎ ......' ইত্যাদি শ্লোকে বাগ্ভটব্যাকরণের প্রামাণ্য উল্লিখিত হইয়াছে (শব্দশক্তিপ্রকাশিকাস্থিত কারকপ্রকরণের শেষ ভাগ দ্রষ্টব্য)।

২—৩ খৃষ্টশতাব্দী

কনিষ্কের অবসানে হুবিষ্কের, জুষ্কের ও বাসুষ্কের রাজত্ব।

---

* বৃহৎকথাসম্বন্ধে দণ্ডী বলিয়াছেন—'ভূতভাষাময়ীং প্রাহুরদ্ভুতার্থাং বৃহৎকথাম্'

সিংহগুপ্ত—প্রথম বাগ্‌ভটের পুত্র, দ্বিতীয় বাগ্‌ভটের পিতা এবং বৈদ্যকশাস্ত্রাভিজ্ঞ।

বাগ্‌ভট দ্বিতীয়—প্রথম বাগ্‌ভটের পৌত্র, সিংহগুপ্তের পুত্র, বৌদ্ধাবলোকিতের ও পিতৃদেবের শিষ্য, সংগ্রহ-হৃদয়াদিপ্রণেতা, চরকাদিবৃদ্ধত্রয়ীর অন্যতমত্বহেতু বৃদ্ধবাগ্‌ভট নামে প্রসিদ্ধ, ধনাতিশয় ও বিদ্যাতিশয়হেতু রাজর্ষি এবং সিন্ধুদেশীয় চরকমুনি বলিয়া খ্যাত, এবং কনিষ্কপৌত্র শককুষাণাধিপতি বাসুষ্কাপরপর্য্যায় বাসুদেবের অন্তরঙ্গ বৈদ্য।

বাসুদেব—শককুষাণাধিপতি বাসুষ্ক, কনিষ্ক পৌত্র, রসশাস্ত্রজ্ঞ, এবং বাসুদেবসংহিতানামকরসগ্রন্থকৃৎ।

বিশারদ—বিশারদসিদ্ধান্তকৃৎ।

হরীশ্বর—ত্রিগর্ত্তদেশের (বর্ত্তমান জালন্ধরের) রাজা, রসাচার্য্য এবং হরীশ্বরনামকরসতন্ত্রকৃৎ।

শূদ্রক—বিদিশায় মহারাজ শূদ্রক মৃচ্ছকটিক প্রণয়ন করেন। এ সম্বন্ধে প্রাত্নিকদের বৈমত্য আছে। কনো বলেন—আভীর-রাজপুত্র শিবদত্তই শূদ্রক। ক্ষীরস্বামীর মতে—'শূদ্রকস্ত্বগ্নিমিত্রাখ্যঃ' (২।৮।২)।

ভাস কবি—মধ্যভারতে স্বপ্নবাসবদত্তাদি প্রণয়ন করেন। রাজশেখরের মতে ভাস ধাবক অর্থাৎ রজক। কবিবিমর্শে তিনি লিখিয়াছেন—

> 'কারণং তু কবিত্বস্য ন সম্পন্নকুলীনতা।
> ধাবকোঽপি হি যদ্ ভাসঃ কবীনামগ্রিমোঽভবৎ॥'

ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তম্ বা স্বপ্নবাসবদত্তাই উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। রাজশেখর বলিয়াছেন—

'ভাসনাটকচক্রেঽপি চ্ছেকৈঃ ক্ষিপ্তে পরীক্ষিতুম্।
স্বপ্নবাসবদত্তায়া দাহকোঽভূন্ন পাবকঃ॥'

ভাসের অন্যান্য গ্রন্থ—প্রতিমানাটক, অভিষেকনাটক, মধ্যমব্যায়োগ, দূতঘটোৎকচ, কর্ণভার, উরুভঙ্গ, পঞ্চরাত্র, চারুদত্ত ইত্যাদি। 'চঞ্চলচূড়চপলৈ র্বৎসকুলৈঃ কেলিপরম্। ধ্যায় সখে স্মেরমুখং নন্দসুতং মানবকম্॥' এই শ্লোকটী বালচরিতে ভাসপ্রণীত।

৩—৪ খৃষ্টশতাব্দী

কাপালি বা কাপালিক বা কাপালী—শককুষাণাধিপতি, কনিষ্কের বংশধর, বাসুদেবের পুত্র, প্রকটাবধূত, কন্দলায়নের গুরু, রসরাজমহোদধিপ্রণেতা, দ্বিতীয় বাগ্‌ভটের কনীয়ান্ সামসময়িক।

চন্দ্রসেন—মহারাজ, দিল্লীর লৌহস্তম্ভপ্রতিষ্ঠাতা, কালাঞ্জরদুর্গ নির্ম্মাতা এবং চন্দ্রসেনসিদ্ধান্ত ও রসচন্দ্রোদয়নামক রসগ্রন্থদ্বয়প্রণেতা।

জয়দেব নাগবোধি—বৌদ্ধ পণ্ডিত, ঈষৎতন্ত্র বা রসাধ্যায় প্রণয়ন করেন।

সমুদ্রগুপ্ত—চন্দ্রগুপ্তের পুত্র, শকারিবিক্রমাদিত্য চন্দ্রগুপ্তের পিতা, কুমারগুপ্তের পিতামহ, কৃষ্ণচরিতকাব্যে রসাচার্য্য ব্যাড়ি মুনির বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রশস্তপাদাচার্য্য—বৈশেষিকের পদার্থধর্ম্মসংগ্রহনামক ভাষ্য প্রণয়ন করেন।

দিঙ্‌নাগ ভদন্ত—কুন্দমালাদি সাহিত্যগ্রন্থ এবং প্রমাণতত্ত্বসমুচ্চয়াদি বৌদ্ধ-দর্শনের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

৪—৬ খৃষ্টশতাব্দী

সমুদ্রগুপ্তের অবসানে তৎপুত্র শকারি বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব, তৎপরে বালাদিত্যাপরনামক কুমারগুপ্তের রাজত্ব, তৎপরে স্কন্দগুপ্তের রাজত্ব।

শকারি বিক্রমাদিত্যের সভায় ধন্বন্তরি প্রভৃতি নবরত্নসমাবেশের প্রসিদ্ধি। পশ্চিমবঙ্গের কাণসোনায় নরেন্দ্রগুপ্তনামক শশাঙ্কের রাজ্য। থানেশ্বরে প্রভাকর বর্দ্ধনের রাজ্য, মালবে মহারাজ ভর্ত্তৃহরির ও যশোধর্ম্মের রাজ্য।

ধন্বন্তরি—বৈদ্য, ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুকৃদ্, বিক্রমসভ্য এবং ৪—৫ খৃষ্টশতাব্দীয়।

ক্ষপণক—সিদ্ধসেনগণি দিবাকর, বিক্রমসভ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, ন্যায়াবতারনামক জৈন দার্শনিক গ্রন্থ এবং কল্যাণমন্দিরস্তোত্র প্রণয়ন করেন। ইনি স্তুতিচ্ছলে রাজাকে একটী কুরুচিপূর্ণ শ্লোক বলায় তাৎকালিক পণ্ডিতেরা ইঁহাকে দিবাকর মাতঙ্গ অর্থাৎ দিবাকর চণ্ডাল বলিতেন। শ্লোকটী এইরূপ শুনা যায়—

'আসীন্নাথ পিতামহী তব মহী মাতা ততোঽনন্তরং
সম্প্রত্যেব হি সাঽম্বুরাশিরশনা জায়া জয়োদ্ভূতয়ে।
পূর্ণে বর্ষশতে ভবিষ্যতি পুনঃ সৈবানবদ্যা স্নুষা
যুক্তং নাম সমস্তশাস্ত্রবিদুষাং লোকেশ্বরাণামিদম্॥'

অশ্লীলত্ব লজ্জাব্যঞ্জক হইতে পারে, ঘৃণাব্যঞ্জক হইতে পারে, ইহা কিন্তু উভয়ব্যঞ্জক। সেইজন্য পণ্ডিতেরা তাঁহাকে মাতঙ্গ বা চণ্ডাল বলিয়াছেন।

অমরসিংহ—কোষকৃৎ এবং অমরব্যাকরণকৃৎ। কবিকল্পদ্রুমের প্রারম্ভে বোপদেব ইঁহাকে আদিশাব্দিকদের অন্যতম বলিয়াছেন। কোষ ইঁহার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। শুনা যায়, ভাষ্যাপহরণপূর্ব্বক ব্যাকরণখানি প্রণীত হইয়াছিল। সেইজন্য উহার অত্যন্ত লোপ হইয়াছে। প্রাচীনদের উক্তি আছে—'অমরসিংহো হি পাপীয়ান্ সর্ব্বং ভাষ্যমচূচুরৎ'। ইনি একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত।

শঙ্কু বা শঙ্কুক—তাৎকালিক কোনও পণ্ডিত। ভুবনাভ্যুদয়-

প্রণেতা শঙ্কু শকারিবিক্রমাদিত্যের অনেক পরবর্ত্তী। তিনি ৯ খৃষ্টশতাব্দীয়।

'ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কু......' ইত্যাদি শ্লোকটী চতুর্দ্দশ-খৃষ্টশতাব্দীবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদাভরণকৃৎ কালিদাসের স্বরচিত নহে, কারণ ১০—১১ খৃষ্টশতাব্দীয় ভোজরাজার সময়েও উহা প্রচলিত ছিল। এই প্রাচীন শ্লোক দেখিয়া নবীন শঙ্কুকে কালিদাসাদির সমকালিক বলা সম্ভবপর নহে।

বেতালভট্ট—বিক্রমসভ্য এবং নীতিপ্রদীপকৃৎ। ইনি বেতাল-পঞ্চবিংশতিপ্রণেতা কি না তাহা এখনও অনুসন্ধেয়। জম্ভল দত্ত বা শিবদাস বেতালপঞ্চবিংশতির মূলকার নহেন, ইঁহারা সংগ্রহকার।

ঘটকর্প্পর—বিক্রমসভ্য এবং ঘটকর্পরকাব্যকৃৎ। ১৭—১৮ খৃষ্টশতাব্দীয় কবিরাজ ভরতমল্লিক ইহার টীকাকার।

কালিদাস—বিশ্ব-বিশ্রুত কবি। অশ্বঘোষ ভদন্ত এবং ভাসকবির নিকট ইনি কতকটা ঋণী। কালিদাস বোধ হয় দিঙ্‌নাগ ভদন্তের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। পূর্ব্বমেঘের ১৪ শ্লোক হইতে ইহা অনুমিত হয়। এই অনুমানে মল্লিনাথের আনুকূল্য আছে। কালিদাসের স্ত্রীর নাম কমলা দেবী মতান্তরে বাসন্তী দেবী।

বরাহমিহির—আদিত্য দাসের পুত্র কাম্পিল্যনগরে ৫০৫ খৃষ্টাব্দে জন্ম লইয়া ৫৮৭ খৃষ্টাব্দে তিরোহিত হন। এরূপ হইলে নবরত্নের সভায় থাকা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। ইঁহার বৃহৎসংহিতার মূল পূর্ব্বে একজন সংস্কার করিয়া বরাহমিহির নামে খ্যাত হন। তিনিই কি নবরত্নের অন্যতম?

বররুচি—প্রাকৃতপ্রকাশকার এবং কলাপের চৈত্রকূটিবৃত্তি-প্রণেতা। তিনি ৫ খৃষ্টশতাব্দীবর্ত্তী।

বৈদ্যবাচস্পতি—শব্দার্ণবকোষকৃৎ।

বুদ্ধস্বামী—বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহকৃৎ। ইহাতে নরবাহনবোধির বিবরণ দৃষ্ট হয়।

ভারবি—কিরাতার্জুনীয়কাব্যপ্রণেতা জগদ্বিখ্যাত কবি। পাণিনি বলিয়াছেন—'কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে' (১।৩।৭২) আত্মনেপদম্। সুতরাং বলিতে হইবে—অকর্ত্রভিপ্রায়ে পরস্মৈপদ হইবে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম পাওয়া যায়। ফলবৎ কর্ত্তায় পরস্মৈপদের উদাহরণ যেমন,

'একোঽপি কর্ম্মকর্ত্তা চেদনেকে ফলভাগিনঃ।
তদা পরস্মৈ বিজ্ঞেয়মিতি ভাগুরিভাষিতম্॥'

আবার অফলবৎ কর্ত্তায় আত্মনেপদের উদাহরণ দেখাইবার জন্য বৈয়াকরণেরা বলেন—"মহাকবিপ্রয়োগশ্চ দৃশ্যতে, যথাহ ভারবিঃ—'তব হে দর্শনং কিং ন ধত্তে' ইতি; ন চেহ দর্শনস্য কর্ত্তুঃ ফলমস্তি, কিং তর্হি? দ্রষ্টুরিতি।" (কলাপপঞ্জী আঃ ৭৯)। উপচার স্বীকার করিলেই পাণিনি সমর্থিত হইবেন। সে যাহাই হউক্। উদ্ধৃত শ্লোকাংশ কিরাতে নাই, কিরাত ব্যতীত ভারবির অন্য গ্রন্থও পাওয়া যায় না। কিরাতের প্রথম টীকাকার মহারাজকুমার দুর্ব্বিনীত কবির অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। অনেকদিন দেখাসাক্ষাৎ না হওয়ায় ভারবি তাহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে এই শ্লোকটী ছিল—

অদ্যাভূৎ সুপ্রভাতং প্রথমমমু হঠাৎ পাপমুক্তং শরীরং
প্রোত্তীর্ণং দুঃখসিন্ধো র্হৃদয়মপি তথা ত্বক্ সুধাসেকমাপ্তা।
চক্ষুঃ স্নিগ্ধাঞ্জনাক্তং ন চ তদনুমিতং যদ্ যদাপ্তং সুখং চ
হস্তাদ্যৈরিন্দ্রিয়ৈর্মে প্রিয়তম তব হে দর্শনং কিং ন ধত্তে॥

ভারবি নাসিকের নিকটে অচলপুর (Ellichpore) বাস্তব্য, নারায়ণস্বামীর পুত্র, মনোরথের পিতা, বীরদত্তের পিতামহ, দণ্ডীর প্রপিতামহ। পাণদেব ইঁহার ডাক নাম। ইনি কাঞ্চীতে মহারাজ

সিংহ বিষ্ণুবর্ম্মার সভাপণ্ডিত ছিলেন। ভারবির পিতৃদত্ত নাম দামোদর (অবন্তিসুন্দরীকথা দ্রষ্টব্য)।

বিপ্রচণ্ডাচার্য্য—সুশ্রুতব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন।

ভর্ত্তৃহরি প্রথম—মালবেশ্বর, বৈরাগ্যশতকাদিপ্রণেতা। রাজাবলীতে ইহার বিবরণ পাওয়া যায়।

যশোধর্ম্মা বিক্রমাদিত্য—ভর্ত্তৃহরির ভ্রাতা, ভর্ত্তৃহরি সন্ন্যাস লইলে রাজা হন।

শশাঙ্ক বা নরেন্দ্রগুপ্ত—গৌড়েশ্বর, প্রভাকরবর্দ্ধনকে হত্যা করেন। ভট্টারহরিচন্দ্রের আশ্রয়।

৬-৭ খৃষ্টশতাব্দী

ভট্টার হরিচন্দ্র—চরকটীকা ও ভট্টারসংহিতা প্রণয়নপূর্ব্বক খরনাদতন্ত্র প্রতিসংস্কার করেন। বিশ্বপ্রকাশকৃদ্ মহেশ্বর বৈদ্য ইহার বংশধর। হরিচন্দ্র বাণভট্টের প্রশংসা পাইয়াছিলেন। ইনি ধর্ম্মশর্ম্মাভ্যুদয়নাটককৃৎ।

ভর্ত্তৃহরি দ্বিতীয়—বাক্যপদীয় ও ভাষ্যদীপিকা প্রণেতা। গ্রন্থের উৎকর্ষ বুঝিয়া উচ্ছ্বাসবশতঃ ইনি বলিয়াছিলেন—

'অহো ভাষ্যমহো ভাষ্যমহো ভাষ্যমহো বয়ম্।
অদৃষ্ট্বা মাং গতঃ স্বর্গমকৃতার্থঃ পতঞ্জলিঃ॥'

মুনির প্রতি এইরূপ প্রগল্‌ভতা দেখাইবার জন্য ব্রাহ্মণসমাজে ইহার গ্রন্থ বহুকাল আদৃত হয় নাই। ভাষ্যদীপিকা ভারত হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া জার্ম্মানদেশে অবস্থান করিতেছে। এখনও উহার কিয়দংশ দৃষ্ট হয়। ইচিং (I-Tsing) মতে ইনি ৬৫০ হইতে ৬৫১ খৃষ্টাব্দ মধ্যে দেহত্যাগ করেন।

বাণভট্ট—হর্ষচরিত এবং কাদম্বরী প্রণয়ন করেন। ইনি মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের সভাপণ্ডিত ছিলেন। হর্ষচরিত ইহার প্রথম গ্রন্থ। ইহার

শেষগ্রন্থ কাদম্বরী। বাণভট্ট ইহা সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার পুত্র ভূষণবাণভট্ট গুণাঢ্যের বৃহৎকথাবলম্বনে গ্রন্থ শেষ করেন। ইহা কথাজাতীয় গ্রন্থ।

সুবন্ধু—বাসবদত্তা রচনা করেন। ইহা শ্লেষপ্রধান আখ্যায়িকা-গ্রন্থ। ইহাতে তিনি ন্যায়বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকরের এবং দণ্ডি-প্রণীত ছন্দোবিচিতির উল্লেখ করিয়াছেন। বাণভট্ট হর্ষচরিতের প্রারম্ভে বাসবদত্তার প্রশংসায় বলিয়াছেন—

'কবীনামগলদ্দর্পো নূনং বাসবদত্তয়া'।

রাঘবপাণ্ডবীয়কাব্যে লিখিত আছে—

'সুবন্ধু র্বাণভট্টশ্চ কবিরাজ ইতি ত্রয়ঃ।
বক্রোক্তিমার্গনিপুণাশ্চতুর্থো বিদ্যতে ন বা॥' (১।৪১)।

৮-৯ খৃষ্টশতাব্দীয় কবিরাজই ইহার প্রণেতা।

দণ্ডী—কাব্যাদর্শাদি প্রণয়ন করেন।

উদ্দ্যোতকর ভারদ্বাজ—থানেশ্বরে ন্যায়বার্ত্তিক প্রণয়ন করেন।

ময়ূর কবি—সূর্য্যশতকাদি প্রণয়ন করেন।

মাঘ—শিশুপালবধকাব্যকৃৎ, সুপ্রভদেবের পৌত্র এবং শ্রীদত্তক সর্ব্বাশ্রয়ের পুত্র। ইহার সম্পূর্ণ নাম ঘণ্টামাঘ (শি০ ব০ ৪।২০)।

৬-৭ খৃষ্টশতাব্দী

ভর্ত্তৃহরি তৃতীয়—সৌরাষ্ট্রের বলভীনগরে রাজা শ্রীধর সেনের সভাপণ্ডিত। ৭ খৃষ্টশতাব্দীর তৃতীয়পাদে ইহার ভট্টিকাব্য রচিত হয়।

ব্যাড়ি পণ্ডিত—ভৈষজ্যতত্ত্বকৃৎ। Alberunির 'India' নামক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

ধর্ম্মবিন্দু—ন্যায়বিন্দুকৃদ্ বৌদ্ধপণ্ডিত।

৭-৮ খৃষ্টশতাব্দী

দৃঢ়বল—কাপিলবল যে পর্য্যন্ত চরকসংহিতার প্রতিসংস্কার করিয়াছিলেন তাহার পর হইতে ইনি উহার প্রতিসংস্কারাদি করেন। চিকিৎসিতস্থানের ৩০ অধ্যায়ে দৃঢ়বল স্বয়ং বলিয়াছেন—

'তানেতান্ কাপিলবলঃ শেষান্ দৃঢ়বলোঽকরোৎ'।

প্রতিসংস্কারের পর দৃঢ়বল চরকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

গোবিন্দভাগবত—রসশাস্ত্রাদিতে প্রমাণপুরুষ, রসহৃদয়গ্রন্থকৃৎ, রসপ্রক্রিয়ায় হৈহয়দেশীয় মহারাজ কামদেবের গুরু, আধ্যাত্মিক বিষয়ে শঙ্করাচার্য্যের গুরু, গৌড়পাদাচার্য্যের শিষ্য এবং তাম্রলিপ্ত-স্থিত ব্রহ্মানন্দ স্বামীর সতীর্থ্য। ইনি নবমখৃষ্টশতাব্দীর প্রারম্ভে তিরোহিত হইয়াছেন। গোবিন্দ একজন বিশিষ্ট বিদ্বদ্‌যোগী ছিলেন।

মাধবকর—শিলাহ্রদবাস্তব্য ও ইন্দুকরতনয়। শিলাহ্রদ ধর্ম্মপাল-মহারাজের সময়ে অর্থাৎ ৭৯৫ খৃষ্টাব্দের পর 'বিক্রমশিলা'নামে খ্যাত হয়। মাধবনিদান বা রোগবিনিশ্চয় ইঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ। উক্তি আছে—'নিদানে মাধবঃ শ্রেষ্ঠঃ সূত্রস্থানে তু বাগ্‌ভটঃ'। ইহার উপর মৈত্রেয়রক্ষিতের টীকা, বৈদ্যবাচস্পতির আতঙ্কদর্পণ এবং বিজয়-শ্রীকণ্ঠের মধুকোষাদি ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে।

৮ খৃষ্টশতাব্দীতে আরব্যদেশীয় খলিফা হারুণ-অল্-রশীদের আদেশে আল্ আরাবী এবং মঙ্কা নামক সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতদ্বয় আরব্যভাষায় নিদানের অনুবাদ করেন। মাধবনিদানে অষ্টাঙ্গ-হৃদয়ের অনেক শ্লোক কখনও অবিকলভাবে এবং কখনও বা উৎকর্ষের জন্য ঈষৎপরিবর্ত্তনসহকারে উদ্ধৃত হইয়াছে। মাধব একজন প্রথম শ্রেণীর সুকবি ছিলেন।

উগ্রাদিত্য—কল্যাণসিদ্ধি প্রণয়ন করেন। ইনি ৭-৮ খৃষ্ট-শতাব্দীয় চালুক্যরাজ বিষ্ণুবর্দ্ধনের সভায় থাকিতেন।

মহীধর—যোগশতের উপর 'বিশ্ববল্লভা' টীকা করেন। ইনি অহিচ্ছত্রে থাকিতেন। রোহিলখণ্ডস্থিত বেরিলির পশ্চিমে অহিচ্ছত্র অবস্থিত। বালতন্ত্রাদিকৃৎ কল্যাণ ভট্ট ইঁহার পুত্র। ৭২২ খৃষ্টাব্দে কল্যাণভট্টের বালতন্ত্র সমাপ্ত হয়।

কুমারিলভট্ট—তন্ত্রবার্ত্তিকাদি প্রণয়ন করেন।

শঙ্করাচার্য্য—শারীরকভাষ্যাদিকৃৎ। বালগঙ্গাধর তিলকের মতে ইনি ৬৮০ হইতে ৭২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ এ কথার প্রতিবাদ করেন। তাহাদের মতে ইনি ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে উৎপন্ন হইয়া ৮২০ খৃষ্টাব্দে তিরোহিত হন।

হারুণ-অল্-রশীদ—আরব্যদেশীয় খালিফা অর্থাৎ ধর্ম্মরক্ষক-নৃপতি মাধবনিদানের অনুবাদ করাইয়াছিলেন।

রবিগুপ্ত—সর্ব্বদণ্ডদায়ক সিদ্ধসারকৃৎ এবং বিশিষ্ট বৌদ্ধবৈদ্য। ৯ খৃষ্টশতাব্দীয় ন্যায়মঞ্জরীতে জয়ন্তভট্ট ইঁহার নামগ্রহণপূর্ব্বক মতবাদ উঠাইয়াছেন। মনে হয়, ইনি বঙ্গীয় শূরবংশজাত কোনও রাজার ধর্ম্মাধিকরণেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

স্বামিকুমার বা স্বামিদাস—সম্ভবতঃ ৮-৯ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইনি চরকপঞ্জিকাপ্রণেতা। নানা কাব্যের টীকাকার মল্লিনাথের পুত্র কুমার স্বামী একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তিনি ১৫ খৃষ্টশতাব্দীয়।

কুমার দাস—জানকীহরণকাব্য-প্রণেতা এবং সিংহলের বৌদ্ধ রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ। শুনা যায়, ইনি জন্মান্ধ ছিলেন। ইঁহার কাব্যসম্বন্ধে নবম খৃষ্টশতাব্দীয় রাজশেখর বলিয়াছেন—

'জানকীহরণং কর্ত্তুং রঘুবংশে স্থিতে সতি।
কবিঃ কুমারদাসশ্চ রাবণশ্চ যদি ক্ষমঃ॥'

'মাস্ম' শব্দের ব্যস্ত, বিপর্য্যস্ত এবং দূরস্থ প্রয়োগ দেখাইবার জন্য পাণিনীয়েতর বৈয়াকরণেরা জানকীহরণের প্রয়োগ দেখাইয়া থাকেন —'জুগুপ্‌সত স্মৈনমদুষ্টভাবং মৈবং ভবানক্ষত-সাধুবৃত্তঃ'। সিংহল-দেশীয় গ্রন্থের এই পাঠ বৈয়াকরণদের উদ্দেশ্যসাধক। কিন্তু ভারতীয় গ্রন্থের পাঠ এইরূপ—

"মৈবং ভবানেনমদুষ্টভাবং জুগুপ্‌সতাং স্মাক্ষতসাধুবৃত্তম্।
ইতীব বাচো নিগৃহীতকণ্ঠৈঃ প্রাণৈররুধ্যন্ত মহর্ষিসূনোঃ॥" (১।৮৪)।

এখানে মাস্মশব্দের কেবল ব্যস্ত ও দূরস্থ প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। মাস্মশব্দের পৃথক্ প্রয়োগ শর্ব্ববর্ম্মসম্মত। এ বিষয়ে চৈত্রকূটীবৃত্তিতে বররুচি ৫ খৃষ্টশতাব্দীতে বলিয়াছেন—'স্মমাযোগ ইত্যকরণান্নেহ দ্বন্দ্বঃ, ন হি মাস্মশব্দবৎ স্মমাশব্দোঽপ্যস্তি' (আ০ ২৩ কবিরাজ)।

৯ খৃষ্টশতাব্দী

ভোজ—কান্তকুব্জাধিপতি, বৃদ্ধভোজ, বাচস্পতি মিশ্রের আশ্রয় এবং রাজশেখরশিষ্য মহেন্দ্রপালের পিতা। ইনি রাজবার্ত্তিক এবং যুক্তিদীপিকা প্রণয়ন করেন।

বাচস্পতি মিশ্র—ষড়্‌দর্শনের টীকাকার এবং কান্যকুব্জাধিপতি বৃদ্ধভোজের সভাপণ্ডিত।

নারায়ণদাস সিদ্ধ—বৈষ্ণববৈদ্যকশাস্ত্রপ্রণেতা। শুনা যায়, রসায়নপাদের আরম্ভে ইনি ভাগবতের শ্লোক দিয়াছেন—

নিগমকল্পতরো র্গলিতং ফলং, শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥

পাদান্তে বংশস্থবিলে স্বরচিত একটী শ্লোক দিয়াছিলেন—

'অবিশ্রমং যাবদিদং শরীরকং,
পতত্যবশ্যং পরিণামদুর্ব্বহম্।

কিমৌষধং পৃচ্ছসি মূঢ় দুর্ম্মতে
নিরাময়ং কৃষ্ণরসায়নং পিব ॥'

ইনি বিষ্ণুশর্ম্মাকে অনুসরণপূর্ব্বক হিতোপদেশ প্রণয়ন করেন

সূর্য্য পণ্ডিত—রসভেষজকল্পকৃৎ।

৯-১০ খৃষ্টশতাব্দী

জেজ্জটাচার্য্য—ব্রাহ্মণ, ভাষ্যপ্রদীপকৃৎ এবং কৈজ্জটের অর্থাৎ কৈয়টের পিতা। ইনি 'নিরন্তরপদব্যাখ্যা' নামক চরকটীকা ও সুশ্রুত ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন।

বৃন্দকুণ্ড বা বৃন্দাবন—কুণ্ডবংশের বীজিপুরুষ (propositus)। ইনি বৃন্দমাধবাপরপর্য্যায় সটিপ্পণসিদ্ধযোগবৃন্দসিন্ধু এবং পদবিনিশ্চয় প্রণয়ন করেন। ইনি মাধবকরের পরবর্ত্তী এবং বৈদ্যশাস্ত্রে একজন প্রমাণপুরুষ। যোগশাস্ত্রীয় বৃত্তিতে ইনি বৃন্দাবন নাম লইয়াছেন। সিদ্ধযোগের উপর শ্রীকণ্ঠদত্ত বৃন্দটীকা বা ব্যাখ্যাকুসুমাবলী প্রণয়ন করেন।

অচ্যুতাচার্য্য—আয়ুর্ব্বেদসারকৃৎ। চক্রপাণি আয়ুর্ব্বেদসারের উল্লেখ করিয়াছেন।

দুর্গসিংহ—কলাপের বৌদ্ধ টীকাকার। কলাপের বৃত্তিকার দুর্গসিংহ হিন্দু এবং ৮-৯ খৃষ্টশতাব্দীয়।

তীসটাচার্য্য—চন্দ্রটের পিতা, চিকিৎসাসমুচ্চয় এবং চিকিৎসা-কলিকাপ্রণেতা। চন্দ্রট চিকিৎসাকলিকার টীকা লিখিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে নামগ্রহণের পরিবর্ত্তে তীসট 'আর্য্য'শব্দের দ্বারা ব্যপদিষ্ট হইয়াছেন। বৈদ্যত্রিংশৎ সম্ভবতঃ তীসটকৃত।

বিন্দুনাথ বা বিন্দুভট্ট—বিন্দুসার বা বিন্দুসংগ্রহ নামক বৈদ্যকগ্রন্থ এবং রসপদ্ধতিনামক রসশাস্ত্রীয়গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ইনি হঠযোগী ছিলেন। ইঁহার 'বন্ধুত্রয়বিধান' হঠযোগের গ্রন্থ। চন্দ্রট এবং চক্রপাণি নামগ্রহণপূর্ব্বক ইঁহার বচন উঠাইয়াছেন।

হলায়ুধ—অভিধানরত্নমালা এবং ব্যাকরণে কবিরহস্য প্রণয়ন করেন। ইনি দাক্ষিণাত্যে থাকিতেন।

হারাবলীকৃৎ—গ্রন্থকারের নাম জানা নাই। ইঁহার হারাবলীর পরে পুরুষোত্তমের হারাবলী প্রণীত হয়।

১০ খৃষ্টশতাব্দী

কার্ত্তিক কুণ্ড—চরক-সুশ্রুতের টীকাকার। ইঁহার গ্রন্থ পাওয়া যায় না। ইনি বৃন্দকুণ্ডের কোনও আত্মীয় ছিলেন।

জয়ন্ত ভট্ট—ন্যায়মঞ্জরী প্রণয়ন করেন। ইনি একজন সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক।

১০-১১ খৃষ্টশতাব্দী

ইন্দুপণ্ডিত—অষ্টাঙ্গসংগ্রহের 'শশিলেখা'টীকাকৃৎ। ইনি ইন্দুমিত্রনামে জিনেন্দ্রবুদ্ধিকৃত কাশিকান্যাসের অনুন্যাস প্রণয়ন করেন।

কেজ্জট বা কৈয়ট—জেজ্জটের পুত্র এবং ভাষ্যপ্রদীপপ্রণেতা। ভর্তৃহরিকৃত ভাষ্যদীপিকার বহু বিষয় ভাষ্যপ্রদীপে প্রবেশ করিয়াছে।

চন্দ্রটাচার্য্য—তীসটের পুত্র এবং তীসটীয়চিকিৎসাকলিকার টীকাকার। ইনি চরক-সুশ্রুতের কালদুষ্ট পাঠসমূহ সংশোধন করেন।

নরদত্ত—চক্রপাণির গুরু এবং বৃহৎতন্ত্রপ্রদীপ বা তন্ত্রপ্রদীপ নামক বৈদ্যকগ্রন্থকৃৎ। মৈত্রেয়রক্ষিতের তন্ত্রপ্রদীপ পাণিনীয়ধাতু-বিষয়ক গ্রন্থ। ইনি ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয়।

ভোজদেব—ধারাধিপতি, কেজ্জটের আশ্রয়। ইনি বৈদ্যকশাস্ত্রে হৃদয়ের উপর 'আয়ুর্ব্বেদরসায়ন'নামক টীকা এবং সিদ্ধান্তসংগ্রহাদি

প্রণয়ন করেন। জ্যোতিঃশাস্ত্রে, স্মৃতিশাস্ত্রে, যোগশাস্ত্রে, ব্যাকরণে এবং অলংকারশাস্ত্রে ইঁহার নানা গ্রন্থ আছে।

১০—১১ খৃষ্টশতাব্দী

ভাস্কর ভট্ট বা ভট্ট ভাস্কর—ভোজসভ্য। ইনি সুশ্রুতপঞ্জিকা এবং রসেন্দ্রভাস্কর প্রণয়ন করেন।

মহীপাল—গৌড়াধিপতি, গয়দাসের আশ্রয় এবং নয়পালের পিতা।

গয়দাস মহাচার্য্য—মহীপালের বৈদ্য। সুশ্রুতের উপর ইনি বৃহৎপঞ্জিকা বা ন্যায়চন্দ্রিকা বা চন্দ্রিকা প্রণয়ন করেন। ইনি একজন বিশিষ্ট প্রমাণপুরুষ।

সোঢ়ল—বৈদ্যকায়স্থ, শার্ঙ্গদেবের পিতা এবং 'গদনিগ্রহ'-নামক প্রমাণিকগ্রন্থকৃৎ।

১১ খৃষ্টশতাব্দী

গোবর্দ্ধন দত্ত—চক্রপাণির বন্ধু, নরদত্তের শিষ্য, গুরুকৃত তন্ত্র-প্রদীপের টীকাকার এবং চিকিৎসালেশাদিপ্রণেতা।

চক্রপাণি দত্ত—নারায়ণদত্তের পুত্র, নরদত্তের শিষ্য, ভানুদত্তের ভ্রাতা, মহারাজ নয়পালের মন্ত্রী। ইনি সুশ্রুতের 'ভানুমতী' টীকা এবং চরকের 'আয়ুর্ব্বেদদীপিকা'নাম্নী টীকা করেন। বৈদ্যশাস্ত্রে ইঁহার নানা গ্রন্থ আছে, যেমন—চিকিৎসা-সংগ্রহ, দ্রব্যগুণসংগ্রহ, সর্ব্বসারসংগ্রহ, ব্যগ্রদরিদ্রশুভঙ্কর, বৈদ্যকোষ ইত্যাদি। চিকিৎসা-সংগ্রহ চক্রদত্তসংগ্রহ বলিয়াও প্রসিদ্ধ। ইহার উপর নিশ্চলকর 'রত্নপ্রভা' টীকা এবং শিবদাস 'তত্ত্বচন্দ্রিকা' টীকা প্রণয়ন করেন। চক্রদত্তের অন্যান্য গ্রন্থ মূলে দ্রষ্টব্য।

ভানু দত্ত—চক্রদত্তের ভ্রাতা এবং 'কুমারভার্গবীয়'নামক বৈদ্যকগ্রন্থকৃৎ। মূল দ্রষ্টব্য।

ভব্যদত্ত দেব—বৈদ্যপ্রদীপাদিকৃৎ। ইনি লোহশাস্ত্রবিশেষজ্ঞ।

ত্রিলোচন—কলাপপঞ্জীকৃৎ, গদাধরদাসের পিতা, কায়স্থবৈদ্য বা বৈদ্যকায়স্থ এবং বৈদ্যসারপ্রণেতা।

লোলিম্বরাজ প্রথম—ভেষজকল্পনামক বৈদ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সাহিত্যে ইনি বৈদ্যবিলাসাদিপ্রণেতা। বৈদ্যবিলাস কিন্তু বৈদ্যকগ্রন্থ নহে।

সন্ধ্যাকর নন্দী—বৈদ্য, রামচরিতকাব্যকৃৎ। রামচরিত দ্ব্যর্থাশ্রয় কাব্য। ইহা লিখিয়া তিনি 'কলিকালবাল্মীকি' উপাধিভূষিত হন। সন্ধ্যাকর সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গাধিপতি রামপালের মন্ত্রিত্ব করিতেন।

১১—১২ খৃষ্টশতাব্দী

অচ্যুত গোণিকাপুত্র—সোমদেবের গুরু। ইঁহারা গুরুশিষ্য মিলিয়া রসেশ্বরসিদ্ধান্ত প্রণয়ন করেন।

ঈশান দেব—ত্রিপুরার রাজা, চরক ও মাধবনিদানের টীকাকার।

ঈশ্বর সেন—চরক ও হৃদয়ের টীকাকার।

ক্ষীর স্বামী—অমরকোষের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার।

গদাধর—কলাপপঞ্জীকৃৎ ত্রিলোচনপুত্র এবং বৈদ্যপ্রসারককৃৎ।

গয়ী সেন—বঙ্গীয় বিষপাড়াবাস্তব্য এবং সুশ্রুতব্যাখ্যাকার।

বকুল কর—নিশ্চলকরের জ্যেষ্ঠতাত এবং 'সারোচ্চয় নামক-বৈদ্যকগ্রন্থকৃৎ।

বকুলেশ্বর সেন—চরকটীকাকৃৎ।

ভবদেবভট্ট বালবলভীভুজঙ্গ—সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্তপণ্ডিত। বৈদ্যকশাস্ত্রে ইনি সন্নিপাতচন্দ্রিকা প্রণয়ন করেন।

মৈত্রেয় রক্ষিত—পিতৃদত্তনাম মৈত্রেয়শ্রীরক্ষিত, বৌদ্ধ,

মাধবনিদানের ব্যাখ্যাকৃৎ, বৈয়াকরণসম্প্রদায়ে তন্ত্রপ্রদীপনামক পাণিনীয়ধাতুগ্রন্থকৃৎ।

বঙ্গসেন—চরকসুশ্রুতের টীকাকৃদ্, গদাধরের পুত্র, চিকিৎসাসারসংগ্রহ এবং বঙ্গসেনসংগ্রহ প্রণয়ন করেন। চিকিৎসাসারসংগ্রহ চক্রদত্তীয় চিকিৎসাসংগ্রহের ব্যাখ্যাস্থানীয়। বঙ্গসেনসংগ্রহ আত্রেয়সংহিতার ছায়াবলম্বনে রচিত।

বাভটাচার্য্য—বাভটব্যাকরণকৃৎ। শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় জগদীশ বলিয়াছেন—'প্রাচ্যৈঃ পঞ্চবিধঃ প্রোক্তঃ সমাসো বাভটাদিভিঃ'। ইনি ভর্তৃহরিপ্রোক্ত বাগ্‌ভট নহেন। বৈদ্যশাস্ত্রে ইনি বৈদ্যকসংহিতা বা বাভটসংহিতা এবং শাস্ত্রদর্পণনিঘণ্টু প্রণয়ন করেন।

হলায়ুধ—লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিত ঈশান ও পশুপতির ভ্রাতা। ইনি ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বাদি প্রণয়ন করেন।

হেমচন্দ্রসূরি—শুক্লপট জৈন। ইনি নিঘণ্টুশেষ এবং হৈমব্যাকরণাদি প্রণয়ন করেন।

১২ খৃষ্টশতাব্দী

লক্ষ্মণসেন—গৌড়াধিপতি, তৎপুত্র কেশবসেন, কেশবসেনের দৌহিত্র মধুকোষকৃদ্ বিজয়রক্ষিত। ইঁহার সভায় পঞ্চরত্ন ব্যতীত আরও অনেক পণ্ডিত ছিলেন, যেমন—ভাষাবৃত্তিকার পুরুষোত্তম, পশুপতি, ঈশান ইত্যাদি। পঞ্চরত্ন—উমাপতিধর, জয়দেব, শরণদেব, গোবর্দ্ধন এবং কবিরাজ ধোয়ী। ১১১৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্মোপলক্ষ্যে পিতা বল্লালসেনকর্তৃক লক্ষ্মণসংবৎ (ল০ স০) প্রবর্ত্তিত হয়।

বাগ্‌ভট তৃতীয়—অবৈদ্যক, আলংকারিক পণ্ডিত এবং জৈন কবি। ইনি নেমিনির্ব্বাণমহাকাব্যপ্রণেতা।

সর্ব্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়—আর্ত্তিহরের পুত্র, লক্ষ্মসেনের সভাপণ্ডিত এবং অমরকোষের টীকাসর্ব্বস্বপ্রণেতা।

সুকীর বৈদ্য—মাধবনিদানের টীকাকার।

সুদান্ত সেন—চরকব্যাখ্যাকৃৎ।

১২—১৩ খৃষ্ট শতাব্দী

অরুণ দত্ত—অষ্টাঙ্গহৃদয়ের 'সর্ব্বাঙ্গসুন্দর'টীকা প্রণয়ন করেন।

কেদার ভট্ট—বৃত্তরত্নাকর এবং বৈদ্যরত্ননামক-বৈদ্যকগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

কেশব ভিষক্—বোপদেবের পিতা এবং সিদ্ধমন্ত্রনিঘণ্টুকৃৎ। ইনি ব্রাহ্মণ।

নিশ্চলকর—বকুলকরের ভ্রাতুষ্পুত্র, বিজয়রক্ষিতের শিষ্য, চক্রদত্তীয় চিকিৎসা-সংগ্রহের 'রত্নপ্রভা' নামক টীকা প্রণয়ন করেন। টীকা মুদ্রিত হয় নাই।

বিজয় রক্ষিত—মহারাজ কেশবসেনের দৌহিত্র, নিদানের অশ্মরীপ্রকরণ পর্য্যন্ত 'মধুকোষ'টীকা লিখিবার পর স্বর্গগত হন। অবশিষ্টাংশ তাঁহার শিষ্য শ্রীকণ্ঠ দত্ত প্রণয়ন করেন।

শ্রীকণ্ঠ দত্ত—বিজয়রক্ষিতের শিষ্য মধুকোষ সম্পূর্ণ করেন। বৃন্দকৃত সিদ্ধযোগের উপর ইনি ব্যাখ্যাকুসুমাবলী বা কুসুমাবলী লিখিয়াছেন। অমৃতবল্লী এবং বৈদ্যহিতোপদেশ নামক আরও দুইখানি বৈদ্যকগ্রন্থ ইনি প্রণয়ন করেন।

সোমদেব—শ্রীকৃষ্ণ শার্ঙ্গধরের পিতা, অচ্যুতগোণিকাপুত্রের শিষ্য, রসেন্দ্রপরিভাষা—রসেন্দ্রচূড়ামণি প্রণেতা। গুরুর সহিত ইনি রসেশ্বরসিদ্ধান্ত লিখিয়াছেন। ইনি মূল রসরত্নসমুচ্চয়ের কালোপযোগী প্রতিসংস্কারপূর্ব্বক মূলগ্রন্থকার দ্বিতীয় বাগ্‌ভটের

নামেই প্রকাশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বৈদ্যকবৃত্তান্তের ৪২৫ হইতে ৪৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৩ খৃষ্টশতাব্দী

গোপালকৃষ্ণ ভট্ট—রসেন্দ্রসারসংগ্রহকৃৎ। রামসেন কবীন্দ্রমণি এই গ্রন্থের উপর 'অর্থবোধিকা' টীকা লিখিয়াছেন। রসেন্দ্রসারসংগ্রহ বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজে খুব জনপ্রিয় গ্রন্থ। রসেন্দ্রচিন্তামণিপ্রণেতা রামচন্দ্র ইঁহার নিকট ঋণী।

ডল্লণাচার্য্য—সুশ্রুতের 'নিবন্ধ-সংগ্রহ'নামক টীকাকৃৎ। ইনি সহনপালদেবের সভায় থাকিতেন। এই টীকা এখন সর্ব্বজনাদৃত।

নারায়ণ ভট্ট—কণ্ঠপ্রকাশ এবং বৈদ্যচিন্তামণি নামক বৈদ্যক গ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করেন। শ্রীকণ্ঠকৃত কুসুমাবলীর উপর ইঁহার একখানি টিপ্পণগ্রন্থ আছে। নারায়ণ গীতগোবিন্দের 'পদ্যদ্যোতিনী' টীকা লিখিয়াছেন।

শার্ঙ্গধর প্রথম বা বিদ্যাহম্মীর মিশ্র—শার্ঙ্গধরসংহিতা, পর্য্যায়শব্দমঞ্জরী এবং ধাতুমারণনামক বৈদ্যকগ্রন্থত্রয় প্রণয়ন করেন। শার্ঙ্গধরসংহিতা একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ।

১৩—১৪ খৃষ্টশতাব্দী

বোপদেব—কেশবভিষকের পুত্র, ব্রাহ্মণ, মুগ্ধবোধব্যাকরণাদিকৃৎ। বৈদ্যকশাস্ত্রে ইঁহার গ্রন্থ—সিদ্ধমন্ত্রপ্রকাশটীকা, শার্ঙ্গধরসংহিতাটীকা, শতশ্লোকী সটীক, হেমাদ্রীর শতশ্লোকীর চন্দ্রিকাটীকা ও হৃদয়দীপনিঘণ্টু। ধর্ম্মশাস্ত্রে ভাগবতের উপর মুক্তাফলনামক নিবন্ধগ্রন্থ, মহিম্নঃস্তোত্রটীকা এবং হরিলীলাদি প্রণয়ন করেন।

মহাদেব পণ্ডিত—হিকমৎপ্রকাশ ও হাকিমিচিকিৎসা প্রণয়ন করেন।

বাগ্‌ভট চতুর্থ—শব্দার্থচন্দ্রিকা ও গুণপাঠাদি টীকা করেন।

বাচস্পতিবৈদ্য—আতঙ্কদর্পণনামক নিদানটীকা প্রণয়ন করেন।

বিশ্বনাথ কবিরাজ—ঔৎকল ব্রাহ্মণ, অলংকারে সাহিত্যদর্পণ এবং বৈদ্যশাস্ত্রে পথ্যাপথ্যনিঘণ্টু প্রণয়ন করেন।

অশ্বিনীকুমার বা নিত্যনাথ বা সিদ্ধনাথ—অশ্বিনীকুমার-সংহিতাসংস্কর্ত্তা। ইহা ব্যতীত রসরত্নাকর, রসরত্নমালা, কামরত্ন ও যোগসার ইনি প্রণয়ন করেন। রসশাস্ত্রে ইনি একজন প্রমাণ-পুরুষ।

আশাধর পণ্ডিত—শাকম্ভরীর নিকটে অষ্টাঙ্গহৃদয়ের টীকা করেন।

ত্রিবিক্রমদেব ভট্ট—লৌহপ্রদীপকৃৎ। লৌহপ্রদীপ অর্থাৎ A flood of light on the Science of certain metals including iron from therapeutic points of view.

নরহরি পণ্ডিত—রাজনিঘণ্টু নামক বৈদ্যককোষকৃৎ।

শার্ঙ্গধর দ্বিতীয়—শার্ঙ্গধরসংগ্রহ এবং বৈদ্যবল্লভাপরনামক জ্বরত্রিশতী বা ত্রিশতী প্রণয়ন করেন। বৈদ্যবল্লভ খুব জনপ্রিয় গ্রন্থ। ইহার উপর অনেকের টীকা আছে।

হেমাদ্রি বা মল্লিভট্ট—কামদেবের পুত্র। ইনি অষ্টাঙ্গহৃদয়ের উপর 'আয়ুর্ব্বেদরসায়ন' নামক টীকা প্রণয়ন করেন। স্মৃতিশাস্ত্রে ইঁহার চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি সুপ্রসিদ্ধ নিবন্ধগ্রন্থ। বোপদেব হেমাদ্রির আশ্রয়ে থাকিতেন।

১৪ খৃষ্টশতাব্দী

কাশীনাথ দ্বিবেদী—রসকল্পলতা, চিকিৎসাক্রমবল্লী, অজীর্ণ-মঞ্জরী, কাশীনাথী এবং শার্ঙ্গধরসংহিতার 'গূঢ়ার্থদীপিকা'টীকাদি প্রণয়ন করেন। গ্রন্থসমালোচনা মূলে দ্রষ্টব্য।

জয়দেব কবিরাজ—রসকল্পদ্রুম ও রসামৃত নামক রসশাস্ত্রীয় গ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করেন। ইনি ১৪ খৃষ্টশতাব্দীয়। ১৫ খৃষ্টশতাব্দীয় রামকৃষ্ণভট্টপ্রণীত রসেন্দ্রকল্পদ্রুমে রসামৃতের উল্লেখ আছে।

বিষ্ণুদেব পণ্ডিত—বুক্কদেবের রাজবৈদ্য এবং সায়ণাচার্য্যের সমকালিক। ইহার পুত্র রামেশ্বর ভট্ট। বিষ্ণুদেবকৃত 'রসরাজলক্ষ্মী'-নামক রসশাস্ত্রীয় গ্রন্থের উপর রামেশ্বর ভট্ট একখানি টীকা লিখিয়াছেন।

বীরসিংহ—তোমরবংশীয় নরপতি দেববর্ম্মের পুত্র এবং কমল-সিংহের পৌত্র। ইনি 'বীরসিংহাবলোকন'নামে বৈদ্যকগ্রন্থ এবং ভক্তিশাস্ত্রে 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' প্রণয়ন করেন। মিথিলার কবি বিদ্যাপতির 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ।

মাধবাচার্য্য—বুক্কদেবের মন্ত্রী। তাঁহার ভ্রাতা সায়ণাচার্য্য রাজার আদেশে বেদভাষ্যাদি প্রণয়ন করেন।

১৪-১৫ খৃষ্টশতাব্দী

গঙ্গাদাস সুরি—বৈদ্যসারসংগ্রহ-চিকিৎসামৃতকৃদ্ গোপালদাসের পুত্র, কৃষ্ণদাসের ভ্রাতা এবং ছন্দোমঞ্জরীপ্রণেতা। ইনি ভ্রাতার সহিত একযোগে চিকিৎসামৃতের প্রতিসংস্কার করেন।

গোবিন্দাচার্য্য—রসসার এবং সন্নিপাতমঞ্জরী প্রণয়ন করেন। ইহার সম্বন্ধে অন্যান্যবিষয় মূলে দ্রষ্টব্য।

নারায়ণ দাস কবিরাজ—চিকিৎসাপরিভাষাঽপরনামক বৈদ্য-পরিভাষা এবং বৈদ্যবল্লভের সিদ্ধান্তসঞ্চয়নামক জ্বরত্রিশতীটীকা প্রণয়ন করেন।

মদনপাল—কাষ্ঠানগরের রাজা মদনবিনোদ বা মদনপাল নিঘণ্টু প্রণয়ন করেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে ইহার আনন্দসঞ্জীবন সুপ্রসিদ্ধ। স্মৃতিশাস্ত্রে ইহার 'মদনপারিজাত'নামক নিবন্ধগ্রন্থ সর্ব্বজনাদৃত।

মাধবাচার্য্য দ্বিতীয়—সায়ণাচার্য্যের পুত্র, সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ প্রণয়ন করেন। ইহাতে রসেশ্বরদর্শন আচরিত হইয়াছে।

রুদ্রধর ভট্ট—সন্নিপাতকলিকা এবং শার্ঙ্গধরসংহিতার 'গূঢ়ান্ত-দীপিকা'নাম্নী টীকা প্রণয়ন করেন। শার্ঙ্গধরসংহিতার 'গূঢ়ার্থ-দীপিকা' কাশীনাথকৃত।

বিশ্বনাথ সেন—উৎকলে গজপতিপ্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত। ইনি পথ্যাপথ্যবিনিশ্চয় এবং চক্রদত্তীয় সর্ব্বসারসংগ্রহের 'সার-সংগ্রহ'নাম্নী টীকা প্রণয়ন করেন।

১৫ খৃষ্টশতাব্দী

খরে বা চিন্তামণি শাস্ত্রী—রসরত্নসমুচ্চয়ের 'তরলার্থ-প্রকাশিনী'নামক টীকা করেন।

ঢুণ্ঢুকনাথ—'রসেন্দ্রচিন্তামণি'নামক রসশাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

রামকৃষ্ণ ভট্ট—রসেন্দ্রকল্পদ্রুম এবং তদুপরি বৈদ্যরত্নাকরনামক টীকা প্রণয়ন করেন। সম্ভবতঃ 'শৃঙ্গাররসোদয়'প্রণেতা রামকবি ইঁহার পুত্র।

রামরাজ বা রাম রায়—বিজয়নগরে সদাশিবের পর রাজা হন। বৈদ্যশাস্ত্রে ইনি রসরত্নপ্রদীপ, রসদীপিকা এবং নাড়ীপরীক্ষা প্রণয়ন করেন।

বিদ্যাপতি—মিথিলার একজন সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণকবি। ইঁহার পদাবলী সর্ব্বজনপ্রিয়। ইনি শান্তরক্ষিতের ভাবধারা লইয়া 'পুরুষ-পরীক্ষা' প্রণয়ন করেন। ভক্তিশাস্ত্রে ইঁহার দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী বীরসিংহকৃত দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীর তুলনায় প্রশস্ততরা। ইনি মিথিলাধিপতি শিবসিংহাদির সভাপণ্ডিত ছিলেন।

স্থূলকায় কবি বিদ্যাপতি এবং কৃশকায় নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি পরস্পর বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। কোনও কার্য্যোপলক্ষ্যে বিদ্যাপতিকর্ত্তৃক আহূত হইয়া রঘুনাথ গৃহের এক কোণে অবস্থান করেন। অভ্যাগত সমাদরে ব্যস্ত থাকায় কর্ম্মকর্ত্তা তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। দেখিতে পাইয়াই তিনি বলিলেন—

'প্রাঘুণো ঘুণবৎ কোণে সূক্ষ্মত্বান্নোপলক্ষিতঃ'।

রঘুনাথ ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন—

'ন হি স্থূলধিয়ঃ পুংসঃ সূক্ষ্মে দৃষ্টিঃ প্রজায়তে।'

হেমাদ্রি—ঈশ্বরসূরির পুত্র। ইনি ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দে 'লক্ষ্মণপ্রকাশ' প্রণয়ন করেন। ইহাতে আয়ুর্ব্বেদপ্রবর্ত্তক নানা মুনির নাম পাওয়া যায়।

১৫-১৬ খৃষ্টশতাব্দী

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব—১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে অবতীর্ণ হইয়া ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে তিরোভূত হন।

মথনসিংহ—মালভূমের রাজবৈদ্য ছিলেন। ইঁহার 'রসনক্ষত্র-মালিকা'নামক রসগ্রন্থে স্বচ্ছন্দভৈরবরসের প্রস্তুতকরণপদ্ধতি বিশদভাবে দর্শিত হইয়াছে।

শিবদাস সেন—মালবিকাবাস্তব্য। ইঁহার বৈদ্যকগ্রন্থ—চরকতত্ত্ব-দীপিকা, অষ্টাঙ্গহৃদয়ের 'তত্ত্ববোধ'টীকা, চক্রদত্তীয় চিকিৎসাসংগ্রহের 'তত্ত্বচন্দ্রিকা' টীকা এবং দ্রব্যগুণসংগ্রহের দ্রব্যগুণসংগ্রহটীকা।

১৬ খৃষ্টশতাব্দী

তোদরমল্ল—তোদরানন্দকৃৎ। এই গ্রন্থের একখণ্ডে আয়ুর্ব্বেদের বহুবিষয় আলোচিত হইয়াছে। ইনি আকবরের অর্থসচিব ছিলেন।

ভবনাথ মিশ্র বা ভাবমিশ্র—ভাবপ্রকাশ এবং গুণরত্নমালা প্রণয়ন করেন। ভাবপ্রকাশ সর্ব্বজনাদৃত।

রামকৃষ্ণ বৈদ্যরাজ—রাজা কনকসিংহের সভাপণ্ডিত। ইনি কনকসিংহপ্রকাশ-নামকবৈদ্যকগ্রন্থের প্রণেতা।

রামচন্দ্রদাস গুহ—রসচিন্তামণি বা রসেন্দ্রচিন্তামণি, রসরত্নাকর এবং রসপারিজাত প্রণয়ন করেন। রসেন্দ্রচিন্তামণি বঙ্গীয়-বৈদ্যসমাজে খুব আদৃত। ইহার অনেক টীকা আছে। তন্মধ্যে ১৮ খৃষ্টশতাব্দীয় মীরজাফারের বৈদ্য রামসেন কবীন্দ্রমণির টীকাই উল্লেখযোগ্য। রসেন্দ্রচিন্তামণি ১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় গোপালকৃষ্ণভট্ট-কৃত রসেন্দ্রসারসংগ্রহের অধমর্ণ।

শুভচন্দ্র—জীবকচরিত প্রণয়ন করেন। ইহাতে বৌদ্ধ জীবকের বৃত্তান্ত উপনিবদ্ধ আছে।

১৬—১৭ খৃষ্টশতাব্দী

কবিকণ্ঠহার—রাধাকান্ত, 'রত্নাবলী'নামকবৈদ্যকগ্রন্থকৃৎ ত্রিলোচনের পুত্র এবং কলাপসম্প্রদায়ের 'চর্করীত-রহস্য'প্রণেতা। ইনি প্রয়োগরত্নাকরনামক বৈদ্যকগ্রন্থ রচনা করেন। ইহার বৈদ্যকুল-পঞ্জিকা হইতে রাধাকান্ত নাম পাওয়া গিয়াছে।

ত্রিমল্ল ভট্ট—বল্লভভট্টের পুত্র এবং রসপ্রদীপপ্রণেতা শঙ্করভট্টের পিতা। ইহার বৈদ্যকগ্রন্থ—যোগতরঙ্গিণী, রসদর্পণ, সুখলতাকৃত শতশ্লোকীর টীকা, দ্রব্যগুণশতশ্লোকী, পথ্যাপথ্যনিঘণ্টু, বৃত্তমাণিক্য-মালা, বৈদ্যচন্দ্রোদয় ইত্যাদি। যোগতরঙ্গিণীতে গ্রন্থকারীয় ঔদার্য্যের পরিচয় এবং নানা প্রাচীন গ্রন্থ-গ্রন্থকৃদ্‌গণের সংবাদ পাওয়া যায়। মূল দ্রষ্টব্য।

লোলিম্বরাজ দ্বিতীয়—বৈদ্যজীবন-নামকবৈদ্যকগ্রন্থপ্রণেতা এবং বৈদ্যরাজ ইহার উপাধি। বৈদ্যজীবন খুব জনপ্রিয় গ্রন্থ। ইহার উপর নানা টীকা প্রণীতহইয়াছে। মূল দ্রষ্টব্য।

সদানন্দ যতি—অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি প্রণয়ন করেন। ইহাতে নাস্তিক্যবাদ প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীনিবাস অবধান সরস্বতী—শতশ্লোকী এবং শৃঙ্গারমঞ্জরী প্রণয়ন করেন।

১৭ খৃষ্টশতাব্দী

কবীন্দ্রাচার্য্য যতি—কাশীতে সম্ভবতঃ ক্ষেত্রসন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইঁহার একটী বিপুল গ্রন্থাগার ছিল। তখন কি কি গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল তাহা ইঁহার গ্রন্থসূচী হইতে জানা যায়। গ্রন্থসূচীখানি মুদ্রিত হইয়াছে।

মথুরেশ এবং মথুরেশ বিদ্যালংকার—মথুরেশ 'শব্দরত্নাবলী'-নামকবৈদ্যককোষপ্রণেতা, আর মথুরেশ বিদ্যালংকার সৌপদ্ম-পণ্ডিত এবং 'সারসুন্দরী'নামক অমরটীকাপ্রণেতা। কল্পদ্রুকোষের ভূমিকায় রামাবতার শর্ম্মা বলেন যে, উভয় গ্রন্থকারই এক ব্যক্তি। হরপ্রসাদশাস্ত্রিমহোদয় এ কথায় সন্দিহান।

রামমাণিক্য সেন—'প্রয়োগচিন্তামণি' নামে একখানি সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বৈদ্যসমাজে ইহা আদর পাইয়াছে।

বংশীধর—বৈদ্যরহস্যপদ্ধতিকৃদ্ বিদ্যাপতির পিতা এবং বৈদ্য-কুতূহলাদিপ্রণেতা। ইঁহার পুত্র বিদ্যাপতি বৈদ্যকুতূহলসংবলিত বৈদ্যরহস্যপদ্ধতি ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন।

১৭—১৮ খৃষ্টশতাব্দী

জৈন নারায়ণ শেখর বা নারায়ণ শেখর জৈনাচার্য্য—১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে যোগরত্নাকরনামক বৈদ্যকগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইঁহার অন্যান্য গ্রন্থ—বৈদ্যবৃন্দ,' বৈদ্যামৃত, 'জ্বরনির্ণয়'নামক জ্বরত্রিশতী টীকা ইত্যাদি।

ভরতমল্লিক—রত্নকৌমুদী—সারকৌমুদীপ্রভৃতি বৈদ্যকগ্রন্থকৃৎ। ইঁহার উপাধি যশশ্চন্দ্ররায়। মূল দ্রষ্টব্য।

বিদ্যাপতি—বংশীধরের পুত্র এবং চিকিৎসাঞ্জনকৃৎ। ইনি বংশীধরের বৈদ্যকুতূহলসংবলিত বৈদ্যরহস্যপদ্ধতি প্রকাশ করেন।

নাগেশ ভট্ট—মঞ্জূষাদিকৃৎ। ইনি নানাশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত।

মাধব উপাধ্যায়—আয়ুর্ব্বেদপ্রকাশাদিকৃৎ।

১৮ খৃষ্টশতাব্দী

আনন্দবর্ম্মা—সারকৌমুদীকৃৎ।

রাজবল্লভ—দ্রব্যাভিধানবিষয়ক 'রত্নমালা', 'রাজবল্লভপর্য্যায়-মালা' এবং 'রাজবল্লভীয়দ্রব্যগুণ' বা 'দ্রব্যগুণরাজবল্লভ' নামক তিনখানি বৈদ্যকগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। রাজবল্লভীয়দ্রব্যগুণের উপর নারায়ণদাসের টীকা আছে।

রামসেন কবীন্দ্রমণি—মীরজাফারের রাজবৈদ্য। ইনি গোপাল-কৃষ্ণভট্টকৃত রসেন্দ্রসারসংগ্রহের উপর রসেন্দ্রসারসংগ্রহটীকা করেন এবং রামচন্দ্রগুহকৃত রসেন্দ্রচিন্তামণি খুব জনপ্রিয় গ্রন্থ বলিয়া উহার উপর 'অর্থ-বোধিকা'নাম্নী টীকা করিয়াছেন।

দেবদত্ত—ধাতুরত্নমালা প্রণয়ন করেন। সমালোচনা মূলে দ্রষ্টব্য।

১৮—১৯ খৃষ্টশতাব্দী

গঙ্গাধর কবিরাজ—'জল্পকল্পতরু'নাম্নী চরকটীকা, যোগরত্ন-বলী এবং আগ্নেয়ায়ুর্ব্বেদীয় ভাষ্যাদি প্রণয়ন করেন। শাস্ত্রান্তরে ইঁহার গ্রন্থসমূহ মূলে দ্রষ্টব্য। ইনি একজন খুব প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। গঙ্গাধর ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে যশোহরগ্রামে উৎপন্ন হইয়া ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে অন্তর্হিত হন।

ধনপতি—দিব্যরসেন্দ্রসারনামকরসগ্রন্থকৃৎ। ইনি ধনপতি সূরিনামে ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকা প্রণয়ন করেন। ইহা শাঙ্কর-ভাষ্যোপেত গীতার ব্যাখ্যাবিশেষ। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ইনি মাধবীয় শঙ্করবিজয়ের 'ডিণ্ডিম'নামে টীকা করেন।

নারায়ণ দাসবৈদ্য—প্রয়োগামৃতপ্রণেতা চিন্তামণির গুরু। ইনি রাজবল্লভীয়দ্রব্যগুণের টীকা, মধুমতী এবং নানৌষধপরিচ্ছেদাদি বৈদ্যকগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

১৯—২০ খৃষ্টশতাব্দী

হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—সুশ্রুতার্থসন্দীপনভাষ্যপ্রণেতা। ইনি প্রথমে রাজশাহীতে এবং পরে কলিকাতায় থাকিতেন।

গোণ্ডাল ঠাকুর সাহেব—His Highness Sir Bhagat Singhee K. C. I. E, M. D. মহোদয়, A Short History of Aryan Medical Science-নামকগ্রন্থকৃৎ।

প্রফুল্লচন্দ্র রায়—Dr. P. C. Roy—History of Hindu Chemistry-প্রণেতা।

অক্ষয়কুমার মজুমদার—Hindu History-গ্রন্থপ্রণেতা।

অক্ষয়কুমারী দেবী—History of Sanskrit Literature-গ্রন্থপ্রণেত্রী।

ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ্—Vincent Smith—The Early History of India-প্রণেতা।

মোক্ষ মুলর—Max Muller.

বেবর—Weber.

গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—History of Indian Medical Science-গ্রন্থকৃৎ।

কীথ্—A. B. Keith.—History of Sanskrit Literature-গ্রন্থকৃৎ।

হের্ণ্‌লি—মহাভাষ্য এবং ভর্ত্তৃহরিকৃত ভাষ্যদীপিকাংশ-প্রকাশক প্রাত্নিক পণ্ডিত।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—প্রাত্নিক পণ্ডিত। ইতিহাসাদি নানা গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রণেতা।

ওঁ নমো ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাদিভ্যো রোগরোগহেত্বারোগ্য-
ভৈষজ্যরূপচতুর্ব্যূহচিকিৎসাশাস্ত্রপ্রবক্তৃভ্য
আয়ুর্ব্বেদবিদ্যাসম্প্রদায়কর্ত্তৃভ্যো
গুরূণামপি গরীয়োভ্যঃ
কালানবচ্ছিন্নেভ্যঃ
পরাৎপর-
গুরুভ্যো
নমো
ন-
মঃ

বৈদ্যক-বৃত্তান্ত

বেদমর্ম্মসমুদ্ধর্ত্তা সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকঃ।
আয়ুর্ব্বেদোপদেষ্টা যো ব্রহ্মাণং তং নমাম্যহম্॥
বিষ্ণুরুদ্রৌ তথা দক্ষঃ ক্রিয়াদক্ষঃ প্রজাপতিঃ।
যে সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মাণ স্তাংশ্চ সর্ব্বান্ নমাম্যহম্॥
ভাস্করং ব্রহ্মণঃ শিষ্যং নাসত্যৌ পদ্মমালিনৌ।
প্রবক্তারং তয়োঃ শিষ্যং বন্দে নমুচিসূদনম্॥
ধন্বন্তরিং চ স্বর্বৈদ্যং শিষ্যং শচীপতেঃ কবিম্।
ভরদ্বাজমথাত্রেয়ং শ্রুতর্ষিং প্রণমাম্যহম্॥
অগ্নিবেশস্তথা ভেলো জতূকর্ণঃ পরাশরঃ।
ক্ষারপাণিশ্চ হারীতশ্চেতি তন্ত্রকৃতো হি ষট্॥
তেঽভুবন্নুপদেষ্টারশ্চায়ুর্ব্বেদমহানিধেঃ।
আত্রেয়স্য প্রিয়াঃ শিষ্যা মুনীংস্তান্ প্রণমাম্যহম্॥
নকুলং সহদেবার্কী চ্যবনং জনকং বুধম্।
জাবালং জাজলিং পৈলং কবথং কলসীসুতম্॥

চরকং শেষনাগং চ ভগবন্তং কৃপানিধিম্।
ধন্বন্তর্য্যপনামানং দিবোদাসং নৃণাং বরম্॥
কাশীরাজং সুসিদ্ধার্থং সুশ্রুতং চ মহামতিম্।
এতানারোগ্যশাস্ত্রাণামাচার্য্যান্ প্রণমাম্যহম্॥

আয়ুর্ব্বেদ একখানি উপবেদ। কোন বেদের উপবেদ—তাহা লইয়া মতভেদ আছে। শৌনকের চরণব্যূহে স্মৃত হইয়াছে—'ঋগ্বেদস্যায়ুর্ব্বেদ উপবেদঃ'। চরকসংহিতায় আছে—'তত্র চেৎ প্রষ্টারঃ স্যুশ্চতুর্ণাং···বেদানাং কং বেদমুপদিশন্ত্যায়ুর্ব্বেদবিদঃ? তত্র ভিষজা পৃষ্টেনৈবং চতুর্ণাং বেদানামাত্মনোঽথর্ব্ববেদে ভক্তিরাদেশ্যা। বেদো হ্যাথর্ব্বণঃ'। (চরকীয় সূত্রস্থান—৩০ অঃ)। ইহা ব্যতীত সুশ্রুতের সূত্রস্থানীয় প্রথমাধ্যায়ে লিখিত আছে—'ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদো নাম যদুপাঙ্গমথর্ব্ববেদস্য'। এরূপ অবস্থায় কেহ কেহ বলিতে পারেন—

"জৈমিনি র্যদি বেদজ্ঞঃ কণাদো নেতি কা প্রমা।
উভৌ চ যদি বেদজ্ঞৌ ব্যাখ্যাভেদস্তু কিং কৃতঃ॥"

আমরা বলি, বেদব্যাসীয় বেদবিভাগের পূর্ব্বে অপান্তরতমা ঋষি যেরূপ বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন তাহাতে ঋগ্বেদেই আয়ুর্ব্বেদের বিষয়সমূহ মুখ্যভাবে আচরিত হইয়াছিল। সেইজন্য ভগবান্ শৌনক ঋগ্বেদকে আয়ুর্ব্বেদের উপবেদ বলিয়াছেন। তারপর বেদব্যাস বেদের যেরূপ বিভাগ করেন তাহাতে ঋগ্বেদে আয়ুর্ব্বেদের বিষয়সমূহ ইতস্ততো বিপ্রকীর্ণ থাকায় এবং অথর্ব্ববেদে ঐ সকল বিষয় একত্র উপসংগৃহীত হওয়ায় ভগবান্ চরক ও সুশ্রুত আয়ুর্ব্বেদকে অথর্ব্ববেদেরই উপবেদ বলিয়াছেন। ইহা কালোচিত দৃষ্টিভঙ্গীর ভেদমাত্র, কিন্তু পরমার্থতঃ কোনও মতবিরোধ নহে।

আগমশুদ্ধির জন্য বা তন্ত্রের গৌরবপ্রতিপাদনের জন্য শাস্ত্রকারগণ নানাভাবে আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি দেখাইয়াছেন। এ সম্বন্ধে পরাশরসংহিতা, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, হারীতসংহিতা, চরকসংহিতা, সুশ্রুতসংহিতা, অষ্টাঙ্গসংগ্রহ, অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা এবং ভাবপ্রকাশাদির সংবাদ উল্লেখযোগ্য—

(১) সংহিতাকৃৎ পরাশরের মতে ব্রহ্মা আয়ুর্ব্বেদের স্রষ্টা। তিনি ইহার আটভাগ কল্পনা করিয়াছেন—(ক) কায়চিকিৎসাতন্ত্র (science of medicine), (খ) বালচিকিৎসাতন্ত্র বা কৌমার ভৃত্য (science of pædiatrics dealing with care of infancy comprehending the management of infants and the treatment of disorders in mothers), (গ) গ্রহতন্ত্র বা ভূতবিদ্যাতন্ত্র (science of restoration of faculties from a disorganised state supposed to be induced by planetary influence or demoniacal possessions), (ঘ) ঊর্দ্ধাঙ্গ বা শালাক্যতন্ত্র (minor surgery dealing with the treatment of external organic affections of the eyes, ears, nose etc.), (ঙ) শল্যতন্ত্র (major surgery dealing with the art of extracting extraneous things from the body with the treatment of inflammation and suppuration thereby induced as well as the cure of all phlegmonoid tumours and abscesses), (চ) দংষ্ট্রা বা অগদতন্ত্র (toxicology dealing with treatment of snake bites etc. and administration of antidotes), (ছ) জরা বা রসায়নতন্ত্র (science of tonics including chemistry as well as alchemy, purification of blood and restoration of health

(জ) বৃষ বা বাজীকরণতন্ত্র (science of aphrodisiacs which treats of rejuvination and professes to promote the increase of the human race)।

পরাশরমতে ব্রহ্মা আয়ুর্ব্বেদের সংস্মর্ত্তা হইলেও বৈদ্যনাথরূপে রুদ্র তাহার প্রয়োগকর্ত্তা (practical physician called Lord of all physicians)। তিনি ভিষগ্‌রূপী এবং ভেষজরূপী। যজুর্ব্বেদে আম্নাত হইয়াছে—'ওঁ ভেষজমসি ভেষজং গবেঽশ্বায় পুরুষায় ভেষজম্। সুখং মেষায় মেষ্যৈ।' ইহার ঔবটভাষ্য—'হে রুদ্র, যত্ত্বং স্বভাবত এব ভেষজমৌষধং ভবসি সর্ব্বপ্রাণিনাম্, অতঃ সুখং দেহি মেষায় মেষ্যৈ মেষাদিবদজ্ঞনরনারীভ্যঃ' (৩।৫৯)। ঋগ্বেদে রুদ্রকে ভিষক্‌তম এবং ব্যাধিসংহর্ত্তা বলা হইয়াছে (২।৩৩।৪)। রুদ্র আদি বিদ্বান্, সুতরাং কাহারও শিষ্য নহেন। অথর্ব্বশির-উপনিষদে সমাম্নাত হইয়াছে—"দেবা হ বৈ স্বর্গলোকমায়ংস্তে রুদ্রমপৃচ্ছন্ কো ভবানিতি। সোঽব্রবীদহমেকঃ প্রথমমাসীদ্ বর্ত্তামি চ ভবিষ্যামি চ নান্যঃ কশ্চিন্মত্তো ব্যতিরিক্ত ইতি···"। আসীদিতি ব্যত্যয়েন প্রথমপুরুষঃ। বর্ত্তামীতি ব্যত্যয়েন পরস্মৈভাষা।

ব্রহ্মা সংস্মর্ত্তা এবং রুদ্র প্রয়োগকর্ত্তা হইলেও ইঁহাদের অত্যন্ত ভেদ কল্পিত নহে। কারণ আথর্ব্বণিকদের মতে দেবগণ রুদ্রকে ব্রহ্মবিষ্ণুরূপেও স্তব করিয়াছিলেন। অথর্ব্বশির উপনিষদে আম্নাত হইয়াছে—"দেবা ঊর্দ্ধবাহবো রুদ্রং স্তুবন্তি—ওঁ যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ ব্রহ্মা তস্মৈ বৈ নমো নমঃ। ওঁ যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ বিষ্ণুস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ॥"

পরাশর মতে বিবস্বান্ এবং দক্ষ ব্রহ্মার শিষ্য। মনুর পিতা বিবস্বান্ ভাস্করসংহিতা-প্রণেতা। বৈদ্যাগমে মনুর ঔদাসীন্য-হেতু তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অশ্বিদ্বয় এবং যম পিতার নিকট

আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। ইঁহারা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, কারণ ভাস্করা-পরপর্য্যায় বিবস্বানের ঔরসে এবং সংজ্ঞার গর্ভে মনু, বড়বারূপিণী ত্বাষ্ট্রীর গর্ভে অশ্বিদ্বয় এবং সরণ্যুর গর্ভে যম উৎপন্ন হন। অশ্বিদ্বয়ের শিষ্য ইন্দ্র, এবং ইন্দ্রের শিষ্য ধন্বন্তরি, বুধ, আত্রেয় এবং ভরদ্বাজাদি। আত্রেয়ের শিষ্য অগ্নিবেশ ভেড়-জতুকর্ণ-পরাশর ক্ষারপাণি এবং হারীত।

(২) হারীতসংহিতার মতে ব্রহ্মা আয়ুর্ব্বেদের প্রথম প্রবক্তা। ব্রহ্মার পর অত্রি, ধন্বন্তরি, অশ্বিদ্বয় এবং অন্যান্য মনীষিগণ উহার অনুস্মরণ করেন। তথায় লিখিত আছে—

'আদৌ-যদ্ ব্রহ্মণা প্রোক্তমত্রিণা তদনন্তরম্।
ধন্বন্তরিণা প্রোক্তং চ অশ্বিনা চ মহাত্মনা॥
অন্যৈশ্চ বহুধা প্রোক্তং নানাশাস্ত্রবিশারদৈঃ।' ইত্যাদি

(৩) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণীয় ১৬ অধ্যায় মতে ভাস্কর অর্থাৎ পরাশরোক্ত বিবস্বান্ প্রজাপতির শিষ্য। ভাস্করের ১৬টী শিষ্য—(ক) চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞানকৃদ্ ধন্বন্তরি, (খ) চিকিৎসাদর্পণকৃদ্ দিবোদাস অর্থাৎ কাশীর সপ্তমরাজা দিবোদাস ধন্বন্তরি, (গ) চিকিৎসাকৌমুদীকৃৎ কাশীরাজ অর্থাৎ কাশীর দ্বিতীয় রাজা এবং দিবোদাসের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ, (ঘ) ও (ঙ) চিকিৎসাসার-তন্ত্রপ্রণেতা অশ্বিদ্বয়, (চ) বৈদ্যসর্ব্বস্বপ্রণেতা পাণ্ডবকুমার নকুল, (ছ) ব্যাধিসিন্ধুবিমর্দ্দনকৃৎ পাণ্ডবকুমার সহদেব, (জ) জ্ঞানার্ণব-তন্ত্রকৃদ্ যম, (ঝ) জীবদানতন্ত্রপ্রণেতা চ্যবন, (ঞ) বৈদ্যসন্দেহ-ভঞ্জনপ্রণেতা জনক, (ট) সর্ব্বসারতন্ত্রকৃদ্ বুধ, (ঠ) তন্ত্রসারক-প্রণেতা জাবালমুনি, (ড) বেদাঙ্গসারতন্ত্রপ্রণেতা জাজলি, (ঢ) নিদানকৃৎ পৈল, (ণ) সর্ব্বধরতন্ত্রকৃৎ করথ, (ত) দ্বৈধনির্ণয়তন্ত্র-প্রণেতা অগস্ত্য। ইঁহারা ভাস্কর-সংহিতা হইতে আয়ুর্ব্বেদ অবগত হওয়ায় ভাস্কর ইঁহাদের গুরু। উক্ত পুরাণে কিন্তু লিখিত আছে—

"ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যান্ দৃষ্ট্বা বেদান্ প্রজাপতিঃ। বিচিন্ত্য তেষামর্থং হি আয়ুর্ব্বেদং চকার সঃ॥ কৃত্বা তু পঞ্চমং বেদং ভাস্করায় দদৌ বিভুঃ। স্বতন্ত্রসংহিতাং তস্মাদ্ ভাস্করশ্চ চকার সঃ॥ ভাস্করশ্চ স্বশিষ্যেভ্য আয়ুর্ব্বেদং স্বসংহিতাম্। প্রদদৌ পাঠয়ামাস তে চক্রুঃ সংহিতাস্ততঃ॥ তেষাং নামানি বিদুষাং তন্ত্রাণি তৎকৃতানি চ। ব্যাধিপ্রণাশবীজানি সাধ্বি মত্তো নিশাময়॥ ধন্বন্তরি র্দিবোদাসঃ কাশীরাজোঽশ্বিনীসুতৌ। নকুলঃ সহদেবোঽর্কিশ্চ্যবনো জনকো বুধঃ॥ জাবালো জাজলিঃ পৈলঃ করথোঽগস্ত্য এব চ। এতে বেদাঙ্গবেদজ্ঞাঃ ষোড়শ ব্যাধিনাশকাঃ। চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞানং নাম তন্ত্রং মনোরমম্। ধন্বন্তরিশ্চ ভগবাংশ্চকার প্রথমে সতি॥ চিকিৎসাদর্পণং নাম দিবোদাসশ্চকার সঃ। চিকিৎসাকৌমুদীং দিব্যাং কাশীরাজশ্চকার সঃ॥ চিকিৎসাসারতন্ত্রং চ ভ্রমঘ্নং চাশ্বিনীসুতৌ। তন্ত্রং বৈদ্যকসর্ব্বস্বং নকুলশ্চ চকার সঃ॥ চকার সহদেবশ্চ ব্যাধিসিন্ধুবিমর্দ্দনম্। জ্ঞানার্ণবং মহাতন্ত্রং যমরাজশ্চকার সঃ॥ চ্যবনো জীবদানং চ চকার ভগবানৃষিঃ। চকার জনকো যোগী বৈদ্যসন্দেহভঞ্জনম্॥ সর্ব্বসারং চন্দ্রসুতো জাবালস্তন্ত্রসারকম্। বেদাঙ্গসারং তন্ত্রং চ চকার জাজলি র্মুনিঃ॥ পৈলো নিদানং করথস্তন্ত্রং সর্ব্বধরং পরম্। দ্বৈধনির্ণয়তন্ত্রং চ চকার কুম্ভসম্ভবঃ॥ চিকিৎসাশাস্ত্রবীজানি তন্ত্রাণ্যেতানি ষোড়শ। ব্যাধিপ্রণাশবীজানি বলাধানকরাণি চ॥ মথিত্বা জ্ঞানমন্থৈনেরায়ুর্ব্বেদপয়োনিধিম্। তত্তন্ত্রাণ্যুজ্জহরু র্নবনীতানি কোবিদাঃ॥ এতানি ক্রমশো দৃষ্ট্বা দিব্যাং ভাস্করসংহিতাম্। আয়ুর্ব্বেদং সর্ব্ববীজং সর্ব্বং জানামি সুন্দরি॥ ব্যাধেস্তত্ত্বপরিজ্ঞানং বেদনায়াশ্চ নিগ্রহঃ। এতদ্ বৈদ্যস্য বৈদ্যত্বং ন বৈদ্যঃ প্রভুরায়ুষঃ॥ আয়ুর্ব্বেদস্য বিজ্ঞাতা চিকিৎসাসু যথার্থবিৎ। ধর্ম্মিষ্ঠশ্চ দয়ালুশ্চ তেন বৈদ্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" উজ্জহরুরিত্যার্ষঃ।

(৪) চরকমতে ব্রহ্মার শিষ্য প্রজাপতি, প্রজাপতির শিষ্য অশ্বিদ্বয়, অশ্বিদ্বয়ের শিষ্য ইন্দ্র, ইন্দ্রের শিষ্য ভরদ্বাজাদি মুনিগণ। চরকসংহিতায় সূত্রস্থানে লিখিত আছে—"ব্রহ্মণা হি যথা প্রোক্তমায়ুর্ব্বেদং প্রজাপতিঃ। জগ্রাহ নিখিলেনাদাবশ্বিনৌ তু পুনস্ততঃ॥ অশ্বিভ্যাং ভগবান্ শক্রঃ প্রতিপেদে হ কেবলম্। ঋষি-প্রোক্তো ভরদ্বাজস্তস্মাচ্ছক্র মুপাগমৎ॥"

(৫) সৌশ্রুত মতে ব্রহ্মার শিষ্য প্রজাপতি, প্রজাপতির শিষ্য অশ্বিদ্বয়, অশ্বিদ্বয়ের শিষ্য ইন্দ্র এবং ইন্দ্রের শিষ্য ধন্বন্তরি। সুশ্রুত-সংহিতার সূত্রস্থানে লিখিত আছে—"ব্রহ্মা প্রোবাচ ততঃ প্রজাপতি-রধিজগে তস্মাদশ্বিনাবশ্বিভ্যামিন্দ্র ইন্দ্রাদহং (ধন্বন্তরিঃ)।"

(৬) অষ্টাঙ্গসংগ্রহকার সিংহগুপ্ততনয় বাগ্‌ভটের মতে ব্রহ্মার শিষ্য দক্ষ, দক্ষের শিষ্য অশ্বিদ্বয়, অশ্বিদ্বয়ের শিষ্য ইন্দ্র, ইন্দ্রের শিষ্য—ধন্বন্তরি, ভরদ্বাজ, নিমি, কাশ্যপ, কশ্যপ, এবং আলম্বায়ন। অষ্টাঙ্গসংগ্রহের সূত্রস্থানে লিখিত আছে—"আয়ুর্ব্বেদামৃতং সার্ব্বং ব্রহ্মা বুদ্ধা সনাতনম্। দদৌ দক্ষায়, সোঽশ্বিভ্যাং, তৌ শতক্রতবে ততঃ॥ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং বিঘ্নকারিভিরাময়ৈঃ। নরেষু পীড্যমানেষু পুরস্কৃত্য পুনর্ব্বসুম্॥ ধন্বন্তরি-ভরদ্বাজ-নিমি-কাশ্যপ-কশ্যপাঃ। মহর্ষয়ো মহাত্মান স্তথাঽলম্বায়নাদয়ঃ॥ শতক্রতু-মুপাজগ্মুঃ শরণ্যমমরেশ্বরম্। তান্ দৃষ্ট্বৈব সহস্রাক্ষো নিজগাদ যথাগমম্॥ আয়ুষঃ পালনং বেদমুপবেদমথর্ব্বণঃ। কায়-বালগ্রহোর্দ্ধাঙ্গশল্যদংষ্ট্রাজরাবৃষৈঃ *॥ গতমষ্টাঙ্গতাং পুণ্যং বুবুধে যং পিতামহঃ। গৃহীত্বা তে তমাম্নায়ং প্রকাশ্য চ পরস্পরম্॥ আযযু র্মানুষং লোকং মুদিতাঃ পরমর্ষয়ঃ। স্থিত্যর্থমায়ুর্ব্বেদস্য তেঽথ তন্ত্রাণি চক্রিরে॥ কৃত্বাঽগ্নিবেশহারীতভেড়মাণ্ডব্যসুশ্রুতান্।

* কায় অর্থাৎ কায়চিকিৎসাতন্ত্র। বাল অর্থাৎ কৌমারভৃত্যতন্ত্র। গ্রহ অর্থাৎ ভূত-বিদ্যাতন্ত্র। উর্দ্ধাঙ্গ অর্থাৎ শালাক্যতন্ত্র। শল্য বা শল্যতন্ত্র। দংষ্ট্রা অর্থাৎ অগদতন্ত্র। জরা অর্থাৎ রসায়নতন্ত্র। বৃষ অর্থাৎ বাজীকরণতন্ত্র।

করালাদীংশ্চ সচ্ছিষ্যান্ গ্রাহয়ামাসুরাদৃতাঃ॥ স্বং স্বং তন্ত্রং তত স্তেঽপি চক্রুস্তানি কৃতানি চ। গুরূন্ সংশ্রাবয়ামাসুঃ সর্ষিসঙ্ঘান্ সুমেধসঃ॥ তৈঃ প্রশস্তানি তান্যেষাং প্রতিষ্ঠাং ভুবি লেভিরে।" (দ্বিতীয় প্ররোহ—২ পৃঃ)।

(৭) অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতার সূত্রস্থানে সিংহগুপ্ততনয় বাগ্‌ভট আবার বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মার শিষ্য প্রজাপতি, প্রজাপতির শিষ্য অশ্বিদ্বয়, অশ্বিদ্বয়ের শিষ্য ইন্দ্র, ইন্দ্রের শিষ্য অত্রিপুত্রাদি-মুনিগণ, এবং তাঁহাদের শিষ্য অগ্নিবেশাদি মুনিগণ যাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ তন্ত্র রচনা করেন। তথায় লিখিত আছে—"ব্রহ্মা স্মৃত্বাঽঽয়ুষো বেদং প্রজাপতি মজিগ্রহৎ। সোঽশ্বিনৌ তৌ সহস্রাক্ষং সোঽত্রি-পুত্রাদিকান্ মুনীন্। তেঽগ্নিবেশাদিকাং স্তে তু পৃথক্ তন্ত্রাণি তেনিরে॥ (সূত্রস্থান—৩ পৃঃ বোম্বাই সং)। অত্রিপুত্রাদি অর্থাৎ আত্রেয় নিমি কাশ্যপাদি। তারপর লিখিত আছে—"কায়-বালগ্রহোর্দ্ধাঙ্গশল্যদংষ্ট্রাজরাবৃষান্। অষ্টাবঙ্গানি তস্যাহু শ্চিকিৎসা যেষু সংশ্রিতা॥" (৩ পৃঃ)। কায়াদি শব্দের অর্থ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

(৮) ভাবপ্রকাশের মতে ব্রহ্মসংহিতাকৃদ্ ব্রহ্মার শিষ্য প্রজাপতি দক্ষ, তাঁহার শিষ্য অশ্বিদ্বয়, তাঁহাদের শিষ্য ইন্দ্র, ইন্দ্রের শিষ্য—আত্রেয়াদি, ভরদ্বাজ এবং ধন্বন্তরি। আত্রেয়ের ছয় জন শিষ্য—অগ্নিবেশ-ভেড়-জতূকর্ণ-পরাশর-ক্ষারপাণি-হারীত। স্বর্বৈদ্য ধন্বন্তরি ইন্দ্রানুরোধে দিবোদাসরূপে জন্ম লইয়া কাশীরাজ ধন্বন্তরি-নামে খ্যাত হন। তাঁহার একশত শিষ্যের মধ্যে সুশ্রুত ঔপধেনব বৈতরণ ঔরভ্র পৌষ্কলাবত করবীর্য্য এবং গোপুররক্ষিতের নাম সুশ্রুতসংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে।

ভরদ্বাজের শিষ্য কে তাহা এখানে ব্যক্ত নহে। কিন্তু পুরাণ-বিশেষে পাওয়া যায় যে, কাশীর দ্বিতীয় রাজা অর্থাৎ দিবোদাসের

অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ কাশীরাজই ভরদ্বাজের শিষ্য ছিলেন। গ্রন্থান্তরে আরও পাওয়া যায় যে, কাশীর দ্বিতীয় রাজা কাশীরাজ চিকিৎসা-কৌমুদী-তন্ত্রপ্রণেতা, কাশীর চতুর্থ রাজা কাশীরাজ-ধন্বন্তরি চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞানতন্ত্রপ্রণেতা এবং কাশীর সপ্তম রাজা দিবোদাস কাশীরাজ-ধন্বন্তরি চিকিৎসাদর্পণতন্ত্রপ্রণেতা। ভারদ্বাজীয় বৈদ্যগ্রন্থের মন্তব্যে মাদ্রাজ-গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ লিখিয়াছেন—'ভরদ্বাজ—the teacher of আত্রেয়'। ইহা অসম্ভব নহে। কারণ আত্রেয় অথর্ব্ববেদের মন্ত্র-দ্রষ্টা নহেন। ভরদ্বাজ কিন্তু উঁহার আয়ুষ্যবিষয়ক দ্বিতীয় কাণ্ডস্থ দ্বাদশ সূক্তের দ্রষ্টা এবং অথর্ব্ববেদীয় ব্রাহ্মণ-প্রবক্তা মহর্ষি গোপথের সহিত ঐ বেদের খিলাংশক ১৯ কাণ্ডস্থ ৪৯ সূক্তীয় মন্ত্রসমূহ দর্শন করেন।

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—"বিধাতাঽথর্ব্বসর্ব্বস্বমায়ুর্ব্বেদং প্রকাশয়ন্। স্বনাম্না সংহিতাং চক্রে লক্ষশ্লোকময়ীমৃজুম্॥ ততঃ প্রজাপতিং দক্ষং দক্ষং সকলকর্ম্মসু। বিধি ধীনীরৃঙ্ক্ষিং সাঙ্গমায়ুর্ব্বেদমুপাদিশৎ॥ অথ দক্ষঃ ক্রিয়াদক্ষঃ স্বর্বৈদ্যৌ বেদমায়ুষঃ। বেদয়ামাস বিদ্বাংসৌ সূর্য্যাংশৌ সুরসত্তমৌ॥ দক্ষাদধীত্য দস্রৌ বিতনুতঃ সংহিতাং স্বীয়াম্।····· সংদৃশ্য দস্রয়োরিন্দ্রঃ কর্ম্মাণ্যেতানি যত্নবান্। আয়ুর্ব্বেদং নিরুদ্বেগং তৌ যযাচে শচীপতিঃ॥ নাসত্যৌ সত্যসন্ধেন শক্রো কিল যাচিতৌ। আয়ুর্ব্বেদং যথাধীতং দদতুঃ শতমন্যবে॥ নাসত্যাভ্যামধীত্যৈষ আয়ুর্ব্বেদং শতক্রতুঃ। অধ্যাপয়ামাস বহুনাত্রেয়প্রমুখান্ মুনীন্॥···অথাত্রেয়ো মুনিশ্রেষ্ঠো ভগবান্ করুণাকরঃ। স্বনাম্না সংহিতাং চক্রে নরচক্রানুকম্পয়া॥ ততোঽগ্নিবেশং ভেড়ং চ জতূকর্ণং পরাশরম্। ক্ষারপাণিং চ হারীতমায়ুর্ব্বেদমপাঠয়ৎ॥ তন্ত্রস্য কর্ত্তা প্রথমমগ্নিবেশোঽভবৎ পুরা। ততো ভেড়াদয়শ্চক্রুঃ স্বং স্বং তন্ত্রং কৃতানি চ॥ শ্রাবয়ামাসুরাত্রেয়ং মুনিবৃন্দেন বন্দিতম্। শ্রুত্বা চ তানি তন্ত্রাণি হৃষ্টোঽভূদত্রিনন্দনঃ॥

...ভরদ্বাজো মুনিশ্রেষ্ঠো জগাম ত্রিদশালয়ম্।...তমুবাচ মুনিং সাঙ্গমায়ুর্ব্বেদং শতক্রতুঃ।"

তদনন্তর চরকপ্রাদুর্ভাব বলিবার পর ধন্বন্তরি ও সুশ্রুতের প্রাদুর্ভাব বলিবার জন্য ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—"যদা মৎস্যাবতারেণ হরিণা বেদ উদ্ধৃতঃ। তদা শেষশ্চ তত্রৈব বেদং সাঙ্গমবাপ্তবান্॥ অথর্ব্বান্তর্গতং সম্যগায়ুর্ব্বেদং চ লব্ধবান্। একদা স মহীবৃত্তং দ্রষ্টুং চর ইবাগতঃ॥ তত্র লোকান্ গদৈ গ্রস্তান্ ব্যথয়া পরিপীড়িতান্।...তান্ দৃষ্ট্বাতিদয়াযুক্তস্তেষাং দুঃখেন দুঃখিতঃ। অনন্তশ্চিন্তয়ামাস রোগোপশমকারণম্॥ সংচিন্ত্য স স্বয়ং তত্র মুনেঃ পুত্রো বভূব হ। যতশ্চর ইবায়াতো ন জ্ঞাতঃ কেনচিদ্ যতঃ॥ তস্মাচ্চরক নাম্নাঽসৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে।...আত্রেয়স্য মুনেঃ শিষ্যা অগ্নিবেশাদয়োঽভবন্। মুনয়ো বহব স্তৈশ্চ কৃতং তন্ত্রং স্বকং স্বকম্॥ তেষাং তন্ত্রাণি সংস্কৃত্য সমাহৃত্য বিপশ্চিতা। চরকেণাত্মনো নাম্না গ্রন্থোঽয়ং চরকঃ কৃতঃ॥

"একদা দেবরাজস্য দৃষ্টি র্নিপতিতা ভুবি। তত্র তেন নরা দৃষ্টা ব্যাধিভি র্ভৃশপীড়িতাঃ॥ তান্ দৃষ্ট্বা হৃদয়ং তস্য দয়য়া পরিপীড়িতম্। দয়ার্দ্রহৃদয়ঃ শক্রো ধন্বন্তরিমুবাচ হ॥ ধন্বন্তরে সুরশ্রেষ্ঠ ভগবন্ কিঞ্চিদুচ্যতে। যোগ্যো ভবসি ভূতানামুপকারপরো ভব॥ উপকারায় লোকানাং কেন কিং ন কৃতং পুরা।...তস্মাৎ ত্বং পৃথিবীং যাহি কাশীমধ্যে নৃপো ভব। প্রতীকারায় রোগাণামায়ুর্ব্বেদং প্রকাশয়। ইত্যুক্ত্বা সুরশার্দ্দূলঃ সর্ব্বভূতহিতেপ্সয়া। সমস্তমায়ুষো বেদং ধন্বন্তরিমুপাদিশৎ॥ অধীত্য চায়ুষো বেদমিন্দ্রাদ্ ধন্বন্তরিঃ পুরা। আগত্য পৃথিবীং কাশ্যাং জাতো বাহুজবেশ্মনি॥ নাম্না তু সোঽভবৎ খ্যাতো দিবোদাস ইতি ক্ষিতৌ।...ততো ধন্বন্তরি র্লোকৈঃ কাশিরাজোঽভিধীয়তে। হিতায় দেহিনাং স্বীয়া সংহিতা বিহিতাঽমুনা। অথ বিদ্যার্থিনো লোকান্ সংহিতাং তামপাঠয়ৎ॥

"অথ জ্ঞানদৃশা বিশ্বামিত্র প্রভৃতয়োঽবিদন্। অয়ং ধন্বন্তরিঃ কাশ্যাং কাশিরাজোঽয়মুচ্যতে॥ বিশ্বামিত্রো মুনিস্তেষু পুত্রং সুশ্রুতমুক্তবান্। বৎস বারাণসীং গচ্ছ ত্বং বিশ্বেশ্বরবল্লভাম্॥ তত্র নাম্না দিবোদাসঃ কাশিরাজোঽস্তি বাহুজঃ। স হি ধন্বন্তরিঃ সাক্ষাদ্ আয়ুর্ব্বেদবিদাং বরঃ॥ আয়ুর্ব্বেদং পঠস্ব ত্বং লোকোপকৃতিহেতবে।... পিতুর্বচনমাকর্ণ্য সুশ্রুতঃ কাশিকাং গতঃ। তেন সার্দ্ধং সমধ্যেতুং মুনিসূনুশতং যযৌ॥...কাশিরাজং দিবোদাসং তেঽপশ্যন্ বিনয়ান্বিতাঃ। স্বাগতংচ ইতি স্মাহ দিবোদাসো যশোধনঃ॥ কুশলং পরিপপ্রচ্ছ তথাঽঽগমনকারণম্। ততস্তে সুশ্রুতদ্বারা কথয়ামাসুরুত্তরম্॥...আময়ানাং শমোপায়ং বিজ্ঞাতুং বয়মাগতাঃ। আয়ুর্ব্বেদং ভবানস্মানধ্যাপয়তু যত্নতঃ॥ অঙ্গীকৃত্য বচস্তেষাং নৃপতিস্তানুপাদিশৎ। ব্যাখ্যাতং তেন তে যত্নাজ্জগৃহু র্মুনয়ো মুদা॥ কাশিরাজং জয়াশীভিরভিনন্দ্য মুদান্বিতাঃ। সুশ্রুতাদ্যাঃ সুসিদ্ধার্থা জগ্মু র্গেহং স্বকং স্বকম্॥ প্রথমং সুশ্রুতস্তেষু স্বতন্ত্রং কৃতবান্ স্ফুটম্। সুশ্রুতস্য সখায়োঽপি পৃথক্ তন্ত্রাণি তেনিরে। সুশ্রুতেন কৃতং তন্ত্রং সুশ্রুতং বহুভি র্বতঃ। তস্মাৎ তৎ সুশ্রুতং নাম্না বিখ্যাতং ক্ষিতিমণ্ডলে॥"

আয়ুর্ব্বেদের আবির্ভাব সম্বন্ধে এই সকল মতবাদ প্রায়শঃ পরস্পরবিরুদ্ধ। এমন কি হারীত, পরাশর, চরক, সুশ্রুতাদি মুনিদের মধ্যে বা তাঁহাদের সঙ্গে বাগ্‌ভটাদি মনীষিগণের কোন প্রকার ঐক্য নাই। এ অবস্থায় জিজ্ঞাসা আসিতে পারে—'কুতো ভক্তিরাদেশ্যা'? ইহাতে অবশ্য বৈদ্যতন্ত্রস্বতন্ত্র যে কোনও সমালোচকের উত্তর হইবে—'পরম্পরেণ চাচার্য্যা বিগীতবচনাঃ স্থিতাঃ'। এ কথায় বলা হইল—'পরস্পরবিরোধাচ্চ নাস্য প্রামাণ্যসম্ভবঃ'।

কিন্তু আমরা বলি, শাস্ত্রের পরিশুদ্ধি প্রতিপাদনের জন্য বা

গৌরবোৎপাদনের জন্য যাহা যাহা স্তুতিরূপে উপন্যস্ত তাহাতে ঐক্য-সন্ধান নিষ্প্রয়োজন। কারণ স্তুতিবাদে স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও শাস্ত্রের প্রয়োগ-সাধনতাংশ নিরবদ্য। আর আয়ুর্ব্বেদ স্মৃতিপদবাচ্য, কারণ ঋষিদের বচনসমূহ শ্রুতিমূলক। সেই শ্রুতি লুপ্ত হইতে পারে, কল্প্যও হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। সুতরাং স্তুতিভাগে স্মৃতির বিরোধ আসিলে বিকল্পের উদয় হইবে, অপ্রামাণ্যের নহে। কারণ শ্রুতিবিরোধই স্মৃতিবিরোধের হেতু। একটার বিরোধে অন্যটার অবিরোধ অসম্ভব। এরূপ অবস্থায় কুমারিলের ভাষায় আমরা বলিব—"স্মৃতীনামপ্রমাণত্বে বিগানং নৈব কারণম্। শ্রুতীনামপি ভূয়িষ্ঠং বিগীতত্বং হি দৃশ্যতে॥ বিগীতবাক্য-মূলানাং যদি স্যাদবিগীততা। তাসাং ততোঽপ্রমাণত্বং ভবেন্মূল-বিপর্য্যয়াৎ॥ পরস্পরবিগীতত্বমতস্তাসাং ন দূষণম্। বিগানাদ্ধি বিকল্পঃ স্যান্নৈকত্রাপ্যপ্রমাণতা॥ ধর্ম্মসাধনতাংশে চ বিগানং নৈব বিদ্যতে। অর্থাখ্যানবিগানং তু লক্ষ্যভেদান্ন দুষ্যতি॥"

ইতিহাসে কাল বা ক্রম বলা আবশ্যক হইলেও প্রাচীন ঋষি-মুনিদের সম্বন্ধে উহা অসম্ভব। এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পর নৈরাশ্যবশতঃ কুমারিলও একদিন বলিয়াছিলেন—

'মহতাঽপি প্রযত্নেন তমিস্রায়াং পরামৃশন্।
কৃষ্ণশুক্লবিবেকং হি ন কশ্চিদধিগচ্ছতি॥'

সুতরাং আমরাও প্রাগৈতিহাসিক আচার্য্যদের যথাসম্ভব পরিচয় দিব, কিন্তু তাঁহাদের কালনিরূপণে বা ক্রমনিরূপণে উদাসীন থাকিব। প্রাগৈতিহাসিক অথবা ঐতিহাসিক কালোৎপন্ন মুনি-মনীষীদের বৃত্তান্ত বক্ষ্যমাণ নাম-প্রস্তাবে দৃষ্ট হইবে।

নাম-প্রস্তাবের মধ্যে কোনও কোন নাম বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে, যেমন—অত্রি, কৃষ্ণাত্রেয়, অথর্ব্বা, আদিনাথ বা নিত্যনাথ, বাগ্‌ভট, সোমদেব, গোবিন্দ ভাগবত, চরক, পতঞ্জলি, দৃঢ়বল, চক্রপাণি,

জীবক, ধন্বন্তরি (বিক্রমসভ্য), ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণু, কাশীরাজ, রাবণ, শৌনক, সাংখ্য, সুশ্রুত, দেবদত্ত ইত্যাদি। ইহাদের প্রসঙ্গ কেন যে সুদীর্ঘ তাহার যুক্তিপ্রদর্শন অসঙ্গত নহে।

(১) অত্রি এবং কৃষ্ণাত্রেয়। অত্রি ব্রহ্মার মানস পুত্র। আমাদের মতে তাঁহার ঔরসে এবং অনসূয়ার গর্ভে দত্তাত্রেয়, কৃষ্ণাত্রেয় এবং পুনর্ব্বস্বাত্রেয় জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা সকলেই বৈদ্যাগমিক। আমরা বলি, যিনি কৃষ্ণাত্রেয় তিনিই দুর্ব্বাসা এবং যিনি পুনর্ব্বসু আত্রেয় তাঁহার পিতৃদত্ত নাম সোম। পৌরাণিক উক্তি আছে—'অত্রিজাতস্য যা মূর্ত্তিঃ শশিনঃ সজ্জনস্য চ। ক সা চৈবাত্রিজাতস্য তমসো দুর্জ্জনস্য চ॥' ত্রিবিক্রম ভট্ট বলেন—'শশিনো ব্রহ্মাংশেন সম্ভূতস্য সোমস্য, সজ্জনস্য বিষ্ণ্বংশেন জাতস্য যোগজ্ঞানাদিসম্পন্নস্য দত্তাত্রেয়স্য, দুর্জ্জনস্য রুদ্রাংশেন জাতস্য দুর্ব্বাসসঃ। কিম্ভূতস্য দুর্জ্জনস্য? তমসঃ কৃষ্ণকায়স্যেত্যর্থঃ।' আমরা কৃষ্ণাত্রেয়কে দুর্ব্বাসা বলিয়াছি, কিন্তু ইহা সাম্প্রদায়িক মতের বিরুদ্ধ। কারণ ১১ খৃষ্ট শতাব্দীতে চক্রপাণি লিখিয়াছেন—'কৃষ্ণাত্রিপুত্রমতপূজিত এষ যোগঃ' (কুটজপাক)। ১৩-[illegible] খৃষ্ট-শতাব্দীয় শ্রীকণ্ঠ দত্ত বৃন্দকৃত-সিদ্ধযোগস্থ 'নাগরাদ্যমিদং চূর্ণং কৃষ্ণাত্রেয়েণ পূজিতম্' এই বাক্যের ব্যাখ্যায় পুনর্ব্বসু আত্রেয়কে কৃষ্ণাত্রেয়রূপে গ্রহণপূর্ব্বক লিখিয়াছেন—'কৃষ্ণাত্রেয়ঃ পুনর্ব্বসুঃ'। ১৬ খৃষ্ট শতাব্দীতে শিবদাস সেন তৎকৃত তত্ত্বচন্দ্রিকায় শ্রীকণ্ঠকে অনুসরণ করিয়াছেন। অবশেষে চক্রদত্তের মতবাদ উপজীব্য করিয়া শ্রীকণ্ঠকে সমর্থন করিবার জন্য ১৯-২০ খৃষ্ট শতাব্দীয় বৈদ্যরত্ন যোগীন্দ্রনাথ সেন মহোদয় তাঁহার চরকোপস্কারে বলিয়াছেন—'আত্রেয়ঃ কৃষ্ণাত্রিপুত্রঃ পুনর্ব্বসুঃ'। প্রায় ৯০০ বৎসরের পারম্পরীণ কথা খণ্ডন করিতে হইলে অনেক কিছু বলিবার প্রয়োজনবশতঃ পিতাপুত্রীয় সংবাদের আয়তন সুদীর্ঘ হইয়াছে।

(২) অথর্ব্বমুনি ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি অথর্ব্ববেদের সঙ্কলয়িতা এবং নানা মন্ত্রের দ্রষ্টা। অথর্ব্ববেদ লইয়া বেদের চতুষ্টয়ত্ব সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু স্থানে স্থানে 'ত্রয়ী' প্রভৃতি শব্দ দেখিয়া কেহ কেহ উহার বেদত্ব স্বীকারে পরাঙ্মুখ। বেদের চতুষ্ট্-প্রতিপাদনের জন্য ভাষ্যকার গোপথ-ব্রাহ্মণ, মুণ্ডকোপনিষদ্, নৃসিংহপূর্ব্বতাপিন্যুপনিষদ্ এবং স্মৃতিশাস্ত্র হইতে নানা প্রমাণ উঠাইয়াছেন। ইহারা কিন্তু অথর্ব্ববেদীয় গ্রন্থ। অথর্ব্ববেদীয় গ্রন্থের অথর্ব্ববেদ-সমর্থন স্বাভাবিক। সেই জন্য অথর্ব্ববেদীয় প্রমাণ ব্যতিরিক্ত ঋগ্বেদীয় এবং যজুর্ব্বেদীয় প্রমাণ দ্বারা আমরা উহার বেদত্ব স্থাপনে যত্নবান্ হইয়াছি। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমাদের যুক্তিরাশি আথর্ব্বণ ভাষ্যের পরিশিষ্টরূপে গণ্য।

ধ্যানযোগাদিসম্পন্ন বৈদিক মুনিসম্প্রদায় বুঝিয়াছিলেন যে, দুঃখপ্রদ সংসার হেয়, গুণবৈষম্য সংসারের হেতু, সুতরাং গুণসাম্যই সংসারমুক্তি এবং তত্ত্বজ্ঞান গুণসাম্যের উপায়। আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ব-বেদের উপবেদ বলিয়া উহাতেও চতুর্ব্যূহত্ব কল্পনাপূর্ব্বক তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে, দুঃখবহুল ব্যাধি হেয়, ধাতুবৈষম্যাত্মক-বিকৃতি ব্যাধির হেতু, সুতরাং ধাতুসাম্যাত্মক প্রকৃতিই ব্যাধি-পরিমোক্ষ, এবং মন্ত্রপূত ভৈষজ্যাদি ঔষধবর্গ ধাতুসাম্যের উপায়। গদনিগ্রহে ঔষধের স্বাভাবিক গুণ থাকিলেও বহুস্থলে উহা ফলপ্রদ হয় না। সেই জন্য মন্ত্রের প্রয়োজন। আথর্ব্বণমন্ত্ররাশি, কৌশিকগৃহ্যসূত্র এবং সাম্প্রদায়িক বিনিয়োগাদি দেখিলে জানা যায় যে, বৈদিক ঋষিরা মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ওষধ্যাদি সংগ্রহ করিতেন, মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক উহাদের পেষণ-মিশ্রণাদি করিতেন, মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক রোগীকে উহা সেবন করাইতেন এবং সেবন করাইয়া রোগীকে রোগমুক্ত করাইবার জন্য তাঁহারা মন্ত্রের দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিতেন। কেবল ভারতে নহে, পাশ্চাত্ত্যপ্রদেশীয় ধার্ম্মিক চিকিৎসকদের

মধ্যেও এরূপ চিন্তা দেখা যায়। তাঁহারা বলেন, ঔষধে রোগ-প্রতীকারের শক্তি আছে সত্য, কিন্তু ভগবানই উহাতে ঐ শক্তি প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার অনুকম্পা ব্যতীত ঔষধ ফলপ্রদ হয় না। তাঁহাদের মতে ঔষধের নিজস্ব কোনও শক্তি নাই, কিন্তু ভগবানের শক্তি পাইয়া তাহারা শক্তিমান্। আমরাও বলি—'তমেব ভান্ত মনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি'। Medical Jurisprudence নামক গ্রন্থে ডাক্তার রায়্যান্ (Dr. Ryan) লিখিয়াছেন—'All medicine is derived from God, and without his will it cannot exist or be practised. Hence the healing art, if disunited from religion, would be impious. Illness requires us to implore the Deity for assistance and relief...The seeds of the art, the wonderful cures, and the power of remedies are in the hand of God. He has beneficially supplied various remedies and pronounces with our tongues the fate, life and death of a man. When we see the dignity of medicine, what reverence is due to God? None but the impious doubt the truth and none but fools dare to deny it.' অর্থাৎ—ভেষজমাত্রই ভগবল্লব্ধ বস্তু। উহার সত্তা বা প্রয়োগার্হতা তাঁহার ইচ্ছাধীন। অতএব যে চিকিৎসাশাস্ত্র ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে তাহা নাস্তিকের উচ্ছাস্ত্র-মাত্র। ঐশিক সাহায্যের জন্য চিকিৎসকের এবং রোগমুক্তির জন্য চিকিৎসিতের ভগবৎপ্রার্থনা আবশ্যক। কারণ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নিগূঢ় রহস্য, চিকিৎসা দ্বারা বিস্ময়করী রোগনিবৃত্তি, এবং ঔষধের রোগপ্রতিহরণ-শক্তি—এ সকল বিষয় দৈবায়ত্ত,

(যন্ত্রায়ত্ত নহে)। রুক্‌প্রতিক্রিয়ার উপায়সমূহ তিনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। আমাদের মুখ দিয়াই তিনি রোগীদের ভাগ্যমূলক জীবন-মরণাদি ব্যক্ত করাইয়া থাকেন। ঔষধের মহিমা দেখিলে তাঁহার প্রতি আমাদের কতই না শ্রদ্ধা-ভক্তির উদয় হয়! পাষণ্ডব্যতীত অন্য কেহই এ সকল বিষয়ের সত্যতায় সন্দিহান নহেন। ভণ্ডধীব্যতীত সত্যাপলাপে কাহারও সাহস থাকা সম্ভবপর নহে।

অথর্ব্ববেদ আয়ুর্ব্বেদের আকর বলিয়া আমরা পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে তত্রত্য ২০টী কাণ্ডেরই কিছু-না-কিছু আভাস দিয়াছি। তন্মধ্যে যে যে কাণ্ড আয়ুর্ব্বেদের সহিত সাক্ষাৎসংশ্লিষ্ট তাহাদের প্রত্যেক সূক্তের তাৎপর্য্য দেওয়া হইয়াছে। বোধসৌকর্য্যের জন্য কখন কখন উহার ইংরাজি অনুবাদ দৃষ্ট হইবে।

অথর্ব্ববেদের পাঁচটী কল্প—'নক্ষত্রকল্পো বৈতান স্তৃতীয়ঃ সংহিতা-বিধিঃ। তুর্য্য আঙ্গিরসঃ কল্পঃ শান্তিকল্প স্তু পঞ্চমঃ॥' ইহার গোপথ-ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য ব্রাহ্মণ দৃষ্ট নহে। মুক্তিকোপনিষন্মতে ইহার প্রশ্নমুণ্ডকাদি ৩১টী কিন্তু মতান্তরে ততোঽধিক উপনিষদ্ আছে। মহাভাষ্যে পতঞ্জলি বলিয়াছেন—'নবধাঽথর্ব্বণো বেদঃ' অর্থাৎ পৈপ্পলাদ-শৌনকীয়াদি নয়টী শাখা। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে একটীতে অন্যের অনুপ্রবেশহেতু নয়টী শাখা পাঁচটীতে পরিণত হয়। সেই জন্য অহির্বুধ্ন্যসংহিতায় লিখিত আছে—'একবিংশতিশাখাবান্ ঋগ্বেদঃ পরিগীয়তে। শতং চৈকা চ শাখা স্যু র্যজুষামেকবর্ত্মনাম্। সাম্নাং শাখাঃ সহস্রং স্যুঃ পঞ্চশাখা অথর্ব্বণাম্॥' এখন কিন্তু দুইটী মাত্র শাখা দৃষ্ট হয়—পৈপ্পলাদ এবং শৌনকীয়।

অথর্ব্ববেদের প্রাতিশাখ্য লইয়া মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, পিপ্পলাদ শাখার অথর্ব্বপ্রাতিশাখ্যই অথর্ব্ববেদের একমাত্র প্রাতিশাখ্য গ্রন্থ। ইহা Dr. Buhler কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে।

আবার কেহ কেহ বলেন, শৌনকীয় চতুরধ্যায়িকাও একখানি অথর্ব্ব-প্রতিশাখ্য, কারণ ইহাতে পঞ্চপটলিকা দন্তোষ্ঠ-বিধি-বিস্তর, কালাতীত প্রায়শ্চিত্ত, চতুরধ্যায়ী এবং অথর্ব্ব-প্রাতিশাখ্য দৃষ্ট হয়। আমাদের মতে প্রথমখানি কেবল অথর্ব্ববেদের উপর লিখিত বলিয়া উহা সার্থকনামা হইয়াছে। আর শৌনকীয় চতুরধ্যায়িকা একখানি সর্ব্বসাধারণ প্রাতিশাখ্য-গ্রন্থ যাহার শেষভাগে অথর্ব্ব-প্রতিশাখ্যও দৃষ্ট হয়। পিপ্পলাদ-শাখার অথর্ব্ব-প্রাতিশাখ্য লঘু-প্রাতিশাখ্য বলিয়া কথিত। মনে হয়, শৌনকীয় চতুরধ্যায়িকাকে লক্ষ্য করিয়া ইহার ঐরূপ নাম হইয়াছে।

বৃহৎ-সর্ব্ব-ভেদে অথর্ব্ববেদের দুইখানি অনুক্রমণী আছে। বৈতান-শ্রৌতসূত্র এবং কৌশিক গৃহ্যসূত্র নামে ইহার দুইখানি সৌত্র গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ। অথর্ব্ববেদের পৈপ্পলাদশাখা এবং শৌনকীয়শাখা প্রধান। পিপ্পলাদ অথর্ব্বমুনির পৌত্র এবং দধ্যঙ্ বা দধীচি বা দধীচ মুনির পুত্র। সুমন্তুর শিষ্য কবন্ধ। কবন্ধের দুই শিষ্য—দেবদর্শ এবং পথ্য। পিপ্পলাদ দেবদর্শের শিষ্য। এ শাখায় অথর্ব্ববেদ মুদ্রিত হয় নাই। পথ্যের শিষ্য শৌনক এবং জাজলিমুনি। শৌনকীয় শাখায় অথর্ব্ববেদ মোক্ষমূলর কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার সায়ণভাষ্য আছে। ভাষ্যখানি সম্ভবতঃ সায়ণের কোনও প্রতিনিধি কর্ত্তৃক লিখিত। অথবা শৌনক-শাখানুগামী কোনও বৈদিক পণ্ডিত ভাষ্যখানি লিখিয়া সায়ণের নামে প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ শব্দের ব্যুৎপত্ত্যাদি লইয়া কখনও কখনও ঋগ্বেদীয় সায়ণভাষ্যের সহিত ইহার বিরোধ দৃষ্ট হয়। ইহা ব্যতীত ঋগ্বেদীয় সায়ণভাষ্যে ঋষিস্মরণ পাওয়া যায়, এভাষ্যে ঋষিস্মরণ নাই কেন?

শৌনকশাখানুসারে অথর্ব্ববেদের প্রথমমন্ত্র—'যে ত্রিষপ্তাঃ পরিযন্তি বিশ্বা রূপাণি বিভ্রতঃ। বাচস্পতি র্বলা তেষাং তন্বো অদ্য দধাতু মে॥' পৈপ্পলাদশাখার মতে উহার আদিমন্ত্র—'শং নো

দেবী রভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যো রভি স্রবন্তু নঃ॥' ব্রহ্মযজ্ঞ নারায়ণস্নান শান্তিপৌষ্টিকাদি কর্মে আমরা এই মন্ত্রটি পাঠ করি, কারণ বঙ্গদেশে হলায়ধু, গুণবিষ্ণু এবং রঘুনন্দনাদি স্মার্ত্ত নিবন্ধকারগণ পৈপ্পলাদ-মতানুগামী। তথাকথিত সায়ণভাষ্যে পিপ্পলাদশাখার উল্লেখ নাই, হলায়ুধাদিও শৌনকশাখা লইয়া কিছু বলেন নাই।

মুদ্রিত অথর্ব্ববেদে মন্ত্র আছে কিন্তু ঋষিস্মরণ বা বিনিয়োগ নাই। বৈতান-সূত্রানুসারে এবং কৌশিকের গৃহ্যসূত্রানুসারে ভাষ্যকার বিনিয়োগ দেখাইয়াছেন কিন্তু ঋষি স্মরণ লইয়া কিছু বলেন নাই। ঋষিস্মরণ অবশ্যকর্ত্তব্য। কারণ স্মৃতির ঘোষণা আছে—'ঋষিচ্ছন্দোদৈবতানি ব্রাহ্মণার্থং স্বরান্ত্যপি। অবিদিত্বা প্রযুঞ্জানো মন্ত্রকণ্টক উচ্যতে॥' সেই জন্য আমরা অনুক্রমণীমতে নানা প্রয়োজনীয় সূক্তের বা মন্ত্রের স্মর্ত্তব্য ঋষির নাম দিয়াছি, যেমন—অগস্ত্য, অঙ্গীঃ (অঙ্গির্), অঙ্গিরাঃ (অঙ্গিরস্), অথর্ব্বা, অথর্ব্বাঙ্গিরস্, অপ্রতিরথ, দধ্যঙ্, বভ্রুপিঙ্গল, বাদরায়ণি, বৃহসেছুকন, বৃহদ্দিব, বৃহস্পতি, বৃহ্মান্ বা বৃহদ্ ব্রহ্মন্, ভৃগ্বাঙ্গিরস, ব্রহ্মাস্কন্দ, ভগ, ভরদ্বাজ, ভাগলি, ভার্গব, ভৃগু, দ্রবিণোদাঃ গরুত্মা (গরুত্মন্), গার্গ্য, গোপথ, জগদ্বীজ, জমদগ্নি, শুক্র, শৌনক গৃৎসমদ, শৌনক, শম্ভু, ঋভু, কবন্ধ, কাঙ্কায়ন, কাণ্ব, কাপিঞ্জল, কশ্যপ, (কশ্যপ মারীচ), কৌরুপথী, কৌস্ক, কুৎস, ময়োভূ, মৃগর, মেধাতিথি, নারায়ণ, প্রতিবেদন, প্রজাপতি, প্রত্যঙ্গিরাঃ, প্রমোচন, প্রশোচন, প্রস্কণ্ব, শুনঃশেপ বা শুনঃশেফ, সবিতা, সূর্য্য, সিন্ধুদ্বীপ, ত্বষ্টা, উপরিবাভ্রব্য, বরুণ, বশিষ্ঠ, বামদেব, বিশ্বামিত্র, বিহব্য বা বীতহব্য, বেণ, যম, ইত্যাদি। কে কে কোন কোন সূক্তের দ্রষ্টা তাহা প্রত্যেক্যের নামপ্রস্তাবে পাওয়া যাইবে।

অথর্ব্ববেদের একোনবিংশ কাণ্ডস্থ সপ্তমসূক্তীয় 'সুহবমগ্নে কৃত্তিকা

রোহিণী চাস্ত...' ইত্যাদি মন্ত্রবর্গ দেখিয়া জ্যোতিষসাহায্যে কৃষ্ণশাস্ত্রিমহোদয় ১৫১৬ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে এই বেদের সংকলন-কাল অনুমান করেন। ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কারণ জ্যোতিষসাহায্যে শঙ্কর-বালকৃষ্ণ দীক্ষিত প্রায় ৩০০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে শতপথ ও ছান্দোগ্যের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন—(Indian Antiquary Vol. xxiv—1895)। এই দুইখানি গ্রন্থে অথর্ব্ববেদ নামতঃ উল্লিখিত। অন্যান্য প্রাত্নিক মতে ব্যাসদেব ৩১০০ খৃষ্টাব্দে বেদচতুষ্টয় সংকলন করেন। ব্যাসদেবের বহু পূর্ব্বে রামায়ণ লিখিত হয়। উহার বালকাণ্ডে দেখা যায় যে, মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ কৌশিকগৃহ্যসূত্রীয় বিধানমতে অথর্ব্বশির উপনিষন্মন্ত্রের দ্বারা দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। বালগঙ্গাধর তিলক জ্যোতিষ-সাহায্যে বলেন যে, ঋগ্বেদ ৬০০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে বিদ্যমান ছিল। (Arctic Home of the Vedas)। 'বৈদিক যুগে' নামক গ্রন্থে মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজ কর্ত্তৃক ইহা সমর্থিত। প্রাত্নিক-পণ্ডিতদের মতে জোরোস্তার (Zoroaster) ৬৫০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি 'জেন্দাবেস্তা' (Zend Avesta) নামক গাথামূলক ধর্মগ্রন্থ সংকলন করেন। (A. K. Rai Dastidar M. A.—Astrological Magazine Feb. 1950). ইহাতে অথর্ব্বমুনির নাম এবং আথর্ব্বণ হোমবিধি দৃষ্ট হয়। প্রাত্নিকপ্রবর ডাক্তার অবিনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত ঋঙ্মন্ত্রের সহিত প্রাচীন ভারতে ভূতত্ত্ববিজ্ঞান-সূচিত নদ-নদী-সমুদ্র-পর্ব্বতাদির অবস্থানগত ঐক্য দেখাইয়া ২০০০০ হইতে ২৫০০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ মধ্যে ঋগ্বেদের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের নিকট অবিনাশবাবু উপহসিত হইয়াছেন, কারণ ইয়োরোপের Cro-magnon নামক আদিম মনুষ্যগণ ত্রিশ হাজার বৎসরের অধিক পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন। কিন্তু প্রাক্কালীন হিমাদ্রু বর্ষের (of Glaciated India) অর্থাৎ

অর্ব্বাক্‌কালীন ভারতবর্ষের কথা স্বতন্ত্র। সেইজন্য আমাদের নিকট ইহাতে উপহাসের কিছুই নাই। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দীয় জানুয়ারী মাসের 'Astrological Magazine পত্রে 'Astronomical Data in the Purusha Sukta' নামক প্রবন্ধে Prof. R. Krisna Murthy M. A. মহোদয় লিখিয়াছেন—'The Rik-Samhita is very very ancient and is not composed by any man (অপৌরুষেয়). Modern collection of astronomical data from the Rik-Samhita corroborates this view of the Indian scholars. It has been published on the pages of this journal that the Rik-Samhita gives the period of precession (an astronomical phenomenon) to be 28,000 years (R. V. 6-47-18) and our Purans declare that several Indras (Equinoxes) have ruled over the world, meaning thereby that the Equinox has made several number of complete revolutions round about the ecliptic with respect to the star Aswin.' (Page 47). ঋগ্বেদের প্রথমাষ্টকেই অথর্ব্বমুনির এবং তৎপুত্র দধ্যঙ্‌ বা দধীচের নাম পাওয়া যায়, যেমন—'দধ্যঙ্‌ হ যন্মধ্বাথর্ব্বণো বামশ্বস্য শীর্ষ্ণা প্র যদী-মুবাচ' (১।১১৬।১২) এবং 'অথর্ব্বণায়াশ্বিনা দধীচেঽশ্বং শিরঃ প্রত্যৈরয়তম্‌' (১।১১৭।২২)। এই সকল প্রমাণহেতু কৃষ্ণশাস্ত্রীর মতবাদ আস্থেয় নহে। নিরুক্ত কারণকূটবশতঃ অথর্ব্ব নামের প্রস্তাবটী সুদীর্ঘ হইয়াছে।

(৩) আদিনাথ বা নিত্যনাথ, বাগ্‌ভট এবং সোমদেব। রসরত্নাকরের পুষ্পিকায় সিংহগুপ্তনয় বাগ্‌ভটের নাম লিখিত আছে। সম্প্রদায়ও ইহাতে আস্থাবান্‌। কিন্তু প্রাশ্নিকপণ্ডিতদের মতে

আদিনাথ বা নিত্যনাথ ইহা প্রণয়নপূর্ব্বক বাগ্‌ভটের নামে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা বলি, সংক্ষিপ্ত রসরত্নসমুচ্চয় তৃতীয় খৃষ্টশতাব্দীতে সিংহগুপ্ততনয় বাগ্‌ভট কর্ত্তৃক প্রণীত হইবার পর ১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় সোমদেব উহার কালোচিত প্রতিসংস্কারপূর্ব্বক মূলকারের নামেই গ্রন্থখানি প্রচার করিয়াছেন।

অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহ এবং অষ্টাঙ্গহৃদয়-সংহিতা সিংহগুপ্ততনয় বাগ্‌ভটের নামে প্রচলিত। প্রাত্নিকগণ উভয়গ্রন্থের কর্ত্তৃত্ব ভিন্ন ভিন্ন বাগ্‌ভটে আরোপ করেন। আমরা কিন্তু উভয়গ্রন্থের এককর্ত্তৃত্ব অনুমান করি। আন্তর সাধন (internal evidence) এবং বাহ্যসাধন (external evidence) দ্বারা এ সকল বিষয় প্রতিপাদন করিতে গিয়া প্রস্তাবগুলির কলেবর বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(৪) গোবিন্দ ভাগবতপাদ রসহৃদয় প্রণয়ন করেন। গ্রন্থের এক স্থানে গোবিন্দভিক্ষু নাম দেখিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয় ইঁহাকে বৌদ্ধ বলিয়াছেন। আমাদের মতে ইনি গৌড়পাদাচার্য্যের শিষ্য এবং শঙ্করাচার্য্যের গুরু। পরমতের প্রাবল্য-হেতু নানা যুক্তি এবং গ্রন্থস্থ অভ্যন্তরীণ প্রমাণ (internal evidence) দ্বারা স্থূণানিখনন-ন্যায়ে স্বাভিমতের স্থৈর্য্যসম্পাদন করিবার চেষ্টাহেতু প্রস্তাবটী দীর্ঘ হইয়াছে।

(৫) চরক, পতঞ্জলি, কণিষ্কসভ্য নবীনচরক, দৃঢ়বল এবং চক্রপাণি। কেহ কেহ পাণিনীয় 'কঠচরকাল্লুক্' (৪।৩।১০৭) সূত্রোক্ত কপিষ্ঠল চরককে সংহিতাকার চরক বলেন। কপিষ্ঠল কিন্তু সংহিতাকারের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। Sylvain Levi আবার ১-২ খৃষ্টশতাব্দীয় কণিষ্ক-সভ্য চরকোপাধিধারী চরককে সংহিতাকার বলিয়া মনে করেন। ইনি সংহিতাকারের অনেক পরবর্ত্তী। এই দুইটী মতবাদ খণ্ডিত হইয়াছে।

সংহিতাকার চরক ও মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি উভয়েই অনন্তদেবের

অবতার বলিয়া কেহ কেহ পতঞ্জলিমুনিকে সংহিতাকার চরক বলিয়াছেন। সংহিতাকার কিন্তু পতঞ্জলির বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। পতঞ্জলিও একজন বৈদ্যাগমিক। তিনি দুইখানি বৈদ্যগ্রন্থ করেন—বাতস্কন্ধ এবং পৈত্তস্কন্ধোপেত সিদ্ধান্তসারাবলী। নাগেশ তাঁহাকে চরকব্যাখ্যাতা বলেন। রামভদ্র দীক্ষিতের মতে তিনি চরকের বার্ত্তিককার এবং কাহারও কাহার মতে তিনি চরকের প্রতিসংস্কর্ত্তা। আল্‌বেরুণী তাঁহাকে রসসিদ্ধ আচার্য্য বলিয়াছেন। আমাদের মতে তিনি দিবোদাসকৃত লোহশাস্ত্রের প্রতিসংস্কর্ত্তা। লোহশাস্ত্র অর্থাৎ ধাতুশাস্ত্র, কেবল লৌহনামক ধাতুবিষয়ক শাস্ত্র নহে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বস্থ রাজধর্ম্মপর্ব্বের একাদশ অধ্যায়ে স্মৃত হইয়াছে 'চতুষ্পদাং গৌঃ প্রবরা লোহানাং কাঞ্চনং বরম্। শব্দানাং প্রবরো মন্ত্রো ব্রাহ্মণো দ্বিপদাং বরঃ॥' (১১ শ্লোক)। কেহ কেহ নাগার্জ্জুনকে লোহশাস্ত্রের মূলপ্রবক্তা বলেন। আমরা বলি, দিবোদাস উহার মূলপ্রবক্তা এবং পতঞ্জলি প্রতিসংস্কর্ত্তা। নাগার্জ্জুন ইঁহাদের অধমর্ণ।

চরকসংহিতা প্রথমতঃ পতঞ্জলিকর্ত্তৃক, তারপর নবীন চরক কর্ত্তৃক এবং তারপর দৃঢ়বলকর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত হয়। চক্রপাণি কেবল পাঠ শুদ্ধি করিয়াছেন। জল্পকল্পতরুতে পুণ্যশ্লোক গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় দৃঢ়বলকে কাশীতে স্থাপন করিয়াছেন, আমরা কিন্তু তাঁহাকে লবপুরের অর্থাৎ লাহোরের লোক বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছি। এই সকল আলোচনায় প্রস্তাবগুলি অল্পবিস্তর দীর্ঘ হইয়াছে।

(৬) জীবক একজন মুনিকল্প আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য। তিনি মহারাজ বিম্বিসারের পুত্রবিশেষ, ভিক্ষুকাত্রেয়ের শিষ্য, বুদ্ধদেবের সামসময়িক, এবং তক্ষশিলার একজন কৃতবিদ্য ছাত্র। 'বালভৃত্য' তাঁহার একখানি প্রামাণিক বৈদ্যগ্রন্থ। বৌদ্ধত্বহেতু হিন্দুদের

বৈদ্যসম্প্রদায়ে তাঁহার নাম লুপ্তপ্রায়। কিন্তু সুশ্রুতের পর এবং পতঞ্জলির পূর্ব্বে এরূপ বৈদ্যের আবির্ভাব হয় নাই। চক্রপাণির মতে সুরেশ্বরঘৃত জীবকনির্ম্মিত। টীকাকার শিবদাস কিন্তু জীবককে জানেন না। ডল্লণের নিবন্ধসংগ্রহে জীবকের নাম প্রায়শঃ পাওয়া যায়। এই সকল আলোচনায় প্রস্তাব কিছু দীর্ঘ হইয়াছে।

(৭) ধন্বন্তরির প্রস্তাবটী অকারণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি একজন বিক্রমসভ্য। জ্যোতির্বিদাভরণোক্ত 'ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকামরসিংহ-শঙ্কু…'ইত্যাদি শ্লোকানুসারে তিনি নবরত্নের অন্যতম। বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরমতে কি কি নয়টি রত্ন, উপমেয়োপমানের ক্রম কিরূপ, কোন গ্রহ কোন রত্নের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, কোন গ্রহের ইষ্টদেবতা কে—এই সকল অবান্তরকথা লইয়া প্রস্তাবটী দীর্ঘ হইয়াছে।

(৮) ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র। ব্রহ্মা আয়ুর্ব্বেদের প্রথম ঋষি। তিনি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ (octopartite science of life) স্মরণ করেন। ব্রহ্মা হইতে উহা জগতে কিরূপে লব্ধপ্রচার হইল তৎসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ দর্শিত হইয়াছে।

ব্রহ্মা আয়ুর্ব্বেদের সংস্মর্ত্তা, রুদ্র কিন্তু তাহার প্রয়োগকর্ত্তা। সংস্মর্ত্তা এবং প্রয়োগকর্ত্তা ভিন্ন হইলেও ইঁহারা অত্যন্ত ভিন্ন নহেন। কারণ অথর্ব্ববেদস্থ প্রথম কাণ্ডের দ্বিতীয় সূক্তে আম্নাত হইয়াছে—'ভবশর্ব্বৌ মৃড়তম…'ইত্যাদি। অথর্ব্বশির উপনিষদ্ বলিয়াছেন যে, যিনি ব্রহ্মা তিনিই বিষ্ণু এবং তিনিই রুদ্র। নিগমে ভগবতীর উক্তি শুনা যায়—'ন ব্রহ্মা ভবতো ভিন্নঃ…' ইত্যাদি। রুদ্রের উদ্দেশে ঋগ্বেদ বলিয়াছেন—'ভিষক্তমং ত্বা ভিষজাং শৃণোমি'। পুরাকালে ঔষধসেবনাদিকালে এই মন্ত্রের দ্বারা রুদ্র-স্মরণ হইত। পরবর্ত্তী কালে তিনি বৈদ্যনাথরূপে স্মৃত হন। এই সকল বিষয়ের আলোচনায় প্রস্তাবগুলি অল্পবিস্তর দীর্ঘ হইয়াছে।

(৯) কাশীরাজ ধন্বন্তরি বলিলে সাধারণতঃ দিবোদাসকে বুঝায়। কিন্তু পুরাণ হইতে জানা যায় যে, ইঁহার প্রপিতামহকেও কাশীরাজ ধন্বন্তরি বলা হইত। আর কাশীরাজ নামে কাশীর তিনজন রাজা ছিলেন। ইঁহাদের বংশলতা এইরূপ—(১) কাশ প্রথমপ্রকৃতি বা বীজিপুরুষ (propositus)। (২) তৎপুত্র কাশীরাজ ধন্বন্তরি চিকিৎসা-কৌমুদীকৃৎ এবং ভরদ্বাজশিষ্য। (৩) তৎপুত্র দীর্ঘতপা। (৪) তৎপুত্র কাশীরাজ ধন্বন্তরি চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞানকৃৎ। (৫) তৎপুত্র কেতুমান্ বা হর্য্যশ্ব। (৬) তৎপুত্র ভীমরথ। (৭) তৎপুত্র কাশীরাজ ধন্বন্তরি দিবোদাস। (৮) তৎপুত্র প্রতর্দ্দন। (৯) তৎপুত্র মদালসাপতি বৎস। (১০) তৎপুত্র অলর্ক। অলর্কের অনেক পরে (২০) ধৃষ্টকেতু যিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই সকল বিষয়ের আলোচনায় প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়াছে।

(১০) রাবণ বা লঙ্কানাথাদি নামে বহু গ্রন্থ প্রচলিত। ইঁহার অর্কপ্রকাশে ফিরঙ্গরোগের উল্লেখ থাকায় প্রাত্নিকগণ ইঁহাকে ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তী বলিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, রেওয়া ষ্টেটের পুষ্পরাজগড়ে 'গণ্ড' নামে একটি জাতি আছে। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ রাবণ, রাবণারাধ্য, রাবণবংশী প্রভৃতি শব্দের দ্বারা কুল-পরিচয় দিতেন এবং ইঁহাদের মধ্য হইতেই ঐ সকল গ্রন্থ উৎপন্ন হইয়াছে। এই জাতীয় আলোচনায় প্রস্তাব দীর্ঘ ।

(১১) শৌনক নামে অনেক বিদ্বৎপুরুষ ছিলেন, যেমন—গৃৎসমদ শৌনক, পুরুষসূক্ত-ভাষ্যকার শৌনক, কুলপতি শৌনক, গৃহপতি শৌনক, ছন্দোঽনুক্রমণীকার এবং চতুরধ্যায়িকাপ্রণেতা শৌনক ইত্যাদি। এই সকল আলোচনায় প্রস্তাবের ঈষদ্দীর্ঘ হইয়াছে।

(১২) সাংখ্য, চরক এবং সুশ্রুত। চরকোক্ত হিমবৎসভায় সাংখ্য উপস্থিত ছিলেন। আমরা 'সাংখ্য'-শব্দে আদিবিদ্বান্ কপিলকে লইয়াছি। তদনুকূলে প্রমাণও দর্শিত হইয়াছে। চরক বা সুশ্রুত সাংখ্যশাস্ত্রের নানা কথা বলিয়াছেন। কিন্তু আমরা সাংখ্যের যে সকল গ্রন্থ দেখিতেছি সে সকল গ্রন্থ তাঁহাদের অনেক পরবর্ত্তী। মনে হয়, তাঁহারা কপিলের তত্ত্বসমাস ও আসুরিপঞ্চশিখাদির গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন। কপিলের তত্ত্বসমাস-বিষয়ক বাইশটি সূত্র সাংখ্য-শাস্ত্রের বীজ। এ সকল সূত্র এখন দুর্ল্লভ। সেইজন্য আমরা 'সাংখ্য' নামের প্রস্তাবে সূত্রগুলি দিয়াছি এবং দীপিকানুসারে তাহাদের ব্যাখ্যাও করিয়াছি। এই জন্য প্রস্তাবটী দীর্ঘ হইয়াছে।

সুশ্রুত-সংহিতা ব্যতীত সুশ্রুতের 'নাবনীতকসংহিতা' নামে একখানি বৈদ্যগ্রন্থ ছিল। ১১-১৩ খৃষ্টশতাব্দীতে চক্রপাণি এবং নিশ্চলকর উহা দেখিয়াছেন। উহার খিলাংশই কশ্‌গড়-পাণ্ডুলিপি (Bower manuscript)। গ্রন্থের এই নকলখানি ১৬০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তুত করা হয়। ইহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না। ইহাতে কি কি আছে তৎসম্বন্ধে সমস্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

সৌশ্রুত সংহিতার শারীরস্থানীয় প্রথমাধ্যায়ে সাংখ্যের সৃষ্টিক্রম (order of evolution) বিবৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান সাংখ্যশাস্ত্রীয় গ্রন্থরাশির মধ্যে ঈশ্বরকৃষ্ণাচার্য্যের সাংখ্যকারিকাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। সাংখ্যদর্শনের সূত্রপাঠ কপিলের নামে প্রচলিত থাকিলেও উহা অনতিপ্রাচীন। কারণ ঈশ্বরকৃষ্ণ, মাঠরাচার্য্য, গৌড়পাদাচার্য্য, শঙ্করাচার্য্য, বাচস্পতিমিশ্র অথবা রামানুজাচার্য্যও এ গ্রন্থ দেখেন নাই। কিন্তু চরক-সুশ্রুতের সাংখ্যবিবরণ ইঁহারা সকলেই দেখিয়াছেন, তথাপি কেহই সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। ইহার দুইটী কারণ অনুমিত হয়—

(১) 'যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ'—এই ন্যায়ে বৈদ্যশাস্ত্রীয় তত্ত্বের চিন্তাবেলায় তদ্বিষয়ক পরামর্শই প্রামাণিক সুতরাং গ্রাহ্য ; তখন কিন্তু শাস্ত্রান্তরীয় পরামর্শ প্রামাণিক নহে সুতরাং গ্রাহ্যও নহে। ইহা যেন বর্ত্তমান কালের obiter dictum.

(২) স্থলবিশেষে চিরসিদ্ধ সাংখ্যমতের সহিত চরক-সুশ্রুতের কিছু কিছু অনৈক্য দৃষ্ট হয়, যেমন—

(ক) সাংখ্যমতে যাহা তত্ত্বজ্ঞানফলক কৈবল্য, চরকের মতে তাহা ব্রহ্মপ্রাপ্তি। চরকসংহিতার শারীরস্থানে লিখিত আছে—'অয়নং পুনরাখ্যাতমেতদ্ যোগস্য যোগিভিঃ। সংখ্যাতধর্ম্মৈঃ সাংখৈশ্চ মুক্তৈর্মোক্ষস্য চায়নম্॥···অতঃপরং ব্রহ্মভূতো ভূতাত্মা নোপলভ্যতে। নিঃসৃতঃ সর্ব্বভাবেভ্যশ্চিহ্নং যস্য ন বিদ্যতে॥ গতি র্ব্রহ্মবিদাং ব্রহ্ম তচ্চাক্ষরমলক্ষণম্। জ্ঞানং ব্রহ্মবিদাং চাত্র নাজ্ঞ স্তজ্ জ্ঞাতুমর্হতি॥' (১৷৬২,৬৫) এবং 'পৃথিব্যাপ স্তেজো বায়ুরাকাশং ব্রহ্ম চাব্যক্তমিত্যেত এব চ ষড়্ধাতবঃ সমুদিতাঃ পুরুষ ইতি শব্দং লভন্তে। তস্য পুরুষস্য পৃথিবী-মূর্ত্তিরাপঃ ক্লেদ স্তেজোঽভিসন্তাপো বায়ুঃ প্রাণো বিয়চ্ছিদ্রাণি ব্রহ্মান্তরাত্মা।' (৫৷৪) এবং 'শুদ্ধসত্ত্বস্য যা শুদ্ধা সত্যা বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে। যয়া ভিনত্ত্যতিবলং মহামোহময়ং তমঃ॥ সর্ব্বভাবস্বভাবজ্ঞো যয়া ভবতি নিস্পৃহঃ। যোগং যয়া সাধয়তে সাংখ্যঃ সম্পদ্যতে যয়া॥ যয়া নোপৈত্যহংকারং নোপাস্তে কারণং যয়া। যয়া নালম্বতে কিঞ্চিৎ সর্ব্বং সন্ন্যস্যতে যয়া॥ যাতি ব্রহ্ম যয়া নিত্যমজরঃশান্তমক্ষরম্।··· বিপাপং বিরজঃ শান্তং পরমক্ষরমব্যয়ম্। অমৃতং ব্রহ্মনির্ব্বাণং পর্য্যায়ৈঃ শান্তিরুচ্যতে॥' (৫৷২৫-২৭)। ইত্যাদি।

এরূপ দৃষ্টিভঙ্গিমায় বেদান্তে সাংখ্যের অনুপ্রবেশবশতঃ উহার স্বতন্ত্রতা না থাকায় সাংখ্যশাস্ত্রে চরকের মতবাদ উপেক্ষিত হইয়াছে।

(খ) সুশ্রুত বলিয়াছেন—'স্বভাবমীশ্বরং কালং যদৃচ্ছাং নিয়তিং তথা। পরিণামং চ মন্যন্তে প্রকৃতিং পৃথুদর্শিনঃ॥' (শারীরস্থান-প্রথমাধ্যায়)। ইহা সাংখ্যসিদ্ধান্তের অত্যন্ত বিরুদ্ধ। এ সকল কথা স্বীকার করিলে সাংখ্যের সাংখ্যত্ব থাকে না। সেইজন্য ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন—'প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তীতি মে মতি র্ভবতি' (সাংখ্যকারিকা ৬১)। ঈশ্বরকৃষ্ণের অভিপ্রায় এইরূপ—সর্ব্বভূতের কারণরূপ প্রকৃতির অন্য কোনও সুকুমারতর অর্থাৎ সূক্ষ্মতর বা সুভোগ্যতর কারণ নাই, সুতরাং স্বভাব ঈশ্বর বা কালাদি—তাহার কারণ হইতে পারে না। প্রকৃতি-অপেক্ষা সুকুমারতর অন্য কোনও কারণ থাকিলে পুরুষকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইবার পর লজ্জাবশতঃ প্রকৃতির অদর্শন হইত না, যে হেতু কারণবিদ্যমানে কার্য্যোচ্ছেদ অসম্ভব।

কেহ কেহ বলেন, সৌশ্রুত শ্লোকে স্বভাবাদি ষট্‌পদার্থ প্রকৃতির কারণান্তর-রূপে সূচিত হইয়াছে। ইহাতে অনবস্থান-দোষ (Fallacy of a regressus in infinitum) অপরিহার্য্য। আবার কেহ কেহ বলেন, সুশ্রুত এই শ্লোকে প্রকৃতির উপাদান-কারণত্ব এবং নিমিত্ত-কারণত্ব বলিয়াছেন। ইহাতে সাংখ্য কিন্তু বেদান্তে পরিণত হয়। কারণ বেদান্তে সূত্রিত হইয়াছে—'প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ' (১।৪।২৩) অর্থাৎ ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ। এ সকল কথা সাংখ্যবিরুদ্ধ বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্রে সুশ্রুতের মতবাদ উপেক্ষিত হইয়াছে।

টীকায় সাংখ্যের কতকগুলি বিষয় আলোচিত না হওয়ায় এবং কতকগুলি বিষয় অত্যন্ত সংক্ষেপে আলোচিত হওয়ায় আমরা বঙ্গভাষায় বা সংস্কৃত ভাষায় স্বতন্ত্রভাবে শারীরস্থানীয় প্রথমাধ্যায়ের একটী বিস্তৃত টীকা দিয়াছি। সেই জন্য প্রস্তাবটী সুদীর্ঘ হইয়াছে।

(১৩) দেবদত্ত। ধাতুরত্নমালা নামে একখানি গ্রন্থের কাশীস্থিত-পাণ্ডুলিপিতে লিখিত আছে—'ইতি শ্রীবৈদ্যকশাস্ত্রে অশ্বিনীকুমার-

সংহিতায়াং ধাতুরত্নমালায়াং…সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ'। কিন্তু Oxford-এর Bodleian Library স্থিত পাণ্ডুলিপিতে লিখিত আছে—'ইতি দেবদত্তকৃতবৈদ্যকশাস্ত্রে ধাতুরত্নমালা'। ইহা দেখিয়া History of Hindu Chemistry গ্রন্থের ভূমিকায় পুণ্যশ্লোক Dr. P. C. Roy মহোদয় লিখিয়াছেন—'Here we have a serious sidelight into the history of literary forgery.' অভিপ্রায় এই যে, দেবদত্তকৃত ১৭৫০ খৃষ্টশতাব্দীয় ধাতুরত্নমালাকে যিনি অশ্বিনীকুমার-সংহিতার অংশ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন তিনি কূটকর্ম্মী বা কপটচারী। আমরা কিন্তু এ সিদ্ধান্তে পরিতৃপ্ত নহি। কারণ মনে হয়, অশ্বিনীকুমার সংহিতা-স্থিত ধাতুরত্নমালা-প্রকরণের কিছু কিছু সময়োপযোগী প্রতিসংস্কার করিয়া গ্রন্থখানি দেবদত্তই আপন নামে প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপে ১৩-১৪ খৃষ্টশতাব্দীয় নিত্যনাথও প্রাচীন অশ্বিনীকুমার সংহিতার প্রতিসংস্কারপূর্ব্বক আপন নামে উহা প্রকাশ করিয়া 'অশ্বিনীকুমার' উপাধি লাভ করেন। মূলগ্রন্থ নিত্যনাথেরও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। কারণ ১০ হইতে ১৩ খৃষ্টশতাব্দীর মধ্যে তীসট, চন্দ্রট, চক্রপাণি এবং নিশ্চলকরাদি বৈদ্যগণ পুনঃ পুনঃ অশ্বিনীকুমার সংহিতার উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল প্রসঙ্গের আলোচনায় 'দেবদত্ত' নামের প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়াছে।

বর্ত্তমান গ্রন্থে যাঁহাদের বৃত্তান্ত বা স্থিতিকাল যেরূপ বলা হইয়াছে তাহা লইয়া আমাদের পূর্ব্বপ্রকাশিত 'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস' বা সনৎসুজাতীয়ের সঙ্গে কোনও বিরোধ আসিলে যথোত্তর-প্রামাণ্য-ন্যায়ে এই গ্রন্থের সিদ্ধান্তই গ্রহণীয়। কারণ লোকেও বলে—'ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ'। এখানে ইহাও বক্তব্য যে, অনুমানমূলক বলিয়া গ্রন্থোক্ত অনেকের স্থিতিকাল আপাত-সিদ্ধান্তরূপে (in a tentative manner) গ্রহণীয়। তবে যদি

প্রত্নতত্ত্বে রুচিমান্ কোনও বিচক্ষণ বৈদ্যপণ্ডিত এ বিষয়ে শ্রমস্বীকার করেন তাহা হইলে উক্ত দোষের প্রতীকার হইতে পারে। কিন্তু প্রাত্নিকদৃষ্টি ব্যতীত কেবল শাস্ত্রীয় বিচক্ষণতা পর্য্যাপ্ত নহে। সেই জন্য ১২-১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় বিজয়রক্ষিতের প্রবীণ শিষ্য নিশ্চলকর ৭-৮ খৃষ্টশতাব্দীয় মাধব করকে ৯-১০ খৃষ্টশতাব্দীয় জেজ্জটের পরজ ভাবিয়াছেন। চক্রসংগ্রহের 'রত্নপ্রভা'-টীকায় তিনি লিখিয়াছেন—জেজ্জটস্তু দ্বিগুণমিচ্ছতি, তদনুযায়ী যোগব্যাখ্যায়াং মাধবকরঃ' এবং 'জেজ্জটপক্ষ এব মাধবেন বিবৃতঃ'। ইহা প্রাত্নিক দৃষ্টির অভাবমাত্র। পৌর্ব্বাপর্য্য জানা থাকিলে তিনি অবশ্যই বলিতেন—'যোগব্যাখ্যায়াং মাধবকরস্তু দ্বিগুণমিচ্ছতি, তদনুযায়ী চ জেজ্জটঃ' এবং 'মাধবপক্ষ এব জেজ্জটেন সংক্ষেপত উক্তঃ'।

অক্ষদেব—কর্ম্মমালা এবং যোগশত প্রণয়ন করেন। চক্র-সংগ্রহের 'রত্নপ্রভা' নাম্নী টীকায় ১২-১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় নিশ্চলকর লিখিয়াছেন—'বিভাগক্রমোঽক্ষদেবীয়কর্ম্মমালায়াম্'। চক্রপাণির আত্মীয় বা বন্ধু গোবর্দ্ধন দত্তের কর্ম্মমালা একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ। যোগশতও রত্নপ্রভায় উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা বাররুচ যোগশত বা নাগার্জ্জুনীয় যোগশত হইতে স্বতন্ত্র। অক্ষদেব সম্ভবতঃ ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয়।

অগস্ত্য মুনি—ঋঙ্মন্ত্রের এবং অথর্ব্ববেদের ষষ্ঠ কাণ্ডস্থিত ১৩৩ সূক্তীয় মন্ত্রদ্রষ্টা। ইনি অগস্ত্যসংহিতা, অগস্ত্যসূক্ত এবং ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তীয় ষোড়শ অধ্যায় মতে দ্বৈধনির্ণয়তন্ত্র প্রণয়ন করেন। Bower পাণ্ডুলিপিতে 'রুদন্তী-কল্প' নামে একখানি বৈদ্যগ্রন্থ অগস্ত্যকৃত বলিয়া লিখিত আছে। অগস্ত্যের উৎপত্তিসম্বন্ধে বৃহৎসংহিতার "বহুধা পতিতং রেতঃ কলসে চ জলে স্থলে। বশিষ্ঠস্তু মুনিঃ স্থলে সংবভূবর্ষি সত্তমঃ॥ কুম্ভে ত্বগস্ত্যঃ সংভূতঃ..." ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য। অগস্ত্যের স্ত্রী—লোপামুদ্রা। তাঁহাদের পুত্র—আগস্ত্য। অগস্ত্যের নানা নাম আছে, যেমন—মৈত্রাবারুণি, ঔর্ব্বশীয়, কুম্ভযোনি ইত্যাদি। তিনি ইন্দ্রের নিকট 'ঐন্দ্রিয়রসায়ন' বিদ্যা লাভ করেন। যে ঔষধে ইন্দ্রিয়ের ব্যাধি বা বৈষম্য বা অবঘাত বিনষ্ট হয় তাহার নাম ঐন্দ্রিয়রসায়ন। Bower manuscript অর্থাৎ কুশগড় পাণ্ডুলিপিতে লিখিত আছে—'সুরমণেরৈন্দ্রিয়রসায়নম্' অর্থাৎ ইন্দ্রের ঐন্দ্রিয় রসায়ন। ইহা দ্বারা ইন্দ্রিয়বিজ্ঞানে ইন্দ্রের জ্ঞানাতিশয্য সূচিত হয়। চরকমুনি একটি প্রাচীন শ্লোক বলিয়াছেন—এতদিন্দ্রিয়বিজ্ঞানং যঃ পশ্যতি যথা তথা। মরণং

জীবিতং চৈব স ভিষগ্ জ্ঞাতুমর্হতি॥' (ইন্দ্রিয় স্থান ৪।২৪)। অগস্ত্যমুনি ইন্দ্রের নিকট ঐন্দ্ররসায়নও শিখিয়াছিলেন (চরক চিকিৎসিতস্থান প্রথমাধ্যায়) । ঐন্দ্র রসায়ন অর্থাৎ ইন্দ্রোক্ত রসায়ন-বিদ্যা। শার্ঙ্গধর বলিয়াছেন—'রসায়নং চ তজ্জ্ঞেয়ং যজ্জরা ব্যাধিনাশনম্।' অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—"যজ্ জরা ব্যাধিবিধ্বংসি বয়ঃস্তম্ভকরং তথা। চাক্ষুষ্যং বৃংহণং বৃষ্যং ভেষজং তদ্ রসায়নম্॥" ভাবপ্রকাশস্থিত 'দীর্ঘমায়ুঃ স্মৃতি র্মেধা…' ইত্যাদি শ্লোকে রসায়ন-সেবনের ফল ও বিধি উপনিবদ্ধ আছে। The Hindu History গ্রন্থের ১৭৪ পৃষ্ঠায় মজুমদার মহোদয় অগস্ত্যের ২২ খৃষ্টপূর্ব্ব-শতাব্দীয়ত্ব অনুমান করিয়াছেন। অগস্ত্যের দ্বৈধনির্ণয় (solution of doubts) এখন পাওয়া যায় না! কিন্তু Bower পাণ্ডুলিপিতে সম্ভবতঃ উঁহারই কতকগুলি ঔষধ অগস্ত্যকৃত বলিয়া লিখিত আছে, যেমন—মহালক্ষ্মীবিলাসরস, বৃহদ্‌বিষ্ণুতৈল, ভীমবটিকা, অগস্ত্যাবলেহ, অগস্তিহরীতক্যবলেহ, অগস্তিরসায়ন ইত্যাদি। বঙ্গসেন অগস্তিহরীতকীর উল্লেখ করিয়াছেন।

অগস্ত্য হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ জানিতেন। পালকাপ্যের গজায়ুর্ব্বেদ হইতে জানা যায় যে, হস্ত্যায়ুর্ব্বেদের বিচারে তিনি রাজা রোমপাদের সভায় আহুত হন। রোমপাদ দশরথের সামসময়িক। তাঁহার এই সভা একটি Congress বিশেষ। ইহাতে নানা মুনির সমাবেশ হইয়াছিল। কোনও কোন পুরাণে দুইজন অগস্ত্যের নাম পাওয়া যায়—কৃষ্ণাগস্ত্য এবং শ্বেতাগস্ত্য।

অগ্নি—বহ্নিপুরাণবক্তা ভগবান্ অগ্নি। এই পুরাণের অংশ-বিশেষে বৈদ্যাগম আলোচিত হইয়াছে। তাহার উপর গঙ্গাধর কবিরাজ একটি ভাষ্য লিখিয়াছেন। অগ্নির নামে প্রচলিত ঔষধ—অগ্নিমুখচূর্ণ, অগ্নিতুণ্ডীবটী, অগ্নিকুমাররস, বৈশ্বানরচূর্ণ।

অগ্নিবেশ বা বহ্নিবেশ বা হুতাশ—ইনি অগ্নির পুত্র, পুনর্ব্বসু

আত্রেয়ের শিষ্য এবং অগ্নিবেশতন্ত্রকৃৎ। চরকের শেষে লিখিত আছে—'চিকিৎসা বহ্নিবেশস্য'। মধুকোষে লিখিত আছে—'হুতাশ' ইত্যগ্নিবেশসম্বোধনম্। পুনর্ব্বসুর ছয়জন শিষ্যের মধ্যে অগ্নিবেশ অধিকতর প্রতিভাশালী ছিলেন। চরকমুনিকর্ত্তৃক অগ্নিবেশ-তন্ত্রের প্রতিসংস্কারপূর্ব্বক চরকসংহিতা প্রণীত হইয়াছে। অগ্নি-বেশাদি সুশ্রুতের পূর্ব্ববর্ত্তী। সুশ্রুতে লিখিত আছে -'ষট্‌সু কায়-চিকিৎসাসু যে চোক্তাঃ পরমর্ষিভিঃ।' ইহার ব্যাখ্যায় ডল্লণ বলিয়াছেন—ষট্‌সু কায়চিকিৎসাস্বগ্নিবেশভেড়জতূকর্ণপরাশরহারীত-ক্ষারপাণিপ্রোক্তাসু' (৬।১)। গজায়ুর্ব্বেদে অগ্নিবেশের বিচক্ষণতা ছিল। পালকাপ্যের হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ হইতে জানা যায় যে, হস্ত্যায়ুর্ব্বিচারের জন্য তিনি মহারাজ রোমপাদের সভায় আহুত হইয়াছিলেন।

অগ্নিবেশের নামে নানা ঔষধ প্রচলিত আছে, যেমন—চাঙ্গেরী-ঘৃত, বাসাদ্যঘৃত, শ্বদংষ্ট্রাদ্যঘৃত, ইত্যাদি। ইহার রচিত গ্রন্থ—অগ্নিবেশতন্ত্র, অঞ্জননিদান, নেত্রাঞ্জন, রামায়ণরহস্য এবং রামায়ণ-শতশ্লোকী। নাগার্জ্জুনাঞ্জন অগ্নিবেশীয় নেত্রাঞ্জনের অধমর্ণ। শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয় যথার্থতঃ অগ্নিবেশপ্রণীত কিনা তাহা লইয়া সন্দেহ আসে। অঞ্জন-নিদানের উপর দত্তরাম চতুর্ব্বেদীর টীকা আছে।

অঙ্গির্ (অঙ্গীঃ)—অথর্ব্বার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণপূর্ব্বক মুণ্ডকোক্ত সত্যবাহ মুনিকে তাহা প্রদান করেন। সত্যবাহ অঙ্গিরার গুরু।

অঙ্গিরাঃ (অঙ্গিরস্‌শব্দ)—অথর্ব্ববেদের আয়ুষ্যবিষয়ক দ্বিতীয় কাণ্ডস্থিত তৃতীয় এবং পঞ্চবিংশ সূক্তের, কৃত্যাপ্রতিহরণ (Destroying the sorceries of others) বিষয়ক চতুর্থ কাণ্ডস্থিত একোনচত্বারিংশ সূক্তের এবং অন্যান্য সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা।

ইনি ব্রহ্মার পুত্র এবং বৃহস্পতির পিতা। ইন্দ্রের নিকট ইনি ঐন্দ্ররসায়ন লাভ করেন (চরকীয় চিকিৎসাস্থান ১।৬৫)। গজায়ুর্ব্বেদে ইহার বিচক্ষণতা ছিল। পালকাপ্যমুনির হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ হইতে জানা যায় যে, হস্ত্যায়ুর্ব্বিচারপ্রসঙ্গে ইনি মহারাজ রোমপাদের সভায় আহূত হন। চরকোক্ত হিমবৎসভাতেও ইনি উপস্থিত ছিলেন। এ দুইটী প্রাচীন মুনিদের Medical Congress বিশেষ।

অঙ্গিরার স্ত্রী শ্রদ্ধা। ইঁহাদের চারিটি কন্যা। ভাগবতে স্মৃত হইয়াছে—"শ্রদ্ধা ত্বঙ্গিরসঃ পত্নী চতস্রোঽসূত কন্যকাঃ। সিনীবালী কুহূরাকা চতুর্থ্যনুমতি স্তথা॥" (৪।১।২৯)। সিনীবালী প্রভৃতি কন্যাগণ দেবপত্নী এবং ভিন্ন ভিন্ন তিথির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। গুংগূ কুহূর নামান্তর। প্রসূতির গর্ভধারণে বা গর্ভপোষণে ইঁহারা উপাসিত হন। ঋগ্বেদীয় মাস্ত্রবর্ণিকেও শুনা যায়—'গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি···' ইত্যাদি এবং 'যা গুংগূর্যা সিনীবালী যা রাকা যা সরস্বতী'···ইত্যাদি। প্রত্যেক নাম-প্রস্তাবে ইঁহাদের বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

অচ্যুত আচার্য্য—আয়ুর্ব্বেদসারপ্রণেতা। রত্নপ্রভায় নিশ্চল কর লিখিয়াছেন;—'আয়ুর্ব্বেদসারেঽচ্যুতোঽপি'। ১১ খৃষ্ট শতাব্দীয় চক্রপাণি আয়ুর্ব্বেদসারের উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে তীসট-পুত্র চন্দ্রটও অচ্যুতের নাম করিয়াছেন। অতএব ইঁহাকে ৯-১০ খৃষ্টশতাব্দীয় বলা যায়। অচ্যুত গোণিকাপুত্র ইঁহার পরবর্ত্তী।

অচ্যুত গোণিকাপুত্র বা গোণিগপুত্র—রসসংগ্রহসিদ্ধান্ত এবং রসেশ্বরসিদ্ধান্ত প্রণয়ন করেন। শেষোক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে—"দেবাঃ কেচিন্মহেশাদ্যা দৈত্যাঃ কাব্যপুরঃসরাঃ। মুনয়ো বালখিল্যাদ্যা নৃপাঃ সোমেশ্বরাদয়ঃ॥ গোবিন্দভগবৎপাদাচার্য্যো

গোবিন্দনায়কঃ। চর্বটিঃ কপিলো ব্যাড়িঃ কাপালিঃ কন্দলায়নঃ॥ এতেঽন্যে বহবঃ সিদ্ধা জীবন্মুক্তা শ্চরন্তি হি। তনুং রসময়ীং প্রাপ্য তদাত্মককথাচণাঃ॥" প্রথম শ্লোকে একাদশ খৃষ্টশতাব্দীয় চালুক্যরাজ সোমেশ্বরের নাম আছে, এদিকে গোণিকাপুত্র ১২-১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় সোমদেবের গুরু, সুতরাং তাঁহাকে ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয় বলা যায়। রসেশ্বরসিদ্ধান্তে গোণিকাপুত্র এবং সোমদেব উভয়ের কর্তৃত্ব অনুমিত হয়।

রসেশ্বরসিদ্ধান্তের কোনও কোন হস্তলিখিত পুঁথীতে গ্রন্থকারের নাম না থাকায় উহা একখানি তন্ত্রশাস্ত্রীয় গ্রন্থ বলিয়া অনেকের ধারণা আছে। বস্তুতঃ কিন্তু তন্ত্রের ধারায় লিখিত হইলেও উহা লৌকিক ইতিহাসমুক্ত নহে। প্রাগুদ্ধৃত 'দেবা কেচিন্মহেশাদ্যা...' ইত্যাদি শ্লোকে নানা লোকের পরিচয় আছে, যেমন—চালুক্যরাজ সোমেশ্বর, গোবিন্দভগবৎপাদ, গোবিন্দ নায়ক, চর্বটি বা চর্পটি, ব্যাড়ি, শকাধিপতি কুশানবংশীয় বাসুদেবের পুত্র কাপালি ইত্যাদি। তন্ত্রে লৌকিক ইতিহাস থাকা সম্ভবপর নহে। আবার গ্রন্থখানিতে তন্ত্রের ধারাও আছে, যেমন—"কর্ম্মযোগেন দেবেশি প্রাপ্যতে পিণ্ডধারণম্। রসশ্চ পবনশ্চেতি কর্ম্মযোগো দ্বিধা স্মৃতঃ॥ মূর্চ্ছিতো হরতি ব্যাধীন্ মৃতো জীবয়তি স্বয়ম্। বদ্ধঃ খেচরতাং কুর্য্যাদ্ রসো বায়ুশ্চ ভৈরবি॥ নানাবর্ণো ভবেৎ সূতো বিহায় ঘনচাপলম্। লক্ষণং দৃশ্যতে যস্য মূর্চ্ছিতং তং বদন্তি হি॥ আর্দ্রত্বং চ ঘনত্বং চ তেজো গৌরবচাপলম্। যস্যৈতানি ন দৃশ্যন্তে তং বিদ্যান্ মৃতসূতকম্॥ অক্ষতশ্চ লঘুদ্রাবী তেজস্বী নির্ম্মলো গুরুঃ। স্ফোটনং পুনরাবৃত্তৌ বদ্ধসূতস্য লক্ষণম্॥" ইত্যাদি।

রসেশ্বরসিদ্ধান্তের কোনও কোন পুঁথীতে অচ্যুতপ্রণীত বলিয়া এবং অন্য পুঁথীতে সোমদেবপ্রণীত বলিয়া লিখিত আছে। সেই হেতু বৈদ্যসম্প্রদায় অচ্যুতকেই ইহার প্রণেতা বলেন, কিন্তু

বাসুদেব অভ্যংকরের মতে ইহা সোমদেবপ্রণীত। মনে হয়, উহাতে গুরুশিষ্যের সমবেত কর্তৃত্ব (joint authorship) ছিল। কিছুই অসম্ভব নহে। অনেক স্থলে গুরুকৃতগ্রন্থ শিষ্যনামে প্রচলিত হইয়াছে, যেমন অনিরুদ্ধভট্টকৃত দানসাগরাদি তাঁহার শিষ্য বল্লালের নামে প্রকাশিত, আবার শিষ্যকৃতগ্রন্থ গুরুর নামেও প্রচলিত আছে, যেমন—নাগেশকৃত শব্দরত্ন তাঁহার গুরু হরিদীক্ষিতের নামে প্রকাশিত হইয়াছে। রসেশ্বরসিদ্ধান্ত লইয়া এইরূপ একটি কল্পনাই যুক্তিযুক্ত।

অজয় পাল—গুর্জ্জর দেশীয় রাজা মহীপালের পুত্র এবং ১২-১৩ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইনি 'অজয়পাল-সংগ্রহ' নামে একখানি বৈদ্যককোষ প্রণয়ন করেন।

অঞ্জনাচার্য্য—'কঙ্কালাধ্যায়' প্রণেতা এবং ১০ খৃষ্টশতাব্দীয়।

অত্রি—ব্রহ্মার মানস পুত্র, মন্ত্রদ্রষ্টা এবং দত্তাত্রেয়, কৃষ্ণাত্রেয় বা দুর্ব্বাসা ও পুনর্ব্বসু সোমাত্রেয়ের পিতা। ইঁহার নামানুসারে ঋগ্বেদ আত্রেয়গোত্রীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইরূপে কাশ্যপের নামানুসারে যজুর্ব্বেদ কাশ্যপগোত্রীয়, ভরদ্বাজের নামানুসারে সামবেদ ভরদ্বাজগোত্রীয় এবং বিখানসের অর্থাৎ ব্রহ্মার নামানুসারে অথর্ব্ববেদ বৈখানসগোত্রীয় বলিয়া অবধারিত হইয়াছে।

অত্রিমুনি ইন্দ্রের নিকট ঐন্দ্ররসায়ন লাভ করেন। বর্ত্তমান হারীতসংহিতায় লিখিত আছে—'অত্রিঃ কৃতযুগে বৈদ্যঃ' এবং 'আদৌ যদ্ ব্রহ্মণা প্রোক্তমত্রিণা তদনন্তরম্' ইত্যাদি। পুরাণমতে আয়ুর্ব্বেদাগমে আত্মপ্রসাদের অভাবহেতু ব্রহ্মার বরে ইনি তৃতীয় পুত্র পুনর্ব্বসু আত্রেয়কে উৎপাদন করেন।

শাস্ত্রচিন্তকগণ বলেন—'বৈবস্বতে তু মন্বন্তরে দত্তো দুর্ব্বাসাঃ সোমশ্চেতি ত্রয় আত্রেয়াঃ প্রসিদ্ধাঃ।' কারণ ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে স্মৃত হইয়াছে—'অত্রেঃ পত্ন্যনসূয়া ত্রীন্ জজ্ঞে সুযশসঃ সুতান্।

দত্তং দুর্ব্বাসসং সোমমাত্মেশব্রহ্মসংভবান্ ॥' (১।১৪)। শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন—'আত্মেশব্রহ্মসংভবান্ বিষ্ণুরুদ্রব্রহ্মণামংশৈঃ সম্ভূতান্।' দত্ত দুর্ব্বাসা এবং সোম—এ তিনটি পিতৃদত্ত নাম এবং অত্রিজাত বলিয়া ইহারা সকলেই আত্রেয়। অতএব নাম এবং অপত্যবাচক 'আত্রেয়'শব্দ একত্র করিয়া বলিতে হইবে—দত্ত আত্রেয়, দুর্ব্বাসা আত্রেয় এবং সোম আত্রেয়।

'দুর্ব্বাসস্'শব্দের নিরুক্তি—দুর্দুষ্টং নিগূঢ়মিতি যাবদ্ বাসস্ বস্ত্রমিব ধর্ম্মাবরণত্বং যস্য স দুর্ব্বাসাঃ। ইহার আকৃতি প্রকৃতি এবং দৈহিক লক্ষণাদি লইয়া মহাভারতের অনুশাসনস্থিত ১৫৯ অধ্যায়ে স্মৃত হইয়াছে—"...ব্রাহ্মণো হরিপিঙ্গলঃ। চীরবাসা বিল্বখণ্ডো দীর্ঘশ্মশ্রুঃ কৃশো মহান্॥ দীর্ঘেভ্যশ্চ মনুষ্যেভ্যঃ প্রমাণাদধিকো ভুবি। রোষণঃ সর্ব্বভূতানাং সূক্ষ্মেঽপ্যপকৃতে কৃতে।" অতএব দেহের কৃষ্ণবর্ণত্বহেতু ব্যাসদেব ইহাকে হরিপিঙ্গল বলিয়াছেন। আকৃতিপ্রকৃতি যেরূপই হউক না কেন, ইনি একজন অসাধারণ জ্ঞানী ও যোগী ছিলেন। গোপালোত্তরতাপিন্যুপনিষদে দেখা যায় যে, বৃন্দাবন হইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় ঐশী শক্তিদ্বারা দুর্ব্বাসার পারণনির্ব্বাহার্থে গোপীগণকে নৌযানাদিব্যতীত যেভাবে যমুনা পার করাইয়াছিলেন, যোগিবর দুর্ব্বাসাও সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া আপন যোগবলে তাঁহাদিগকে ঠিক সেইভাবেই যমুনা পার করাইয়া গৃহে পাঠাইয়াছিলেন। দুর্ব্বাসার একখানি উপপুরাণ আছে।

ত্রিবিক্রম ভট্ট একটী পৌরাণিক শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন—"অত্রিজাতস্য যা মূর্ত্তিঃ শশিনঃ সজ্জনস্য চ। ক সা চৈবাত্রিজাতস্য তমসো দুর্জ্জনস্য চ॥" ইহার ব্যাখ্যায় লিখিত আছে—'শশিনো ব্রহ্মাংশেন সম্ভূতস্য সোমস্য, সজ্জনস্য বিষ্ণ্বংশেন সম্ভূতস্য দত্তাত্রেয়স্য, দুর্জ্জনস্য রুদ্রাংশেন সম্ভূতস্য দুর্ব্বাসসঃ। কিম্ভূতস্য দুর্জ্জনস্য? তমসঃ কৃষ্ণকায়স্যেত্যর্থঃ।' (ত্রিবিক্রমভট্ট)। দুর্জ্জন (দুর্ব্বাসা) শ্লোকে

তমঃশব্দদ্বারা বিশেষিত, কারণ তাঁহার দেহ কৃষ্ণবর্ণ। শাস্ত্রচিন্তকদের উক্তি, ভাগবত-স্মৃতি, মহাভারত, পৌরাণিক শ্লোকাদির একবাক্যতা স্বীকারপূর্ব্বক আমরা দুর্ব্বাসাকেই কৃষ্ণাত্রেয় বলিয়া মনে করি। 'কৃষ্ণাত্রেয়' নামে অপত্যবাচক 'আত্রেয়'শব্দ ধর্ম্মী এবং দেহের বিশিষ্ট লিঙ্গস্বরূপ কৃষ্ণত্ব তাহার ধর্ম্ম।

ভাগবতাদিমতে সোমাত্রেয়ই পুনর্ব্বসু আত্রেয় এবং ভেলসংহিতামতে পুনর্ব্বসুই চান্দ্রভাগ। সোমাংশ সম্ভূত বলিয়া অথবা চন্দ্রভাগপর্ব্বতের সানুদেশে বা চন্দ্রভাগী নদীর উপকূলে জাত বলিয়া ইঁহাকে চান্দ্রভাগীও বলা হয়। সংহিতাকার ভেল লিখিয়াছেন—'গান্ধারদেশে রাজর্ষি র্নগ্নজিৎ স্বর্ণমার্গদঃ (alchemist)। সংগৃহ্য পাদৌ পপ্রচ্ছ চান্দ্রভাগং পুনর্ব্বসুম্ ॥' নগ্নজিৎ অর্থাৎ বিনগ্নজিৎ। পুনর্ব্বসু অর্থাৎ 'পুনঃ পুনঃ শরীরে ক্ষেত্রজ্ঞরূপেণ বসতীতি পুনর্ব্বসুঃ।' ইহা সোমের একটী গুণবাচক শব্দ। 'পুনর্ব্বসুরাত্রেয়ঃ' অর্থাৎ Atreya the constant knower of the self.

অতএব ভাগবতাদিমতে অত্রির তিন পুত্র—দত্ত, দুর্ব্বাসা এবং সোম। ইঁহারা সকলেই আত্রেয়। সুতরাং বলিতে হইবে—'দত্ত আত্রেয়ঃ,' 'দুর্ব্বাসা আত্রেয়ঃ,' এবং 'সোম আত্রেয়ঃ'। তন্মধ্যে 'দত্ত আত্রেয়ঃ' সর্ব্বত্র 'দত্তাত্রেয়ঃ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। পৌরাণিক শ্লোক ও তদ্ব্যাখ্যানুসারে 'দুর্ব্বাসা আত্রেয়ঃ' কৃষ্ণকায় বলিয়া বৈদ্যাগমে তিনি 'কৃষ্ণাত্রেয়ঃ' নামে প্রসিদ্ধ, কিন্তু শাস্ত্রান্তরে সকলেই তাঁহাকে 'দুর্ব্বাসাঃ' বলিয়াই জানেন। আর 'সোম আত্রেয়ঃ' স্বতন্ত্রে বা পরতন্ত্রে কখনও 'আত্রেয়ঃ' নামে, কখনও 'আত্রেয়পুনর্ব্বসুঃ' নামে এবং কখনও চান্দ্রভাগঃ বা চান্দ্রভাগী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

একাদশ খৃষ্ট শতাব্দীয় চক্রপাণি দত্তের কুটজপাকে লিখিত আছে—'কৃষ্ণাত্রিপুত্রমতপূজিত এষ যোগঃ সর্ব্বাতিসারহরণে স্বয়মেব

রাজা'। অভিপ্রায় এইরূপ—অত্রেঃ পুত্রঃ অত্রিপুত্র আত্রেয় ইত্যর্থঃ। কৃষ্ণশ্চাসৌ অত্রিপুত্রশ্চেতি কৃষ্ণাত্রিপুত্রঃ কৃষ্ণাত্রেয় ইতি যাবৎ। সুতরাং অত্রি-কৃষ্ণাত্রেয়ের পিতাপুত্রসম্বন্ধ লইয়া কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। আর কৃষ্ণাত্রিপুত্র বা কৃষ্ণাত্রেয় যে পুনর্ব্বসু নহেন তাহাও নিঃসন্দেহ।

বৃন্দকৃত সিদ্ধযোগের ১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় টীকায় 'নাগরাদ্যমিদং চূর্ণং কৃষ্ণাত্রেয়েণ পূজিতম্' এই বাক্যের ব্যাখ্যাবসরে শ্রীকণ্ঠ দত্ত লিখিয়াছেন—'কৃষ্ণাত্রেয়ঃ পুনর্ব্বসুঃ'। তারপব চক্রদত্তীয় চিকিৎসা-সংগ্রহের ১৬ খৃষ্টশতাব্দীয় 'তত্ত্বচন্দ্রিকা' নাম্নী টীকায় শিবদাস সেন ঠিক ঐরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি আত্রেয়ই পুনর্ব্বসুনামে অভিহিত, কৃষ্ণাত্রেয় নহেন। সুতরাং ইতিপূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তদ্বারা উভয়ের কথাই প্রত্যাখ্যাত হইল।

অথর্ব্ববীতহব্য বা বীতহব্য বা বিহব্য—আঙ্গিরস গোত্রীয় হৈহয় মুনি যাগাদিকর্ম্মকাণ্ডের পর হবনাদিকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক কাবষেয়সম্প্রদায়স্থ সত্যবাহ ভারদ্বাজ - প্রবর্ত্তিত আথর্ব্বণীয় মুণ্ডকোপনিষদের জ্ঞানকাণ্ডে দীক্ষিত হইয়া অথর্ব্ববীতহব্যাদি নামে প্রসিদ্ধ হন। মহাভারত ইঁহাকে হৈহয়মুনি বলিয়াছেন (শান্তিপর্ব্ব ১০।১৩)। ঋগ্বেদের অনুক্রমণীতে ইঁহাকে বিহব্য আঙ্গিরস বলা হইয়াছে। ইনি শুনকগোত্রপ্রবর্ত্তক গৃৎসমদ শৌনকের পিতা।

অথর্ব্ববেদের ষষ্ঠকাণ্ডস্থ ১৩৬ এবং ১৩৭ সূক্তীয় মন্ত্র ও ভাষ্য হইতে ইঁহার আয়ুর্ব্বেদজ্ঞত্ব উপপন্ন হইয়া থাকে। জমদগ্নি এবং বিহব্য নামদ্বয় দ্রষ্টব্য। কেশবৃদ্ধির জন্য ইনি নিতত্নী (কেশরাজ) নামক ঔষধ আনয়ন করেন। ইনি অথর্ব্ববেদের ৭ কাণ্ডস্থ ৩৬-৩৭ সূক্তীয় মন্ত্রসমূহের দ্রষ্টা।

অথর্ব্ব বা অথর্ব্বা (অথর্ব্বন্ শব্দ)—মুণ্ডকে কিন্তু অকারান্ত শব্দ শ্রুত হয় (অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায়)। ইনি অথর্ব্ববেদের মন্ত্রদ্রষ্টা। অঙ্গিরা ও অঙ্গিরোবংশীয় মুনি এবং ভৃগু বা ভৃগুবংশীয় মুনি এই বেদের প্রবর্দ্ধক। গোপথসংপ্রদায়ে শুনা যায়—'পুরা খলু সৃষ্ট্যর্থং ব্রহ্ম তপস্তেপে। তস্মাৎ তপ্যমানাৎ সর্ব্বেভ্যো রোমকূপেভ্যঃ স্বেদধারা অজায়ন্ত। তাসু স্বেদজাতাস্বপ্‌সু স্বাং ছায়াং পশ্যতো রেতশ্চস্কন্দ। তদ্রেতঃসহিতা আপো দ্বিরূপা অভবন্। তত্রৈকতঃ স্থিতং রেতো ভৃজ্জ্যমানং সদ্ ভৃগুর্নাম মহর্ষিরভবৎ। স এব ভৃগুঃ স্বোৎপাদকস্য তিরোহিতস্য ব্রহ্মণো দর্শনায় 'অথার্ব্বাগেনমেতাস্বেবাপ্‌স্বন্বিচ্ছ' ইত্যশরীরয়া বাচোক্তত্বাদ্ অথর্ব্বাখ্যোঽপ্যভবৎ। অবশিষ্টরেতোযুক্তাভিরদ্ভিরাবৃতস্য বরুণশব্দবাচ্যস্য ব্রহ্মণ স্তপ্তস্য সর্ব্বেভ্যোঽঙ্গেভ্যো রসোঽক্ষরৎ। সোঽঙ্গরসভূতত্বাদঙ্গিরা নাম মহর্ষিরভবৎ। তত স্তৎকারণং ব্রহ্ম তমথর্ব্বাণমঙ্গিরসং চাভ্যতপৎ। তত একর্চদ্ব্যৃচাদিমন্ত্রদ্রষ্টারো বিংশতিসংখ্যাকা অথর্ব্বাণোঽঙ্গিরসশ্চোৎপন্নাঃ। তেভ্য স্তপ্তেভ্য ঋষিভ্যঃ সকাশাৎ স্বয়ংভু ব্রহ্ম যান্ মন্ত্রান্ অদ্রাক্ষীৎ সোঽথর্ব্বাঙ্গিরঃশব্দবাচ্যো বেদোঽভবৎ। অত একর্চাদীনামৃষীণাং বিংশতিসংখ্যাকত্বাদ্ বেদোঽপি বিংশতিকাণ্ডাত্মকঃ সম্পন্নঃ। অতএব সর্ব্বসারত্বাদয়ং বেদঃ শ্রেষ্ঠঃ। শ্রূয়তে হি—'শ্রেষ্ঠো হি বেদ স্তপসোঽধিজাতো ব্রহ্মজ্ঞানাং হৃদয়ে সংবভূব' ইতি (গোপথ ১।৯)। আবার আম্নাত হইয়াছে—'এতদ্ বৈ ভূয়িষ্ঠং ব্রহ্ম যদ্ ভৃগ্বঙ্গিরসঃ। যেঙ্গিরসঃ স রসঃ। যেথর্ব্বাণস্তদ্ ভেষজম্। যদ্ ভেষজং তদমৃতম্। যদমৃতং তদ্ ব্রহ্ম।' ইতি (গো, ব্রা, ৩।৪)। অতএব সারভূতব্রহ্মাত্মকত্বহেতু এবং যজ্ঞিয়ব্রহ্মকর্ম্মপ্রতিপাদকত্বহেতু অথর্ব্ববেদ ব্রহ্মবেদ বলিয়া কথিত (গোপথ ২।১৬)।

আখ্যায়িকাটির তাৎপর্য্য এইরূপ—'সৃষ্টির নিমিত্ত ব্রহ্মা তপস্যা করেন। সেই সময়ে তাঁহার দেহ হইতে স্বেদ বা ঘর্ম্ম নির্গত হয়।

সেই স্বেদজ বারির মধ্যে নিজের ছায়া দেখিয়া তাহার রেতঃপাত হয়। জলমধ্যে উহার ক্ষরণহেতু জল দুই প্রকার আকৃতিসম্পন্ন হয়। তন্মধ্যে একত্রস্থিত সেই রেতঃ ভৃজ্জ্যমান হইয়া ভৃগুনামক মহর্ষিতে পরিণত হয়। স্বোৎপাদক কিন্তু তিরোহিত ব্রহ্মের দর্শনার্থ ভৃগুমুনি ব্যাকুল হইলে দৈববাণী হইল—যাঁহাকে দেখিতে চাও তাঁহাকে এই জলের মধ্যে দেখিতে চেষ্টা কর'। এইরূপ দৈববাণী-হেতু অথর্ব্ব-নাম হয়। অনন্তর অবশিষ্ট রেতোযুক্ত জলাবৃত ব্রহ্মমুখ হইতে 'বরুণ' শব্দ নির্গত হয়। সেই সময়ে তাঁহার অঙ্গোৎপন্ন রস ক্ষরিত হইলে উহা হইতে 'অঙ্গিরস্' উৎপন্ন হন। তারপর সৃষ্টির নিমিত্ত ব্রহ্মা সেই অথর্ব্বা এবং অঙ্গিরাকে তপস্যা করিতে বলেন। তাঁহাদের তপঃপ্রভাবে 'একর্চ-দ্ব্যৃচ' প্রভৃতি মন্ত্র সমূহের দ্রষ্টা বিংশতিসংখ্যক অথর্ব্বা এবং অঙ্গিরা উৎপন্ন হন। সেই সকল ঋষিসকাশে ব্রহ্মা যে সকল মন্ত্র দর্শন করেন তাহাই অথর্ব্বাঙ্গিরঃশব্দবাচ্য বেদ বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। একর্চ্চাদি ঋষিরা বিংশতিসংখ্যক বলিয়া অথর্ব্বাঙ্গিরস বেদও বিংশতি-কাণ্ডাত্মক। সর্ব্বসারত্বহেতু এই বেদ শ্রেষ্ঠ। ভগবতী শ্রুতি বলেন—'তপস্যালব্ধ এই বেদ ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিদের হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়াছিল।' গোপথব্রাহ্মণে আরও শ্রুত হয় যে, যাহা 'ভৃগ্বঙ্গিরস' নামে অভিহিত তাহাই শ্রেষ্ঠ বেদ। যাহা অঙ্গিরা বলিয়া খ্যাত তাহাই রস। যাহা 'অথর্ব্বা' নামে কথিত তাহা ভেষজ। যাহা ভেষজ তাহাই অমৃত এবং যাহা অমৃত তাহাই ব্রহ্ম।

মুণ্ডকোপনিষদে অথর্ব্বমুনি ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া অভিহিত। তথায় আম্নাত হইয়াছে—"ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা। স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥ অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাঽথর্ব্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্। স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ

ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাম্॥" ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—ব্রহ্মা তাঁহার অথর্ব্ব-নামক জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিলে অথর্ব্বা 'অঙ্গির্'নামক ঋষির নিকট উহা প্রকাশ করেন। তারপর তিনি (অঙ্গীঃ) উহা ভরদ্বাজবংশীয় সত্যবাহকে এবং সত্যবাহ আবার অঙ্গিরঃসংজ্ঞক মুনিকে বলেন।

ঋগ্‌যজুঃসামার্থে 'ত্রয়ী' শব্দ দেখিয়া কেহ কেহ অথর্ব্ববেদের বেদত্ব স্বীকারে পরাঙ্মুখ। ইহা কিন্তু সঙ্গত নহে। কারণ যাহাতে পাদব্যবস্থা আছে অর্থাৎ যাহা পদ্য তাহাই ঋক্। যাহা গদ্য তাহা যজুঃ। আর যাহা গেয় তাহা সাম। এই তিন জাতীয় মন্ত্র অথর্ব্ববেদে থাকায় অথর্ব্ববেদও ত্রয়ীর অন্তর্গত। সেই জন্য সায়ণাচার্য্য লিখিয়াছেন—"বেদানাং চতুষ্ট্বস্য সর্ব্বত্র শ্রুতত্বাৎ। 'যৎ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে—ষমৃষয় স্ত্রৈবিদা বিদুঃ, ঋচঃ সামানি যজূংষি' ইতি (১।২।১।২৬), তৎ—ত্রৈবিধ্যং তু বেদগতমন্ত্রাভিপ্রায়ম্। তদুক্তং জৈমিনিনা—'তচ্চোদকেষু মন্ত্রাখ্যা' (২।১।৩২), 'তেষামৃগ্‌ যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা' (২।১।৩৫), 'গীতিষু সামাখ্যা' (২।১।৩৬), 'শেষে যজুঃশব্দঃ' (২।১।৩৭) ইতি। তদস্মিন্ বেদে (আথর্ব্বণে) বিদ্যত ইতি ন চতুষ্টব্যাকোপঃ।" ইহা ব্যতীত গোপথ-ব্রাহ্মণে শুনা যায়—'ঋগ্বিদমেব হোতারং বৃণীষ, যজুর্বিদমধ্বর্য্যুম্, সামবিদমুদ্গাতারম্, অথর্ব্বাঙ্গিরোবিদং ব্রহ্মাণম্, তথা হাস্য যজ্ঞশ্চতুষ্পাৎ প্রতিতিষ্ঠতি' (২।২৪) এবং 'প্রজাপতি র্যজ্ঞমতনুত, স ঋচৈব হৌত্রমকরোৎ, যজুষাঽধ্বর্য্যবম্, সাম্নোদ্গাত্রম্, অথর্ব্বাঙ্গিরোভি র্ব্রহ্মত্বম্' (৩।২)। মুণ্ডকে আম্নাত হইয়াছে—'তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ' ইতি। নৃসিংহপূর্ব্বতাপিন্যুপনিষদে শ্রুত হয়—'ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাণ শ্চত্বারো বেদাঃ।' অথর্ব্ববেদীয় মন্ত্রের প্রশংসায় শুনা যায়—'ন তিথি র্ন চ নক্ষত্রং ন গ্রহো ন চ চন্দ্রমাঃ। অথর্ব্বমন্ত্রসংপ্রাপ্ত্যা সর্ব্বসিদ্ধি র্ভবিষ্যতি।' ইহার জপ-

প্রশংসায় স্মৃত হইয়াছে—'য স্তত্রাথর্ব্বণান্ মন্ত্রান্ জপেচ্ছ্রদ্ধা-সমন্বিতঃ। তেষামর্থোস্তবং কৃৎস্নং ফলং প্রাপ্নোতি স ধ্রুবম্॥' (স্কান্দ—কমলালয় খণ্ড)। অতএব বেদের চতুষ্ট্ব্যাকোপ শঙ্কনীয় নহে।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, গোপথ মুণ্ডক এবং নৃসিংহাদি অথর্ব্ববেদীয় গ্রন্থ। সুতরাং অথর্ব্ববেদের প্রতিপাদনে ইহারা ঐরূপ বলিতে পারে, কিন্তু অন্যবেদীয় গ্রন্থে উহা সমর্থিত নহে। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে তিনটী বেদের কথাই শুনা যায়—'ত্রয়ো বেদা অজায়ন্ত। ঋগ্বেদ এবাগ্নে র্যজুর্ব্বেদো বায়োঃ সামবেদ আদিত্যাদিতি' (৫।৩২)। যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে শ্রুত হয়—'বেদৈরশূন্যস্ত্রিভিরেতি সূর্য্যঃ' (৩।১২।৯।১) এবং শাতপথ-ব্রাহ্মণে শ্রুত হয়—'ত্রয়ী বৈ বিদ্যা ঋচো যজূংষি সামানি' (৪।৬।৭।১)। অতএব অথর্ব্বেদনিরপেক্ষ গ্রন্থসমূহের প্রামাণ্যে বেদের ত্রিত্বই স্বীকার্য্য, চতুষ্টয়ত্ব নহে।

পূর্ব্বপক্ষীদের একথা যুক্তিযুক্ত নহে। গোপথ-ব্রাহ্মণ সমগ্র অথর্ব্ববেদের উদ্দেশে বলিয়াছেন—'সর্ব্বাণি ছন্দাংসি' (১।১।২৯)। ইহাতে ঋগ্বেদের আনুকূল্য আছে। কারণ পুরুষসূক্তে আম্নাত হইয়াছে—'ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজু স্তস্মাদজায়ত'। এখানে অথর্ব্ববেদকে লক্ষ্য করিয়াই 'ছন্দাংসি' পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। কারণ ঋক্ ও সাম বলিবার পর ছন্দঃ (metre) বলিবার প্রয়োজন হয় না। ব্যাখ্যাতৃগণ যাহাই বলুন না কেন, আমরা বলিব—ন হি ব্যসনিতয়া শব্দঃ প্রযুজ্যতে, অপি ত্বর্থাভিধানায়। স চেদর্থঃ শব্দান্তরেণাভিহিতঃ কিমিতি শব্দান্তরং প্রযুজ্যতে? শব্দতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন—'পর্য্যায়াণাং প্রয়োগো হি যৌগপদ্যেন নেষ্যতে। পর্য্যায়েণৈব হি যস্মাদ্ বদন্ত্যর্থং ন সংহতাঃ॥' ঋগ্বেদে অথর্ব্বমুনির বা তৎপুত্র দধ্যঙ্ অর্থাৎ দধীচি-মুনির নামাদি বিবরণ পাওয়া যায়। উহার প্রথমাষ্টকে আম্নাত

হইয়াছে—'আথর্ব্বণায়াশ্বিনা দধীচেঽশ্ব্যং শিরঃ প্রত্যৈরয়তম্···' (১৷১১৭৷২)। ইহার সায়ণভাষ্যে লিখিত আছে—'আথর্ব্বণায় অথর্ব্বণঃ পুত্রায় দধীচে দধ্যঙ্‌নাম্নে মহর্ষয়ে··।'

শতপথব্রাহ্মণে 'ত্রয়ী বৈ বিদ্যা ঋচো যজূংষি সামানি' (৪৷৬৷৭৷১) লিখিত হইলেও ইহার পর উহার আরণ্যকাংশে পঠিত হইয়াছে—'অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ' (বৃহদারণ্যক ৪৷৫৷১১)। অতএব অথর্ব্ব-বেদস্থিত মন্ত্রের ঋগাদিস্বরূপ দেখিয়া উহাকে ত্রয়ীর অন্তর্গত না ধরিলে শতপথব্রাহ্মণের স্বাত্মবিরোধ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। আর চারিটি বেদকে ত্রয়ী বলাও দোষাবহ নহে, কারণ উহা পঞ্চাম্রবৎ প্রযুক্ত হইতে পারে—"অশ্বত্থ একঃ পিচুমর্দ্দ একো দ্বৌ চম্পকৌ ত্রীণি চ কেসরাণি। সপ্তার্থতালা নবনারিকেলাঃ পঞ্চাম্র-রোপী নরকং ন যাতি॥" (স্মৃতি)।

অথর্ব্ববেদের পাঁচটী উপবেদ আছে—সর্পবেদ, পিশাচবেদ, অসুরবেদ, ইতিহাসবেদ এবং পুরাণবেদ। গোপথেই শুনা যায়—'স (ব্রহ্মা) পঞ্চবেদান্ নিরমিমীত সর্পবেদং পিশাচবেদমসুরবেদ-মিতিহাসবেদং পুরাণবেদমিতি' (১৷১০)। 'ত্রয়ী' শব্দ বলিয়া অথর্ব্ববেদকে বা তাহার উপবেদসমূহকে পরিত্যাগ করা শ্রুতির অভিপ্রায় নহে। অশ্বমেধ যজ্ঞ আবহমানকাল প্রচলিত। শতপথ-ব্রাহ্মণ 'পারিপ্লবাখ্যানং ব্যাখ্যাস্যন্' (১৩৷৪৷৩৷২) ইত্যাদি প্রস্তাবা-বকাশে যজ্ঞির অশ্ব ছাড়িবার পর ১০ দিন ধরিয়া পারিপ্লবনামে একটী যাগাঙ্গের উপদেশ দিয়াছেন। ঐ অনুষ্ঠানের তৃতীয় দিনে গন্ধর্ব্বাধিপতি বরুণাদিত্যের উদ্দেশে অথর্ব্ববেদ, চতুর্থদিনে অপ্‌স-রোগণাধিপতি সোমবৈশ্রবণের উদ্দেশে আঙ্গিরসবেদ, পঞ্চমদিবসে সর্পাধিপতি অর্ব্বুদ কাদ্রবেয়ের উদ্দেশে সর্পবিদ্যোপবেদ, ষষ্ঠদিবসে ভূতপ্রেতাধিপতি নিঃসাল যাতুধানের উদ্দেশে পিশাচবিদ্যোপবেদ,

সপ্তমদিবসে অসুরাধিপতি অসিতধান্বের উদ্দেশে অসুরবিদ্যোপবেদ, অষ্টমদিবসে মৎস্যধীবরাধিপতি মৎস্যসম্মদার উদ্দেশে ইতিহাস-বিদ্যোপবেদ, নবমদিবসে পক্ষিব্যাধাধিপতি তার্ক্ষ্যের উদ্দেশে পুরাণবিদ্যোপবেদ পাঠ করা আবশ্যক। অথর্ব্ববেদ এবং তদন্তর্গত উপবেদ-সমূহের দ্বারা যদি অশ্বমেধযজ্ঞের অঙ্গপূরণ করিতে হয় তাহা হইলে উহার বেদত্ব কিরূপে স্থগিত থাকিবে। সেইজন্য সায়ণাচার্য্য লিখিয়াছেন—'বাঙ্‌মনসনির্ব্বর্ত্ত্যস্য যজ্ঞশরীরস্য অর্দ্ধমেব ত্রিভির্ব্বেদৈ নিষ্পাদ্যতে, অর্দ্ধান্তরং তু অথর্ব্ববেদেনৈবেতি শ্রূয়তে।'

অথর্ব্ববেদের বেদত্বস্বীকার ব্যতীত গত্যন্তর নাই। কারণ ত্রয়ীবিহিত কর্ম্মান্তর্গত ব্রহ্মকর্ম্ম অথর্ব্ববেদ দ্বারাই নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। সায়ণাচার্য্য লিখিয়াছেন—'আমুষ্মিকফলেষু দর্শপূর্ণমাসাদিষ্বয়নান্তেষু ত্রয়ীবিহিতকর্ম্মস্বপেক্ষিতং ব্রহ্মত্বমনন্যলভ্যত্বাদথর্ব্ববেদৈক-সমধিগম্যমিতি স্থিতম্' অর্থাৎ পারলৌকিক-ফলপ্রদ দর্শপৌর্ণমাসাদি-যাগে বা অয়নান্তকার্য্যে ত্রয়ীবিহিতকর্ম্মাপেক্ষিত ব্রহ্মকর্ম্ম বেদান্তরগম্য না হওয়ায় অথর্ব্ববেদাধিগম্য বলিয়া শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে। এইরূপে ঐহিকফলপ্রদ শান্তিপৌষ্টিকাদিকর্ম্ম, পৌরোহিত্যকর্ম্ম এবং রাজাভিষেকাদিকর্ম্ম অথর্ব্ববেদেই পাওয়া যায়। সেইজন্য বিষ্ণুপুরাণে স্মৃত হইয়াছে—'পৌরোহিত্যং শান্তিপৌষ্টিকানি রাজ্ঞা-মথর্ব্ববেদেন কারয়েদ্ ব্রহ্মত্বং চ।' নীতিশাস্ত্রে লিখিত আছে—'ত্রয্যাং চ দণ্ডনীত্যাং চ কুশলঃ স্যাৎ পুরোহিতঃ। অথর্ব্ববিহিতং কর্ম্ম কুর্য্যাচ্ছান্তিকপৌষ্টিকম্॥' মার্কণ্ডেয়পুরাণে স্মৃত হইয়াছে—'অভিষিক্তোঽথর্ব্বমন্ত্রৈ র্মহীং ভুঙ্‌ক্তে সসাগরাম্।' কুমারিল ভট্ট লিখিয়াছেন—"শান্তিপুষ্ট্যভিচারার্থা একব্রহ্মর্ত্বিগাশ্রয়াঃ। ক্রিয়ন্তে-ঽথর্ব্ববেদেন ত্রয্যোবাহ্নীয়গোচরাঃ॥"

অথর্ব্ববেদ ঘোরাঘোর বলিয়া প্রসিদ্ধ। আভিচারিক কর্ম্মো-পদেশের জন্য উহার ঘোরত্ব এবং শান্তি পুষ্টি ভৈষজ্যাদি বিষয়ো-

পদেশের জন্য উহার অঘোরত্ব। আভিচারিক মন্ত্রসমূহ প্রায়শঃ আঙ্গিরসদৃষ্ট এবং শান্তিপৌষ্টিকাদি মন্ত্রবর্গ প্রায়শঃ অথর্ব্বদৃষ্ট। এতদ্ব্যতীত উহার কতকগুলি ব্রাত্য মন্ত্র পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, অথর্ব্ববেদের অনুক্রমণীতে যে যে মন্ত্রের ঋষি উল্লিখিত নহে তাহারাই ব্রাত্য। কারণ মন্ত্রপাঠের পূর্ব্বে ঋষিস্মরণ ব্যতীত ক্রিয়াদি নিষ্ফল হইয়া থাকে। সেইজন্য বেদানুক্রমণিকায় সায়ণাচার্য্য লিখিয়াছেন—'ঋষ্যাদিজ্ঞানাভাবে প্রত্যবায়ো ভবতি।' ইহার অনুকূলে স্মৃতির ঘোষণা আছে—'অবিদিত্বা ঋষিং ছন্দো দৈবতং যোগমেব চ। যোঽধ্যাপয়েজ্জপেদ্ বাপি পাপীয়ান্ জায়তে তু সঃ॥' এবং 'ঋষিচ্ছন্দোদৈবতানি ব্রাহ্মণার্থং স্বরাদ্যপি। অবিদিত্বা প্রযুঞ্জানো মন্ত্রকণ্টক উচ্যতে॥'

অথর্ব্ববেদের পঞ্চদশকাণ্ড ব্রাত্যকাণ্ড বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাতে ব্রাত্যমহিমা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। স্মৃতিশাস্ত্রমতে ব্রাত্যশব্দের অর্থ—ব্রতাৎ পতিতঃ সংস্কারহীনঃ পুরুষঃ। অথর্ব্ববেদ কিন্তু বিদ্বত্তম ব্রাত্যের সম্বন্ধে বলেন—তিনি মহানুভব, দেবপ্রিয়, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বলাধান এবং দেবতাদের দেবতা। তিনি যেখানে গমন করেন সকল দেবতাদি তাঁহার অনুগামী হন, ইত্যাদি। এই ব্রাত্য কে তাহা জানা যায় না। কিন্তু সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন—'ন পুনরেতৎ সর্ব্বব্রাত্যপরং প্রতিপাদনম্, অপিতু কংচিদ্ বিদ্বত্তমং মহাধিকারং পুণ্যশীলং বিশ্বসংমান্যং কর্ম্মপরৈর্ব্রাহ্মণৈর্বিদ্বিষ্টং ব্রাত্যমনুলক্ষ্য বচনমিতি মন্তব্যম্।' আমাদের মনে হয়, 'যদহরেব বিরজ্যেত তদহরেব প্রব্রজ্যেত' এই শ্রৌতপ্রমাণানুসারে উপনয়নাদি সংস্কারের পূর্ব্বেই যিনি সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক বিদ্বৎসন্ন্যাসী হইয়াছেন তিনিই অথর্ব্ববেদোক্ত ব্রাত্য। ইহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তি আছে—'যত্র তিষ্ঠতি সা কাশী স বেদো যৎ প্রজল্পতি' ইত্যাদি। অতএব ব্রাত্য আকুমার ব্রহ্মচারী।

অথর্ব্ববেদে ২০টী কাণ্ড আছে। তন্মধ্যে ভৈষজ্যপ্রধান প্রথম কাণ্ডে ছয়টী অনুবাক বা ৩৫টী সূক্ত। মেধাজননকার্য্যে পৌষ্টিক-বিশেষে রোগোপশমে পুত্রকামনায় রাজার পুষ্পাভিষেকে এবং গ্রামদেশাদির মঙ্গলকামনায় প্রথম সূক্তটীর বিনিয়োগ হয়। দ্বিতীয়সূক্তে জরাতিসার, মূত্রাতিসার এবং নাড়ীব্রণাদির প্রতি-কারোপায় অর্থাৎ Remedy for diarrhœa with fever and for unconscious urination as well as for intestinal ulcer. সূত্রটীর পূর্ব্বপীঠিকায় লিখিত আছে—'জরাতি-সারাতিমূত্রনাড়ীব্রণেষু তদুপশমনকামস্য অনেনৈব সূক্তেন মুঞ্জশিরো-নির্ম্মিতরজ্জুবন্ধনং ক্ষেত্রমৃত্তিকায়া বল্মীকমৃত্তিকায়া বা পায়নং সর্পিলেপনং চর্ম্মখস্বামুখেন অপানশিশ্ননাড়ীব্রণমুখানাং ধমনং চ কার্য্যম্।' ইহা কৌশিকসূত্রমতে লিখিত (১।২, ২।৩, ৪।১)। তৃতীয় সূক্তে মূত্রপুরীষনিরোধের প্রতিকার অর্থাৎ Recipe for constipation and stricture or retention of urine. কৌশিক-মতে উহার পূর্ব্বপীঠিকায় লিখিত আছে—'তৃতীয়সূক্তেন মূত্রপুরীষনিরোধে প্রমেহণসাধনহরীতকীকর্পূরবন্ধনম্। মূষিকা-মৃত্তিকাপূতীকতৃণদধিমথিতজরৎপ্রমন্দদারুতক্ষণশকলানামগুতমস্য পায়নম্, হস্ত্যশ্বাদিযানারোহণম্, শরবিসর্জনম্, শরেণ মূত্রনাল-বিদারণম্, লোহশকলস্য মূত্রদ্বারে প্রবেশনমিত্যেবমাদীন্যপি সূত্রোক্তপ্রকারেণ ব্যাধিতস্য কুর্য্যাৎ।' চতুর্থসূক্তসম্বন্ধে লিখিত আছে—'সর্ব্বরোগভৈষজ্যকর্ম্মণি সূক্তেনানেনৈব আজ্যহোমং পলাশোডুম্বরাদিশান্তবৃক্ষসমিদাধানং চ কুর্য্যাৎ।' পঞ্চমসূক্ত বাস্তু-সংস্কার বিষয়ক। ষষ্ঠ সূক্ত রাজার পুষ্পাভিষেক বিষয়ক। সপ্তম সূক্ত যাতুধানাদি পিশাচাবেশের প্রতিকার অর্থাৎ Remedy for averting influences of an evil spirit or sorcerer. অষ্টম সূক্ত পূর্ব্বসূক্তের প্রপঞ্চ। নবম সূক্ত উপনয়নাদিকর্ম্মে

বিনিযুক্ত। দশম সূক্তে জলোদররোগমুক্তির উপায়। সূত্রকার কৌশিক বলিয়াছেন—'অয়ং দেবানামিতি দশমসূক্তেন এক-বিংশত্যা দর্ভপিঞ্জূলীভি র্বল্মীকৈঃ সাধ´মধিশিরোঽবসিঞ্চতি' (৪।১)। জলোদর রোগমুক্তির উপায় অর্থাৎ Remedy for anasarca such as abdominal dropsy. একাদশসূক্ত সুখপ্রসবমন্ত্রাদি বিষয়ক অর্থাৎ Incantation and remedy for easy parturition. উহার বিনিয়োগে লিখিত আছে—'একাদশ-সূক্তেন গর্ভিণ্যাঃ শিরসি সংপাতাভিহুতোঞ্চজলেন আপ্লাবনম্, শালাগ্রন্থিবিমোচনম্, যোক্ত্রবন্ধনম্—ইত্যেবমাদীনি সুখপ্রসব-কর্ম্মাণি পুত্রজননবিজ্ঞানকর্ম্মান্তানি কুর্য্যাৎ।' দ্বাদশসূক্ত প্রধানতঃ বাতপিত্তশ্লেষ্মবিকারজ রোগে এবং দুর্দ্দিনাদি নিবারণে বিনিযুক্ত। ভাষ্যকার বলিয়াছেন—'জরায়ুজঃ' ইতি দ্বাদশ সূক্তস্য বাতপিত্তশ্লেষ্ম-বিকারজেষু রোগেষু যথোচিতমেদোমধুসর্পিস্তৈলপায়নাদিকর্ম্মসু বিনিয়োগঃ। তথা দুর্দিননিবারণে চাতিবৃষ্টিনিবারণেঽপি। ত্রয়ো-দশসূক্তে 'নমস্তে অস্তু বিদ্যুতে নমস্তে স্তনয়িত্নবে' ইত্যাদি। বিদ্যুৎস্তুতি অশনিপতনভয়নিবারণে বিনিযুক্ত অর্থাৎ Prayer to lightning in fear of thunder-strike. চতুর্দ্দশসূক্ত কোনও অনভিপ্রেত ব্যক্তির দৌর্ভাগ্যকরণে বিনিযুক্ত। পঞ্চদশ-সূক্ত কাহারও সৌভাগ্যকরণে বিনিযুক্ত। ষোড়শসূক্তে ভূতাবেশ-রোধের জন্য শক্তিপ্রতিবন্ধশীল সীসকের স্তুতি অর্থাৎ Prayer to lead for its resistivity against the influences of an evil spirit. (এই সূক্তস্থিত তৃতীয় মন্ত্র দ্রষ্টব্য)। সপ্তদশ-সূক্তে রুধিরস্রবনিরোধের উপায় অর্থাৎ Remedy to check hœmorrhage. পূর্ব্বপীঠিকায় লিখিত আছে—'শস্ত্রঘাতাদিজ-রুধিরপ্রবাহস্য স্ত্রীরজসশ্চ নিবৃত্তয়ে…।' অষ্টাদশসূক্তে স্ত্রীলোকের শ্মশ্রুপদীত্বাদি দোষনিবারণের উপায় অর্থাৎ Remedy for

removing pedal and other deformities of a woman. একোনবিংশ সূক্ত সমরাদিব্যাপারে বিনিযুক্ত। বিংশ এবং একবিংশ সূক্ত সাংগ্রামিকাদিকর্ম্মবিষয়ক। দ্বাবিংশ সূক্তে হৃদ্দ্যোতের ও হরিমাদি রোগের প্রতিবিধান অর্থাৎ Remedy for angina pectoris (heart-ache) and jaundice, etc. লিখিত আছে — 'হৃদ্‌রোগকামিলাদিরোগোপশান্তয়ে রক্তবৃষভ-রোমমিশ্রজলং পায়য়েৎ।' ত্রয়োবিংশ এবং চতুর্বিংশ সূক্তে শ্বিত্রাদি রোগমুক্তির উপায়। লিখিত আছে—'এতৎসূক্তদ্বয়েন শ্বেতকুষ্ঠাপনোদনায় ভৃঙ্গরাজহরিদ্রেন্দ্রবারুণীনীলিকাঃ পিষ্ট্বা শুষ্কগোময়েন শ্বিত্রপ্রদেশমালোহিতদর্শনং প্রঘৃষ্য লেপয়েৎ।' পঞ্চবিংশ সূক্ত ঐকাহিকাদি শীতজ্বর-সন্ততজ্বর-বেলাজ্বরাদি শান্তি-কর্ম্মে বিনিযুক্ত অর্থাৎ Ascription to remedy for various fevers such as quotidian, malarial, remittent and intermittent. আদিপদদ্বারা অন্যান্য জ্বর গৃহীত, যেমন—তরুণ্ pyrexia, সামান্য জ্বর fabricula, দ্ব্যাহিক জ্বর double quotidian fever, ত্র্যাহিক জ্বর tertian fcver, চাতুর্থিক জ্বর quartan fever, অভিঘাত জ্বর traumatic fever, বিদাহ জ্বর inflammatory fever, সূতিকা জ্বর puerperal fever, স্তন্যোত্থ জ্বর milk fever, ওষধিগন্ধ জ্বর hay fever, কামক্রোধ-শোকভয়াদিজনিত জ্বর emotional fever, ভূতাভিষঙ্গ জ্বর fever induced by evil spirits, প্রলেপক জ্বর hectic fever, ইত্যাদি। পূর্ব্ব পীঠিকায় লিখিত আছে—'ঐকাহিকাদিশীতজ্বর-সংততজ্বরবেলাজ্বরাদিশান্তয়ে সূক্তমিদং জপেৎ। লোহকুঠারমগ্নৌ সংতাপ্য উষ্ণোদকমধ্যে স্থাপয়িত্বা তেনোদকেন ব্যাধিত-মভিষিঞ্চেৎ। তথা চ কৌশিকঃ—'যদগ্নিরিতি সূক্তং জপতি পরশুং তাপয়তি কাথমত্যবসিঞ্চতি' (৪।২)। ষড়্‌বিংশ সূক্ত 'আজ্যহোমে

বিনিযুক্ত। সপ্তবিংশসূক্ত বিজয়ার্থক স্বস্ত্যয়নকর্ম্মে, অষ্টাবিংশ সূক্ত উদ্বিগ্নের উদ্বেগশান্তির জন্য, একোনত্রিংশ হইতে একত্রিংশ সূক্ত আজ্য-হোমাদি কার্য্যে, দ্বাত্রিংশ সূক্ত বন্ধ্যার পুত্রজননকর্ম্মে, ত্রয়স্ত্রিংশ সূক্ত পুষ্পাভিষেকে, চতুস্ত্রিংশ সূক্ত বিবাহাদি কার্য্যে এবং পঞ্চত্রিংশ সূক্ত সর্ব্বসম্পৎকামনায় বিনিযুক্ত হইয়া থাকে।

অথর্ব্ববেদের আয়ুষ্যপ্রধান দ্বিতীয় কাণ্ডে ষড়নুবাক বা ৩৬টি সূক্ত। অভিলষিতসিদ্ধিলাভে এবং অশ্বমেধযজ্ঞবিষয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় সূক্তের বিনিয়োগ (ascription)। তৃতীয়সূক্তে মুঞ্জোৎস-জলের দ্বারা প্রথম কাণ্ডীয় দ্বিতীয়সূক্তলক্ষিত ব্যাধির অর্থাৎ জ্বরাতীসারাতিমূত্রনাড়ীব্রণাদিরোগের উপশম-বিষয়ে ব্যবস্থা অর্থাৎ Cure of diarrhoea, diabetes insipidus, polyuria and intestinal ulceration by use of spring water of Munja mountain in the Himalayan ranges near Kabul. চতুর্থ সূক্ত কৃত্যাদূষণার্থক এবং আত্মরক্ষার্থক। ইহাতে জঙ্গিড-কাষ্ঠ-সাধিত মণি (amulet) ধারণ দ্বারা বিস্কন্ধের অর্থাৎ পিশাচাদি-কৃত শরীর-শোষণ-রূপ রোগের উপশম অর্থাৎ wearing of an amulet made of Jangid wood for the cure of emaciation caused by sorcerers and demons. পঞ্চম ও ষষ্ঠ সূক্ত বলকামনায় ও সম্পৎকামনায় বিনিযুক্ত। সপ্তম সূক্ত গ্রহাদিদোষশান্তিবিধায়ক। অষ্টম সূক্তে তিলপিঞ্জ-পলালতৃণ-অর্জ্জুন-কাষ্ঠসংযুক্ত বস্তুত্রয়সাধিত মণিধারণ দ্বারা কুলাগত কুষ্ঠক্ষয়াদির বা ক্ষেত্রিয়ব্যাধির উপশম অর্থাৎ assuagement of heriditary or organic diseases by wearing an amulet consisting of sesamum plant, sorghan stalk and terminatia wood. নবম সূক্ত গ্রহশান্তিবিশেষে প্রযুক্ত। দশম সূক্ত ক্ষেত্রিয়ব্যাধিনাশ-বিষয়ক। একাদশ সূক্ত কৃত্যা-প্রতিহরণকর্ম্মে বিনিযুক্ত। দ্বাদশ

সূক্তে অভিচারকর্ম্মে দীক্ষা। ত্রয়োদশ সূক্ত শান্তিজলবিষয়ক। চতুর্দ্দশ সূক্ত নিঃসালাভিভবপরিহার অর্থাৎ পৃশ্নিপর্ণী (চাকুলে) সেবন দ্বারা মৃতাপত্যার অপত্যনাশ-পরিহার-বিষয়ক। পঞ্চদশ হইতে ত্রয়োবিংশ সূক্ত আয়ুষ্কামাদিবিষয়ক। চতুর্বিংশসূক্ত অলক্ষ্মী-বিদায়বিষয়ক। পঞ্চবিংশ সূক্ত কুষ্ঠাদিরোগের ভৈষজ্যকর্ম্ম-বিষয়ক। পূর্ব্বপীঠিকায় লিখিত আছে—'কুষ্ঠাদিসর্ব্বরোগভৈষজ্য-কর্ম্মণি সূক্তেনানেন পৃশ্নিপর্ণীং (চাকুলে) পেষয়িত্বা লেপয়েৎ'। ষড়্‌বিংশ সূক্ত গোপুষ্টিবিষয়ক। সপ্তবিংশ সূক্ত বিবাদজয়বিষয়ক। অষ্টাবিংশ সূক্ত গোদানবিষয়ক। একোনত্রিংশ সূক্ত তৃষ্ণার্ত্ত-ভৈষজ্যকর্ম্মবিষয়ক। লিখিত আছে—'অনেন সূক্তেন তৃষ্ণার্ত্ত-ভৈষজ্যকর্ম্মণি সূর্য্যোদয়কালে ব্যাধিতমুপবেশ্য মথিতং সক্তূদক-মভিমন্ত্র্য পায়য়েৎ'। ত্রিংশ সূক্ত স্ত্রীবশীকরণে। একত্রিংশ ও দ্বাত্রিংশ সূক্ত ক্রিমিনাশে। ত্রয়স্ত্রিংশ সূক্ত অশ্বমেধযজ্ঞে। চতুস্ত্রিংশ সূক্ত বসাশমনকর্ম্মে। পঞ্চত্রিংশ সূক্ত ভোজনকালে দৃষ্টি-দোষনিবারণার্থক। ষট্‌ত্রিংশ সূক্ত বিবাহ-বিষয়ক।

অভিচারপ্রধান তৃতীয় কাণ্ডে ষড়নুবাক বা ৩১টী সূক্ত। তন্মধ্যে প্রথম হইতে পঞ্চম সূক্ত রাজ্যাদিবিষয়ক। ষষ্ঠ সূক্ত আভিচারিক-কর্ম্ম-বিষয়ক। সপ্তমসূক্ত ক্ষেত্রিয়ব্যাধিভৈষজ্য-বিষয়ক। অষ্টম হইতে দশম সূক্ত বিবাহ-বিঘ্নশমন-অষ্টকাকর্ম্ম-বিষয়ক। একাদশ সূক্ত বালগ্রহরোগশান্ত্যাদিবিষয়ক অর্থাৎ Prayer for good health and longevity of a boy. দ্বাদশ হইতে পঞ্চবিংশ সূক্ত বাস্তুনদীপ্রবাহ-করণ-গোপুষ্টি-বাণিজ্য-মেধাকামনা-কৃষি-বিবাদজয়-সংগ্রাম-হোম-ক্ষেত্র-শান্তি-তেজস্কামনা-পুংসবন-ধান্যবৃদ্ধি-স্ত্রীবশীকরণবিষয়ক। ষড়বিংশ হইতে এক-ত্রিংশ সূক্ত সেনা-যমলজনন-শান্তি-রাজবিষয়-সাংমনস্যকর্ম্ম-উপনয়ন-বিষয়ক।

কৃত্যাপ্রতিহরণপ্রধান চতুর্থ কাণ্ডে আটটী-অনুবাক বা ৪০টী সূক্ত। তন্মধ্যে প্রথম সূক্ত বিঘ্নোপশমন-বিষয়ক। দ্বিতীয় সূক্ত বসাশমনকর্ম্মক। তৃতীয় সূক্ত গৃহপালিত পশুর ব্যাঘ্রাদিভয়-নিবর্ত্তক। চতুর্থ সূক্ত পুরুষের বীর্য্যকরণকর্ম্মবিষয়ক—charm and recipe for promoting virility. পঞ্চম সূক্ত স্ত্র্যভিগমন-বিষয়ক—charm at an assignation or to succeed in securing love in interviews. ষষ্ঠ ও সপ্তম সূক্ত বিষচিকিৎসা-বিষয়ক। অষ্টম সূক্ত রাজকর্ম্মবিষয়ক। নবম সূক্ত উপনয়নে আয়ুষ্কাম-কর্ম্ম-বিষয়ক এবং উহার অন্যান্য মন্ত্র আঞ্জন-বিষয়ক—regarding use of salve. দশাদি শান্তি-বিষয়ক। দ্বাদশ সূক্ত অরুন্ধতী-লতার দ্বারা রুধির-প্রবাহনিবৃত্তিবিষয়ক—charm with the plant অরুন্ধতী for checking flow of blood and curing fractures. ত্রয়োদশাদি সূক্ত মাণবকের আয়ুষ্কামবিষয়ক। পঞ্চদশ সূক্ত বৃষ্টিকাম-বিষয়ক। ষোড়শ সূক্ত অভিচারবিষয়ক। সপ্তদশাদি সূক্ত অপরকৃতদোষ-নিবৃত্ত্যর্থক—charm for protection against sorcery. ত্রিংশ সূক্ত শিশুর মেধাজনন-কর্ম্ম-বিষয়ক। এক-ত্রিংশাদি সূক্ত রাজকর্ম্ম-বিষয়ক। ত্রয়স্ত্রিংশ সূক্ত অভিচার-বিষয়ক। চতুস্ত্রিংশাদি সূক্ত কুল্যাকরণাদিবিষয়ক। ষট্‌ত্রিংশাদি সূক্ত ভূতগ্রহাদ্যুচ্চাটন-বিষয়ক। একোনচত্বারিংশ সূক্ত সর্ব্বসংপৎকাম-বিষয়ক।

স্ত্রীকর্ম্মপ্রধান পঞ্চম কাণ্ডে ৬টী অনুবাক্ বা ৩১টী সূক্ত। তন্মধ্যে প্রথমাদি সূক্ত গর্ভদৃংহণ-কর্ম্ম-বিষয়ক। চতুর্থ সূক্তাদি রাজযক্ষ্ম-কুষ্ঠাদিরোগশান্ত্যর্থক। ষষ্ঠ সূক্ত সূতিকারোগোপশমবিষয়ক। সপ্তমাদি সূক্ত অভিচার-বিষয়ক। দশম সূক্ত সর্ব্বরোগভৈষজ্যার্থক। একাদশ সূক্ত সম্পদ্‌বিষয়ক। দ্বাদশ সূক্ত বসাশমনবিষয়ক। ত্রয়োদশ সূক্ত বিষভৈষজ্যবিষয়ক। চতুর্দ্দশ সূক্ত কৃত্যাপ্রতিহরণ-

বিষয়ক। পঞ্চদশ সূক্ত দুষ্টবক্তৃমুখস্তম্ভন-কর্ম্ম-বিষয়ক। ষোড়শ সূক্ত পূর্ব্ববৎ। সপ্তদশাদি সূক্ত চৌর-বিষয়ক। বিংশ সূক্তাদি বিদ্বেষণ-বিষয়ক। দ্বাবিংশাদি সূক্ত জ্বরভৈষজ্য-কৃমিভৈষজ্য-বিষয়ক। পঞ্চবিংশ সূক্ত গর্ভাধান-বিষয়ক। ষড়্‌বিংশাদি সূক্ত পুষ্টিকামবিষয়ক। ত্রিংশাদি সূক্ত সর্ব্বভৈষজ্যে বিনিয়োগ-বিষয়ক।

ষষ্ঠ কাণ্ড রাজকর্ম্মবিষয়ক। সপ্তম কাণ্ড সৌমনস্য-কর্ম্মবিষয়ক। অষ্টম কাণ্ড সম্পৎ-প্রাপ্তিবিষয়ক। নবম কাণ্ড প্রায়শ্চিত্তবিষয়ক। দশম কাণ্ড ব্রহ্মবাদিবিষয়ক। একাদশ কাণ্ড ব্রহ্মৌদনসবনযজ্ঞ-বিষয়ক। দ্বাদশ কাণ্ড বহুবিষয়াত্মক। ত্রয়োদশ কাণ্ড রোহিত-মন্ত্রবিষয়ক—hymns addressed to the red sun. চতুর্দ্দশ কাণ্ড বিবাহবিষয়ক। পঞ্চদশ কাণ্ড ব্রাত্যকাণ্ড। এখানে ব্রাত্য শব্দ আকুমার সন্ন্যাসীর উদ্দেশে প্রযুক্ত। ষোড়শ কাণ্ড দুঃস্বপ্ন-নিবৃত্তিবিষয়ক। সপ্তদশ কাণ্ড গ্রহণ-কালকর্ম্মবিষয়ক এবং ইন্দ্রের বিষাসহিত্বোপাসনাবিষয়ক। অষ্টাদশ কাণ্ড প্রেত-কার্য্য বা যমকার্য্য-বিষয়ক—for funeral ceremony. একোনবিংশ কাণ্ড সাভিজিন্নক্ষত্রস্তুতিবিষয়ক। বিংশ কাণ্ড শস্ত্রযাজ্যাদি-বিষয়ক। তন্মধ্যে ১ হইতে ১২৬ সূক্ত খিল ভাগ এবং ১২৭ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কুন্তাপ সূক্ত যাহা উপনিষদেও আছে। (Kuntap is the name of certain organs or glands in the belly.)

ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিহৃদয় বনমহারাজ 'বেদের পরিচয়' নামক গ্রন্থের ৬৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—'নক্ষত্রকল্প, বিধানকল্প, বিধি-বিধানকল্প, সংহিতাকল্প ও শান্তিকল্প—এই পঞ্চকল্পসমন্বিত অথর্ব্ববেদ পঞ্চভাগে বিভক্ত।' ইহা চিন্তনীয়। কারণ প্রকৃতপক্ষে অথর্ব্ববেদীয় পাঁচটী কল্পের নাম—(১) নক্ষত্র কল্প, (২) বৈতান কল্প, (৩) সংহিতাবিধিকল্প, (৪) আঙ্গিরসকল্প, এবং (৫) শান্তিকল্প।

বিতানস্য যজ্ঞস্য যঃ স বৈতানঃ—sacrificial. ক্রতু-বিস্তারৌ বিতান ইতি কোষঃ।

প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভগবান্ উপবর্ষ বলিয়াছেন—

'নক্ষত্রকল্পো বৈতান স্তৃতীয়ঃ সংহিতা বিধিঃ।
তূর্য্য আঙ্গিরসঃ কল্পঃ শান্তিকল্পস্তু পঞ্চমঃ ॥

বৈতান এবং আঙ্গিরস চরণব্যূহের বিধান কল্প এবং অভিচার কল্প, কিন্তু বিধিবিধান বলিয়া কোনও কল্প শ্রুত নহে।

অথর্ব্ববেদের গোপথ-ব্রাহ্মণ সুপ্রসিদ্ধ। মহর্ষি গোপথ ইহার প্রবক্তা। তিনিই অথর্ব্ববেদের খিলাংশক ১৯ কাণ্ডস্থ ২৫, ৪৭ এবং ৪৮ সূক্তীয় মন্ত্রবর্গের দ্রষ্টা। ঐ কাণ্ডের ৪৯ সূক্তটী ভরদ্বাজের সহিত গোপথ দর্শন করিয়াছিলেন। অতএব ইঁহারা উভয়ই এক সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, অথর্ব্ববেদের শত-পাঠক নামে একখানি ব্রাহ্মণ আছে। আমাদের ইহা জানা নাই। চরণব্যূহের 'গোপথং ব্রাহ্মণং বেদেঽথর্ব্বণে শতপাঠকম্' এই দেখিয়া যদি তাঁহারা শতপাঠক নামে গ্রন্থান্তরের অস্তিত্ব কল্পনা করেন তাহা হইলে আমরা ঐরূপ ব্যাখ্যার বিরোধী।

মুক্তিকোপনিষদের প্রথমাধ্যায়ে অথর্ব্ববেদের ৩১টী উপনিষৎ উল্লিখিত হইয়াছে—

প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, অথর্ব্বশিরঃ, অথর্ব্বশিখা, বৃহজ্জাবাল, নৃসিংহ-তাপনী, নারদ, পরিব্রাজক (১), পরিব্রাজক (২), সীতা, শরভ, মহানারায়ণ, রামরহস্য, রামতাপনী, শাণ্ডিল্য, পরমহংস, অন্নপূর্ণা, সূর্য্যাত্ম, পাশুপত, পরব্রহ্ম, ত্রিপুরা, দেবীভাবনা, ব্রহ্ম-জাবাল, গণপতি, মহাবাক্য, গোপালতাপনী, কৃষ্ণ, হয়গ্রীব, দত্তাত্রেয়, গারুড়। নৃসিংহ-তাপনী এখন নৃসিংহ-পূর্ব্বতাপনী এবং নৃসিংহোত্তরতাপিনী বলিয়া মুদ্রিত। এতদ্ব্যতীত আরও উপনিষদ্ অথর্ব্ববেদীয় বলিয়া প্রচলিত আছে, যেমন—কৈবল্য, জাবাল,

আত্মবোধ, নির্ব্বাণ, মুদ্গল, অক্ষমালা ইত্যাদি। নাদবিন্দুপনিষৎ লইয়া মতভেদ আছে। কাহারও মতে ইহা ঋগ্বেদীয়, এবং অন্যের মতে ইহা অথর্ব্ববেদীয়।

পতঞ্জলির মহাভাষ্যে পঠিত হইয়াছে—'নবধাঽথর্ব্বণো বেদঃ' (পস্পশা আহ্নিক)। অর্থাৎ অথর্ব্ববেদের নয়টী শাখা—(১) পৈপ্পলাদ, (২) শৌনকীয়, (৩) দামোদীয়, (৪) তোত্তায়ণীয়, (৫) জায়লীয়, (৬) ব্রহ্মপালাশীয়, (৭) কুনখা, (৮) দেবদর্শীয়, (৯) চারণীয়। পরবর্ত্তীকালে একটীতে অন্যের অনুপ্রবেশহেতু নবশাখা পঞ্চশাখায় পরিণত হয়। সেইজন্য অহির্বুধ্ন্যসংহিতায় স্মৃত হইয়াছে—'একবিংশতিশাখাবান্ ঋগ্বেদঃ পরিগীয়তে। শতং চৈকা চ শাখাঃ স্যু র্যজুষামেকবর্ত্মনাম্। সাম্নাং শাখাঃ সহস্রং স্যুঃ পঞ্চশাখা অথর্ব্বণাম্॥' এখন কিন্তু কেবল পৈপ্পলাদ শাখা এবং শৌনকীয় শাখা বিদ্যমান আছে।

অথর্ব্ববেদের দুইখানি সূত্র গ্রন্থ পাওয়া যায়—বৈতানশ্রৌতসূত্র এবং কৌশিকগৃহ্যসূত্র। যজ্ঞকার্য্যনির্ব্বাহের জন্য শ্রৌতসূত্র উদ্দিষ্ট। কৌশিক সূত্রের দ্বারা ভৈষজ্য-আয়ুষ্য-অভিচার-কৃত্যা-প্রতিহরণ-স্ত্রীকর্ম্ম এবং সৌমনস্যাদি কর্ম্ম সম্পাদন করা হয়। কৌশিক বিশ্বামিত্রের নামান্তর। তিনি ইহার প্রণেতা। বৃহৎ-সর্ব্বভেদে অথর্ব্ববেদের দুইখানি অনুক্রমণী আছে।

অথর্ব্ববেদের প্রাতিশাখ্য লইয়া মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, পৈপ্পলাদশাখার অথর্ব্ব-প্রাতিশাখ্যই অথর্ব্ববেদের একমাত্র প্রাতিশাখ্য। আবার কেহ কেহ বলেন, শৌনকীয় চতুরধ্যায়িকাও অথর্ব্ব-প্রাতিশাখ্য। বস্তুতঃ প্রথমখানি কেবল অথর্ব্ব বেদাবলম্বনেই রচিত। ইহার পুষ্পিকায় লিখিত আছে—'ইতি লঘুপ্রাতিশাখ্যং সমাপ্তম্।' সম্ভবতঃ শৌনকীয় চতুরধ্যায়িকার তুলনায় ইহার লঘুত্ব। শৌনকীয় গ্রন্থে নানাবিধ বিষয় দৃষ্ট হয়, যেমন—মহাশান্তি,

দন্ত্যৌষ্ঠ্য বিধি, কালাতীত প্রায়শ্চিত্ত, চতুরধ্যায়ী, বৈতান সূত্র, ছন্দশ্চিতি, অথর্ব্ব প্রাতিশাখ্য, ইত্যাদি। অতএব ইহা একখানি সাধারণ প্রাতিশাখ্য গ্রন্থ। শাখৃ ব্যাপ্তাবিতি ধাতৌ প্রতিশাখং ভবং প্রাতিশাখ্যম্। 'অব্যয়ীভাবাচ্চ' (৪।৩।৫৯) ইতি ভবার্থে অ ইতি মাধবঃ।

অথর্ব্ববেদের সূক্তাধ্যয়ন এবং কর্ম্মসাফল্য নিমিত্তক যথাযথ মন্ত্রোচ্চারণ অনুশাসন করিবার জন্য অথর্ব্বপ্রাতিশাখ্য উদ্দিষ্ট। প্রবৃত্ত্যুৎপাদনের জন্য ইহার কতিপয় সূত্র ও ভাষ্যের সামান্যতঃ স্বরূপ দর্শিত হইতেছে।

গ্রন্থারম্ভে নমস্কার—'ওঁ নমো ব্রহ্মবেদায়। ওঁ নমস্কৃত্য ব্রহ্মণে শঙ্করায়। ঋষিভ্যঃ পূর্ব্বেভ্যঃ। শমু বাচাস্তু মে গীঃ। প্রজ্ঞাং ব্রহ্মমেধাং তপশ্চাদিশ্যাদ্ ব্রহ্মা যশসং মা কৃণোতু॥'

প্রথম প্রপাঠক। সূত্র—'অথাতো ন্যায়াধ্যয়নস্য পার্ষদং বর্ত্ত-য়িষ্যামঃ' (১)। ভাষ্য—'অত্রোচ্যতে। য ইমে এয়ো ন্যায়াঃ ক এষামাদ্যো ন্যায় ইত্যত্রাহ—'। 'পার্ষদঃ' অর্থাৎ প্রাতিশাখ্য। 'বর্ত্তয়িষ্যামঃ' অর্থাৎ উপজীব্য করিব বা অনুবর্ত্তন করিব।

সূত্র—'পদানাং সংহিতাং বিদ্যাৎ' (২)। ভাষ্য—'যথা তন্তূনাং বালো যথা দারুশিলামৃদাং প্রাসাদস্তথা চ সন্ধিশাস্ত্রাণি পদসন্ধানার্থং প্রোক্তানি। মাঙ্গলিকত্বাচার্য্যো মধ্যেপদং ন্যায়ং প্রোবাচ। অথ কিং-প্রয়োজনোঽয়ং পদবিধিঃ। নন্থ চোক্তম্—

সূত্র—'সমর্থঃ পদবিধিরিতি' (৩)। ভাষ্য—ইহাপি বক্ষ্যতি —ঋষিপ্রোক্তমন্ত্রাদিশব্দ স্বরজ্ঞানার্থঃ পদবিভাগঃ। তদিদং শাস্ত্রং ব্যাকরণং পুরস্তাদধ্যেয়ম্…আম্নায়দার্ঢ্যার্থম্।—'।

সূত্র—'অবর্ণমধ্য আকার একাদেশে বিশেষঃ' (৬); 'অবর্ণান্তাচ্চ' (৭); 'ইকারাদৌ চ' (৮); 'একারাদৌ চ' (৯)। এগুলি স্বর-সন্ধি-বিষয়ক নিয়ম।

সূত্র—'গতিপূর্ব্বো যদা ধাতুঃ কচিৎ স্যাৎ তদ্ধিতোদয়ঃ। সমস্যতে গতি স্তত্রাগমিষ্ঠা ইতি নিদর্শনম্॥' (১১)। ভাষ্য—আগমিষ্ঠাঃ—ভজন্ত পিত্বস্ত ইহাগমিষ্ঠাঃ। ইহ। আঽগমি···। 'পিত্বঃ' অব্যয়। ইহার অর্থ 'আসন্নদেশম্' বা 'সন্নিধানম্'। অথর্ব্ববেদ ১৮।১।৪৫।

সূত্র—'উপসর্গপূর্ব্বমাখ্যাতমনুদাত্তং বিগৃহ্যতে। উদাত্তং যৎ সমস্যত উপসর্গো নিহন্যতে॥' (১২)। ভাষ্য—তং প্রত্যস্যামি মৃত্যবে। প্রতি। অস্যামি।

সূত্র—'বচনে বচনে পূর্ব্বং পূর্ব্বেণ তু বিগৃহ্যতে। উত্তরেণ সমস্যত উভাভ্যাং তু পরং পদম্॥' (১৩)

সূত্র—'একেন দ্বে' (১৪)। ভাষ্য—একেন কারণেন দ্বে আখ্যাতে ন নিহন্যেতে। 'ছন্দস্যনেকমপি সাকাঙ্ক্ষমি'-ত্যুক্তম্। (অতঃ) একেনেতি ন বক্তব্যম্। অথবা বক্তব্যম্। কুতঃ? সন্দেহাৎ···'ন যস্য হন্যতে সখা ন জীয়তে কদাচন। হন্যতে। জীয়তে।' সম্পূর্ণ মন্ত্রটী এইরূপ—(হে ইন্দ্র) 'শাস ইত্থা মহাঁ অস্য মিত্রসাহো অস্তৃতঃ। ন যস্য হন্যতে সখা ন জীয়তে কদাচন॥' ইহার অর্থ—হে ইন্দ্র ত্বং শাসঃ শাসকো নিয়ন্তা। মহাঁ অসীত্যত্র সংহিতায়াং 'দীর্ঘাদটি সমানপাদে' (পা ৮।৩।৯) ইতি নস্য রুত্বম্, 'আতোঽটি নিত্যম্ (৮।৩।৩) ইতি অকারস্য অনু-নাসিকাদেশঃ। অমিত্রসাহঃ—অমিত্রাণাং শত্রূণাং সোঢ়া অভিভবিতা। ষহ অভিভবে, 'পচাদ্যচ্' (৩।১।১৩৪)। অস্তৃতঃ শত্রুভিরহিংসিতঃ। স্তৃঞ্ হিংসায়াম্, কর্ম্মণি নিষ্ঠা। অস্তৃতত্বং কৈমুতিকন্যায়েনাহ—যস্যেতি। যস্য ইন্দ্রস্য সখা শরণাগতো ন হন্যতে—শত্রুভি র্ন হিংস্যতে। হিংসত্বং চেদ্ দুঃসাধ্যং পরাভবোঽপি নাস্তীত্যাহ—ন জীয়তে কদাচনেতি। শত্রুভিঃ কদাপি নাভিভূয়তে। চনশব্দোঽপ্যর্থে।

সূত্র—'লুপ্তকরণাস্তকরণানি বা' (২৪)।

সূত্র—'ন হীত্যনেন যুক্তানি' (২৬)। ভাষ্য—'ন হি তে নাম জগ্রাহ'। ইহা সপত্নীজয়কর্ম্মবিষয়ক মন্ত্রাংশ। মন্ত্রটী এইরূপ—'ন হি তে নাম জগ্রাহ নো অস্মিন্ রমসে পতৌ। পরামেব পরাবতং সপত্নীং গময়ামসি ॥' (অথর্ব ৩।১৮।৩) অর্থাৎ হে সপত্নি, তে তব নাম নামধেয়মপ্যহং নহি জগ্রাহ ন গৃহ্ণামি। গ্রহেরুত্তমে ণলি রূপম্। অস্মিন্ সন্নিহিতে মদীয়ে পতৌ পত্যৌ নো রমসে নৈব রমস্ব। পত্যাবিতি প্রয়োগ শ্ছান্দসঃ। স্মৃতয়শ্চ কচিচ্ছন্দোঽনুবর্ত্তন্তে। তথা চ—'ক্লীবে চ পতিতে পতৌ' ইতি পারাশরী স্মৃতিঃ। রামায়ণং চ—'সখিনা বানরেন্দ্রেণ হতো রাজা দশাননঃ। পতিনা নীয়মানেন লঙ্কাং দহতি বানরঃ ॥' ইতি। মহাভারতং চ—'পর্জন্যনাথাঃ পশবো রাজানো মন্ত্রিবান্ধবাঃ। পতয়ো বান্ধবাঃ স্ত্রীণাং ব্রাহ্মণা বেদবান্ধবাঃ ॥' ইতি। 'ষষ্ঠীযুক্তশ্ছন্দসি বা' (১।৪।৯) ইতি ষষ্ঠী-প্রয়োগাভাবেঽপি পতিশব্দস্য ঘিসংজ্ঞা ছান্দসী। তাং সপত্নীং পরাং নিরতিশয়াং পরাবতং দূরদেশং গময়ামসি গময়ামঃ।

সূত্র—'আখ্যাতানি নামসদৃশানি' (৪৬)। ভাষ্য—'পর্য্যূ ষু প্রধন্ব বাজসাতয়ে'। C.f.—'ক্রিয়ায়াঃ সাধ্যতাঽবস্থা সিদ্ধতা চ প্রকীর্ত্তিতা। সিদ্ধয়া দ্রব্যমিচ্ছন্তি তত্রৈবেচ্ছন্তি ঘঞ্‌বিধিম্ ॥' Also 'ভাবানয়নে দ্রব্যানয়নম্'।

সূত্র—'কমিতি নিপাতঃ' (৪৭)। ভাষ্য—'তিষ্ঠতেলয়তা সু কম্' (১।১৭।৪)। রক্তস্রাব বন্ধ করিবার জন্য ইহা 'পরি বঃ সিকতাবতী...' ইত্যাদি মন্ত্রের শেষাংশ। অভিপ্রায় এইরূপ—হে নাড্যঃ; যূয়ং তিষ্ঠত নিবৃত্তস্রাবা ভবত। (অস্য জনস্য) কম্ সুখং সু সুষ্ঠু ইলয়ত প্রেরয়ত। ইল প্রেরণে।

দ্বিতীয় প্রপাঠক। সূত্র—'আকমিতি মকারস্য লোপঃ' (৪)। ভাষ্য—'অস্মাকার্থায় জজ্ঞিরে। অস্মাক। অর্থায়।' ইহা আবিষ্ট

ভূতপিশাচাদির উচ্চাটনমন্ত্রের অংশ। মন্ত্রটী—'আরভস্ব জাতবেদোঽস্মাকার্থায় জজ্ঞিষে' (১।৭।৬)। অর্থাৎ—হে জাতবেদঃ, আরভস্ব রাক্ষসাপনোদনং কর্ত্তুমুপক্রমস্ব। তত্র কারণমাহ—'অস্মাক' ইতি। 'সাম আকম্' (পং ৭।১।৩৩) ইত্যনেন যুষ্মদোঽস্মদো বা ষষ্ঠীবহুবচনস্য আকমিত্যয়মাদেশঃ স্যাৎ—যুষ্মাকম্, অস্মাকম্। 'শেষে লোপঃ' (৭।২।৯০) ইতি দকারস্য লোপঃ। আকমো মলোপশ্ছান্দসঃ। উক্তং চ—'পঞ্চম্যাশ্চ চতুর্থ্যাশ্চ ষষ্ঠীপ্রথময়োরপি। যান্যদ্বিবচনান্যত্র তেষু লোপো বিধীয়তে॥' গ্রহরোগাদিপীড়িতানামস্মাকং প্রয়োজনায় যত ত্বং জজ্ঞিষে জাতবানসি।

সূত্র—'বৃষভ ইতি দেবতাখ্যানম্' (১০)। ভাষ্য—'সহস্রশৃঙ্গো বৃষভো যঃ সমুদ্রাদ্ উদাচরৎ' (৪।৫।১)। ইহা স্ত্র্যভিগমনের মন্ত্রাংশ। অর্থ এইরূপ—সহস্রশৃঙ্গঃ সহস্ররশ্মিঃ সূর্য্যঃ। বৃষভো বর্ষিতা কামানাং বৃষ্টিজলস্য বা। সমুদ্রাদন্তরিক্ষপ্রদেশাৎ। উদাচরৎ উদগাৎ।

সূত্র—'ভূতেঽস্তুতস্যা মধ্যমস্যৈকবচনম্' (২০)। ভাষ্য—'বহুবচনং পরপূর্ব্বমকারান্তাচ্চ প্রাতিপদিকাৎ প্রথমায়া বহুবচনম্। বশা হি সত্যা বরুণস্য রাজ্ঞঃ। (১।১০।২), বশা। সত্যা।' ভাষ্যে সূত্রাভিপ্রায় ব্যতিরেকমুখে দর্শিত। উদাহরণটী জলোদর নিবৃত্ত্যর্থক বরুণমন্ত্রের অংশ। মন্ত্রটী—'অয়ং দেবানামসুরো বি রাজতি বশা হি সত্যা বরুণস্য রাজ্ঞঃ'। অসুরঃ ক্ষেপ্তা পাপিনাং বা নিগ্রহীতা। অসু ক্ষেপণে। 'অসেরুরন্' (উণ্‌ ১।৪২) ইত্যুরন্প্রত্যয়ঃ। অয়ং বরুণো বি বিশেষেণ রাজতি দীপ্যতে। তস্য সত্যা সত্যানি বশা স্ববশানি ভবন্তি। সদা সত্যভাষণশীল ইত্যর্থঃ।

তৃতীয় প্রপাঠক। সূত্র—'সংহিতায়াং বিসর্জ্জনীয়স্য লোপঃ' (১০)। ভাষ্য—'ওষধিং শেপহর্ষণীম্। শেপঃ হর্ষণীম্।' ইহা বীর্য্যকরণকর্ম্মে বিনিযুক্ত মন্ত্রাংশ। কপিত্থমূল দুগ্ধে পাক করিয়া

এই মন্ত্রে বীর্য্যকাম পুরুষ উহা পান করিবে। মন্ত্রটী—'যাং ত্বা গন্ধর্ব্বো অখনদ্ বরুণায়…শেপহর্ষণীম্' (৪।৪।১)।

সূত্র—'উত্তরপদে হ্রস্বঃ' (১২)। ভাষ্য—'স্বধা পিতৃভ্যঃ পৃথিবি-ষদ্‌ভ্যঃ' (১৮।৪।৭৮)। পৃথিবী শব্দ বেদে হ্রস্ব হইয়াছে।

সূত্র—'গবিষ্টৌ গবেষণ ইতি ন লোপো বকারস্য' (১৫)। ভাষ্য—'যং হবন্ত ইষুমন্তং গবিষ্টৌ (৪।২৪।৫),—গো ইষ্টৌ—গবাং পণিভিরপহৃতানং পুনরন্বেষণে হবন্তে। 'গবেষণঃ সহমান উদ্‌ভিৎ। গো এষণঃ।' (৫।২০।১১) 'গবিষ্ঠির' পদে সংজ্ঞাত্বহেতু ষত্ব (৮।৩।৯, ৮।৩।৯৫)। C.f. গবি বাচি বেদাত্মিকায়াং স্থিরো যঃ সঃ—গবিষ্ঠির ঋষিবিশেষঃ।

সূত্র—'উপসর্গস্যোত্তরপদে দীর্ঘঃ'। ভাষ্য—,অভীবর্ত্তেন মণিনা (১।২৯।১)। অভিবর্ত্তো নেমিঃ।'

সূত্র—'অশ্বাদীনাং মতৌ দীর্ঘঃ।' ভাষ্য—'অশ্বাবতী। অশ্বাবতী গোমতী সূনৃতাবতী' (৩।১২।২) ইত্যাদি। শেষে লিখিত আছে—

'ন তর্কবুদ্ধ্যা ন চ শাস্ত্রদৃষ্ট্যা যথাম্নাতমন্যথা নৈব কুর্য্যাৎ।
আম্নাতং পরিষত্তস্য শাস্ত্রং দৃষ্টৌ বিধিব্যত্যয়ঃ পূর্ব্বশাস্ত্রে॥
আম্নাতব্যমনাম্নাতং প্রপাঠেঽস্মিন্ কচিৎ পদম্।
ছন্দসোঽপরিমেয়ত্বাৎ পরিষত্তস্য লক্ষণং পরিষত্তস্য লক্ষণম্॥

ইতি আথর্ব্বণপ্রাতিশাখ্যে তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ।

ইতি প্রাতিশাখ্যং মূলসূত্রং সমাপ্তম্।

অথর্ব্বাকৃতি সিন্ধুদ্বীপ—অনুক্রমণীমতে অথর্ব্ববেদীয় প্রথম-কাণ্ডস্থ ষষ্ঠসূক্তীয় মন্ত্রের দ্রষ্টা। 'শং নো…' মন্ত্রটী ঋগ্বেদেও দৃষ্ট (১০।১।৯।৪)।

অনন্তদেব সূরি—মদনান্তদেব বলিয়া অধিকতর প্রসিদ্ধ। ইনি 'রসচিন্তামণি' নামে রসবিষয়ক বৈদ্যকগ্রন্থ এবং হরিশ্চন্দ্রোদয় কাব্য প্রণয়ন করেন। ১৮ খৃষ্ট শতাব্দীয় মাধবোপাধ্যায় কৃত আয়ুর্ব্বেদ-

প্রকাশে ইহার নাম পাওয়া যায়। ইনি সম্ভবতঃ ১৭-১৮ খৃষ্ট শতাব্দীয়।

অনন্ত সেন—পাবনা জেলার অন্তর্গত মালঞ্চিকা গ্রামে থাকিতেন। তত্ত্বচন্দ্রিকা-প্রণেতা ১৫-১৬ খৃষ্ট শতাব্দীয় শিবদাস সেন ইহার পুত্র। ইনি কাকুৎস্থ সেনের প্রপৌত্র, লক্ষ্মীধর সেনের পৌত্র, এবং উদ্ধরণ সেনের পুত্র। ইনি সম্ভবতঃ ১৫ খৃষ্ট শতাব্দীয়।

অনুমতি বা অনুমতী—'কৃদিকারাদক্তিনঃ' (পাং ৪।১।৪৫ গণসূত্র) ইত্যনুমতিরনুমতী চ, যথা নিয়তি র্নিয়তী চ। ক্তিচা নিষ্পত্তি র্ন তু ক্তিনা। ইনি অঙ্গিরার কন্যা এবং সিনীবালী প্রভৃতির ভগ্নী ও দেবপত্নী। ভ্রূণ যাহাতে সজীব থাকে সেজন্য ইহার উপাসনা বিহিত হইয়াছে।

যে পূর্ণিমাতে এককলাহীন চন্দ্রের উদয় হয় তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে অনুমতি বলে। গোভিলীয় গৃহ্যসূত্রের ভাষ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে—

"রাকা চানুমতী চৈব দ্বিবিধা পূর্ণিমা মতা।
পূর্ব্বোদিতকলাহীনে পৌর্ণমাস্যা নিশাকরে॥
পূর্ণিমাঽনুমতী জ্ঞেয়া পশ্চাস্তমিতভাস্করে।
যস্মাত্তামনুমন্যন্তে দেবতাঃ পিতৃভিঃ সহ॥
তস্মাদনুমতী নাম পূর্ণিমা প্রথমা স্মৃতা।
যদা চাস্তমিতে সূর্য্যে পূর্ণচন্দ্রস্য চোদ্গমঃ॥
যুগপৎ সোত্তরা রাগাৎ তদাঽনুমতিপূর্ণিমা।" ইত্যাদি।

(১।৫।১০, ২০৭ পৃঃ)। পশ্চাৎ স্থলে 'পশ্চ' প্রয়োগ ছান্দস।

অপ্ শব্দ (স্ত্রী)—আপ্ ৯ব্যাপ্তৌ কর্ম্মণি কর্ত্তরি বা ক্বিপ্ প্রত্যয় উপধাহ্রস্বশ্চ। অপ্-শব্দস্য নিত্যং বহুবচনান্তত্বম্।

অপ্ শব্দ জলবাচী এবং বরুণদৈবত। প্রাণের আশ্রয়-স্বরূপ বলিয়া বৈদিক ঋষিগণ উহাতে মাতৃবুদ্ধি স্থাপনপূর্ব্বক জলকে

ভিষক্ বলিয়াছেন—'আপো অস্মান্ মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু' (ঋগ্বেদ ১০।১৭।১০) এবং 'যূয়ং হি ষ্ঠা ভিষজো মাতৃতমা বিশ্বস্য স্থাতু র্জগতো জনিত্রীঃ' (ঋগ্বেদ ৪।৮।৯ বর্গ)। মাতৃতমা মাতৃভ্যোঽপ্যধিকা ভিষজঃ স্থ ভবথ। কথং মাতৃভ্যোঽপ্যধিকা? হি যতঃ বিশ্বস্য সর্ব্বস্য স্থাতুঃ স্থাবরস্য জগতো জঙ্গমস্য জনিত্রী র্জনয়িত্র্যো ভবথ। অতো যূয়ং মাতৃতমা ভিষজ ইত্যর্থঃ। (Waters, you are more than mothers as physicians, for you are the parents of the stationary and movable universe).

জল নানাবিধ ঔষধের এবং জীবনীশক্তির অবলম্বন বলিয়া ঋগ্বেদের প্রথমাষ্টকের দ্বিতীয়াধ্যায়ে ঋষি বলিয়াছেন—'অপ্‌সু মে সোমো অব্রবীদন্ত র্বিশ্বানি ভেষজা। অগ্নিং চ বিশ্বশম্ভুবমাপশ্চ বিশ্বভেষজীঃ' অর্থাৎ অপ্‌সু বিশ্বানি সর্ব্বাণি ভেষজা ভেষজানি সন্তীতি মে মহ্যং সোমঃ শুদ্ধসত্ত্বভাবো মম জ্ঞানাত্মা অব্রবীৎ কথিতবান্। তথা চাপ্‌সু বিশ্বশম্ভুবং সর্বস্য মঙ্গলকরং তত্র বর্ত্তমানমিত্যপ্যব্রবীৎ। অত আপো বিশ্বভেষজীঃ সর্ব্বভেষজবিশিষ্টাঃ। বর্ত্তমান কালে চিকিৎসা পঞ্চবিধ—(১) Allopathy (সমে বিষমচিকিৎসা), (২) Homeopathy (সমে সমচিকিৎসা), (৩) Hydropathy (জল চিকিৎসা), (৪) Hygienism (ঔষধ ব্যতীত কেবল পথ্যের দ্বারা চিকিৎসা), (৫) Psychopathy (সৌমনস্য বিহিত চিকিৎসা)। উক্ত মন্ত্রে জল চিকিৎসার আভাস পাওয়া যায়।

জলকে ভিষগ্‌জ্ঞানে ঋষিরা তাঁহার নিকট ভেষজ প্রার্থনার জন্য বলিতেন—'ঈশানা বার্য্যাণাং ক্ষয়ন্তী শ্চর্ষণীনাম্। অপো যাচামি ভেষজম্॥ (ঋগ্বেদ ৬।৬।৫ বর্গ)। অর্থাৎ বার্য্যাণাং বারিজাতানাং বরণীয়ানাং বা ধনানাং শস্যাদীনামীশানা ঈশ্বরাঃ, চর্ষণীনাং মনুষ্যাণাং ক্ষয়ন্তীঃ নিবাসয়িত্রীঃ। অপ উদকানি যাচামি রোগাপনোদনং ভেষজম্। (Waters, sovereigns of choice

treasures and granters of habitation, I solicit of you medicine for my infirmities). আরও আম্নাত হইয়াছে—'আপঃ পৃণীত ভেষজং বরূথং তন্বে মম। জ্যোক্ চ সূর্য্যং দৃশে॥' (৭।৬।৫ বর্গ)। অর্থাৎ হে আপঃ, মম তন্বে শরীরার্থং বরূথং রোগনিবারকং ভেষজং পৃণীত পূরয়ত। কিমর্থম্? জ্যোক্ চিরং সূর্য্যং সূর্য্যদেবং জ্ঞানস্বরূপং দেবং বা দৃশে (নীরোগা বয়ং) দ্রষ্টুম্। (Waters, give me all disease-dispelling medicaments for the preservation of my body, so that I may (live) long to see the sun.)

ঋগ্বেদস্থিত পঞ্চমাষ্টকের ১৬ বর্গে জলস্তুতি-বিষয়ক মন্ত্রবর্গ শ্রুত হয়। এই সকল মন্ত্রের দ্বারা শ্রীক্ষেত্রে শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথদেবের মহাস্নান সম্পাদিত হইয়া থাকে। তথায় আম্নাত হইয়াছে—"সমুদ্রজ্যেষ্ঠা ইতি চতুর্ঋচং বসিষ্ঠস্যার্ষং ত্রৈষ্টুভমব্‌দেবতাকম্।

(১) 'সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ সলিলস্য মধ্যাৎ পুনানা যন্ত্য নিবিশমানাঃ। ইন্দ্রো যা বজ্রী বৃষভো ররাদ তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু॥' অর্থাৎ সমুদ্রো জ্যেষ্ঠঃ প্রশস্যতমো যাসামপাং তাঃ সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ, সলিলস্য মধ্যাৎ অন্তরিক্ষস্য মধ্যাৎ। যন্তি গচ্ছন্তি। কীদৃশ্যঃ? পুনানাঃ শোধয়ন্ত্যঃ সর্ব্বম্ অনিবিশমানাঃ সর্ব্বদা গচ্ছন্ত্যঃ। বজ্রী বজ্রভৃদিন্দ্রো বৃষভঃ কামানাং বর্ষিতা যা নিরুদ্ধা অপা ররাদ লিখতি দেবী দেব্যস্তা আপ ইহাস্মিন্ প্রদেশে স্থিতং মামবন্তু রক্ষন্তু। (The waters, with their ocean-chief, proceed from the midst of the firmament (সলিলস্য মধ্যাৎ) purifying (all things) and flowing constantly (পুনানা যন্ত্যনিবিশমানাঃ) may these divine waters (আপো দেবীঃ) whom the thunder-bearing Indra—the showerer (বৃষভঃ)—sent forth (ররাদ), protect me here on earth).

(২) 'যা আপো দিব্যা উত বা স্রবন্তি খনিত্রিমা উত বা যাঃ স্বয়ঞ্জাঃ। সমুদ্রার্থা যাঃ শুচয়ঃ পাবকা স্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু ॥' অর্থাৎ যা আপো দিব্যা অন্তরিক্ষভবাঃ (সন্তি)। উত বা যা নদ্যাদিগতাঃ সত্যঃ স্রবন্তি গচ্ছন্তি। যাশ্চ খনিত্রিমাঃ খননেন নির্বৃত্তাঃ। উত বা যাঃ স্বয়ঞ্জাঃ স্বয়মুৎপন্নাঃ সমুদ্রার্থাঃ সমুদ্র এব গন্তব্যো যাসাং তাঃ সমুদ্রার্থাঃ। শুচয়ো দীপ্তিযুক্তাঃ পাবকাঃ শোধয়িত্র্যশ্চ ভবন্তি তা আপো মামবন্তু। (May the waters that are in the sky (যা আপো দিব্যাঃ); or those that flow on the earth, or those whose channels have been dug up, or those that have spontaneously sprung up, and those that seek the ocean, all pure and purifying, may these divine waters protect me here.)

(৩) 'যাসাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে সত্যানৃতে অবপশ্যঞ্জনানাম্। মধুশ্চুতঃ শুচয়ো যাঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু ॥' অর্থাৎ রাজা বরুণো যাসামপাং মধ্যে যাতি গচ্ছতি। কিং কুর্ব্বন্? জনানাং প্রজানাং সত্যানৃতে সত্যং চানৃতং চাবপশ্যন্ জানন্নিত্যর্থঃ। যা আপো মধুশ্চুতো রসং ক্ষরন্ত্যঃ শুচয়ো দীপ্তিযুক্তাঃ পাবকাঃ শোধয়িত্র্য স্তা আপো দেব্যো মামবন্তু। (Those amidst whom sovereign—বরুণ—passes (যাতি মধ্যে) discriminating the truth and falsehood of mankind (সত্যানৃতে অবপশ্যন্ জনানাম্) those shedding sweet showers (মধুশ্চুতঃ) pure and purifying (শুচয়ঃ পাবকাঃ); may these divine waters protect me here on earth.)

(৪) 'যাসু রাজা বরুণো যাসু সোমো বিশ্বে দেবা যাসূর্জ্জং মদন্তি। বৈশ্বানরো যাস্বগ্নিঃ প্রবিষ্ট স্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু ॥'

অর্থাৎ রাজা বরুণো যাসু অপ্সু বর্ত্ততে, সোমো যাসু অপ্সু বর্ত্ততে, যাসু অপ্সু স্থিতা বিশ্বে দেবাঃ সর্ব্বে দেবা উর্জমন্নং মদন্তি। বৈশ্বানরোঽগ্নি র্যাসু প্রবিষ্টস্তা আপো দেবী র্দেব্য ইহ স্থিতং মামবন্তু। (May they in which King বরুণ, in which সোম (abides), in which the gods delight (মদন্তি) to receive sacrificial food, into which বৈশ্বানর entered; may these divine waters protect me here on earth.)

অপ্রতিরথ—অথর্ব্ববেদীয় ১৯ কাণ্ডের ১৩ সূক্তীয় মন্ত্রবর্গের দ্রষ্টা। ইনি পুরুবংশীয় রন্তিনাথের পুত্র।

অভিজিৎ—একজন প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য। চরকীয় সূত্র-স্থানোক্ত হিমবৎ সভায় ইহার নাম দৃষ্ট হয়। ইনি যদুবংশীয় ভবের বা চন্দনোদক দুন্দুভির পুত্র (বিষ্ণুপুরাণ)। আভিজিত্য ইহার পুত্র। অভিজিদাচার্য্যের গ্রন্থ জানা নাই।

অভিরাম কবিরাজ বা কবীন্দ্রশেখর—বৈদ্যকুলপ্রদীপ প্রণয়ন করেন। ইনি ফরিদপুর জেলার 'খান্দার পাড়া' গ্রামে থাকিতেন। ইহার 'খান্দার পাড়া সংগ্রহ' নামে একখানি প্রসিদ্ধ চিকিৎসাগ্রন্থ আছে বলিয়া শুনা যায়।

অভ্র—একজন প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য। নিবন্ধসংগ্রহের ১৩১ পৃষ্ঠায় ডল্লনাচার্য্য বলিয়াছেন—'অভ্র-সাত্যকিপ্রভৃতীনাং মতানুলোমেন...' ইত্যাদি।

অমিতপ্রভ—গুরুসম্প্রদায়স্থিত মীমাংসক বররুচিকৃত যোগ-শতকের টীকাকার। যোগশতক বৈদ্যকগ্রন্থ। অমিতাভ ইহার নামান্তর। ইনি চরকন্যাস প্রণয়ন করেন। নিশ্চলকর চরকন্যাসের উল্লেখ করিয়াছেন। চক্র এবং তৎপূর্ব্বে চন্দ্রট ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। অমিতপ্রভ সম্ভবতঃ ১০ খৃষ্ট শতাব্দীয়।

অমৃতঘট-প্রণেতা—রত্নপ্রভার মঙ্গলাচরণে নিশ্চলকর অমৃতঘট-গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

অমৃতমালা-কৃৎ—চক্রপাণি দত্তের পূর্ব্ববর্ত্তী। গদশাস্ত্যধিকারে ১০-১১ খৃষ্ট শতাব্দীয় চন্দ্রটও অমৃতমালার প্রমাণ লইয়াছেন।

অমৃতসার-কৃৎ—অমৃতসার লোহশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ। নিশ্চলকর এই গ্রন্থের নাম করিয়াছেন।

অমোঘ—জনৈক চিকিৎসকবিশেষ। রসায়নাধিকারের তত্ত্ব-চন্দ্রিকায় শিবদাস ইঁহার বচন উঠাইয়াছেন (৬১১ পৃঃ বঙ্গীয় সং)। অমোঘজ্ঞানতন্ত্র ইহার নামান্তর। নিশ্চলকর এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রন্থকার সম্ভবতঃ একজন বৌদ্ধ বৈদ্যকপণ্ডিত এবং ১২ খৃষ্ট শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী।

অরুণ দত্ত—মৃগাঙ্ক দত্তের পুত্র, অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতার 'সর্ব্বাঙ্গ স্নুন্দর'-টীকাকার, এবং ১২-১৩ খৃষ্ট শতাব্দীয়। ১৩ খৃষ্ট শতাব্দীয় ডল্লণ লিখিয়াছেন—'সংগ্রহারুণৌ' (নিবন্ধ সংগ্রহ)। ইহা দেখিয়া প্রাত্নিকপ্রবর দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন যে, ইন্দুপণ্ডিতের ন্যায় অরুণদত্তও হৃদয় এবং সংগ্রহের টীকা লিখিয়াছেন। আমরা ইহাতে আস্থাবান্।' মনে হয়, ইন্দুপ্রণীত শশিলেখার উৎকর্ষহেতু অরুণকৃত সংগ্রহটীকা অনাদৃত, আর অরুণকৃত সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরের উদয়হেতু ইন্দুর হৃদয়টীকা অস্তমিত। অরুণদত্ত হেমাদ্রির পূর্ব্ববর্ত্তী। অষ্টাঙ্গসংগ্রহের সূত্রস্থানীয় টিপ্পনীতে লিখিত আছে—'...যদরুণ-দত্তাদয় আহু স্তদ্ বিপ্রতিপত্তি-প্রদর্শন-পূর্ব্বকং হেমাদ্রিরদূদুহৎ' (Vol. II, p. 6.)। 'মনুষ্যালয়চন্দ্রিকা' নামে একখানি বাস্তুবিষয়ক গ্রন্থ সম্ভবতঃ ইঁহার প্রণীত। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরে নানা গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদের নাম পাওয়া যায়, যেমন—মহর্ষি ধন্বন্তরি (৩ পৃঃ), শিশুপালবধ (৬০ পৃঃ), দৃঢ়বল (২০৭ পৃঃ), ক্ষারপাণি (৫৮৫ পৃঃ), মুনি অর্থাৎ চরকাদি (২২২, ২৪০, ২৬৬, ২৬৭ ইত্যাদি)। অরুণ চরককে মুনি

বলিয়া চরকসংহিতার শ্লোক উঠাইয়াছেন—'মুনিরপ্যবোচত— 'জ্বরকাণাং বেগং চ চিন্তয়ন্ জর্য্যন্তে তু যঃ" (২৪০ পৃঃ)। বচনটী চরক সংহিতার ৬।১২৪ শ্লোকের অংশ। তারপর গ্রন্থান্তে 'ঋষি প্রণীতে প্রীতিশ্চেন্ মুক্তা চরক-সুশ্রুতৌ' ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি চরককে মুনি বলিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন। ইহা স্বাত্মবিরোধ। চরক-নাম দ্রষ্টব্য। কেহ কেহ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী টীকা বলিয়া থাকেন। ইহা বিশেষ্য বিশেষণ ভাবে কথিত। কিন্তু গ্রন্থের পুষ্পিকায় লিখিত আছে—'ইতি···অষ্টাঙ্গহৃদয়টীকায়াং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরাখ্যায়াম্···'।

অবধান সরস্বতী বা শ্রীনিবাস অবধান সরস্বতী—শতশ্লোকী নামক বৈদ্যকগ্রন্থ এবং শৃঙ্গারমঞ্জরী নামক ভাণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহার ১৬-১৭ খৃষ্ট শতাব্দীয়ত্ব সুস্থিত। কারণ শ্রীনিবাসের পুত্র কাঞ্চীনগরে ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। এই পুত্রই সুপ্রসিদ্ধ বেঙ্কটেশ বা বেঙ্কটেশ্বর। ইনি ভরদ্বাজীয় ভেষজকল্পের 'ভৈষজ্যকল্প'-ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—'অবধানসরস্বত্যাঃ সূনুরাত্রেয়শেখরঃ। বেঙ্কটেশো বিতনুতে দ্রব্যকল্পস্য যোজনাম্॥' এই শ্লোক হইতে বুঝা যায় যে, ইঁহারা আত্রেয়গোত্রজ। পেরুসূরি অবধান সরস্বতীর পৌত্র এবং বেঙ্কটেশের পুত্র। তাঁহার 'ঔণাদিক পদার্ণব' একখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

অবলোকিত—অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহ-কৃদ্ বাগ্‌ভটের গুরু। অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহে বাগ্‌ভট লিখিয়াছেন—"সমধিগম্য গুরোরবলোকিতাদ্ গুরুতরাচ্চ পিতুঃ প্রতিভাং ময়া। সুবহু-ভেষজ-শাস্ত্র-বিলোচনাৎ সুবিহিতোঽঙ্গবিভাগবিনির্ণয়ঃ॥" ইহার 'শশিলেখা' টীকায় ইন্দুমিত্র বলিয়াছেন—"সমধিগম্যেতি। ময়া চাগ্নিবেশাদিকৃতায়ুর্ব্বেদাঙ্গ-বিভাগনিশ্চয়ো রচিতঃ। কথমিত্যাহ। অবলোকিতাখ্যাদাদি-গুরোঃ প্রতিভাং বুদ্ধিবিকাশং সমধিগম্য। ন কেবলং তস্মাদেব

গুরো র্যাবদ্ গুরুতরাচ্চ পিতুঃ। কিন্তুতাং পিতুরিত্যাহ। সুবন্ধু-ভেষজং যচ্ছাস্ত্রং তদেবাশেষার্থপরিজ্ঞানহেতুত্বাদ্ বিলোচনং যস্য।" অবলোকিত একজন বৌদ্ধপণ্ডিত। এজন্যও প্রাচ্চিকেরা বাগ্‌ভটকে বৌদ্ধ বলেন।

অশ্বিদ্বয়—চরক-সুশ্রুত-অষ্টাঙ্গসংগ্রহ-ভাবপ্রকাশাদির মতে অশ্বি-প্রজাপতি দক্ষের শিষ্য, কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় ১৬ অধ্যায় মতে ইঁহারা ভাস্করের শিষ্য এবং চিকিৎসাসারতন্ত্র-প্রবক্তা। বিবস্বান্ বা ভাস্কর-দেবের ঔরসে তৎপত্নী বড়বারূপধারিণী ত্বাষ্ট্রীর গর্ভে অশ্বিদ্বয়, সরণ্যুর গর্ভে যম, এবং সংজ্ঞার গর্ভে মনু উৎপন্ন হন। পৌরাণিকেরা বলেন, বৈদ্যাগমে মনুর অরুচিহেতু তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অশ্বিদ্বয় ও যম পিতার নিকট ভাস্করসংহিতা অধ্যয়নপূর্ব্বক স্ব স্ব তন্ত্র প্রণয়ন করেন। অশ্বিদ্বয়ের নামে নানা গ্রন্থ প্রচলিত, যেমন—অশ্বিনী-কুমারসংহিতা, ধাতুরত্নমালা, অশ্বিনীসংহিতা বা অশ্বিসংহিতা, নাড়ীনিদান, ইত্যাদি। অশ্বিনীকুমার-সংহিতা বস্তুতঃ নিত্যনাথ কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত, কিন্তু প্রণীত নহে। ধাতুরত্নমালার কাশীস্থ পাণ্ডুলিপিতে অশ্বিনীকুমারপ্রণীত বলিয়া লেখা থাকিলেও বিলাতের Bodleian Library স্থিত পাণ্ডুলিপিতে গুর্জ্জরবাসী দেবদত্ত-প্রণীত বলিয়া লিখিত আছে। ইহা রসবিষয়ক গ্রন্থ। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে দেবদত্ত কর্ত্তৃক ইহা প্রণীত বলিয়া লেখা আছে। অশ্বিসংহিতা কানেড়ী দেশে প্রচলিত। History of Hindu Chemistry গ্রন্থের ভূমিকায় Dr. P. C. Ray লিখিয়াছেন—ধাতুরত্নমালা ১৪ খৃষ্ট শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে History of Hindu Chemistry রচিত হয়। সুতরাং গ্রন্থকারের উক্তি তৎকালোপযুক্ত অনুমানমূলক মাত্র। চক্রপাণি এবং নিশ্চলকর অশ্বিনীসংহিতার উল্লেখ করিয়াছেন। এই জন্য মনে হয়, অশ্বিনীকুমারসংহিতাস্থিত ধাতুরত্নমালা প্রকরণের

কিছু কিছু সময়োপযোগী প্রতিসংস্কার করিয়া গ্রন্থখানি সেবদত্তই নিজ নামে প্রকাশ করিয়াছেন।

গর্ভাধানে অশ্বিনীকুমারদের উপাসনা করা হয়। ঋগ্বেদে ইহার মন্ত্র আছে—"গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি। গর্ভং তেঽশ্বিনৌ দেবা বাধত্তাং পুস্করস্রজৌ॥" অর্থাৎ হে সিনীবালি, হে সরস্বতি, নিষিক্তং গর্ভং ধারয়। পুষ্করস্রজৌ পুষ্করমালিনৌ স্বর্ণকমলাভরণৌ অশ্বিনৌ দেবৌ কুমারৌ তে গর্ভমাধত্তাং প্রক্ষিপতাং কুরুতামিত্যর্থঃ।

স্বর্বৈদ্য অশ্বিদ্বয়ের নামে নানা ঔষধ প্রচলিত আছে, যেমন—অশ্বিনী মাতুলুঙ্গগুড়িকা, আশ্বিন গুল্মচূর্ণ, আশ্বিন হরিদ্রাচূর্ণ, আশ্বিন লশুনক ঘৃত, আশ্বিন জ্বরহর ঘৃত, আশ্বিন বিষহর ঘৃত, আশ্বিন বিন্দু ঘৃত, আশ্বিন রক্তপিত্ত নামক যোগ, আশ্বিন রসায়ন, আশ্বিন অশ্বগন্ধা বস্তি, আশ্বিন হরীতকী কল্প, আশ্বিনী বৃহদ্‌গুড়পিপ্পলী, আশ্বিনী যবাগূ, অমৃত তৈল, ক্ষীরযোগ, অয়োরাজযোগ, পিপ্পলীবর্দ্ধমান-রসায়ন, ফলঘৃত, অমৃতা গুগ্‌গুলু, অমৃতাদ্য ঘৃত, অমৃত প্রাশাবলেহ, পুনর্নবা গুগ্‌গুলু, কুঙ্কুমাদ্য তৈল, গোধূমাদ্য ঘৃত, মহাসুগন্ধি তৈল, গুড়কুষ্মাণ্ড, কুষ্মাণ্ডক-রসায়ন, বৃহন্নারিকেলখণ্ড, দাড়িমাদ্য ঘৃত, শতাবরী ঘৃত, হিঙ্গাদ্যচূর্ণ, দশাঙ্গতৈল, বৃহদগ্নিমুখ চূর্ণ, চিত্রক-হরীতক্যবলেহ, চিত্রকাবলেহ, স্বল্পকদলীকন্দ ঘৃত, অয়ঃপতিরস, মার্ত্তণ্ডরস, বালসূর্য্যোদয় ইত্যাদি।

অশ্বিনীকুমার—১৩-১৪ খৃষ্ট শতাব্দীয় নিত্যনাথের উপাধি। নিত্যনাথ নাম দ্রষ্টব্য। অশ্বিনীকুমার-সংহিতা প্রতিসংস্কারের জন্য নিত্যনাথের এই উপাধি হয়। যোগসারের কোনও কোন পুঁথীতে 'অশ্বিনীকুমার' নাম এবং কোনও কোন পুঁথীতে 'নিত্যনাথ' নামও দৃষ্ট হয়। আদিনাথও ইহার উপাধি। অশ্বিনীকুমার-সংহিতা

কিন্তু নিত্যনাথের অনেক পূর্ব্বে তীসট, চন্দ্রট, চক্রপাণি প্রভৃতি বৈদ্যগণ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে।

অসিত—একজন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য এবং স্মৃতিকার মুনি। চরকীয় সূত্রস্থানোক্ত হিমবৎসভায় এবং ভীষ্মদেবের তনুত্যাগকালে ইনি উপস্থিত ছিলেন (শান্তিপর্ব্বস্থ রাজধর্ম্মপাঠ ৪৭-৭)। অথর্ব্ব-বেদের ৬ কাণ্ডস্থ ১৩৬ সূক্তের ভাষ্যে লিখিত আছে যে, মহর্ষি বীতহব্য কেশবৃদ্ধির জন্য ইহার নিকট হইতে 'নিতত্নী' নামক ওষধি সংগ্রহ করেন। নিতত্নী সম্ভবতঃ কেশরাজ অর্থাৎ কেশুর্ত্তে বা ভীমরাজ (ভৃঙ্গরাজ)। অসিতের পুত্র রম্ভার শাপে অষ্টাবক্র হন।

অসিত গৌতম—ইন্দ্রের নিকট ঐন্দ্র রসায়ন অর্থাৎ ইন্দ্রপ্রোক্ত রসায়ন শাস্ত্র শিক্ষা করেন।

আঙ্গিরস—অথর্ব্ব নাম দ্রষ্টব্য।

আচার্য্য ভীমদত্ত এবং আচার্য্য স্বামিকুমার—ভীমদত্ত এবং স্বামিকুমার নাম দ্রষ্টব্য।

আঢ়মল্ল—শাঙ্গর্ধর-সংহিতার টীকাকার এবং ১৪ খৃষ্ট-শতাব্দীয়।

আত্রেয়—অর্থাৎ পুনর্ব্বসু আত্রেয়। শরীরে ক্ষেত্রজ্ঞরূপেণ পুনঃ পুনর্বসতি যঃ স পুনর্ব্বসুঃ। ইহার পিতৃদত্ত নাম সোম। অত্রিমুনি নারায়ণের বরে প্রথমে দত্তাত্রেয়কে, তারপর শিবের বরে দুর্ব্বাসাকে পুত্ররূপে লাভ করেন। অবশেষে আয়ুর্ব্বেদীয় উৎকর্ষ সাধনের জন্য তিনি ব্রহ্মপ্রসাদে আত্রেয়কে উৎপাদন করেন। ইহারা সকলেই অনসূয়ার গর্ভে উৎপন্ন হন। ভাবপ্রকাশাদিমতে মহর্ষি আত্রেয় ইন্দ্রের প্রথম শিষ্য। কিন্তু চরকমতে ভরদ্বাজই ইন্দ্রের প্রথম শিষ্য এবং আত্রেয়াদি মুনিগণ ভরদ্বাজের শিষ্য (সূত্র ৮-১১)। কেহ কেহ বলেন—আত্রেয় এবং ভরদ্বাজ একই ব্যক্তি। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদদীপিকায় চক্রপাণি লিখিয়াছেন—'অত্র

কেচিদ্ ভরদ্বাজাত্রেয়য়োরৈক্যং মন্যন্তে। তন্ন। আত্রেয়স্য ভরদ্বাজ-সংজ্ঞয়া তন্ত্রপ্রদেশেঽকীর্ত্তনাৎ' (১৫ পৃঃ)। হারীতসংহিতায় লিখিত আছে—"যথা সিংহো মৃগেন্দ্রাণাং যথাঽনন্তো ভুজঙ্গমে। দেবানাং চ যথা শম্ভু স্তথাঽত্র ত্রেয়োঽস্তি বৈদ্যকে॥" (পরিশিষ্ট)। আত্রেয় মুনির গ্রন্থ—আত্রেয় সংহিতা এবং সম্ভবতঃ শৌবন পয়ঃকল্প (a treatise on the use of canine milk as a medicine in hydrophobia). এবং উষ্ট্র পয়ঃকল্প। পঞ্চনদে অর্থাৎ পাঞ্জাবে আত্রেয় সম্প্রদায়ের প্রাধান্যহেতু মনে হয়, আত্রেয় পাঞ্জাবে থাকিতেন। জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসায় আত্রেয় মুনির নাম পাওয়া যায়। দিবোদাসের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ আত্রেয়ের সমকালীন।

আত্রেয় মুনির ছয় জন শিষ্য সুপ্রসিদ্ধ—অগ্নিবেশ, ভেড়, জতুকর্ণ, পরাশর, ক্ষারপাণি এবং হারীত। কোনও নিবন্ধকার লিখিয়াছেন—হারীতসংহিতায়াং 'শৃণু পুত্র মহাপ্রাজ্ঞে'ত্যাত্রেয়স্য বচনভঙ্গীং দৃষ্ট্বা বক্তুং শক্যতে যদসৌ হারীত আত্রেয়স্য শিষ্যঃ পুত্র শ্চেতি'। তদুত্তরে আমরা বলিব—শিষ্যং প্রতি পুত্রেতি তাতেতি বা সম্বোধনং তু প্রায়শ আচার্য্যস্য দৃশ্যতে। তথা হি গীতায়াং শিষ্যরূপমর্জুনং প্রতি ভগবানাহ—'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি' ইতি। অতো গীতাবার্ত্তিককৃদ্ভি রুক্তম্—'শিষ্যস্য পুত্ররূপেণ কৃপাপাত্রত্বসূচনম্। পুত্রেতি পদতঃ সাক্ষাদাচার্য্যেণ কৃতং পুরা॥' ইতি। আত্রেয়-শিষ্যদের মধ্যে অগ্নিবেশের প্রতিভাধিক্যহেতু চরকমুনি অগ্নিবেশ-তন্ত্রেরই প্রতিসংস্কারপূর্ব্বক চরকসংহিতা প্রণয়ন করেন।

আত্রেয় মুনির নামে কতকগুলি ঔষধ প্রচলিত আছে, যেমন—অগ্নি-ঘৃত, রাজবল্লভ-ঘৃত, অর্দ্ধমাত্রিক বস্তি, বিংশতি সারাসব, দাধিক-ঘৃত, মহামায়ুর-ঘৃত, বৃহদ্গুড়ূচী তৈল, ইত্যাদি।

আদিত্য—ভাস্কর বা বিবস্বানের নামান্তর। ব্রহ্মবৈবর্ত্তমতে ইনি দক্ষশিষ্য এবং ইহার ষোলজন শিষ্য আয়ুর্ব্বেদপ্রবর্ত্তক

আচার্য্য। ভগবান্ বলিয়াছেন—'আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ' (গীতা)। পঞ্চাম্রে যেমন 'আম্র' নাম পাওয়া যায় না, সেইরূপ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-স্থিত আদিত্যের দ্বাদশভেদে 'আদিত্য' নাম দৃষ্ট নহে। তথায় স্মৃত হইয়াছে—'ধাতা মিত্রোঽর্য্যমা রুদ্রো বরুণঃ সূর্য্য এব চ। ভগো বিবস্বান্ পূষা চ সবিতা দশমঃ স্মৃতঃ॥ একাদশ স্তথা ত্বষ্টা বিষ্ণুর্দ্বাদশ উচ্যতে।' আদিত্যহৃদয়ে মাসভেদে আদিত্যভেদ দর্শিত হইলেও কোন মাসে 'আদিত্য' নাম দৃষ্ট নহে। আদিত্যোপাসনায় রোগের শান্তি হয়। স্মৃতি আছে—'আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ'। আদিত্যহৃদয়াদি দ্রষ্টব্য। আদিত্যহৃদয়ে স্মৃত হইয়াছে যে, এই স্তোত্র পাঠে কুষ্ঠাদি সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হয় এবং স্তোতা নিরাময় হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে বাস করেন। ভাস্কর নাম দ্রষ্টব্য।

আদিনাথ বা নিত্যনাথ বা অশ্বিনীকুমার—শঙ্খগুপ্ত ও পার্ব্বতীর পুত্র, এবং ১৩-১৪ খৃষ্ট শতাব্দীয়। ইঁহার নাম নিত্যনাথ। ইনি খরতরগচ্ছের যতি হওয়ায় 'আদিনাথ' এবং বৈদ্যগ্রন্থ প্রণয়ন বা প্রতিসংস্কার করায় 'অশ্বিনীকুমার' উপাধিদ্বয় পাইয়াছিলেন। ইঁহার বৈদ্যগ্রন্থ—রসরত্নাকর, রসরত্নমালা, কামরত্ন, যোগসার ইত্যাদি। রসরত্নাকর আদিনাথ নামে প্রকাশিত। ইহা পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। তিনি বলিয়াছেন—পঞ্চখণ্ডমিদং শাস্ত্রং সাধকানাং হিতং প্রিয়ম্। রসখণ্ডে তু বৈদ্যানাং ব্যাধিতানাং রসেন্দ্রকে॥ বাদিনাং বাদখণ্ডে চ বৃদ্ধানাং চ রসায়নে। মন্ত্রিণাং মন্ত্রখণ্ডে চ রসসিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥"

রসরত্নাকরের কোনও কোন হস্তলিখিত পুঁথীতে 'আদিনাথ' নাম থাকিলেও কলিকাতায় গণেশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত গ্রন্থ নিত্যনাথ বিরচিত বলিয়া দৃষ্ট হয়। কিন্তু উভয়স্থলে আচরিত বিষয়সমূহ বিভিন্ন নহে। উহাদের প্রথমোপদেশে লিখিত আছে—"যদুক্তং শম্ভুনা পূর্ব্বং রসখণ্ডে রসার্ণবে। রসস্য বন্দনার্থে চ

দীপিকা রসমঙ্গলে ॥ ব্যাধিতানাং হিতার্থায় প্রোক্তং নাগার্জুনেন যৎ। উক্তং ধূর্জটিসিদ্ধেন* স্বর্গবৈদ্য-কপালিকে ॥ অনেকরসশাস্ত্রেষু সংহিতাস্বাগেমেষু চ। যদুক্তং বাহটেণ† তন্ত্রে সুশ্রুতে বৈদ্যসাগরে ॥ অন্যৈশ্চ বহুভিঃ সিদ্ধৈর্যদুক্তং চ বিলোক্য তৎ। তত্র যদ্‌যদসাধ্যং স্যাদ্‌ যদ্‌ যদ্‌ দুর্ল্লভমৌষধম্‌॥ তত্তৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য সারভূতং সমুদ্ধৃতম্‌। কচিচ্ছাস্ত্রে ক্রিয়া নাস্তি ক্রমশ্চাপি ন চ কচিৎ॥ মাত্রা-যুক্তিঃ কচিন্নাস্তি সম্প্রদায়ো ন চ কচিৎ। তেন সিদ্ধি র্ন তত্রাস্তি রসে বাথ রসায়নে॥ বৈদ্যে বাদে প্রয়োগে চ তস্মাদ্‌ যত্নো ময়া কৃতঃ। যদ্‌ যদ্‌ গুরুমুখাজ্‌ জ্ঞাতং স্বানুভূতং চ যন্ময়া। তত্তল্লোক-হিতার্থায় প্রকটীক্রিয়তেঽধুনা॥" ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—

Having been conversant with what is revealed by Sambhu in the Rasarnab Tantra under the preparations of mercury, whatever is said in the Rasamangal with its commentary Deepika, and all that have been declared for the benefit of the afflicted by Nagarjun, Bahata (Vagbhata), Siddha Dhurjati, Susruta and others, I have collected in my work only the essential features thereof rejecting such drugs which are rare or difficult to procure. In the books referred to there is neither any instruction on the chemical process of preparing the mercurial medicine, nor there is any mention of successive steps (ক্রম) in the chemical process or quantity of ingredients to be used therein (মাত্রা-যুক্তি), nor there is any tradition handed down from

* চর্পটিসিদ্ধেনেতি পাঠান্তরম্‌।
† 'বাভটে' ইতি পাঠান্তরম্‌।

from teacher to teacher (সম্প্রদায়) with respect to transmutation of metals into medicaments. It is all for these reasons that success is rarely found in the preparations of mercury or rejuvinating medicines. So I have clearly put together in my work all what I have learned from my professor or what is tentatively felt by myself.

History of Hindu Chemistry গ্রন্থের দ্বিতীয়খণ্ডস্থিত ভূমিকায় Dr. P. C. Ray বলিয়াছেন যে, প্রচলিত রসরত্নাকর ৭ বা ৮ খৃষ্টশতাব্দীর পরবর্ত্তী নহে। ইহা অনবধানমাত্র, কারণ—

(১) রসরত্নাকরে ১১ খৃষ্ট শতাব্দীয় চক্রপাণির শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ;

(২) আদিনাথ বা নিত্যনাথ ১২ খৃষ্ট শতাব্দীয় বাহড়াপর নামক অবৈদ্যক বাগ্‌ভট প্রণীত বাগ্‌ভটালংকারের টীকা লিখিয়াছেন ;

(৩) আদিনাথ বা নিত্যনাথ প্রণীত রসরত্নাকরে ১৩ খৃষ্ট শতাব্দীয় সোমদেবকৃত রসেন্দ্রচূড়ামণির শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ;

(৪) নিত্যনাথ ১৩ খৃষ্ট শতাব্দীর চরমোপান্তে খরতগচ্ছের যতি হইয়া 'আদিনাথ' উপাধি লাভ করেন ;

(৫) ১৪ খৃষ্ট শতাব্দীয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে ১২ খৃষ্ট শতাব্দীয় সর্ব্বজ্ঞ রামেশ্বর ভট্টারকের নাম থাকিলেও রসরত্নাকর বা আদিনাথ নিত্যনাথাদি নাম দৃষ্ট নহে।

নিম্নোক্ত কারণকূটবশতঃ রসরত্নাকর-প্রণেতার ১৩-১৪ খৃষ্ট শতাব্দীয়ত্ব অনুমান করাই সুসঙ্গত।

History of Sanskrit Literature গ্রন্থের ৫১২ পৃষ্ঠায় কীথ্ সাহেব লিখিয়াছেন—"The রসরত্নসমুচ্চয় as ascribed to বাগ্‌ভট in some texts, in others to অশ্বিনীকুমার i.e. নিত্যনাথ, it has been conjecturally assigned to 1300 A. D." গ্রন্থখানি ঠিক্ ১৩০০ খৃষ্টাব্দে প্রণীত কি না তাহা বলা সুকঠিন। তবে ইহা যে ১৩ খৃষ্ট শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বা চরমপাদে প্রণীত তাহাতেও সন্দেহ নাই। রসরত্নসমুচ্চয়ে নাথসম্প্রদায়স্থিত চর্পটি বা চর্পটিনাথ এবং দেবগিরির (দৌলতাবাদের) সিজ্ঘণ রাজার নামতঃ উল্লেখ আছে। নবনাথ-প্রণীত 'শক্তিসার' গ্রন্থে নরহরি মাল বলেন যে, চর্পটিনাথ মৎস্যেন্দ্রনাথের সামসময়িক। মৎস্যেন্দ্রনাথ ১৩ খৃষ্ট শতাব্দীর প্রথমপাদে জীবিত ছিলেন। দেবগিরির রাজা সিজ্ঘণ ১২১০ হইতে ১২৪৭ খৃষ্টাব্দে পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন। এই জন্য বলা হয়, রসরত্নসমুচ্চয় ১৩ খৃষ্ট শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধে প্রণীত হইয়া থাকিবে।

রসরত্নসমুচ্চয়ের প্রতি অধ্যায়ের শেষে লিখিত আছে—ইতি শ্রীবৈদ্যপতি-সিংহগুপ্তস্য সূনো বাগ্‌ভটাচার্য্যস্য কৃতৌ রসরত্ন-সমুচ্চয়ে...ইত্যাদি। গ্রন্থ মধ্যেও লিখিত আছে—'সূনুনা সিংহ-গুপ্তস্য রসরত্নসমুচ্চয়ঃ।...প্রবক্ষ্যতে।' (রসোৎপত্তিনামক প্রথমাধ্যায়)। ইহা কূটলেখ্যের উদাহরণ নহে (not an instance of literary forgery)। সুতরাং আমরা বলি, সিংহগুপ্ততনয় বাগ্‌ভটাচার্য্য রসরত্নসমুচ্চয়ের একখানি সংক্ষিপ্ত মূল প্রণয়ন করিলে পর ১৩ খৃষ্টশতাব্দীতে উহার কালোপযোগী প্রতিসংস্কার হইয়াছিল। এই প্রতিসংস্কৃত গ্রন্থ দেখিয়াই প্রাত্নিকেরা উহার ১৩ খৃষ্ট শতাব্দীয়ত্ব প্রতিপাদনে যত্নবান্ হইয়াছেন। শাস্ত্রের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা বিরল নহে। যেমন—ভবিষ্যৎ পুরাণ। বস্তুতঃ ইহা ব্যাসদেব প্রণীত, কিন্তু পুরাণবক্তৃগণ কালে কালে তাঁহাদের

সামসময়িক ঘটনারাশি ইহাতে সংযোজিত করায় গ্রন্থ আধুনিক বলিয়া প্রতিভাত। সেইজন্য পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী গৌতমীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে নাম গ্রহণপূর্ব্বক ভবিষ্যতের বচনরাশি উদ্ধৃত হইলেও বর্ত্তমান গ্রন্থে আমরা সিদ্ধান্তকৌমুদীকার ১৬-১৭ খৃষ্টশতাব্দীয় ভট্টোজি-দীক্ষিতের জীবনবৃত্তান্তও দেখিতে পাই।

রসরত্নসমুচ্চয়ের সহিত সিংহগুপ্ততনয় বাগ্‌ভটের কোনও সম্বন্ধ না থাকিলে রসাধিকারে বিশিষ্টতর ব্যাড়ি-পতঞ্জলি-নাগার্জুনাদি নামের পরিবর্ত্তে বাগ্‌ভটের নামে উহা প্রকাশিত হয় কেন? এইজন্য আমরা বাগ্‌ভটকে সংক্ষিপ্তমূলকার বলিয়া ১৩ খৃষ্ট শতাব্দীয় গ্রন্থকারকে প্রতিসংস্কর্ত্তা বলিতেছি।

প্রাপ্তিকেরা নিত্যনাথে অর্থাৎ আদিনাথে রসরত্নসমুচ্চয়ের কর্ত্তৃত্ব আরোপ করেন। আমাদের মতে কিন্তু ১২-১৩ খৃষ্ট শতাব্দীয় রসেন্দ্রচূড়ামণি-রসপরিভাষাদিকৃৎ সোমদেবই মূলগ্রন্থের প্রতিসংস্কর্ত্তা। এরূপ অনুমানের দুইটী হেতু আছে—

(১) রসেন্দ্রচূড়ামণির শৈলী ও শ্লোক রসরত্নসমুচ্চয়ের নানা স্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে;

(২) সোমদেব নিজের নামোল্লেখপূর্ব্বক তৎপ্রণীত রস-পরিভাষার ভূরি ভূরি শ্লোক রসরত্নসমুচ্চয়ে সন্নিবেশ করিয়াছেন।

রসরত্নসমুচ্চয়ের রসপরিভাষাকথন নামক অষ্টমাধ্যায়ে লিখিত আছে—

'কথ্যতে সোমদেবেন মুগ্ধবৈদ্যপ্রবুদ্ধয়ে।
পরিভাষা রসেন্দ্রস্য শাস্ত্রৈঃ সিদ্ধৈশ্চ ভাষিতাঃ॥'

তারপর নবমাধ্যায়ে নানা যন্ত্র বলিবার উপক্রমে তিনি লিখিয়াছেন—

"অথ যন্ত্রাণি বক্ষ্যন্তে রসতন্ত্রাণ্যনেকশঃ।
সমালোক্য সমাসেন সোমদেবেন সাম্প্রতম্॥"

অতএব আদিনাথে বা নিত্যনাথে ঐ গ্রন্থের কর্তৃত্বারোপ সঙ্গত নহে। অন্যান্য কথা সোমদেব নামের প্রস্তাবে আলোচিত হইবে।

আদিম—আদৌ ভব ইতি ডিমচ্। রসরত্নসমুচ্চয়ে আদিদেব মহেশ্বরের উদ্দেশে 'আদিম' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহাতে লিখিত আছে—"আদিমশ্চন্দ্রসেনশ্চ লঙ্কেশশ্চ বিশারদঃ" ইত্যাদি। টিপ্পণকার বলিয়াছেন—'আদিমো নামাহহদিদেবো মহেশ ইতি তর্ক্যতে। কিংবা 'আদিম'শব্দেন প্রথমরসতন্ত্রপ্রণেতা কশ্চিদন্য ইতি প্রতিভাতি, যথা বহুভিঃ শ্রুতঃ সুশ্রুতঃ'।

আনন্দ-বর্ম্মা—সারকৌমুদীনামক বৈদ্যগ্রন্থপ্রণেতা।

আনন্দ-সিদ্ধ—'আনন্দমালা' নামক বৈদ্যগ্রন্থপ্রণেতা।

আনন্দানুভব—রসদীপিকা এবং পদার্থতত্ত্বতাৎপর্য্যদীপিকা নামক বৈদ্যগ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করেন। শেষোক্ত গ্রন্থের উপর ইঁহার 'মিতাক্ষরা' নাম্নী টীকা আছে।

আপস্ (ক্লী)—আপ্নোতি ব্যাপ্নোতি প্রলয়কালে সমস্তমিত্যাপঃ কর্ম্মাখ্যাথাং হ্রস্বো নুট্ চ—উণ্. ৪।২০৭ ইত্যসুন্। ইহা জলার্থক। 'আপঃ' শব্দো বহুবচনান্ত ইতি কেচিৎ। তদুক্তম্ "অপাংসি যস্মিন্নধি সংদধুঃ" ইতি। (৬০ পৃষ্ঠায় 'অপ্' শব্দ দ্রষ্টব্য)।

আরোগ্যা দেবী—বৈদ্যনাথশক্তি জয়দুর্গার নামান্তর। বৈদ্যনাথ নাম দ্রষ্টব্য।

আলম্বায়ন মুনি—বাগ্ভটের 'অষ্টাঙ্গসংগ্রহ'-গ্রন্থের দ্বিতীয়-প্ররোহস্থিত আয়ুর্ব্বেদোৎপত্তি-প্রকরণে, নিবন্ধসংগ্রহে এবং কুসুমাবলী-টীকায় ও মধুকোষে ইঁহার নাম দৃষ্ট হয়। বাগ্ভটের মতে ইনি ইন্দ্রের শিষ্য। ইনি একজন বিষবৈদ্য (Toxicologist) ছিলেন।

আশাধর পণ্ডিত—জৈনধর্ম্মাবলম্বী এবং ১৩-১৪ খৃষ্ট শতাব্দীয়। ইনি শাকম্ভরীর নিকট উৎপন্ন হন এবং নানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন,

যেমন—বৈদ্যশাস্ত্রে অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা টীকা এবং ধর্ম্মামৃত, কোষে অমরকোষব্যাখ্যা, অলংকারে রুদ্রটকৃত কাব্যালংকার সূত্রের টীকা, দর্শনশাস্ত্রে প্রমেয়রত্নাকর এবং ভক্তিশাস্ত্রে আরাধনাসার। আশাধরের রুদ্রটটীকা ১১ খৃষ্ট শতাব্দীয় নমিসাধুকৃত টিপ্পণের অনেক পরবর্ত্তী। অপ্পয় দীক্ষিতকৃত কুবলয়ানন্দের টীকাকার আশাধর একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

আশ্মরথ্য—একজন প্রাচীন ব্রহ্মবাদী এবং আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মুনি। বেদান্তসূত্রে ইঁহার মতবাদ দৃষ্ট হয়—'প্রতিজ্ঞাসিদ্ধে লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ' (বেঃ ১।৪।২০) অর্থাৎ একবিজ্ঞান শ্রুতির দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাহেতু জীববাচক আত্মশব্দ পরমাত্মাকেই নির্দ্দেশ করিয়াছে। চরকীয় সূত্রস্থানোক্ত হিমবৎসভায় উপস্থিতিহেতু ইঁহাকে আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য বলিয়া জানা যায়। ইনি অশ্মরথ মুনির পুত্র। অশ্মেব দৃঢ়ো রথঃ শরীরং যস্য সোঽশ্মরথঃ। প্রস্তরের ন্যায় দৃঢ়তাহেতু যাঁহার শরীরে কামক্রোধাদি প্রবেশ করিতে পারে না তাঁহাকে অশ্মরথ বলে। রথ অর্থাৎ দেহ বা শরীর। শ্রুতি আছে—'আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু'। কোন কোন বৈদ্যগ্রন্থে লিখিত আছে—'আশ্বরথ্য'। ইহা প্রামাদিক। কারণ 'অশ্বরথ' বলিয়া কোন মুনির নাম শাস্ত্রে উপলব্ধ নহে।

আশ্বলায়ন—একজন প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য। চরকীয় সূত্রস্থানোক্ত হিমবৎসভায় উপস্থিতিহেতু ইঁহাকে আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য বলিয়া জানা যায়। ইনি গৃৎসমদ শৌনকের বংশধর। মহর্ষি কৌশল্য-অশ্বলের পুত্র বলিয়া ইনি আশ্বলায়ন নামে খ্যাত হন। ইনি সহিষ্ণু শিবের অবতার। গৃহপতি শৌনকের শিষ্য ঋগ্বেদীয় শ্রৌতসূত্রাদিকার আশ্বলায়ন ইঁহার পরবর্ত্তী।

আষাঢ়-বর্ম্মা—চরকটীকাপ্রণেতা। ইনি চক্রপাণির ও জেজ্জটের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং সম্ভবতঃ ৯ খৃষ্ট শতাব্দীয়। রত্নপ্রভায়

নিশ্চলকর ইহার নাম করিয়াছেন। ইনিই 'আসড়' কবি কি না তাহা অনুসন্ধেয়।

আস্তিক বা আস্তীক—একজন বিষবিদ্যাপারগ মুনি। শব্দের সংস্কারানুরোধে ইনি আস্তিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিঙ্-প্রতিরূপক-নিপাতাৎ পরস্তদস্য মতিরিতি ঠক্‌প্রত্যয়ান্ত আস্তিকঃ (পং ৪।৪।৬০) জরৎকারুপুত্র 'নিরুক্ত' নামক মুনি পরলোক আছে বলিয়া সকলকে উপদেশ দেওয়ায় লোকে তাঁহাকে আস্তিক বলিতেন।

আস্তীক একটী শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ সংজ্ঞা। মহাভারতে স্মৃত হইয়াছে 'অস্তীত্যুক্ত্বা গতো যস্মাৎ পিতা গর্ভস্থমেব তম্। বনং তস্মাদিদং তস্য নামাস্তীকেতি বিশ্রুতম্॥' (ভং-অং-৪৭ অং)। জরৎকারু-মুনি যখন বনযাত্রা করেন তখন তাঁহার পত্নী মনসাপর নামক জরৎকারুদেবী বলিলেন—মুনিবর! আপনি ত চলিলেন, কিন্তু আমার ভ্রাতা বাসুকি যে জন্য আমাকে আপনার হস্তে দিয়াছিলেন তাহার কি হইবে? ইহার উত্তরে মুনি বলিলেন—'অস্তি' অর্থাৎ আমার ঔরসে তোমার গর্ভে একটী পুত্র আছে, সেই পুত্রই বাসুকির জাতিবর্গকে শাপমুক্ত করিবে।

আস্তীক সর্পভবনে প্রতিপালিত হইবার পর ভৃগুপুত্র চ্যবনের নিকট সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি জনমেজয়কৃত সর্পযজ্ঞের ভয় হইতে সর্পগণকে পরিত্রাণ করায় তাঁহার নামে সর্পভয় বিনষ্ট হয়। মহাভারতে স্মৃত হইয়াছে—"যো জরৎকারুণা জাতো জরৎ-কারৌ মহাযশাঃ। আস্তীকঃ সর্পসত্রে বঃ পন্নগান্ যোঽভ্যরক্ষত॥ তং স্মরন্তং মহাভাগা ন মাং হিংসিতুমর্হথ। সর্পাসর্পভদ্রং তে গচ্ছ সর্প মহাবিষ॥ জন্মেজয়স্য যজ্ঞান্তে আস্তিকবচনং স্মর। আস্তীকস্য বচঃ শ্রুত্বা যঃ সর্পো ন নিবর্ত্ততে। শতধা ভিদ্যতে মূর্দ্ধ্নি শিংশবৃক্ষফলং যথা॥" ইহা সর্পভয়নিবর্ত্তক মন্ত্রাংশ (আদি পং—আস্তীক পর্ব্ব ৫৮।২৪-২৬)।

ইন্দু বা ইন্দুপণ্ডিত বা ইন্দুমিত্র—কাশ্মীরক। ইনি ১০ হইতে ১১ খৃষ্ট শতাব্দীর মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। বৈদ্যশাস্ত্রে ইনি ইন্দুকোষ, অষ্টাঙ্গসংগ্রহের 'শশিলেখা' টীকা, এবং সম্ভবতঃ অষ্টাঙ্গহৃদয় ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। নিশ্চলকর শশিলেখাকে 'ইন্দুমতী' বলিয়াছেন। ১২ খৃষ্ট শতাব্দীয় অমরকোষোদ্‌ঘাটনে ক্ষীরস্বামী নামগ্রহণপূর্ব্বক ইন্দুকোষের নানা বচন উঠাইয়াছেন। যেমন—(১) উডুম্বর শব্দের ব্যাখ্যায়—"আহেন্দুঃ—উডুম্বরস্তু যজ্ঞাঙ্গঃ সুচক্ষুঃ শ্বেতবল্কলঃ।..." ইত্যাদি (৮৫ পৃঃ); (২) মধুশ্রেণীশব্দের ব্যাখ্যায়—"আহেন্দুঃ স্নিগ্ধচ্ছদা মধুশ্রেণী পৃথুত্বগ্রসবাহিনী। রবশ্রেণী মধুমতী মুরঙ্গী দ্বিজমেখলা॥' ইত্যাদি (১০২ পৃঃ); (৩) কাম্পিল্য-কর্কশাদি শব্দের ব্যাখ্যায়—"আহেন্দুঃ—'কর্কশাখ্যঃ করঞ্জঃ স্যাৎ স কাম্পিল্যঃ পটোলকঃ...' ইত্যাদি (১১৮ পৃঃ)। এ সকল পৃষ্ঠা Poona Oriental Series No. 43 সংস্করণে দ্রষ্টব্য। ইন্দুকোষ এখন পাওয়া যায় না। অষ্টাঙ্গসংগ্রহের 'শশিলেখা' টীকা রামচন্দ্র কিংজবড়েকর শাস্ত্রি কর্ত্তৃক পুণ্যপত্তনে (পুণায়) মুদ্রিত হইয়াছে। ইন্দুপণ্ডিতের অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা ব্যাখ্যা আমরা দেখি নাই। কিন্তু অষ্টাঙ্গসংগ্রহের শশিলেখা টীকায় তিনি বলিয়াছেন—"এবংচ—'স্থিতে সপূর্ব্বরূপাঃ কফপিত্তমেহাঃ' ইতি যদা হৃদয়গ্রন্থে ব্যাখ্যায়তে তত্রৈব চোদয়িষ্যামঃ" (তৃতীয় প্ররোহ-নিদান ১৩ সূত্র)। ইহাতে বলা যায় যে, হয় ত তিনি হৃদয়টীকাও লিখিয়াছিলেন।

পাণিনির কাশিকাসম্প্রদায়ে জিনেন্দ্রন্যাসের উপর ইন্দুর অনুন্যাস সুপ্রসিদ্ধ। এ গ্রন্থও এখন পাওয়া যায় না। তবে প্রাচীন বৈয়াকরণদের নিকট ইহা সুপরিচিত। ১২ খৃষ্ট শতাব্দীয় দুর্ঘটবৃত্তিতে শরণদেব লিখিয়াছেন—"তত্র ভাবল্যুটো গ্রহণমিতি প্রত্যয়সূত্রে 'এরচ্' ইত্যচ্ প্রবর্ত্তত ইতি ইন্দুনোক্তম্। রক্ষিতেন তু সামান্যেন 'ল্যুট্' গৃহীতঃ, তস্মাতে বাহুলকাদচ্।" (৩।৩।৫৮)। ইন্দু

অর্থাৎ অমুন্যাসকার ইন্দুমিত্র বা ইন্দুপণ্ডিত এবং রক্ষিত অর্থাৎ তন্ত্রপ্রদীপকার মৈত্রেয় রক্ষিত। পাণিনীয় পরিভাষাবৃত্তিতে ১২-১৩ খৃষ্ট শতাব্দীয় সীরদেব বলিয়াছেন—"এতস্মিন্ বাক্য ইন্দুমৈত্রেয়য়োঃ শাশ্বতিকো বিরোধঃ। তথা হি প্রত্যয়সূত্রেঽনুন্যাসকার উক্তবান্—প্রতিষস্ত্যনেনার্থানিতি প্রত্যয়ঃ, 'এরচ্' ইত্যচ্। পুংসি সংজ্ঞায়ামিতি ঘ-প্রত্যয় এব, 'এরচ্' ইত্যচ্ প্রত্যয়স্তু করণে ল্যুটা বাধিতত্বান্ন শক্যতে কর্ত্তুম্।" শেষাংশ মৈত্রেয়ের উক্তি। এ সকল কথায় মনে হয়, ইন্দুমিত্র মৈত্ররক্ষিতের পূর্ব্ববর্ত্তী। মৈত্রেয়ের ১১-১২ খৃষ্ট শতাব্দীয়ত্ব সুস্থিত আছে। সুতরাং ইন্দুমিত্রকে ১০-১১ খৃষ্ট শতাব্দীয় বলা অসঙ্গত নহে।

ইন্দুসেন রাজা—১৮১২ খৃষ্টাব্দে 'সারসংগ্রহ' নামক শালিহোত্রীয় হয়ায়ুর্ব্বেদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করেন।

ইন্দ্র (স্বর্গাধিপতি)—অশ্বিশিষ্য এবং ধন্বন্তরি ভরদ্বাজাদির গুরু। অষ্টাঙ্গসংগ্রহের দ্বিতীয় প্ররোহে সিংহগুপ্ততনয় বাগ্ভট লিখিয়াছেন—"আয়ুর্ব্বেদামৃতং সার্ব্বং ব্রহ্মা বুদ্ধা সনাতনম্। দদৌ দক্ষায়, সোঽশ্বিভ্যাং তৌ শতক্রতবে ততঃ॥ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং বিঘ্নকারিভিরাময়ৈঃ। নরেষু পীড্যমানেষু পুরস্কৃত্য পুনর্ব্বসুম্॥ ধন্বন্তরি-ভরদ্বাজ-নিমি-কাশ্যপ-কশ্যপাঃ। মহর্ষয়ো মহাত্মান স্তথা ঽঽলম্বায়নাদয়ঃ॥ শতক্রতুমুপাজগ্মুঃ শরণ্যমমরেশ্বরম্। তান্ দৃষ্ট্বৈব সহস্রাক্ষো নিজগাদ যথাগমম্॥ আয়ুষঃ পালনং বেদমুপবেদমথর্ব্বণঃ। কায়বালগ্রহোর্দ্ধাঙ্গশল্যদংষ্ট্রাজরাবৃষৈঃ॥ গত মষ্টাঙ্গতাং পুণ্যং বুবুধে স পিতামহঃ। গৃহীত্বা তে তমাম্নায়ং প্রকাশ্য চ পরস্পরম্॥ আযযু র্মানুষং লোকং মুদিতাঃ পরমর্ষয়ঃ। স্থিত্যর্থমায়ুর্ব্বেদস্য তেঽথ তন্ত্রাণি চক্রিরে॥" (আয়ুর্ব্বেদোৎপত্তি-প্রকরণ)। এখানে দেখা যায় যে, আত্রেয়ই ইন্দ্রের মুখ্য শিষ্য, কিন্তু চরকের মতে ভরদ্বাজ তাঁহার প্রথম শিষ্য (সূত্রস্থান)। বাগ্ভটোক্ত মুনিগণ ব্যতীত

ভৃগু, অঙ্গিরা, অত্রি, বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, পুলস্ত্য, বামদেব, অসিত, গোতমাদিও ইন্দ্রের নিকট ইন্দ্রিয়বিজ্ঞান এবং ঐন্দ্রিয়রসায়ন শিক্ষা করেন। ঐন্দ্রিয়রসায়নে ইন্দ্রিয়াশ্রিত ব্যাধির উপশম হয়।

Bower Manuscript অর্থাৎ কুশগড় পাণ্ডুলিপিতে লিখিত আছে—'সুরমণেরৈন্দ্রিয়রসায়নম্'। ইহাতে বুঝা যায় যে, ইন্দ্রিয়বিজ্ঞানে ইন্দ্রের পাণ্ডিত্যাতিশয্য আরোপিত হইত। চরক বলেন—'এতদিন্দ্রিয়বিজ্ঞানং যঃ পশ্যতি যথা তথা। মরণং জীবিতং চৈব স ভিষগ্ জ্ঞাতুমর্হতি॥' (ইন্দ্রিয়স্থান ৪।২৪)।

কতকগুলি ঔষধ ইন্দ্রোক্ত বলিয়া এখনও প্রচলিত আছে, যেমন—ঐন্দ্ররসায়ন, সর্ব্বতোভদ্র (খ্যাতো যোগঃ সুরমণিকৃতঃ সর্ব্বরোগৈকহন্তা), দশমূলাদ্য তৈল (তৈলমেতৎ সুরেন্দ্রেণ নন্দস্য কথিতং পুরা), হরীতক্যবলেহ, ইত্যাদি।

ইন্দ্রদমন—বাণপুত্র এবং রসাচার্য্য। রসরত্নসমুচ্চয়কার ইহাকে সংক্ষেপে ইন্দ্রদ বলিয়াছেন।

ইন্দ্রদ—রসরত্নসমুচ্চয়ের আরম্ভে এই নাম দৃষ্ট হয়। (N. B. Probably the name is taken merely honoris causa i.e. in the cause of honour)।

ইন্দ্রাণী—শচী। ইনি ভ্রূণরক্ষার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। 'যা গুংগূর্যা সিনিবালী···ইন্দ্রাণীমহ্ব উতয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে॥ (ঋগ্বেদ ২।৭।১৫)।

ঈশান দেব—ত্রিপুরার রাজা কেশবদেবের ঔরসে উৎপন্ন হন। ইহার সভায় দাসবংশীয় কবি মাধবদাস থাকিতেন (বৃহদ্বঙ্গ ১০৮৫ পৃঃ)। ঈশান দেব ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয়। মধুকোষের প্রারম্ভে এবং জ্বরনিদানের ১৩ সূত্রীয় ব্যাখ্যায় বিজয়রক্ষিত ইহার নাম করিয়াছেন। ঈশানকৃত কোনও গ্রন্থের নাম জানা নাই,

তবে তিনি যে চরক সংহিতার ও মাধব নিদানের টীকা লিখিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

ঈশ্বর—রুদ্রনাথ দ্রষ্টব্য।

ঈশ্বর সেন—সিধো সেনের অর্থাৎ সিদ্ধেশ্বর সেনের পুত্র (বৈদ্যকুল পঞ্জিকা) এবং ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয়। ঈশ্বর সেন ভিষক্ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। মধুকোষের ১২ পৃষ্ঠায় বিজয়রক্ষিত নাম-গ্রহণপূর্ব্বক ইঁহার বচন উঠাইয়াছেন (বোম্বাই সংস্করণ)। বচনটী অবশ্য প্রত্যুক্ত হইয়াছে। ঈশ্বর সেনের কোনও গ্রন্থ জানা নাই, তবে মধুকোষে উদ্ধৃত বচন পড়িলে বুঝা যায় যে, তিনি অষ্টাঙ্গহৃদয়-সংহিতার টীকা লিখিয়াছিলেন।

উগ্র—রুদ্রনাম দ্রষ্টব্য।

উগ্রসেন—১১ খৃষ্টশতাব্দীয় চক্রপাণির পূর্ব্ববর্ত্তী। নিশ্চল-করের রত্নপ্রভায় ইঁহার নামাদি আছে। ইনিই উগ্রাদিত্য আচার্য্য কি না তাহা অনুসন্ধেয়।

উগ্রাদিত্য আচার্য্য—‘কল্যাণসিদ্ধি’ এবং ‘কল্যাণকারক’ নামে দুইখানি বৈদ্যগ্রন্থ করেন। ইনি ৭-৮ খৃষ্টশতাব্দীয় এবং ৭-৮ খৃষ্টশতাব্দীয় চালুক্যরাজ বিষ্ণুবর্দ্ধনের সভাপণ্ডিত। ১২-১৩ খৃষ্ট-শতাব্দীর দেবরাজ যজ্বা ইঁহার নাম করিয়াছেন। দেবরাজ নিরুক্তের টীকাকার।

উজ্জ্বলকোষকৃৎ—উজ্জ্বল। সম্ভবতঃ ইনি উণাদিবৃত্তিকার ১২-১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় উজ্জ্বলদত্ত। রত্নপ্রভায় নিশ্চলকর উজ্জ্বল-কোষের নাম করিয়াছেন।

উদয়রুচি—দ্বিতীয় শার্ঙ্গধরকৃত বৈদ্যবল্লভের টীকাকার। বৈদ্যবল্লভ ১৩-১৪ খৃষ্টশতাব্দীর গ্রন্থ। উদয়রুচি সম্ভবতঃ ১৭ খৃষ্ট-শতাব্দীয়। ইনি হরিরুচির পিতা কি পুত্র তাহা অনুসন্ধেয়।

উদয়শঙ্কর—'সারকলিকা' নামে একখানি বৈদ্যগ্রন্থ করেন। শুনা যায়, তীসটকৃত চিকিৎসাকলিকার সারাংশ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে।

উদ্ধরণ সেন—তত্ত্বচন্দ্রিকাদি প্রণেতা ১৫-১৬ খৃষ্টশতাব্দীয় শিবদাস সেনের পিতামহ এবং সম্ভবতঃ ১৫ খৃষ্টশতাব্দীয়।

উদ্ধব মিশ্র—বৈদ্যপ্রদীপ টীকা প্রণেতা। ১২-১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় নিশ্চলকর তদীয় রত্নপ্রভায় বৈদ্যপ্রদীপের নাম করিয়াছেন। বৈদ্যপ্রদীপ সম্ভবতঃ ১১ খৃষ্টশতাব্দীয় ভব্যদত্ত কর্ত্তৃক প্রণীত হয়। উদ্ধব মিশ্র ১৬ খৃষ্টশতাব্দীর পরবর্ত্তী হইবেন।

উপরিবাভ্রব্য—অথর্ব্ববেদের ষষ্ঠকাণ্ডস্থিত ৩০-৩১ সূক্তীয় মন্ত্রদ্রষ্টা। কেহ কেহ ইঁহাকেই কামশাস্ত্রকার বাভ্রব্য বলিয়া মনে করেন।

উপেন্দ্র মিশ্র ভিষক্—'ভৈষজ্যসার' নামক বৈদ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের ৫৫১ পৃষ্ঠায় ইঁহার নাম পাওয়া যায় (Govt. Oriental Hindu series Vol. I)। ইনি সম্ভবতঃ ১৪ খৃষ্টশতাব্দীয়।

উমানন্দ নাথ—যৌবনোল্লাস প্রণয়ন করেন। গ্রন্থকার অনতি-প্রাচীন।

পতি—একজন ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয় বঙ্গীয় বৈদ্যকগ্রন্থকার। ইঁহার বৈদ্যকগ্রন্থ আমাদের জানা নাই। ইনি কে তাহা লইয়া প্রাচ্ছিকদের সন্দেহ আছে। চক্রসংগ্রহের 'রত্নপ্রভা' টীকায় ১২-১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় নিশ্চলকর লিখিয়াছেন—'অন্তরঙ্গ উমাপতিঃ'। শিবদাসাদি বৈদ্যগণ বলেন—'বিদ্যাকুলসম্পন্নো হি ভিষগন্তরঙ্গ ইত্যুচ্যতে'। কিন্তু 'অন্তরঙ্গ' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতেছে—অন্তরং হৃদ্‌গতং রহস্যং গচ্ছতি অববুধ্যতে ইতি অন্তর+গম্+খচ্‌-ডিত্বাম্-

লোপঃ। ইহার অর্থ—অন্তরদৃক্, মর্ম্মস্পৃক্, মর্ম্মজ্ঞ, সূক্ষ্মদর্শী ইত্যাদি। সুতরাং সূক্ষ্মদর্শী রহস্যবিৎ পণ্ডিতমাত্রেই ইহা বিশেষণ-রূপে প্রযোজ্য হইতে পারে, কেবল ভিষক্‌পণ্ডিতে নহে। তবে যদি সম্প্রদায়ে উহার পারিভাষিক অর্থ সিদ্ধ থাকে তাহা হইলে আমরা বলিব—'অন্তরঙ্গ উমাপতিঃ' অর্থাৎ a physician of the (Royal) harem. সে যাহাই হউক।

'উমাপতি' নামে তিনজন পণ্ডিত ছিলেন—(১) কৌমারদের বৈদ্যকারিকাকৃৎ কবি উমাপতি সেন, (২) জৌমরদের ব্রাহ্মণ কবি উমাপতি দত্ত, এবং (৩) লক্ষ্মণসভ্য বৈদ্যকবি উমাপতি ধর। উমাপতি সেন ১৪-১৫ খৃষ্টশতাব্দীয়, সুতরাং নিশ্চলকরের পরবর্ত্তী। উমাপতি দত্ত বৈদ্য নহেন। মনে হয়, উমাপতি ধরই নিশ্চলোক্ত উমাপতি। তিনি বৈদ্য, বিজয়সেনের প্রশস্তি রচয়িতা (বৃহদ্‌বঙ্গ ৪৯২ পৃষ্ঠা) এবং লক্ষ্মণসভাস্থিত পঞ্চরত্নের অন্যতম। উক্তি আছে—'গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ। কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্য চ॥' উমাপতির কবিত্বসম্বন্ধে জয়দেব বলিয়াছেন—'বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ' ইত্যাদি। অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে তিনি লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী হন (বৃহদ্‌বঙ্গ ৪৯২-৯৩ পৃষ্ঠা)। শেকশুভোদয়া গ্রন্থে এবং গীত-গোবিন্দের উপর কৃষ্ণদত্তপ্রণীত 'গঙ্গা' নাম্নী টীকায় ইহা সমর্থিত।

বল্লাল সেন ১১ খৃষ্টশতাব্দীর চরমভাগে উৎপন্ন হইয়া ১২ খৃষ্ট-শতাব্দীতে তিরোহিত হন। তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন ১১১৯ বা ১১২০ খৃষ্টাব্দে জন্মলাভ করিয়া ১২ খৃষ্টশতাব্দীতে রাজ্যশাসনপূর্ব্বক দেহমুক্ত হন। পিতা বিজয়সেনের প্রশস্তিরচনায় সন্তোষহেতু বল্লালসেন উমাপতিকে ধরবংশের বীজিপুরুষ (propositus) বলিয়া কুলমর্য্যাদা প্রদান করেন। বৈদ্যকুলগ্রন্থে লিখিত আছে—'উমাপতিধরো বীজী ধরবংশে চ বিশ্রুতঃ। স এব কাশ্যপগোত্রে

জাতো নৃপতিবল্লভঃ ॥ ভরতমল্লিকের চন্দ্রপ্রভামতে তাঁহার 'রাজ-বল্লভ' উপাধি ছিল।

উমেশচন্দ্র গুপ্ত—বৈদ্যকশব্দসিন্ধুকোষ প্রণেতা এবং ১৯-২০ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইনি কলিকাতায় থাকিতেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহোদয়ের উৎসাহে এবং সহায়তায় এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভূমিকায় নানাবিধ গবেষণার প্রচেষ্টা দৃষ্ট হয়, তাৎর্য্যতঃ যেমন—

(১) চরকসংহিতা—older than the Suśruta and the first medical work of the Atreya school. দৃঢ়বল মুনি of the Punjab completed the book by adding 17 chapters to Siddhi and Kalpasthan.

(২) সুশ্রুতসংহিতা—the oldest Samhita of the Dhanvantari school. Suśruta, the son of Visvamitra... attended the lectures of Divodas...and then wrote the treatise. ডল্লনাচার্য্য says that it was re-edited...by Nagarjuna with a supplement called Uttartantra.

(৩) অত্রিসংহিতা—a treatise well known in the Punjab and collected by Atri Rishi···The author is an eminent writer of law books.

(৪) বাভটসংহিতা—based on works belonging to both Atreya and Dhanvantari schools. According to Rajatarangini he lived at the time of Jaya Sinha, a King of Kashmira in the 12 century A. D. His native place, as he states in the Ashtanga

Sangraha, was in Sindhudesh, to the south-west of the Punjab.

(৫) অরুণদত্ত—the author of the commentary on the Vagabhata Samhita known by the name of Sarvanga Sundari. (N. B. প্রকৃত নাম—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর)।

(৬) হেমাদ্রি—has written a commentary on the Sutrasthan of the Vabhata Samhita which bears the appellation—আয়ুর্ব্বেদরসায়ন।

(৭) চক্রদত্তসংগ্রহ—a treatise on pathology and therapeutics—is widely accepted as a hand-book on the Practice of medicine. He was a renowned physician of the 12th century A. D. He was appointed by the King of Gour as a superintendent of his kitchen department. (N. B. বস্তুতঃ চক্রপাণি ১১ খৃষ্টশতাব্দীয়)।

(৮) সিদ্ধযোগ—a work on the treatment of diseases—was compiled by Vrinda Kunda. A commentary on this work styled 'Kusumabali' is the work of Srikantha Datta.' Chakrapani quotes in his compilation several passages from Vrinda Kunda's work.

(৯) রসকৌমুদী—a work of Madhava, the author of Nidan Sangraha which is a well-known compendium by Madhav Kar. But there is internal evidence which militates against the above supposition. Rasakaumudi describes the use of opium

and hyrargirum which was unknown at the time of Madhav Kar. (N. B. প্রকৃতপক্ষেও মাধবকরের বহুকাল পরে ১৫ খৃষ্টশতাব্দীয় মাধবদেব কর্তৃক রসকৌমুদী প্রণীত হয়)।

(১০) রসরত্নাকর—a treatise on the treatment of diseases by mercury. It is composed by Nityanath. The author was a native of the N. W. P.

(১১) যোগচিন্তামণি—a compilation of numerous Yogas i.e. combinations of peculiar drugs to cure diseases. It is written by Sriharsha who lived in 11-12th A. D.

(১২) যোগতরঙ্গিণী—a work on the use of quick silver—by Trimallabhatta.

(১৩) বৈদ্যজীবন—is of a somewhat recent origin. The author is Lolimbaraja. (N. B. ইনি দ্বিতীয় লোলিম্বরাজ)।

(১৪) বৈদ্যবৃন্দ এবং বৈদ্যামৃত—two works of Narayana on the use of mercury. They have been composed in the last century.

(১৫) সারকৌমুদী—a treatise on the Practice of medicine—written by Anana Varman in the middle of the 18th A. D.

(১৬) ভৈষজ্যরত্নাবলী—a book on the use of quick silver composed by Govindadasa.

(১৭) নাড়ীপ্রকাশ—a treatise dealing with arteries, veins and nerves—composed by Sankara Sen—the

author of Vaidyavinode and Rasasankar. He is a descendant of Ananda Sen.

(১৮) রসেন্দ্রচিন্তামণি—a book on the use of mercury—by the poet Ramchandra, the author of Radhavinode Kavya. A treatise called রসপারিজাত is also ascribed to the same author

(১৯) অমরকোষ—a lexicon of undisputed excellence and of the highest authority. It was written by Amar Singha during the reign of Vikramaditya. Its commentators—(ক) Mathuresh, the author of Sabdaratnavali, (খ) Kshirswami, (গ) Raymukuta of 15c A.D., (ঘ) Bharat Mullick—150 years ago.

(২০) ধন্বন্তরি নিঘণ্টু—composed by Dhanvantari, a contemporary of Amar Singha.

(২১) হেমচন্দ্রকোষ বা অভিধানচিন্তামণি—an excellent lexicon by Hemchandra who was Jain by religon in the 12c A. D.

(২২) শব্দমালা—Supplementary to Amarkosha—by Ramesvar Sarma.

(২৩) নামমালা—a lexicon by Dhananjaya of the 10th c A. D. (N. B. বস্তুতঃ এ গ্রন্থ ১১২৩ হইতে ১১৪০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে প্রণীত হয়)।

(২৪) ভূরিপ্রয়োগ (কোষ)—by Padmanava Dutta, the author of Supadma grammar.

(২৫) শব্দরত্নাবলী—a production by Mathuresh.... he is supposed to have lived in the sixth century of the Saka era. (N. B. অর্থাৎ ৭ খৃষ্টশতাব্দী, বস্তুতঃ কিন্তু ইনি ১৭ খৃষ্টশতাব্দীয়। মথুরেশ বিদ্যালংকার নাম দ্রষ্টব্য)।

(২৬) জটাধরকোষ—a work of recent author written by Jatadhar, a native of Chittagong.

(২৭) অভিধানরত্নমালা—a production of Halayudha the learned Pandit in the Court of the King Lakshman Sen....(N. B. বস্তুতঃ অভিধানরত্নমালাকার হলায়ুধ ১০ খৃষ্টশতাব্দীয় এবং ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বাদিপ্রণেতা লক্ষ্মণসভ্য হলায়ুধ ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয়)।

(২৮) রাজনিঘণ্টু—known as অভিধানচূড়ামণি by Narahari Pandit....he lived in the year 1725 Sambat i.e. 1668 A. D. (N. B. বস্তুতঃ ইনি ১৩-১৪ খৃষ্টশতাব্দীয়)।

(২৯) ভাবপ্রকাশ—by Bhava Misra.

(৩০) মাধবনিদান—a work on pathology and diagnosis of diseases by Madhav Kar in the 8th c A. D.

(৩১) ব্যাখ্যামধুকোষ—a commentary on the above work prepared under the joint authorship of Vijaya Rakshit and Sreekantda Dutta. The latter is a commentator on the Siddhayoga.

(৩২) অর্কপ্রকাশ—by a physician named Ravan. Here a new system of treatment by means of tinctures is introduced by the author.

(৩৩) চিকিৎসাক্রমকল্পবল্লী—a work of Kashinath Dvivedi.

(৩৪) অশ্ববৈদ্যক—a book on the treatment of the diseases of horses by Jaya Dutta.

(৩৫) শার্ঙ্গধরসংগ্রহ—by the well-known author of the Sarangadharpaddhati.

(৩৬) রসেন্দ্রসারসংগ্রহ—a treatise on the various preparations of mercury and on the treatment of diverse diseases by it—written by Gopal Bhatta.

(৩৮) পরিভাষাপ্রদীপ—by Govindadas Sen, son of Srikrishnaballava Sen.

(৩৯) প্রয়োগামৃত—by Vaidyachintamani.

(৪০) শব্দচন্দ্রিকা—a compilation of medicinal vegetables and minerals with their effect on the animal bodies. It is written by Chakrapanidatta.

(৪১) মদনপালনিঘণ্টু—by an anonymous author who called his work after the name of the Prince Madanpala in order to gratify his patron.

(৪২) বিশ্বপ্রকাশ—by Mahesvar about 1111 A.D.

(৪৩) অজয়পালসংগ্রহ—by Ajaya Pal.

(৪৪) ধরণিকোষ—by Dharanidas of Kanouj.

(৪৫) ত্রিকাণ্ডশেষ—a supplement to the Amarkosha—by Purushottam Deva.

(৪৬) হারাবলী—a dictionary of synonyms and homonyms. The author is supposed to have lived circa 9 or 10 c A. D.

(৪৭) মেদিনীকোষ—known as Abhidhanratnamala by Medini Kar of circa 14 c A. D. The author seems to have belonged to the Vaidya family of Bengal.

(৪৮) রত্নাবলী বা দ্রব্যাভিধান—a dictionary containing the names of articles of medicinal property by Madhava—the author of Rasakaumadi.

(৪৯) রাজবল্লভীয় দ্রব্যগুণ—by Rajballava and edited with notes by Naraindas.

(৫০) রত্নমালা—is also a Dravyabhidhan like Ratnavali.

উলূক—কণাদ নাম দ্রষ্টব্য। ইনি ভীষ্মের শরশয্যায় উপস্থিত ছিলেন (শান্তিপর্ব্ব রাজধর্ম্ম ৪৭।১১) ।

উশনা (উশনস্ শব্দ)—Bower পাণ্ডুলিপিমতে 'ঔশনস' নামক বৈদ্যগ্রন্থকার এবং 'ঔশনসযোগ' নামক ঔষধ ও গ্রন্থ নির্ম্মাতা। উহাতে লিখিত আছে—'ইন্দ্রপ্রিয়পয়ঃ। পয়ঃ পিবেত রাত্রিং যঃ কৃৎস্নাং জাগর্ত্তি বেগবান্। শর্করা। ঔশনসো যোগ ইন্দ্রপ্রিয়ঃ।' কাব্য এবং শুক্রাচার্য্য উশনার নামান্তর। শুক্রোপতন্ত্র সম্ভবতঃ 'ঔশনসো যোগঃ'। অসুরগুরু হইলেও ইন্দ্রের সহিত কখনও কখন উশনার মিলন হইত। ঋগ্বেদ হইতে জানা যায় যে, ইহারা উভয়ে একসঙ্গে কুৎসমুনির গৃহে গিয়াছিলেন। বোধহয়, এইরূপ সাময়িক বন্ধুত্বহেতু ঔষধটার নাম হইয়াছে—'ইন্দ্রপ্রিয়পয়ঃ'। অসুরদের জন্য ইনি মৃতসঞ্জীবনী প্রস্তুত করেন। বৃহস্পতিপুত্র কচ ইহার শিষ্য। উশনা গ্রহরূপে পূজিত হন।

উশনা বা শুক্রাচার্য্য ভৃগুর পুত্র এবং মহাভারতের মতে তিনি আয়ুর্ব্বেদের একজন প্রধান প্রবর্ত্তক। ক্রূরতাহেতু ইহার চক্ষুহীনতা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ।

ঊর্ম্মিমালী—হস্ত্যায়ুর্ব্বেদবেত্তা মুনিবিশেষ। পালকাপ্যের গজায়ুর্ব্বেদ হইতে জানা যায় যে, হস্ত্যায়ুর্বিচারে ইনি রোমপাদের সভায় আহুত হন।

ঋভু বা ঋভুক্ষা—আঙ্গিরসগোত্রীয় সুধন্বার পুত্র। ইনি অথর্ব্ববেদের কৃত্যাপ্রতিহরণ বিষয়ক চতুর্থকাণ্ডস্থ ১২ সূক্তীয় মন্ত্রদ্রষ্টা।

ঋষ্যশৃঙ্গ—বিভাণ্ডকমুনির পুত্র, রাজা রোমপাদের জামাতা, শান্তার স্বামী, ঋষ্যশৃঙ্গতন্ত্রপ্রণেতা এবং রসবিদ্যাপারগ মুনি। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দীয় কবীন্দ্রাচার্য্যসূচীতে ঋষ্যশৃঙ্গতন্ত্রের উল্লেখ আছে। ইনি দশরথের জন্য আথর্ব্বণমতে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। ইনি 'বেদান্তসংগ্রহ' নামক বৈদ্যকগ্রন্থকর্ত্তা। পরে এই গ্রন্থ 'দাশরথীয়তন্ত্র' বলিয়া শ্রীরামচন্দ্র প্রকাশ করেন।

ঔপধেনব—দিবোদাসের শিষ্য, সুশ্রুতের সতীর্থ্য, এবং ঔপধেনবতন্ত্র প্রণেতা। ইহার গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না।

ঔরভ্র—দিবোদাসের শিষ্য, সুশ্রুতের সহপাঠী, এবং ঔরভ্রতন্ত্রপ্রণেতা। গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না।

কঙ্কালী—'রসকঙ্কালী' প্রণেতা এবং ১০ খৃষ্টশতাব্দীয়। অঞ্জনাচার্য্যই সম্ভবতঃ কঙ্কালী। কেহ কেহ ইহাকে কঙ্কালি বলেন।

কচ—বৃহস্পতির পুত্র এবং উশনার শিষ্য। মূত্রাঘাত চিকিৎসায় চক্রপাণি দত্ত কচের নাম গ্রহণপূর্ব্বক লিখিয়াছেন—
"নলকুশকাশেক্ষুশিফাং ক্বথিতাং প্রাতঃ সুশীতলাং সসিতাম্।
পিবতঃ প্রয়াতি নিয়তং মূত্রগ্রহ ইত্যুবাচ কচঃ॥ (৮ শ্লোক)।

কচের কি গ্রন্থ ছিল তাহা জানা নাই। তবে তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদবিৎ পণ্ডিত ছিলেন।

কণাদ বা কণাদ কাশ্যপ—নাড়ীপরীক্ষাঽপর-নামক নাড়ীপ্রকাশ-প্রণেতা এবং বৈশেষিকসূত্রকার। প্রশস্তপাদের বৈশেষিকভাষ্যে কণাদকে উদ্দেশ করিয়া লিখিত আছে—'কাশ্যপোঽব্রবীৎ'। কোষেও দৃষ্ট হয়—'উলূকঃ কাশ্যপঃ সমৌ'। কণাদসংহিতাও কণাদকৃত।

কন্দলায়ন—পুরাকালের একজন সিদ্ধ এবং জীবন্মুক্ত রসাচার্য্য। ১২ খৃষ্টশতাব্দীয় অচ্যুত গোণিকাপুত্রের রসেশ্বরসিদ্ধান্তে কন্দলায়নের নাম আছে (অচ্যুত গোণিকাপুত্র নাম দ্রষ্টব্য)। কন্দলায়ন কাপালিশিষ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ।

কপালী বা কপালি—একজন হঠযোগী, কপালীসিদ্ধান্ত-প্রণেতা, রসাচার্য্য। হঠযোগদীপিকায় লিখিত আছে—'কপালী বিন্দুনাথশ্চ কাকচণ্ডীশ্বরাহ্বয়ঃ'। রসরত্নসমুচ্চয়ের প্রারম্ভে ইহার নাম দৃষ্ট হয়—"আদিমশ্চন্দ্রসেনশ্চ লঙ্কেশশ্চ বিশারদঃ। কপালী-মত্ত-মাণ্ডব্যৌ ভাস্করঃ শূরসেনকঃ॥" কেহ কেহ বলেন—কপালিঃ। ইনি শকাধিপতি বাসুদেবের পুত্র এবং রসরাজ মহোদধি প্রণেতা। কাপালি নাম দ্রষ্টব্য। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দীয় কবীন্দ্রাচার্য্যের সূচীতে কাপালীসিদ্ধান্ত উল্লিখিত আছে।

কপিঞ্জল—একজন প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য। চরকীয় সূত্রস্থানোক্ত হিমবৎসভায় ইনি উপস্থিত ছিলেন। কোনও কোন গ্রন্থে 'কপিষ্ঠল'পাঠ দৃষ্ট হয়। 'কপিষ্ঠল'পাঠ অশোভন নহে। কপিঞ্জলের নামে একখানি প্রকাণ্ড তন্ত্রশাস্ত্রীয় গ্রন্থ আছে।

কপিল—সাংখ্যপ্রবক্তা, সিদ্ধর্ষি, এবং আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য। ইনি আদিবিদ্বান্। সেইজন্য শ্বেতাশ্বতরে আম্নাত হইয়াছে—'ঋষিং

প্রসূতং কপিলং য স্তমগ্রে জ্ঞানৈ র্বিভর্ত্তি'। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—'সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ'। দেবীপুরাণের ১১০ অধ্যায়ে ইঁহাকে আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য বলা হইয়াছে। ইঁহার পিতার নাম কর্দ্দম মুনি এবং মাতার নাম দেবহুতি। কপিলতন্ত্র নামে একখানি তন্ত্রশাস্ত্রীয় গ্রন্থ আছে। উহাতে রসবিষয় উপনিবদ্ধ হইয়াছে। 'সাংখ্য' নাম দ্রষ্টব্য। কপিল ভীষ্মের শরশয্যায় তাঁহাকে দেখিতে যান। সম্ভবতঃ নির্ম্মাণকায় অবলম্বনপূর্ব্বক গমন করেন (শান্তিপর্ব্বস্থ রাজধর্ম্মপর্ব্ব ৪৭।৮)।

কপিল—একজন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য। অষ্টাঙ্গসংগ্রহস্থিত সূত্র-স্থানের ২৩ সূত্রীয় টিপ্পনীতে লিখিত আছে—"তথা চোক্তং কপিলেন—'কটুম্ললবণং পিত্তং স্বাদ্বম্ললবণঃ কফঃ। কষায়তিক্ত-কটুকো বায়ু র্দৃষ্টোঽনুমানতঃ॥' 'New Light on Vaidyaka Literature' নামক প্রবন্ধে প্রাত্নিকপ্রবর শ্রীমান্ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহোদয় লিখিয়াছেন—'Kapil, father of Drdhabal' অর্থাৎ কপিল দৃঢ়বলের পিতা। কিন্তু কীথ্ সাহেবের A History of Sanskrit Literature গ্রন্থের ৫০৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—'Drdhabala, who was a Kashmirian, son of Kapil-bala' অর্থাৎ কপিলবল কাশ্মীরক দৃঢ়বলের পিতা। আমরা বলি—পঞ্চনদজাত দৃঢ়বল কাশ্মীরক কপিবলের পুত্র। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দীয় কবীন্দ্রাচার্য্যের সূচীপত্রে 'কপিলসিদ্ধান্ত' নামে একখানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

কপিলবল—একজন প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য। তিনি সম্ভবতঃ পতঞ্জলির পরবর্ত্তী এবং বাগ্ভটের পূর্ব্ববর্ত্তী। কুসুমাবলীতে ১২-১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় শ্রীকণ্ঠ লিখিয়াছেন—'যদাহ কপিলবলঃ ইত্যাদি। তৎপূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদদীপিকায় ১১ খৃষ্টশতাব্দীয় চক্রপাণি লিখিয়াছেন—'অতএব কপিলবলেঽপি পঠ্যতে··'। তৎপূর্ব্বে

চিকিৎসাকলিকাবিবৃতিতে ১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয় চন্দ্রটাচার্য্য বলিয়াছেন—'কপিলবলেনাপ্যুক্তম্—"পাদৌষধং জলম্···" ইত্যাদি। সম্প্রতি কোনও নিবন্ধকার লিখিয়াছেন—'অষ্টাঙ্গসংগ্রহে বাগ্ভট বলিয়াছেন—কপিলবলস্তেষাং স্বলক্ষণানি রসতো নির্দ্দিদেশ কট্বম্ল-লবণং পিত্তং স্বাদ্বম্ললবণঃ কফঃ। কষায়তিক্তকটুকো বায়ুর্দৃষ্টো-হনুমানতঃ॥' এবং ইহার শশিলেখা টীকায় ইন্দুমিত্র বলিয়াছেন—'আচার্য্যঃ কপিলবলস্তেষাং রসস্বরূপেণৈব নির্দ্দিদেশ, ন তু শীতাদি-গুণান্তরস্বরূপেণেত্যর্থঃ। তচ্চ কপিলবলগ্রন্থঃ কট্বম্লেত্যাদিনা পঠতি।' অষ্টাঙ্গসংগ্রহ বা শশিলেখা হইতে আমরা এসকল কথা বাহির করিতে পারি নাই। থাকিলেও উহা উদ্ধৃত বাক্য। কপিলবল চরকের টীকা লিখিয়াছিলেন।

কীথ্ সাহেবের মতে কপিলবল দৃঢ়বলের পিতা। প্রাত্নিকপ্রবর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের মতে কপিল দৃঢ়বলের পিতা। আমাদের মতে কপিবল দৃঢ়বলের পিতা। এখন সত্যাবধারণে সম্প্রদায়বিৎ পণ্ডিতগণই প্রমাণ। ইতিপূর্ব্বে কপিল নাম দ্রষ্টব্য।

কপিবল—একজন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য। বৃন্দমাধব নামক সিদ্ধযোগের কুসুমাবলী টীকায় শ্রীকণ্ঠদত্ত লিখিয়াছেন—'যদাহ-কপিবলঃ মধৌ সহসি নভসি মাসি দোষান্ প্রবাহয়েৎ। বমনৈশ্চ বিরেকৈশ্চ নিরূহৈঃ সানুবাসনৈঃ॥ ইতি (স্বস্থাধিকার ৮১।৪২)। আমাদের মতে ইনিই দৃঢ়বলাচার্য্যের পিতা।

কপিষ্ঠল—একজন বৈদ্যাগমিক মুনি। ইহার তন্ত্র বহুকাল

কম্বলি বা **কম্বলী**—একজন প্রাচীন রসবিদ্যাবিৎ পণ্ডিত রসরত্নসমুচ্চয়ে ইহার নাম দৃষ্ট হয়। তথায় লিখিত আছে—'ইন্দ্রদো গোমুখশ্চৈব কম্বলি র্ব্যাড়িরেব চ' (রসোৎপত্তি প্রস্তাব)।

করথ বা কবথ—ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় ১৬ অধ্যায়মতে ইনি ভাস্করশিষ্য এবং সর্ব্বধরতন্ত্র প্রণেতা। ভাস্কর অর্থাৎ বিবস্বান্ মনুর পিতা। Hindu History গ্রন্থের ৪৭৪ পৃষ্ঠায় মজুমদার মহোদয় ইঁহাকে ১৮ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীয় বলেন।

করবীর আচার্য্য—মধুকোষের ৬৬ পৃষ্ঠায় বিজয়রক্ষিত নাম-গ্রহণপূর্ব্বক ইহার বচন উঠাইয়াছেন। উদ্ধৃত শ্লোকটী বৈদ্যশাস্ত্র-বিষয়ক, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ আমরা জানি না। নিবন্ধসংগ্রহের ৩৯ পৃষ্ঠায় ডল্লনাচার্য্যও ইহার নাম করিয়াছেন।

বোম্বাই প্রদেশীয় কোলাপুরের নাম করবীরপুর। সংক্ষেপে ইহা 'করবীর' বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীতে এই নগর খুব সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। এই সময়ে এই স্থানের প্রধান চিকিৎসককে করবীর আচার্য্য বলা অসম্ভব নহে। পুরাকালে এই স্থানেই দিবোদাস ধন্বন্তরির শিষ্য করবীর্য্য মুনি জন্মগ্রহণ করেন। সেইজন্য তিনিও করবীর্য্য বলিয়া অভিহিত হন।

করবীর্য্য মুনি—দিবোদাস ধন্বন্তরির শিষ্য এবং সুশ্রুতের সতীর্থ। করবীরপুরে (কোলাপুর) জন্ম হওয়ায় এবং সেইখানকার প্রধান চিকিৎসক হওয়ায় করবীর্য্য নামের উৎপত্তি অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। কনকপুরে জন্মহেতু বুদ্ধদেবের একজন শিষ্যকে কনকমুনি বলা হয়। ঐস্থানে ঈশ্বর কৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা প্রণীত হওয়ায় উহা কনকসপ্ততি নামে এখনও প্রসিদ্ধ।

করাল মুনি—একজন সুপ্রাচীন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য। অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহস্থিত দ্বিতীয় প্ররোহের আরম্ভেই বাগ্‌ভট ইহার নাম করিয়াছেন। নিবন্ধসংগ্রহে লিখিত আছে—"নিমিপ্রণীতাঃ ষট্‌-সপ্ততি নেত্ররোগাঃ। করালভট্ট-শৌনকাদি-প্রণীতাঃ" (উত্তর—১)। বৃন্দাচার্য্য ও বঙ্গসেনাদি প্রাচীন বৈদ্যগণও ইহার নাম করিয়াছেন। Bower পাণ্ডুলিপিতে লিখিত আছে—"আত্রেয়হারীত পরাশর

ভেল-গর্গ-সাংবভ্য-সুশ্রুত-বশিষ্ঠ-**করাল**-কাপ্যাঃ···" (১।৫।৮, ১১পৃঃ)। অষ্টাঙ্গসংগ্রহের দ্বিতীয় প্ররোহে বাগ্‌ভট্টাচার্য্য ইঁহাকে আত্রেয়শিষ্য বলিয়াছেন। তথায় লিখিত আছে—"আযযু র্মানুষং লোকং মুদিতাঃ পরমর্ষয়ঃ। স্থিত্যর্থমায়ুর্ব্বেদস্য তেঽথ তন্ত্রাণি চক্রিরে॥ কৃত্বাঽগ্নিবেশহারীতভেড়মাণ্ডব্যসুশ্রুতান্। **করালাদীংশ্চ** তচ্ছিষ্যান্ গ্রাহয়ামাসুরাদৃতাঃ॥" (২ পৃষ্ঠা)। ইহার শশিলেখা টীকায় ইন্দুমিত্র লিখিয়াছেন—"তে চ···শতক্রতুপ্রোক্তমাগমং গৃহীত্বা 'ময়ৈবমজ্ঞায়ি ময়ৈবমজ্ঞায়ি' ইতি পরস্পরং প্রকাশ্য চ মানুষং লোকমাযযুঃ প্রাপুঃ। কিংভূতাঃ? মুদিতাঃ সম্পন্নকার্য্যত্বাৎ সহর্ষাঃ। আগত্য চ মানুষং লোকমায়ুর্ব্বেদস্য স্থিত্যর্থমায়ুর্ব্বেদো মাস্তধ্বাদিতি তন্ত্রাণি চক্রিরে অকুর্ব্বন্। তত স্তানি তন্ত্রাণি কৃত্বা আদৃতাঃ সাদরং পুনর্ব্বসুধন্বন্তরিপ্রভৃতয়োঽগ্নিবেশাদিকান্ সুশ্রুতান্তানধিগময়ামাসুঃ। ন কেবলমগ্নিবেশাদীন্, যাবত্তচ্ছিষ্যান্ করালাদীনপি গ্রাহয়ামাসুঃ।" অতএব করাল মুনি আত্রেয়-শিষ্য। তিনি পরবর্ত্তিকালে ভট্টশব্দের দ্বারা বিশেষিত হইয়াছেন। ইহা সমীক্ষার অভাব। তত্ত্বচন্দ্রিকায় ৪৯৩ পৃষ্ঠায় নামগ্রহণপূর্ব্বক করালের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে (বঙ্গীয় সং)।

কলহ দাস—নিশ্চলোক্ত বৈদ্য। 'কোলহসংহিতাকৃৎ' প্রস্তাব দ্রষ্টব্য। প্রকৃতনাম—কোলহ দাস। ইনি সম্ভবতঃ ১০ খৃষ্টশতাব্দীয়।

কল্যাণ ভট্ট—৭-৮ খৃষ্টশতাব্দীয় রামদাসের পৌত্র ও মহীধরের পুত্র, বালতন্ত্রাদিপ্রণেতা এবং ৮-৯ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইঁহারা অহিচ্ছত্র-নগরে বাস করিতেন। অহিচ্ছত্র রোহিলখণ্ডস্থিত বেরেলির পশ্চিমে অবস্থিত। ৭২২ খৃষ্টাব্দে ইঁহার বালতন্ত্র সমাপ্ত হয়। ইনি কল্যাণ উপাধ্যায় বলিয়াও প্রসিদ্ধ।

কল্যাণ ভট্ট বা কল্যাণ মল্ল—লোডিবংশীয় লাটখাঁর সভা-পণ্ডিত, অনঙ্গরঙ্গনামক কামশাস্ত্রীয়গ্রন্থকার, এবং ১৫-১৬ খৃষ্ট-

শতাব্দীয়। ইনি মেঘদূতের 'মালতী'নামে একখানি টীকা লিখিয়াছেন। কল্যাণ মল্ল ১৪৮৮ হইতে ১৫১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

কবন্ধ—অথর্ব্ববেদের ষষ্ঠকাণ্ডস্থ ৭৫ হইতে ৭৭ সূক্তীয় মন্ত্রবর্গের দ্রষ্টা। ইনি সুমন্তুর শিষ্য এবং জাজলি ও পিপ্পলাদের পরমাচার্য্য। কবন্ধের শিষ্য দেবদর্শ এবং পথ্য। অথর্ব্বমুনির পৌত্র পিপ্পলাদ দেবদর্শের শিষ্য। (বিষ্ণুপুরাণ)।

কবিকণ্ঠহার বা রাধাকান্ত বৈদ্য কবিকণ্ঠহার—কাতন্ত্রপরিভাষা টীকাকৃন্ মাধবদাস কবিচন্দ্রের পৌত্র, 'রত্নাবলী' নামক বৈদ্যগ্রন্থকৃৎ ত্রিলোচন কবীন্দ্রচন্দ্রের পুত্র, কৌমারদের 'চর্করীত রহস্য' প্রণেতা এবং ১৬-১৭ খৃষ্টশতাব্দীয়। মাধবদাস বরিশালে রাজা কন্দর্প-নারায়ণের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ত্রিলোচন ও কবিকণ্ঠহার বরিশালে থাকিতেন। বৈদ্যশাস্ত্রে কবিকণ্ঠহার 'প্রয়োগরত্নাকর' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তৎকৃত বৈদ্যকুলপঞ্জিকা হইতে তাঁহার 'রাধাকান্ত' নাম পাওয়া গিয়াছে।

কবিচন্দ্র বা মাধবদাস কবিচন্দ্র—কবিকণ্ঠহারের পিতামহ, ত্রিলোচনচন্দ্র বৈদ্য কবীন্দ্রচন্দ্রের পিতা, 'বৈদ্যকরত্নাবলী' প্রণেতা, বরিশালে রাজা কন্দর্পনারায়ণের সভাপণ্ডিত, এবং ১৫-১৬ খৃষ্ট-শতাব্দীয়। ইনি কাতন্ত্রপরিভাষার টীকাকার।

কবিরাজ গিরি—'কবিরাজকৌতুক' নামক বৈদ্যগ্রন্থকার।

কবীন্দ্রচন্দ্র বা ত্রিলোচনচন্দ্র বৈদ্য কবীন্দ্রচন্দ্র—মাধবদাস কবি-চন্দ্রের পুত্র, রাধানাথ কবিকণ্ঠহারের পিতা, 'রত্নাবলী' নামক বৈদ্য-গ্রন্থকার এবং ১৬ খৃষ্ট-শতাব্দীয়। ইঁহারা বরিশালে থাকিতেন।

কবীন্দ্রাচার্য্য—একজন কুটীচক যতি। কাশীতে ইঁহার একটী বিপুল গ্রন্থাগার ছিল। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে সেই গ্রন্থাগারস্থ গ্রন্থরাশির

একখানি সূচীপত্র প্রণীত হয়। সেই সময়ে বৈদ্যকশাস্ত্রাদির কি কি গ্রন্থ ছিল তাহা ইহাতে লিখিত আছে।

কশ্যপ মুনি—একজন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য এবং কশ্যপসংহিতা প্রণেতা। ইহার নামানুসারে যজুর্ব্বেদ কাশ্যপগোত্রীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি অথর্ব্ববেদের ১০ কাণ্ডস্থ ১০ সূক্তীয় এবং ১২ কাণ্ডস্থ ৪-৫ সূক্তীয় মন্ত্রবর্গের দ্রষ্টা। কশ্যপ মারীচ ইহার নামান্তর। অথর্ব্ববেদের ৭ কাণ্ডস্থ ৬২-৬৩ সূক্তীয় মন্ত্রসমূহের দ্রষ্টাও কশ্যপ মারীচ। মার্কণ্ডেয়পুরাণে স্মৃত হইয়াছে—"ব্রহ্মণ স্তনয়ো যোঽভূন্ মরীচিরিতি বিশ্রুতঃ। কশ্যপস্তস্য পুত্রোঽভূৎ কশ্যপানাং স কশ্যপঃ॥" (১০৮।৩)। ইনি ইন্দ্রশিষ্য (চরক চিকিৎসিতস্থান)। অষ্টাঙ্গসংগ্রহের দ্বিতীয় প্ররোহে বাগ্‌ভটাচার্য্য বলিয়াছেন—'ধন্বন্তরি-ভরদ্বাজ-নিমি-কাশ্যপ-কশ্যপাঃ' ইত্যাদি (২ পৃঃ)। ইন্দ্র ইহাকে ঐন্দ্রিয়রসায়ন বিদ্যা প্রদান করেন। চরকোক্ত হিমবৎসভায় ইনি উপস্থিত ছিলেন। কশ্যপ মুনি ভীষ্মের তনুত্যাগকালে আবির্ভূত হন (শান্তিপর্ব্বস্থ রাজধর্ম্মপর্ব্ব ৪৭ অঃ)। ঐলকে কশ্যপ বলিয়াছিলেন—'আত্মা রুদ্রো হৃদয়ে মানবানাং স্বং স্বং দেহং পরদেহং চ হন্তি। বাতোৎপাতৈঃ সদৃশং রুদ্রমাহু দৈবৈ র্জীমূতৈঃ সদৃশং রূপমস্য॥' (মহাভারত—শান্তিপর্ব্বস্থ রাজধর্ম্মপর্ব্ব ৭৩ অং ১৯ শ্লোক)। ইহার নৈলকণ্ঠীয় ব্যাখ্যায় লিখিত আছে—মানবানাং হৃদয়ে য আত্মা জীবোঽস্তি স এব রুদ্রঃ সংহর্ত্তা ভবতি, ইত্যাদি। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে 'কশ্যপ' নামের নিরুক্তি আছে—"কশ্যপঃ। সর্ব্বং জগৎ সর্ব্বদা সৌক্ষ্ম্যেণ পশ্যতীতি কশ্যপঃ। কশ্যপোঽপিপশ্যকো ভবতি যৎ সর্ব্বং পরিপশ্যতীতি সৌক্ষ্ম্যাৎ।" (১।৮।৮)। অভিপ্রায় এই যে, 'পশ্যক' শব্দের অক্ষরবিপর্য্যয় দ্বারা 'কশ্যপ' নাম হইয়াছে। এই নিরুক্তিই সুশোভন।

Hoernle সাহেবের মতে কশ্যপ এবং কাশ্যপ একই ব্যক্তি।

কিন্তু চরক এবং বাগ্‌ভট উভয়কে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াছেন। কশ্যপসংহিতায় ভ্রূণের যুগপৎ সর্ব্বাঙ্গনির্বৃত্তি প্রথমে সূচিত হয়। কশ্যপমুনি বালগ্রহের (of demoniacal seizure of children) প্রতীকার বলিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, শিশু-চিকিৎসায় তিনি একজন বিশেষজ্ঞ (a specialist in pediatrics) ছিলেন। কেহ কেহ ইঁহাকে বৃদ্ধকশ্যপ বলিয়াছেন। ইঁহার দশাঙ্গধূপ এখনও প্রচলিত আছে।

কাকচণ্ডীশ্বর—রসরত্নসমুচ্চয়ে লিখিত আছে—"মন্থানভৈরবশ্চৈব কাকচণ্ডীশ্বর স্তথা। বাসুদেব ঋষিঃ শৃঙ্গঃ ক্রিয়াতন্ত্রসমুচ্চয়ী॥"

কাকচণ্ডেশ্বরী—কাকচণ্ডী, কাকচামুণ্ডা এবং কাকচণ্ডেশ্বরী উমারই নামান্তর। কাকচণ্ডেশ্বরী নামে একখানি তন্ত্র আছে। সর্ব্বজ্ঞ সদাশিবের সহিত দেবীর কথোপকথন লইয়া তন্ত্রখানি রচিত। ইহার প্রথমেই লিখিত আছে—'কৈলাসশিখরাসীনামুমাং রুদ্রো জগদ্‌গুরুঃ' ইত্যাদি। গ্রন্থমধ্যে আছে—'শ্রীসর্ব্বজ্ঞ উবাচ—'শৃণু ত্বং কাকচামুণ্ডে সাধকানাং হিতং প্রিয়ে" ইত্যাদি এবং 'শ্রীকাকচণ্ডী উবাচ—'কথয়স্ব মহাদেব কামভোগপ্রসাধনঃ। অর্থঃ সংপদ্যতে যেন হ্যক্লেশাৎ পরমেশ্বর॥"

কাকুৎস্থ সেন—তত্ত্বচন্দ্রিকাপ্রণেতা ১৫-১৬ খৃষ্টশতাব্দীয় শিবদাস সেনের বৃদ্ধপ্রপিতামহ এবং সম্ভবতঃ ১৪ খৃষ্টশতাব্দীয়।

কাঙ্কায়ন—অথর্ব্ববেদের ৬ কাণ্ডস্থিত ৭০ সূক্তীয় মন্ত্রসমূহের এবং ১১ কাণ্ডস্থিত নবমসূক্তীয় মন্ত্রের দ্রষ্টা। ইনিই সম্ভবতঃ কাঙ্কায়ন বাহ্লীক।

কাঙ্কায়ন বাহ্লীক—অর্থাৎ কাঙ্কায়ন—the foremost of all physicians of the বাহ্লীক country. কাঙ্কায়নমুনি বাহ্লীকদেশের প্রধান আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য ছিলেন। চরকীয় সূত্রস্থানের

২৬ অধ্যায়ে ইহার নাম দৃষ্ট হয়। কাঙ্কায়ন গজায়ুর্ব্বেদবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। পালকাপ্যের হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ হইতে জানা যায় যে, তিনি হস্ত্যায়ুর্ব্বেদবিচারে রোমপাদের সভায় আহুত হন। কাঙ্কায়নের নামে কতকগুলি ঔষধ প্রচলিত আছে—কাঙ্কায়ন বিরেচন, কাঙ্কায়ন মোদক, কাঙ্কায়ন গুটিকা, কাঙ্কায়ন বটক, ইত্যাদি। 'বাহ্লীক—Balkh (Bactriana)। Balkh sent a representative in the person of কাঙ্কায়ন (Hindu Chem. I. Intro. p. XIII.)

কাণ্ব—অথর্ব্ববেদের আয়ুষ্যবিষয়ক দ্বিতীয় কাণ্ডস্থিত ৩১-৩২ সূক্তীয় মন্ত্রের এবং বশীকরণবিষয়ক পঞ্চমকাণ্ডস্থিত ২৫ সূক্তীয় মন্ত্রের দ্রষ্টা।

কাত্যায়ন—একজন প্রাচীন কাত্যায়নসংহিতা নামক বৈদ্যগ্রন্থকৃদ্ আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য এবং স্মৃতিকার। ইনি চরকোক্ত হিমবৎসভায় উপস্থিত ছিলেন, সুতরাং ইনি বার্ত্তিককার কাত্যায়নের বা গোভিলপুত্র কাত্যায়নের পূর্ব্ববর্ত্তী বৈদিক অনুক্রমণীপ্রণেতা সংহিতাদিকৃৎ কাত্যায়ন হইতে পারেন।

কাপ্য—কপিমুনির বংশধর। 'কাপ্য' বলিলে ভদ্রকাপ্যকে বুঝাইতে পারে, পালকাপ্যকেও বুঝাইতে পারে। Bower পাণ্ডুলিপিতে লিখিত আছে— "আত্রেয়-হারীত-পরাশর-ভেল-গর্গ-সাংবভ্য-সুশ্রুত-বশিষ্ঠ-করাল-**কাপ্যাঃ**' (১।৫।৮, ১১ পৃঃ)। এখানে ভদ্রকাপ্য উদ্দিষ্ট। আর হস্ত্যায়ুর্ব্বেদপ্রসঙ্গে 'কাপ্য' বলিলে পালকাপ্যমুনিকে বুঝিতে হইবে। তাঁহার হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তৎকর্তৃকই গজায়ুর্ব্বেদবিচারের জন্য ইনি রোমপাদের সভায় আহুত হন। আঙ্গিরস কাপ্যের নামান্তর। কপেরাঙ্গিরসগোত্রাপত্যং কাপ্যঃ—পাঃ-৪।১।১০৭। চরকোক্ত হিমবৎসভায় কাপ্য সম্ভবতঃ ভদ্রকাপ্য।

কাপালি বা কাপালী—বাসুদেবের পুত্র। কণিষ্ক-হুভিস্ক-জুস্ক-বাসুস্কাদির পরিচয় ইতিহাসে পাওয়া যাইবে। ইঁহারা কুশানবংশীয় শকাধিপতি ছিলেন। বাসুস্ক হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বাসুদেব নামে প্রসিদ্ধ হন। তিনি সম্ভবতঃ কণিষ্কের পৌত্র এবং ২-৩ খৃষ্ট-শতাব্দীয়। তাঁহার পুত্র বামাচারী অবধূত হইয়া 'কাপালি' নামে প্রসিদ্ধ হন। ইনি একজন প্রকটাবধূত রসাচার্য্য। রসেশ্বর সিদ্ধান্তে লিখিত আছে—"চর্বটিঃ কপিলো ব্যাড়িঃ কাপালিঃ কন্দলায়নঃ। এতেঽন্যে বহবঃ সিদ্ধা জীবন্মুক্তাশ্চরন্তি হি॥ তনুং রসময়ীং প্রাপ্য তদাত্মককথাচণাঃ॥" ইনি একজন কাপালিক সন্ন্যাসী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। ইনি 'রসরাজমহোদধি' নামে একখানি রসবিষয়ক গ্রন্থ করেন। কেহ কেহ ইঁহাকে কাপালিক বলেন। রসরত্নসমুচ্চয়ে ইনি এই নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ কাপালি ৩-৪ খৃষ্টশতাব্দীয়।

কাপিঞ্জল—কপিঞ্জলমুনির পুত্র। ইনি অথর্ব্ববেদের আয়ুষ্য-বিষয়ক দ্বিতীয়কাণ্ডস্থ ২৯ সূক্তীয় মন্ত্রের এবং সৌমনস্য বিষয়ক সপ্তমকাণ্ডস্থ ৯৫-৯৬ সূক্তীয় মন্ত্রের দ্রষ্টা।

কামদেব—রতিপতি। ইঁহার নামে নানা ঔষধ প্রচলিত আছে—কামদেব ঘৃত, এবং মেথীমোদক (ভাবিতঃ কামদেবেন মেথীমোদকসংজ্ঞকঃ), কামরস, মন্মথরস, মদনানন্দমোদক, কামেশ্বর-মোদক, ইত্যাদি। মদন-মন্মথাদি কামদেবের নামান্তর। তৎপত্নী রতির নামে 'রতিবিলাসচূর্ণ' নামক ঔষধ প্রচলিত আছে।

কামদেব বা মদনদেব—চন্দ্রবংশীয় হৈহয়কুলোৎপন্ন কিরাতাধি-পতি কামদেব গোবিন্দ ভগবৎপাদের শিষ্য এবং রসপ্রস্তুতকরণে তাঁহার সহকর্ম্মা। ইনি ৮ খৃষ্টশতাব্দীতে বিন্ধ্যপ্রদেশে রাজত্ব করিতেন। গোবিন্দের রসহৃদয়ে লিখিত আছে—"তস্মাৎ কিরাত-নৃপতে র্বহুমানমবাপ্য রসকর্ম্মনিরতঃ। রসহৃদয়াখ্যং তন্ত্রং বিরচিত

বান্ ভিক্ষু গোবিন্দঃ ॥" (১৯।৮৩)। রসকর্ম্মসাধনে ইঁহার পটুতা জানা যায়, কিন্তু ইঁহার কোনও গ্রন্থ পাওয়া যায় না।

কিরাতাধিপতি কামদেব বা মদনদেব যে ৮ খৃষ্টশতাব্দীয় তাহা Cunningham সাহেবের Archeological Reports Vol. xvii, p. 78, দেখিলেই উপপন্ন হইবে। শিবশক্তিসঙ্গমতন্ত্র বলিয়াছেন—'তপ্তকুণ্ডং সমারভ্য রামক্ষেত্রান্তকং শিবে। কিরাত-দেশো বিজ্ঞেয়ো বিন্ধ্যশৈলেঽবতিষ্ঠতে॥' বিন্ধ্যদেশে অবস্থানহেতু গোবিন্দকে বিন্ধ্যবাসী বলা হয়। ত্রিবিক্রমদেবের 'লৌহপ্রদীপে' (Light on the Science of Metals) নামক গ্রন্থে গোবিন্দ-এই নামে উল্লিখিত হইয়াছেন।

কার্ত্তিক বা কার্ত্তিক কুণ্ড—কবিসেনের পুত্র, গণপতি ব্যাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং ৯-১০ বা ১০ খৃষ্টশতাব্দীয়। বিজয়রক্ষিত ডল্লনাচার্য্যাদির লেখা হইতে বুঝা যায় যে, ইনি চরক-সুশ্রুতের টীকা লিখিয়াছিলেন। এজন্য মধুকোষের ৫৪ পৃষ্ঠা এবং নিবন্ধসংগ্রহের ১৬০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। কার্ত্তিকের গ্রন্থ আমরা দেখি নাই, তবে গণপতির যোগসমুচ্চয়াদি গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায়। কার্ত্তিক সম্ভবতঃ বৃন্দের কোনও আত্মীয় ছিলেন। ইহা প্রাত্নিকদের অনুমানমাত্র।

কার্ত্তিকেয়—হরপার্ব্বতীর পুত্র। ইনি 'বাহটগ্রন্থ' নামে এক-খানি বৈদ্যকগ্রন্থ করেন। ইহা বাগ্‌ভটপ্রণীত কোনও গ্রন্থ নহে। বাহটগ্রন্থ একখানি তন্ত্রবিশেষ। ইহার প্রারম্ভেই লিখিত আছে—"অস্য শ্রীপার্ব্বতীয়স্য প্রিয়সুনু গুণোন্নতঃ। ষন্মুখে রচিতে চৈব বাহটগ্রন্থমুত্তমম্॥ বৈদ্যানাং যশসেঽর্থায় ব্যাধিতানাং হিতায় চ। ধত্তে ধন্বন্তরিপ্রোক্তং তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥" গ্রন্থের পুষ্পিকায় লিখিত আছে—"ইতি শ্রীগৌরীপুত্রকার্ত্তিকেয়বিরচিতে বাহটগ্রন্থে···" ইত্যাদি।

বাহূটগ্রন্থের নয়টী পরিচ্ছেদে নয়টী বিষয় আচরিত, যেমন— প্রথম পরিচ্ছেদে নিদানযোগ, দ্বিতীয়ে কষায়যোগ, তৃতীয়ে পথ্যা-পথ্যযোগ, চতুর্থে তৈলযোগ, পঞ্চমে ঘৃতযোগ, ষষ্ঠে লেহ্যবর্গ, সপ্তমে চূর্ণবটকযোগ, অষ্টমে ঔষধযোগ, এবং নবমে রসযোগ। মান্দ্রাজের ওডায়ার গ্রন্থাগারে এই পুঁথীর কতক কতক অংশ এখনও সুরক্ষিত আছে।

কালনাথ—ঢুণ্ঢুকনাথের গুরু এবং রসাচার্য্য। ঢুণ্ঢুকনাথের রসেন্দ্রচিন্তামণি হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়। ইনি সম্ভবতঃ ১৪-১৫ খৃষ্টশতাব্দীয়। ভূদেববাবু বলেন, কালনাথ এবং লক্ষ্মীশ্বর নামক যোগিদ্বয় শ্রীরামচন্দ্রের রসবিষয়ক গুরু ছিলেন।

কালপাদ—রত্নপ্রভায় নিশ্চলোক্ত বৈদ্যবিশেষ। চিকিৎসা-সংগ্রহে চক্রপাণিও ইঁহার নাম করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইনি একজন প্রাচীন আচার্য্য। 'কালজ্ঞান' নামক বৈদ্যগ্রন্থপ্রণেতা শম্ভুনাথই সম্ভবতঃ কালপাদ।

কালিদাস—ধারাকল্প এবং বৈদ্যমনোরমা নামক বৈদ্যগ্রন্থদ্বয়-কর্ত্তা ও জ্যোতির্ব্বিদাভরণ নামক জ্যোতিষগ্রন্থপ্রণেতা। কেরল-দেশে ইঁহার জন্ম এবং ইনি ১৩-১৪ খৃষ্টশতাব্দীয়।

কালীপ্রসাদ বৈদ্য—'সারসংগ্রহ'-টীকা নামে একখানি বৈদ্যগ্রন্থ করেন।

কাব্য—উশনা বা শুক্রাচার্য্যের নামান্তর। উশনা নাম দ্রষ্টব্য।

কাশ—কাশীর প্রথম রাজা এবং সুহোত্রের পুত্র। কাশের পুত্র কাশীরাজ কাশীর দ্বিতীয় রাজা এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণমতে তিনি চিকিৎসাকৌমুদীপ্রণেতা। তৎপুত্র দীর্ঘতপা কাশীর তৃতীয় রাজা, যিনি তপোবলে স্বর্বৈদ্য ধন্বন্তরিকে পুত্ররূপে লাভ করেন। তৎপুত্র কাশীর চতুর্থ রাজা এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমতে তিনি

১। কাশ
|
২। কাশীরাজ—চিকিৎসা কৌমুদীকৃৎ
|
৩। দীর্ঘতপা
|
৪। কাশীরাজ ধন্বন্তরি চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞানকৃৎ

৫। কেতুমান্ বা হর্য্যশ্ব
|
৬। ভীমরথ বা সেন
|
৭। দিবোদাস কাশী-
রাজ ধন্বন্তরি।
|
৮। প্রতর্দ্দন
|
৯। বৎস + মদালসা
|
১০। অলর্ক
⋮
২০। ধৃষ্টকেতু

চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞানপ্রণেতা। তৎপুত্র কেতুমান্ বা হর্য্যশ্ব কাশীর পঞ্চম রাজা। তৎপুত্র ভীমরথ কাশীর ষষ্ঠ রাজা, ইঁহার ঔরসে এবং গণবতীর গর্ভে দিবোদাস উৎপন্ন হন। ভীমরথের পুত্র কাশীরাজ ধন্বন্তরি দিবোদাস কাশীর সপ্তম রাজা এবং সুশ্রুতাদির গুরু। হৈহয়বংশীয় রাজা দুর্দ্দম ইঁহাকে পরাজয় করিয়া কাশী অধিকার করেন, কিন্তু দৈবোদাসি প্রতর্দ্দন কর্ত্তৃক দুর্দ্দম পরাজিত হইলে কাশী পুনরুদ্ধৃত হয়। মহাভারতের মতে ভীমসেন ভীমরথের নামান্তর। উদ্যোগপর্ব্বের ১১৬ অধ্যায়ে লিখিত আছে—'দিবোদাস ইতি খ্যাতো ভৈমসেনি নর্রাধিপঃ'। দিবোদাসের ঔরসে দৃষদ্বতীর গর্ভে মতান্তরে মাধবীর গর্ভে লব্ধজন্মা প্রতর্দ্দন কাশীর অষ্টম রাজা। প্রতর্দ্দনের পুত্র বৎস কাশীর নবম রাজা, মদালসা তাঁহার পত্নী। বৎসের ঔরসে এবং মদালসার গর্ভে অলর্কের জন্ম হয়, ইনি কাশীর দশম রাজা। তারপর ক্রমশঃ কাশীর বিংশতিতম রাজা ধৃষ্টকেতু আবির্ভূত হন। ইনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। গীতায় স্মৃত হইয়াছে—'ধৃষ্টকেতু শ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্'।

কাশীনাথ দ্বিবেদী—একজন ১৪ খৃষ্টশতাব্দীয় বৈদ্য। ইনি নানা বৈদ্যকগ্রন্থ প্রণয়ন করেন, যেমন—রসকল্পলতা, চিকিৎসাক্রম-কল্পবল্লী, অজীর্ণমঞ্জরী, কাশীনাথী, শার্ঙ্গধরসংহিতার 'গূঢ়ার্থদীপিকা' টীকা ইত্যাদি। রসকল্পলতাকে কেহ কেহ রুদ্রযামলীয় রসকল্প বলিয়া থাকেন। ইহা তন্ত্রশাস্ত্রের ধারায় লিখিত, কিন্তু গ্রন্থারম্ভে শিবকে এবং চণ্ডিকাকে প্রণাম করা হইয়াছ। গ্রন্থস্থিত প্রত্যেক উল্লাসের পুষ্পিকায় গ্রন্থকার ইহাকে রুদ্রযামলের অংশ বলিয়াছেন। আবার কখনও কখন তিনি গোবিন্দ ভগবৎপাদ, স্বচ্ছন্দভৈরব এবং

অন্যান্য রসাচার্য্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতাও দেখাইয়াছেন। এসকল বিচিত্র ব্যবহার স্বতোব্যক্ত (revealed) আগমাদি শাস্ত্রের আচার-বিরুদ্ধ। অজীর্ণমঞ্জরীর উপর ১৭-১৮ খৃষ্ট শতাব্দীয় কালাপক রমানাথ বৈদ্য অজীর্ণমঞ্জরী-টীকা প্রণয়ন করেন। কোনও কোন গ্রন্থে কাশীনাথ স্থলে কাশীরাম লিখিত আছে।

কাশীরাজ—কাশীর দ্বিতীয় রাজা এবং দিবোদাসের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তমতে ইনি চিকিৎসাকৌমুদী প্রণয়ন করেন। অজীর্ণামৃতমঞ্জরী নামক বৈদ্যকগ্রন্থ ইঁহার নামে প্রচলিত। সম্ভবতঃ ইহাই কাশীরাজসংহিতা। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে কবীন্দ্রাচার্য্যসূচীতে এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে। ইঁহার পুত্র দীর্ঘতপা কাশীর তৃতীয় রাজা। কাশ নাম দ্রষ্টব্য।

এই কাশীরাজের স্থিতিকালসম্বন্ধে Hindu History গ্রন্থের ৪৭৪-৫ পৃষ্ঠায় মজুমদার মহোদয় লিখিয়াছেন—"The Second King of Benaras and author of চিকিৎসাকৌমুদী, perhaps 17th c. B. C." ব্রহ্মবৈবর্ত্তমতে ইনি ভাস্করশিষ্য। আবার কেহ কেহ বলেন, ইনি ভরদ্বাজের শিষ্য। মনে হয়, চক্রবর্ত্তিবিশেষত্বহেতু ইনিই বামক নামে অভিহিত হন এবং ইঁহার সহিত পারীক্ষি, মৌদ্গল্য, হিরণ্যাক্ষ, শৌনক, ভদ্রকাপ্য, ভরদ্বাজ, কাঙ্কায়ন এবং পুনর্ব্বসু-আত্রেয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় বিচার হইয়াছিল (চরক—সূ ২৫ অঃ)।

কাশীরাজ ধন্বন্তরি—কাশীর চতুর্থ রাজা এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমতে চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞানপ্রণেতা। মহারাজ দীর্ঘতপা স্বর্বৈদ্য ভগবান্ ধন্বন্তরির বরে যে পুত্র, লাভ করেন তিনিই এই কাশীরাজ ধন্বন্তরি নামে খ্যাত হন। ইনি কাশীরাজ ধন্বন্তরি দিবোদাসের প্রপিতামহ। ইঁহার পুত্র কেতুমান্ বা হর্য্যশ্ব কাশীর পঞ্চম রাজা এবং ইঁহার পৌত্র ভীমরথ বা ভীমসেন কাশীর ষষ্ঠ রাজা ও দিবোদাসের পিতা।

Hindu History গ্রন্থের ৪৭৪-৫ পৃষ্ঠায় মজুমদার মহোদয় লিখিয়াছেন—Kasiraj Dhanvantari—the fourth King of Benaras and author of চিকিৎসাকৌমুদী, perhaps 17 c. B. C. ইত্যাদি। এই কাশীরাজ ধন্বন্তরির নামে নানা ঔষধ প্রচলিত আছে, যেমন—রসাভ্রগুগ্‌গুলু, অশ্বগন্ধাদ্য তৈল, ইত্যাদি।

কাশীরাজ ধন্বন্তরি দিবোদাস—কাশীর সপ্তম রাজা, ধন্বন্তরির অবতার, সুশ্রুতাদির গুরু, এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমতে চিকিৎসাদর্পণ বা চিকিৎসাদর্শনকৃৎ। ইনি ধন্বন্তরি সংহিতা ও লোহশাস্ত্র (science of metals) প্রণয়ন করেন। ইঁহার ছয়জন শিষ্য সুপ্রসিদ্ধ—সুশ্রুত, ঔপধেনব, বৈতরণ, ঔরভ্র, পৌষ্কলাবত এবং করবীর্য্য। ইঁহার নামে প্রচলিত ঔষধ—বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস, পিত্তান্ত রস, ইত্যাদি।

সুশ্রুতে শুনা যায়, দিবোদাস বলিয়াছিলেন—"অহং হি ধন্বন্তরি-রাদিদেবো জরারুজামৃত্যুহরোঽমরাণাম্। শল্যাঙ্গমঙ্গৈরপরৈরুপেতং প্রাপ্তোঽস্মি গাং ভূয় ইহোপদেষ্টুম্॥" ইহা স্বাত্মস্তুতি মাত্র। বেদান্ত বলেন—'শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেবাদিবৎ' (১।১।৩১ খৃঃ)। বামদেব বলিয়াছেন—'অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চাহং কক্ষীবানৃষি রস্মি বিপ্র…' ইত্যাদি দেবীসূক্তে অম্ভৃণকন্যা বাও্‌নাম্নী ব্রহ্ম-বিদুষীর সমাম্নায় আছে—'অহং রুদ্রেভি র্বসুভি শ্চরামি' ইত্যাদি। গীতাতেও ঐরূপ আত্মস্মরণ আছে—'আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ' (১০।২৯)। অতএব শ্লোকস্থ 'অহম্' পদের দ্বারা বস্তুতঃ কাশীরাজ দিবোদাস গৃহীত হন নাই, কিন্তু গৃহীত হইয়াছেন স্বর্গবৈদ্য ধন্বন্তরি যাঁহার তাৎকালিক আবির্ভাবহেতু দিবোদাসের মুখ হইতে ঐসকল কথা অজ্ঞাতভাবে নির্গত হইয়াছে। অতএব শ্লোকটীর অর্থ এইরূপ বলিয়া মনে হয়—'আদিদেবঃ শঙ্করাংশত্বান্ মুখ্যো দেবঃ, অন্যে তু কর্ম্মদেবা ইন্দ্রাদয়ঃ প্রয়োজনজনিতা ইতি। জরারুজা-

মৃত্যুহয়োঽমরাণামিত্যনেন চৈতদুক্তং ভবতি যদ্ দেবানামপি পুরা জরাদয়স্তস্থুঃ, তে চ ময়াঽঽদিদেবেন হৃতা ইতি। প্রাপ্তোঽস্মি গাং ভূয় ইহোপদেষ্টুমিত্যনেনৈতদুক্তং ভবতি যৎ পূর্ব্বমহং দেবকার্য্যার্থং স্বর্গং প্রাপ্তঃ, ইদানীং তু পুনঃ পৃথিবীং প্রাপ্তোঽস্মি মনুষ্যকার্য্যার্থমিতি। অতএব শ্লোকাদৌ 'অহম্' ইতিপদেন কাশ্যাঃ সপ্তমো রাজা ভৈমরথি র্ভৈমসেনি র্বা দিবোদাসো ন গৃহ্যতে, গৃহ্যতে তু স্বর্বৈদ্যঃ স্বয়ং ধন্বন্তরি র্যো ধরায়ামাবিভূর্ত এব। যথা চ বাঙ্নাম্নী ব্রহ্মবিদুষী স্বাত্মানমস্তাবীৎ—অহং রুদ্রেভি র্বসুভিশ্চরামীতি, যথা বা তুষ্টাব বামদেব ঋষিরহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চাহং কক্ষীবানৃষিরস্মি বিপ্রেতি, যথা বা সস্মার ভগবান্ বাসুদেবো গীতায়াম্—আদিত্যানামহং বিষ্ণুরিতি (১০।২১), তদ্বৎ।'

দিবোদাসের নামে লোহশাস্ত্র (Science of metals) আরোপিত হইয়াছে। শুনা যায়, প্রথমে পতঞ্জলি এবং তারপর নাগার্জুন ইহার প্রতিসংস্কার করেন। লোহশাস্ত্র অর্থাৎ ধাতুশাস্ত্র। Dr. P. C. Ray লোহশাস্ত্রের অনুবাদ করিয়াছেন—'Science of Iron', কিন্তু আমরা বলি—Science of metals. কারণ মহাভারতের শান্তিপর্ব্বস্থ রাজধর্ম্মপর্ব্বের ১১ অধ্যায়ে স্মৃত হইয়াছে—'চতুষ্পদাং গৌঃ প্রবরা লোহানাং কাঞ্চনং বরম্। শব্দানাং প্রবরো মন্ত্রো ব্রাহ্মণো দ্বিপদাং বরঃ॥' (১১ শ্লোক)।

কাশীরাম—কাশীনাথ নাম দ্রষ্টব্য।

কাশ্যপ—কাশ্যপতন্ত্র বা কাশ্যপসংহিতা এবং কাশ্যপীয় রোগনিদান প্রণয়ন করেন। ইনি সম্ভবতঃ কণাদ কাশ্যপ। বৈশেষিক ভাষ্যে প্রশস্তপাদ আচার্য্য কণাদের উদ্দেশে লিখিয়াছেন—'কাশ্যপোঽব্রবীৎ'। কোষেও কণাদনামের পর্য্যায় লইয়া উক্ত হইয়াছে—'উলূকঃ কাশ্যপঃ সমৌ'। চরকোক্ত হিমবৎসভায় ইনি উপস্থিত ছিলেন (সূত্রস্থান)। শরীরান্তর্গত সোম লইয়া

তিনি মুনিদের সহিত বিচারকালে বলেন—"সোম এব শরীরে শ্লেষ্মান্তর্গতঃ কুপিতাকুপিতঃ শুভাশুভানি করোতি, তদ্‌যথা—দার্ঢ্যং শৈথিল্যমুপচয়ং কার্শ্য মুৎসাহমালস্যং বৃষতাং ক্লীবতাং জ্ঞানমজ্ঞানং বুদ্ধিং মোহমিত্যেবমাদীনি চাপরাণি দ্বন্দ্বাদীনি করোতীতি" (চরক সূত্রস্থান ১২।১২)।

নিবন্ধসংগ্রহে কাশ্যপের দুইটী বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—"ন শিরা স্নায়ুসন্ধ্যাস্থিমর্ম্মস্বপি কথংচন…" ইত্যাদি এবং "অরজস্কাং যদা নারীম্…" ইত্যাদি। মধুকোষে এবং কুসুমাবলীতে তিনি বৃদ্ধ কাশ্যপ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। Bower পাণ্ডুলিপিতে কাশ্যপের নানা শ্লোক দৃষ্ট হয়, যেমন—(১) মুহুস্তু গুড়িকামেকাং কুমারায় প্রদাপয়েৎ, (২) অতিসারেষু বালানাং গুড়িকাং দাপয়েদ্ ভিষক্, (৩) উদাবর্ত্তেষু বালানাং গুড়িকাং দাপয়েদ্ ভিষক্। গুড়োদকেন সংযুক্তাং ত্রিফলায়া রসেন বা, (৪) আমাতিসারে বালানাং গুড়িকাং দাপয়েদ্ ভিষক্। দধিমণ্ডেন সংযুক্তাং তিন্তিড়িকারসেন বা ইত্যাদি। কাশ্যপের নামে নানা ঔষধ প্রচলিত আছে, যেমন—'দশাঙ্গমগদঃ', 'ত্রৈফলং ঘৃতম্', ইত্যাদি।

কাশ্যপ মুনি গজায়ুর্ব্বেদে সুপণ্ডিত ছিলেন। পালকাপ্যের হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ হইতে জানা যায় যে, হস্ত্যায়ুর্ব্বেদবিচারে তিনি রোমপাদের সভায় উপস্থিত ছিলেন। চরকোক্ত হিমবৎসভ্যদের মধ্যে ইঁহার নাম পাওয়া যায়। নাম সম্ভবতঃ পূজার্থে গৃহীত।

কীর্ত্তিবর্ম্মা—'গোবৈদ্যক' প্রণয়ন করেন।

কুচুমার—একজন প্রাচীন কামশাস্ত্রকার মুনি। বাৎস্যায়নীয় কামসূত্রে ইঁহার নাম পাওয়া যায়।

কুণিগর্গ—একজন প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য। গর্গমুনি একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

কুৎস—অথর্ব্ববেদের ব্রহ্মবিষয়ক দশমকাণ্ডস্থ অষ্টমসূক্তীয় মন্ত্রের দ্রষ্টা। আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রে ইহার মতবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে (১।১৯।৭)। কৌৎস মুনি ইহার পুত্র, বরতন্তুর শিষ্য এবং জৈমিনির আচার্য্য। কুৎস আঙ্গিরস ঋঙ্‌মন্ত্রের দ্রষ্টা। সম্ভবতঃ ইহারা একই ব্যক্তি।

কুমারশিরো ভরদ্বাজ—চরক বলিয়াছেন—'যঃ কুমারশিরা নাম ভরদ্বাজঃ স চানঘঃ' (সূ ২৬) অর্থাৎ the sinless Bharadwaja called Kumar Siras. 'অথ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ, বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্ব্বিদ্যাথ মুনিঃ...' ইত্যাদি শ্রুতির তাৎপর্য্যানুসারে 'কুমারশিরস্' শব্দের দ্বারা ভরদ্বাজ বিশেষিত হইয়াছেন। অপ্রৌঢ়েন্দ্রিয়তাহেতু বালকের মস্তক যেমন সরল এবং নিষ্কলঙ্ক, ভরদ্বাজের মস্তকও তদ্রূপ নির্ম্মল। ইনি কৃষ্ণাত্রেয়ের শিষ্য।

কুমার স্বামী আচার্য্য—'পঞ্জিকা' নাম্নী চরকটীকা প্রণয়ন করেন। ইনি স্বামিকুমার আচার্য্য বা আচার্য্য স্বামিকুমার বলিয়াও প্রসিদ্ধ।

কুমুদ—হস্ত্যায়ুর্ব্বেদবেত্তা মুনি। পালকাপ্যের হস্ত্যায়ুর্ব্বেদে ইহার নাম আছে। হস্ত্যায়ুর্বিচারে ইনি রোমপাদের সভায় উপস্থিত ছিলেন।

কুশিক—বিশ্বামিত্রের পূর্ব্বপুরুষ। ইনি একজন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মুনি। চরকে লিখিত আছে—'সাঙ্কৃত্যো বৈজবাপিশ্চ কুশিকো বাদরায়ণঃ' (সূ ১)। কৌশিক বিশ্বামিত্রের নামান্তর।

কুহূ—ভ্রূণরক্ষার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। গুংগূ কুহূর নামান্তর। ইনি অঙ্গিরার কন্যা এবং সিনীবালী প্রভৃতির ভগ্নী। ভাগবতে স্মৃত হইয়াছে—'শ্রদ্ধা ত্বঙ্গিরসঃ পত্নী চতস্রোঽসূত কন্যকাঃ। সিনীবালী কুহূর্রাকা চতুর্থ্যনুমতি স্তথা॥' ইহারা সকলেই দেবপত্নী এবং

ভিন্ন ভিন্ন তিথির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। শুনা যায়—'দ্বয়ী হ বা অমাবস্যা, যা পূর্ব্বামাবস্যা সা সিনীবালী যা চোত্তরা সা কুহূরিতি'। এই শ্রুত্যনুবাদিনী স্মৃতিও আছে—'দৃষ্টচন্দ্রা সিনীবালী নষ্টচন্দ্রা কুহূ র্মতা'। লৌগাক্ষি ভাস্কর লিখিয়াছেন—

'তিথিক্ষয়ে সিনীবালী নষ্টচন্দ্রা কুহূ র্মতা।
বাহুল্যেঽপি কুহূ র্জ্ঞেয়া বেদবেদান্তবেদিভিঃ॥'

অভিপ্রায় এইরূপ—চতুর্দ্দশীতিথিযুক্ত অমাবস্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সিনীবালী, ইহাতে চন্দ্র দেখা যায়; দর্শের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কুহূ, ইহাতে চন্দ্র দেখা যায় না। এইজন্য কুহূও একানংশা বলিয়া প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ বলেন, অমাবস্যার পর প্রতিপৎতিথিতেও চন্দ্র দৃষ্ট না হওয়ায় উহারও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কুহূ। দর্শ অর্থাৎ অমাবস্যা। চন্দ্র ও সূর্য্যের সঙ্গমকাল বলিয়া ইহার নাম দর্শ। উক্তি আছে—'একত্রস্থৌ চন্দ্রসূর্য্যৌ দর্শনাদ্ দর্শ উচ্যতে।' অর্থাৎ সমরাশিতে চন্দ্রসূর্য্যের দর্শন হয় বলিয়া অমাবস্যার নাম দর্শ।

কুহূশব্দ লইয়া যাস্কের নিরুক্তে স্মৃত হইয়াছে—'কুহূ র্গুহতে ক্বাভূদিতি বা ক সতী হূয়তে ইতি বা ক্বাহুতং হবি র্জুহোতীতি বা' (৭।৪৭।২)। প্রসূতিমঙ্গলের জন্য গুংগূ অর্থাৎ কুহূ আহূত হইয়া থাকেন। ঋগ্বেদে আম্নাত হইয়াছে—'র্যা গুংগূ র্যা সিনীবালী যা রাকা যা সরস্বতী। ইন্দ্রাণীমহ্ব উতয়ে ধরুণানীং স্বস্তয়ে॥' (২।৭।১৫)। অহ্বে আহ্বয়ামি, উতয়ে রক্ষণায়, ভ্রূণাদীনাং স্বস্তয়ে মঙ্গলার্থমিতি।

কৃতসম্ভব—কৃতসম্ভবতন্ত্রপ্রণেতা আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যবিশেষ।

কৃষ্ণচরিতকৃৎ—ভারতের নেপোলিয়ন্‌স্বরূপ চতুর্থখৃষ্টশতাব্দীয় মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত। ইনি 'কৃষ্ণচরিত' নামে একখানি কাব্য করেন। ইহার মুনিকবিবর্ণনায় 'বলরামচরিত'কাব্যপ্রণেতা রসাচার্য্য ব্যাড়িমুনির নানা সংবাদ আছে।

কৃষ্ণদত্ত—গোপালকৃত দ্রব্যগুণের উপর দ্রব্যগুণদীপিকা প্রণয়ন করেন। ইনি ১৭ খৃষ্টশতাব্দীয়।

কৃষ্ণদাস—গোপাল দাসের পুত্র এবং ছন্দোমঞ্জরীকার গঙ্গাদাস সুরির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। উভয় মিলিয়া গোপাল দাস কৃত চিকিৎসামৃতের প্রতিসংস্কার করেন। ইঁহারা ১৪—১৫ খৃষ্ট শতাব্দীয়।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন—পারাশর-ব্যাস-বাদরায়ণাদি নামেও প্রসিদ্ধ। ইঁহার কায় কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া নামাংশে কৃষ্ণশব্দ গুণবাচক, যেমন—কৃষ্ণাত্রেয়। যমুনাদ্বীপে ভূমিষ্ঠ হওয়ায় উক্ত হইয়াছে—'ন্যস্তো দ্বীপে স যদ্ বাল স্তস্মাদ্ দ্বৈপায়নঃ স্মৃতঃ'। পারাশর নাম অপত্য-প্রত্যয়াত্মক, যেমন—আত্রেয়। বেদবিভাগহেতু ব্যাস এবং বদরিকায় নিত্যবাসহেতু বাদরায়ণ বলিয়া ইনি প্রসিদ্ধ।

মহর্ষি কর্ম্মকাণ্ডেব জন্য বেদবিভাগ, জ্ঞানকাণ্ডের জন্য বাদরায়ণসূত্র, যোগমার্গের জন্য যোগভাষ্য, ভক্তিমার্গের জন্য শ্রীমদ্‌ভাগবত এবং সকলের জন্য মহাভারতাদি করিয়াছেন। মহাভারত কেন প্রণীত হয় তৎসম্বন্ধে ভাগবতে স্মৃত হইয়াছে—'স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা। ইতি ভারতমাখ্যনা কৃপয়া মুনিনা কৃতম্॥' ইহার প্রশংসায় শুনা যায়—'একতশ্চতুরো বেদা ভারতং চৈতদেকতঃ। পুরা কিল সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সমেত্য তুলয়া ধৃতম্॥ চতুর্ভ্যঃ সরহস্যেভ্যো বেদেভ্যোঽপ্যধিকং যদা। তদা প্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ মহাভারতমুচ্যতে॥' একাধারে কবিত্বের এবং দার্শনিকত্বাদির কাষ্ঠাপ্রাপ্তিহেতু উক্ত হইয়াছে—'কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং বিভুম্।'

আয়ুর্ব্বেদেও মহর্ষি একজন প্রমাণপুরুষ। চরকোক্ত সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। অষ্টাঙ্গহৃদয়ের সর্ব্বাঙ্গসুন্দরটীকায় লিখিত আছে—তথা ভগবতো ব্যাসস্য—'যশ্চ নিম্বং পরশুনা যশ্চৈনং মধু মধুসর্পিষা। যশ্চৈনং গন্ধমাল্যেন সর্ব্বস্য কটুরেব সঃ॥" (১।১৪।২০)।

ইহা ব্যতীত গণ্ডীরাসব নামে একটী ঔষধ ইহার নামে প্রচলিত আছে—'গণ্ডীরারিষ্ট ইত্যেষ ব্যাসতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।'

কৃষ্ণ ভট্ট—'ঔষধ-প্রকার' প্রণেতা। বোধ হয় ইনি ১৭-১৮ খৃষ্ট শতাব্দীয় কাশীবাসী কৃষ্ণভট্ট যিনি মঞ্জুষা-নাম্নী জাগদীশী টীকা এবং নির্ণয়সিন্ধুর দীপিকানাম্নী টীকা লিখিয়াছেন।

কৃষ্ণাত্রেয়—কৃষ্ণকায় অত্রিপুত্র দুর্ব্বাসা; এবং কৃষ্ণাত্রেয়তন্ত্র-প্রণেতা। অত্রিমুনির তিন পুত্র—দত্ত, দুর্ব্বাসাঃ এবং সোম। ইঁহারা সকলেই অত্রিজাতত্বহেতু আত্রেয় বলিয়া অভিহিত। প্রাচীন শিষ্টোক্তি আছে—'বৈবস্বতে তু মন্বন্তরে দত্তো দুর্ব্বাসাঃ সোমশ্চেতি ত্রয় আত্রেয়াঃ প্রসিদ্ধাঃ'। অত্রিমুনি প্রথমে নারায়ণের বরে বিষ্ণুর অবতারস্বরূপ যোগজ্ঞানাদিসম্পন্ন দত্তকে এবং তারপর মহাদেবের বরে রুদ্রতেজঃসম্পন্ন দুর্ব্বাসাকে পুত্ররূপে পাইয়াছিলেন।

বৈদ্যাগমে অত্রি একজন বিশিষ্ট মুনি। হারীতসংহিতায় লিখিত আছে—'অত্রিঃ কৃতযুগে বৈদ্যঃ', 'আদৌ যদ্ ব্রহ্মণা প্রোক্তমত্রিণা তদনন্তরম্', ইত্যাদি। এরূপ বৈশিষ্ট্যসত্ত্বেও আয়ুর্ব্বেদের পরম এবং চরম উৎকর্ষবিধানের কামনায় তিনি ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া তদীয় বরলাভপূর্ব্বক অবশেষে আয়ুর্ব্বেদবিত্তম সোমকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। এই সোমই মহর্ষি পুনর্ব্বসু আত্রেয়। 'পুনর্ব্বসু' একটী গুণবাচক শব্দ—পুনঃ পুনঃ শরীরে ক্ষেত্রজ্ঞরূপেণ বসতীতি পুনর্ব্বসুরাত্রেয়ঃ অর্থাৎ Atreya the constant knower of the Self, যেমন—পূর্ণাক্ষো মৌদ্গল্যঃ the full-eyed Maudgalya বা হিরণ্যাক্ষঃ কৌশিকঃ the golden-eyed Kausika.

ভাগবতে জ্যেষ্ঠাদিক্রমে স্মৃত হইয়াছে—'অত্রেঃ পত্ন্যনসূয়া ত্রীন্ জজ্ঞে সুযশসঃ সুতান্। দত্তং দুর্ব্বাসসং সোমমাত্মেশব্রহ্মসম্ভবান্॥' (৪।১।১৪)। ইহার টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন—'আত্মেশ-ব্রহ্মসম্ভবান্ বিষ্ণুরুদ্র-ব্রহ্মণামংশৈঃ সম্ভূতান্'। লৌহপ্রদীপকার

ত্রিবিক্রম ভট্টও একটী পৌরাণিক শ্লোক উঠাইয়াছেন—'অত্রিজাতস্য যা মূর্ত্তিঃ শশিনঃ সজ্জনস্য চ। ক্ব সা চৈবাত্রিজাতস্য তমসো দুর্জ্জনস্য চ॥' এখানে অবশ্য 'ক্রমাক্রময়োরকিঞ্চিৎকরত্বম্' এই ন্যায়ে জ্যেষ্ঠাদিক্রম উপেক্ষিত। শ্লোকটীর ব্যাখ্যায় ত্রিবিক্রম লিখিয়াছেন—'শশিনো ব্রহ্মাংশেন সম্ভূতস্য সোমস্য, সজ্জনস্য বিষ্ণ্বংশেন জাতস্য দত্তাত্রেয়স্য, দুর্জ্জনস্য রুদ্রাংশেন জাতস্য দুর্ব্বাসসঃ। কিম্ভূতস্য দুর্জ্জনস্য? তমসঃ কৃষ্ণকায়স্যেত্যর্থঃ। দুর্ব্বাসাঃ কেবল কৃষ্ণকায় নহেন, তিনি কৃশকায় দীর্ঘকায় এবং স্বভাবতঃ ক্রোধপরায়ণ ছিলেন। মহাভারতের অনুশাসনে স্মৃত হইয়াছে—'চীরবাসা বিল্বখণ্ডো দীর্ঘশ্মশ্রুঃ কৃশো মহান্। দীর্ঘেভ্যোশ্চ মনুষ্যেভ্যঃ প্রমাণাদধিকো ভুবি। রোষণঃ সর্ব্বভূতাণাং সূক্ষ্মেঽপ্যপকৃতে কৃতে॥' (১৫৯ অঃ)।

'দুর্ব্বাসস্' শব্দের লৌকিকার্থ হইতেছে—দুদু´ষ্টমপকৃষ্টং বাসো বস্ত্রং যস্য স দুর্ব্বাসা শ্চীরবাসাঃ। কিন্তু উহার গূঢ়ার্থ—দুদু´ষ্টং নিগূঢ়মিতি যাবদ্ বাসো বস্ত্রমিব ধর্ম্মাবরণত্বং যস্য স দুর্ব্বাসাঃ শৈবাবধূতঃ।

দেহ কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া কৃষ্ণশব্দ গুণবাচক, যেমন—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। অত্রিপুত্র বলিয়া আত্রেয় (পাঃ ৪।১।১২২)। কৃষ্ণশ্চাসৌ আত্রেয়শ্চেতি কৃষ্ণাত্রেয়ঃ, যথা কৃষ্ণহারেয়ঃ। সুতরাং 'কৃষ্ণাত্রেয়' নাম গুণের উপলক্ষণমাত্র। চক্রদত্তের কুটজপাকে লিখিত আছে—'কৃষ্ণাত্রি-পুত্রমতপূজিত এষ যোগঃ।' কৃষ্ণাত্রিপুত্র অর্থাৎ কৃষ্ণশ্চাসৌ অত্রেঃ পুত্রশ্চেতি কৃষ্ণাত্রিপুত্রঃ কৃষ্ণাত্রেয়ঃ ইতি যাবৎ। অতএব কৃষ্ণাত্রেয় যে অত্রিমুনির পুত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। আর প্রাগুদ্ধৃত ভাগবতাদি প্রমাণ হইতে উপপন্ন হয় যে, বৈদ্যতন্ত্রে যিনি কৃষ্ণাত্রেয় তাঁহার পিতৃদত্ত নাম দুর্ব্বাসাঃ, যেমন মহর্ষি আত্রেয়ের পিতৃদত্ত নাম সোম। কৃষ্ণাত্রেয়ের নামে নানা ঔষধ প্রচলিত আছে যেমন—নাগরাদ্য চূর্ণ, যোগেন্দ্ররস ইত্যাদি।

কেদার ভট্ট—'বৈদ্যরত্ন' 'বৃত্তরত্নাকর' কৃৎ ইনি ১২-খৃশ পর্ব্বেকের

পুত্র। রামচন্দ্র কবিভারতী নামক একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহলে রাজা পরাক্রম বাহুর আশ্রয়ে থাকিয়া ১২৪৬ খৃষ্টাব্দে 'বৃত্তরত্নাকর-পঞ্জিকা' প্রণয়ন করেন (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গলার ইতিহাস'—দ্বিতীয় ভাগ ৫৯ পৃষ্ঠা)।

কেয়দেব পণ্ডিত—পদ্মনাভের পৌত্র এবং সারঙ্গের পুত্র। ইনি তিনখানি বৈদ্যকগ্রন্থ করেন—মণিরত্নাকর, পথ্যাপথ্যবিবোধ এবং পথ্যাপথ্যনিঘণ্টু।

কেশব ভিষক্—বোপদেবের পিতা, সিদ্ধমন্ত্র-নিঘণ্টুকার, হেমাদ্রির বৈদ্য এবং ১২-১৩ খৃষ্টশতাব্দীয়। 'বোপদেব' নাম দ্রষ্টব্য।

কেশব সেন বা কেশবদেব সেন—রাজা লক্ষ্মণ সেনের পুত্র এবং ১২ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইনিও রাজা ছিলেন। ইনি যোগ-রত্নাকর নামক বৈদ্যকগ্রন্থ করেন। ইঁহার দৌহিত্র বিজয় রক্ষিত মাধবনিদানের 'মধুকোষ'-ব্যাখ্যা-প্রণেতা।

কেশবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাধব এবং মধ্যম ভ্রাতা বিশ্বরূপ। ইঁহারাও রাজা ছিলেন। ফরিদপুর জেলার ইদলপুর পরগণায় কেশব সেনের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, কেশব সেনও রাজা হইয়াছিলেন।

কেশব স্বামী—'নানার্থার্ণবসংক্ষেপ'নামক কোষ করেন। ইহা ১২০০ খৃষ্টাব্দে প্রণীত হয়। গ্রন্থখানিকে সংক্ষেপে কেশব-কোষ বলা হয়। কেশব স্বামী বাৎস্য-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। রামরাজের রাজত্বকালে ইনি সামবেদের অধ্যাপকতা করিতেন।

কৈকশেয়—একজন প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মুনি। চরকোক্ত হিমবৎসভায় ইনি উপস্থিত ছিলেন।

কোকদেব বা কোকক বা কোক্কক—পারিভদ্রের পৌত্র, তেজকের পুত্র, কাশ্মীরক পণ্ডিত এবং ১২-১৩ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইনি রতিরহস্য প্রণয়ন করেন। কোকসার বা কোকশাস্ত্র রতি-

রহস্যের নামান্তর। গ্রন্থটী কাশ্মীরে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা দশাধ্যায়ী এবং বাৎস্যায়নীয় কামশাস্ত্রের বিবৃতি-বিশেষ।

কীথ্‌ সাহেব ইহাকে কোকোক বলিয়াছেন (H. S. L. p. 469)। গ্রন্থে কিন্তু এ নাম পাওয়া যায় না।

কোলহসংহিতাকৃৎ—কোলহদাস। ইনি ১০ খৃষ্টশতাব্দীয়। নিশ্চলের রত্নপ্রভায় প্রমাদবশতঃ কলহদাস বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দীয় কবীন্দ্রাচার্য্যের সূচীপত্রে 'কোলহ-সংহিতা' লিখিত আছে।

কৌণ্ডিন্য—একজন প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য। ইনি কুণ্ডিন মুনির পুত্র। কোনও সময়ে শিবের কোপ হইতে বিষ্ণু কর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়ায় ইনি বিষ্ণুগুপ্ত বলিয়া খ্যাত হন।

কৌরুপথী—একজন বৈদিক ঋষি। ইনি অথর্ব্ববেদের সৌমনস্য-বিষয়ক সপ্তমকাণ্ডস্থ ৫৮ সূক্তের এবং ব্রহ্মবিষয়ক দশম কাণ্ডস্থ ১৮ সূক্তের দ্রষ্টা।

কৌশিক—সুশ্রুতের পিতা বিশ্বামিত্র এবং অথর্ব্ববেদের কৌশিকগৃহ্যসূত্রকার। ইনিও একজন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য। হিরণ্যাক্ষ কৌশিক (the golden-eyed Kausik) একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। ভীষ্মদেবের তনুত্যাগকালে কৌশিকমুনি উপস্থিত ছিলেন (শান্তি-পর্ব্বস্থ রাজধর্ম্মপর্ব্ব ৪৭।৭)। কৌশিকমুনি কুশিকের পুত্র।

কৌষিক—পৃষোদরাদিত্বহেতু শকারের ষকারাদেশ হইলে কৌশিক-স্থলে কৌষিক বলা হয়। কৌশিক নাম দ্রষ্টব্য।

ক্রতু—সপ্তর্ষির মধ্যে একজন ঋষি। কর্দ্দমকন্যা ক্রিয়া ইহার পত্নী। ক্রতুর ঔরসে এবং ক্রিয়ার গর্ভে বালখিল্য মুনিগণ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একজন হস্ত্যায়ুর্ব্বেদবেত্তা মুনি। পাল-কাপ্যের হস্ত্যায়ুর্ব্বেদে ইহার নাম আছে। গজায়ুর্বিচারে ইনি রোমপাদের সভায় আহুত হন।

ক্ষারপাণি বা ক্ষরপাণি বা ক্ষীরপাণি—মহর্ষি আত্রেয়ের একজন শিষ্য। ইনি স্বনামে একখানি তন্ত্র প্রণয়ন করেন্। বিম্বাস্থঘৃত এবং নীলঘৃত ক্ষারপাণির নামে প্রচলিত। কোনও কোন গ্রন্থে ক্ষরপাণি বা ক্ষীরপাণি নাম পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু চরক বলিয়াছেন—'ক্ষারপাণি' (সূত্রস্থান ১।১১)।

ক্ষেমরাজ বা ক্ষেম শর্ম্মা—নরবৈদ্য মন্মথের পুত্র এবং ১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয়। পাকশাস্ত্রে ইঁহার ক্ষেমকুতূহল সুপ্রসিদ্ধ। বৈদ্যকশাস্ত্রে ক্ষেমরাজ চিকিৎসাসার-সংগ্রহ প্রণয়ন করেন।

খণ্ড—একজন হঠযোগী এবং রসাচার্য্য।

খরনাদ—খরনাদতন্ত্রপ্রণেতা জনৈক প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য। বঙ্গসেন এবং হেমাদ্রি ইঁহার নাম করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত শশিলেখা-মধুকোষ-কুসুমাবলী এবং তত্ত্বচন্দ্রিকাদি (১৩ পৃঃ) টীকায় ইঁহার নানা বচন উদ্ধৃত হইয়াছে।

খরে বা চিন্তামণিশাস্ত্রী—বামনের পুত্র, রসরত্নসমুচ্চয়ের 'তরলার্থপ্রকাশিনী' নামক টীকা প্রণেতা এবং ১৫ খৃষ্টশতাব্দীয়। চিন্তামণিশাস্ত্রী 'খরে' নামেই অধিকতর প্রসিদ্ধ।

খর্পণ—খর্পণ-নামক লোকনাথ। রসেন্দ্রচূড়ামণিতে আছে—'অয়ং হি খর্পণাখ্যেন লোকনাথেন কীর্ত্তিতঃ।'

খাণ্ডবদাহ—একজন প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মুনি। অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহে ইঁহার নাম পাওয়া যায়। কাহারও কাহার মতে কুণ্ড-খাণ্ডব ইঁহার নামান্তর। এ নাম হরদত্তের পদমঞ্জরীতে দৃষ্ট হয় (৩।২।১৪)। ইনি ৫-৪ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীয় হইতে পারেন।

খারনাদি—খরনাদের পুত্র এবং জনৈক আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য। কুসুমাবলীতে 'তথা চ খারনাদিঃ' বলিয়া ইঁহার বচনসমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে। খারনাদির নামে নানা ঔষধ প্রচলিত আছে, যেমন—কাসীসাদ্য তৈল, কুমারকল্যাণকঘৃত, লশুনঘৃত ইত্যাদি।

গঙ্গাদাস সুরি—ছন্দোমঞ্জরীকার এবং ১৪-১৫ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইনি জ্যেষ্ঠভ্রাতা কৃষ্ণদাসের সহিত পিতা গোপালদাস কৃত চিকিৎসামৃতের প্রতিসংস্কার করেন। গোপালদাসের এবং গঙ্গাদাসের গুরু ছন্দোমখাস্তপ্রণেতা পুরুষোত্তম ভট্ট।

গঙ্গাধর কবিরাজ—জল্পকল্পতরুনামক চরকটীকা, যোগরত্নাবলী এবং আগ্নেয়ায়ুর্ব্বেদীয় ভাষ্যাদি বৈদ্যকগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। জল্পকল্পতরু ইঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। ইনি ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে যশোহরে ভবানীপ্রসাদ রায়ের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে স্বর্গগত হন। সুতরাং ইঁহাকে ১৮-১৯ খৃষ্টশতাব্দীয় বলিতে হইবে। নানা শাস্ত্রে গঙ্গাধরের নানা গ্রন্থ আছে, যেমন—তৈত্তিরীয়োপনিষদ্‌ভাষ্য, শারীরকসূত্রব্যাখ্যান, গীতাব্যাখ্যান, সাংখ্যপাতঞ্জলন্যায়বৈশেষিকদর্শনসমূহের ব্যাখ্যান, গোভিলগৃহ্যসূত্রভাষ্য, কলাপব্যাখ্যা, পাণিনীয় বার্ত্তিকের 'উদ্ধার'নামক বৃত্তি, শাণ্ডিল্য-সূত্রব্যাখ্যা, 'প্রমাদভঞ্জনী' নামক মনুটীকা, পরাশর-যাজ্ঞবল্ক্যাদির 'চূর্ণক'-নামক চূর্ণি, ত্রিকাণ্ডশব্দশাসন এবং ত্রিসূত্র-ব্যাকরণ-নামক দুইখানি পদ্যময় ব্যাকরণ, কুসুমাঞ্জলি টীকা, হর্ষোদয়নামক চিত্রকাব্য, ভাগবত বিচার, লোকালোকপুরুষীয়কাব্য, দুর্গবধ-কাব্য, শিখণ্ডিপ্রাদুর্ভাব নামে আখ্যায়িকা।

গঙ্গাধর পণ্ডিত—গোবিন্দাচার্য্য প্রণীত রসসারের উপর 'রসসারসংগ্রহ'নামক ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। গ্রন্থকার ১৫-১৬ খৃষ্টশতাব্দীয়।

গঙ্গারাম দাস কবিরাজ—ভবানীদাস কবিরাজের শিষ্য এবং 'শরীরবিনিশ্চয়াধিকার' নামক বৈদ্যকগ্রন্থকার।

গণপতি ব্যাস—কার্ত্তিক কুণ্ডের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং ১০ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইনি কবিসেনের পুত্র। বৈদ্যকশাস্ত্রে গণপতি 'যোগসারসমুচ্চয়' এবং বৈদ্যসারসমুচ্চয় বা বৈদ্যশাস্ত্রীয় সার-সংগ্রহ প্রণয়ন

করেন। ‘ধারাধ্বংস’ নামক ঐতিহাসিক কাব্য প্রণেতা গণপতি ব্যাস সম্ভবতঃ ১৩ খৃষ্ট শতাব্দীয়।

গণেশ দাস—‘দ্রব্যাদর্শ’নামক বৈদ্যক-গ্রন্থকার। সম্ভবতঃ ১৬ খৃষ্টশতাব্দীর শেষার্দ্ধে ‘ষোড়শপদার্থী’নামক ন্যায়গ্রন্থও ইনি প্রণয়ন করেন।

গণেশভিষক্—চিকিৎসামৃত, রুগ্ বিনিশ্চয়ার্থপ্রকাশিকা বা সিদ্ধান্তচন্দ্রিকাদি বৈদ্যকগ্রন্থ করেন। গণেশ ১২-১২ খৃষ্টশতাব্দীয়। যোগচিন্তামণি নামে ইহার একখানি রস-বিষয়ক গ্রন্থ আছে।

গদাধর—বঙ্গসেনেব পিতা এবং ১১ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইনি কি গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহা জানা নাই, কিন্তু মধুকোষাদি টীকায় ইঁহার গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত বচনসমূহ দেখিয়া বুঝা যায় যে, ইনি সুশ্রুতের ও মাধবনিদানের ব্যাখ্যা লিখিয়া থাকিবেন। গদাধর যে সুশ্রুত-ব্যাখ্যাতা তাহা মধুকোষের ৩৫৫ পৃষ্ঠা দেখিলেই বুঝা যায়। আর ইনি যে মাধবনিদানেবও ব্যাখ্যাকার তাহাও মধুকোষ হইতেই উপপন্ন হইয়া থাকে। উহার ৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—“তত্রৈবং নিদানশব্দনিরুক্তিঃ—নির্দ্দিশ্যতে ব্যাধিরনেনেতি নিদানম্। দিশেঃ পৃষোদরাদিত্বাদ্ রূপসিদ্ধিরিতি গদাধরঃ। নিশ্চিত্য দীয়তে প্রতিপাদ্যতে ব্যাধিরনেনেতি নিদানমিতি জেজ্জটঃ। নিশব্দো নিশ্চয়ে। তথা চ বররুচেরুপসর্গসূত্রম্—‘নি নিশ্চয়নিষেধয়োরিতি।’ লোকেঽপি ‘অদ্য তে নিদানং করিষ্যামী’ত্যুক্তে নিশ্চয়ং করিষ্যামীত্যবগম্যতে। নিদানমিতি করণে ল্যুট্।” (বোম্বাই সংস্করণ)।

শুনা যায়, গদাধর ‘চিকিৎসাসার-সংগ্রহ’ নামে একখানি নিবন্ধ-গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। বঙ্গসেনের চিকিৎসাসারসংগ্রহ চক্রদত্তের ব্যাখ্যাস্থানীয়।

গদাধর দাস—রাঢ়ীয় কায়স্থবৈদ্য মতান্তরে বৈদ্যকায়স্থ, কাতন্ত্রপঞ্জীকার ত্রিলোচনদাসের পুত্র, মেঘদাসের পৌত্র, 'বৈদ্য-প্রসারক'নামক বৈদ্যকগ্রন্থ-প্রণেতা এবং ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয়। রত্নপ্রভায় নিশ্চলকর ত্রিলোচনদাসের, গদাধরদাসের এবং বৈদ্য-প্রসারকের উল্লেখ করিয়াছেন।

গয়দাস—ন্যায়চন্দ্রিকা বা সৌশ্রুতপঞ্জিকা প্রণেতা এবং সম্ভবতঃ ১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয়। চরকটীকায় চক্রপাণি চন্দ্রিকার নাম করিয়াছেন। নিবন্ধসংগ্রহে ডল্লণ ইঁহার নানা বচন উঠাইয়াছেন (১৮৯, ১৯৭, ২৬৬, ৭৫৪ প্রভৃতি পৃষ্ঠা)। মধুকোষে গয়দাসের নাম আছে (৩৭ পৃঃ বোম্বাই সংস্করণ)। কেবল নিদানস্থানের সৌশ্রুতপঞ্জিকা এখনও দুর্ল্লভ নহে। রত্নপ্রভায় নিশ্চল লিখিয়াছেন—'গৌড়েশ্বরান্ত-রঙ্গ-শ্রীগয়াদাসেন দর্শিতম্' ইত্যাদি। ইহাতে উপপন্ন হয় যে, গয়দাস এসময়ে একজন রাজবৈদ্য ছিলেন। ডল্লণ ইঁহাকে 'মহাচার্য্য, বলিয়াছেন। ন্যায়চন্দ্রিকা সংক্ষেপতঃ কেবল চন্দ্রিকা বলিয়া উক্ত। সেইজন্য গয়দাসকে চন্দ্রিকাকার বলা হয়।

গয়ী সেন—বা গয়ি সেন—বল সেনের পুত্র এবং কণ্ঠহার ইঁহার উপাধি। ইনি ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয় এবং বিষপাড়ায় থাকিতেন। ইঁহার গ্রন্থ জানা নাই,. তবে নিবন্ধসংগ্রহে ইঁহার গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত নানা বচন দেখিলে ইঁহাকে সৌশ্রুত ব্যাখ্যাকার বলিয়া বুঝা যায় (শারীর স্থান ১১১ শ্লোক ব্যাখ্যা, ৬৬৯ ও ১০৬১ পৃঃ)।

গরুড়—গরুড়পুরাণের প্রবক্তা। গারুড়ের নিদানভাগ দ্রষ্টব্য।

গরুত্মা (গরুত্মন্ শব্দ)—একজন মুনি। ইনি অথর্ব্ববেদের কৃত্যাপ্রতিহরণ-বিষয়ক চতুর্থ কাণ্ডস্থ ৬-৮ সূক্তের, বশীকরণ-বিষয়ক পঞ্চম কাণ্ডস্থ ১৩ সূক্তের, রাজকর্ম্মবিষয়ক সপ্তম কাণ্ডের ৫৮ সূক্তের এবং ব্রহ্মবিষয়ক দশম কাণ্ডের চতুর্থ সূক্তের দ্রষ্টা।

গরুড়দত্ত সিদ্ধ—'রসরত্নাবলী'নামক রসগ্রন্থ প্রণেতা। ইনি গুরুদত্ত বলিয়াও কথিত।

গর্গ মুনি—যাদববংশের পুরোহিত এবং বৈদ্যশাস্ত্রে গর্গ-সংহিতাকার ও গর্গশান্তিপ্রণেতা। জ্বরশান্তি গর্গশান্তির অন্তর্গত। গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না, কিন্তু 'প্রয়োগরত্নাকর'নামক বৈদ্যকগ্রন্থে কালাপক কবিকণ্ঠহার গর্গসংহিতার অনেক বচন উঠাইয়াছেন। ইনি গার্গীর পিতা। গার্গ্য ইঁহার বংশধর। গর্গের নামে একখানি উপতন্ত্র আছে। উহাতেও বৈদ্যশাস্ত্রীয় বিষয় দৃষ্ট হয়।

গর্ভ শ্রীকান্ত মিশ্র—একজন রসাচার্য্য। ইঁহার গ্রন্থ জানা নাই। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহস্থ রসেশ্বরদর্শনে বিষ্ণুস্বামীর সহিত ইঁহার নাম পঠিত হইয়াছে। গর্ভশ্রীকান্ত বিষ্ণুস্বামীর শিষ্য বা প্রশিষ্য।

গহনানন্দ নাথ—একজন অবধূত এবং রসাচার্য্য। রসেন্দ্র-চিন্তামণিতে ইঁহার নাম আছে, সুতরাং ইনি ১৩ খৃষ্টশতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী। কেহ কেহ ইঁহাকে গহননাথ বলেন। প্লীপদাধিকারে 'নিত্যানন্দরস'নামক ঔষধ গহনানন্দ কর্ত্তৃক প্রকাশিত বলিয়া শুনা যায় (ভৈষজ্যরত্ন)।

গার্গী—গর্গের কন্যা এবং আয়ুর্ব্বেদের একজন আচার্য্যা। হারীতসংহিতায় লিখিত আছে—'বৈষ্ণবী চাশ্বিনী গার্গী তত্র মাধ্যাহ্নিকা পরা। মার্কণ্ডেয়া চ কথিতা যোগরাজেন ধীমতা॥' জনকসভায় গার্গী ও যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবিচারসংবাদ সুপ্রসিদ্ধ (বৃহদারণ্যক)। বাগ্মিতার জন্য ইনি বাচক্নবী বলিয়া খ্যাত।

গার্গ্য—একজন মুনি এবং গর্গের বংশধর। ইনি অথর্ব্ববেদের রাজকর্ম্ম-বিষয়ক ষষ্ঠকাণ্ডস্থ ৪৯ সূক্তের ও খিলাংশে ১৯ কাণ্ডস্থ ৭-৮ সূক্তের দ্রষ্টা এবং বৈদ্যশাস্ত্রীয় গার্গ্যসংহিতাকৃৎ। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দীয় কবীন্দ্রাচার্য্যসূচীতে গার্গ্যসংহিতার উল্লেখ আছে।

গজায়ুর্ব্বেদে ইহার বিচক্ষণতা ছিল। পালকাপ্যের হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ হইতে জানা যায় যে, হস্ত্যায়ুর্বিচারে ইনি রোমপাদের সভায় উপস্থিত ছিলেন।

গার্গ্য একজন প্রধান বৈয়াকরণ। ইহার 'অক্ষরতন্ত্রসূত্র-ব্যাকরণ' সুপ্রসিদ্ধ। পাণিনির অনেক সূত্রে ইহার নাম আছে। শাকটায়ন ব্যুৎপন্নবাদী এবং ইনি অব্যুৎপন্নবাদী। শব্দের ব্যুৎপত্তি লইয়া গার্গ্য-শাকটায়নের তর্কবিতর্ক অস্মদীয় ব্যাকরণ-দর্শনের ইতিহাসস্থিত ৫৩৭ হইতে ৫৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গালব—একজন প্রাচীন মুনি এবং আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য। ইনি চরকোক্ত হিমবৎ সভায় উপস্থিত ছিলেন। ইনি বিশ্বামিত্রের শিষ্য এবং বেদের ক্রমকার। বৈয়াকরণ গালব ইহার পরবর্ত্তী। পাণিনি অনেকবার বৈয়াকরণ গালবের নাম স্মরণ করিয়াছেন।

গালবের ঔরসে এবং 'বীরভদ্রা'নাম্নী বৈশ্যকন্যার গর্ভে স্ববৈদ্য ধন্বন্তরি জন্মগ্রহণ করেন। মুনিগণ এই বালককে 'বৈদ্য' নাম দিয়াছিলেন। স্কান্দে এ সংবাদ উপনিবদ্ধ আছে। অম্বষ্ঠাচার-চন্দ্রিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে—"যুধিষ্ঠির উবাচ। ধন্বন্তরি র্মহাভাগ হ্যমরেশঃ কথং পুরা। অভবৎ সর্ব্বতো বিজ্ঞস্তন্মে বদ মহামুনে॥ মৈত্রেয় উবাচ—ভো রাজেন্দ্র যথাজাতো ধন্বন্তরিরিহৈব তু। মহির্ষি-র্গালবো নাম কাষ্ঠদর্ভাহরো বনম্॥ জগাম তত্র ভ্রমণাদতিশ্রান্তো বভূব সঃ। ততো নিরীক্ষয়ামাস তৃষ্ণাতুরকলেবরঃ॥ বনস্য চ বহির্ভাগে কন্যামেকাং দদর্শ সঃ। জলপূর্ণং ঘটং নীত্বা গচ্ছন্তীং পিতৃমন্দিরম্॥ তাং দৃষ্ট্বা হৃষ্টচিত্তোঽসৌ বভাষে মুনিপুঙ্গবঃ। হে কন্যে ত্বং জলং দেহি প্রাণরক্ষাং কুরুষ মে॥ ততঃ সা কলসং ভূমৌ নিধায়াতিষ্ঠদুত্তমা। গালবশ্চার্দ্ধতোয়েন স্নাত্বা তোয়ং পপৌ চ তৎ॥ প্রোবাচ চাপি হে কন্যে ত্বং সৎপুত্রবতী ভব। ততঃ

প্রোক্তবতী কন্যা ন মে পাণিগ্রহোঽভবৎ॥ ততো মুনিবরশ্চাহ কা ত্বে কিং নাম তে বদ। উবাচ পুনরপ্যেষা বৈশ্যকন্যা হ্যহং বিভো॥ বীরভদ্রাঽভিধানা চ জানীহি মুনিপুঙ্গব। ততো বিচিন্ত্য স মুনিস্তামাদায় জগাম হ॥ ঋষীণামগ্রতো নীত্বা বৃত্তান্তমবদৎ ততঃ। আকর্ণ্য তে মহারাজ প্রোচু র্হর্ষিতমানসাঃ। ভদ্রমেব কৃতং নূনমানীতেয়ং যতস্ত্বয়া॥ বৈশ্যায়াং বীরভদ্রায়াং ধন্বন্তরি র্ভবিষ্যতি। ইত্যুক্ত্বা মুনয়স্তেঽপি কুশপুত্তলিকাং ততঃ॥ কৃত্বা ক্রোড়ে দদুস্তস্যা বেদমুচ্চার্য্য তৎকুশে। প্রাণপ্রতিষ্ঠামপ্যস্য চক্রুঃ পুরুষকাকৃতিম্॥ ততোঽভবৎ কাঞ্চনরাশিগৌরঃ বালোঽতিসৌম্যাকৃতিরেব তস্যাঃ। ক্রোড়ে বিলোক্যৈব সুতং মুনীন্দ্রাঃ প্রাপুর্মুদং বেদত এষ জাতঃ॥ বৈদ্যস্ততোহয়ং জননীকুলে চ স্থিতস্ততোঽম্বষ্ঠ ইতি প্রসিদ্ধঃ। এবমুক্ত্বা ততঃ সর্ব্বে মুনয়ো দেবরূপিণঃ। অমৃতাচার্য্যমস্যাখ্যাং চক্রু র্বৈশ্যাভিধানকম্॥"

গুণচন্দ্র—দ্রব্যালংকার প্রণয়ন করেন। ইনি হেমচন্দ্রের শিষ্য এবং ১২ খৃষ্টশতাব্দীয়। গুণচন্দ্র রামচন্দ্রের সহিত নাট্যদর্পণ প্রণয়ন করেন।

গুণাকর বৈদ্য—কামপ্রদীপপ্রণেতা এবং চরকের ব্যাখ্যাকার ও যোগরত্নমালার বৃত্তিকার। ইনি সম্ভবতঃ ১২-১৩ খৃষ্টশতাব্দীয়। নিশ্চল ইঁহার নাম করিয়াছেন। ১২৪০ খৃষ্টাব্দে গুণাকর ঐ বৃত্তিখানি প্রণয়ণ করেন (Dr. Cordier)। তিনি শ্বেতাম্বর জৈন ছিলেন।

গুরুদত্ত সিংহ—'রসরত্নাবলী'নামক বৈদ্যক গ্রন্থকার। ইনি গরুড় দত্ত সিদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। গরুড় দত্ত নাম দ্রষ্টব্য।

গৃৎসমদ—অথর্ব্বমন্ত্রদ্রষ্টা শৌনকের এবং অথর্ব্বপ্রাতিশাখ্যাদি-প্রণেতা শৌনকের পূর্ব্বপুরুষ। ইনি শুনকগোত্রে প্রবর-প্রবর্ত্তক।

গোণিকাপুত্র—একজন সুপ্রাচীন কামশাস্ত্রকার। ইহার এবং মহারাজ বাভ্রব্যের কামশাস্ত্রীয় গ্রন্থ উপজীব্য করিয়া বাৎস্যায়নীয় কামসূত্র প্রণীত হয়। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির নামও গোণিকাপুত্র, কিন্তু তিনি কামশাস্ত্রকার গোণিকাপুত্রের অনেক পরবর্ত্তী।

গোণিকাপুত্র অচ্যুত—অচ্যুত নাম দ্রষ্টব্য। ইনি ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয়।

গোতম—ইন্দ্রের নিকট রসায়নবিদ্যা লাভ করেন (চরক)। ইনি গৌতমসংহিতাকৃৎ। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দীয় কবীন্দ্রসূচীতে গৌতমসংহিতার উল্লেখ আছে। ইহার অন্য গ্রন্থ জানা যাই, তবে মধুকোষে 'তদাহ গোতম.' বলিয়া 'শ্লেষ্মা চ পঞ্চধাঽবস্থঃ…' ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। গোতম এবং অসিত গোতম ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। অনেকে কিন্তু ভুল করিয়া থাকেন। হয় ত, ইনিই ন্যায়সূত্রকার গৌতম। গোতম 'কৌমারভৃত্যা' প্রণয়ন করেন। ভৃত্যেতি সংজ্ঞায়াং 'সমজনিষদ…ভৃঞিণঃ' (পাঃ ৩-৩-৯৯) ইতি সংজ্ঞায়াং ক্যপ্। নম্ন ভার্য্যা-শব্দোঽপি সংজ্ঞা, অভ্রিয়মাণাপি ভার্য্যা ভার্য্যেত্যুচ্যত ইতি। তৎ কুতোঽস্য সংজ্ঞায়াং ক্যপঃ প্রসঙ্গঃ। সত্যম্, তদুক্তং বররুচিনা—

> সংজ্ঞায়াং পুংসি দৃষ্টত্বান্ন তে ভার্য্যা ভবিষ্যতি।
> স্ত্রিয়াং ভাবাধিকারোঽস্তি তেন ভার্য্যা প্রসিধ্যতি॥

অত্রাহুঃ—'স্ত্রিয়াং ভাবাধিকারোঽস্তীতি স্ত্রিয়াং স্ত্রীপ্রকরণে সংজ্ঞায়াং সমজেত্যাদিনা ক্যপি বিধীয়মানে ভাবস্যাধি-কারোঽভিধেয়ভাবোপগমলক্ষণো ব্যাপারোঽস্তি শব্দশক্তি স্বাভাব্যাৎ, ভাব এব তেন ক্যব্ ভবতি ন কর্ম্মণি তেন ভার্য্যা প্রসিধ্যতি ইতি কর্ম্মণীত্যভিপ্রায়ঃ। একানুবন্ধকগ্রহণে ন দ্ব্যনুবন্ধকস্যেতি ভৃঞ-

ভরণ ইত্যস্য ক্যব্ বিধৌ গ্রহণং ন ভুভৃঞ্ ধারণপোষণয়ো রিত্যস্যেতি।' 'কুমার ভৃত্যা গর্ভিণ্যাঃ পরিচর্য্যাঽভিধীয়তে' ইতি হারাবলী। 'কৌমারভৃত্যং নাম কুমারভরণধাত্রী-ক্ষীরদোষ-সংশোধনার্থং দুষ্টস্তন্যগ্রহসমুত্থানাং চ ব্যাধীনামুপশমার্থমি'তি সুশ্রুতঃ। চরকোক্ত হিমবৎসভায় গোতম উপস্থিত ছিলেন।

গোনর্দ্দীয়—একজন প্রাচীন কামশাস্ত্রকার মুনি। বাৎস্যায়ন ইহার নাম করিয়াছেন। মহভাষ্যকার পতঞ্জলির নামও গোনর্দ্দীয়, কিন্তু ইনি বাৎস্যায়নেরও অনেক পরবর্ত্তী।

গোপতি—প্রাচীন বৈদ্যাগমিক আচার্য্য। নিশ্চল ইহার নাম করিয়াছেন।

গোপথ—অথর্ব্ববেদীয় গোপথব্রাহ্মণপ্রবক্তা এবং অথর্ব্ব-বেদের খিলাংশক ১৯ কাণ্ডস্থ ২৫, ৪৭-৪৮ সূক্তীয় মন্ত্রবর্গের দ্রষ্টা। ভরদ্বাজের সহিত ইনি অথর্ব্ববেদের ১৯ কাণ্ডস্থ ৪৯ মন্ত্র দর্শন করেন। গোপথ ভরদ্বাজের সামসময়িক।

গোপাল কবিরাজ—'দ্রব্যগুণ'নামক বৈদ্যগ্রন্থ ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে প্রণয়ন করেন। ইহাতে ১৫ খৃষ্টশতাব্দীয় নারায়ণ দাস কবিরাজের নাম ও তাঁহার দ্রব্যগুণ-রাজবল্লভ হইতে নানা বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। গোপাল ১৬-১৭ খৃষ্টশতাব্দীয়।

গোপালকৃষ্ণ ভট্ট—রসেন্দ্রসারসংগ্রহপ্রণেতা। Aufrecht সাহেবের মতে ইনি ১৩ খৃষ্টশতাব্দীয়। রামসেন কবীন্দ্রমণি রসেন্দ্রসারসংগ্রহের 'অর্থবোধিকা'নাম্নী টীকা লিখিয়াছেন। রসেন্দ্রসারসংগ্রহ বঙ্গীয় বৈদ্যসম্প্রদায়ে বিশেষ আদৃত। রসেন্দ্র-চিন্তামণি-প্রণেতা রামচন্দ্র গুহ ইহার নিকট ঋণী।

গোপাল দাস—কেশবদাসের পুত্র, সন্তোষার পতি, ছন্দো-মঞ্জরীকার গঙ্গাদাস সূরির পিতা এবং ১৪ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইনি

চিকিৎসামৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহার জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষ্ণদাস এবং কনিষ্ঠ পুত্র গঙ্গাদাস কর্তৃক চিকিৎসামৃত প্রতিসংস্কৃত হয়। শুনা যায়, গোপালদাসের 'সুধাবিন্দু' নামে একখানি বৈদ্যকোষ আছে।

চিকিৎসামৃতে যে সকল গ্রন্থ-গ্রন্থকারদের নাম পাওয়া যায় তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। (মীমাংসক বররুচিকৃত যোগশতকের টীকাকার) অমিতপ্রভ, অশ্বিনীকুমার সংহিতা, (১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয় অচ্যুত প্রণীত) আয়ুর্ব্বেদসার, (শ্রীকণ্ঠকৃত ব্যাখ্যা-কুসুমাবলীনামক বৃন্দ টীকা) কুসুমাবলী, (অথর্ব্ববেদীয় গৃহ্যসূত্রকার) কৌশিক, (কাতন্ত্রপঞ্জীকার ত্রিলোচনের পুত্র বৈদ্যপ্রসারক প্রণেতা) গদাধর, (চরকসুশ্রুতের টীকাকার মহাবৈদ্য) গয়দাস, (চরক-ব্যাখ্যাকার) গুণাকর, (চক্রপাণিদত্তের ভ্রাতা) গোবর্দ্ধন, চক্রপাণি-দত্ত, (গয়দাসকৃত ন্যায়চন্দ্রিকা অর্থাৎ) চন্দ্রিকা, (তীসটকৃত) চিকিৎসা-কলিকা, জেজ্জট, (লৌহপ্রদীপপ্রণেতা) ত্রিবিক্রমদেব, দীপিকা, নিশ্চল, দেবীপুরাণ, পতঞ্জলি, পরাশর, পবনকুণ্ড (বাভটটীকাকার), ভট্টার (হরিচন্দ্র), (গন্ধশাস্ত্রকার) ভব্যদত্ত, (চক্রদত্তকৃত) ভানুমতী (সৌশ্রুতটীকা), ভেল, মাধব, (ভব্যদত কৃত) যোগরত্নাকর, (নিশ্চল কৃত) রত্নপ্রভা (চক্রসংগ্রহটীকা), (সিদ্ধসারপ্রণেতা) রবিগুপ্ত, (সারোচ্চয়প্রণেতা) বকুলকর, বঙ্গসেন, বাপ্যচন্দ্র, বাভট, বিজয়-রক্ষিত, বৃন্দকুণ্ড, বৃন্দটীকা (শ্রীকণ্ঠীয়), বৈদ্যপ্রদীপ, শব্দার্ণব, হারাবলী (পুরুষোত্তমদেবকৃত)।

গোপালদাস বৈদ্য—বৈদ্যসারসংগ্রহ, যোগামৃতনামক বৈদ্যক-গ্রন্থ এবং তদুপরি 'সুবোধিনী' টীকা প্রণয়ন করেন। যোগামৃত ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে প্রণীত হয়। ইনি সিদ্ধেশ্বর কবির পুত্র এবং ১৮ খৃষ্টশতাব্দীয়।

গোপীনাথ কবিরাজ—কলিকাতার একজন ১৯-২০ খৃষ্ট-শতাব্দীয় সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্য। ইনি কাশীস্থিত গোপীনাথ কবিরাজ M. A. নহেন। রঘুবংশের 'কবিকান্তা'নামক টীকাকৃদ্ গোপীনাথ কবিরাজ ১৭ খৃষ্টশতাব্দীয়।

গোপুর রক্ষিত—দিবোদাসের শিষ্য, সুশ্রুতের সতীর্থ, এবং গোপুরতন্ত্র প্রণেতা।

গোমুখ—বৎসরাজের মন্ত্রিপুত্র, বৎসরাজকুমার নরবাহনের নর্ম্মসচিব এবং রসবিদ্যাবিৎ পণ্ডিত। ইনি পাণিনিবার্ত্তিককার কাত্যায়নের পূর্ব্ববর্ত্তী। ১৬৫৬ খৃস্টাব্দীয় কবীন্দ্রাচার্য্য-সূচীতে 'গোমুখসিদ্ধান্ত' নামে একখানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। কেহ কেহ বলেন—Probably the name is taken merely honoris causa (in the cause of honour)।

গোরক্ষনাথ—গোরক্ষসংহিতাকৃৎ। ইহাতে রসবিষয় আচরিত হইয়াছে। গোরক্ষনাথ ১০ খৃষ্টশতাব্দীর কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী।

গোরক্ষ মিশ্র—'যোগচিন্তামণি' নামক রসগ্রন্থকার।

গোবর্দ্ধন দত্ত বৈদ্য—চক্রপাণিদত্তের দূরসম্পর্কে ভ্রাতা বা বন্ধু, সুতরাং ১১ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইনি কৌমুদী, তন্ত্রপ্রদীপটীকা, ন্যায়সারাবলী, পরিভাষাবলী, রোগপ্রদীপ এবং চিকিৎসালেশ-নামক বৈদ্যকগ্রন্থ করেন। কেহ কেহ গোবর্দ্ধনকে চক্রপাণির সহোদর বলেন। কিন্তু চক্রপাণির বংশপরিচয়বিষয়ক শ্লোকে গোবর্দ্ধনের নাম নাই। ইহাতে তিনি ভানুদত্তকে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলিয়াছেন—'গৌড়াধিনাথ ·····ভানোরনু······শ্রীচক্রপাণিঃ·······।' চক্রপাণি ও ভানুদত্ত নামদ্বয় দ্রষ্টব্য।

গোবিন্দ কবিরাজ—নাড়ীপ্রকাশ নামক বৈদ্যকগ্রন্থ করেন।

গোবিন্দদাস বিশারদ—ভৈষজ্যরত্নাবলীকার এবং সম্ভবতঃ ১৬ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইহার এক কড়চায় অর্থাৎ ক্রোড়পত্রে নানা প্রাচীন সংবাদ পাওয়া যায়।

গোবিন্দদাস সেন—শ্রীকৃষ্ণবল্লভের পুত্র, 'পরিভাষাপ্রদীপ' নামক বৈদ্যকগ্রন্থ প্রণেতা এবং ১৮ খৃষ্টশতাব্দীয়।

গোবিন্দ নায়ক—একজন রসাচার্য্য এবং ১২ খৃষ্টশতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী। রসেশ্বর-সিদ্ধান্তে ইহার নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়।

গোবিন্দ ভট্ট—শ্রীনাথ ভট্ট কবিশার্দ্দূলের পুত্র এবং ১৪ খৃষ্ট-শতাব্দীয়। ইহার বৈদ্যকগ্রন্থ জানা নাই। গোবিন্দ ভট্ট রামায়ণের এবং ভোজপ্রণীত রামায়ণ-চম্পুর টীকা প্রণয়ন করেন।

গোবিন্দ ভাগবত বা গোবিন্দ ভগবৎপাদাচার্য্য বা গোবিন্দ যোগীন্দ্র বা গোবিন্দভিক্ষু—মঙ্গলবিষ্ণুর পৌত্র, সুমনোবিষ্ণুর পুত্র, এবং রসেশ্বর দর্শনে 'রসহৃদয়'নামক গ্রন্থ প্রণেতা। যোগীদের দীর্ঘজীবনহেতু ইহাকে ৭-৯ খৃষ্টশতাব্দীয় বলা হয়। একশত বৎসরের ঊর্দ্ধকাল বাঁচিলেই ইহা সম্ভবপর। গোবিন্দ যোগীন্দ্র গৌড়পাদের শিষ্য, শঙ্করাচার্য্যের গুরু এবং তৎপূর্ব্বে মদনদেবাপর-পর্য্যায় রাজা কামদেবের গুরু। কামদেব চন্দ্রবংশীয় হৈহয়কুলোৎপন্ন ৮ খৃষ্টশতাব্দীয় কিরাতাধিপতি এবং রসপ্রস্তুতকরণে নিপুণতাহেতু গোবিন্দের সহকর্ম্মা (রসহৃদয় ১৯।৩৮)। গ্রন্থান্তে লিখিত আছে—"তস্মাৎ কিরাতনৃপতে র্বহুমানমবাপ্য রসকর্ম্মনিরতঃ। রসহৃদয়াখ্যং তন্ত্রং বিরচিতবান্ ভিক্ষু-গোবিন্দঃ॥ "(১৯।৮০)। কিরাতাধিপতি মদনদেব বা কামদেব যে ৮ খৃষ্টশতাব্দীয় তাহা Cunningham সাহেবের Archeological Reports Vol. xvii, p 78 দেখিলেই উপপন্ন হইবে। কিরাতদেশ বিন্ধ্যপ্রদেশের অংশবিশেষ। এখানে রাজার নিকট অবস্থানহেতু গোবিন্দকে বিন্ধ্যবাসী বলা হয়।

ত্রিবিক্রমদেবের 'লৌহপ্রদীপ" (Science of metals) নামক গ্রন্থে ইনি ঐ নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। কিরাতাধিপতির পরিচয় রসহৃদয় হইতেই পাওয়া যায়। তথায় লিখিত আছে—"শীতাংশু-বংশসম্ভবহৈহয়কুলজন্মজনিতগুণমহিমা। স জয়তি শ্রীমদনশ্চ কিরাতনাথো রসাচার্য্যঃ॥ যস্য স্বয়মবতীর্ণা রসবিদ্যা সকল-মঙ্গলাধারা। পরমশ্রেয়সো হেতুঃ শ্রেয়ঃ পরমেষ্ঠিনঃ পূর্ব্বম্॥"

রসহৃদয়ে গোবিন্দ লিখিয়াছেন—"ভ্রূযুগমধ্যগতং যচ্ছিখি-বিদ্যুৎসূর্য্যবজ্ জগদ্ ভাতি। কেষাংচিৎ পুণ্যদৃশামুন্মীলয়তি চিন্ময়ং জ্যোতিঃ॥" ইহা তাঁহার যোগিত্বের পরিচয়।

এই গোবিন্দ শঙ্করাচার্য্যের গুরু কিনা তাহা লইয়া কেহ কেহ সন্দেহ করেন। কিন্তু সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ কিরাতা-ধিপতির ৮ খৃষ্টশতাব্দীয়ত্ব হইলে গোবিন্দের ৮-৯ খৃষ্টশতাব্দীয়ত্ব সম্ভবপর হয় এবং গুরু-শিষ্যের ভাবধারায় ও লেখায় কিছু কিছু সাদৃশ্যও দেখা যায়। রসহৃদয়ে গোবিন্দপাদ লিখিয়াছেন—'বালঃ ষোড়শবর্ষো বিষয়রসাস্বাদলম্পটঃ পরতঃ। জাতবিবেকো বৃদ্ধো মর্ত্ত্যঃ কথমাপ্নুয়ান্ মুক্তিম্॥' আর চর্পটপঞ্জরিকায় শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত স্তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ। বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ॥" এখানে গুরু-শিষ্যের বিচার-সমত্ব স্পষ্ট উপপন্ন হইয়া থাকে।

রসহৃদয়ে গোবিন্দ লিখিয়াছেন—'রসহৃদয়াখ্যং তন্ত্রং বিরচিত-বান্ ভিক্ষু গোবিন্দঃ' এবং 'নপ্ত্রা মঙ্গলবিষ্ণোঃ সুমনোবিষ্ণোঃ সুতেন তন্ত্রোঽয়ম্। শ্রীগোবিন্দেন কৃত স্তথাগতশ্রেয়সে ভূয়াৎ॥' লিঙ্গের লোকাশ্রয়ত্বহেতু তন্ত্রশব্দ এখানে পুংলিঙ্গ। উদ্ধৃতাংশে 'ভিক্ষু' এবং 'তথাগত' শব্দদ্বয় দেখিয়া Dr. P. C. Roy মহোদয় গোবিন্দকে বৌদ্ধ বলেন। আমরা কিন্তু এ মতের সমর্থন করি না। কারণ রসহৃদয়সম্বন্ধে গোবিন্দ বৌদ্ধ নাগার্জুনের নিকট অল্প-

বিস্তর ঋণী। সুতরাং বৌদ্ধদের সন্তোষার্থে 'তথাগত' শব্দের প্রয়োগ দোষাবহ নহে। আর নামের সহিত ভিক্ষু শব্দের যোগ-হেতু তাঁহাকে বৌদ্ধ বলা উচিত নহে। বিজ্ঞানভিক্ষু, রামেশ্বর ভিক্ষু, বা ভিক্ষু জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতী—ইঁহারা কি বৌদ্ধ ?

ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমচতুষ্টয়ের অন্তর্গত চতুর্থাশ্রমী ভিক্ষু বলিয়া প্রসিদ্ধ। কুটীচকাদিভেদে উহার চাতুর্ব্বিধ্য শাস্ত্রে নিরূপিত আছে। হারীত মুনি বলিয়াছেন—'চতুর্ব্বিধা ভিক্ষবস্তু প্রোক্তাঃ সামান্যলিঙ্গিনঃ। তেষাং পৃথক্ পৃথগ্ জ্ঞানং বৃত্তিভেদাৎ কৃতং পুরা॥ কুটীচকো বহূদকো হংসশ্চৈব তৃতীয়কঃ। চতুর্থঃ পরমো হংসো যো যঃ পশ্চাৎ স উত্তমঃ॥' অতএব ইঁহারা সকলেই ভিক্ষু, কিন্তু কেহই বৌদ্ধ নহেন। স্মৃতিকার হারীত মুনি বুদ্ধাবির্ভাবের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী।

রসহৃদয়ের অভ্যন্তরীণ প্রমাণ (internal evidence) গ্রন্থ-কারের বৌদ্ধত্ব প্রতিপাদক নহে, যেমন—

(১) গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে হরিহরের স্মরণ আছে ;

(২) গ্রন্থে বেদান্তবেদ্য ব্রহ্ম স্বীকৃত, যেমন—

'পরমে ব্রহ্মণি লীনঃ প্রশান্তচিত্তঃ সমত্বমাপন্ন
আশ্বাসয়ংস্ত্রিবর্গং বিজিত্য রসানন্দপরিতৃপ্তঃ॥' ;

(৩) রসহৃদয়ে যাগযজ্ঞ-বেদপাঠাদি বিশেষ শ্রেয়োমূলক বলিয়া অভ্যুপগত, যেমন—

"যজ্ঞাদ্দানাৎ তপসো বেদাধ্যয়নাদ্ দমাৎ সদাচারাৎ।
অত্যন্তং শ্রেয়ঃ কিল..." ইত্যাদি ;

(৪) রসহৃদয়ে দেবতাপূজার ন্যায় ব্রাহ্মণপূজার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যেমন—

ম্লেচ্ছা হি যবনা স্তেষু সম্যক্ শাস্ত্রমিদং স্থিতম্।
ঋষিবত্তেঽপি পূজ্যন্তে কিং পুন র্দৈববদ্ দ্বিজাঃ॥” ইতি।

গোবিন্দপাদ বৌদ্ধ হইলে গৌড়পাদাচার্য্য তাঁহাকে শিষ্য করিতেন না বা শঙ্করাচার্য্যও তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিতেন না। শাঙ্করমঠের ব্রহ্মবাদিগণ এখনও তাঁহাকে সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক গুরু-বিশেষ বলিয়া নিয়মিতভাবে স্মরণ করেন। অদ্বৈতবাদীদের গুরুপরম্পরা নামমালায় পঠিত হইয়া থাকে—

‘ওঁ নারায়ণং পদ্মভবং বশিষ্ঠং শক্তিং চ তৎপুত্রপরাশরং চ
ব্যাসং শুকং গৌড়পদং মহান্তং গোবিন্দযোগীন্দ্রমথাস্য শিষ্যম্।
শ্রীশঙ্করাচার্য্যমথাস্য পদ্মপাদং চ হস্তামলকং চ শিষ্যং
তং ত্রোটকং বার্ত্তিককারমন্যানস্মদ্‌গুরুসন্ততমানতোঽস্মি॥’

ইহা সাধারণতঃ মঠাম্নায় বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং ইহাতে গোবিন্দকে অদ্বৈতব্রহ্মবিদ্যার একজন সম্প্রদায়কর্ত্তা বলা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের রসেশ্বরদর্শনে মাধবাচার্য্য তাঁহাকে পুনঃপুনঃ গোবিন্দভগবৎপাদাচার্য্য বলিয়াছেন। অতএব গোবিন্দকে বৌদ্ধ বলা সমীচীন নহে।

রসহৃদয়ের উপর চতুর্ভুজ মিশ্রের ‘মুগ্ধাববোধিনী’ নাম্নী টীকা আছে।

গোবিন্দরাম সেন—‘নাড়ীজ্ঞান’ প্রণয়ন করেন। নাড়ী-বিজ্ঞান ইহার নামান্তর। ‘রসগোবিন্দ’ নামে ইহার একখানি রসগ্রন্থ আছে।

গোবিন্দাচার্য্য—রসসার এবং সন্নিপাতমঞ্জরী প্রণয়ন করেন। রসসার ১৪০০ খৃষ্টাব্দে প্রণীত হয়। ইহা ধাতুবাদ (alchemy) বিষয়ক গ্রন্থ। ইহাতে তাম্রাদি ধাতু কিরূপে স্বর্ণাদিতে পরিণত হয় তাহাই চিন্তিত হইয়াছে। তারপর রঙ্গাকৃষ্টিপ্রস্তাবে উক্ত হইয়াছে—‘এতদ্ বৌদ্ধা বিজানন্তি ভোটদেশনিবাসিনঃ’ (৯-২)।

গ্রন্থান্তে গ্রন্থকার আবার বলিয়াছেন—'বৌদ্ধমতং তথা জ্ঞাত্বা রসসারঃ কৃতো ময়া'।

স্বর্ণাদিতে কুপ্যের (of base metals) পরিণতি লইয়া রসসারে নানাবিধ দ্রব্যের ও প্রক্রিয়ার উপদেশ আছে, কিন্তু অহিফেন যে কি বস্তু তাহা আঢ়মল্ল জানিলেও গোবিন্দ আচার্য্য জানিতেন না। উভয়ই ১৪ খৃষ্টশতাব্দীয় হইলেও আঢ়মল্ল লিখিয়াছেন—'অহিফেনং খাখসজঃ ক্ষীরবিশেষঃ' অর্থাৎ আফিম পোস্তঢেঁড়ীর আটা (the milky juice of poppy); কিন্তু রসসারে গোবিন্দ আচার্য্য লিখিয়াছেন—"সমুদ্রে চৈব জায়ন্তে বিষমৎস্যা শ্চতুর্ব্বিধাঃ। তেভ্যঃ ফেনং সমুৎপন্ন মহিফেনং চতুর্ব্বিধম্। কেচিদ্ বদন্তি সর্পাণাং ফেনং স্যাদহিফেনকম্॥"

গৌতম—গোতম নাম দ্রষ্টব্য। গৌতমসংহিতাকৃৎ। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে কবীন্দ্রসূচীতে এই সংহিতা উল্লিখিত হইয়াছে।

ঘটক রায়—বৈদ্যকুলপঞ্জিকাকৃৎ।

ঘণ্টেশ্বর—মঙ্গলের ঔরসে এবং মেধার গর্ভে উৎপন্ন দেববিশেষ। ইহার পূজা করিলে ব্রণ এবং চর্ম্মরোগের শান্তি হয়। বঙ্গদেশে ইনি ঘেঁটুঠাকুর বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ঘোটকমুখ—একজন প্রাচীন কামশাস্ত্রকার। বাৎস্যায়ন ইহার নাম করিয়াছেন।

চক্রপাণি দত্ত--লোধ্রবংশীয় নারায়ণ দত্তের পুত্র, চরকটীকাকার, নরদত্তের শিষ্য এবং ১১ খৃষ্টশতাব্দীয়। বৈদ্যশাস্ত্রে ইহার গ্রন্থ—ভানুমতী. চক্রসংগ্রহ বা চিকিৎসা সংগ্রহ বা চক্রদত্ত বা চক্রদত্তসংগ্রহ, চিকিৎসাস্থানটিপ্পন, আয়ুর্ব্বেদদীপিকা বা চরক তাৎপর্য্যটীকা, সর্ব্বসারসংগ্রহ, বৈদ্যকোষ, দ্রব্যগুণসংগ্রহ, ব্যগ্রদরিদ্র শুভংকর বা শুভংকর এবং চরকটীকা ইত্যাদি। কেহ কেহ বলেন, চক্রদত্তসংগ্রহ ১১ খৃষ্ট শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে প্রণীত হয়।

সাহিত্যে ইঁহার গ্রন্থ—মাঘের টীকা, কাদম্বরীর টীকা, দশকুমার-চরিতের উত্তরপীঠিকা ইত্যাদি। ন্যায়সূত্রের উপর ইনি একখানি টীকা লিখিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। সুশ্রুতের উপর ইঁহার 'ভানুমতী' নাম্নী টীকার কতকাংশ এখনও বিদ্যমান আছে। শিবদাস সেনের চক্রদত্তীয় তত্ত্বচন্দ্রিকায় ইহার বচন উদ্ধৃত হইয়াছে (অশ্মরী ৮ শ্লোক, ৩২৪ পৃঃ বঙ্গীয় সংস্করণ)। শুনা যায় চিকিৎসা-সংগ্রহের পূর্ব্বে 'ব্যগ্রদরিদ্র শুভঙ্কর' প্রণীত হয়। কাহারও কাহারও মতে 'চিকিৎসাসংগ্রহ' বৃন্দকৃত সিদ্ধযোগের পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ-বিশেষ। ইহার উপর নিশ্চলকরের রত্নপ্রভানাম্নী টীকা আছে। চক্রদত্তের চিকিৎসাসংগ্রহে যে সকল গ্রন্থ-গ্রন্থকারের বচন বা মতবাদ উপলব্ধ হয় তাহাদের নাম রত্নপ্রভাপ্রণেতা নিশ্চলকরের মতে প্রদত্ত হইল—

(চরকন্যাসপ্রণেতা) অমিতপ্রভ, অমৃতমালা, (জয়দত্ত ও দীপংকরশ্রীজ্ঞান-প্রণীত) অশ্ববৈদ্যক, অশ্বিনীকুমারসংহিতা, (অচ্যুত-প্রণীত) আয়ুর্ব্বেদসার, উগ্রসেন, কালপাদ, কৃষ্ণাত্রেয়, ক্ষারপাণি, খরনাদ, (সম্ভবতঃ পৃথ্বীসিংহকৃত) গন্ধশাস্ত্র, চরক, চরকোত্তর তন্ত্র, চক্ষুঃষ্যেণ, চন্দ্রট, (তীসটকৃত) চিকিৎসাকলিকা, চিকিৎসাতিশয়, জতূকর্ণ, তীসট, দৃঢ়বল, নাবনীতক-সংহিতা, পৃথ্বীসিংহ, বৃহৎতন্ত্রপ্রদীপ, ভদ্রবর্ম্মা, ভালুকি, ভিষগ্‌মুষ্টি, ভেল, ভোজ, মাধবকর, যোগপঞ্চাশিকা, যোগযুক্তি, যোগশত, (গোবর্দ্ধনকৃত) রত্নমালা, (সিদ্ধসারপ্রণেতা) রবিগুপ্ত, লোহশাস্ত্র, বাগ্‌ভট, (বিন্দুপণ্ডিতকৃত) বিন্দুসার, বৃদ্ধ বাগ্‌ভট (অর্থাৎ অষ্টাঙ্গসংগ্রহ), বৃদ্ধবিদেহ, বৃদ্ধসুশ্রুত, (স্বকৃত) ব্যগ্র-দরিদ্রশুভঙ্কর, শালিহোত্র, শিবসিদ্ধান্ত (তন্ত্র), শৌনক, (রবিগুপ্ত প্রণীত) সিদ্ধসার, সুশ্রুত, (নলকৃত) সূদশাস্ত্র, স্বল্প বাগ্‌ভট (অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা), হরমেখল (প্রাকৃতগ্রন্থ), হারীত ইত্যাদি।

রত্নপ্রভার সার লইয়া শিবদাস সেনের তত্ত্বচন্দ্রিকা প্রণীত হয়। শিবদাস দ্রব্যগুণ সংগ্রহেরও টীকাকার। সর্ব্বসারসংগ্রহের উপর ১৪-১৫ খৃষ্টশতাব্দীয় বিশ্বনাথ সেন একখানি টীকা লিখিয়াছিলেন।

বীরভূম জেলায় ময়ূরেশ্বর গ্রামে চক্রপাণির জন্ম হয়। ইঁহারা পিতাপুত্র বঙ্গাধিপতি নয়পালের রন্ধনশালার বিরাটরাজভবনস্থিত বল্লভের ন্যায় অধ্যক্ষতা করিতেন। পরে বিদ্যাতিশয়হেতু চক্রপাণি রাজবৈদ্য এবং পরে রাজমন্ত্রী হন। কুমারভার্গবীয় প্রণেতা ভানুদত্ত ইঁহার ভ্রাতা। চিকিৎসালেশাদিকৃদ্ গোবর্দ্ধনদত্ত ইঁহার আপন ভ্রাতা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কেহ কেহ বলেন, গোবর্দ্ধন চক্রপাণির অন্তরঙ্গ বন্ধু, ভ্রাতা নহেন। ইহা অসম্ভব নহে। কারণ চক্রপাণি নিজের পরিচয় দিয়াছেন—"গৌড়াধিনাথরসবত্যধিকারিপাত্র-নারায়ণস্য তনয়ঃ সুনয়োঽন্তরঙ্গাৎ। ভানোরনু প্রথিতলোধ্রবলী-কুলীনঃ শ্রীচক্রপাণিরিহ কর্ত্তৃপদাধিকারী॥" মহারাজ নয়পাল ১০৪০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের সিংহাসনে আরূঢ় হন। উক্ত শ্লোকে গোবর্দ্ধনের নাম নাই। শ্রীহট্টের রাজা গৌড়গোবিন্দকে রোগমুক্ত করায় চক্রপাণি প্রভূত ধনলাভ করেন। চরক-সুশ্রুতে জ্ঞানাতিশয়-হেতু চক্রপাণি 'চরক-চতুরানন' এবং 'সুশ্রুত-সহস্রনয়ন' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এ দুইটী যেন তাঁহার উপাধি। (নিশ্চলকৃত রত্নপ্রভার মঙ্গলাচরণ দ্রষ্টব্য)।

কুটজপাকে চক্রপাণি লিখিয়াছেন—'কৃষ্ণাত্রিমতপূজিত এষ যোগঃ'। ইহাতে কৃষ্ণাত্রেয়কে কৃষ্ণবর্ণ এবং অত্রির পুত্র বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ৩৬-৩৮ এবং ১১৩-১১৪ পৃষ্ঠাসমূহ দ্রষ্টব্য। চক্রপাণির গ্রন্থে অনেক বৌদ্ধশব্দাদি পাওয়া যায়, যেমন—মহাবোধিপ্রদেশ (অর্থাৎ মগধ), বোধিসত্ত্বেন ভাষিতম্, সৌগতমঞ্জনম্

(নাগার্জ্জুনাঞ্জন), নাগার্জ্জুনো মুনীন্দ্রঃ, ইত্যাদি। বৌদ্ধ রাজার অধীনে থাকার ফলে বোধ হয় ঐরূপ লেখার প্রয়োজন হইয়াছিল।

চক্রপাণি দাস—'অভিনবচিন্তামণি' নামক বৈদ্যগ্রন্থপ্রণেতা।

চক্ষুঃষ্যেণ—একজন প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য। বঙ্গসেন-মধুকোষ-চিকিৎসাকলিকা এবং চিকিৎসাকলিকাবিবৃতি প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার নাম ও বচন পাওয়া যায়। চিকিৎসাকলিকাবিবৃতিতে চন্দ্রট লিখিয়াছেন—"তথা চোক্তং চক্ষুঃষ্যেণেন—'ভূম্যাতুরৌ প্রদেশঃ' ইতি, এবং "চক্ষুঃষ্যেণেনাপ্যুক্তম্—রোগিণঃ কায়দেশস্য সংপরীক্ষ্য বলায়ুষী। পূর্ব্বং বলানুরূপং স্যাদুপচারোঽনুবন্ধনম্॥" ইত্যাদি ইত্যাদি। মধুকোষে শ্রীকণ্ঠদত্ত লিখিয়াছেন—"চক্ষুঃষ্যেণশ্চ 'উন্মেষণীঃ শিরাঃ' ইত্যাহ—উন্মেষণীঃ শিরা বায়ুঃ প্রবিশ্য চাবতিষ্ঠতে। অত্যর্থং চালয়েদ্ বর্ত্ম নিমেষঃ স ন সিধ্যতি॥" ইত্যাদি।

চণ্ড—অরুণদত্তের 'সর্ব্বাঙ্গসুন্দর' টীকায় এই নাম পাওয়া যায়। নিবন্ধসংগ্রহের ৪৭৪ পৃষ্ঠায় ডল্লণ নামগ্রহণপূর্ব্বক ইহার বচন ও মতবাদ উঠাইয়াছেন। এ সকল দেখিলে মনে হয়, ইনি হৃদয়-সংহিতার এবং সুশ্রুতের একজন ব্যাখ্যাকার। শুনা যায়, ইনি ১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয়। কিন্তু কীথ্ সাহেবের মতে ইনি তৃতীয় খৃষ্টশতাব্দীয় (Keith—p. 433)। কেহ কেহ ইহাকে চণ্ডাচার্য্য এবং বিপ্রচণ্ডাচার্য্য বলিয়াছেন।

চতুর্ভুজ মিশ্র—কুরলকুলোৎপন্ন খণ্ডেলব্রাহ্মণ, হরিহর মিশ্রের পৌত্র, মহেশ মিশ্রের পুত্র, জয়পুরে লব্ধজন্মা, সাহ্ জাহানের সভাপণ্ডিত এবং ১৭ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইনি রসহৃদয়ের উপর 'মুগ্ধাববোধিনী' টীকা লিখিয়াছেন। টীকার প্রথমেই লিখিত আছে—"ভবভয়রক্ষণদক্ষং নত্বা মুগ্ধাববোধিনীং তনুতে। রসহৃদয়-

সুপ্রযুক্তাং টীকামৃজুভাবগামাপ্তঃ॥” কেহ কেহ বলেন, বালান্বয়-বোধিকা বা বালপরিচয় বোধিকা এই টীকার নামান্তর। India Office Libraryতে ইহার পাণ্ডুলিপি আছে। চতুর্ভুজ মিশ্র প্রথম গোলিন্বরাজকৃত হরিবিলাসের টীকা লিখিয়াছেন। জাহাঙ্গীরের সময়ে ইনি কৃষ্ণপদ্ধতি এবং গীতগোপাল প্রণয়ন করেন। কাশীখণ্ডের টীকাকার রামানন্দ ইহার শিষ্য।

চন্দন—নিশ্চলোক্ত বৈদ্যবিশেষ। কোনও কোন বৈদ্যগ্রন্থে ভ্রান্তিবশতঃ ‘চন্দ্রনন্দন’ স্থলে ‘চন্দ্রচন্দন’ লিখিত আছে। সম্ভবতঃ চন্দ্রনন্দনের শেষাংশ ‘নন্দন’ শব্দই ‘চন্দন’ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ‘চন্দ্রনন্দন’ নাম দ্রষ্টব্য।

চন্দ্রট—জেজ্জটের ব্যাখা উপজীব্য করিয়া সুশ্রুতের এবং দৃঢ়বলের ব্যাখ্যা উপজীব্য করিয়া চরকের পাঠশুদ্ধি করেন। ইহা প্রতিসংস্কার নহে। ইনি চিকিৎসাকলিকাকৃৎ তীসটের পুত্র। বৈদ্যকশাস্ত্রে ইহার গ্রন্থ—চন্দ্রটসারোদ্ধার, যোগরত্নসমুচ্চয়, বৈদ্য-ত্রিংশটীকা, চিকিৎসাকলিকাবিবৃতি ইত্যাদি। নিম্নলিখিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদের নিকট চন্দ্রট ঋণী—অগ্নিবেশ, (আয়ুর্ব্বেদসার প্রণেতা) অচ্যুত, (চরকন্যাস প্রণেতা) অমিতপ্রভ, অমৃতমালা, অশ্বিনীসংহিতা, আত্রেয়, (তীসটপ্রণীত) আর্য্যসমুচ্চয় বা চিকিৎসাসমুচ্চয়, কালপাদ, কৃষ্ণাত্রেয়, ক্ষারপাণি, খরনাদ, গোপুর, চরক, চরকোত্তর তন্ত্র (সম্ভবতঃ দৃঢ়বলকৃত), চক্ষুঃষ্যেণ, (তীসটকৃত) চিকিৎসাসমুচ্চয় বা আর্য্যসমুচ্চয়, জতূকর্ণ, তীসট, দ্রব্যাবলী, নাগার্জুন, নাবনীতক (প্রমাদবশতঃ লিখিত ‘নামনীতক’), পরাশর, বৃদ্ধবাহড়, বৃদ্ধবিদেহ, বৃদ্ধসুশ্রুত, ভদ্রবর্ম্মা, ভেড়, ভিষগ্‌মুষ্টি, মহেন্দ্রকল্প, যোগযুক্তি, রবিগুপ্ত (সিদ্ধসারকৃৎ), বাগ্‌ভট, বিদেহ, বিন্দুভট্ট (বিন্দুসারকৃৎ), বিন্দুসার, শিবসিদ্ধান্ত (তন্ত্র), শৌনক, সিদ্ধসার (রবিগুপ্তকৃত), সুশ্রুত, হারীত।

তীসট সম্ভবতঃ চিকিৎসাসমুচ্চয় এবং যোগরত্নসমুচ্চয় প্রণয়ন করেন। এই দুইখানি গ্রন্থকে চন্দ্রট কখনও কখন আর্য্যসমুচ্চয় বলিয়াছেন। আর্য্য অর্থাৎ পিতা তীসট।

Hoernle সাহেব চন্দ্রটকে নবম খৃষ্টশতাব্দীয় বলিয়াছেন (Astrology p. 100)। ইহা চিন্তনীয়। কীথ্ সাহেবের মতে চন্দ্রটের পিতা তীসট ১৪ খৃষ্টশতাব্দীয় (H. S. L. p. 511)। ইহাও ঠিক নহে। কারণ ১১ খৃষ্টশতাব্দীয় চক্রপাণিদত্ত নামগ্রহণ-পূর্ব্বক তীসট-চন্দ্রটের বচন উঠাইয়াছেন (নিশ্চলকৃত রত্নপ্রভায় মাষতৈল দ্রষ্টব্য) এবং ৯-১০ খৃষ্টশতাব্দীয় বৃন্দকুণ্ড তীসট-চন্দ্রটকে জানেন না। এই সকল কারণে আমাদের মনে হয়, তীসট ১০ খৃষ্টশতাব্দীয় এবং তাঁহার পুত্র চন্দ্রট ১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয়।

চন্দ্রনন্দন—১০ খৃষ্টশতাব্দীতে অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতার 'পদার্থ-চন্দ্রিকা' নাম্নী টীকা এবং একখানি নিঘণ্টু প্রণয়ন করেন। নিঘণ্টুখানি অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতার কোষবিশেষ। অনেক বৈদ্যগ্রন্থে ভ্রান্তিবশতঃ ইহাকে 'চন্দ্রচন্দন' বলা হইয়াছে। চন্দ্রনন্দন ১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয় এবং ইন্দুপণ্ডিতের পূর্ব্বাচার্য্য।

অমরকোষোদ্‌ঘাটনে ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয় ক্ষীরস্বামী ইহার নিঘণ্টু হইতে নানা প্রমাণ লইয়াছেন (৯৬, ৯৭, ৯৯, ১০৫, ১১৩ প্রভৃতি পৃষ্ঠা—Poona Oriental Series no. 43 দ্রষ্টব্য)। বৈদ্যবাচস্পতির আতঙ্কদর্পণে চন্দ্রনন্দনের নাম ও বচন দৃষ্ট হয় (৫১ পৃঃ—বোম্বাই সংস্করণ)।

চন্দ্র সেন—'চন্দ্রসেনসিদ্ধান্ত' এবং 'রসচন্দ্রোদয়' প্রণেতা জনৈক প্রাচীন রসবিদ্যাবিৎ পণ্ডিত। রসরত্নসমুচ্চয়ের প্রথমেই লিখিত আছে—"আদিমশ্চন্দ্রসেনশ্চ লঙ্কেশশ্চ বিশারদঃ" ইত্যাদি।

রসচন্দ্রোদয় এখন পাওয়া যায় না। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দীয় কবীন্দ্রাচার্য্যের সূচীপত্রে 'চন্দ্রসেন-সিদ্ধান্ত' উল্লিখিত আছে।

চরক মুনি—কেহ কেহ বলেন, পাণিনীর 'কঠচরকাল্লুক্' (৪।৩।১০৭) সূত্রোক্ত চরকই সম্ভবতঃ সংহিতাকার চরক। ইহা ঠিক নহে। কারণ ঐ সূত্রে কপিষ্ঠল চরক লক্ষিত হইয়াছেন। পাঞ্জাবের উত্তরে ইরাবতী ও অশিক্নী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কপিষ্ঠল জনপদে ইঁহার বাস ছিল। ইনি একজন বীজী পুরুষ (propositus) এবং সংহিতাকার চরক ইঁহারই বংশধর। মনে হয়, সংহিতাকারও পাঞ্জাবে থাকিতেন।

অগ্নিবেশের তন্ত্র প্রধানভাবে উপজীব্য করিয়া চরকমুনি একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সংহিতা প্রণয়নপূর্ব্বক নিজের নামেই প্রচার করেন। ইহা আট ভাগে বিভক্ত, যেমন—(১) সূত্রস্থান (explaining the origin and use of medicine, duties of a physician, materia medica etc.), (২) নিদান স্থান (giving a description of diseases e.g., fever, diabetes etc.), (৩) বিমান স্থান (treatment of epidemics, symptoms, diagnosis, use of medicine etc.), (৪) শারীর স্থান (treating of the nature and connection of the body and soul, conception etc.,), (৫) ইন্দ্রিয় স্থান (explaining the organs of sense, both cognitive and conative, and their diseases or defects), (৬) চিকিৎসিত স্থান (treating of various diseases, effects of poison and their remedies), (৭) কল্প স্থান (treating of emetics and purgatives and of antidotes etc.,), (৮) সিদ্ধি স্থান (treating of infec-

tions etc.,)। সুশ্রুতে আলোচিত হইয়াছে—সূত্র স্থান, নিদান স্থান, শারীর স্থান, চিকিৎসিত স্থান, কল্প স্থান এবং উত্তর স্থান। চরকসুশ্রুতে সাংখ্যপ্রপঞ্চ দৃষ্ট হয়। সুশ্রুতপ্রস্তাবে উহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

চরকসংহিতার উপর নানা লোকে টীকাদি লিখিয়াছেন, যেমন—পতঞ্জলি, কপিবল, ভট্টার হরিচন্দ্র, জেজ্জট, চক্রপাণি, ঈশানদেব, বাপ্যচন্দ্র বা বাষ্পচন্দ্র, বকুলেশ্বর সেন, আচার্য্য ভীমদত্ত, ঈশ্বর সেন ভিষক্, জিনদাস, গুণাকর বৈদ্য, আচার্য্য স্বামিকুমার, নরসিংহ কবিরাজ, শিবদাস সেন, গঙ্গাধর কবিরাজ, যোগীন্দ্রনাথ সেন, ইত্যাদি।

চরক বিশুদ্ধ মুনির পুত্র। ইনি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের একখানি ভাষ্য লিখিয়াছিলেন। কেহ কেহ ইঁহাকে বামদেবের ন্যায় অনুপাসিত-গুরু বলিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধি আছে যে,ভগবান্ ফণিপতি সংহিতাকার চরকরূপে, মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিরূপে এবং যোগসূত্র-কার পতঞ্জলিরূপে কায়শুদ্ধি, বাক্শুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধি করিবার জন্য তিনবার ধরায় অবতীর্ণ হন। সেইজন্য ব্রাহ্মকাণ্ডে ভর্ত্তৃহরি লিখিয়াছেন—'কায়বাগ্বুদ্ধিবিষয়া যে মলাঃ সমবস্থিতাঃ। চিকিৎসালক্ষণাধ্যাত্মশাস্ত্রৈস্তেষাং বিশুদ্ধয়ঃ॥ (বাক্যপদীয়)। চক্র-পাণির আয়ুর্ব্বেদদীপিকায় লিখিত আছে—"পাতঞ্জলমহাভাষ্যচরক-প্রতিসংস্কৃতৈঃ। মনোবাক্কায়দোষাণাং হর্ত্রেঽহিপতয়ে নমঃ॥" ধারাধিপতি ভোজদেব বলিয়াছেন—"বাক্চেতোবপুষাং মলঃ ফণিভৃতাং ভর্ত্রেব যেনোদ্ধৃতঃ"।

অনেকেই মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিকে চরকের ব্যাখ্যাতা, প্রতি-সংস্কর্ত্তা, বা বার্ত্তিককার বলিয়া মনে করেন। কারণ জেজ্জটের পুত্র কৈয়ট বলিয়াছেন—"যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচাং মলং শরীরস্য তু বৈদ্যকেন। যোঽপাকরোৎ তং প্রবরং মুনীনাং পতঞ্জলিং প্রাঞ্জলি-

য়ানতোঽস্মি ॥" নাগেশের লঘুমঞ্জূষায় লিখিত আছে—"আপ্তো নামানুভবেন বস্তুতত্ত্বস্য কার্ৎস্ন্যেন নিশ্চয়বান্ রাগাদিবশাদপি নান্যথাবাদী যঃ স ইতি চরকে পতঞ্জলিঃ।" এই দুইটী বাক্যহেতু পতঞ্জলি চরকের ব্যাখ্যাতা বলিয়া অনুমিত হন। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির সম্বন্ধে রামভদ্র দীক্ষিত লিখিয়াছেন—"সূত্রাণি যোগশাস্ত্রে বৈদ্যকশাস্ত্রে চ বার্ত্তিকানি ততঃ। কৃত্বা পতঞ্জলিমুনিঃ প্রচারয়ামাস জগদিদং ত্রাতুম্ ॥" (পতঞ্জলিচরিত)। মধুকোষের ৩০ পৃষ্ঠায় বিজয়রক্ষিত চরকসংহিতার চিকিৎসাস্থানীয় "কটূম্লমুষ্ণং বিরসং চ পূতিপিত্তেন বিদ্যাল্লবণং চ বক্ত্রম্" (২৬।১৮২) ইত্যাদি শ্লোকটীকে বার্ত্তিক বলিয়াছেন (বোম্বাই সংস্করণ)। এই দুইটী কারণবশতঃ পতঞ্জলিকে চরকের বার্ত্তিককার বলা হয়।

"দীর্ঘঞ্জীবিতীয়"-অধ্যায়ে চরকমুনি বলেন যে, পুরাকালে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য হিমালয়পার্শ্বে ঋষিদের একটী সভা হয়। তাহাতে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন, যেমন—অঙ্গিরা, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, ভৃগু, আত্রেয়, গোতম, সাঙ্খ্য, পুলস্ত্য, নারদ, অসিত, অগস্ত্য, বামদেব, মার্কণ্ডেয়, আশ্বলায়ন, পারিক্ষি, ভিক্ষুকাত্রেয়, ভরদ্বাজ, কপিঞ্জল বা কবিষ্ঠল, বিশ্বামিত্র, আশ্মরথ্য, ভার্গব, চ্যবন, অভিজিৎ, গর্গ, শাণ্ডিল্য, কৌণ্ডিন্য, বার্ক্ষি, দেবল, গালব, সাংকৃত্য, বৈজবাপি, কুশিক, বাদরায়ণ, বড়িশ, শরলোমা, কাপ্য, কাত্যায়ন, কাঙ্কায়ন, কৈকশেয়, ধৌম্য, মরীচি, কশ্যপ, শর্করাক্ষ, হিরণ্যাক্ষ, লোকাক্ষ, পৈঙ্গি, শৌনক, শাকুনেয়, মৈত্রেয়, মৈমতায়নি, বৈখানস, বালখিল্য মুনিগণ এবং অন্যান্য ঋষিগণ। ভগবান্ ব্যাসদেব যেমন সম্প্রতি তনূধর হইয়া কাশীতে শঙ্করাচার্য্যের সহিত বেদান্তের 'তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষ্বক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্' (৩-১-১) সূত্রবিষয়ক বিচার করিয়াছিলেন, অথবা পূর্ব্বে ভগবান্ আবট্য যেমন নির্ম্মাণচিত্তে অধিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার শিষ্য জৈগীষব্যকে

যোগ-বিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এখানেও সেইরূপ চরকোক্ত ঋষিদের মধ্যে অনেকে নির্ম্মাণকায় অবলম্বন পূর্ব্বক হিমবৎসভায় উপস্থিত হন বলিয়া ধরিতে হইবে। নচেৎ ভৃগু বশিষ্ঠাদির সহিত আশ্বলায়ন বাদরায়ণাদির সম্মিলন কিরূপে সম্ভবপর হয়? আর ঐতিহাসিক দৃষ্টি লইয়া আমরা বলিব—The names are taken merely honoris causa অর্থাৎ নামগুলি প্রায়শঃ পূজার্থে গৃহীত। আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার জন্য ভরদ্বাজকে ইঁহারা ইন্দ্রের নিকট প্রেরণ করেন। বিদ্যালাভের পর ভরদ্বাজ প্রজাহিতের জন্য জগতে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার করেন। ঋষিদের মধ্যে মহর্ষি আত্রেয় ছয়জন প্রধান শিষ্যকে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছিলেন। ছয়জন শিষ্য অর্থাৎ অগ্নিবেশ, ভেড়, জতূকর্ণ, পরাশর, হারীত এবং ক্ষারপাণি। ইঁহাদের মধ্যে প্রতিভাতিশয়হেতু অগ্নিবেশ প্রথমেই অগ্নিবেশতন্ত্র প্রণয়ন করেন এবং তারপর অন্যান্য শিষ্যগণ কর্ত্তৃক স্ব স্ব নামে এক একখানি তন্ত্র প্রণীত হয়।

চরকের সূত্রস্থানীয় 'যজ্জঃপুরুষীয়' নামক অধ্যায়ে নানা ঋষি মহর্ষির নাম পাওয়া যায়, যেমন—কাশীর রাজর্ষি বামক, পরিক্ষতনয় পারিক্ষি মৌদ্গল্য, রাজর্ষি বার্য্যোবিদ, হিরণ্যাক্ষ কৌশিক, শৌনক, ভদ্রকাপ্য, কুমারশিরা ভরদ্বাজ, কাঙ্কায়ন, ভিক্ষুকাত্রেয়, পুনর্ব্বসু আত্রেয়, অগ্নিবেশ ইত্যাদি।

তারপর 'আত্রেয় ভদ্রকাপ্যাধ্যায়ে' রসের স্বরূপনির্ণয়ের জন্য যে সকল ঋষি সমবেত হন তাঁহাদের নামও চরকসংহিতায় পাওয়া যায়, যেমন—মহর্ষি আত্রেয়, ভদ্রকাপ্য, শাকুন্তেয়, পূর্ণাক্ষ মৌদ্গল্য (the full eyed মৌদ্গল্য), হিরণ্যাক্ষ কৌশিক (the golden eyed কৌশিক), কুমারশিরা অনঘ ভরদ্বাজ (the sinless ভরদ্বাজ, otherwise called কুমারশিরা), শ্রীমান্ বার্য্যোবিদ রাজা (the blessed king বার্য্যোবিদ), মতিমান্ নিমি বৈদেহ

(নিমি-the intelligent), বৈদেহ, মতিমান্ বড়িশ, বাহ্লীক দেশীয় প্রধান আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য এবং অথর্ব্বমন্ত্রদ্রষ্টা কাঙ্কায়ন বাহ্লীক, ইত্যাদি। ইহারা চৈত্ররথবনে সমবেত হইয়াছিলেন।

'আয়ুর্ব্বেদসমুত্থানীয় রসায়নপাদ' নামক অধ্যায়ে ইন্দ্রের সহিত যে সকল ঋষির কথোপকথন হইয়াছিল তাঁহাদের নামও চরকে দৃষ্ট হয়, যেমন ভৃগু, অঙ্গিরা, অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অগস্ত্য, পুলস্ত্য, বামদেব, অসিত, গৌতম ইত্যাদি। ইহারা সকলেই ইন্দ্রের নিকট রসায়নবিদ্যা শিখিয়াছিলেন।

১-২ খৃষ্টশতাব্দীয় কণিষ্কসভ্য নবীনচরকের আবির্ভাবহেতু সংহিতাকার চরকমুনিকে কেহ কেহ বৃদ্ধচরক বা প্রাচীন চরক বলিয়া থাকেন। প্রাত্নিকদের মতে দৃঢ়বলের পূর্ব্বে ইনি চরক-সংহিতার প্রতিসংস্কার করায় 'চরক' উপাধি পাইয়াছিলেন। History of Hindu Chemistry গ্রন্থে Dr. P. C. Roy বলেন যে, পুরাকালে চরক একটী গোত্রজ নাম ছিল। পরবর্ত্তিকালে কোনও সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্য 'চরক' উপাধি লাভ করেন এবং তাঁহাকেই বৌদ্ধত্রিপিটকে কণিষ্কসভ্য বলা হইয়াছে। একাধিক বাগ্‌ভট যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে একাধিক চরক কেন অসম্ভব হইবে? আমরা জানি, আদরাতিশয়ের জন্য প্রাচীন বাগ্‌ভটকে সিন্ধুদেশীয় চরক বলা হইত।

Sylvain Levi নামক পাশ্চাত্য পণ্ডিত Chinese Translation of the Buddhist Tripitaka গ্রন্থ দেখিয়া বলেন যে, ১-২ খৃষ্টশতাব্দীতে চরক নামে এক বৈদ্য কণিষ্কের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। (এ সম্বন্ধে Journal Asiatique July to December 1896, p. 444 to 484 এবং January to June 1897, pp. 5-12,.Indian Antiquary Vol. xxxii, 1903, p. 382, এবং Vienna Oriental Journal, Vol. xi, p. 164

দ্রষ্টব্য)। অতএব চরকসংহিতার প্রণয়নকাল ১-২ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইহার উত্তরে Dr. P. C. Roy যাহা বলিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে।

চরক বা নবীনচরক—কণিষ্কসভ্য এবং ১-২ খৃষ্টশতাব্দীয়। প্রাত্নিকদের মতে এই সময়ে ইনি চরকসংহিতার প্রতিসংস্কার করেন (Hindu History p. 334) এবং নাগার্জুন সুশ্রুতের প্রতিসংস্কার করেন। চরক-প্রতিসংস্কর্ত্তা বলিয়া ইনি 'চরক'-উপাধি ভূষিত হন। ঐতিহাসিকদের মতে কণিষ্ক বৌদ্ধমতাবলম্বী হইলে নবীন চরক বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। Sylvain Levi ইহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন এবং Dr. P. C. Roy তাহার যে উত্তর দিয়াছেন তাহা পূর্ব্বোক্ত চরক-প্রস্তাবের শেষে উদ্ধৃত হইয়াছে।

চর্পট—চর্পটসিদ্ধান্তপ্রণেতা। History of Chemistry Vol. II, p. xcvi. দ্রষ্টব্য।

চর্পটি বা সিদ্ধচর্পটি—চর্পটিসিদ্ধান্তপ্রণেতা। ইনি একজন রসাচার্য্য। এবং নাথসম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী। শক্তিসারগ্রন্থে নরহরিমাল ইহাকে ১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় মৎস্যেন্দ্রনাথের এবং দেবগিরির রাজা সিংঘণের সামসময়িক বলিয়াছেন (see Dr. Roy's Hindu Chemistry Vol. II, p. 22-23.)।

চর্ব্বটি—একজন রসাচার্য্য। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের রসেশ্বরদর্শনে ইহার নাম পাওয়া যায়। মনে হয়, চর্পটি এবং চর্বটি এক ব্যক্তি।

চাণক্য—কামসূত্রকার বাৎস্যায়ন। ইনি ৪-৩ খৃষ্টপূর্ব্ব-শতাব্দীয়। চাণক্যের বহু নাম আছে—'বাৎস্যায়নো মল্লনাগঃ কৌটিল্য শ্চণকাত্মজঃ। দ্রামিলঃ পক্ষিলস্বামী বিষ্ণুগুপ্তঃ স এব হি' ॥ (অভিধানচিন্তামণি)। বিষ্ণুগুপ্ত ইহার পিতৃদত্ত নাম। ইনিই

ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন। 'মল্লনাগ' নাম শুনিয়া মনে হয়, শ্রীভাষ্যকার রামানুজাচার্য্যের ন্যায় চাণক্যও একজন সাতিশয় বলিষ্ঠপুরুষ ছিলেন।

চামুণ্ড কায়স্থ—রসসঙ্কেতকলিকা এবং জ্বরতিমিরভাস্কর নামক বৈদ্যগ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করেন। জ্বরতিমিরভাস্কর ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে প্রণীত হয়, সুতরাং গ্রন্থকার ১৬-১৭ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইনি যে কায়স্থ তাহা রসসঙ্কেতকলিকার মঙ্গলাচরণ দেখিলেই উপপন্ন হইয়া থাকে। তথায় লিখিত আছে—"শিবং নত্বা রসেশং চামুণ্ডঃ কায়স্থবংশভূঃ। করোতি রসসঙ্কেতকলিকামিষ্টসিদ্ধিদাম্॥"

চারায়ণ—চরমুনির পুত্র এবং একজন প্রাচীন কামশাস্ত্রকার। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে ইঁহার নাম পাওয়া যায়।

চিন্তামণি বৈদ্য বা বৈদ্য চিন্তামণি—১৮ খৃষ্টশতাব্দীর শেষে 'প্রয়োগামৃত' নামক বৈদ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইনি বৈদ্যরত্নের পুত্র নারায়ণদাস বৈদ্যের শিষ্য। গ্রন্থকার ১৮-১৯ খৃষ্টশতাব্দীয়।

চিন্তামণি শাস্ত্রী বা খরে—'খরে' নাম দ্রষ্টব্য।

চ্যবন—ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় ১৬ অধ্যায় মতে ভাস্কর শিষ্য এবং 'চ্যবন-সংহিতা' ও 'জীবদান' (the giver of life) নামক বৈদ্যগ্রন্থ-প্রণেতা। ইঁহার গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে কবীন্দ্রাচার্য্যসূচীতে চ্যবনসংহিতার উল্লেখ আছে। চ্যবন নামে নানা ব্যক্তি থাকিলেও আয়ুর্ব্বেদোক্ত চ্যবন ভৃগুমুনির ঔরসে এবং পুলোমার গর্ভে উৎপন্ন হন। অসময়ে গর্ভচ্যুত হওয়ায় 'চ্যবন' নাম হইয়াছে। চ্যবনের স্ত্রী শর্য্যাতিপুত্রী সুকন্যা। একদা রাজা শর্য্যাতি কন্যাসহ চ্যবনাশ্রমে গমন করেন। তথায় এক বল্মীক-স্তূপের মধ্যে চ্যবন তপোনিরত থাকেন। বল্মীকস্তূপের ছিদ্র দিয়া তাঁহার চক্ষু দেখা যায়। সুকন্যা ভ্রমবশতঃ কণ্টক দ্বারা তাহা

বিদ্ধ করেন। তখন মুনি রক্তাক্তনেত্র হইয়া বাহিরে আসেন। রাজা নানা উপায়ে তাঁহাকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলে তিনি সুকন্যার পাণিপ্রার্থী হন। রাজা তাহাতে বিহ্বল হইলেও সুকন্যা স্বেচ্ছাবশতঃ মুনিকে বিবাহ করেন। তারপর অশ্বিদ্বয় একটী ঔষধ দ্বারা অচিরে জীর্ণ-শীর্ণ মুনির রূপ-যৌবন ফিরাইয়া আনেন। অশ্বিদ্বয়ের এই উপকারে মুনি তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে যজ্ঞিয় সোমের অধিকার প্রদান করেন। ইহাতে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হন। পরে পরাস্ত হইয়া তিনি মুনিকার্য্যে সম্মত হন। অশ্বিপ্রদত্ত ঔষধই এখন চ্যবন-প্রাশ নামে প্রসিদ্ধ। যক্ষ্মচিকিৎসার তত্ত্বচন্দ্রিকায় শিবদাস সেন লিখিয়াছেন—'চ্যবনস্য মুনেঃ প্রাশ ইতি ঘঞ্' (১৫৮ পৃঃ বঙ্গীয় সঃ)। প্রাশ শব্দ ভোজনার্থবাচী।

হারীতের মতে অত্রিসূচিত চ্যবনপ্রাশ কৃষ্ণাত্রেয়কর্ত্তৃক প্রপঞ্চিত হয়। তিনি বলিয়াছেন—"ক্ষয়রোগবিনাশায় কথিতং চাত্রিণা মহৎ। চ্যবনপ্রাশনং নাম কৃষ্ণাত্রেয়েণ ভাষিতম্॥" বোধ হয়, ইহা লঘুচ্যবনপ্রাশ-বিষয়ক উক্তি।

চ্যবনমুনি গজায়ুর্ব্বেদবেত্তা ছিলেন। পালকাপ্যের হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ হইতে জানা যায় যে, তিনি হস্ত্যায়ুর্বিচারে রাজা রোমপাদের সভায় আহূত হন। ভীষ্মের শরশয্যাকালে তিনি উপস্থিত ছিলেন (শান্তিপর্ব্বস্থ রাজধর্ম্মপর্ব্ব—৪৭।৮)।

জগদ্বীজ—একজন বৈদিক ঋষি। ইনি অথর্ব্ববেদের অভিচার-বিষয়ক তৃতীয় কাণ্ডস্থ ষষ্ঠসূক্তের দ্রষ্টা।

জগন্নাথ বৈদ্য—লক্ষ্মণবৈদ্যের পুত্র। ইনি ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে যোগসংগ্রহনামক বৈদ্যকগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে রাবণকৃত কুমারতন্ত্রের বচনাদি পাওয়া যায়।

জটাধর—চট্টগ্রামবাসী রঘুপতির পুত্র এবং 'অভিধানতন্ত্র' বা 'জটাধরকোষ' প্রণেতা। ইনি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। গ্রন্থকার অনতি-. প্রাচীন কিন্তু ১৪-১৫ খৃষ্টশতাব্দীয় রায়মুকুটের পূর্ব্ববর্ত্তী। ইনি সম্ভবতঃ ১৩ খৃষ্টশতাব্দীয়।

জটিকায়ন বা জাটিকায়ন—একজন বৈদিক ঋষি। ইনি অথর্ব্ববেদের রাজকর্ম্মবিষয়ক ষষ্ঠকাণ্ডস্থ ৩৩ এবং ১১৬ সূক্তদ্রষ্টা।

জতূকর্ণ—জতূকর্ণতন্ত্রপ্রণেতা এবং আত্রেয় শিষ্য। মহাতিক্ত ঘৃত ইঁহার নামে প্রচলিত আছে। চরকে এবং সুশ্রুতপ্রণীত নাবনীতকের কশ্‌গড় পাণ্ডুলিপিতে অর্থাৎ Bower manuscriptএ ইনি জতূকর্ণ বলিয়া অভিহিত। তবে অনেকেই বলেন—'জাতূকর্ণ।' কিন্তু জাতূকর্ণ একজন উপস্মৃতিকার। চতুর্ব্বর্গ-চিন্তামণিতে হেমাদ্রি লিখিয়াছেন—'ব্যাঘ্রঃ কাত্যায়নশ্চৈব জাতূকর্ণঃ কপিঞ্জলঃ। উপস্মৃতয় ইত্যেতাঃ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥'(দান খণ্ড)।

জনক—ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় ১৬ অধ্যায়মতে ভাস্করশিষ্য এবং বৈদ্য-সন্দেহভঞ্জনপ্রণেতা। সংক্ষেপে ইনি মিথি, মিথিল বা বৈদেহ বলিয়াও অভিহিত। ইনি মিথিলার রাজা। বৃহদারণ্যকের অশ্বল যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে আম্নাত হইয়াছে—'ওঁ জনকো হ বৈদেহ···' (৩।১।১)। ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—'জনকো নাম কিল সম্রাড্ রাজা বভূব বিদেহানাম্, তত্র ভবো বৈদেহঃ।' মিথি ও মিথিল নামে জনকশব্দের ব্যুৎপত্তি ও বিবরণ পাওয়া যাইবে। ইনি সম্ভবতঃ উদাবসুর পিতা, সীতার পিতা নহেন।

জনার্দ্দন সেন—সদ্‌বৈদ্যকৌস্তুভপ্রণেতা। স্ত্রীপুরুষের নাড়ী-পরীক্ষা সম্বন্ধে ইনি বলিয়াছেন—"নার্য্যাঃ সব্যকরে পরীক্ষণবিধিঃ পুংসঃ শয়ে দক্ষিণে। লঙ্কেশাদিবিপশ্চিতাং মতমিদং লব্ধং স্বভাবাদ্

ভবেৎ॥" জনার্দ্দনপ্রণীত নীতিবর্ম্মকৃতকীচকবধের টীকাখানি অন্ত-টীকাকার সর্ব্বানন্দ নাগের পরবর্ত্তী, সুতরাং জনার্দ্দন অনতিপ্রাচীন।

জমদগ্নি—অথর্ব্ববেদের ষষ্ঠকাণ্ডস্থ ৩৯ এবং ১০২ সূক্তীয়মন্ত্র-সমূহের দ্রষ্টা। ইনি একজন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য, জমদগ্নিসংহিতা-প্রণেতা এবং পরশুরামের পিতা। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দীয় কবীন্দ্রসূচীতে জমদগ্নিসংহিতা উল্লিখিত আছে। ইনি চরকোক্ত হিমবৎসভায় এবং পালকাপ্যোক্ত রোমপাদের সভায় উপস্থিত ছিলেন। ইঁহার নাম সম্ভবতঃ পূজার্থ গৃহীত। ইনি কেশবৃদ্ধির জন্য 'নিতত্নী'নামক ওষধিপ্রয়োগের ব্যবস্থা করেন। অথর্ব্ববেদের ৬ কাণ্ডস্থ ১৩৬' সূক্তের ভাষ্যে তাৎপর্য্যতঃ লিখিত আছে—মহর্ষি জমদগ্নি দু'হিত্রে কেশবর্দ্ধনীং নিতত্নীমোষধিং খননেনোদ্ধৃতবান্। তামোষধিং মহর্ষি বীতহব্যঃ কেশবৃদ্ধ্যর্থং মুনেরসিতস্য গৃহেভ্য আহরৎ। তৎপ্রয়োগেণ তস্য কেশাঃ কৃষ্ণবর্ণাঃ সন্তো নড়া ইব দ্রাঘীয়াংসো জাতাঃ। নিতত্নী সম্ভবতঃ কেশরাজ বা ভীমরাজ।

জয়দত্ত ও দীপংকর—উভয়ে মিলিত হইয়া অশ্ববৈদ্যক বা অশ্বায়ুর্ব্বেদ প্রণয়ন করেন। দীপংকর বিক্রমপুরের রাজবংশীয় জনৈক কুমার। ইনি ঢাকার অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রামে কল্যাণশ্রীর ঔরসে এবং প্রভাবতীর গর্ভে ৯৮০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। দীপংকর বৌদ্ধ হইবার পূর্ব্বে 'চন্দ্রপ্রভ' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি বৌদ্ধধর্ম্মে জেতারির নিকট দীক্ষিত হইয়া 'দীপংকর শ্রীজ্ঞান' নাম গ্রহণ করেন। ইনি এবং ইঁহার সহকর্ম্মা জয়দত্ত ১০-১১ খৃষ্ট-শতাব্দীয়। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে উমেশ গুপ্ত কর্ত্তৃক অশ্ববৈদ্যকের সহিত নকুলকৃত অশ্বচিকিৎসা বা শালিহোত্রতন্ত্র মুদ্রিত হইয়াছে।

জয়দেব—বৈদ্যকশাস্ত্রে 'ঈষৎতন্ত্র' বা 'রসাধ্যায়' নামক রসগ্রন্থ, কামশাস্ত্রে 'রতিমঞ্জরী', এবং ছন্দঃশাস্ত্রে 'ছন্দঃসূত্র' প্রণয়ন করেন।

ঈষৎতন্ত্রকে কাতন্ত্র বলা যায়, কারণ তন্ত্রশব্দ পরে থাকিলে কুস্থানে ঈষদর্থে 'কা' আদেশ হইয়া থাকে। সেইজন্য কলাপে 'কাতন্ত্রস্য প্রবক্ষ্যামি ব্যাখ্যানং শার্ব্ববর্ম্মিকম্' ইত্যাদি বৃত্তিকারীয় শ্লোকের পঞ্জিকায় ত্রিলোচন লিখিয়াছেন—"নন্থ, ঈষৎ তন্ত্রং জয়দেবাদি-প্রোক্তমপ্যস্তীত্যাহ—শার্ব্ববর্ম্মিকমিতি" (নমস্কারপাদ)। কাতন্ত্র-পরিশিষ্টের টীকাকার গোপীনাথ তর্কাচার্য্যের মতে ত্রিলোচনের একথা অপ্রাসঙ্গিক, কারণ লোকের ঐরূপ আশঙ্কা দেখিয়া ৪-৫ খৃষ্টশতাব্দীয় চন্দ্রগোমী বলিয়াছিলেন—"কাতন্ত্রশব্দো লোকে রূঢ় ইতি জয়দেবাদিতন্ত্রং ন প্রতীয়তে।" জয়দেব চন্দ্রগোমীর পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে তাঁহাকে অন্ততঃ ৩-৪ খৃষ্টশতাব্দীয় বলিতে হয়।

ঈষৎতন্ত্রের বা রসাধ্যায়ের উপর মেরুতুঙ্গ রসাধ্যায়টীকা প্রণয়ন করেন (Keith—H. S. L. p. 512)। ছন্দঃসূত্রের উপর ৯-১০ খৃষ্টশতাব্দীয় কাশ্মীরক পণ্ডিত হর্ষটাচার্য্য 'জয়দেবচ্ছন্দো-বিবৃতি' নামক ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। হর্ষট কল্লটের পৌত্র এবং ভট্টমুকুলের পুত্র। গীতগোবিন্দপ্রণেতা ভগবদ্‌ভক্ত জয়দেব ঈষৎতন্ত্রকার জয়দেবের ৮০০ বা ৯০০ বৎসর পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

জয়দেব কবিরাজ—'রসকল্পদ্রুম' ও 'রসামৃত' নামক রস-গ্রন্থকার।

জয়পাল দীক্ষিত—মধুকোষের টিপ্পণকার। ইনি সম্ভবতঃ ১৫ খৃষ্টশতাব্দীয়।

জয়রবি—১৭৯১ খৃষ্টাব্দে 'জ্বরপরাজয়' প্রণয়ন করেন।

জাজলি—ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় মতে 'বেদাঙ্গসারতন্ত্র' নামক বৈদ্যকগ্রন্থ-প্রণেতা এবং ভাস্করশিষ্য। বিষ্ণুপুরাণ বলেন, সুমন্ত কবন্ধকে অথর্ব্ববেদ পড়াইয়াছিলেন। কবন্ধ ইহাকে দুইভাগ করিয়া একভাগ দেবদর্শকে এবং অন্যভাগ পথ্যকে প্রদান করেন।

অথর্ব্বমুনির পৌত্র এবং দধীচির পুত্র পিপ্পলাদ মুনি দেবদর্শের শিষ্য। জাজলিমুনি এবং শৌনক পথ্যের শিষ্য।

জাটিকায়ন—জটিকায়ন নাম দ্রষ্টব্য।

জাতুকর্ণ—জাতূকর্ণ নাম দ্রষ্টব্য।

জাবাল—ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় ১৬ অধ্যায় মতে 'তন্ত্রসারক' নামক বৈদ্যকগ্রন্থপ্রণেতা এবং ভাস্করশিষ্য। ইনি একজন আথর্ব্বণ মুনি। জাবালোপনিষৎ, বৃহজ্জাবালোপনিষৎ এবং রুদ্রাক্ষোপনিষৎ ইঁহার নামে প্রচলিত।

জিনদাস—চরকের ব্যাখ্যাকার। ইনি 'কর্ম্মদণ্ডী' প্রণয়ন করেন। ইহা একখানি বৈদ্যকগ্রন্থ। নিশ্চলকর ইঁহার নাম করিয়াছেন (রত্নপ্রভা)। ইনি জম্বুস্বামিচরিতপ্রণেতা এবং ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয়।

জিনপ্রভসূরি—অঞ্জনাচার্য্যকৃত কঙ্কালাধ্যায়ের উপর 'কঙ্কালাধ্যায়বার্ত্তিক' মেরুতুঙ্গ কর্ত্তৃক প্রণীত হয় এবং জিনপ্রভসূরি এই বার্ত্তিকের টীকা করেন। ইনি লঘুখরতরগচ্ছপ্রবর্ত্তক জিনসিংহের শিষ্য এবং ১৩-১৪ খৃষ্টশতাব্দীয়। অন্যান্য শাস্ত্রে ইঁহার গ্রন্থ—মানতুঙ্গকৃত-ভয়হরস্তোত্রের টীকা, কুমারসম্ভবের বালবোধিনী টীকা, শশিদেবকৃত কাতন্ত্রবিভ্রমের টীকা, ইত্যাদি।

জীবক—বালভৃত্যপ্রণেতা এবং ৬ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীয় ও বুদ্ধদেবের প্রায় সামসময়িক। মহারাজ বিম্বিসারের ঔরসে এবং শালাবতী নাম্নী দাসীর গর্ভে জীবকের জন্ম হয়। তিনি রাজগির হইতে তক্ষশিলায় গিয়া আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যা অর্জ্জন করেন। আত্রেয়-গোত্রোৎপন্ন জনৈক বৌদ্ধভিক্ষু আত্রেয় তাঁহার গুরু। জীবন জীবকের নামান্তর।

সুপ্রাচীন Bower পাণ্ডুলিপিতে দুইবার জীবকের নাম প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। তথায় লিখিত আছে—"ভার্গীং সপিপ্পলীং পাঠাং পয়স্যাং মধুনা সহ। শ্লেষ্মিকায়াং লিহেচ্ছর্দ্দ্যামিতি হোবাচ জীবকঃ॥" এবং "নির্ম্মিতং জীবকেনেদং কুমারাণাং সুখাবহম্"। নিবন্ধসংগ্রহে লিখিত আছে—"পার্ব্বতক-জীবক-বন্ধকপ্রভৃতিভিঃ কুমারবাধ-হেতবঃ স্কন্দগ্রহপ্রভৃতয়ঃ"। ইহারা সকলেই বৌদ্ধ বৈদ্য। কেহ কেহ বলেন, জীবক বৃহস্পতির নামান্তর, সুতরাং জীবক শব্দের দ্বারা বৃহস্পতি উদ্দিষ্ট। ইহা সমর্থনীয় নহে, কারণ পার্ব্বতক এবং বন্ধক এই দুইজন বৌদ্ধবৈদ্যের মধ্যে দেবগুরু বৃহস্পতির নামোল্লেখ সম্ভবপর নহে।

সুরেশ্বরঘৃত নামে একটী ঔষধ আছে। চক্রপাণিদত্তের মতে ইহা জীবক কর্ত্তৃক সূচিত, কথিত এবং নির্ম্মিত হয়। টীকাকার শিবদাস সেন বলেন—'জীবো বৃহস্পতিঃ স্বার্থে কঃ'। ইহা সাম্প্র-দায়িকতাহেতু যত্নোপপাদিত (অর্থাৎ ক্লিষ্টার্থক) এবং প্রসিদ্ধি-বিরুদ্ধ। ইতিহাস পড়া থাকিলে অথবা বুদ্ধঘোষের সুমঙ্গলবিলাসিনী পড়া থাকিলে শিবদাসের ঐরূপ কষ্টকল্পনার অবসর আসিত না। আর চক্রপাণি সনাতনধর্ম্মাবলম্বী হইলেও অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক নহেন, কারণ তিনি বৌদ্ধ রাজার মন্ত্রিত্ব করিতেন। সেই জন্য তাঁহার গ্রন্থে নানা বৌদ্ধশব্দ দেখা যায়, যেমন—'মগধ' স্থলে মহাবোধিপ্রদেশ, ইত্যাদি। অতএব জীবক বৌদ্ধ বৈদ্য বলিয়া চক্রপাণির গ্রন্থে তাঁহার নাম পরিত্যক্ত নহে।

জীবন—জীবক নাম দ্রষ্টব্য। রসায়নাধিকারের তত্ত্বচন্দ্রিকায় ইহার বচন উদ্ধৃত হইয়াছে (৬১১ পৃঃ-বঙ্গীয় স)।

জীবনাথ—রত্নপ্রভায় নিশ্চলোক্ত লোহশাস্ত্রকার বিশেষ।

জেজ্জট বা জেজ্জড্ বা কীথ্ সাহেবের মতে জৈয্যট এবং আমাদের মতে জৈয়ট—চরক সুশ্রুতের টীকাকার এবং ৯-১০ খৃষ্ট-শতাব্দীয়। ইনি ভাষ্যপ্রদীপকৃৎ কৈয়টাচার্য্যের পিতা। ভাষ্য-প্রদীপের প্রারম্ভেই লিখিত আছে—'কৈয়টো জৈয়টাত্মজঃ'। ভাষ্যপ্রদীপ অর্থাৎ পাতঞ্জল মহাভাষ্যের 'প্রদীপ'নামক টীকা। জৈয়ট কাশ্মীরস্থ আনন্দপুরে জন্মগ্রহণ করিয়া অবন্তিনগরে থাকিতেন। ডল্লণ ইঁহাকে মহাচার্য্য বলিয়াছেন।

জেজ্জট প্রভৃতি নাম জৈয়ট নামের বিকৃতি। ঐরূপে কৈয়টও নানাগ্রন্থে কেজ্জট-কেজ্জড্-কজ্জটাদি নামে অভিহিত হইয়াছেন। মৈত্রেয় রক্ষিত লিখিয়াছেন—'অতস্তেষাং বিবেকার্থং নমস্কৃত্য মুনিত্রয়ম্। দর্শিতং কজ্জটেনেদং বালানাং বুদ্ধিবর্দ্ধনম্॥' (তন্ত্র-প্রদীপ)। ইহাতে বোধ হয়, জেজ্জট-কেজ্জটাদি তাঁহাদের তাৎকালিক উপনাম ছিল। কৈয়ট ১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয়, সুতরাং জেজ্জটের ৯-১০ খৃষ্টশতাব্দীয়ত্ব অনুপপন্ন নহে। রামচন্দ্র শাস্ত্রী অষ্টাঙ্গসংগ্রহের প্রথমে একখানি ছবি দিয়াছেন। ইহাতে জেজ্জট যেন বাগ্ভটের নিকট পাঠ গ্রহণ করিতেছেন। ইহা কাল-বিপ্লবের উদাহরণ (an instance of anachronism)। কারণ আমাদের মতে বাগ্ভট জেজ্জটের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী এবং ধন্বন্তরিও পূর্ব্ববর্ত্তী। ধন্বন্তরি বাগ্ভটের নাম করিয়াছেন এবং বচন উঠাইয়াছেন।

জৈন নারায়ণ শেখর বা নারায়ণ শেখর জৈনাচার্য্য—১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে 'যোগরত্নাকর' নামক বৈদ্যকগ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং তারপর জৈন ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। যোগরত্নাকরের মঙ্গলাচরণে হিন্দু-দবদেবীকে প্রণাম করা হইয়াছে। তথায় লিখিত আছে—'শ্রীগণেশায় নমঃ। শ্রীনৃসিংহায় নমঃ। শিবং হরিং বিধাতারং তৎপত্নীঃ তৎসুতান্ গুরূন্। নত্বা সমস্তপ্রত্যূহশান্তয়ে মঙ্গলায় চ॥"

ইত্যাদি। ইনি ১৭-১৮ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইঁহার অন্যান্য বৈদ্যকগ্রন্থ—বৈদ্যবৃন্দ, বৈদ্যামৃত, জ্বরনির্ণয়, মাতঙ্গলীলা, ইত্যাদি। প্রথম দুইখানি নিবন্ধগ্রন্থ। জ্বরনির্ণয় দ্বিতীয়-শার্ঙ্গধরকৃত বৈদ্যবল্লভ-জ্বরত্রিশতীর টীকা। মাতঙ্গলীলা পালকাপ্যের মতানুসারী গজায়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ।

জ্ঞানদেব বা দামোদর—ইঁহার তিনখানি বৈদ্যকগ্রন্থ দেখা যায়—ব্যাধ্যর্গল, হরিবন্দন, এবং বৈদ্যজীবন-টীকা। জ্ঞানদেবকে কেহ কেহ জ্ঞানার্ণবদেব বলিয়াছেন। বৈদ্যজীবনপ্রণেতা দ্বিতীয় লোলিম্বরাজ ১৬-১৭ খৃষ্টশতাব্দীয়, সুতরাং জ্ঞানদেব ১৭ খৃষ্টশতাব্দীয় বা তৎপরবর্ত্তী হইতে পারেন।

জ্ঞানশ্রী—রত্নপ্রভায় নিশ্চলোক্ত ছন্দঃশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতবিশেষ। ইঁনি ৯৮৩ খৃষ্টাব্দে বিক্রমশীলা University-র অধ্যাপক ছিলেন। ইঁহার 'কার্য্যকারণ-ভাবসিদ্ধি' এবং 'প্রমাণবিনিশ্চয়টীকা' সুপ্রসিদ্ধ। জ্ঞানশ্রীপ্রণীত ছন্দঃশাস্ত্রের নাম—'বালসরস্বতী'।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন এবং ত্র্যম্বকেশ্বর রায়—৯১ নং আমহার্ষ্ট্-ষ্ট্রীট্ হইতে 'গঙ্গাধরমনীষা' নামক মাসিকপত্রিকা প্রকাশ করিতেন। ত্র্যম্বকেশ্বর গঙ্গাধরের পৌত্র।

ডল্লণ বা ডহ্বণ বা আমাদের মতে ডল্হণ—গোবিন্দপালের প্রপৌত্র, জয়পালের পৌত্র এবং ভরতপালের পুত্র। ইঁনি ভদালক দেশে মথুরাসমীপবর্ত্তী আঙ্কোলানামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আঙ্কোলা বৈদ্যপ্রধান গ্রাম। তথায় থাকিলেও এবং পিত্রাদির নাম পালান্ত হইলেও ডল্লণাচার্য্য জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইঁহার পিতা নৃপাল ভূপতির প্রিয়বৈদ্য বলিয়া শুনা যায়। ডল্লণ নিজে সহনপালদেবের সভায় থাকিতেন। ইঁহার প্রকৃত নাম—ডল্হণ: যেমন—বিল্হণ, শিল্হণ, কল্হণ, ইত্যাদি। হয় ত, ডল্লণাদি

তাঁহার উপনাম ছিল। কেহ কেহ ইঁহাকে ডল্লনও বলিয়াছেন। ইনি সুশ্রুতের উপর 'নিবন্ধসংগ্রহ' নামক একখানি প্রামাণিক টীকা লিখিয়াছেন।

কীথ্ সাহেবের মতে ডল্বণ ১৩ খৃষ্টশতাব্দীয়। ভৌমিক বলেন, ইনি চক্রপাণির পূর্ব্ববর্ত্তী এবং ১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয়। আমরা কীথ্ সাহেবের কথায় আস্থাবান্। কারণ নিবন্ধসংগ্রহে ডল্বণাচার্য্য নামগ্রহণপূর্ব্বক ১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয় ধারাধিপতি ভোজদেবের এবং ভট্টভাস্করের বচনাদি উঠাইয়াছেন। তিনি গয়দাসের সুশ্রুত পঞ্জিকা, গয়ীসেনের সুশ্রুতটীকা এবং কার্ত্তিককুণ্ডের চরকব্যাখ্যা পড়িয়াছেন। এ সকল কথা নিবন্ধসংগ্রহের ৭৫৪, ১০৬১, ১, ১৬০৯ প্রভৃতি পৃষ্ঠা দেখিলেই সমর্থিত হইবে। তিনি ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয় মেদিনীকার মহেশ্বরকে বা ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বকার হলায়ুধকে জানিতেন। যিনি ১২ খৃষ্টশতাব্দীয় গ্রন্থরাজির সহিত পরিচিত তাঁহাকে ১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয় কিরূপে বলা যায়?

'আয়ুর্ব্বেদরসায়ন' নামক হৃদয়টীকায় ১৩-১৪ খৃষ্টশতাব্দীয় হেমাদ্রি ডল্বণের নাম করিয়াছেন এবং বচন উঠাইয়াছেন। অতএব ডল্বণের ১৩ খৃষ্টশতাব্দীয়ত্বই উপপন্ন হইতেছে।

নিবন্ধসংগ্রহে নানাগ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নামাদি পাওয়া যায়, যেমন—সুশ্রুতটীকাকার জেজ্জট বা জৈজ্ঝট (১, ৮৪৬, ৮৭৫ পৃষ্ঠা), সুশ্রুতপঞ্জিকাকৃদ্ গয়দাস (১ পৃঃ), ভট্টভাস্কর বা ভাস্কর (১ পৃঃ), সুশ্রুতব্যাখ্যাকার গয়ীসেন (১০৬১ পৃঃ), শ্রীমাধব ব্রহ্মবাদী বা শ্রীব্রহ্মদেব (১, ২০৪, ৪৯২, ৬১১, ৮৩৯ পৃঃ), শক্তিসঙ্গমতন্ত্র (১২১ পৃঃ), ভট্টারক হরিচন্দ্র (২২৫ পৃঃ), বিপ্রচণ্ডাচার্য্য (৪৭৪ পৃঃ), পতঞ্জলি (৬৭১ পৃঃ), বৃদ্ধবাগ্ভট (৬৯৩, ১০৫৭ পৃঃ), ভোজ (৭৫৪ পৃঃ), মনু (১০৯৮ পৃঃ), বিদেহ

(১৩২৪, ১৪০৫ পৃঃ), কার্ত্তিক কুণ্ড (১৬০৯ পৃঃ), সাংখ্য (৬৭০-৭২ পৃঃ), ইত্যাদি।

হিন্দুস্থানের লোক হইলেও বাঙ্গালা ভাষায় ডল্বণের অভিজ্ঞতা ছিল। নিবন্ধসংগ্রহে তিনি লিখিয়াছেন—'বন্ধূকঃ' বাঁদুলীতি লোকে (৬৩ পৃঃ), 'পনসঃ' কাটাল ইতি লোকে (৪৮৮ পৃঃ), 'তরক্ষুঃ' (hyæna) জরষ ইতি লোকে (৪৭৯ পৃঃ), 'অশ্বতরঃ' বেসর ইতি লোকে (৪৭৩ পৃঃ), 'পানীয়বিড়ালঃ' ভোঁদড় ইতি লোকে (৪৭৫ পৃঃ), 'ক্রৌঞ্চঃ' কোঁচ-বক ইতি লোকে (৪৭৬ পৃঃ), 'শম্বুকঃ' শামুক ইতি লোকে (৪৭৭ পৃঃ), 'পাঠীনঃ' বোয়াল ইতি লোকে (৪৭৮ পৃঃ), 'অশ্বগন্ধা' যোয়ান ইতি ভাষা, গয়ী তু ক্ষেত্রযমানীত্যাহ (৮৯৫ পৃঃ), ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ঢুণ্ঢুকনাথ—১৫ খৃষ্টশতাব্দীতে 'রসেন্দ্রচিন্তামণি' নামক রসগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে সুবর্ণপ্রস্তুতকরণের নানা উপায় বর্ণিত হইয়াছে। ঢুণ্ঢুকনাথ কালনাথের এবং সিদ্ধলক্ষ্মীশ্বরের শিষ্য।

শ্রদ্ধাস্পদ ভূদেব মুখোপাধ্যায় বলেন, ঢুণ্ঢুকনাথ দণ্ডকনাথ শব্দের অপভ্রংশ। দণ্ডকনাথ অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র। রসবিদ্যায় কালনাথ এবং লক্ষ্মীশ্বর তাঁহার আচার্য্য। সংক্ষিপ্ত রসেন্দ্রচিন্তামণি রামচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রথমে রচিত হয়। কেহ কেহ বলেন, রসবিদ্যায় পারদর্শিতাহেতু শ্রীরামচন্দ্র কৃত্রিম সোনা প্রস্তুত করিতে পারিতেন এবং সুবর্ণসীতার সোনা তিনি নিজে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেইজন্য রামরাজীয় গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—'নিজকৃতসুবর্ণরচিতপত্নীবিগ্রহঃ' ইত্যাদি। আমরা বলি, সুবর্ণ নিজকৃত নহে, কিন্তু খনিজ সুবর্ণের দ্বারা পত্নীবিগ্রহ তিনি নিজেই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

ভূদেববাবু প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন, রসচিন্তামণিগ্রন্থে সিদ্ধলক্ষ্মীশ্বর, ব্রহ্মজ্যোতিঃ, মন্থানভৈরব, স্বচ্ছন্দভৈরব এবং গহনা-

নন্দাদি নাম ব্যতিরিক্ত ১-২ খৃষ্টশতাব্দীয় নাগার্জুন, ৭-৯ খৃষ্ট-শতাব্দীয় গোবিন্দযোগীন্দ্র, ১১ খৃষ্টশতাব্দীয় চক্রপাণি, ১৩-১৪ খৃষ্ট-শতাব্দীয় নিত্যনাথ এবং ১৪ খৃষ্টশতাব্দীয় ত্রিবিক্রম ভট্টেরও নাম পাওয়া যায়। সেইজন্য আমরা ঢুন্টুকনাথের ১৫ খৃষ্টশতাব্দীয়ত্ব অবধারণ করিলাম। রামচন্দ্রকৃত 'রসেন্দ্রচিন্তামণি' রসচিন্তামণি বলিয়া অধিকতর প্রসিদ্ধ।

তীসট বা তীসটাচার্য্য—চিকিৎসাসমুচ্চয় (বা চন্দ্রটোক্ত আর্য্যসমুচ্চয়) এবং 'চিকিৎসাকলিকা প্রণেতা ও ১০ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইহার পুত্র চন্দ্রট চিকিৎসাকলিকার টীকাকার। কীথ্ সাহেবের মতে তীসট ১৪ খৃষ্টশতাব্দীয়, কিন্তু আমাদের মতে ১০ খৃষ্ট-শতাব্দীয়। কারণ ৯-১০ খৃষ্টশতাব্দীয় বৃন্দাচার্য্য তীসটকে জানেন না, কিন্তু ১১ খৃষ্টশতাব্দীয় চক্রপাণি দত্ত ইহার এবং ইহার পুত্র চন্দ্রটের নাম ও বচন উঠাইয়াছেন (নিশ্চলপ্রণীত রত্নপ্রভায় মাষতৈল দ্রষ্টব্য)। অতএব ইনি ১১ খৃষ্টশতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দীয় কবীন্দ্রাচার্য্যসূচীতে সম্ভবতঃ চিকিৎসাকলিকা 'তিঃসটাচার্য্যকৃততন্ত্র' বলিয়া উল্লিখিত আছে।

Hoernle সাহেব তীসটপুত্র চন্দ্রটকে নবম খৃষ্টশতাব্দীয় বলিয়াছেন (Osteology p. 100)। ইহাও সুচিন্তাপ্রসূত নহে। কারণ তীসট ১০ খৃষ্টশতাব্দীয় হইলে চন্দ্রটকে ১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয় বলাই ভাল। বিজয়রক্ষিত চিকিৎসাসমুচ্চয়কে তীসটপ্রণীত বলিয়াছেন এবং চন্দ্রট এই গ্রন্থকে আর্য্যসমুচ্চয় বলিয়াছেন। আর্য্য অর্থাৎ পিতা তীসট।

তুলসীদাস—'যোগসংগ্রহ' নামক রাসায়নিক বৈদ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহা আদিনাথকৃত যোগসারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। গ্রন্থকার সম্ভবতঃ ১৫-১৬ খৃষ্টশতাব্দীয়।

তোদরমল্ল বা তোডরমল্ল—১৫২৩ খৃষ্টাব্দে লাহোরে জন্ম গ্রহণ করিয়া ১৭ খৃষ্টশতাব্দীতে তিরোহিত হন। সুতরাং ইনি ১৬-১৭ খৃষ্টশতাব্দীয়। তোদরমল্ল আক্‌বরের প্রধান অর্থসচিব ছিলেন।

তোদরমল্লের 'তোদরানন্দ' নামে একখানি গ্রন্থ আছে। ইহাতে অষ্টাদশ বিদ্যার অল্পবিস্তর বিবরণ থাকিলেও গ্রন্থখানি প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত—ধর্ম্মশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং বৈদ্য-শাস্ত্র। বৈদ্যশাস্ত্রীয় বিভাগের নাম 'আয়ুর্ব্বেদসৌখ্য'। ইহাতে আয়ুর্ব্বেদের নানা বিষয় আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থ কিন্তু বঙ্গীয় বৈদ্যপণ্ডিতদের মধ্যে প্রচলিত নহে।

শুনা যায়, আয়ুর্ব্বেদসৌখ্য লিখিবার পূর্ব্বে গ্রন্থকার বলিয়া-ছিলেন—"সত্বরো গত্বরো দেহঃ সঞ্চয়াঃ সপরিক্ষয়াঃ। ইতি বিজ্ঞায় বিজ্ঞাতা দেহে সৌখ্যং প্রসাধয়েৎ॥" ইহা বিচিত্র নহে, কারণ তোদরমল্লের পক্ষে লোকায়তিক পরিব্রাজিকা বিজ্ঞান-কৌমুদীর উক্তি স্মরণ করা খুব স্বাভাবিক (কাশীখণ্ডস্থ উত্তরখণ্ডের ৪৮২-৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ত্রিমল্ল ভট্ট—১৬-১৭ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইঁহার যোগতরঙ্গিণী হইতে জানা যায় যে, ইনি সিংগণ্ণ ভট্টের পৌত্র, বল্লভ ভট্টের পুত্র, রাম ভট্ট ও গোপ ভট্টের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং রসপ্রদীপপ্রণেতা শঙ্করভট্টের পিতা। উক্ত গ্রন্থে গ্রন্থকারীয় ঔদার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সুশ্রুতের প্রতি বিশ্বামিত্রের উক্তি স্মরণপূর্ব্বক তথায় লিখিত আছে—

'রোগপঙ্কার্ণবে মগ্নং যঃ সমুদ্ধরতে নরম্।
কস্তেন ন কৃতো ধর্ম্মঃ কাং চ পূজাং ন সোঽর্হতি॥' (২ পৃঃ)।

বৈদ্যশাস্ত্রে ত্রিমল্লের নানা গ্রন্থ আছে, যেমন—কলিঙ্গপরিভাষা-সমেত যোগতরঙ্গিণী, রসদর্পণ, সুখলতাকৃত শতশ্লোকীর টীকা,

দ্রব্যগুণশতশ্লোকী, পথ্যাপথ্যনিঘণ্টু (Keith, H. S. L. p. 512), বৃত্তমাণিক্যমালা, বৈদ্যচন্দ্রোদয়, ইত্যাদি। যোগতরঙ্গিণী একখানি সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যকগ্রন্থ। বোম্বাই নগরস্থিত শ্রীবেঙ্কটেশ্বর যন্ত্রালয়ে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে নানা গ্রন্থ-গ্রন্থকারদের নাম পাওয়া যায়, যেমন—শার্ঙ্গধর (১৪ পৃঃ), গোরক্ষমত (১৬ পৃঃ), বৃদ্ধ শৌনক (১৭ পৃঃ) সারসংগ্রহ (২০ পৃঃ), যোগরত্নাবলী (২১ পৃঃ), মতি মুকুর (২১ পৃঃ), বৃদ্ধ আত্রেয় (৩৯পৃঃ), যোগপারিজাত (৪০ পৃঃ), বৃদ্ধ হারীত (৫০ পৃঃ), রসমঞ্জরী (৫৫ পৃঃ), যামল (৫৭ পৃঃ), রসরত্নপ্রদীপ (৬০, ৬৬ পৃঃ), রসচিন্তামণি (৬১ পৃঃ), বৌদ্ধসর্ব্বস্ব (৬৮ পৃঃ), ভল্লূকতম্ (৮৭ পৃঃ), চক্রদত্ত (৯৩ পৃঃ), মদনপাল (৯৫ পৃঃ), বৃন্দ (৯৬ পৃঃ), যোগশতক (৯৮ পৃঃ), আরোগ্য দর্পণ (১০৮ পৃঃ), চিকিৎসাকলিকা বা চিকিৎসা বা কলিকা (১১৯ পৃঃ ইত্যাদি), রসার্ণব (১৩৮ পৃঃ), রুগ্‌বিনিশ্চয় (১৪৩ পৃঃ), বীরসিংহাবলোক (১৪৭পৃঃ), রাজমার্ত্তণ্ড (১৫২পৃঃ), সুশ্রুত (১৫৫পৃঃ), যোগরত্নাবলী (২১ পৃঃ, ১৭৩ পৃঃ), চরক (১৫৬ পৃঃ), কৃষ্ণাত্রেয় (২৭৬ পৃঃ), বৈদ্যদর্শন (২৭৯ পৃঃ), অশ্বিনীকুমার-সংহিতা (২৭৯পৃঃ), বাগ্‌ভট (২৮৭ পৃঃ), ইত্যাদি।

গোরক্ষমত অর্থাৎ গোরক্ষসংহিতার মতবাদ। হঠযোগী গোরক্ষনাথ ইহার প্রণেতা। বৃদ্ধ শৌনক অর্থাৎ গৃৎসমদ শৌনক, প্রাতিশাখ্যকার শৌনক নহেন। সারসংগ্রহ অর্থাৎ সর্ব্বসার-সংগ্রহ। ইহা চক্রদত্ত কৃত। যোগরত্নাবলী অর্থাৎ নাগার্জ্জুনকৃত যোগসার। বৃদ্ধ আত্রেয় অর্থাৎ পুনর্ব্বসু আত্রেয়। ভিক্ষুকাত্রেয়াদিকে লক্ষ্য করিয়া ইহাকে বৃদ্ধ বলা হয়। বৃদ্ধ হারীত অর্থাৎ আত্রেয় শিষ্য হারীত মুনি। Pseudo হারীতকে অর্থাৎ কপট হারীতকে লক্ষ্য করিয়া হারীত মুনিকে বৃদ্ধ বলা হইয়াছে। রস-মঞ্জরী অর্থাৎ শালিনাথকৃত বৈদ্যরসমঞ্জরী। 'যামল' নামে বহুগ্রন্থ

দৃষ্ট হয়, যেমন—আদিযামল, আদিত্যযামল, গণেশযামল, বৃহদ্‌-যামল, বিষ্ণুযামল, রুদ্রযামল এবং সিদ্ধযামল। এখানে 'রুদ্র-যামল' স্থলে যামল বলা হইয়াছে। ভল্লূকমত সম্ভবতঃ ভালুকি-তন্ত্রের মতবাদ।

ত্রিলোচন দাস বৈদ্যোপাধ্যায়—কাতন্ত্রপঞ্জীকার, কায়স্থবৈদ্য, মতান্তরে বৈদ্যকায়স্থ, মেঘদাসের পুত্র, 'বৈদ্যপ্রসারক'প্রণেতা গদাধর দাসের পিতা এবং ১১ খৃষ্টশতাব্দীয় বা ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয়। বাত-ব্যাধ্যধিকারে রত্নপ্রভাকৃদ্‌ নিশ্চলকর লিখিয়াছেন—'অত্র রাঢ়ীয়-বৈদ্যোপাধ্যায়ঃ প্রাজ্ঞস্ত্রিলোচনদাসস্ত্বাহ···' (বৃহন্মাসতৈলপ্রকরণ)। ইহার বৈদ্যগ্রন্থ জানা নাই। মনে হয়, ইনি বৈদ্যসার প্রণেতা।

ত্রিবিক্রমদেব ভট্ট বা **ত্রিবিক্রম ভট্ট**—লৌহ-প্রদীপ (Iron lamp ie a flood of light on the science of iron or metallurgry) প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে নানা খনিজপদার্থের গুণাগুণ বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার গৌড়ীয় রাজবৈদ্য এবং ১৩-১৪ খৃষ্টশতাব্দীয়। ১২-১৩ খ্রীষ্টশতাব্দীয় বিজয়রক্ষিত শ্রীকণ্ঠ বা নিশ্চলকর ইহাকে জানেন না। ১৪ খ্রীষ্টশতাব্দীয় গোপালদাস কৃত চিকিৎসামৃতে ইহার নাম আছে।

ত্রিশঙ্কু—হস্ত্যায়ুর্ব্বেদবেত্তা রাজা। হস্ত্যায়ুর্ব্বেদবিচারে ইনি রোমপাদের সভায় আহূত হন। পালকাপীয় গ্রন্থে ইহার নাম আছে। রামায়ন হরিবংশাদিতে ইহার উপাখ্যান দৃষ্ট হয়।

ত্র্যম্বকেশ্বর রায়—গঙ্গাধর কবিরাজের পৌত্র। ইনি 'গঙ্গাধর মনীষা' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন ইহার সহকর্ম্মা।

ত্বষ্টা—বিশ্বকর্ম্মা। গর্ভাধানে ইনি উপাসিত হন। ঋগ্বেদে মন্ত্র আছে—ওঁ বিষ্ণু র্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু ইত্যাদি।

ত্বষ্টা তনূকর্ত্তা বিশ্বকর্ম্মা। রূপাণি স্ত্রীত্বপুংস্ত্বাভিব্যঞ্জক চিহ্নানি অর্থাৎ স্ত্রীত্বপুংস্ত্বনিরূপকাণি চিহ্নানি পিংশতু অবয়বীকরোতু। পিশ্ অবয়বে মুচাদিত্বাৎ নুম্। অথর্ব্বপ্রাতিশাখ্য বলেন—'ত্বষ্টৃদুহিতা সরণ্যূঃ' (১৮।২।৩৩)। সরণ্যূ অর্থাৎ যমের মাতা এবং সূর্য্যের স্ত্রী।

ত্বষ্টা—অথর্ব্ববেদের ষষ্ঠ কাণ্ডস্থ ৮১ সূক্তীয়মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

ত্বাষ্ট্রী—ত্বষ্টা বা বিশ্বকর্ম্মার কন্যা, বিবস্বান্ বা ভাস্করের পত্নী এবং অশ্বিদ্বয়ের বড়বারূপিনী মাতা।

দক্ষ প্রজাপতি—ব্রহ্মার শিষ্য, অশ্বিদ্বয়ের গুরু, ইন্দ্রের পরম গুরু, প্রসূতির স্বামী এবং সতীর পিতা।

মহারাস্নাদিক্বাথ প্রজাপতির নামে প্রচলিত। এই ঔষধসম্বন্ধে ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—'মহারাস্নাদিকং নাম প্রজাপতিবিনির্ম্মিতম্'।

দক্ষরূপ—'পথ্যাপথ্য বিধি' প্রণয়ন করেন।

দত্তরাম চতুর্ব্বেদী—অঞ্জননিদান-টীকা প্রণয়ন করেন।

দত্তাত্রেয়—অত্রি এবং অনসূয়ার পুত্র, দুর্ব্বাসাপরপর্য্যায় কৃষ্ণাত্রেয়, সোমাপরপর্য্যায় আত্রেয় পুনর্ব্বসুর ভ্রাতা, এবং নাড়ী পরীক্ষা বা নাড়ীতত্ত্ববিধি-প্রণেতা। ইনি বিষ্ণুর ষষ্ঠাবতার এবং পুরাণে সজ্জন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে স্মৃত হইয়াছে—'অত্রেঃ পত্ন্যনসূয়া ত্রীন্ জজ্ঞে সুযশসঃ সুতান্। দত্তং দুর্ব্বাসসং সোমমাত্মেশব্রহ্মসংভবান্॥' (১।১৪)। শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন—'আত্মেশব্রহ্মসংভবান্ বিষ্ণুরুদ্রব্রাহ্মণামংশৈঃ সম্ভূতান্'। পুরাণান্তরে আছে—'অত্রিজাতস্য যা মূর্ত্তিঃ শশিনঃ সজ্জনস্য চ। ক্ব সা চৈবাত্রিজাতস্য তমসো দুর্জ্জনস্য চ॥' শশিনঃ সোমস্য পুনর্ব্বসোরাত্রেয়স্যেতি যাবৎ। সজ্জনস্য তমসো দুর্জ্জনস্য চ দত্তাত্রেয়স্য দুর্ব্বাসসশ্চ। অত্রি, আত্রেয়, এবং কৃষ্ণাত্রেয় নামত্রয় দ্রষ্টব্য।

দত্তাত্রেয়মুনি অলর্ক এবং প্রহ্লাদকে আত্মবিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন। অলর্ক-বৎস এবং মদালসার পুত্র। বৎস-কাশীরাজ দিবোদাসের পৌত্র। (ভাগবত ১।৩)। হৈহয়রাজ কার্ত্ত-বীর্য্যার্জ্জুন দত্তাত্রেয়ের বরে সহস্রবাহু এবং অমিতপ্রভাব হইয়া-ছিলেন (বিষ্ণুপুরাণ ৪।২১)।

দত্তাত্রেয়ের নামে অধ্যাত্মশাস্ত্রের নানা গ্রন্থ প্রচলিত আছে, যেমন—অবধূতগীতা, দত্তাত্রেয়সংহিতা, দত্তাত্রেয়োপনিষৎ, দত্তাত্রেয়-হৃদয়, দত্তাত্রেয়কল্প বা দত্তাত্রেয়তন্ত্র, দত্তাত্রেয়যোগশাস্ত্র ইত্যাদি। 'দত্তাত্রেয়-মহাপূজাবর্ণনা' নামক সংস্কৃত গ্রন্থে দত্তাত্রেয়ের পূজাপদ্ধতি উপনিবদ্ধ আছে। জৈনদের মধ্যে যোগশাস্ত্রের জন্য দত্তাত্রেয় পূজিত হইয়া থাকেন (দত্তাত্রেয় মাহাত্ম্য দ্রষ্টব্য)। কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানে এখনও দত্তাত্রেয়সম্প্রদায় দেখা যায়। প্রসিদ্ধি আছে, শঙ্করাচার্য্য দেহমুক্ত হইলে ভগবান্ দত্তাত্রেয় তাঁহাকে আদরপূর্ব্বক শিবসমীপে লইয়া যান।

দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণ—বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা। 'শং নো দেবীর-ভীষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে ·' ইত্যাদি মন্ত্রটী লইয়া ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে হলায়ুধ লিখিয়াছেন— 'অথর্ব্ববেদাদি মন্ত্রস্য দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণ ঋষি রাপো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শান্তিকরণে বিনিয়োগঃ। (১০২ পৃঃ)। এ বিষয়ের সমালোচনা অথর্ব্ব নামে দ্রষ্টব্য। দধ্যঙ্ অথর্ব্বমুনির পুত্র। মহাভারতে ইনি দধীচ বা দধীচি বলিয়া অভিহিত। ঋগ্বেদে দধ্যঙ্ এবং দধীচি নাম পাওয়া যায়।

দয়াশঙ্কর—তীসট-প্রণীত চিকিৎসাকলিকার টীকাকার এবং ১৪-১৫ খৃষ্টশতাব্দীয়।

দলপতি—বৈদ্যদর্পণ টীকাকৃৎ। বৈদ্যচিন্তামণিবিবৃতি নামে ইহার একখানি গ্রন্থ আছে। ইহা ধন্বন্তরীর বৈদ্যচিন্তামণির

বিবৃতি। বৈদ্যদর্শন সম্ভবতঃ ইহার গ্রন্থ। গ্রন্থকার ১৯ খৃষ্ট-শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী।

দামোদর বা জ্ঞানদেব—জ্ঞানদেব নাম দ্রষ্টব্য। ইনি ১৭ খৃস্ট-শতাব্দীয়।

দামোদর—একজন রসবিষয়ক গ্রন্থকার এবং ১৩-১৪ খৃস্ট-শতাব্দীয়। ১৫ খৃন্টশতাব্দীয় রামরাজ রত্নপ্রদীপে ইহার নাম করিয়াছেন। ১৪ খৃষ্টশতাব্দীয় সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে ইহার নাম নাই। দামোদর দ্বিতীয় শার্ঙ্গধরের পিতা। ইনি দেবরাজ বলিয়াও কথিত। দামোদর বিষ্ণুপণ্ডিতের গুরু। রসরাজলক্ষ্মীতে বিষ্ণু-পণ্ডিত ইহার নাম করিয়াছেন। বিষ্ণুপণ্ডিত নাম দ্রষ্টব্য। কালাপক উপাধ্যায়সর্ব্বস্বকার দামোদর সেন একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। বৈদ্য হইলেও তাঁহার কোনও বৈদ্যকগ্রন্থ নাই। তিনি ১১-১২ খৃষ্ট-শতাব্দীয়।

দিবোদাস—'কাশীরাজ ধন্বন্তরি দিবোদাস' নাম দ্রষ্টব্য। ইহার বংশ পরিচয় 'কাশ' নামে পাওয়া যাইবে।

দীপংকর এবং জয়দত্ত—'জয়দত্ত' নাম দ্রষ্টব্য। দীপংকর সম্ভবতঃ ভিক্ষুশাক্য বলিয়াও অভিহিত।

দীর্ঘতপা নরপতি—কাশীর তৃতীয় রাজা এবং দিবোদাসের বৃদ্ধপ্রপিতামহ। ইহার বংশ পরিচয় 'কাশ' নামে পাওয়া যাইবে।

দীর্ঘাচার্য্য—গজায়ুর্ব্বেদবেত্তা মুনি। পালকাপ্যের হস্ত্যায়ুর্ব্বেদে ইহার নাম আছে। ইনি হস্ত্যায়ুর্বিচারের জন্য রোমপাদের সভায় আহূত হন।

দুন্দুভি—দেবীপুরাণীয় ১১০ অধ্যায়ে ইনি আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যেদের মধ্যে পরিগণিত।

দুর্জ্জন—দুর্ব্বাসা। অত্রি আত্রেয় কৃষ্ণাত্রেয় নামত্রয় দ্রষ্টব্য।

দুর্জ্জয়দাস—বৈদ্যকুলপঞ্জীকৃৎ।

দুর্ব্বাসা—অত্রি, আত্রেয়, এবং কৃষ্ণাত্রেয় নাম দ্রষ্টব্য।

দৃঢ়বল—চরক সংহিতার ব্যাখ্যাতা ও প্রতিসংস্কর্ত্তা। কীথ্-সাহেবের মতে কপিলবল দৃঢ়বলের পিতা (H. S. L. p 506); 'New light on Vaidyaka literature' নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহোদয় কপিলকে দৃঢ়বলের পিতা বলিয়াছেন। আমাদের মতে ইনি কাশ্মীরক কপিবলের পুত্র এবং ৭-৮ খ্রীষ্ট-শতাব্দীয়। (see অষ্টাঙ্গসংগ্রহ II, p. 166)। কিন্তু 'A History of Literature' গ্রন্থের ১৩৯ পৃষ্ঠায় বিদুষী শ্রীমতী অক্ষয়কুমারী দেবী লিখিয়াছেন—'দৃঢ়বল is a great physician of the Punjab of the 6th c.A.D.' কপিবল কাশ্মীর হইতে পঞ্চনদে অর্থাৎ পাঞ্জাবে বসবাস করেন এবং সেইখানে দৃঢ়বলের জন্ম হয়। Hindu History গ্রন্থের ৭৯১ পৃষ্ঠায় প্রাত্নিকপ্রবর মজুমদার মহোদয় লিখিয়াছেন যে, দৃঢ়বল পাঞ্জাবে থাকিতেন।

চরকসংহিতার অন্তে লিখিত আছে—'অখণ্ডার্থং দৃঢ়বলো জাতঃ পঞ্চনদে পুরে' ইত্যাদি। গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের মতে পঞ্চনদ শব্দে কাশীতীর্থ সূচিত হইয়াছে (জল্পকল্পতরু)। কারণ কাশীখণ্ডে লিখিত আছে—"কিরণাধূতপাপা চ পুণ্যতীর্থে সরস্বতী গঙ্গা চ যমুনা চৈব পঞ্চনদ্যঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" (৫৯ অধ্যায়)। প্রাত্নিকদের মতে 'পঞ্চনদ' শব্দের দ্বারা পাঞ্জাব লক্ষিত হইয়াছে। কূর্ম্মপুরাণ, বহ্নিপুরাণ ও মহাভারতাদির মতে এখানকার পাঁচটী নদী—বিতস্তি-চন্দ্রভাগা চ বিপাশেরাবতী তথা। শতদ্রুশ্চেতি বিজ্ঞেয়াঃ পঞ্চনদ্যঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ বিতস্তি—Jhellum, চন্দ্রভাগা—Chenub, বিপাশা—Bias, ইরাবতী—Ravi, শতদ্রু—Sutlej.

কাশীতে পাঁচটী নদী থাকিলেও উহা পঞ্চনদ নামে লোকে প্রসিদ্ধ নহে। কাশী, বারাণসী প্রভৃতির সহিত পুরী শব্দই দৃষ্ট হয়,

কিন্তু পুর শব্দ নহে; যেমন—শিবপুরী, বারাণসীপুরী, কাশীপুরী, ইত্যাদি। কাশীখণ্ডে আছে—'কাশীপুর্য্যাং পুরা ব্রহ্মন্ আসীদ্ রাজা সুধার্ম্মিকঃ। পারিভদ্র ইতি খ্যাত স্তস্য পুত্রো বৃহদ্রথঃ॥' এ সকল স্থান শিবপুর, কাশীপুর, বারাণসীপুর বলিয়া কখনও শ্রুত নহে। এই জন্য আমরা গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়কে অনুসরণ করিতে অনিচ্ছুক।

দৃঢ়বল বলিয়াছেন—'পঞ্চনদপুরে আমি জন্মিয়াছি'। দৃঢ়বলের সময়ে পঞ্চনদ বলিলে ইরাবতী-চন্দ্রভাগা-শতদ্রু-বিতস্তা-বিপাশা পরিবেষ্টিত ভূখণ্ডকেই বুঝাইত। ঐ সময় লবপুর অর্থাৎ বর্ত্তমান লাহোর ইহার রাজধানী ছিল। ৭ খৃষ্টশতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক হিউ এন্ সিয়াঙ্গ্‌কৃত ভ্রমণবৃত্তান্তে উহার শ্রী ও সমৃদ্ধি নানারূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে মনে হয় যে, ৭-৮ খৃষ্টশতাব্দীতে উহা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী থাকায় 'পঞ্চনদপুর' বলিলে তখন লবপুরই বুঝাইত।

কাশীতে ধন্বন্তরি সম্প্রদায়ের প্রাধান্য, আর উত্তর ভারতে আত্রেয় সম্প্রদায়ের প্রাধান্য। আত্রেয়মুনি এইখানেই থাকিতেন। অথর্ব্ববেদীয় মন্ত্রদ্রষ্টা কাঙ্কায়ন, বাহ্লীক, বৃদ্ধচরক, নবীনচরক, এবং নাগার্জুনাদি মুনিমনীষিগণও 'পঞ্চনদ' নামক জনপদে বাস করিতেন। সেইজন্য পুরাকাল হইতেই এখানে আত্রেয় সম্প্রদায়ের প্রাবল্য। সম্প্রদায় ব্যতীত চরকের প্রতিসংস্কার করা সম্ভবপর নহে। এই সকল কারণবশতঃ আমরা দৃঢ়বলকে লাহোরের লোক বলিয়া মনে করি।

প্রতিসস্কৃত চরকে দৃঢ়বল কি কি করিয়াছেন তাহা জল্পকল্পতরুতে দ্রষ্টব্য। প্রাচ্ছিকেরা বলেন, মূলে লক্ষ্মীনারায়ণাদির নাম ছিল না। তবে যে 'সর্ব্বগ্রহা ন তত্র প্রভবন্তি···' ইত্যাদি শ্লোকে লক্ষ্মীজয়া-

বিজয়াদির নাম পাওয়া যায় তৎসমুদয় দৃঢ়বল কর্ত্তৃক সন্নিবেশিত হইয়াছে।

দেন্তক—রত্নপ্রভায় নিশ্চলোক্ত দাক্ষিণাত্যের বৈদ্যবিশেষ। ইনি সম্ভবতঃ ১১ খৃষ্টশতাব্দীয়। দেন্তক এবং সর্ব্বজ্ঞ রামেশ্বর রন্তরামের গুরু। রন্তরাম লিখিয়াছেন—'সর্ব্বজ্ঞমাদিতো নত্বা দক্ষিণাপথজন্মনঃ। দেন্তকস্য মতং বীক্ষ্য গন্ধতৈলং নিবধ্যতে॥' ১২-১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় নিশ্চলকর রন্তরামের নাম করিয়াছেন। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে সর্ব্বজ্ঞরামেশ্বরের নাম দৃষ্ট হয়। রন্তরাম ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয়। সর্ব্বজ্ঞরামেশ্বর ১১ খৃষ্টশতাব্দীয়।

দেবদত্ত—১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ধাতুরত্নমালা প্রণয়ন করেন। গ্রন্থকার গুর্জ্জর দেশে থাকিতেন। ইঁহার পিতার নাম হরি। ইঁহারা গুর্জরখণ্ড-জাতির অন্তর্গত ছিলেন।

ধাতুরত্নমালার কর্ত্তৃত্ব লইয়া তর্কবিতর্ক আছে। কাশীস্থিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির পুষ্পিকায় লিখিত আছে—'ইতি শ্রীবৈদ্যকশাস্ত্রে অশ্বিনীকুমারসংহিতায়াং ধাতুরত্নমালায়াং সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ'। আর বিলাতের Bodleian Libraryর পাণ্ডুলিপিতে লিখিত আছে—'ইতি দেবদত্তকৃতবৈদ্যকশাস্ত্রে ধাতুরত্নমালা'। কাশীস্থিত পাণ্ডুলিপির প্রারম্ভে লিখিত আছে—"প্রণম্য বিততীং শক্তিং ত্রিসৃষ্ট্যুৎপত্তিকারিণীম্। ধাতূনাং রত্নমালায়ামভিধ্যানং করোম্যহম্॥ ব্রহ্মবিষ্ণুহরাত্মান্ যে মর্ত্ত্যা ধ্যায়ন্তি নিত্যশঃ। জ্ঞানদানপ্রদানায় সা মে বিশ্বেশ্বরী মতা॥" গ্রন্থান্তে লিখিত আছে—গ্রন্থো বৈদ্যকনামায়ং রসসিদ্ধান্তসাগরাৎ। ধাতূনাং রত্নমালা চ ততো বৈদ্যস্য হেতবে॥ মরণেভ্যো ভয়ত্রস্তা রোগগ্রস্তা চ যে নরাঃ। রত্নমালা কৃতা তেষাং বৈদ্যানাং চ হিতায় বৈ॥"

Bodleian Libraryর পাণ্ডুলিপিতে লিখিত আছে—"(Incipit) প্রণম্য সারদাং শক্তিং সৃষ্টেরুৎপত্তিকারকাম্।

ধাতূনাং রত্নমালাং চ বিবোধায় করোম্যহম্॥ ব্রহ্মবিষ্ণুহরান্ সর্ব্বান্ ভক্ত্যা ধ্যায়ন্তি নিত্যশঃ। তেষাং বরপ্রদানাচ্চ সা নয়ৈবমুদীর্য্যতে॥" ইত্যাদি, এবং শেষে আছে—"গ্রন্থো বৈদ্যকনামায়ং রসসিদ্ধান্ত-সাগরাৎ। ধাতূনাং রত্নমালা চ কৃতা বৈদ্যসুহেতবে॥ মরণেভ্যো ভয়ত্রস্তা রোগগ্রস্তাশ্চ যে নরাঃ। রত্নমালা হি ধাতূনাং কৃতা তেষাং হিতায় বৈ॥ জাত্যা গুর্জ্জরখণ্ডশ্চ দেবদত্তো হি ধর্ম্মবিৎ। হরে নামাভিধানস্য সুতস্তস্য ভিষগ্‌বরঃ॥ সংহিতারসকর্ম্মণি যস্য বুদ্ধি র্গরীয়সী। তেন শাস্ত্রবিধিজ্ঞেন কৃতা রত্নস্য মালিকা॥"

দেবদত্তকৃতগ্রন্থ অশ্বিনামে প্রচলিত থাকায় 'History of Hindu Chemistry' গ্রন্থের ভূমিকায় Dr. P. C. Roy লিখিয়াছেন—'Here we have a serious sidelight into the history of literary forgery'.

দেবদর্শ—পিপ্পলাদের আচার্য্য। পিপ্পলাদনাম দ্রষ্টব্য। অথর্ব্ববেদের দেবদর্শ-শাখা ইঁহার দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়। ইহা পরে পিপ্পলাদ-শাখায় পরিণত হয়।

দেবল—স্মৃতিকার এবং দেবলসংহিতাপ্রণেতা আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য। চরকে ইঁহার নাম আছে। ইনি অসিতমুনির পুত্র এবং ব্যাসদেবের শিষ্য। রম্ভার শাপে ইনি অষ্টাবক্র হইয়াছিলেন। ১৬৫৬ খৃষ্টশতাব্দীয় কবীন্দ্রাচার্য্যসূচীতে দেবলসংহিতার উল্লেখ পাওয়া যায়।

দ্রবিণোদা (দ্রবিণোদস্ শব্দ)—অথর্ব্ববেদের ভৈষজ্যবিষয়ক প্রথম কাণ্ডস্থিত ১৮ সূক্তীয় মন্ত্রদ্রষ্টা।

ধনপতি—'দিব্যরসেন্দ্রসার' নামক রসগ্রন্থকার, রামকুমার সূরির পুত্র, বালগোপাল তীর্থের শিষ্য, এবং সদানন্দ ব্যাসের জামাতা। ইনি ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে মাধবীয় শঙ্করবিজয়ের 'ডিণ্ডিম'-টীকা করেন। ইঁহার 'ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকা' নামক শাঙ্করভাষ্যোপেত

গীতাব্যাখ্যা অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ। ভারত-ভাবদীপের অন্তর্গত গীতা-ব্যাখ্যায় নীলকণ্ঠ কখন কখনও শাঙ্করমতের অনুসরণ করেন নাই। সেই সকল স্থানে ধনপতি শাঙ্করমতের প্রাধান্য দেখাইয়াছেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইনি বেদান্তপরিভাষার টীকা লিখিয়াছেন। ধনপতি ১৮-১৯ খৃষ্টশতাব্দীয়।

ধন্বন্তরি (প্রসিদ্ধ স্বর্গবৈদ্য)—সমুদ্রমন্থনকালে অমৃতপাণি হইয়া উদ্‌গত হওয়ায় অব্জদেব বলিয়া খ্যাত হন (হরিবংশ)। স্বর্গে ইনি জরারুজামৃত্যু হরণপূর্ব্বক দেবতাদিগকে অমর করিয়াছিলেন। পরে ধরায় দৃষ্টি পড়িলে কারুণ্যবশতঃ লোকহিতের জন্য ইনি অনন্তদেবের ন্যায় পৃথিবীতে তিনবার আবির্ভূত হন। একবার বৈয়াকরণ গালবের পূর্ব্বপুরুষ বৃদ্ধগালব ও তৎপত্নী বীরভদ্রা নাম্নী বৈশ্যকন্যাকে উপলক্ষ্য করিয়া ঋষিমহর্ষিগণ স্বর্বৈদ্য ধন্বন্তরিকে আকর্ষণ করিয়া কুশপুত্তলিকায় বেদমন্ত্রের দ্বারা প্রাণপ্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক তাঁহাদের যে পুত্র উৎপাদন করেন তিনি ধন্বন্তরির অংশ এবং 'বৈদ্য' নামে অভিহিত হন (গালব নাম দ্রষ্টব্য)। আর একবার কাশীর তৃতীয় রাজা অপুত্রক দীর্ঘতপা পুত্রকামনায় ভগবান্ ধন্বন্তরির উপাসনাহেতু তিনি স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া তৎপুত্র কাশীরাজ ধন্বন্তরি-রূপে কাশীর চতুর্থ রাজা হন এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমতে তিনি ভাস্করের বা মতান্তরে ভরদ্বাজের শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্ব্বক 'চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞান' প্রণয়ন করেন। এ সম্বন্ধে কাশ এবং কাশীরাজ ধন্বন্তরি নাম দ্রষ্টব্য। অবশেষে ব্যাধিগ্রস্ত মনুষ্যলোকের দর্শনে কারুণ্যবশতঃ ইন্দ্র ধন্বন্তরিকে ভূর্লোকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি ভীমরথের ঔরসে কাশীরাজ ধন্বন্তরি দিবোদাসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ধন্বন্তরিসংহিতাদি প্রণয়নপূর্ব্বক সুশ্রুতাদি ছয়জন প্রধান শিষ্যকে আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ দিয়াছিলেন। এসম্বন্ধে কাশ ও কাশীরাজ ধন্বন্তরি দিবোদাস নামদ্বয় দ্রষ্টব্য।

ধন্বন্তরি কাশীরাজ—কাশ এবং কাশীরাজ 'ধন্বন্তরি নামদ্বয় দ্রষ্টব্য।

ধন্বন্তরি দিবোদাস—ধন্বন্তরি (স্বর্গবৈদ্য), কাশ এবং কাশীরাজ ধন্বন্তরি দিবোদাস নামত্রয় দ্রষ্টব্য।

ধন্বন্তরি (নবীন)—ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুকৃদ্ বিক্রমসভ্য এবং ৪-৫ খৃষ্টশতাব্দীয়। কল্পদ্রুকোশের ভূমিকায় রামাবতার শর্ম্মা বলিয়াছেন—Dhanvantari is a predecessor of Amar. প্রসিদ্ধ 'ধন্বন্তরিক্ষপণক...' ইত্যাদি শ্লোকে ইনিই উদ্দিষ্ট হইয়াছেন। ধন্বন্তরিসংহিতার কালোপযোগী প্রতিসংস্কার করায় ইনি 'ধন্বন্তরি' উপাধি ভূষিত হইয়া থাকিবেন। ইহা অপূর্ব্ব নহে। কারণ চরকসংহিতাই তাহার উদাহারণ। কণিষ্কসভ্য নবীন চরক প্রাচীন চরকসংহিতার প্রতিসংস্কার করিয়া 'চরক' বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। এই ধন্বন্তরির নবীনত্বহেতু দিবোদাস কখনও কখন প্রাচীন বা বৃদ্ধ ধন্বন্তরি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

ধন্বন্তরীর নিঘণ্টু পুণ্যপত্তনে মুদ্রিত হইয়াছে (আনন্দাশ্রম ৩৩ গ্রন্থাঙ্ক)। গ্রন্থকার মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন—'নমামি ধন্বন্তরিমাদিদেবং সুরাসুরৈর্ বন্দিতপাদপদ্মম্' ইত্যাদি। গ্রন্থের আকর ও কারণাদি সম্বন্ধে লিখিত আছে—"কিরাত-গোপালক-তাপসাদ্যা বনেচরাস্তৎকুশলাস্তথাঽন্যে। বিদন্তি নানাবিধ-ভেষজানাং প্রমাণবর্ণাকৃতিনামজাতীঃ॥ তেভ্যঃ সকাশাদুপলভ্য বৈদ্যঃ পশ্চাচ্চ শাস্ত্রেষু বিমৃশ্য বুদ্ধ্যা। বিকল্পয়েদ্ দ্রব্যরসপ্রভাবান্ বিপাকবীর্য্যাণি তথা প্রয়োগাৎ॥ প্রায়ো জনাঃ সন্তি বনেচরাস্তে গোপাদয়ঃ প্রাকৃতনামসংজ্ঞাঃ। প্রয়োজনার্থা বচনপ্রবৃত্তি র্যস্মাৎ ততঃ প্রাকৃতমিত্যদোষঃ॥ একং তু নাম প্রথিতং বহুনামেকস্য নামানি তথা বহুনি। দ্রব্যস্য জাত্যাকৃতিবর্ণবীর্য্যরসপ্রভাবাদিগুণৈ

ভবন্তি ॥ নাম শ্রুত্বং কেনচিদেকমেব তেনৈব জানাতি স ভেষজং তু। অন্যস্তথাঽন্যেন তু বেত্তি নাম্না তদেব চান্যোঽথ পরেণ কশ্চিৎ॥ বহুন্যতঃ প্রাকৃতসংস্কৃতানি নামানি বিজ্ঞায় বহুংশ্চ পৃষ্ট্বা। দৃষ্ট্বা চ সংস্পৃশ্য চ জাতিলিঙ্গৈর্বিদ্যাদ্ ভিষগ্ ভেষজমাদরেণ॥ গোপালা স্তাপসা ব্যাধা যে বান্যে বনচারিণঃ। মূলজাতিশ্চ যে তেভ্যো ভেষজব্যক্তিরিষ্যতে॥ অনামবিন্ মোহমুপৈতি বৈদ্যো ন বেত্তি পশ্যন্নপি ভেষজানি। ক্রিয়াক্রমো ভেষজমূলমেব তদ্‌ভেষজং চাপি নিঘণ্টুমূলম্॥ তস্মান্নিঘণ্টুরিত্যেষ নাতিসংক্ষেপবিস্তরঃ। হিতায় বৈদ্যপুত্রাণাং যথাবৎ সংপ্রকাশ্যতে॥ দ্রব্যাবলিং বিনা বৈদ্যা স্তে বৈদ্যা হাস্যভাজনম্। দ্রব্যাবল্যভিধানানাং তৃতীয়মপি লোচনম্।"

ধন্বন্তরির নামে নানাবিধ ঔষধ এবং বৈদ্যগ্রন্থ প্রচলিত আছে। ঔষধ যেমন—ধন্বন্তরীয় সপ্তবিংশতি গুগ্‌গুলু বটিকা, ধন্বন্তরীয় দ্বাত্রিংশিকা গুগ্‌গুলু বটীকা ইত্যাদি। বৈদ্যগ্রন্থ যেমন—ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টু, ঔষধ প্রযোগ, গুড়ূচ্যাদি, বালচিকিৎসা, যোগচিন্তামণি (?), চিকিৎসাদীপিকা, বিদ্যাপ্রকাশচিকিৎসা, বৈদ্যকভাস্করোদয়, বৈদ্যচিন্তামণি, চিকিৎসাসার, নামমালা, চারুচর্য্যা, নাড়ীপরীক্ষা, ইত্যাদি।

বিক্রমসভাস্থিত নবরত্নের মধ্যে ধন্বন্তরি একটী রত্ন। জ্যোতির্বিদাভরণের মতে উক্ত নয়টী পণ্ডিতরত্ন—'ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকামরসিংহশঙ্কুবেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ। খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচি র্নব বিক্রমস্য॥' আর বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের মতে নয়টী মহারত্ন—'মুক্তাফলং হীরকং চ বৈদূর্য্যং পদ্মরাগকম্। পুষ্পরাগং চ গোমেদং নীলং গারুত্মতং তথা। প্রবালযুক্তান্যেতানি মহারত্নানি বৈ নব॥' ভাবপ্রকাশেও এ বচনটী উদ্ধৃত হইয়াছে। অতএব উপমেয়োপমানের ক্রম এইরূপ—(১) ধন্বন্তরীয় বৈদ্যনিঘণ্টুকৃৎ ধন্বন্তরি মুক্তা (pearl), (২) ন্যায়াবতারকৃৎ

ক্ষপণক অর্থাৎ সিদ্ধসেনগণিদিবাকর হীরক (diamond), (৩) কোষকার অমরসিংহ বৈদূর্য্য বা রাজাবর্ত্ত (Lapis lazuli), (৪) ভুবনাভ্যুদয়প্রণেতা শঙ্কু পদ্মরাগ বা চুণী (ruby), (৫) নীতি-প্রদীপাদিকৃদ্ বেতালভট্ট পুষ্পরাগ বা পোখরাজ (topaz), (৬) নীতিসার-ঘটকর্পর-কাব্যাদিকৃদ্ ঘটকর্পর গোমেদ (Zircon, popularly known as cinamon amongst jewellers), (৭) রঘুকুমারাদিকৃৎ কবি কালিদাস নীলা (sapphire), (৮) বৃহজ্জাতক-পঞ্চসিদ্ধান্তিকাদিকৃদ বরাহমিহির গারুত্মত বা মরকত অর্থাৎ পান্না (emerald), (৯) যোগশত-নিরুক্ত-চৈত্রকূটা-প্রাকৃতপ্রকাশব্যাকরণাদিকৃদ্ বররুচি প্রবাল বা পলা (coral)।

নয়টী গ্রহ উক্ত নয়টী রত্নের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সেইজন্য গ্রহবৈগুণ্যে রত্নধারণের বিধান পাওয়া যায়। শাস্ত্রে লিখিত আছে- 'মাণিক্যং বিগুণে সূর্য্যে বৈদূর্য্যং শশলাঞ্ছনে। প্রবালং ভূমিপুত্রে চ পদ্মরাগং শশাঙ্কজে॥ গুরৌ মুক্তা ভৃগৌ বজ্রমিন্দ্রনীলং শনৈশ্চরে। রাহৌ গোমেদকং ধার্য্যং কেতৌ মকরতস্তথা॥' মাণিক্য এখানে পুষ্পরাগ। শশলাঞ্ছন চন্দ্র। ভূমিপুত্র মঙ্গল। শশাঙ্কজ বুধ। ভৃগু শুক্র। ইন্দ্রনীল নীলা।

দশটী মহাবিদ্যা আছেন---'কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী। ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥ বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা। এতা দশমহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥' ইঁহাদের মধ্যে ভৈরবী ব্যতীত অন্য নয়টী নবগ্রহের ইষ্ট দেবতা। কে কাহার ইষ্ট দেবতা তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশ আছে—'দিবাকরস্য মাতঙ্গী চন্দ্রস্য কমলাত্মিকা। কুজস্য বগলা-বিদ্যা বুধস্য ত্রিপুরা তথা॥ গুরোস্তারা চ কর্ত্তব্যা, সিতস্য ভুবনেশ্বরী। শনেঃ শ্রীদক্ষিণাকালী রাহোশ্চ ছিন্নমস্তকা। কেতোর্ধূমাবতী বিদ্যা গ্রহাণামিষ্টদেবতাঃ॥' কুজ মঙ্গল। সিত শুক্র।

গ্রহ-শান্তির জন্ত এই সকল দেবতা ও গ্রহের পূজাপূর্ব্বক শোধন করিয়া রত্নধারণ করিলে নানাপ্রকার আধি ব্যাধি বা দৌর্ভাগ্য নিবৃত্ত হয়।

ধনঞ্জয়—‘ধনঞ্জয়’ নামক কোষ করেন। কীথ্ মতে ১১২৩ হইতে ১১৪০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে এই গ্রন্থ প্রণীত হয়। গ্রন্থকার একজন জৈন পণ্ডিত।

ধরণিদাস—রত্নপ্রভায় নিশ্চলোক্ত কোষকার। ইনি ১১ খৃষ্ট-শতাব্দীয় এবং গদসিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী। ১২ খৃষ্টশতাব্দীয় সর্ব্বানন্দ অমরটীকায় ইঁহার বচন উঠাইয়াছেন।

ধর্ম্মকীর্ত্তি—৭ খৃষ্টশতাব্দীয় বৌদ্ধদার্শনিক। নিশ্চলকর রত্নপ্রভায় লিখিয়াছেন—আচার্য্যধর্ম্মকীর্ত্তিনাঽপ্যুক্তম্—‘কামশোক-ভয়োন্মাদস্বপ্ন…’ ইত্যাদি। ইঁহার ন্যায়বিন্দু দর্শনশাস্ত্রে সুপ্রসিদ্ধ।

ধৌম্য—ধৌম্যসংহিতা নামক বৈদ্যতন্ত্রকৃদ্ একজন আয়ুর্ব্বেদা-চার্য্য। ১৬৫১ খৃষ্টশতাব্দীয় কবীন্দ্রাচার্য্যসূচীতে ধৌম্যসংহিতার উল্লেখ আছে। চরকোক্ত হিমবৎসভায় ইনি উপস্থিত ছিলেন। শাস্ত্রে একাধিক ধৌম্যনাম পাওয়া যায়। ব্যাঘ্রপাদের কনিষ্ঠ পুত্র এবং উপমন্যুর ভ্রাতা ধৌম্য শিবপ্রসাদে দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। দেবলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধৌম্য উৎকোচকতীর্থে থাকিতেন। মহা-ভারতীয় আদিপর্ব্বস্থিত ১৮৩ অধ্যায়ে এই তীর্থের উল্লেখ আছে। যুধিষ্ঠির ইঁহাকে পৌরহিত্যে বরণ করেন। এতদ্ব্যতীত আয়োদ-ধৌম্য নামে একজন মুনি ছিলেন। আরুণি, উপমন্যু এবং বেদ তাঁহার শিষ্য। বোধ হয় ইনিই চরকোক্ত ধৌম্য।

ধ্রুবহ্রণ—একজন বৈদিক ঋষি। অথর্ব্ববেদের রাজকর্ম্ম-বিষয়ক ষষ্ঠ কাণ্ডস্থ ৬৩ সূক্ত ইনি দর্শন করেন।

ধ্রুবপাদ—নাগার্জুনীয় যোগশতের উপর 'চন্দ্রকলা'নাম্নী টীকা করেন। নিশ্চলকর এই টীকার নাম করিয়াছেন।

নকুল—পাণ্ডবকুমার, ভাস্কর শিষ্য এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় ১৬ অধ্যায় মতে বৈদ্যসর্ব্বস্বপ্রণেতা। অশ্বচিকিৎসা বা শালিহোত্র গ্রন্থ ইঁহার নামে প্রচলিত। নকুলকৃত অশ্বচিকিৎসা শালিহোত্রমুনিকৃত অশ্বায়ুর্ব্বেদের বিবৃতি। উমেশগুপ্তকর্ত্তৃক ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। নকুলাদ্যঘৃত নকুলের নামে প্রচলিত। রামরাবণের যুদ্ধে সুষেণের ন্যায় কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে নকুল অস্ত্রচিকিৎসা করিয়াছিলেন।

নন্দনচন্দ্র—রত্নপ্রভায় নিশ্চলোক্ত বৈদ্য। সম্ভবতঃ 'চন্দ্রনন্দন' স্থলে ইহা প্রমাদবশতঃ লিখিত।

নন্দি—অর্থাৎ জৈনেন্দ্রব্যাকরণকৃৎ ৫-৬ খৃষ্টশতাব্দীয় দেবনন্দি। দিগম্বরদের মধ্যে ইনি পূজ্যপাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। রসাচার্য্যদের মধ্যে ইঁহার নাম পাওয়া যায়।

নন্দী—রসবিদ্যাবেত্তা শিবানুচর বিশেষ। ইনি শিলাদমুনির পুত্র। কোনও কোন পুরাণের মতে ইনি মহাদেবের বরে শালঙ্কায়ন মুনির দক্ষিণাঙ্গ হইতে উৎপন্ন হন। সম্ভবতঃ শালঙ্কায়নের কৃতী শিষ্য বলিয়া ঐরূপ শাস্ত্রীয় প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। রসরত্নসমুচ্চয়ে ইঁহার নাম আছে। রসেন্দ্রচূড়ামণিতে সোমদেব লিখিয়াছেন—"উর্দ্ধপাতনযন্ত্রং হি নন্দিনা পরিকীর্ত্তিতম্। কোষ্ঠিকাযন্ত্রমেতদ্ধি তেনৈব পরিভাষিতম্॥' 'যোগসংগ্রহসার' নন্দিগুরুকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ। পূর্ণানন্দতীর্থ যোগসংগ্রহসারের টীকাকার।

নরদত্ত—চরকের ব্যাখ্যাতা। ইনি চক্রপাণির গুরু। বৃহৎ-তন্ত্রপ্রদীপ বা তন্ত্রপ্রদীপ সম্ভবতঃ ইঁহার গ্রন্থ। চক্রপাণির ভ্রাতা বা বন্ধু গোবর্দ্ধন দত্ত এই গ্রন্থের টীকা লিখিয়াছেন। ইনি ১০-১১ খৃস্টশতাব্দীয়।

নরবাহন বোধি—বৎসেশ্বর উদয়নের পুত্র এবং মহারাজ বিহীনরি দণ্ডপাণির পিতা। ইহার সম্পূর্ণ নাম—মহারাজ বিহীনর নরবাহন বোধি। ইনি বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ-শিষ্য। নরবাহন এবং তাঁহার মন্ত্রী গোমুখ উভয়ই রসবিদ্যাবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। রসরত্ন সমুচ্চয়ের প্রারম্ভেই ইহাদের নাম আছে। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দীয় কবীন্দ্রাচার্য্যের সূচীতে নরবাহনসিদ্ধান্ত এবং গোমুখসিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন—These names might have been taken merely honoris causa (i.e. in the cause of honour.)।

পাণিনিবার্ত্তিককার কাত্যায়ন ইহাকে বহীনর বলেন। কিন্তু কুণরবাড়ব বলেন—'বিহীনর এষঃ। বিহীনো নরঃ কামক্রোধাভ্যাং বিহীনরঃ, পৃষোদরাদিত্বান্নলোপঃ'। কুণ্ডখাণ্ডব মুনিরও ইহা অভিপ্রেত। বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, দীক্ষাকালে বুদ্ধদেব স্বয়ং ইহাকে 'বিহীনর' উপনাম দিয়াছিলেন। বিহীনর অর্থাৎ কামক্রোধহীন নর।

ইনি নর-নারায়ণ অর্জুনের বংশধর হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন। শর্ব্ববর্ম্মার 'ন্যুট্ কব্যহব্যপুরীষ্যেষু' সূত্রের চৈত্রকূটী বৃত্তিতে বররুচি লিখিয়াছেন—'নরো বাহনো যস্য স নরবাহনঃ'। কিন্তু বুদ্ধস্বামীর 'বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহ' হইতে জানা যায় যে, অমাত্যপ্রবর গোমুখের সাহায্যে মহারাজ নরবাহন মদনমঞ্জুকা বেগবতী গন্ধর্ব্বদত্তা অজিনাবতী প্রিয়দর্শনা প্রভৃতি ২৬টী পত্নী ও উপপত্নীর বাহন হইয়াছিলেন। বৌদ্ধনির্ব্বাণের পর রাজা ইহাদের সেবায় অহর্নিশ ব্যস্ত থাকিলেও বৌদ্ধধর্ম্মের ধ্বজা কখনও পরিত্যাগ করেন নাই।

নরবৈদ্য মন্মথ—ক্ষেমকুতূহলকৃৎ ক্ষেমরাজের পিতা।

নরসিংহ কবিরাজ—'চরকতত্ত্বপ্রকাশকৌস্তুভ'নামক চরক-টীকা প্রণয়ন করেন। ইহার 'মধুমতী'নামক বৈদ্যগ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ।

ইনি নীলকণ্ঠ ভট্টের পুত্র, রামকৃষ্ণ ভট্টের শিষ্য এবং বৈদ্যচিন্তামণির গুরু। ইনি ১৮ খৃষ্টশতাব্দীয়।

নরহরি পণ্ডিত বা নরহরি ভট্ট—বৈদ্যশাস্ত্রে রসযোগমুক্তাবলী এবং রাজনিঘণ্টু প্রণয়ন করেন। অভিধানচূড়ামণি রাজনিঘণ্টুর নামান্তর। ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুর অনুপাতে রাজনিঘণ্টু প্রণীত হইয়াছে। সেইজন্য হরিনারায়ণ আপ্তে কর্তৃক উভয় গ্রন্থই একত্র মুদ্রিত হইয়াছে (আনন্দাশ্রম ৩৩ গ্রন্থাঙ্ক)। নরহরি মহারাষ্ট্র-দেশের লোক।

গ্রন্থকার অমৃতেশানন্দের শিষ্য। অমৃতেশানন্দ ঈশ্বর সূরির পুত্র এবং হেমাদ্রির ভ্রাতা। সুতরাং নরহরি ১৩-১৪ খৃষ্টশতাব্দীয়। কাব্যপ্রকাশের টীকাকার নবহরি সরস্বতী-তীর্থও ১৩ খৃষ্টশতাব্দীয়, কিন্তু তিনি একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। বোধসারপ্রণেতা নরহরি ইঁহাদের অনেক পরবর্তী।

নরেন্দ্র বা নরেন্দ্রনগরী বা নরেন্দ্রাচার্য্য- রসবিদ্যাবিৎ পণ্ডিত, সারস্বতবার্ত্তিককার এবং সম্ভবতঃ ১১ বা ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয়। রসরত্নসমুচ্চয়ের প্রারম্ভেই নরেন্দ্রের নাম আছে। ১৩ খৃষ্ট-শতাব্দীতে নরেন্দ্রকৃত সারস্বতবার্ত্তিকের উপর অমৃতভারতী 'সুবোধিকা' নাম্নী টীকা লিখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"যন্নরেন্দ্রনগরি প্রভাষিতং যচ্চ বৈমলসরস্বতীরিতম্। তন্ময়াঽত্র লিখিতং তথাঽধিকং কিঞ্চিদেব কলিতং স্বয়া ধিয়া॥" নরেন্দ্র গুজরাতের 'আনন্দপুর' নামক নগরে থাকিতেন বলিয়া তাঁহাকে নগরী বলা হইত। অমৃত ভারতীর পূর্ব্বে ১২-১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় ক্ষেমেন্দ্র নরেন্দ্রকৃত গ্রন্থের উপর একখানি টিপ্পণ প্রণয়ন করেন। ইহার উপর বোপদেবের গুরু ধনেশ্বর ক্ষেমেন্দ্রটিপ্পণখণ্ডন লিখিয়াছেন। অতএব নরেন্দ্রের ১১ বা ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয়ত্ব অনুপপন্ন নহে।

সূত্রসপ্তশতীর বার্ত্তিক লিখিবার পর নরেন্দ্র একজন পরমহংস পরিব্রাজক হন (I. O. Cat. 793)। তখন হইতে ইঁহাকে নরেন্দ্রাচার্য্য বলা হইত।

নল নৃপ—নল রাজার সূদশাস্ত্রীয় অর্থাৎ সূপশাস্ত্রীয় গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ এই গ্রন্থের নাম নলপাকশাস্ত্র। ইনি নিষধাধিপতি বীরসেনের পুত্র এবং হয়ায়ুর্ব্বেদবিৎ পণ্ডিত। মহাভারতের বনপর্ব্বে লিখিত আছে—"আসীদ্‌রাজা নলো নাম বীরসেনসুতো বলী। উপপন্নো গুণৈরিষ্টৈ রূপবানশ্বকোবিদঃ॥" (৩।৫৩।১)। নলের পিতা নিষধাধিপতি নিষধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। দেবীপুরাণের ১১৩ অধ্যায়ে ইনি আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যদের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। শাস্ত্রে নলদময়ন্তীর উপাখ্যান এবং সাহিত্যে নৈষধচরিত সুপ্রসিদ্ধ। নিশ্চলকর রত্নপ্রভায় নলকে নলনৃপ বলিয়াছেন।

নাগদেব—রত্নপ্রভায় নিশ্চলোক্ত বৈদ্য। তথায় লিখিত আছে—'এতচ্চ সর্ব্বং নাগদেব-চক্রাদিভি বিবৃতম্'।

নাগনাথ—কৃষ্ণপণ্ডিতের পুত্র, লক্ষ্মণদত্তের গুরু, এবং ১৬-১৭ খৃষ্টশতাব্দীয়। বৈদ্যশাস্ত্রে ইঁহার গ্রন্থ মাধবনিদানের রুগ্‌বিনিশ্চয়-টীকা বা নিদানপ্রদীপ, যোগচন্দ্রিকা, ইত্যাদি। যোগচন্দ্রিকা ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রণীত হয়।

নাগবোধি—নাগার্জুন।

নাগভর্ত্তৃতন্ত্রকৃৎ—ইহা সম্ভবতঃ পতঞ্জলিকৃত। রত্নপ্রভায় নিশ্চল 'নাগতন্ত্র' বলিয়াছেন। কেহ আবার নাগভর্ত্তৃতন্ত্রও বলেন। ভোজদেব বলিয়াছেন—'ফণিভৃতাং ভর্ত্তৈব'।

নাগার্জুন—কণিষ্কসভ্য, সুশ্রুত প্রতিসংস্কর্ত্তা, বৌদ্ধপণ্ডিত, এবং ১-২ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইনি সৌশ্রুতগ্রন্থ 'সুশ্রুততন্ত্র' বলিয়া

প্রচলিত ছিল, নাগার্জুনের সময়ে উহা সংহিতা নামে ভূষিত হয়। ইনি সৌশ্রুত শ্লোকগুলির প্রপঞ্চপূর্ব্বক কালোপযোগী প্রতিসংস্কার করেন। নিবন্ধসংগ্রহের সূত্রস্থানে ডল্লণ লিখিয়াছেন—'প্রতিসংস্কর্ত্তাঽপীহ নাগার্জুন এব'। নাগার্জুন অর্থাৎ নাগার্জুন বোধিসত্ত্ব। রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে—"বোধিসত্ত্বশ্চ দেশেঽস্মিন্ একভূমীশ্বরোঽভবৎ। স তু নাগার্জুনঃ শ্রীমান্ ষড়র্হদ্‌বনসংশ্রয়ী ॥" (১।১৭৩)।

ইনি নাগবোধি এবং সিদ্ধনাগার্জুনাদি নামেও প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ ইঁহাকে মুনি বলেন। এরূপ বলা অসঙ্গত নহে। কারণ-শাস্ত্রে আছে—"ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারো মুনিঃ সংলীনমানসঃ'। চক্রপাণি লিখিয়াছেন—'নাগার্জুনো মুনীন্দ্রঃ শশাস যল্লোহশাস্ত্রমতিগহনম্' (চক্রদত্ত—৩৪৭ পৃঃ)। অর্থাৎ The great sage Nagarjun declared the science of metals to be a very difficult subject. ইহা দেখিয়া কেহ কেহ নাগার্জুনে লোহ শাস্ত্রের আরোপ করেন। লোহশাস্ত্রের অর্থাৎ ধাতুশাস্ত্রের, কেবল লৌহনামক ধাতুবিষয়ক শাস্ত্রের নহে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বস্থ রাজধর্ম্মপর্ব্বের ১১ অধ্যায়ে স্মৃত হইয়াছে—"চতুষ্পদাং গৌঃ প্রবরা লোহানাং কাঞ্চনং বরম্। শব্দানাং প্রবরো মন্ত্রো ব্রাহ্মণো দ্বিপদাং বরঃ ॥" (১১ শ্লোক)। কিন্তু আমাদের মতে লোহশাস্ত্র দিবোদাস ধন্বন্তরিপ্রণীত এবং পতঞ্জলিকর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত। এ সম্বন্ধে শিবদাসের তত্ত্বচন্দ্রিকায় একটী প্রাচীন প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে—"অর্চ্চয়িত্বা বিধানেন হেরম্বং গুরুভাস্করৌ। লোকপালান্ গ্রহাংশ্চৈব ক্ষেত্রপালানথৌষধম্॥ আদিত্যদেবতা শ্চেষ্টা ধন্বন্তরি-পতঞ্জলী। দত্ত্যাদ্ বলিং চ সর্ব্বেভ্যো নানাভক্ষ্যোপচারতঃ ॥" লৌহসংস্কারে দিবোদাস-ধন্বন্তরির সহিত পতঞ্জলিকে বলি দেওয়ায় আমরা ঐরূপ অনুমান করিয়াছি।

নাগার্জুনের নামে নানাগ্রন্থ প্রচলিত আছে—রসশাস্ত্রে 'নাগার্জুনসিদ্ধান্ত', 'রসরত্নাকর', 'রসেন্দ্রমঙ্গল' ইত্যাদি ; বৈদ্যশাস্ত্রে যোগমঞ্জরী, বার্ত্তামালা, আরোগ্যমঞ্জরী ইত্যাদি ; কামশাস্ত্রে 'রতিশাস্ত্র' ; তন্ত্রানুমোদিত চিকিৎসাশাস্ত্রে— 'নাগার্জুনীয় চিকিৎসা'. 'কক্ষপুটতন্ত্র' বা 'নাগার্জুনকক্ষপুট', 'নাগার্জুনাঞ্জন', 'নাগার্জুনযোগ' ইত্যাদি ; সাহিত্যে 'সুহৃল্লেখ', 'যোগশতক', 'যুক্তিষষ্ঠিকা কারিকা', 'বিগ্রহব্যবর্ত্তনী কারিকা'. 'বিগ্রহব্যবর্ত্তিনী বৃত্তি', 'প্রজ্ঞাতন্ত্র' ইত্যাদি ; তন্ত্রশাস্ত্রে—'তারাসাধনম্' ইত্যাদি : বৌদ্ধদর্শনে—'মাধ্যমিক কারিকা' ইত্যাদি। History of Hindu Chemistry গ্রন্থে Dr. P C. Ray বলিয়াছেন—'Numerous works have been fathered on Nagarjun and it is an open question if any of them is genuine. ইহা আংশিক সত্য। বৃন্দ এবং চক্রপাণি বলেন যে, প্রস্তরস্তম্ভে নাগার্জুন কজ্জলীবিষয় লিখিয়াছিলেন—'নাগার্জুনেন লিখিতাঃ স্তম্ভে পাটলিপুত্রকে'।

রসরত্নাকরে নাগার্জুন বলিয়াছেন—"প্রজ্ঞাপারমিতা নিশীথ-সময়ে স্বপ্নে প্রসাদীকৃতম্। নাম্না তীক্ষ্ণমুখং রসেন্দ্রমমলং নাগার্জুন-প্রোদিতম্॥" এবং "কিমত্র চিত্রং যদি রাজবর্ত্তকং শিরীষ-পুষ্পাগ্ররসেন ভাবিতম্। সিতং সুবর্ণং তরুণার্ক-সন্নিভং করোতি গুঞ্জাশতমেকগুঞ্জয়া॥" ইনি একজন রসসিদ্ধ পুরুষ (Alchemist)। Alberuni লিখিয়াছেন- 'A famous representative of this art was নাগার্জুন a native of Daihak, near Somnath. He excelled in it ..' (Alberunis India—Sachau, p. 189)।

রসেন্দ্রমঙ্গলে নানাবিধ যন্ত্র ও তৎসংক্রান্ত নিয়মাদির উপদেশ আছে, যেমন —শিলাযন্ত্র, বংশযন্ত্র, নলিকাযন্ত্র, গজদন্তযন্ত্র, দোলাযন্ত্র, অধঃপাতনযন্ত্র, ভূধঃপাতনযন্ত্র, পাতনযন্ত্র, নিয়ামকযন্ত্র, তুলাযন্ত্র,

কচ্ছপযন্ত্র, চাকীযন্ত্র, বালুকাযন্ত্র, অগ্নিসোমযন্ত্র, গন্ধকদ্রাহিকযন্ত্র, মূষাযন্ত্র, হণ্ডিকাযন্ত্র, গুড়াভ্রকযন্ত্র, ঘোণাযন্ত্র, নারায়ণযন্ত্র, জালিকাযন্ত্র, চারণযন্ত্র, ইত্যাদি। গ্রন্থান্তে লিখিত আছে—"শ্রীলোকনাথস্য বিভোঃ প্রসাদাজ্ জ্ঞাতং ময়া পোটলিকাবিধানম্" ইত্যাদি। 'লোকনাথ' শব্দে অবলোকিতেশ্বর হইতে পারেন, কিন্তু আমাদের মনে হয়, ইহা তাঁহার গুরুর নাম।

নাগার্জুনের 'রতিশাস্ত্র' একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তুণ্ডির সহিত তাঁহার কথোপকথনচ্ছলে ইহা প্রণীত। গ্রন্থারম্ভে লিখিত আছে— "সিদ্ধনাগার্জুনো নাম পুরাঽহসীৎ তাপসো মহান্। শান্তো দান্তো জিতাত্মা চ নিয়তঃ প্রযতঃ শুচিঃ॥" গ্রন্থান্তে লিখিত আছে— "ইতি তে কথিতং বিপ্র যৎ পৃষ্টং তাপসেশ্বর। শ্রুত্বা চৈব বিচার্য্যাপি রতিশাস্ত্রে জ্ঞানী ভব॥" ইহার উপর রেবণারাধ্য বা রাবণারাধ্য 'স্মরতত্ত্বপ্রকাশিকা' নামে একখানি টীকা লিখিয়াছেন। নাগার্জুনাঞ্জন অগ্নিবেশীয় নেত্রাঞ্জনের অধমর্ণ।

নাগার্জুনের নামে নানা ঔষধ প্রচলিত আছে, যেমন— নাগার্জুনবর্ত্তি, নাগার্জুনযোগ, নাগার্জুনাঞ্জন, বিশ্বেশ্বররস—'রসো বিশ্বেশ্বরো নাম প্রোক্তো নাগার্জুনেন চ', অভ্রবটিকা—'দধি চাবশ্যকং ভক্ষ্যং প্রাহ নাগার্জুনো মুনিঃ', রসাভ্রবটিকা—'দধি চাবশ্যকং দেয়ং প্রাহ নাগার্জুনো মুনিঃ', বৃহৎপানীয় ভক্তগুটিকা— 'নাগার্জুনেন মুনিনা নির্ম্মিতা হিতকারিণা', হরিদ্রাখণ্ড—"হরিদ্রাখণ্ডনামায়ং সর্ব্বব্যাধিনিসূদনঃ। ব্রণিনাং হিতকামী চ প্রাহ নাগার্জুনো মুনিঃ", লঘুসিদ্ধাভ্রক—'ইতি সিদ্ধো রসেন্দ্রোঽয়ং লঘুসিদ্ধাভ্রকো মতঃ।...নাগার্জুনেন সংপ্রোক্তঃ সদ্যঃপ্রত্যয়কারকঃ॥', ঘোড়া চোলীরস—'ঘোড়াচলীতি বিখ্যাতা নাম্না নাগার্জুনোদিতা', নাগার্জুনাভ্রম্, ইত্যাদি।

নাগেশ ভট্ট—লঘুমঞ্জুষায় পতঞ্জলিকে চরকব্যাখ্যাতা বলিয়াছেন। তথায় লিখিত আছে—"আপ্তোনামানুভবেন বস্তুতত্ত্বস্য কার্ৎস্ন্যেন নিশ্চয়বান্ রাগাদিবশাদপি নান্যথাবাদী যঃ স ইতি চরকে পতঞ্জলিঃ"। ইনি ১৭-১৮ খৃষ্টশতাব্দীয়। নানাশাস্ত্রে ইহার গ্রন্থ দৃষ্ট হয়, যেমন—ব্যাকরণে 'ভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত', 'বৈয়াকরণভূষণ', 'বৈয়াকরণসিদ্ধান্তমঞ্জুষা', 'পরিভাষেন্দুশেখর,' ইত্যাদি; অলংকারে 'কাব্যপ্রকাশটীকা' এবং 'রসগঙ্গাধরটীকা'; ন্যায়শাস্ত্রে 'পদার্থদীপিকা'; সাংখ্যে 'সাংখ্যসূত্রবৃত্তি'; ধর্ম্মশাস্ত্রে 'চণ্ডীটীকা', 'বেদসূক্তভাষ্য' ইত্যাদি। ইনি বৃহচ্ছব্দেন্দুশেখর নামে একখানি গ্রন্থ করেন। গ্রন্থ পাওয়া যায় না, কিন্তু কবীন্দ্রাচার্য্যের সূচীপত্রে ইহার উল্লেখ আছে। শুনা যায়, ইনি রামায়ণের টীকা, অধ্যাত্মরামায়ণের টীকা, গীতগোবিন্দের টীকা, তর্কভাষার যোগাবলি টীকা, কণাদসূত্রবৃত্তি প্রভৃতি প্রণয়ন করেন। ভট্টোজি প্রণীত প্রৌঢ়মনোরমার উপর 'শব্দরত্ন' নামে একখানি টীকা হরিদীক্ষিতের কৃতি বলিয়া জানা আছে। কিন্তু লোকে বলে, নাগেশ ইহা প্রণয়নপূর্ব্বক গুরুর নামে প্রকাশ করিয়াছেন।

১৭ খৃষ্টশতাব্দীর তৃতীয় পাদে শিবভট্টের ঔরসে সতীদেবীর গর্ভে নাগেশ জন্মগ্রহণ করেন। কাশীতে দুধগণেশের নিকটে ইহাদের বাস ছিল। গীর্ব্বাণপদমঞ্জরীতে বরদরাজ লিখিয়াছেন—"দুগ্ধবিনায়কনিকটে কস্য গৃহে বর্ত্তসে ত্বম্? শিবভট্টগৃহেঽহং বর্ত্তে"। ইহা হইতে উপপন্ন হয় যে, দুধগণেশের নিকট শিবভট্ট থাকিতেন। নাগেশ হরিদীক্ষিতের শিষ্য এবং বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ডাদির গুরু। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে জয়সিংহের যজ্ঞে ইনি নিমন্ত্রিত হন, কিন্তু কাশীতে ক্ষেত্রসন্ন্যাসহেতু নিমন্ত্রণ রক্ষিত হয় নাই। পণ্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, ১০০ বৎসরের অধিক বাঁচিবার পর ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে নাগেশ পরলোক গমন করেন।

নারদ মুনি—ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং দেবর্ষি বলিয়া প্রসিদ্ধ। বৈদ্যশাস্ত্রেও ইনি সনৎকুমারের শিষ্য। পঞ্চরাত্রের অন্তর্গত সনৎ-কুমার সংহিতায় লিখিত আছে—"সনৎকুমারং যোগীন্দ্রং সিদ্ধাশ্রম-নিবাসিনম্। নারদঃ প্রণিপত্যাথ বচনং চেদমব্রবীৎ॥ ভগবন্ যোগিনাং শ্রেষ্ঠ সর্ব্বতন্ত্রবিশারদ। সর্ব্বরোগহরা স্তত্তঃ কল্পা*চ বিবিধাঃ শ্রুতাঃ॥ ইদানীমক্ষিরোগস্য শান্তিং ব্রূহি তপোধন।" ইত্যাদি। সনৎকুমারের ঔষধ প্রয়োগে কাশীর রাজা পারিভদ্রতনয় বৃহদ্রথ নেত্ররোগমুক্ত হন। কাশীখণ্ডে স্মৃত হইয়াছে—কাশীপুর্য্যাং পুরা ব্রহ্মন্ আসীদ্ রাজা সুধার্ম্মিকঃ। পারিভদ্র ইতি খ্যাত স্তস্য পুত্রো বৃহদ্রথঃ॥" ইত্যাদি।

বৈদ্যশাস্ত্রে দেবর্ষির ধাতুলক্ষণ নামে একখানি গ্রন্থ আছে। ইহাতে ধাতুজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"বামভাগে তু নারীণাং দক্ষিণে পুরুষস্য তু। লক্ষণং লক্ষ্যতে সর্ব্বং শুভাশুভফলপ্রদম্॥" ইত্যাদি। শাস্ত্রান্তরে তাঁহার নামে অন্যান্য গ্রন্থ দৃষ্ট হয়, যেমন—সংগীতবিষয়ক নারদসংহিতা, নারদস্মৃতি, নারদীয়পুরাণ, ইত্যাদি। পালকাপ্য মুনি ইঁহাকে গজায়ুর্ব্বেদবেত্তা বলিয়াছেন। চরকোক্ত হিমবৎসভায় ইনি উপস্থিত ছিলেন।

মহালক্ষ্মীবিলাসরস এবং লক্ষ্মীবিলাসরস নারদমুনির নামে প্রচলিত। এ সম্বন্ধে লিখিত আছে—'প্রোক্তঃ প্রয়োগরাজোঽয়ং নারদেন মহাত্মনা। রসো লক্ষ্মীবিলাসোঽয়ম্…' ইত্যাদি। রসেন্দ্রচিন্তামণিতে এবং রসেন্দ্রসারসংগ্রহে লক্ষ্মীবিলাসের প্রস্তুতকরণবিধি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দর্শিত হইয়াছে।

প্রাত্নিকদের মতে নারদ একজন প্রথম খৃষ্টশতাব্দীয় নানা-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত, যিনি নারদস্মৃতির কালোপযোগী প্রতিসংস্কার করেন। ইঁহাদের মতে নারদপঞ্চরাত্রও প্রথম খৃষ্টশতাব্দীয়। এসকল কথা সুচিন্তিত নহে।

নারায়ণ—বিষ্ণু।

নারায়ণ—একজন বৈদিক ঋষি। ইনি অথর্ব্ববেদের ব্রহ্ম-বিষয়ক দশমকাণ্ডস্থ দ্বিতীয় সূক্তদ্রষ্টা। ইনি অন্যান্য বেদেরও মন্ত্রদ্রষ্টা।

নারায়ণচন্দ্র ত্রিপাঠী—একজন ১৯-২০ খৃষ্টশতাব্দীয় দার্শনিক বৈদ্য পণ্ডিত। ইনি বৈদ্যদর্শনের ন্যায় 'আয়ুর্ব্বেদদর্শন' নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। আয়ুর্ব্বেদকে দর্শনপর্য্যায়ে আনিবার জন্য গ্রন্থকার চরকীয় বিমানস্থানের অষ্টমাধ্যায়স্থিত ৪৪টী পদার্থের সহিত ন্যায়শাস্ত্রীয পদার্থসমূহের সমন্বয় দেখাইয়াছেন। চরকোক্ত ৪৪টী পদার্থ যেমন—বাদ, দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, প্রতিজ্ঞা, স্থাপনা, প্রতিষ্ঠাপনা, হেতু, উপনয়, নিগমন, উত্তর, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, শব্দ, প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য, ঔপম্য, সংশয়, প্রয়োজন, সব্যভিচার, জিজ্ঞাসা, ব্যবসায়, অর্থপ্রাপ্তি, সম্ভব, অনুযোজ্য, অননুযোজ্য, অনুযোগ, প্রত্যনুযোগ, বাক্যদোষ, বাক্যপ্রশংসা, ছল, অহেতু, অতীতকাল, উপালম্ভ, পরিহার, প্রতিজ্ঞাহানি, অভ্যনুজ্ঞা, হেত্বন্তর, অর্থান্তর, নিগ্রহস্থান। আবার ন্যায়ের পদার্থসমূহ যেমন—প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি, নিগ্রহস্থান।

কেহ কেহ বলেন—"ননু, বৈদ্যশাস্ত্রে ষড়্দর্শনানাং কোপ-যোগঃ" ? ইহার উত্তরে গ্রন্থকার একটী প্রাচীন সূক্তি উঠাইয়াছেন—'ন্যায়বৈশেষিকদর্শনয়োঃ প্রমাণশাস্ত্রত্বাদ্ রোগপরীক্ষণে হ্যুপযোগঃ'। (উক্তি আছে—প্রদীপঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বিদ্যোদ্দেশে গরীয়সীতি)। 'সাংখ্যযোগবেদান্তানাং মানসরোগনিবারণে চোপযোগঃ'। [উক্তি আছে—ধীধৈর্য্যাত্মাদিবিজ্ঞানং মনোদোষৌষধং পরমিতি]।

নারায়ণ দত্ত—চক্রপাণি দত্তের পিতা। ইনি ১১ খৃষ্টশতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

নারায়ণদাস কবিরাজ—বৈদ্যপরিভাষা, বৈদ্যবল্লভের জ্বর-ত্রিশতীটীকা, এবং সম্ভবতঃ বাতব্যাধ্যাদিনির্ণয় প্রণয়ন করেন। চিকিৎসা-পরিভাষা বৈদ্যপরিভাষার নামান্তর। গ্রন্থকার ১৪-১৫ খৃষ্টশতাব্দীয়।

নারায়ণদাস বৈদ্য—নানৌষধপরিচ্ছেদ, মধুমতী, এবং রাজ-বল্লভীয় দ্রব্যগুণের টীকা প্রণয়ন করেন। গ্রন্থকার ১৮-১৯ খৃষ্ট-শতাব্দীয়। চিন্তামণি বা বৈদ্যচিন্তামণি ইঁহার শিষ্য।

নারায়ণদাস সিদ্ধ বা বৈষ্ণব বৈদ্য—ব্রহ্মদাসের পুত্র, 'বৈষ্ণব-বৈদ্যকশাস্ত্র' প্রণেতা, এবং সম্ভবতঃ ৯ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইনি ভগবদ্-ভক্ত জয়দেবের পূর্ব্বাচার্য্য। বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ইনি 'সিদ্ধ'-উপাধি ভূষিত হন। শুনা যায়, রসায়নপাদের আরম্ভেই ইনি ভাগবতের একটী শ্লোক বলেন—

'নিগমকল্পতরো র্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥'

আলয়ং লয়পর্য্যন্তম্, আমোক্ষমিতি যাবৎ। রসায়নপাদের শেষ হইতে ইহার একটী ভক্তিপ্রধান সুন্দর শ্লোক কলাপের ১১-১২ খৃষ্ট-শতাব্দীয় কৃৎপঞ্জিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে—

'অবিশ্রমং যাবদিদং শরীরং পতত্যবশ্যং পরিণামদুর্ব্বহম্।
কিমৌষধং পৃচ্ছসি মূঢ় দুর্ম্মতে নিরাময়ং কৃষ্ণরসায়নং পিব॥'

ইহা দেখিয়া দ্বাদশ খৃষ্টশতাব্দীয় পুরুষোত্তমদেব প্রণীত পরিভাষাবৃত্তির শেষে শ্লোকিত হইয়াছে—

'ইদং শরীরং শতসন্ধিজর্জ্জরং পতত্যবশ্যং পরিণামদুর্ব্বলম্।
ক চৌষধং পৃচ্ছসি মূঢ় দুর্ম্মতে নিরাময়ং বিষ্ণুরসায়নং পিব॥'

ঋণ স্বীকৃত নহে। শুনা যায়, নারায়ণদাস সিদ্ধ 'ভক্তিভূষণসন্দর্ভ' এবং 'ভক্তিসাগর' নামে দুইখানি উৎকৃষ্ট ভক্তিগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

নবম খৃষ্টশতাব্দীতে নারায়ণদাস অজয়তীরবর্ত্তী ঢেঁকুরনামক স্থানে ইছাই ঘোষের পিতা ধবলচাঁদ মাণ্ডলিকের সভাপণ্ডিত হন। ইছাই ঘোষের অনুরোধে পাটলিপুত্ররাজ সুদর্শনের পুত্রগণকে শিক্ষা দিবার জন্য ইনি বিষ্ণুশর্ম্মাকে অনুসরণপূর্ব্বক হিতোপদেশ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থ উপাদেয় হওয়ায় ধবলচাঁদ উহার প্রচারে যত্নবান্ হন। নারায়ণদাস অমরকোষের একখানি টীকা করেন। ক্ষীরস্বামীর অমরকোষোদ্‌ঘাটনে উহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

চৈতন্যদেবের পর বোপদেব পণ্ডিত যেমন বোপদেব গোস্বামী হন, ইনিও সেইরূপ পরবর্ত্তিকালে নারায়ণদাস গোস্বামী হইয়াছেন।

নারায়ণ ভট্ট—বৈদ্যচিন্তামণি এবং কর্ম্মপ্রকাশ নামক বৈদ্য-গ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করেন। ইনি গীতগোবিন্দের 'পদ্যদ্যোতিনী' টীকা লিখিয়াছেন। নারায়ণ ১৩ খৃষ্টশতাব্দীয়।

নারায়ণ রাজ—'নারায়ণ বিলাস' নামক বৈদ্যগ্রন্থ করেন।

নারায়ণশেখর জৈনাচার্য্য— ১৫১-৫২ পৃষ্ঠায় 'জৈন নারায়ণ-শেখর' নাম দ্রষ্টব্য।

নিত্যনাথ সিদ্ধ—৭১ পৃষ্ঠায় 'আদিনাথ' নাম দ্রষ্টব্য। ইনি সিদ্ধ নিত্যনাথ, নেমনাথ, আদিনাথ, এবং অশ্বিনীকুমার নামেও প্রসিদ্ধ। ইঁহার পিতৃদত্ত নাম নিত্যনাথ, অন্যগুলি উপাধি মাত্র।

নিমি—নিমিতন্ত্রপ্রণেতা। ইনি ইক্ষ্বাকুর পুত্র মহারাজ নিমি। অপুত্রকাবস্থায় বশিষ্ঠশাপে দেহত্যাগ করায় বিদেহ ইঁহার নামান্তর। বিগত আত্মদেহসম্বন্ধো যস্য স বিদেহঃ। সুশ্রুত ইঁহাকে বিদেহাধিপ *বলিয়াছেন—'শালাক্যবিদ্যা বিদেহাধিপ-কীর্ত্তিতা'। ইহাতে ডল্লণ বলিয়াছেন—"বিদেহাধিপকীর্ত্তিতা নিমি-প্রণীতাঃ ষট্‌সপ্ততি নেত্ররোগাঃ। অস্যাগ্রে কেচিদ্ বিদেহাধিপতিঃ শ্রীমান্ জনকো নাম বিশ্রুত ইত্যাদি পাঠং পঠন্তি ব্যাখ্যানয়ন্তি চ।

তং চ বৃহৎপঞ্জিকাকারো ন পঠতি, তস্মান্ ময়াঽপি ন পঠিতো ব্যাখ্যাতশ্চ।" বিদেহশ্চাসাবধিপশ্চেতি বিদেহাধিপঃ। অত্র নিষাদস্থপতিন্যায়েন ষষ্ঠীসমাসাৎ কর্ম্মধারয়ো বলীয়ানিত্যতো ন বিদেহানাং দেবানামধিপঃ, পরন্তু বিদেহশ্চাসৌ অধিপশ্চেতি। অর্থাৎ A direct statement is preferred to metonymy. The Karmadharya makes a direct statement and therefore it does not involve metonymy. He who is videha is a king.

সুশ্রুত ইহাকে শালাক্যতন্ত্রবিৎ পণ্ডিত বলিয়াছেন। ডল্বণমতে এবং বৃহৎ পঞ্জিকামতে ইনি আবার নেত্ররোগবৈদ্য (oculist)। কোনও কোন গ্রন্থে ইনি নিমিবিদেহাধিপ বলিয়া কথিত। নিমিশ্চাসৌ বিদেহাধিপ শ্চেতি নিমিবিদেহাধিপঃ। বিদেহ নাম দ্রষ্টব্য। ১৬৫৬ খৃস্টাব্দীয় কবীন্দ্রাচার্য্য সূচীপত্রে নিমিতন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

নিমিবিদেহাধিপ—ইহার পূর্ব্বে নিমিনাম দ্রষ্টব্য।

নিমিবৈদেহ—জনক। চরকে এই নাম দৃষ্ট হয় (১৫১ পৃঃ বঙ্গীয় সংস্করণ)। ভাগবতের নবমস্কন্ধে লিখিত আছে—

"অরাজকভয়ং নৃণাং মন্যমানা মহর্ষয়ঃ।
দেহং মমন্থুঃ স্ম নিমেঃ কুমারঃ সমজায়ত॥
জন্মনা জনকঃ সোঽভূদ্ বৈদেহস্তু বিদেহজঃ।
মিথিলো মথনাজ্জাতো মিথিলা যেন নির্ম্মিতা॥" (১৩।১৩-১৪)

লিটঃ পরতঃ স্মেত্যার্ষঃ। অত্যন্তবিপ্রকৃষ্টত্বাৎ প্রয়োগস্য দৈগুণ্যমিষ্টম্। অপপ্রয়োগ ইতি চেৎ? নৈবম্, ন শাস্ত্রমনুবর্ত্তন্তে স্বতন্ত্রা ঋষয়ঃ কিলেতি। জন্মনা—অসাধারণেন জন্মনেত্যভিপ্রায়ঃ। জায়ত ইতি জনধাতো রচা জনো জাতক ইত্যর্থঃ। জনশব্দাৎ স্বার্থে কনা জনকঃ। ননু, 'স্বার্থে কনি'তি সূত্রং ন লভ্যতে। সত্যম্, কিন্তু

৫।৪।৫ সূত্রস্য কাশিকায়া মুক্তম্—'কেন পুনঃ স্বার্থিকঃ কন্ বিহিতঃ? এতদেব জ্ঞাপকং ভবতি স্বার্থে কনিতি।' অয়মাশয়ঃ—ইদমেব ৫।৩।৫ সূত্রমত্যস্ত স্বার্থিকমপি কনং জ্ঞাপয়তি—নাবনীতকং বহুতরকং ভিন্নতরক মিতি। জন্মদাতৃত্বে জনকশব্দো জনধাতো র্ণিচি ণ্বুলা নিষ্পন্ন এব।

মিথি জনকের নামান্তর। মিথি বা জনক যে নিমির পুত্র তাহা রামায়ণ হইতেও জানা যায়। কবিগুরু বাল্মীকি বলিয়াছেন—"নিমিঃ পরমধর্ম্মাত্মা সর্ব্বসত্ত্বতাং বরঃ। তস্য পুত্রো মিথি র্নাম জনকো নিমিপুত্রকঃ॥" (১।৭১।৪)। বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশীয় পঞ্চমাধ্যায়ে এসকল বিবরণ উপনিবদ্ধ আছে।

নিশ্চলকর—চক্রপাণিকৃত দ্রব্যগুণসংগ্রহের এবং চিকিৎসা-সংগ্রহের টীকাকাব। চিকিৎসাসংগ্রহটীকার নাম 'রত্নপ্রভা'। ইনি বিজয় রক্ষিতেব শিষ্য এবং শ্রীকণ্ঠ দত্তের সতীর্থ। প্রাত্নিক-প্রবর শ্রীযুক্ত দীনেশবাবুর মতে নিশ্চল ১১ খৃষ্টশতাব্দীয় রাজা রামপালের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, সুতরাং তিনি ১১-১২ খৃষ্ট-শতাব্দীয়। আমবা কিন্তু ইঁহাকে ১২-১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় বলিয়া মনে করি। কর্ম্মমালা প্রণেতা অক্ষদেব, চরকসংহিতার এবং মাধব-নিদানের টীকাকাব ঈশানদেব, অষ্টাঙ্গহৃদয়ের এবং চরকের টীকাকার ঈশ্বর সেন, উমাপতি বৈদ্য, কর্ম্মদণ্ডপ্রণেতা জিনদাস, সূত্রসপ্তশতীর বার্ত্তিককার নরেন্দ্রাচার্য্য, কলাপপঞ্জীপ্রণেতা ত্রিলোচন দাসের পুত্র বৈদ্যপ্রসাবককৃদ্ গদাধর দাস, গন্ধশাস্ত্রকৃদ্ ভবদেব ভট্ট, নিশ্চলকরের পিতৃজ্যেষ্ঠ সারোচ্চয়কৃদ্ বকুলকর, রস্তুরাম, বঙ্গসেন, চরকটীকাকার বাপ্যচন্দ্র, রামচরিতকৃৎ কলিকাল বাল্মীকি সন্ধ্যাকরনন্দী—ইঁহারা সকলেই ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয়। বিভাকর দ্বাদশ খৃষ্টশতাব্দীয়। কামপ্রদীপ প্রণেতা এবং চরক ব্যাখ্যাতা গুণাকর বৈদ্য, অমৃতবল্লী ব্যাখ্যাকুসুমাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ-

প্রণেতা শ্রীকণ্ঠদত্ত, নানার্থকোষ প্রণেতা মেদিনীকর ও উজ্জ্বলকোষ প্রণেতা উজ্জ্বল দত্ত ইহারা সকলেই ১২-১৩ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইহাদের প্রায় সকল গ্রন্থই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিশ্চল পড়িয়াছিলেন। এইজন্য আমরা ইঁহাকে ১২-১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় বলিতেছি।

নিশ্চলকরের টীকায় নানাগ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়। বেষ্টনীমধ্যস্থিত সংক্ষিপ্ত পরিচয়সহ তৎসমুদায় নিম্নে উদ্ধৃত হইল— (আয়ুর্ব্বেদসার প্রণেতা ৯-১০ খৃষ্টশতাব্দীয়) অচ্যুত, (চরকন্যাস-প্রণেতা ১০ খৃষ্টশতাব্দীয়) অমিতপ্রভ, (কর্ম্মমালা-প্রণেতা ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয়) অক্ষদেব, (৯ খৃষ্টশতাব্দীয়) অমৃতঘটগ্রন্থ, (১২-১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় শ্রীকণ্ঠদত্ত প্রণীত) অমৃতবল্লী, (৯ খৃষ্টশতাব্দীয়) অমৃত-মালাগ্রন্থ, (১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয় জয়দত্ত ও দীপংকর শ্রীজ্ঞান প্রণীত) অশ্ববৈদ্যক, (অশ্বিদ্বয়কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ প্রাচীন) অশ্বিনী-সংহিতা, (৭-৮ খৃষ্টশতাব্দীয় 'মাধবকর প্রণীত) আয়ুর্ব্বেদপ্রকাশ, (১২ খৃষ্টশতাব্দীয় বৌদ্ধ অমোঘকৃত) অমোঘজ্ঞানতন্ত্র, (চরকটীকা-প্রণেতা ৯ খৃষ্টশতাব্দীয়) আষাঢ়বর্ম্মা, (১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয় ইন্দু-পণ্ডিতের 'শশিলেখা' নাম্নী সংগ্রহটীকা যাহার নামান্তর) ইন্দুমতী, (১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয় চরকটীকাকার ও মাধবনিদানের টীকাকার ত্রিপুরাধিপতি) ঈশানদেব, (১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয় চরকটীকাকার ও অষ্টাঙ্গহৃদয়টীকাকার) ঈশ্বরসেন, (১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয় লক্ষ্মণ-সভ্য রাজবল্লভোপাধিকারী) উমাপতি, (পতঞ্জলির পরবর্ত্তী এবং দ্বিতীয় বাগ্‌ভটের পূর্ব্ববর্ত্তী আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য) কপিবল, (করবীরপুর বাস্তব্য ১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয় আচার্য্য) করবীর, (১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয় জম্বুস্বামিচরিতপ্রণেতা) জিনদাস (এবং তৎকৃত) কর্ম্মদণ্ডী, (১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয় অক্ষদেবকৃত) কর্ম্মমালা, (১০ খৃষ্টশতাব্দীয় কোলহসংহিতাকৃৎ কোলহদাসা-

পরপর্য্যায়) কলহদাস, (৭-৮ খৃষ্টশতাব্দীয় চালুক্যরাজসভ্য উগ্রাদিত্য প্রণীত) কল্যাণসিদ্ধি, (অথর্ব্বমন্ত্রদ্রষ্টা এবং বাহ্লীক দেশীয় বৈদ্যাগমিক) কাঙ্কায়ন, (সম্ভবতঃ শম্ভুনাথাপরপর্য্যায়) কালপাদ, (বাৎস্যায়নকৃত) কামশাস্ত্র, (৯-১০ খৃষ্টশতাব্দীয় সুশ্রুত-টীকাকার এবং সম্ভবতঃ বৃন্দকুণ্ডের আত্মীয়) কার্ত্তিককুণ্ড, (কাশ্যপ-তন্ত্রাদিস্মর্ত্তা) কশ্যপ, (অত্রির পুত্র, দত্তাত্রেয় এবং পুনর্ব্বসু আত্রেয়ের ভ্রাতা, কৃষ্ণাত্রেয়তন্ত্রকৃৎ এবং আয়ুর্ব্বেদবাহ্যশাস্ত্রে 'দুর্ব্বাসা' নামে প্রসিদ্ধ) কৃষ্ণাত্রেয়, (১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয়) গোবর্দ্ধন (এবং তৎকৃত) কৌমুদী, (অথর্ব্ববেদের গৃহ্যসূত্রকার) কৌশিক, (আত্রেয়শিষ্য) ক্ষারপাণি, (আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য খারনাদির পিতা) খরনাদ, (কাতন্ত্রপঞ্জীকৃৎ ত্রিলোচনপুত্র, রাঢ়ীয় কায়স্থ বৈদ্য, বৈদ্য-প্রসারক-প্রণেতা এবং ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয়) গদাধর দাস, (১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয় ভবদেব কৃত গন্ধশাস্ত্র বা) গন্ধতন্ত্র, (৯-১০ খৃষ্ট-পতাব্দীয় পৃথ্বীসিংহকৃত) গন্ধশাস্ত্র এবং গন্ধশাস্ত্রনিঘণ্টু, (১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয় ন্যায়চন্দ্রিকাহ্বপরপর্য্যায় সুশ্রুতপঞ্জিকাকৃন্মহাচার্য) গয়দাস, (১২-১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় যোগরত্নমালাবৃত্তি-প্রণেতা এবং চরকব্যাখ্যাতা) গুণাকর, (প্রাচীন বৈদ্যাগমিক আচার্য্য) গোপতি, (দিবোদাসের শিষ্য, সুশ্রুতের সতীর্থ, এবং গোপুরতন্ত্র প্রণেতা) গোপুররক্ষিত, (১১ খৃষ্টশতাব্দীয়) চক্রপাণি বা চক্র, (প্রাচীন বৈদ্যাগমিক) চক্ষুঃষ্যেণ, (হৃদয়ের পদার্থচন্দ্রিকা-টীকাকার ১০ খৃষ্ট-শতাব্দীয় 'চন্দ্রনন্দন' স্থলে প্রমাদবশতঃ লিখিত) চন্দন, (ধ্রুবপাদ-প্রণীত) চন্দ্রকলা, (তীসটপুত্র) চন্দ্রট, (গয়াদাস কৃত) চন্দ্রিকা, চরক, (তীসটকৃত) চিকিৎসাকলিকা, (লোহশাস্ত্রকার) জীবনাথ, (প্রাচীন আচার্য্য এবং আত্রেয় শিষ্য) জতূকর্ণ, (কৈয়টের পিতা এবং চরকশ্রুতের ৯-১০ খৃষ্টশতাব্দীয় টীকাকার) জেজ্জট, (বিক্রমশিলায়

১০ খৃষ্টশতাব্দীয় ছন্দঃশাস্ত্রোপদেষ্টা) জ্ঞানশ্রী, (চক্রপাণিধৃত বৈদ্য-শাস্ত্রীয়) তন্ত্রপ্রদীপ বা বৃহৎতন্ত্রপ্রদীপ, (চক্রপাণির আত্মীয় ১১ খৃষ্টশতাব্দীয় গোবর্দ্ধন কৃত) তন্ত্রপ্রদীপটীকা, (চন্দ্রটের পিতা এবং চিকিৎসাকলিকাদিপ্রণেতা ১০ খৃষ্টশতাব্দীয়) তীসট, (কাতন্ত্র-পঞ্জীকৃৎ, কায়স্থবৈদ্য, গদাধরদাসের পিতা, সম্ভবতঃ বৈদ্যসারপ্রণেতা এবং ১১ বা ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয়) ত্রিলোচনদাস, (৭ খৃষ্টশতাব্দীয় কাব্যাদর্শপ্রণেতা) দণ্ডী, (চক্রপাণিকৃত আয়ুর্ব্বেদদীপিকা সংক্ষেপতঃ) দীপিকা, (৭-৮ খৃষ্টশতাব্দীয় চরকপ্রতিসংস্কর্ত্তা) দৃঢ়বল, (১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয়) দেন্তক, (৭-৮ খৃষ্টশতাব্দীয় মাধবকরকৃত) দ্রব্যগুণ, (চন্দ্রটোক্তকোষ) দ্রব্যাবলী, ধনুর্ব্বেদ, (১১ খৃষ্টশতাব্দীয় কোষকার) ধরণি ., (ন্যায়বিন্দুপ্রণেতা ৭ খৃষ্টশতাব্দীয় বৌদ্ধাচার্য্য) ধর্ম্মকীর্ত্তি, ('চন্দ্রনন্দন' নাম প্রমাদবশতঃ লিখিত) নন্দনচন্দ, (চক্রপাণির গুরু এবং চরকটীকাকার) নরদত্ত, (সূদশাস্ত্রকার নৈষধাপরপর্য্যায়) নলনৃপ, (নাগভর্ত্তৃতন্ত্র বা নাগভট্টতন্ত্র বা) নাগতন্ত্র, (প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য এবং ১-২ খৃ শঃ) নাগার্জুন, (১৩ খৃ শঃ মেদিনীকর প্রণীত নানার্থশব্দকোষ সংক্ষেপতঃ) নানার্থ, (সুশ্রুত-কৃত নাবনীতকসংহিতা পাঠবিপ্লবহেতু লিখিত) নামনীতক, (১১ খৃ শঃ গোবর্দ্ধনকৃত) ন্যায়সারাবলী ও পরিভাষাবলী, (৩ খৃ পূঃ শঃ অশোকের সামসময়িক ছন্দঃসূত্রকার) পিঙ্গল, (মহারাজ রোমপাদের সামসময়িক হস্ত্যায়ুর্ব্বেদপ্রণেতা) পালকাপ্য, (স্বাত ও কাবুলনদীর সঙ্গমস্থ হস্তনগরের প্রাচীন নাম এবং তদধি-বাসী বলিয়া সুশ্রুতসতীর্থ পৌষ্কলাবতের নামান্তর) পুষ্কলাবত, (৯-১০ খৃ শঃ গন্ধশাস্ত্রকৃৎ) পৃথ্বীসিংহ, (গুরুমতে শিক্ষিত ৯-১০ খৃ শঃ বাররুচসম্প্রদায়) 'প্রভাকরাঃ', (৭-৮ খৃ শঃ মাধব-

করকৃত সুশ্রুতশ্লোকবার্ত্তিকাপরপর্য্যায়) প্রশ্নসহস্রবিধান, (১০ খৃ শঃ তে বিক্রমশিলার অধ্যাপক জ্ঞানশ্রীকৃত ছন্দঃশাস্ত্রের নাম) বালসরস্বতী, (১১-১২ খৃ শঃ স্মার্ত্তনিবন্ধকার এবং গন্ধতন্ত্রকার) ভবদেব, (১১ খৃ শঃ বৈদ্যপ্রদীপকৃদ্) ভব্যদত্ত, (আত্রেয়শিষ্য এবং ভেড়তন্ত্রপ্রণেতা) ভেল, (কান্যকুব্জের রাজা, যুক্তিদীপিকাদি-প্রণেতা, মহেন্দ্রপালের পিতা, বাচস্পতিমিশ্র-রাজশেখরাদির পৃষ্ঠ-পোষক এবং ৯ খৃ শঃ) ভোজ, (দ্বিতীয় বাগ্ভটকৃত মধ্যবাগ্ভট বা দশসাহস্রীর নামান্তর) মধ্যসংহিতা, মৌদ্গল্যায়নীয়, যোগ-পঞ্চাশিকা, (১-২ খৃ শঃ নাগার্জুনের) যোগমঞ্জরী ও যোগমালা, (১০-১১ খৃ শঃ চন্দ্রটকৃত) যোগরত্নসমুচ্চয়, (১১ খৃ শঃ ভব্য-দত্তের) যোগরত্নাকর, (মহারাজ নলকৃত) সূদশাস্ত্র, (১২-১৩ খৃ শঃ) বিজয়রক্ষিত বা রক্ষিতপাদ, (বুদ্ধভট্টের) রত্নপরীক্ষা-শাস্ত্র, (৭-৮ খৃ শঃ মাধবকরপ্রণীত পর্য্যায়রত্নমালাপরনাম্নী) রত্নমালা, (১১-১২ খৃ শঃ) রন্তুরাম, (সিদ্ধসার প্রণেতা ৮ খৃ শঃ) রবিগুপ্ত, রসসাগরতন্ত্র, রূপরত্নাকরব্যাকরণ, (শিবোক্ত) লোহকল্প, অর্থাৎ The Doctrine of metallurgy, (প্রভাকর সম্প্রদায়ের ৯-১০ খৃ শঃ মীমাংসক) ররুচি, (৬ খৃ শঃ গাণিতিক) বরাহমিহির, (সনাতনকৃত যোগশতটীকা) বল্লভা, (সম্ভবতঃ ১১-১২ খৃ শঃ বঙ্গসেনকৃত) বঙ্গসেনসংগ্রহ, (১১-১২ খৃ শঃ চরকটীকাকার) বাপ্যচন্দ্র, (৫ খৃ শঃ সংসারা-বর্ত্তকোষপ্রণেতা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য যাঁহার সভায় ধন্বন্তরি প্রভৃতি থাকিতেন তৎকৃত) বিক্রমপরাক্রম, (৫ খৃ শঃ সংসারাবর্ত্তকোষপ্রণেতা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত) বিক্রমাদিত্য, (১-২ খৃ শঃ নাগার্জুনকৃত) বার্ত্তামালা, (মিথিলার রাজা) বিদেহ এবং বৃদ্ধবিদেহ, (১২ খৃ শঃ সম্ভবতঃ ধাতুশাস্ত্রজ্ঞ) বিভাকর,

(৮-৯ খৃ. শঃ মহীধরকৃত যোগশতটীকা) বিশ্ববল্লভা, (বেদমন্ত্র-দ্রষ্টা) বিশ্বামিত্র, বিষ্ণুপুরাণ, (দ্বিতীয় বাগ্‌ভটকৃত দ্বাদশসাহস্রী বা অষ্টাঙ্গসংগ্রহাপরপর্য্যায়) বৃদ্ধবাভট, (সুশ্রুততন্ত্র বা) বৃদ্ধসুশ্রুত, (৯-১০ খৃ. শঃ সিদ্ধযোগকৃদ্) বৃন্দ বা বৃন্দকুণ্ড (প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য) বৈতরণ, (১১ খৃ. শঃ ভব্যদেব-প্রণীত) বৈদ্যপ্রদীপ, (১১-১২ খৃ. শঃ গদাধর দাস কৃত) বৈদ্যপ্রসারক, (ত্রিলোচনদাসকৃত ১১ খৃ. শঃ) বৈদ্যসার, (১১ খৃষ্টশতাব্দীয় চক্রপাণিকৃত) ব্যগ্রদরিদ্রশুভঙ্কর বা শুভঙ্কর, (শব্দার্ণব বাচস্পতিকৃত) শব্দার্ণবকোষ, (অশ্বায়ুর্ব্বেদপ্রণেতা মুনি) শালিহোত্র, শুকতন্ত্র, (১২-১৩ খৃ শঃ বিজয়শিষ্য) শ্রীকণ্ঠ, শ্রীধর-পাতঞ্জলগণিতশাস্ত্র, (যোগশতের 'বল্লভা' টীকাকার) সনাতন, (রামচরিতপ্রণেতা ১১-১২ খৃ শঃ) সন্ধ্যাকরনন্দী, (১১-১২ খৃ শঃ বকুলকরপ্রণীত) সারোচ্চয়, (৯-১০ খৃ শঃ বৃন্দকুণ্ড প্রণীত) সিদ্ধযোগ, (৮ খৃ শঃ রবিগুপ্ত প্রণীত) সিদ্ধসার, (১২ খৃ. শঃ চরকটীকাকৃৎ) সুদান্তসেন, (১২ খৃ. শঃ মাধবনিদানব্যাখ্যা প্রণেতা সুধীশ্বর বৈদ্যক) সুধীর, (দ্বিতীয় বাগ্‌ভটকৃত অষ্টসাহস্রী বা অষ্টাঙ্গহৃদয় বা স্বল্পবাগ্‌ভট বা) সূক্ষ্মবাগ্‌ভট বা সূক্ষ্মসংহিতা, (১০ খৃ. শঃ সুশ্রুতব্যাখ্যকার) সুবীর, (চরকটীকাকৃৎ) স্বামিদাস, (প্রাকৃত ভাষায় মাহুককৃত বৈদ্যগ্রন্থ) হরমেখলা, (খরনাদসংহিতা-প্রতিসংস্কর্ত্তা ও চরকটীকাকার ৬ খৃ. শঃ) হরিচন্দ্র বা ভট্টার হরিচন্দ্র, (৬ খৃ. শঃ ভট্টার হরিচন্দ্রকৃত) ভট্টারসংহিতা, (প্রাচীন বৈদ্যাগমিক) হারীত, ইত্যাদি

রত্নপ্রভার মঙ্গলাচরণে লিখিত আছে—'আয়ুর্ব্বেদগুরৌ স্বর্গং গতে বিজয়রক্ষিতে' ইত্যাদি। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, নিশ্চলকর বিজয়রক্ষিতের শিষ্য।

নিষধ—মহারাজ নলের পিতা। দেবীপুরাণের ১১০ অধ্যায়ে ইনি আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যদের মধ্যে পরিগণিত। নিষধের পুত্র বলিয়া নলকে নৈষধ বলা হয়। ইঁহার নাম বীরসেন। মহাভারতে আছে—'আসীদ্ রাজা নলো নাম বীরসেনসুতো বলী। উপপন্নো গুণৈরিষ্টৈ রূপবানশ্বকোবিদঃ॥ (৩।৫৩।১)।

বর্ত্তমান মাড়ওয়ার ও যোধপুর পূর্ব্বে নিষধ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। বাহ্লীক-কেরল-কম্বোজ-চোল-জর্ত্তাদি দেশের রাজগণকেও যেমন বাহ্লীকাদি বলা হয়, নিষধ দেশের রাজাকে সেইরূপে নিষধ বলা হইত। ভারতে আছে—'ন ত্বহং যুদ্ধমিচ্ছামি নৈতদিচ্ছতি বাহ্লীকঃ' (উদ্যোগ পঃ—৫৭।৬৮)। বাহ্লীক অর্থাৎ বাহ্লীকদেশের রাজা।

নীলকণ্ঠ—শিব বা রুদ্র। রসেন্দ্রসারসংগ্রহোক্ত 'নীলকণ্ঠরস' এই নামে প্রচলিত।

নীলকণ্ঠ মিশ্র—'পর্য্যায়ার্ণব' নামক বৈদ্যকোষপ্রণেতা।

নীলাম্বর পুরোহিত—রসচন্দ্রিকা নামক রসগ্রন্থপ্রণেতা।

নৃপসূনুবৈদ্য বা বৈদ্যনৃপসূনু—'রসমুক্তাবলী' প্রণেতা।

নেমিচন্দ্র—দিগম্বর জৈন। ইনি ১০ খৃষ্টশতাব্দীতে 'দ্রব্যগুণ-সংগ্রহ' প্রণয়ন করেন।

পক্ষিলস্বামী—কামশাস্ত্রকার বাৎস্যায়ন বানপ্রস্থে পক্ষিল-স্বামিনামে খ্যাত হন। ধর্ম্মপ্রচারের জন্য দেশদেশান্তরে শীঘ্রগমন-হেতু তিনি এই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। যৌবনকালে ইঁহার নাম ছিল—চাণক্যপণ্ডিত। ত্রিকাণ্ডশেষে পুরুষোত্তমদেব চাণক্য, বাৎস্যায়ন এবং পক্ষিলস্বামীকে একব্যক্তি বলিয়াছেন (২।৭।২৩)। অভিধানচিন্তামণিতে, হেমচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন তাহা চাণক্য নামে দ্রষ্টব্য।

পতঞ্জলি মুনি—পাণিনির মহাভাষ্যকার এবং ৩-২ খৃষ্টপূর্ব্ব-শতাব্দীয়। ব্রহ্মকাণ্ডে ভর্ত্তৃহরি লিখিয়াছেন—

'কায়বাগ্‌বুদ্ধিবিষয়া যে মলাঃ সমবস্থিতাঃ।
চিকিৎসালক্ষণাধ্যাত্মশাস্ত্রে স্তেষাং বিশুদ্ধয়ঃ॥'

ধারাধিপতি ভোজদেব লিখিয়াছেন—'বাক্‌চেতোবপুষাং মলঃ ফণিভৃতাং ভর্ত্রে'ব যেনোদ্ধৃতঃ'। জেজ্জটের পুত্র মহামতি কৈয়টাচার্য্য ভাষ্যপ্রদীপে বলিয়াছেন—

'যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচাং মলং শরীরস্য তু বৈদ্যকেন।
যোঽপাকরোৎ তং প্রবরং মুনীনাং পতঞ্জলিং প্রাঞ্জলিরানতোঽস্মি॥'

ইহা দেখিয়া কেহ কেহ বলেন যে, যোগসূত্র চরকসংহিতা এবং মহাভাষ্য একব্যক্তির রচনা। একথা ঠিক নহে। কারণ মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ৩-২ খৃ পূঃ শঃ রাজা পুষ্যমিত্রের ধর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন। সুতরাং তিনি ঐতিহাসিককালের পুরুষ, কিন্তু চরক বা যোগসূত্রকার প্রাগৈতিহাসিককালে বিদ্যমান ছিলেন। অতএব অনন্তদেব ভিন্ন ভিন্ন অবতারে ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধারণ করিয়া উক্ত শাস্ত্রত্রয় প্রকাশ করেন—ইহাই সুসিদ্ধান্ত।

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি যে চরকসংহিতা পড়িয়াছিলেন এবং বৈদ্যশাস্ত্রে যে তাঁহার অধিকার ছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। নাগেশভট্ট তাঁহাকে চরকের ব্যাখ্যাতা বলিয়াছেন। তাঁহার লঘুমঞ্জুষায় লিখিত আছে—'আপ্তো নামানুভবেন বস্তুতত্ত্বস্য কার্ৎস্ন্যেন নিশ্চয়বান্ রাগাদিবশাদপি নান্যথাবাদী যঃ স ইতি চরকে পতঞ্জলিঃ।' কেহ কেহ ইহাকে চরকের প্রতিসংস্কর্ত্তা বলিয়া মনে করেন। কারণ চক্রপাণির আয়ুর্ব্বেদদীপিকায় লিখিত আছে—

'পাতঞ্জলমহাভাষ্যচরকপ্রতিসংস্কৃতৈঃ।
মনোবাক্‌কায়দোষাণাং হর্ত্রে'হিপতয়ে নমঃ॥'

প্রাচ্ছিকদের মতে প্রাচীন চরকসংহিতা প্রথমতঃ পতঃ

কর্ত্তৃক, তারপর কণিষ্কসভ্য নবীনচরক কর্ত্তৃক, এবং সর্ব্বশেষে দৃঢ়বল কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত হইরা বর্ত্তমান চরকসংহিতায় পরিণত হইয়াছে।

কেহ কেহ পতঞ্জলিকে চরকের বার্ত্তিকার বলিয়া থাকেন। কারণ পতঞ্জলিচরিতে রামভদ্রদীক্ষিত লিখিয়াছেন—

'সূত্রাণি যোগশাস্ত্রে বৈদ্যকশাস্ত্রে চ বার্ত্তিকানি ততঃ।
কৃত্বা পতঞ্জলিমুনিঃ প্রচারয়ামাস জগদিদং ত্রাতুম্॥'

মধুকোষের ৩৩ পৃষ্ঠায় বিজয়রক্ষিত চরকের চিকিৎসাস্থানীয় 'কটৃম্লমুষ্ণং বিরসং চ পূতিপিত্তেন বিদ্যাল্লবণং চ বক্ত্রম্' (চিকিৎ—২৬।১৮২) এই শ্লোকটীকে বার্ত্তিক বলিয়াছেন (বোম্বাই সংস্করণ)। এই দুইটী কারণে পতঞ্জলির বার্ত্তিকারত্ব অনুমিত হইয়া থাকে।

লোহশাস্ত্রে পতঞ্জলির উপকর্ত্তৃত্ব (contribution) অনুমান করা অসঙ্গত নহে। চক্রসংগ্রহের 'তত্ত্বচন্দ্রিকা' টীকায় শিবদাস লিখিয়াছেন—"যদাহ পতঞ্জলিঃ—'দিব্যং দাবং সমাদায় লৌহকর্ম্ম সমাচরেৎ' ইতি" (৬০৩ পৃঃ বঙ্গীয় সংস্করণ)। পতঞ্জলিকে আমরা দিবোদাস ধন্বন্তরিকৃত লোহশাস্ত্রের প্রতিসংস্কর্ত্তা বলিয়া মনে করি। শিবদাসের তত্ত্বচন্দ্রিকায় একটী প্রাচীন প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে---

'অচ্চ'য়িত্বা বিধানেন হেরম্বং গুরুভাস্করৌ।
লোকপালান্ গ্রহাংশ্চৈব ক্ষেত্রপালানথৌষধম্॥
আদিত্য দেবতা শ্চেষ্টা ধন্বন্তরিপতঞ্জলী।
দদ্যাদ্ বলিং চ সর্ব্বেভ্যো নানাভক্ষ্যোপচারতঃ'

লৌহসংস্কারে ধন্বন্তরি-পতঞ্জলিকে একত্র বলি দেওয়ায় ঐরূপ অনুমান সমর্থিত হইয়া থাকে। দিবোদাস-প্রণীত এবং পতঞ্জলি-প্রতিসংস্কৃত গ্রন্থখানি অবশ্যই অত্যন্ত দুর্গম ছিল। চক্রদত্তে লিখিত আছে—'নাগার্জুনো মুনীন্দ্রঃ শশাস যল্লোহশাস্ত্রমতিগহনমিতি' (৩৪৭ পৃঃ বঙ্গীয় সংস্করণ) অর্থাৎ The great sage Nagar-

jun declared the Science of Iron i.e. metallurgy to be a very difficult subject.

'বৈদ্যগ্রন্থ' নামে একখানি গ্রন্থনামাবলী আছে (see Trien. Cat. of Mss 1916—19, Vol III, Part I, Sanskrit B. R. No. 2371, p 3271)। ইহা হইতে জানা যায় যে, পতঞ্জলির অন্ততঃ দুইখানি বৈদ্যগ্রন্থ ছিল—বাতস্কন্ধ এবং পৈত্তস্কন্ধোপেত সিদ্ধান্তসারাবলী। বাতস্কন্ধের পুষ্পিকায় লিখিত আছে—'ইতি শ্রীপতঞ্জলিকৃতৌ বাতস্কন্ধে উদ্দেশ-লক্ষণ-পরীক্ষাখ্যস্ত্রিসন্ধিঃ সমাপ্তঃ'। সিদ্ধান্তসারাবলীর পুষ্পিকায় লিখিত আছে—'ইতি শ্রীপতঞ্জলিকৃতৌ সিদ্ধান্তসারবল্যাং পৈত্তস্কন্ধনিরূপণং সমাপ্তম্'। পতঞ্জলিকে কেহ কেহ রসসিদ্ধ বলেন। ১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয় আল্‌বেরুণি ইহার একখানি রসবিষয়ক গ্রন্থ দেখিয়াছেন (Alberuni's India—Sachau, p. 80 and 189). ইহা লৌহশাস্ত্রীয় অর্থাৎ metallurgy সম্বন্ধীয় গ্রন্থ হওয়া বিচিত্র নহে। শিবদাসের তত্ত্বচন্দ্রিকায় লিখিত আছে—"যদাহ পতঞ্জলিঃ—'দিব্যদাবং সনাদায় লৌহকর্ম্ম সমাচরেৎ' ইতি" (৬০৩ পৃঃ বঙ্গীয় সং)। লৌহসংস্কারের পূর্ব্বে ধন্বন্তরির সহিত পতঞ্জলিকে বলি বা উপহার দেওয়ার বিধি ইতিপূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে। অতএব রসায়নেও পতঞ্জলির কোনও না কোন গ্রন্থ অবশ্যই ছিল।

পতঞ্জলিকে আয়ুর্ব্বেদবাহ্য বলা যায় না। তাঁহার প্রাগুক্ত গ্রন্থসমূহ এখন পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু মহাভাষ্যে দ্রব্যগুণাদিসম্বন্ধে বা রোগাদিসম্বন্ধে তাঁহার নানা বচন দৃষ্ট হয়, যেমন—'দধিত্রপুষং প্রত্যক্ষো জ্বরঃ' (১।১।৫৯), 'আয়ুর্ঘৃতম্' (১।১।৫৯), 'মূত্রায় কল্পতে যবাগূঃ' (২।৩।১৩), 'উচ্চারায় কল্পতে যবান্নম্' (২।৩।১৩), 'নড্‌লোদকং পাদরোগঃ' (৬।১।৩২), 'বাত্তিকং পৈত্তিকং সান্নিপাতিকম্' (৫।১।১৫), 'কিমবস্থো দেবদত্তস্য ব্যাধিঃ?

স আহ—বর্দ্ধত ইতি, অপর আহ—অপক্ষীয়ত ইতি, অন্য আহ—স্থিত ইতি। স্থিত ইত্যুক্তে বর্ধতেশ্চাপক্ষীয়তেশ্চ নিবৃত্তিরিতি' (১।৩।১) ইত্যাদি। ইহা ব্যতীত শিবদাসের তত্ত্বচন্দ্রিকার নানাস্থানে বৈদ্যশাস্ত্রীয় পাতঞ্জলবচন দৃষ্ট হয়। তথায় লিখিত আছে—'সর্ব্বত্র গব্যমেবেতিমতমাহ পতঞ্জলিঃ' (৬১৭ পৃঃ); 'উক্তার্থে পতঞ্জলি র্যথা— হস্তিকর্ণসমীরেণ অঙ্গারাধ্মাপিতং ভৃশম্।......উদ্ধৃত্য ত্রিফলাতোয়ে প্রক্ষেপ্তব্যং শনৈঃ শনৈঃ॥' (৬০৫ পৃঃ)। 'উক্তং হি পাতঞ্জলে— কফপিত্তানিলপ্রায়া দেহা স্তত্র মহীতলে...কফ-ক্ষেত্রং শিরঃ প্রোক্তং হৃদয়ং পিত্তমণ্ডলম্' ইত্যাদি (৬০০ পৃঃ বঙ্গীয় সং), 'যদাহ পতঞ্জলিঃ—' ইত্যাদি (৬০৩ পৃঃ বঙ্গীয় সং)। এ সকল কথায় পতঞ্জলির আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থকর্ত্তৃত্ব সম্ভবপর বলিয়াই মনে হয়।

পথ্য—জাজলি এবং শৌনক মুনির আচার্য্য।

পদ্মনাভদত্ত—'ভূরিপ্রয়োগ' নামক কোষকার। ইনি সুপদ্ম-ব্যাকরণ-প্রণেতা এবং ১৪ খৃষ্টশতাব্দীয়।

পদ্মশ্রীজ্ঞান জৈন—১০ খৃষ্টশতাব্দীতে 'নাগরিক-সর্ব্বস্ব' নামক কামশাস্ত্রীয় গ্রন্থ করেন। ১৭ খৃষ্টশতাব্দীতে নেপালের রাজা জগজ্জ্যোতি র্মল্ল উহার উপর 'পঞ্চসায়ক' নামে টীকা লিখিয়াছেন।

পরমেশ্বর রক্ষিত—গণাধ্যায় নামক বৈদ্যগ্রন্থপ্রণেতা।

পরশুরাম বা রাম—জমদগ্নির পুত্র, বিশ্বামিত্রের মাতুল, ভীষ্মাদির গুরু এবং রসসিদ্ধ আচার্য্য (alchemist)। পরশুরাম শ্রীরামচন্দ্র এবং বলরাম—এই তিনজনেই 'রাম' নামে প্রসিদ্ধ। প্রবাদ আছে, মহাদেবের নিকট হইতে পরশুরামই প্রথমে স্বর্ণতন্ত্র লাভ করিবার পরে শ্রীরামচন্দ্র উহার অভ্যাস পূর্ব্বক সুবর্ণসীতার কৃত্রিম স্বর্ণ প্রস্তুত করেন। উহাতে লিখিত আছে—'রাম উবাচ—' দেবদেব মহাদেব ঋদ্ধিবুদ্ধিফলপ্রদ। পূর্ব্বং সংসূচিতা ঋদ্ধী

রসায়নপরা পরা ॥ যস্যাঃ সাধনমাত্রেণ স্বরাট্তুল্যো নরো ভবেৎ। তাং সিদ্ধিং বদ মে দেব যদি ত্বং ভক্তবৎসলঃ॥ পূর্ব্বং তু কথিতং দেব রত্নতন্ত্রং ত্বয়া মম। গুটিকাঃ কথিতাঃ পূর্ব্বং......॥ পারদাঃ কথিতাঃ পূর্ব্বং ষট্‌শতং মৃতিরূপকাঃ। ধাতূনামষ্টকল্পাস্তু পূর্ব্বমেব প্রকাশিতাঃ॥ কিন্তু স্বর্ণাখ্যং তন্ত্রং তু ন মহ্যং কথিতং প্রভো! ......ঈশ্বর উবাচ—শৃণু রাম প্রবক্ষামি রহস্যাতিরহস্যকম্। স্বর্ণ-তন্ত্রাভিধং তন্ত্রং কল্পরূপেণ কথ্যতে॥ তত্রাদ্যং স্বর্ণতন্ত্রস্য কল্পং শৃণু সুপুত্রক।' ইত্যাদি।

পরশুরাম বৈদ্য—১৬ খৃষ্টশতাব্দীয় 'রসরাজশিরোমণি' নামক রসগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

পরাশর—আত্রেয়শিষ্য এবং পরাশরতন্ত্রপ্রণেতা। এই গ্রন্থখানি এখনও নানাস্থানে পাওয়া যায়। পরাশরীয় তন্ত্রে ১৮ জন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যকে সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক বলা হইয়াছে—(১) ব্রহ্মা, (২) রুদ্র, (৩) বিবস্বান্ বা ভাস্কর, (৪) দক্ষ, (৫) অশ্বিদ্বয়, (৬) সূর্য্যপুত্র যম, (৭) ইন্দ্র, (৮) ধন্বন্তরি, (৯) বুধ, (১০) চ্যবন, (১১) আত্রেয়, (১২) অগ্নিবেশ, (১৩) ভেল, (১৪) জতূকর্ণ, (১৫) পরাশর, (১৬) ক্ষারপাণি, (১৮) ভরদ্বাজ।

পরাশর গজায়ুর্ব্বেদ জানিতেন। হস্ত্যায়ুর্ব্বিচারে তিনি রোমপাদের সভায় ছিলেন। তক্রকল্প ইঁহার প্রণীত গ্রন্থ (A treatise on the use of whey as a medicine)। পরাশরের নামে প্রচলিত ঔষধ—পরাশর ঘৃত, অমৃতাখ্যরসোনপিণ্ড। অতিসার-চিকিৎসার তত্ত্বচন্দ্রিকায় শিবদাস সেন নামগ্রহণপূর্ব্বক পরাশরের বচনাদি উঠাইয়াছেন (৭২ পৃঃ বঙ্গীয় সঃ)।

পরিকর—গজায়ুর্ব্বেত্তা মুনিবিশেষ। হস্ত্যায়ুর্ব্বিচারে ইনি রোমপাদের সভায় আহুত হন।

পবনকুণ্ড—বাভটের টীকাকার। চিকিৎসামৃতে ১৪ খৃষ্ট-

শতাব্দীয় গোপাল দাস ইহার নাম করিয়াছেন। ইনি সম্ভবতঃ ১৩-১৪ খৃষ্টশতাব্দীয়।

পশুপতি—রুদ্রনাথ দ্রষ্টব্য।

পারীক্ষি—অর্থাৎ পরীক্ষতনয় পূর্ণাক্ষ (the full-eyed) পারীক্ষি মৌদ্‌গল্য। ইনি একজন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য। ইহার সহিত কাশীপতি বামকের আয়ুর্ব্বেদসংক্রান্ত বিচার হইয়াছিল (চরকীয় সূত্রস্থান—২৫ অঃ)। বোধহয়, ইনি 'আসীন্দবান্' নগরের রাজা শ্রৌতসেন। (শতপথ ব্রাহ্মণ ১।৩।৫।৪।২)।

পার্ব্বতক—একজন প্রাচীন বৌদ্ধ বৈদ্য। ইনি বালচিকিৎসায় সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। নিবন্ধসংগ্রহে লিখিত আছে—'পার্ব্বতক-জীবক-বন্ধক-প্রভৃতিভিঃ······'। ইহারা সকলেই বৌদ্ধ বৈদ্য। প্রাচীনকালে পর্ব্বত নামে একজন মুনি ছিলেন। সম্ভবতঃ পার্ব্বতক তাঁহার বংশধর। জনমেজয়বংশোৎপন্ন নরবাহনের ন্যায় ইনিও বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। মহাভারতে আছে—'নারদঃ পর্ব্বতশ্চৈব দ্বাবৃষী লোকসত্তমৌ' (শান্তি-রাজধর্ম্ম—৩০ অঃ)।

পার্ব্বতী—হরজায়া এবং হিমালয়ের কন্যা। ইহার নামে একখানি কুমারতন্ত্রের কর্ত্তৃত্ব আরোপিত হইয়াছে। রসার্ণবতন্ত্রও একখানি নিগম। সেইজন্য ইহা দেবীশাস্ত্র বা পার্ব্বতীশাস্ত্র বলিয়া উল্লিখিত হয়। উমাতন্ত্র ইহার নামান্তর। পার্ব্বতীর নামে উক্তি আছে—'হরিতালং হরে বীর্য্যং লক্ষ্মীবীর্য্যং মনঃশিলা। পারদং শিববীর্য্যং স্যাদ্ গন্ধকং পার্ব্বতীরজঃ॥'

আগম-নিগমের ভেদ আছে। আগম বলিলে বুঝিতে হইবে—'আগতং শিববক্ত্রেভ্যো গতং চ গিরিজাশ্রুতৌ। মতং চ বাসুদেবস্য তস্মাদাগম উচ্যতে॥' আর নিগম বলিলে বুঝিতে হইবে—'নির্গতং গিরিজাবক্ত্রাদ্ গতং শিবমুখেষু যৎ। মতং শ্রীবাসুদেবস্য নিগমস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥'

পালকাপ্য—একজন প্রাচীন হস্ত্যায়ুর্ব্বেদপ্রণেতা মুনি। ভদ্রকাপ্যের সহিত ইঁহার কি সম্বন্ধ ছিল তাহা অনুসন্ধেয়। হস্ত্যায়ুর্ব্বেদসম্বন্ধে ইনি রাজা রোমপাদের উপদেষ্টা। কুমারিল ভট্টের তন্ত্রবার্ত্তিকে এবং শিবদাসের তত্ত্বচন্দ্রিকাস্থ ৭০৪ পৃষ্ঠায় ইঁহার নামাদি দৃষ্ট হয়। পালকাপীয় গ্রন্থ এখনও সুদুর্ল্লভ নহে।

পিপ্পলাদ—অথর্ব্বমুনির পৌত্র এবং দধীচিমুনির পুত্র। দেবগণের প্রার্থনায় দধীচি প্রাণ ত্যাগ করিবার পর তাঁহার স্ত্রী সুবর্চ্চা পিপ্পলাদকে প্রসব করেন (পদ্মপুরাণ—উত্তর ১৫৫)। বিষ্ণুপুরাণ বলেন যে, সুমন্তু কবন্ধকে অথর্ব্ববেদ পড়াইয়াছিলেন এবং কবন্ধ ইহাকে দুই ভাগ করিয়া এক ভাগ দেবদর্শকে ও অন্য ভাগ পথ্যকে শিখাইয়াছিলেন। পিপ্পলাদ দেবদর্শের শিষ্য এবং জাজলি ও শৌনক পথ্যের শিষ্য। পিপ্পলাদ এবং শৌনক উভয়ই অথর্ব্ববেদের শাখা প্রবর্ত্তক।

অথর্ব্ববেদের নয়টী শাখা। তন্মধ্যে পিপ্পলাদশাখা এবং শৌনকশাখা প্রধান। পিপ্পলাদ-শাখাধৃত অথর্ব্ববেদের প্রথম মন্ত্র—'শং নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে' ইত্যাদি। আর শৌনকশাখাধৃত উক্ত বেদের প্রথম মন্ত্র—'যে ত্রিষপ্তাঃ পরিযন্তি বিশ্বা রূপাণি বিভ্রতঃ' ইত্যাদি। সায়ণাচার্য্য শৌনকীয় শাখাধৃত অথর্ব্ববেদের ভাষ্য লিখিয়াছেন এবং উহা মুদ্রিত হইয়াছে। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বকার হলায়ুধাদি এবং আমরা সকলেই পৈপ্পলাদশাখানুগামী।

পীতাম্বর বিদ্যাভূষণ কবিরাজ—অনুপানমঞ্জুরী-প্রণেতা। বিক্রমপুরান্তর্গত পয়সা গ্রামে ইনি থাকিতেন। ইঁহার 'ধাতুসূত্রীয় কবিরাজ পত্রিকা' দেখিলে বুঝা যায় যে, ইনি কালাপক সুষেণ কবিরাজের পরবর্ত্তী। পীতাম্বর ১৮ বা ১৮-১৯ খৃষ্টশতাব্দীয়। কলাপের উপর ইঁহার 'ধাতুসূত্রপত্রিকা' প্রকাশিত হইয়াছে।

পুরুষোত্তম দেব—১২ খৃষ্টশতাব্দীতে হারাবলী প্রণয়ন করেন। চিকিৎসামৃতে গোপালদাস এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি ভাষাবৃত্ত্যাদি প্রণেতা।

পুরুষোত্তমদেব ভট্ট—ছন্দোমখাস্ত-প্রণেতা এবং ১৪ খৃষ্ট-শতাব্দীয়। ইনি চিকিৎসামৃত-প্রণেতা গোপালদাসের এবং তৎপুত্র গঙ্গাদাসসূরির গুরু।

পুলস্ত্য—স্মৃতিকার এবং হস্ত্যায়ুর্ব্বেত্তা মুনি। রোমপাদের সভায় গজায়ুর্ব্বিচারের জন্য ইনি আহূত হন। ইনি ইন্দ্রের নিকট ঐন্দ্ররসায়ন লাভ করেন (চরকচিকিৎসিতস্থান ১)। চরকোক্ত হিমবৎ সভায় ইনি উপস্থিত ছিলেন। শাস্ত্রীয় প্রসিদ্ধি আছে যে, পুলস্ত্য ব্রহ্মার মানসপুত্র (মনু ১।৩৫)। ইনি কুবের ও রাবণের পিতামহ।

পুলহ—স্মৃতিকার এবং হস্ত্যায়ুর্ব্বেত্তা মুনিবিশেষ। হস্ত্যায়ু-র্ব্বিচারে ইনি রোমপাদের সভায় ছিলেন। ইনিও ব্রহ্মার মানস-পুত্র (মনু ১।৩৫)।

পুষ্কলাবত—স্বাত ও কাবুল নদীর সঙ্গমস্থ হস্তনগরের প্রাচীন নাম। এই স্থানের অধিবাসী বলিয়া পৌষ্কলাবতকে পুষ্কলাবত বলা হয়। পুষ্কলাবত বা পৌষ্কলাবত সুশ্রুতের সহপাঠী।

পূর্ণসেন—৯-১০ খৃষ্টশতাব্দীয় বৈদ্যক বররুচিকৃত যোগশতকের টীকাকার। কেহ কেহ বলেন, ইহার নাম জগদানন্দ সেন এবং মৈমনসিং জেলায় জন্ম-গ্রহণ করিয়া কামাখ্যাতীর্থে পূর্ণাভিষেক-কালে ইনি 'পূর্ণানন্দ পরমহংস' নাম গ্রহণ করেন। পূর্ণানন্দের যোগচিন্তামণি, শ্যামারহস্য ও ককারকূট অর্থাৎ ককারাদি কালীসহস্রনাম তান্ত্রিক সম্প্রদায়ে সুপ্রসিদ্ধ। ইনি ব্রহ্মানন্দ পরমহংসের শিষ্য এবং ১৬-১৭ খৃষ্টশতব্দীয়।

পূর্ণানন্দ তীর্থ—নন্দিগুরুকৃত যোগসংগ্রহসারের টীকাকার।

পৃথ্বীমল্ল—১৩ খৃষ্টশতাব্দীতে চিতোরের রাজা ছিলেন। ইনি বালচিকিৎসা বা শিশুরক্ষারত্ন প্রণয়ন করেন।

পৃথ্বীসিংহ—চক্রদত্তোক্ত গন্ধশাস্ত্রকার। ১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয় আচার্য্য গয়দাস লিখিয়াছেন—'বৈদ্য শ্রীগয়দাসেন গন্ধশাস্ত্রানুসারতঃ' ইত্যাদি। এ গন্ধশাস্ত্র পৃথ্বীসিংহকৃত। কারণ ভবদেবের গন্ধশাস্ত্র গয়দাসাদির পরবর্ত্তী। পৃথ্বীসিংহ সম্ভবতঃ ৯-১০ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইঁহার গ্রন্থের নাম—গন্ধশাস্ত্রনিঘণ্টু এবং গন্ধশাস্ত্র।

পেরুসূরি—অবধান সরস্বতীর পৌত্র এবং বেঙ্কটেশ্বরের পুত্র। অবধান সরস্বতী নাম দ্রষ্টব্য।

পৈঙ্গি—প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য। চরকোক্ত হিমবৎসভায় ইনি উপস্থিত ছিলেন। বোধ হয়, ইঁহার নামানুসারেই পৈঙ্গীশ্রুতি বলা হয়।

পৈল—ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় ১৬ অধ্যায়মতে ভাস্করশিষ্য এবং নিদানকৃৎ। ইনি বেদব্যাসের সামসময়িক।

পৌষ্কলাবত—সুশ্রুতের সহপাঠী। আয়ুর্ব্বেদদীপিকায় ইনি পুষ্কলাবত বা পুষ্করাবত বলিয়া কথিত হইয়াছেন। 'পুষ্কলাবত' নাম দ্রষ্টব্য।

প্রজাপতিদক্ষ—দক্ষপ্রজাপতি নাম দ্রষ্টব্য। ইনি অথর্ব্ববেদের আয়ুষ্যবিষয়ক দ্বিতীয় কাণ্ডের ৩০ সূক্তীয় মন্ত্রের, কৃত্যাপ্রতিহরণবিষয়ক চতুর্থ কাণ্ডের ৩৫ সূক্তীয় মন্ত্রের, সৌমনস্যবিষয়ক সপ্তমকাণ্ডের ১০২ সূক্তীয় মন্ত্রের, এবং অন্যান্য নানামন্ত্রের দ্রষ্টা।

প্রভাকপি—দেবীপুরাণমতে একজন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য।

প্রমোচন—অথর্ব্ববেদের ষষ্ঠকাণ্ডস্থ ১০৬ সূক্তীয় মন্ত্রদ্রষ্টা।

প্রয়াগদত্ত—বৈদ্যজীবনের 'বিজ্ঞানানন্দকরী' টীকা প্রণেতা। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যজীবন প্রণীত হয়।

প্রশোচন—অথর্ব্ববেদের ষষ্ঠকাণ্ডস্থ ১০৪ সূক্তীয় মন্ত্রদ্রষ্টা।

প্রস্কণ্ব—অথর্ব্ববেদের সৌমনস্যবিষয়ক সপ্তমকাণ্ডস্থ ৩৯·৪৫ মন্ত্রদ্রষ্টা।

প্রাণনাথ বা সিদ্ধপ্রাণনাথ—সম্ভবতঃ প্রাণেশ্বর নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইঁহার গ্রন্থ—রসপ্রদীপ বা রসদীপ, ভৈষজ্যসারামৃত-সংহিতা, বৈদ্যদর্পণ, বৈদ্যচিন্তামণিটীকা, ইত্যাদি। ১৮ খৃষ্টশতাব্দীয় দলপতি কর্ত্তৃক বৈদ্যদর্পণটীকা প্রণীত হয়। বৈদ্যচিন্তামণি ১৩ খৃষ্ট-শতাব্দীতে নারায়ণভট্ট কর্ত্তৃক প্রণীত হয়।

বলভদ্র—একজন রসসিদ্ধ পুরুষ (alchemist)।

বলি বা বলী—জনৈক রসসিদ্ধ আচার্য্য। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দীয় কবীন্দ্রসূচীতে বলি-সিদ্ধান্তের উল্লেখ আছে।

বুদ্ধভট্ট—রত্নপরীক্ষাশাস্ত্রকৃৎ। নিশ্চলকরের রত্নপ্রভায় রত্ন-পরীক্ষাশাস্ত্রের উল্লেখ আছে।

বৃহদ্দিব—একজন বৈদিক ঋষি। ইঁনি অথর্ব্ববেদের বশী-করণবিষয়ক পঞ্চমকাণ্ডস্থ ১ হইতে ৩ সূক্তীয় মন্ত্রদ্রষ্টা।

বৃহ্মন্ বা বৃহদ্ ব্রহ্মন্—৭ জন আঙ্গিরস ঋষিদের মধ্যে অন্যতম। মহাভারতের বনপর্ব্বে ইঁহাদের নাম স্মৃত হইয়াছে—'বৃহৎকীর্ত্তি র্বৃহজ্জ্যোতি র্বৃহদ্ব্রহ্মা বৃহন্মনাঃ। বৃহন্মন্ত্রী বৃহদ্ভাস স্তথা রাজন্ বৃহস্পতিঃ॥' (২৩৭ অঃ)। বৃহদ্ব্রহ্মা সংক্ষেপে বৃহ্মা বলিয়া অভিহিত। 'বৃহ্মন্' শব্দের প্রথমায় বৃহ্মা।

বৃহ্মা অথর্ব্ববেদের নানাকাণ্ডস্থ নানাসূক্তের দ্রষ্টা, যেমন—আয়ুষ্যবিষয়ক দ্বিতীয় কাণ্ডস্থ ১৫ প্রভৃতি সূক্তের, কৃত্যাপ্রতিহরণ-বিষযক চতুর্থকাণ্ডস্থ ৫, ১৬, ২১, ২৩ প্রভৃতি সূক্তের, সৌমনস্য-বিষয়ক সপ্তমকাণ্ডস্থ ১৯ প্রভৃতি সূক্তের, সমগ্র রোহিতকাণ্ডের অর্থাৎ ত্রয়োদশকাণ্ডের এবং খিলাংশক ১৯ কাণ্ডস্থ ১, ৯-১২ প্রভৃতি সূক্তের।

বোধি বা বোধিসত্ত্ব—নাগার্জুন। ইনি নাগবোধি বা

নাগার্জুন বোধিসত্ত্ব বলিয়াও প্রসিদ্ধ। চক্রদত্তে লিখিত আছে—'ঘৃতং সিংহমৃতং নাম বোধিসত্ত্বেন ভাষিতম্'। ইহার 'তত্ত্বচন্দ্রিকা' টীকায় শিবদাস লিখিয়াছেন—'বোধিসত্ত্বেন যোগিবিশেষেণ, অন্যে তু লোকনাথেনেত্যাহুঃ'। উভয়ই বিভ্রান্ত। বলা উচিত—বোধিসত্ত্বেন নাগার্জুনবোধিসত্ত্বেন। রাজতরঙ্গিণীতে কাশ্মীরক কহ্লণ বলিয়াছেন—'বোধিসত্ত্বস্তু দেশেঽস্মিন্নেকো ভূমীশ্বরোঽভবৎ। স চ নাগার্জুনঃ শ্রীমান্ ষড়র্হদ্বনসংশ্রয়ী॥' (১।১৭৩)। তারপর তিনি আবার বলিয়াছেন—'তস্মিন্নবসরে বৌদ্ধা দেশে প্রবলতাং যযুঃ। নাগার্জুনেন সুধিয়া বোধিসত্ত্বেন পালিতাঃ॥" (১।১৭৭)।

ব্রহ্মজ্যোতিঃ—একজন রসসিদ্ধ (alchemist) আচার্য্য। ঢুণ্ঢুকনাথের রসেন্দ্রচিন্তামণিতে এই নাম পাওয়া যায়।

ব্রহ্মদেব বা শ্রীব্রহ্মদেব—সুশ্রুত ব্যাখ্যাকার বা বার্ত্তিককার। ডল্লণকৃতনিবন্ধসংগ্রহে এই নাম পাওয়া যায় (২০৪,৪৯২, ৬১১, ৮৩৯ প্রভৃতি পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ব্রহ্মস্কন্দ—একজন মুনি। ইনি অথর্ব্ববেদের কৃত্যাপ্রতিহরণ-বিষয়ক চতুর্থকাণ্ডস্থ ৩১-৩২ সূক্তের দ্রষ্টা।

ব্রহ্মা বা বিধাতা প্রজাপতি বলিলে দক্ষপ্রজাপতিকে বুঝায়, ব্রহ্মাকেও বুঝায়। অমর বলিয়াছেন—'ব্রহ্মাত্মভূঃ সুরজ্যেষ্ঠঃ পরমেষ্ঠী পিতামহঃ।......স্বয়ম্ভুশ্চতুরাননঃ। ......স্রষ্টা প্রজাপতি র্বেধা বিধাতা বিশ্বসৃগ্‌বিধিঃ॥' প্রথমে ব্রহ্মা বেদচতুষ্টয় হইতে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ (Octopartite science of life) স্মরণ পূর্ব্বক ব্রহ্মসংহিতা রচনা করিয়া দক্ষপ্রজাপতিকে মতান্তরে ভাস্করকে তাহার উপদেশ দেন। চরকীয় সূত্রস্থানের প্রারম্ভে স্পষ্ট লিখিত আছে—'ব্রহ্মণা হি যথা প্রোক্তমায়ুর্ব্বেদং প্রজাপতিঃ। জগ্রাহ...'। সুশ্রুতে আছে—'ব্রহ্মা প্রোবাচ ততঃ প্রজাপতিরধি-জগে...'। ব্রহ্মবৈবর্ত্তের ১৬ অধ্যায়ে স্মৃত হইয়াছে—'ঋগ্‌যজুঃ-

সামাথর্ব্বাখ্যান্ দৃষ্ট্বা বেদান্ প্রজাপতিঃ। বিচিন্ত্য তেষামর্থং চৈবায়ুর্ব্বেদং চকার সঃ॥ কৃত্বা তু পঞ্চমং বেদং ভাস্করায় দদৌ বিভুঃ।' ইত্যাদি। শেষোক্ত স্থলে প্রজাপতি শব্দের অর্থ ব্রহ্মা।

ব্রহ্মসংহিতার মতে আয়ুর্ব্বেদ অষ্টাঙ্গ—(১) শল্যতন্ত্র (Major surgery dealing with the description of the art of extracting extraneous things from the body), (২) শালাক্যতন্ত্র (Minor surgery dealing with the treatment of external organic affections or diseases of the eyes, ears, nose etc.), (৩) কায়চিকিৎসাতন্ত্র (Science of medicine), (৪) ভূতবিদ্যাতন্ত্র (Demonology for restoration of faculties from a disorganised state, supposed to be induced by demoniacal possession), (৫) কৌমারভৃত্যতন্ত্র (The science of pædiatrics dealing in the cure of children comprehending the management of infants & the treatment of disorders in mothers), (৬) অগদতন্ত্র (Toxicology dealing with administration of antidotes & treatment of the poisonous bites & also other poison-cases), (৭) রসায়নতন্ত্র (The science of alterative tonics), (৮) বাজীকরণতন্ত্র (The science of aphrodisiacs treating of rejuvenation and professing to promote the increase of human-race)।

আয়ুর্ব্বেদ অষ্টাঙ্গ, হইলেও সংহিতাকারগণ দৃষ্টিভেদে ইহার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ করিয়াছেন। যেমন,-সুশ্রুত ছয়ভাগে বিভক্ত—(১) সূত্রস্থান (Section dealing with the duties af physician, disease, remedies, diet etc.), (২) নিদানস্থান

(Section treating of ætiology, pathology and treatment) (৩) শারীরস্থান (Section treating of the nature and connection of the body and soul, conception etc.), (৪) চিকিৎসিতস্থান (Section treating of various diseases and their remedies etc.), (৫) কল্পস্থান (Section treating of emetics, effects of poisons and their remedies), (৬) উত্তরস্থান (Section on remaining or concluding doctrines)। চরক আটটী স্থানে বিভক্ত—

(১) সূত্রস্থান, (২) নিদানস্থান, (৩) বিমানস্থান, (৪) শারীরস্থান, (৫) ইন্দ্রিয়স্থান, (৬) চিকিৎসিতস্থান, (৭) কল্পস্থান, (৮) সিদ্ধিস্থান। অষ্টাঙ্গসংহিতাদিকৃদ্ দ্বিতীয় বাগ্‌ভটের পিতামহ প্রথম বাগ্‌ভট তাঁহার বৈদ্যকনিঘণ্টুতে বৈদ্যশাস্ত্রের দশটী অঙ্গ বা বিভাগ কল্পনা করিয়াছেন—(১) দ্রব্যাভিধান, (২) রুগ্‌বিনিশ্চয়, (৩) কায়-সৌখ্যসম্পাদন, (৪) শল্যবিদ্যা, (৫) পঞ্চাক্ষরীপ্রভাবজনিত ভূতনিগ্রহ, (৬) বিষপ্রতীকার, (৭) বালোপচার, (৭) রসায়ন, (৯) শালাক্যতন্ত্র, (১০) বৃষ্য। বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও শাস্ত্রভেদ কল্পিত নহে।

ব্রহ্মা হইতে আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি লইয়া কোনও মতভেদ নাই, কিন্তু পৃথিবীতে কিরূপে উহার আবির্ভাব হয় তৎসম্বন্ধে বিশাল মতভেদ দেখা যায়। এ সকল কথা গ্রন্থের মুখবন্ধেই আলোচিত হইয়াছে।

ব্রহ্মার নামে নানা ঔষধ প্রচলিত আছে—

(১) সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস—'ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পূর্ব্বং রসঃ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরঃ', (২) বাতকুলান্তক—'ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পূর্ব্বং নাম্না বাত-কুলান্তকঃ', (৩) চতুর্ম্মুখরস—'জগতশ্চ হিতার্থায় চতুর্ম্মুখমুখোদিতঃ।

রস শ্চতুর্মুখো নাম···', (৪) সূতিকাগ্নরস—' সূতিকাগ্নো রসো নাম ব্রহ্মণা পরিকীর্ত্তিতঃ', (৫) নীলকণ্ঠরস—' নীলকণ্ঠো রসো নাম ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পুরা ', (৬) মৃত-সঞ্জীবন অগদ—'মৃত সঞ্জীবন এষ হ্যমৃতাদ্ ব্রহ্ম-নির্ম্মিতঃ ', (৭) স্বায়ম্ভুব গুগ্‌গুলু, (৮) চন্দ্রপ্রভা, (৯) মাচিকাসব, (১০) দশসারসর্পিঃ, (১১) কর্ণামৃত তৈল, ইত্যাদি।

ব্রহ্মা ভৃগ্বাঙ্গিরস—একজন মুনি। ইনি অথর্ব্ববেদের অভিচার-বিষয়ক তৃতীয় কাণ্ডস্থ ১১ সূক্তের মন্ত্র দ্রষ্টা।

ভগ—অথর্ব্ববেদের ষষ্ঠকাণ্ডস্থ ৮২ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা।

ভট্ট মহেশ্বর—১৬২৭ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যামৃত প্রণয়ন করেন।

ভট্টার হরিচন্দ্র—চরকের প্রসিদ্ধ টীকাকার এবং ভট্টার-সংহিতাকার। ৬ খৃষ্টশতাব্দীতে আত্রদেব এবং রথ্যাদেবী হইতে উৎপন্ন হইয়া ইনি যথাকালে গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক দেবের সভাপতি এবং রাজবৈদ্য হন। শশাঙ্কদেব হর্ষবর্দ্ধনের ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধনকে হত্যা করিলে ৬০৬ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধন রাজা হন। সেই সময়ে বাণভট্ট তাঁহার সভায় থাকিতেন। এদিকে কর্ণসুবর্ণে অর্থাৎ কাণসোণায় শশাঙ্কদেবের সভায় ভট্টার হরিচন্দ্র থাকিতেন। ইঁহার লেখা বা রচনাপদ্ধতি বাণভট্টেরও সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। অতএব ভট্টার হরিচন্দ্রের ৬-৭ খৃষ্টশতাব্দীয়ত্বে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। ইনি ১১১১ খৃষ্টশতাব্দীয় 'বিশ্বপ্রকাশ'-কোষ প্রণেতা মহেশ্বর বৈদ্যের পূর্ব্বপুরুষ। গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভে স্বয়ং এ কথা স্পষ্ট বলিয়াছেন।

কোনও কোন ঐতিহাসিক পণ্ডিত হরিচন্দ্রকে সাহসাঙ্কচরিত-প্রণেতা এবং ১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয় বলিয়াছেন। ইহা সুচিন্তাপ্রসূত নহে। সাহসাঙ্কচরিতপ্রণেতা হরিচন্দ্র ১০-১১ খৃষ্ট-শতাব্দীতে ধারানগরে ভোজদেবের খুল্লতাত মুঞ্জবাক্‌পতি সাহসাঙ্ক দেবের

সভায় থাকিতেন। ইনি বৈদ্যক নহেন অথবা ইঁহাকে কেহ ভট্টার হরিচন্দ্র বলেন নাই।

ভট্টার হরিচন্দ্রের নাম ও বচন নানা গ্রন্থে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে ডল্লণের নিবন্ধসংগ্রহস্থিত ২২৫পৃষ্ঠা (বোম্বাই সংস্করণ), বৈদ্য-বাচস্পতির আতঙ্কদর্পণস্থিত ১৪৫ পৃষ্ঠা (বোম্বাই সংস্করণ), মধুকোষস্থিত ৫, ১৮, ২৩ (বোম্বাই সংস্করণ) প্রভৃতি পৃষ্ঠা দেখিলে আমাদের উক্তি সমর্থিত হইবে। কোনও গ্রন্থে 'হরিচন্দ্র' স্থলে 'হরিশ্চন্দ্র' দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ ইহা প্রমাদমূলক। হরিচন্দ্র-নামও দ্রষ্টব্য। রত্নপ্রভায় নিশ্চলকর ভট্টারসংহিতার শ্লোক উঠাইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, হরিচন্দ্র খরনাদতন্ত্রের প্রতি-সংস্কারপূর্ব্বক খরনাদ-সংহিতা করেন (ইন্দু-প্রণীত শশিলেখা)।

ভদ্রকাপ্য—চরকোক্ত প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মুনি। ইনি আত্রেয়ের সামসময়িক (চরকীয় সূত্রস্থান—২৬ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। এই আত্রেয়ভদ্রকাপীয় অধ্যায়ে নানা মহর্ষি এবং রাজর্ষির পরিচয় আছে। অনেক স্থানে ভদ্রকাপ্যের নাম পাইলেও ভদ্রকাপীয় কোনও গ্রন্থ আমাদের জানা নাই। পালকাপ্যের সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ ছিল কিনা তাহা অন্বেষ্টব্য।

ভদ্রবর্ম্মা—নিশ্চলোক্ত বৈদ্যবিশেষ। ইনি চক্রপাণির পূর্ব্ব-বর্ত্তী। সম্ভবতঃ ১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয়। চন্দ্রট ও চক্রপাণি ইহার নামাদি করিয়াছেন।

ভদ্রশৌনক—নিশ্চলোক্ত বৈদ্যাগমিক মুনি বিশেষ।

ভরত মল্লিক—বর্দ্ধমান জেলার বৈদ্যবংশীয় মহাদেব সেনের (হরিহর খানের) বংশধর এবং গৌরাঙ্গ মল্লিকের পুত্র। ইনি কল্যাণ মল্ল নামক একজন ধনী জমিদারের আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহার সভায় 'মহামহোপাধ্যায়' এবং 'যশশ্চন্দ্র রায়' উপাধিদ্বয় লাভ করেন।

ভরত মল্লিক ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রপ্রভা বা বৈদ্যকুলতত্ত্ব এবং ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে 'মুগ্ধবোধিনী' নামক অমরটীকা প্রণয়ন করেন। সুতরাং ইঁহাকে ১৭-১৮ খৃষ্টশতাব্দীয় বলিতে হইবে। কিন্তু ইঁহার উপসর্গবৃত্তির শেষে লিখিত আছে—"শাকেঽষ্টেশরসপ্তেন্দুমিতে চাষাঢ়কে কুজে। সমাপ্তা চোপসর্গাণাং বৃত্তিঃ প্রতিপদীন্দুভে॥" ইহাতে উপপন্ন হয় যে, গ্রন্থখানি ১৭৫৮ শকে অর্থাৎ ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রণীত হয়। এ কথা নির্ভরযোগ্য নহে। কারণ ভরতের স্বহস্ত-লিখিত চন্দ্রপ্রভার পাণ্ডুলিপিতে ১৫৯৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় লিখিয়াছেন—The Commentator Bharat lived in the middle of 18c. A.D. I have seen his great grand-son Lokanath Mullick (codex 4674 Asiatic, S. Bengal, p. 307)। এই কথাই ঠিক। কারণ যিনি ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রপ্রভা লিখিয়াছেন, তিনি কখনও ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৬১ বৎসর পরে উপসর্গবৃত্তির শ্লোকটী লিখিতে পারেন না। সুতরাং ঐ শ্লোকটী প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়।

ভরতের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ছিল। তিনি নানা শাস্ত্রে নানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন, যেমন বৈদ্যকে—রত্নকৌমুদী, সারকৌমুদী, ইত্যাদি; কুলবিষয়ে—রাঢ়ীয় বৈদ্য-কুলপঞ্জিকা, চন্দ্রপ্রভা বা বৈদ্যকুলতত্ত্ব; ব্যাকরণে—কারকোল্লাস, দ্রুতবোধ ব্যাকরণ, উপসর্গবৃত্তি, ইত্যাদি; কোষে—দ্বিরূপধ্বনি-সংগ্রহ, একবর্ণার্থসংগ্রহ ইত্যাদি; ব্যাখ্যান-বিষয়ে—'মুগ্ধবোধিনী' নামক অমরটীকা, কুমারের 'সুবোধা' নাম্নী টীকা, কিরাতটীকা, ভট্টিটীকা, মাঘ টীকা, নৈষধটীকা, মেঘ টীকা, ঘটকর্পর টীকা, নলোদয়টীকা, ইত্যাদি।

ভরত বিনায়ক সেনের বংশধর। বিনায়কের পুত্র রোষ, তৎপুত্র নারায়ণ, তৎপুত্র সাণ্ডু, তৎপুত্র কুমার, তৎপুত্র মহাদেব সেন

বা হরিহর খাঁ (উপাধি), তৎপুত্র গোপীনাথ মল্লিক, তৎপুত্র বনমালী, তৎপুত্র গৌরাঙ্গ এবং তৎপুত্র ভরতমল্লিক। বীজীর সেনোপাধি এবং পিতার মল্লিকোপাধি হেতু ভরত উভয়-উপাধি লইয়াছিলেন। কারকোল্লাসে ইনি নিজেকে ভরতসেন বলিয়াছেন।

ভরদ্বাজ মুনি—ভ্রিয়তে মরুদ্ভিরিতি—ভৃ + অপ্=ভর। দ্বাভ্যাং জায়তে ইতি—জন + ড স্ততঃ পৃষোদরাদিত্বাদ্ দ্বাজঃ সঙ্করঃ। ভর শ্চাসৌ দ্বাজ শ্চেতি কর্ম্মধারয়ঃ। উতথ্যপত্নী মমতার গর্ভে এবং বৃহস্পতির ঔরসে ইঁহার জন্ম হয়। উতথ্যের ক্ষেত্র বলিয়া উতথ্যও ইঁহার পিতা। মহাভারতের মতে ইনি হরিদ্বারে থাকিতেন। রামায়ণের মতে প্রয়াগের নিকট ইঁহার আশ্রম ছিল (অযোধ্যা কা. ৫৪ অ.)। গর্গমুনি ইঁহার পৌত্র। চরকের মতে হিমবৎ-সভাস্থিত মুনিগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ইনিই প্রথমে ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া পৃথিবীতে মুনিগণকে উহার উপদেশ দেন। ইঁহার নামানুসারে সামবেদ ভরদ্বাজগোত্রীয় বলিয়া কথিত। ভরদ্বাজমুনি অথর্ব্ববেদের আয়ুষ্যবিষয়ক দ্বিতীয় কাণ্ডস্থিত ২ সূক্তীয়মন্ত্রদ্রষ্টা। গোপথ মুনির সহিত ইনি ঐ বেদের ১৯ কাণ্ডস্থ ৪৯ সূক্তীয় মন্ত্র দর্শন করেন।

কেহ কেহ বলেন, আত্রেয়পুনর্ব্বসু এবং ভরদ্বাজ একই ব্যক্তি। ইহা সুচিন্তিত নহে। আয়ুর্ব্বেদদীপিকাগ্রন্থে চক্রপাণি দত্ত বলিয়াছেন—'অত্র কেচিদ্ ভরদ্বাজাত্রেয়য়ো রৈক্যং মন্যন্তে। তন্ন। আত্রেয়স্য ভরদ্বাজসংজ্ঞয়া ক্বচিদপি তন্ত্রপ্রদেশেঽকীর্ত্তনাৎ।" (১৫পৃ.)। বিতথ এবং ভরদ্বাজ অভিন্ন ব্যক্তি। দিবোদাসের প্রপিতামহ কাশীরাজ ধন্বন্তরি তাঁহার শিষ্য (কাশনাম দ্রষ্টব্য)। চরকীয় সূত্রস্থানের ২৫ অধ্যায়ে দেখা যায় যে, কাশীপতি বামকের সঙ্গে ভরদ্বাজাদির আয়ুর্ব্বেদ-বিষয়ক বিচার হইয়াছিল। ভরদ্বাজ গজায়ুর্ব্বেত্তা ছিলেন। তিনি রোমপাদের সভায় আহুত হন।

ভরদ্বাজের ভারদ্বাজ-সংহিতা ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দীয় কবীন্দ্রসূচীতে উল্লিখিত আছে। ইহার নামে নানা ঔষধ প্রচলিত আছে, যেমন—ফলঘৃত, 'এতৎ ফলঘৃতং নাম ভরদ্বাজেন ভাষিতম্' ইত্যাদি।

ভবদেব ভট্ট বালবলভীভুজঙ্গ—একজন প্রসিদ্ধ স্মার্ত্তনিবন্ধকার এবং বৈদ্যকে গন্ধশাস্ত্র বা গন্ধতন্ত্র এবং সান্নিপাতচন্দ্রিকা প্রণেতা। ইনি ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইহার প্রপিতামহ ভবদেব মূল-পুরুষ (propositus)। তাঁহার পুত্র আদিদেব। তাঁহার পুত্র গোবর্দ্ধনের ঔরসে এবং শাণ্ডিল্য গোত্রীয় সাঙ্গোকার গর্ভে বালবলভীভুজঙ্গ উৎপন্ন হন। ইনি রাঢ়দেশীয় হইলেও পূর্ব্ববঙ্গে রাজা হরিবর্ম্ম-দেবের মন্ত্রিত্ব করিতেন। শুনা যায়, ভবদেব এবং তাঁহার পিতা গোবর্দ্ধন উভয়ই বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন।

স্মৃতিশাস্ত্রে ভবদেবের ব্যবহারতিলক, দশকর্ম্মপদ্ধতি, প্রায়শ্চিত্ত-নিরূপণ এবং মীমাংসায় তাঁহার তৌতাতিত-মততিলক সুপ্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে ব্যবহারতিলকের প্রচলন ছিল, এখন উহা পাওয়া যায় না। ইহার পদ্ধতি অনুসারে এখনও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজে নানা সংস্কার আচরিত হইয়া থাকে। প্রায়শ্চিত্তনিরূপণ একখানি খুব প্রামাণিক গ্রন্থ। অনেক স্মৃতিকারের মতবাদ ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। তৌতাতিত-মততিলকে তন্ত্রবার্ত্তিক ব্যাখ্যাত এবং উদাহৃত হইয়াছে। ইহার পুষ্পিকায় গ্রন্থকারের রুচিবৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়। তথায় লিখিত আছে—'যো নাম কশ্চিদিহ সংবিদিতং প্রমেয়ং গ্রন্থান্তরে লিখতি বা বদতি স্বয়ং বা। মৎকর্ত্তৃতামননুকীর্ত্ত্য স কীর্ত্তিলোপান্নিঃসন্ততির্জগতি জন্মশতানি ভূয়াৎ॥' পৃথ্বীসিংহের ১০ খৃষ্টশতাব্দীয় গন্ধ-শাস্ত্রানুসারে ভবদেবীয় গন্ধতন্ত্র রচিত। রচনায় খুব সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে। উভয়গ্রন্থ দেখিয়া যে কোন ব্যক্তি রাজ-শেখরের ভাষায় বলিতে পারেন—'অচৌরো ন কবি দৃষ্টো নাচৌরোঽপি বণিক্ ক্বচিৎ। স নন্দতি বিনা বাচ্যং যো জানাতি

নিগূহিতুম্॥' সান্নিপাতচন্দ্রিকায় গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্যাতিশয় প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। বৈদ্যকগ্রন্থ লিখিলেও ভবদেব সাবর্ণ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। দানধর্ম্মপ্রক্রিয়াকৃদ্ ভবদেব ১৭ খৃষ্ট-শতাব্দীয় এবং স্মৃতিচন্দ্রিকাকৃদ্ ভবদেব ১৮ খৃষ্টশতাব্দীয়।

ভবনাথ মিশ্র—ভাবমিশ্রের নামান্তর। 'ভাবমিশ্র' নাম দ্রষ্টব্য।

ভব্যদত্ত দেব—জনৈক লোহশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত এবং সম্ভবতঃ ১১ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইনি 'বৈদ্যপ্রদীপ' প্রণেতা। রত্নপ্রভায় নিশ্চল-কর এবং তত্ত্বচন্দ্রিকায় শিবদাস ইঁহার নামগ্রহণপূর্ব্বক গ্রন্থের বচন উঠাইয়াছেন। ১৬ খৃষ্টশতাব্দীর পরে উদ্ধবমিশ্র বৈদ্যপ্রদীপের টীকা করেন।

ভবানীদাস কবিরাজ—গঙ্গারামদাসের গুরু।

ভবানীসহায়—১৭ খৃষ্টশতাব্দীতে মাধবনিদানের 'রুগ্-বিনিশ্চয়-টীকা' এবং দ্বিতীয় লোলিম্বরাজের ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দীয় 'বৈদ্যজীবন' নামকগ্রন্থের টীকা লিখিয়াছেন। সুখানন্দকৃত দীপিকার ন্যায় ইহা জনপ্রিয় নহে।

ভাগলি—অথর্ব্ববেদের ষষ্ঠকাণ্ডস্থ ৫২ সূক্তীয় মন্ত্রদ্রষ্টা।

ভানু দত্ত—চক্রপাণির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। চক্রপাণি স্বয়ং বলিয়াছেন—'ভানোরনু প্রথিতলোধ্রবলী কুলীনঃ শ্রীচক্রপাণিরিহ কর্ত্তৃপদাধিকারী'। ইঁহারা ১১ খৃষ্টশতাব্দীয়। ভানুদত্ত 'কুমার-ভার্গবীয়' নামক বৈদ্যকগ্রন্থ এবং 'গীতগৌরীশ'নামক কাব্য প্রণয়ন করেন। ইঁহাকে বৈদ্যকবি বলা হয়।

ভারতকর্ণ—'তত্ত্বকর্ণিকা' নামক বৈদ্যগ্রন্থকার।

ভার্গব প্রমিতি—একজন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মুনি। চরকোক্ত হিমবৎসভায় ইনি উপস্থিত ছিলেন। কাশ্যপসংহিতায় অর্থাৎ বৃদ্ধ-জীবকীয় তন্ত্রে 'ভার্গব-প্রমিতি' নাম পাওয়া যায়। ভার্গব গজায়ুর্ব্বেত্তা পণ্ডিত। রোমপাদের সভায় ইনি আহূত হন। ইনি ভৃগুর বংশধর।

ভীষ্মের শরশয্যাকালে যে সকল মুনি উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ভার্গবের নাম পাওয়া যায় (শান্তিপর্ব্বস্থ রাজধর্ম্মপর্ব্ব ৪৭।৯)। ইঁহার নামে ভার্গবসংহিতা প্রচলিত। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দীয় কবীন্দ্রাচার্য্য-সূচীতে এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

ভার্গব বৈদর্ভী—অথর্ব্ববেদে ব্রহ্মবিষয়ক দশমকাণ্ডস্থিত ১ এবং ৪ সূক্তীয় মন্ত্রদ্রষ্টা।

ভালুকি—ভালুকী-সংহিতা বা ভালুকিতন্ত্রকৃৎ প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মুনি। মহাভারতে ইঁহার নাম আছে। তথায় স্মৃত হইয়াছে—'পবিত্রপাণিঃ সাবর্ণি র্যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ ভালুকিঃ। উদ্দালকঃ শ্বেতকেতুস্তাণ্ড্যো ভাণ্ডায়নিস্তথা॥' ইত্যাদি (সভা-৭ অঃ ১২ শ্লোক)। মহাভারতে এবং আয়ুর্ব্বেদপ্রকাশাদি গ্রন্থে 'ভালুকিঃ' থাকিলেও কেহ কেহ 'ভালুকী' বলিয়াছেন। বোধ হয় সংহিতার উদ্দেশে ইহা প্রযুক্ত। কোনও কোন গ্রন্থে আবার ভাল্বকি বা ভল্লুক বলিয়া লিখিত আছে। কেহ কেহ বলেন, ভেল এবং ভালুকি একই ব্যক্তি। কিন্তু নিবন্ধসংগ্রহাদি গ্রন্থে ভেলের সহিত স্বতন্ত্র-ভাবে ভালুকির নাম পাওয়া যায়। ভেলতন্ত্রে সিদ্ধিস্থান ছিল কি না তাহার বিচারে শ্রীকণ্ঠদত্ত বলিয়াছেন—'ভালুকিতন্ত্রোক্তত্বাদস্য যোগস্য ভালুকিতন্ত্রস্যৈব সিদ্ধিস্থানং জ্ঞেয়ম্।' ভালুকিতন্ত্র এবং ভেলতন্ত্র উভয়গ্রন্থ ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দীয় কবীন্দ্রচার্য্যসূচীতে স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব ভালুকিতন্ত্র ভেলতন্ত্র নহে।

ভাবমিশ্র—মিশ্র লটকনের পুত্র, আকবর-সভ্য এবং ১৬ খৃষ্ট-শতাব্দীয়। ইনি ভাবপ্রকাশ, হরীতক্যাদিনিঘণ্টু এবং গুণরত্ন-মালা নামক তিনখানি বৈদ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ভাবপ্রকাশ ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। ইঁহার 'তান্ত্রিকচিকিৎসা'নামক বৈদ্যগ্রন্থ রামচন্দ্র গুহ বৈদ্যের রসপ্রদীপ ও রসেন্দ্রচিন্তামণি হইতে গৃহীত। ভবনাথ মিশ্র ভাবমিশ্রের নামান্তর। A Short History of

Aryan Medical Science নামক গ্রন্থের ৩৮ পৃষ্ঠায় H. H. Sir Bhagavat Singhjee, K.C.I.E., M.D. মহোদয় লিখিয়াছেন—'Vaba Misra was an inhabitant of Benaras'.

ভাস্কর বা বিবস্বান্—ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় ১৬ অধ্যায়মতে ব্রহ্মার শিষ্য এবং ভাস্করসিদ্ধান্ত ও ভাস্করসংহিতা প্রণেতা। ১৬২৬ খৃষ্টাব্দীয় কবীন্দ্রাচার্য্যের সূচীতে ভাস্করসিদ্ধান্ত উল্লিখিত আছে। ইহার ১৬ জন শিষ্য—(১) ধন্বন্তরি, (২) দিবোদাস, (৩) কাশীরাজ, (৪) (৫) অশ্বিদ্বয়। (৬-৭) নকুল ও সহদেব, (৮) যম, (৯) চ্যবন, (১০) জনক, (১১) বুধ, (১২) জাবাল, (১৩) জাজলি, (১৪) পৈল, (১৫) কবথ বা করথ এবং (১৬) অগস্ত্য। ইহারাও এক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ সকল বিষয় গ্রন্থের মুখবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

বৈদ্যসম্প্রদায় স্পষ্ট কিছু না বলিলেও পৌরাণিকেরা ভাস্করকে বৈদ্যাগমিক বলিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তের উক্তি নির্ম্মূল নহে। কারণ ঋগ্বেদ ভাস্করকে আয়ুর্ব্বেদী বলিয়াছেন। উহাতে আম্নাত হইয়াছে—'হৃদ্‌রোগং মম সূর্য্য হরিমাণং নাশয়' (১।৫০।১১-১৩)। স্মৃতিও আছে—'আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ'। ভাস্করের নামে দুইখানি গ্রন্থ শুনা যায়—ভাস্করসংহিতা এবং জ্ঞানভাস্কর। প্রথমখানি পাওয়া যায় না, দ্বিতীয়খানির কতকাংশ বিলাতের India Office এ সুরক্ষিত আছে বলিয়া শুনা যায়।

বিবস্বান্ ভাস্করের নামান্তর। মনু, অশ্বিদ্বয় এবং যম ইহার পুত্র। ইহারা বৈমাত্রেয় ভাই। কারণ সংজ্ঞার গর্ভে মনু, বড়বারূপিণী ত্বাষ্ট্রীর গর্ভে অশ্বিদ্বয় এবং সরণ্যুর গর্ভে যম জন্মগ্রহণ করেন। আয়ুর্ব্বেদে মনুর ঔদাসীন্যহেতু তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অশ্বিদ্বয় এবং যম পিতার নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন।

ভাস্করের নামে কতকগুলি ঔষধ প্রচলিত আছে। যেমন, ভাস্করলবণ—'লবণং ভাস্করং নাম ভাস্করেণ বিনির্ম্মিতম্' ; ভাস্কর-চূর্ণ, উদর্করস, সূর্য্যাবর্ত্তরস। ভাস্করকে সূর্য্যনারায়ণ বলা হয়। কেন বলা হয় তৎসম্বন্ধে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে স্মৃত হইয়াছে—'ময়া সমর্পিতং তেজঃ সকলং ত্বয়ি ভাস্কর। মত্তস্ত্বং ন হি ভিন্নোঽসি ন চ দেবাজ্জনার্দ্দনাৎ॥ অহং বিষ্ণু র্ভবান্ বিষ্ণু র্ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ প্রভাকর। অস্মাকং সকলং ধাম ত্বয়ি তিষ্ঠতি ভাস্কর॥' (১।৩০।১৩-১৪)।

ভাস্কর ভট্ট বা ভট্ট ভাস্কর বা সিদ্ধ ভাস্কর বা কৌশিক ভট্ট ভাস্কর মিশ্র বিদ্যাপতি—ত্রিবিক্রম ভট্টের পুত্র, ধারাধিপতি ভোজদেবের সভাপণ্ডিত এবং ১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইনি সুশ্রুত-পঞ্জিকা এবং রসেন্দ্রভাস্কর নামক রসগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ডল্লণাচার্য্য এই পঞ্জিকার নাম করিয়াছেন এবং মতবাদ উঠাইয়াছেন। কবীন্দ্রের ১৬২৬ খৃষ্টাব্দীয় সূচীতে ইহার উল্লেখ আছে।

ভাস্কর একজন ধুরন্ধর পণ্ডিত এবং বেদপারায়ণিক। নানা শাস্ত্রে ইহার গ্রন্থ দেখা যায়, যেমন—বেদভাষ্য, রুদ্রাধ্যায় ভাষ্য, আশৌচনির্ণয়, ভট্টভাস্করীয়, ইত্যাদি। বেদভাষ্যে ইহার সম্পূর্ণ নাম পাওয়া যায়—কৌশিক ভট্ট ভাস্কর মিশ্র। 'ভট্টভাস্করীয়' পাণিনি-সম্প্রদায়ের ধাতুবিষয়ক গ্রন্থ। ইহা অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ। বার্ণেল্ সাহেবের মতে ইনি ১০ খৃষ্টশতাব্দীয়। কিন্তু যাদব শিঙ্ঘনের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ভাস্কর একজন ভোজ-সভ্য ছিলেন এবং ভোজের নিকট হইতেই তিনি 'বিদ্যাপতি' উপাধি লাভ করেন। এইজন্য আমরা তাঁহাকে ১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয় বলিয়াছি। ৯ খৃষ্ট-শতাব্দীয় বেদান্তভাষ্যকার ভাস্করাচার্য্য ইহার পূর্ব্বপুরুষ এবং ১২ খৃষ্টশতাব্দীয় সিদ্ধান্তশিরোমণিকার ভাস্করাচার্য্যের ইনি বৃদ্ধ-প্রপিতামহ।

ভাস্কর বৈদ্যনন্দন—'বৈদ্যনন্দন ভাস্কর' নাম দ্রষ্টব্য। ইনি সোঢ়লের পিতা, শার্ঙ্গদেবের পিতামহ, এবং ১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয়।

ভিক্ষু আত্রেয়—একজন প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মুনি। ইনি অগ্নিবেশাদির সামসময়িক। ইনি চরকোক্ত হিমবৎসভায় উপস্থিত ছিলেন। বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে চতুর্থাশ্রমের সন্ন্যাসীকে ভিক্ষু বলা হইত। যেমন—ভৈক্ষাশ্রম, ভৈক্ষচর্য্যা।

ভিক্ষুকাত্রেয়—আত্রেয়গোত্রোৎপন্ন এবং আত্রেয় সম্প্রদায়-ভুক্ত জনৈক বৌদ্ধ আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য। ইনি জীবকের গুরু এবং বুদ্ধদেবের সামসময়িক। ইঁহার নামে কতকগুলি ঔষধ প্রচলিত আছে, যেমন—অমৃতপ্রাশঘৃত, মহাকল্যাণঘৃত, বলাতৈল, লগুড়চূর্ণ, শার্দ্দূলচূর্ণ, ইত্যাদি। ইনি ৬ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীয়।

ভিক্ষু শাক্য—সম্ভবতঃ ১০ খৃষ্টশতাব্দীয় দীপংকর শ্রীজ্ঞান।

ভীম—রুদ্র নাম দ্রষ্টব্য।

ভীমদত্ত আচার্য্য—চরকব্যাখ্যাকার।

ভীমরথ—কাশীর ষষ্ঠ রাজা এবং দিবোদাসের পিতা। ইঁহার ঔরসে এবং গণবতীর গর্ভে দিবোদাসের জন্ম হয়। মহাভারতে ইনি ভীমসেন বলিয়া কথিত।

ভীম সেন—মধ্যম পাণ্ডব এবং সূপশাস্ত্রপ্রণেতা। গ্রন্থের কিয়দংশ কেনারি ভাষায় লিখিত আছে। কেহ কেহ 'বৈদ্যবোধ-সংগ্রহ' প্রণেতা ভীমসেনকে সূপশাস্ত্রকার বলেন।

ভীম সেন—বৈদ্যবোধসংগ্রহ প্রণেতা। ইনি কিরাতনগরে থাকিতেন। কেহ কেহ ইঁহাকে সূপশাস্ত্রকার বলেন। 'বৈদ্যবোধ সংগ্রহ' কখনও কখন প্রমাদবশতঃ 'বৈদ্যকোষসংগ্রহ' বলিয়া উক্ত।

ভৃগু—অথর্ব্ববেদের নানা সূক্তীয় মন্ত্রের দ্রষ্টা। ইনি একজন প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মুনি। ভৃগু ইন্দ্রের নিকট ঐন্দ্র রসায়ন

শিক্ষা করেন (চরকীয় চিকিৎসিতস্থান ১)। চরকোক্ত হিমবৎসভায় ইনি উপস্থিত ছিলেন। কাশ্যপসংহিতায় অর্থাৎ বৃদ্ধজীবকীয় তন্ত্রে ইহার নাম আছে। ভৃগুর নামে ভৃগুতন্ত্র বা ভৃগুসংহিতা প্রচলিত আছে। ১৬৫৬-খৃষ্টাব্দীয় কবীন্দ্রসূচীতে ইহা পাওয়া যায়। ইনি গজায়ুর্ব্বেদবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। রোমপাদের সভায় ইহার নিমন্ত্রণ হয়। পালকাপ্যের হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ হইতে ইহা জানা যায়। ইহার নামে 'ভৃগুপ্রাশ' নামক ঔষধ এখনও প্রচলিত।

ভেড় বা ভেল—আত্রেয় মুনির শিষ্য এবং ভেড়তন্ত্র-প্রণেতা। কোনও অর্ব্বাক্‌কালিক বৈদ্য কর্ত্তৃক উক্ত ভেড়তন্ত্র প্রতিসংস্কৃত হইয়া ভেড়সংহিতা নামে প্রচলিত আছে। ইহা হারীতসংহিতার ন্যায় বুঝিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, ভেলতন্ত্র এবং ভালুকিতন্ত্র একই গ্রন্থ। আবার কেহ কেহ বলেন, গ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু উভয় গ্রন্থই ভেলপ্রণীত। নিবন্ধসংগ্রহাদি গ্রন্থের অনেক বাক্যে ভেলের সহিত স্বতন্ত্রভাবে 'ভালুকি'নাম পাওয়া পায়। ভেলতন্ত্রে সিদ্ধিস্থান ছিল কি না তাহার আলোচনায় শ্রীকণ্ঠ দত্ত লিখিয়াছেন—'ভালুকি-তন্ত্রোক্তত্বাদস্য যোগস্য ভালুকিতন্ত্রস্যেব সিদ্ধিস্থানং জ্ঞেয়ম্'। ইহাতে উভয়গ্রন্থের পার্থক্য সূচিত হয়, কিন্তু গ্রন্থকারের পার্থক্য ইহা হইতে অনুমিত না হইতেও পারে। ভেলমতকে লক্ষ্য করিয়া ভালুকিমত বা ভল্লুকমত বলা হয় কি না তাহা অনুসন্ধেয়।

বার্ণেল্ সাহেব বলেন, ভেল গান্ধারে থাকিতেন। তিনি ভেল-তন্ত্রের একখানি পাণ্ডুলিপি পাইয়াছেন। ইহাতে সিদ্ধিস্থান ব্যতীত নিদান বিমান শারীর ইন্দ্রিয় ও কল্পস্থান আচরিত হইয়াছে। ভেল সুশ্রুতের পূর্ব্বাচার্য্য। সুশ্রুতে লিখিত আছে—'ষট্‌সু কায়-চিকিৎসাসু যে চোক্তাঃ পরমর্ষিভিঃ'। ইহার ব্যাখ্যায় ডল্লণ বলিয়াছেন—'ষট্‌সু কায়চিকিৎসাসু অগ্নিবেশ-ভেড়জতূকর্ণ-পরাশর-

হারীত ক্ষারপাণিপ্রোক্তাম্' (৬।১)। ভেলের নামে নানা ঔষধ প্রচলিত আছে—ভেলীয়বাগ্, মহানীলঘৃত, ধান্বন্তরঘৃত, গুগ্‌গুলু-তিক্তঘৃত ইত্যাদি। ভালুকি নাম দ্রষ্টব্য।

ডশ্রুতির লশ্রুতি আচার্য্যপরম্পরা পাওয়া যায়, যেমন—ভেড় ভেল, ব্যাড়ি ব্যালি। ব্যাড়ি নাম দ্রষ্টব্য। উক্তিও আছে—'ডলয়ো রলয়ো র্ব্যত্যয়ো বহুলম্' (সুপদ্ম)।

ভৈরবাচার্য্য—একজন তান্ত্রিক সন্ন্যাসী এবং রসসিদ্ধ আচার্য্য। ইনি ৭ খৃষ্টশতাব্দীয়। হর্ষচরিতে ইহার বিবরণ পাওয়া যায়।

ভোজ বা ধারাধিপতি ভোজদেব—আয়ুর্ব্বেদে রাজমার্ত্তণ্ড, আয়ুর্ব্বেদসর্ব্বস্ব, অশ্বায়ুর্ব্বেদ এবং শালিহোত্রাদি গ্রন্থ করেন। মহারাজ ভোজ ১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয়। লীলাবতী ইঁহার স্ত্রী এবং ভানুমতী ইঁহার কন্যা। সুশ্রুত-পঞ্জিকাকার ভাস্করভট্ট এবং জেজ্জটের পুত্র কৈয়টাচার্য্য ইঁহার সভায় থাকিতেন। কান্যকুব্জের রাজা রাজবার্ত্তিকাদিপ্রণেতা ভোজ ৯ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইনি বৃদ্ধভোজ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ধারাধিপতি ভোজ নানা শাস্ত্রে নানা গ্রন্থ করিয়াছেন, যেমন—ব্যাকরণে সরস্বতীকণ্ঠাভরণ; অলংকারে সরস্বতীকণ্ঠাভরণ; কোষে অমর টীকা ও নাম-মালিকা; যোগশাস্ত্রে রাজমার্ত্তণ্ডবৃত্তি; ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যবহারসমুচ্চয়; শৈবদর্শনে সিদ্ধান্তসংগ্রহ এবং তত্ত্বপ্রকাশ; জ্যোতিঃশাস্ত্রে রাজমৃগাঙ্ক ও বিদ্বজ্জনবল্লভ; বাস্তুবিদ্যায় ও সমরবিষয়ে সমরাঙ্গণ সূত্র; এবং অন্যান্য বিষয়ে যুক্তিকল্পতরু ইত্যাদি।

মহারাজ ভোজ এবং তাঁহার কন্যা ভানুমতী ইন্দ্রজাল বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ঐন্দ্রজালিকগণ ক্রীড়াকালে এখনও তাঁহাদের নাম করেন। মহারাজ বিক্রমাঙ্কদেবের সহিত ভানুমতীর বিবাহ হয়। বিজ্ঞানেশ্বর যোগী ইঁহারই সভায় থাকিতেন। যাজ্ঞবল্কীয় স্মৃতির উপর তাঁহার মিতাক্ষরা সুপ্রসিদ্ধ।

মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধচিন্তামণি, বল্লালপণ্ডিতের ভোজপ্রবন্ধ, কীর্ত্তিকৌমুদী, সুকৃতসঙ্কীর্ত্তনাদিগ্রন্থে ভোজরাজার জীবন-বৃত্তান্ত নিরূঢ় আছে।

ভোজ বা বৃদ্ধভোজ বা মিহির ভোজ—কান্যকুব্জের রাজা এবং ৯ খৃষ্টশতাব্দীয়। বাচস্পতি মিশ্র ইহার সভায় থাকিতেন। ৮৩৬ হইতে ৮৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি পাঞ্চালান্তর্গত কান্যকুব্জে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি মিহিরপরিহার ভোজ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি রাজবার্ত্তিক বা ভোজরাজবার্ত্তিক নামক সাংখ্যগ্রন্থ করেন। সাংখ্যরাজবার্ত্তিকের মিহিরপরিহারভোজরচিত 'প্রধানাস্তিত্বমেকত্ব মর্থবত্ত্বমথান্যতা। পারার্থ্যং চ তথা নৈক্যং বিয়োগো যোগ এব চ॥' ইত্যাদি শ্লোক লোকে প্রচলিত আছে, কিন্তু গ্রন্থ পাওয়া যায় না। ইনি যুক্তিদীপিকাপ্রণেতা।

বৃদ্ধভোজ মহারাজ রামভদ্রদেবের পুত্র, মহেন্দ্র পালের পিতা এবং ধারাধিপতি ভোজদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী। ইনি ৮৬০ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জে রাজা হন। কবি রাজশেখর মহেন্দ্র পালের শিক্ষকতা করিতেন। মধুকোষের ১২৫ পৃষ্ঠায় বৃদ্ধভোজের নাম আছে। ইহার বৈদ্যগ্রন্থ জানা নাই।

ভোজ বা প্রবৃদ্ধ ভোজ—বৃদ্ধজীবকীয়তন্ত্র অর্থাৎ কাশ্যপ-সংহিতা হইতে জানা যায় যে, ইনি একজন আয়ুর্ব্বেদীয় আচার্য্য। ইনি কাশীরাজের শিষ্য। মিহিরপরিহারভোজকে বৃদ্ধ বলায় আমরা ইহাকে প্রবৃদ্ধ বলিলাম।

মণিরাম—যোগাঞ্জন এবং বৃত্তরত্নাবলী নামে দুইখানি বৈদ্যকগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

মতঙ্গ—হস্ত্যায়ুর্ব্বেদবেত্তা মুনি। হস্ত্যায়ুর্বিচারে ইনি রোম-পাদের সভায় উপস্থিত ছিলেন। পালকাপ্যের হস্ত্যায়ুর্ব্বেদে ইহার নাম আছে।

মত্ত ভৈরব—ভৈরবতন্ত্রপ্রণেতা এবং রসসিদ্ধ বলিয়া খ্যাত। তন্ত্রশাস্ত্রে ইনি উন্মত্তভৈরব নামে প্রসিদ্ধ। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দীয় কবীন্দ্রসূচীতে ভৈরবতন্ত্রের উল্লেখ আছে।

মত্ত মাণ্ডব্য—মত্তমাণ্ডব্য-সিদ্ধান্ত প্রণেতা এবং একজন রসসিদ্ধ আচার্য্য। রসরত্নসমুচ্চয়ে ইহার নাম পাওয়া যায়। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দীয় কবীন্দ্রাচার্য্যের সূচীতে মত্তমাণ্ডব্য-সিদ্ধান্তের উল্লেখ আছে।

মথন সিংহ—রসনক্ষত্রমালিকানামক রসগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে লিখিত আছে—"ইয়ং মালবিভূপালভিষজা ভিষজাং মতা। কৃতা মথনসিংহেন রসনক্ষত্রমালিকা॥" মথনসিংহ মালভূমির রাজবৈদ্য ছিলেন। তিনি স্বচ্ছন্দ-ভৈরবরসের প্রস্তুতকরণপদ্ধতি দেখাইয়াছেন। মথনসিংহ বোধ হয় ১৫-১৬ খৃষ্টশতাব্দীয়।

মথুরেশ বিদ্যালংকার—'শব্দরত্নাবলী'নামক কোষগ্রন্থকার। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ইনি অমরকোষের 'সারসুন্দরী' টীকা করেন। গ্রন্থকার সর্ব্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশধর এবং কলাপের পণ্ডিত।

মদনদেব বা কামদেব—চন্দ্রবংশীয় হৈহয়কুলোৎপন্ন ৮ খৃষ্ট-শতাব্দীয় কিরাতাধিপতি, রসসিদ্ধ (alchemist), মদনদেবাপর-নামক কামদেব, গোবিন্দভগবৎপাদের প্রিয়শিষ্য এবং রসকার্য্য-সম্পাদনে তাঁহার সহকর্ম্মা। রসহৃদয়ে গোবিন্দভগবৎ-পাদ লিখিয়াছেন—'শীতাংশুবংশসম্ভবহৈহয়কুলজন্মজনিতগুণমহিমা। স জয়তি শ্রীমদনশ্চ কিরাতনাথো রসাচার্য্যঃ॥ যস্য স্বয়মবতীর্ণা রসবিদ্যা সকলমঙ্গলধারা। পরমশ্রেয়সে হেতুঃ শ্রেয়ঃ পরমেষ্ঠিনঃ পূর্ব্বম্॥ তস্মাৎ কিরাতনৃপতে র্বহুমানমবাপ্য রসকর্ম্মনিরতঃ। রসহৃদয়াখ্যং তন্ত্রং বিরচিতবান্ ভিক্ষুগোবিন্দঃ॥" (১৯।৭৮-৮০)। শীতাংশুবংশ অর্থাৎ চন্দ্রবংশ। শ্রীমদনদেব অর্থাৎ কামদেব। কিরাতাধিপতি অর্থাৎ ভিলদের রাজা। কিরাতদেশ অর্থাৎ বিন্ধ্য-প্রদেশের অংশ। রাজার কোনও গ্রন্থ ছিল কি না তাহা জানা নাই।

মদন পাল—হরিশ্চন্দ্রের পুত্র, ভরত পালের পৌত্র, এবং রত্ন-পালের প্রপৌত্র। ইহারা দিল্লীর উত্তরদিক্স্থিত যমুনাতীরবর্ত্তী কাষ্ঠা (কাঢ়া) নগরে রাজত্ব করিতেন। রামরাজের সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ উপলব্ধ নহে। কারণ রামরাজ রত্নপালের পুত্র, মদন পালের পৌত্র এবং সাহারণ পালের বা সাধারণ পালের প্রপৌত্র। মদনপাল কাষ্ঠানগরের রাজা, আর রামরাজ বিজয়-নগরের রাজা। মদনপাল ১৪ খৃষ্টশতাব্দীয়, কিন্তু রামরাজ ১৫ খৃষ্টশতাব্দীয়।

মদনপাল ১৩৭৪ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যশাস্ত্রীয় মদনবিনোদ বা মদনপাল নিঘণ্টু প্রণয়ন করেন। গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার মুখপত্রে লিখিত আছে—'মদনবিনোদঃ অর্থাৎ মদনপাল-নির্ঘণ্টুঃ' এবং পুষ্পিকায় লিখিত আছে—'ইতি মদনপালবিরচিতে মদনবিনোদনাম্নি নির্ঘণ্টৌ...' ইত্যাদি। 'নির্ঘণ্টঃ'—'নির্ঘণ্টনম্'—'নিঘণ্টুঃ' শব্দত্রয় প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়, কিন্তু 'নির্ঘণ্টুঃ' শব্দ এ স্থল ব্যতীত অন্যত্র দেখা যায় না। ইহার ১৪টী বর্গে ২২৫০টী শ্লোক আছে। মদনপালের নামে নানা শাস্ত্রের নানা গ্রন্থ দৃষ্ট হয়, যেমন—সঙ্গীতশাস্ত্রে আনন্দ-সঞ্জীবন; স্মৃতিশাস্ত্রে মদনপারিজাত এবং স্মৃতিকৌমুদী ও তিথি-নির্ণয়সার, ইত্যাদি; জ্যোতিঃশাস্ত্রে যন্ত্রপ্রকাশ ইত্যাদি।

কেহ কেহ বলেন, দাক্ষিণাত্যের কোনও পণ্ডিত নিঘণ্টুখানি প্রণয়ন পূর্ব্বক রাজার নামে প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ ঐ গ্রন্থে দাক্ষিণাত্যের বহুশব্দ দৃষ্ট হয়। শুনা যায়, রাজার সভাস্থিত বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত স্মৃতিশাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলির প্রকৃত রচয়িতা। এ সকল কথা অবশ্য কিংবদন্তী মাত্র। মদনপাল ১৪ খৃষ্টশতাব্দীয়।

মদন সিংহ—'যোগশতক' নামে বৈদ্যকগ্রন্থ এবং 'মদনরত্নপ্রদীপ' নামে একখানি স্মার্ত্তনিবন্ধ প্রণয়ন করেন। ইনি ১৫ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইহার পূর্ব্বপুরুষ দামোদর একসময়ে কান্যকুব্জের রাজা ছিলেন।

মদনান্তদেব সূরি বা অনন্তদেব সূরি—'অনন্তদেব সূরি' নাম দ্রষ্টব্য। ইনি ১৭-১৮ খৃষ্টশতাব্দীয়।

মধ্যবাগ্‌ভট—দ্বিতীয়বাগ্‌ভটপ্রণীত 'মধ্যসংহিতার' নামান্তর। অষ্টাঙ্গসংগ্রহসংহিতা বা দশসাহস্রী বলিয়াও ইহা কথিত হয়। দ্বিতীয় বাগ্‌ভট নামের প্রস্তাব দ্রষ্টব্য।

মনুজ—বৈদ্যসর্ব্বস্বকৃৎ।

মন্থান ভৈরব—রুদ্রভেদ। প্রাত্নিকমতে জনৈক তান্ত্রিক রসসিদ্ধ (Alchemist) আচার্য্য। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দীয় কবীন্দ্রাচার্য্যসূচীতে 'মন্থানভৈরবতন্ত্র' নামক বৈদ্যগ্রন্থের উল্লেখ আছে।

ময়োভু—অথর্ব্ববেদের বশীকরণবিষয়ক পঞ্চম কাণ্ডস্থ—১৭ হইতে ১৯ সূক্তীয় মন্ত্রদ্রষ্টা।

মরীচি—গজায়ুর্ব্বেদবিৎ পণ্ডিত এবং মুনি। পালকাপ্যের হস্ত্যায়ুর্ব্বেদে ইহার নাম আছে। ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র, কর্দ্দমমুনির জামাতা, কলাদেবীর স্বামী এবং কশ্যপমুনির পিতা। সম্ভবতঃ নির্ম্মাণকায়ে ইনি ভীষ্মের শরশয্যাকালে উপস্থিত হন (শান্তিপর্ব্বস্থ রাজধর্ম্ম পর্ব্ব ৪৭।১০)।

মল্লারি—১৬০৪ খৃষ্টাব্দে রসকৌতুক প্রণয়ন করেন। ইনি একজন রসাচার্য্য এবং ১৬-১৭ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইনি মল্লারি পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

মল্লিনাথ—কেদারভট্টপ্রণীত বৈদ্যরত্ন উপজীব্য করিয়া বৈদ্যরত্নমালা এবং কল্পতরু নামক বৈদ্যগ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করেন। ইনি শব্দেন্দুশেখরের টীকাকার এবং ১৮-১৯ খৃষ্টশতাব্দীয়। এ মল্লিনাথ নানা কাব্যাদির টীকাপ্রণেতা মল্লিনাথ নহেন।

মহাকাল—কালিকাপুরাণমতে শিবপুত্র। ইহার নামে 'মহাকালেশ্বর-রস' নামক ঔষধ প্রচলিত।

মহাদেব—রুদ্রনাম দ্রষ্টব্য। মহাদেবতন্ত্র নামে একখানি রস-বিষয়ক বৈদ্যগ্রন্থ আছে। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দীয় কবীন্দ্রসূচীতে ইহার উল্লেখ আছে।

মহাদেব পণ্ডিত—বিষ্ণুদেব পণ্ডিতের পিতা এবং ১৩-১৪ খৃষ্ট-শতাব্দীয়। ইনি মহারসায়নবিধি এবং আরব্যদেশীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রানুসারে হিকমৎপ্রকাশ ও হিকমৎপ্রদীপ প্রণয়ন করেন। মহাদেব বিন্দুকৃতরসপদ্ধতির টীকাকার। উত্তররামচরিতের অনুকরণে উত্তরচরিত প্রণয়ন করিয়া ইনি 'ভবভূতি' উপাধি লাভ করেন।

রসরাজলক্ষ্মীর পুষ্পিকা হইতে জানা যায় যে, বিষ্ণুপণ্ডিত মহাদেবের পুত্র এবং ঐ গ্রন্থের টীকা হইতে জানা যায় যে, রামেশ্বর-ভট্ট বিষ্ণুদেব পণ্ডিতের পুত্র।

মহীধর—যোগশতের উপর 'বিশ্ববল্লভা' টীকা করেন। নিশ্চল-করের রত্নপ্রভায় ইহার উল্লেখ আছে। ইনি রামদাসের পুত্র, কল্যাণভট্টের পিতা এবং ৭-৮ খৃষ্টশতাব্দীয়। যজুর্ব্বেদের ভাষ্যকার মহীধর একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

মহেশচন্দ্র—বৈদ্যকসংগ্রহ এবং বৈদ্যকসারসংগ্রহটীকা প্রণয়ন করেন। ইনি ১৬ খৃষ্টশতাব্দীয় হর্ষকীর্ত্তির পারভবিক।

মহেশ্বর বৈদ্য—ভট্টার হরিচন্দ্রের বংশধর, 'বিশ্বপ্রকাশ' নামক কোষপ্রণেতা এবং ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয়। বিশ্বপ্রকাশের প্রারম্ভেই ইনি নিজেকে হরিচন্দ্রের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। Wilson সাহেব বলেন, ইনি সাহসাঙ্কদেবের রাজবৈদ্য ছিলেন। ইহার কোনও বৈদ্যকগ্রন্থ জানা নাই, তবে বিশ্বপ্রকাশে অনেক বৈদ্যকশব্দ পাওয়া যায়। আতঙ্কদর্পণ বা নিদানব্যাখ্যায় ১৩-১৪ খৃষ্টশতাব্দীয় বৈদ্যবাচস্পতি মহেশ্বরকে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র বলিয়াছেন (৩৪৯ পৃঃ বোম্বাই সং)।

শুনা যায়, মাধবকরপ্রণীত পর্য্যায়রত্নমালার উপর ইনি পর্য্যায়-রত্নমালা টীকা লিখিয়াছেন।

মংখদাস—একজন কাশ্মীরক বৈদ্যপণ্ডিত। ইহার বৈদ্যগ্রন্থ জানা নাই। কিন্তু Abu Osaiba লিখিয়াছেন—'Mankha was a Hindu eminent in the art of medicine and learned in sanskrit literature. He made a journey from India to Iraq and cured the Khalif of an illness'.

ইনি ১১৫০ খৃষ্টাব্দে মংখকোষ এবং ১১৩৫ হইতে ১১৪৫ খৃষ্টাব্দ মধ্যে শ্রীকণ্ঠচরিত প্রণয়ন করেন। শ্রীকণ্ঠ শিবের নামান্তর। শিব কর্ত্তৃক ত্রিপুরবধই ঐ গ্রন্থের বিষয়। মংখদাসের ভ্রাতা অলঙ্কার এবং মংখদাস স্বয়ং কাশ্মীরাধিপতি সুস্‌সলদেবের পুত্র জয়সিংহের আশ্রয়ে থাকিতেন। জয়সিংহ ১১২৮ হইতে ১১৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। অলঙ্কার সম্ভবতঃ তাঁহাব মন্ত্রী ছিলেন।

মাঠর—কাশ্যপসংহিতা অর্থাৎ বৃদ্ধ-জীবকীয়তন্ত্র হইতে জানা যায় যে, ইনি একজন আয়ুর্ব্বেদীয় আচার্য্য। সাংখ্যকারিকার মাঠরবৃত্তিপ্রণেতা মাঠরাচার্য্য একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

মাণিক্য দেব—রসাবতার প্রণয়ন করেন।

মাণিভদ্র—একজন সদ্‌বৈদ্য এবং সম্ভবতঃ পূর্ব্বযক্ষের পুত্র। মণিভদ্র পূর্ব্বযক্ষের নামান্তর। মহাভারতে মণিভদ্রকে যক্ষরাজ বলা হইয়াছে। তথায় লিখিত আছে—"ঋতে ত্বাং··· তথা নো যক্ষরাডদ্য মণিভদ্রঃ প্রসীদতু॥' বৌদ্ধ বা জৈন প্রবাদমতেও মণি-ভদ্র নামক পূর্ব্বযক্ষের পুত্র মাণিভদ্র একজন যক্ষরাজ এবং মানুষের হিতকারী বৈদ্য। Bower পাণ্ডুলিপি এবং শতশ্লোকী প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার নামে নানা ঔষধের উল্লেখ আছে,—যেমন—মাণিভদ্রতৈল, মাণিভদ্রমোদক, মাণিভদ্রবটক ইত্যাদি। মাণিভদ্রমোদকসম্বন্ধে

বৃন্দমাধবে লিখিত আছে—'যক্ষবরেণ পৃষ্টঃ স মাণিভদ্রঃ কিল শাক্যভিক্ষবে' (৭৪ অধ্যায়)। চক্রদত্তসংগ্রহে এবং সোঢ়লের গদনিগ্রহে মাণিভদ্রের নাম পাওয়া যায়। বিড়ঙ্গসারাদ্যা গুটিকা লইয়া লিখিত আছে—'প্রণাশনী যক্ষপতিঃ স্বয়ং দদৌ স মাণিভদ্রঃ কিল শাক্যভিক্ষবে'।

Bowerপাণ্ডুলিপির সপ্তমখণ্ডে মহামতি Hoernle সাহেব লিখিয়াছেন—'This Part VII is a fragment of a story of how the Great Yaksha General Manibhadra (মাণিভদ্র) obtained a powerful spell from Buddha. It was a favourite story with the Buddhists, for it is also the subject of Part V of the Weber manuscripts,....I believe that our Manuscript is a fragment of the same story, told however, in a greatly expanded form (p. 240).'

মাণ্ডব্য—মাণ্ডব্যতন্ত্রপ্রণেতা এবং রসবিদ্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ মুনিবিশেষ। নাগার্জুনীয় রসরত্নাকরে এবং বাগ্‌ভটীয় রসরত্নসমুচ্চয়ে ইহার নাম আছে। অষ্টাঙ্গসংগ্রহের দ্বিতীয়খণ্ডে ইনি আত্রেয়শিষ্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। তথায় লিখিত আছে—'আযযু র্মানুষং লোকং মুদিতাঃ পরমর্ষয়ঃ। স্থিত্যর্থমায়ুর্ব্বেদস্য তেঽথ তন্ত্রাণি চক্রিরে॥ কৃত্বাঽগ্নিবেশহারীতভেড়মাণ্ডব্যসুশ্রুতান্। করালাদীংশ্চ তচ্ছিষ্যান্ গ্রাহয়ামাসুরাদৃতাঃ॥'

শাস্ত্রে একাধিক মাণ্ডব্যের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন—অনীমাণ্ডব্য, শ্বেতমাণ্ডব্য, ইত্যাদি। ইনি সম্ভবতঃ শ্বেতমাণ্ডব্য। ছন্দঃশাস্ত্রে ইহার নাম আছে—'শ্বেতমাণ্ডব্যমুখ্যাস্তু নেচ্ছন্তি মুনয়ো যতিম্'।

মাতলি—একজন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য। হেমাদ্রির লক্ষণপ্রকাশে ইহার নাম আছে।

মাধব উপাধ্যায়—সৌরাষ্ট্রদেশীয় সারস্বত ব্রাহ্মণ এবং ১৭-১৮ খৃষ্টশতাব্দীয়। কাশীতে ইনি ১৭৩৪ মতান্তরে ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে 'আয়ুর্ব্বেদপ্রকাশ' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কেহ কেহ ১৫ খৃষ্ট-শতাব্দীয় মাধবদেবকে ইহার রচয়িতা বলিয়াছেন। ইহা একটী পৌর্ব্বাপর্য্যবিভ্রমের উদাহরণস্থল। আয়ুর্ব্বেদপ্রকাশে ১৫ খৃষ্ট-শতাব্দীর পরবর্ত্তী গ্রন্থ ও গ্রন্থকারাদির নামাদি দৃষ্ট হয়, যেমন—১৬ খৃষ্টশতাব্দীয় ভাবপ্রকাশ, ১৭-১৮ খৃষ্টশতাব্দীয় অনন্তদেবসূরি বা মদনান্তদেবেব রসচিন্তামণি ইত্যাদি। রসমাধব আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশের নামান্তর। বোধ হয়, ৭-৮ খৃষ্টশতাব্দীয় মাধবকরের এবং ১৪-১৫ খৃষ্টশতাব্দীয় বামনভট্টবাণের 'আয়ুর্ব্বেদপ্রকাশ' নামে তুইখানি গ্রন্থ থাকায় মাধব উপাধ্যায় তাঁহার গ্রন্থকে নামান্তরে ভূষিত করিয়াছেন।

মাধব উপাধ্যায়ের আয়ুর্ব্বেদপ্রকাশে নানা গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদের নাম পাওয়া যায়, যেমন—(বিন্দুপ্রণীত) রসপদ্ধতি, রসবাগ্‌ভট, (নিত্যনাথ প্রণীত) রসরত্নাকর, (সুশ্রুতপঞ্জিকা প্রণেতা) ভাস্কর, রসার্ণবতন্ত্রশাস্ত্র, (বিষ্ণুপণ্ডিত প্রণীত) রসরাজলক্ষ্মী, ভাবপ্রকাশ, রসচিন্তামণি, শার্ঙ্গধর, (লৌহপ্রদীপপ্রণেতা) ত্রিবিক্রম ভট্ট, গোবিন্দভগবৎপাদ, আত্রেয়, (নরহরি কৃত) রাজনিঘণ্টু, রামরাজ, ভালুকি, হারীত, অগ্নিবেশ, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, (পার্ব্বতীতন্ত্র বা) গৌরীমত, বার্ত্তিককার ইত্যাদি।

মাধব কর—ইন্দুকরের পুত্র এবং শিলাহ্রদবাসী ছিলেন। তাঁহার পর্য্যায়রত্নমালায় লিখিত আছে—'ভিষজা মাধবেনৈষা শিলাহ্রদনিবাসিনা। যত্নেন রচিতা রত্নমালেন্দুকরসূনুনা॥' অতএব মাধবকর ইন্দুকরের পুত্র এবং ইঁহারা শিলাহ্রদে থাকিতেন। শিলা-হ্রদ তখন 'শিলাও' নামে খ্যাত ছিল। ধর্ম্মপালের সময়ে ইহা বিক্রমশিলা নামে প্রসিদ্ধ হয়। ধর্ম্মপাল ৭৯৫ হইতে ৮২৭ খৃষ্টাব্দ

পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ৮ খৃষ্টশতাব্দীর শেষে তৎকর্তৃক বিক্রমশিলা-মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। মাধবকর শিলাহ্রদ বলিয়াছেন, কারণ তিনি বিক্রমশিলা নাম জানেন না।

মাধবীয় নিদান ৮ খৃষ্টশতাব্দীতে আরব্যভাষায় অনূদিত হয়। Professor Wilson লিখিয়াছেন—'The Arabians of the 8th. Century cultivated the Hindu works on medicine and that the Charaka and Susruta and the treatise called Nidan were translated and studied by the Arabians in the days of Harun and Mansur (A.D. 773), either from the originals or more probably from translations made at a still earlier period into the language of Persia (Materia Medica of the Hindus—Preface p. X). A History of Sanskrit Literature গ্রন্থের ১৩৯ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকর্ত্রী শ্রীমতী অক্ষয় কুমারী দেবী লিখিয়াছেন—'Madhab Kar's Nidan is perhaps a work of the 7th Century A.D., for it has been translated in the Arabic in the 8th Century A.D. Vrinda's Siddhiyoga—a work of the 10th Century A.D.—has followed Madhab Nidan.' ৮ খৃষ্টশতাব্দীতে আরব্যভাষায় মাধবীয় নিদানের অনুবাদ হয়। Dr. P. C. Roy মহোদয়ও ইহা স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন (History of Hindu chemistry—Volume I, Introduction p. XVIII).

যে গ্রন্থ ৮ খৃষ্টশতাব্দীতে সুদূর আরবদেশে ভাষান্তরিত হইয়াছে তাহার খ্যাতি বিদেশে মুসলমানের নিকট তখনকার দিনে পৌঁছিতে অন্ততঃ ১০০ বৎসর কল্পনা করা অসঙ্গত নহে। অতএব

মাধব করকে ৭-৮ খৃষ্টশতাব্দীয় বলিলেও মাধবীয় নিদানের ৭ খৃষ্ট-শতাব্দীয়ত্ব অনুমান করাই সঙ্গত। যাঁহারা মাধবকে ৮, ৯ বা ১০ খৃষ্টশতাব্দীয় বলেন তাঁহাদের উক্তি সুচিন্তাপ্রসূত নহে। ভোজসভ্য কৈয়টাচার্য্য ১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয় এবং তাঁহার পিতা জেজ্জট ৯-১০ খৃষ্টশতাব্দীয়। কিন্তু রত্নপ্রভায় নিশ্চলকর লিখিয়াছেন—'জেজ্জটস্তু দ্বিগুণমিচ্ছতি, তদনুযায়ী যোগব্যাখ্যায়াং মাধবকরঃ'। ইহাতে কালের ক্রমবিপর্য্যয় হইয়াছে। সুতরাং বলা উচিত ছিল—'যোগব্যাখ্যায়াং মাধবকরস্তু দ্বিগুণমিচ্ছতি, তদনুযায়ী চ জেজ্জটঃ।'

মাধব-নিদান মাধবকরের কীর্ত্তিস্তম্ভ। উক্তি আছে—'নিদানে মাধবঃ শ্রেষ্ঠঃ সূত্রস্থানে তু বাগ্‌ভটঃ। শারীরে সুশ্রুতঃ প্রোক্ত শ্চরকস্তু চিকিৎসিতে॥' অর্থাৎ—Madhaba is unrivalled in Aetiology (কারণ বিজ্ঞান) and diagnosis (লক্ষণ দৃষ্টে রোগ-নির্ণয়), Vagbhata in principles and practice of medicine, Sushruta in surgery and Charaka in therapeutics. রোগবিনিশ্চয় মাধবনিদানের নামান্তর। প্রাচীন অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের 'রোগবিনিশ্চয়' বলিয়া নামতঃ কোনও অঙ্গ নাই। আয়ুর্ব্বেদের দশাঙ্গ কল্পনাপূর্ব্বক ২ খৃষ্টশতাব্দীয় প্রথম বাগ্‌ভট রুগ্‌বিনিশ্চয়কে তাহারই একটী অঙ্গবিশেষ বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ প্রথমবাগ্‌ভটের ইঙ্গিতানুসারে মাধবের রোগবিনিশ্চয় প্রণীত হইয়াছে। ইহার উপর নানা ব্যাখ্যাগ্রন্থ দৃষ্ট হয়—মৈত্রেয় রক্ষিতের টীকা, গণেশভিষকের সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা বা চন্দ্রিকা, বৈদ্যবাচস্পতির আতঙ্কদর্পণ, বিজয়রক্ষিত-শ্রীকণ্ঠের মধু-কোষ, ভবানীসহায়ের রুগ্‌বিনিশ্চয় টীকা ইত্যাদি। মাধবনিদান নিদানসংগ্রহ এবং সংক্ষেপে নিদান বলিয়াও প্রসিদ্ধ।

বৈদ্যশাস্ত্রে মাধব করের অন্যান্য গ্রন্থ—প্রশ্নসহস্রবিধান বা সুশ্রুত-শ্লোকবার্ত্তিক, আয়ুর্ব্বেদরসশাস্ত্র, সটীক কূটমুদ্গর, পর্য্যায়রত্নমালা,

বা রত্নমালা, যোগব্যাখ্যা, আয়ুর্ব্বেদপ্রকাশ, ইত্যাদি। পর্য্যায় রত্নমালায় ১২০০ শ্লোক আছে এবং উহাতে নানা পর্য্যায়শব্দ একত্র সংগৃহীত হইয়াছে।

মাধবনিদানে অষ্টাঙ্গহৃদয় সংহিতার নানা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় বাগ্‌ভট-নাম দ্রষ্টব্য। রসকৌমুদী মাধবকরপ্রণীত নহে। মাধবীয় আয়ুর্ব্বেদপ্রকাশের পর অন্যান্য আয়ুর্ব্বেদপ্রকাশ প্রণীত হইয়াছে, যেমন—বামনভট্টবাণকৃত আয়ুর্ব্বেদপ্রকাশ ইত্যাদি।

মাধবদাস কবিচন্দ্র—কবিচন্দ্র দ্রষ্টব্য।

মাধব বা মাধবদেব—১৪ খৃষ্টশতাব্দীতে রসকৌমুদী, রত্নাবলী, ভাবস্বভাব এবং সম্ভবতঃ দ্রব্য-রত্নমালা নামক বৈদ্যকগ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করেন। রত্নাবলী দ্রব্যাভিধানকোষ-বিশেষ।

মাধব ব্রহ্মবাদী বা শ্রীমাধব ব্রহ্মবাদী—সুশ্রুতের টিপ্পণকার এবং ১১ খৃষ্টশতাব্দীয়। নিবন্ধসংগ্রহের প্রারম্ভে এই নাম দৃষ্ট হয়; কিন্তু গ্রন্থমধ্যে পুনঃ পুনঃ শ্রীব্রহ্মদেব বা ব্রহ্মদেব নাম পাওয়া যায় (২০৪, ৪৯২, ৬১১, ৮৩৯ প্রভৃতি পৃষ্ঠা)। ইহাতে মনে হয়, এ দুইটি নাম মাধবব্রহ্মবাদীর উদ্দেশেই প্রযুক্ত। ইহা ব্যতীত শ্রীব্রহ্মবাদী বলিয়া একটী নাম পাওয়া যায়। ইনি নিশ্চয়ই শ্রীমাধব ব্রহ্মবাদী।

মাধব ভিষক্ বা মাধব সেন—'মুগ্ধবোধা' এবং 'জ্বরাদিরোগ-চিকিৎসা' নামক বৈদ্যকগ্রন্থকার এবং ১৪ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইনি মাধব কবিরাজ বলিয়াও প্রসিদ্ধ। শিবদেব ইঁহার পুত্র। ইনি হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রাজর্ষি মহেন্দ্রের আশ্রয়ে থাকিয়া একখানি প্রশস্তি রচনা করেন। তাহাতে লিখিত আছে—'কবীন্দ্রশিবদেবেন ভিষগ্‌মাধব-সূনুনা...' ইত্যাদি। ইহা ১৩৭৫ খৃষ্টাব্দে রচিত (বৃহদ্বঙ্গ-২৭৯ পৃঃ)।

মাধবাচার্য্য—সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ প্রণয়ন করেন। ইহাতে রসেশ্বর-দর্শন বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইনি সায়ণাচার্য্যের পুত্র এবং

বিদ্যারণ্যমুনির ভ্রাতুষ্পুত্র। গ্রন্থকার ১৪ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইহাতে অনেক গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারদের নাম পাওয়া যায়, যেমন—

(১) রসার্ণব। ইহা তন্ত্রবিশেষ। কারণ ইহাতে স্মৃত হইয়াছে—'পারদো গদিতো যস্মাৎ পরার্থং সাধকোত্তমৈঃ। সুপ্তোঽয়ং (when in sleep) মৎসমো দেবি মম প্রত্যঙ্গসম্ভবঃ॥ মম দেহরসো যস্মাদ্ রস স্তেনায়মুচ্যতে॥' কেহ কেহ বলেন, ইহা শালিহোত্র রাজর্ষি প্রণীত, কিন্তু প্রমাণ পাওয়া যায় না। Dr. P. C. Roy ইহার প্রণয়নকাল ১২ খৃস্টশতাব্দী বলিয়া মনে করেন (History of Hindu Chemistry Vol. II, p Liii); কিন্তু যুক্তির দ্বারা ইহা প্রতিপাদিত নহে। (২) গোবিন্দ ভগবৎপাদাচার্য্য। ইহার বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। (৩) রসহৃদয় গোবিন্দভগবৎ কৃত। (৪) রসেশ্বরসিদ্ধান্ত। ইহা তন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ, বস্তুতঃ কিন্তু অচ্যুত গোণিকাপুত্র ও সোমদেব কর্ত্তৃক প্রণীত। উক্ত নামদ্বয় দ্রষ্টব্য। পারদসম্বন্ধে তন্ত্রের ধারায় ইহাতে ঈশ্বরীর প্রতি ঈশ্বরের উক্তি আছে—'মূর্চ্ছিতো (swooned) হরতি ব্যাধীন্ মৃতো (dead) জীবয়তি স্বয়ম্। বদ্ধং (bound) খেচরতাং কুর্য্যাদ্ রসো বায়ুশ্চ ভৈরবি॥ নানা বর্ণো ভবেৎ সূতো (quick silver) বিহায় ঘনচাপলম্ (excessive volatility)। লক্ষণং দৃশ্যতে যস্য মূর্চ্ছিতং তং বদন্তি হি। আর্দ্রত্বং চ ঘনত্বং চ (wetness and thickness) তেজো গৌরবচাপলম্ (brightness, heaviness and mobility)। যস্যৈতানি ন দৃশ্যন্তে তং বিদ্যান্ মৃতসূতকম্ (dead quick-silver)॥ অক্ষতশ্চ (continuous) লঘুদ্রাবী (fluent) তেজস্বী (luminous) নির্ম্মলো (pure) গুরুঃ (heavy)। স্ফোটনং পুনরাবৃত্তৌ (parting asunder under friction) বদ্ধসূতস্য লক্ষণম্ (character of bound quicksilver)॥' (৫) সর্ব্বজ্ঞরামেশ্বর। ইনি রত্নরামের গুরু রামেশ্বর ভট্টারক এবং

১১ খৃষ্টশতাব্দীয়। (৬) বিষ্ণুস্বামী। ইনি গর্ভশ্রীকান্তের গুরু। (৭) গর্ভশ্রীকান্ত মিশ্র। ইত্যাদি।

মারীচ—ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, তৎপুত্র মারীচকশ্যপ। ইনি বৃদ্ধজীবকের গুরু। ইঁহার উপদেশই বৃদ্ধজীবকীয়তন্ত্র বা কৌমার-ভৃত্য বা কাশ্যপসংহিতা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

মারীচি—চরকীয় সূত্রস্থানের ২২ অধ্যায়োক্ত মুনি।

মার্কণ্ডেয় কবীন্দ্র—নাড়ী-পরীক্ষা প্রণেতা। কবীন্দ্র গ্রন্থকারের উপাধি।

মার্কণ্ডেয় মুনি—নাড়ীপরীক্ষা-প্রণেতা। চরকোক্ত হিমবৎ-সভায় ইনি উপস্থিত ছিলেন। ইঁহার মার্কণ্ডেয়পুরাণ সুপ্রসিদ্ধ।

মাহুক—প্রাকৃত ভাষায় 'হরমেখলা' নামক বৈদ্যকগ্রন্থ প্রণেতা এবং ৯-১০ খৃষ্টশতাব্দীয়। চক্রদত্ত মাহুকের নাম করিয়াছেন।

মিথি—রাজর্ষি জনকের নামান্তর। রামায়ণ ১।৭১।৪ দ্রষ্টব্য।

মিথিল—রাজর্ষি জনকের নামান্তর। ভাগবত ৯।১৩।১৩-১৪ দ্রষ্টব্য।

মিল্হণ—দিল্লীতে ১২২৪ খৃষ্টাব্দে চিকিৎসামৃত প্রণয়ন করেন।

মৃগাঙ্ক দত্ত—সর্ব্বাঙ্গসুন্দরপ্রণেতা অরুণ দত্তের পিতা।

মেঘভট্ট—দ্বিতীয় শার্ঙ্গধরকৃত বৈদ্যবল্লভ বা জ্বরত্রিশতীর উপর ত্রিশতীটীকা প্রণেতা এবং ১৫-১৬ খৃষ্টশতাব্দীয়।

মেদতুঙ্গসূরি—(জৈন)—১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরে 'রসায়ন-প্রকরণ' প্রণয়ন করেন।

মেদিনীকর—১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় নানার্থশব্দকোষ বা মেদিনী-কোষ প্রণেতা। নিশ্চলকর এই গ্রন্থের নাম করিয়াছেন।

মেধাতিথি—অথর্ব্ববেদের সৌমনস্যবিষয়ক সপ্তমকাণ্ডের ১৫ প্রভৃতি সূক্তীয় মন্ত্রদ্রষ্টা।

মেরুতুঙ্গ—প্রাচীন জয়দেব-কৃত ঈষৎতন্ত্রের উপর 'রসাধ্যায়'-টীকা (Keith H. S. L. p. 512) এবং অঞ্জনাচার্য্যকৃত

কঙ্কালাধ্যায়ের উপর 'কঙ্কালাধ্যায়বার্ত্তিক' প্রণয়ন করেন। কঙ্কালাধ্যায়বার্ত্তিকের উপর জিনপ্রভসূরির টীকা আছে। সাহিত্যে মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধচিন্তামণি একখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহা ১৩০৬ খৃষ্টাব্দে প্রণীত হয়। মেরুতুঙ্গ ১৩-১৪ খৃষ্টশতাব্দীয় এবং জিনপ্রভ ১৪ খৃষ্টশতাব্দীয়।

মৈত্রেয়—একজন সুপ্রাচীন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য। ইনি আত্রেয় পুনর্ব্বসুর সামসময়িক। কাশ্যপসংহিতায় ইঁহার নাম আছে।

মৈত্রেয় বা মৈত্রেয় রক্ষিত বা রক্ষিত—ইঁহার সম্পূর্ণ নাম মৈত্রেয়শ্রীরক্ষিত। ইনি মাধবনিদানের ব্যাখ্যাকার এবং মৈত্রেয়-সংহিতাকার। মধুকোষের প্রারম্ভেই ইঁহার নাম আছে। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দীয় কবীন্দ্রসূচিতে মৈত্রেয়সংহিতা উল্লিখিত হইয়াছে। পাণিনি-সম্প্রদায়ে ইঁহার তন্ত্রপ্রদীপ এবং ধাতুপ্রদীপ খুব প্রামাণিক গ্রন্থ। অনুন্যাস এবং শশিলেখা প্রণেতা ইন্দুপণ্ডিত ইঁহার পূর্ব্বাচার্য্য বা বর্ষীয়ান্ সামসময়িক। ইন্দুনাম দ্রষ্টব্য। মৈত্রেয় ১১-১২ খৃষ্ট-শতাব্দীয়। কেহ কেহ বলেন, ১০৭৫ খৃষ্টাব্দে জন্মলাভ করিয়া ১১২৫ খৃষ্টাব্দে ইনি দেহমুক্ত হন।

মৈত্রেয় বৌদ্ধপণ্ডিত। কুলপঞ্জীমতে ইনি মধ্যগ্রামে থাকিতেন। কোন কোন গ্রন্থের পুষ্পিকায় 'মৈত্রেয়শ্রীরক্ষিত' নাম লিখিত আছে। নামার্থ, বোধ হয়, মৈত্রেয়ের অর্থাৎ বুদ্ধের শ্রী আছে যাঁহাতে তিনি মৈত্রেয়শ্রী। ইহাই পিতৃদত্ত নাম। রক্ষিত ইঁহার উপাধি। সুতরাং সংক্ষেপে ইনি মৈত্রেয় রক্ষিত বলিয়া কথিত হইয়াছেন। শ্রীশব্দান্ত নানা নাম পাওয়া যায়, যেমন—জ্ঞানশ্রী, রত্নশ্রী, সুগতশ্রী ইত্যাদি। এখনও দেখা যায়, প্রতাপশ্রী ঘোষ বা ভূপেন্দ্রশ্রী ঘোষ প্রতাপঘোষ ও ভূপেন্দ্র ঘোষ বলিয়া পরিচিত।

মৈমতায়নি—একজন প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মুনি। ইনি চরকোক্ত হিমবৎসভায় উপস্থিত ছিলেন। সৌবীর গোত্রীয় মিমত-

শব্দের উত্তর যুবাপত্যার্থে ফিঞ্‌ প্রত্যয় দ্বারা মৈমতায়নি পদ হয় (পাঃ ৫।১।১৫০)।

মোরেশ্বর কুন্তে—Bombay Medical College এর Principal. ইনি বাগ্‌ভটের ২ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীয়ত্ব মনে করেন। A short History of Aryan Medical Science নামক গ্রন্থে Sir Bhagavat Singhjee M.D. মহোদয় কর্তৃক ইহা সমর্থিত (p. 34).

মোরেশ্বর ভট্ট—বৈদ্যামৃত প্রণেতা। ইনি দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের লোক এবং সম্ভবতঃ আমেদনগরে থাকিতেন। ইনি ভট্টমাণিকের পুত্র এবং ১৬-১৭ খৃষ্টশতাব্দীয়। ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যামৃত প্রণীত হয়।

মৌদ্‌গল্য—চরকের 'ভদ্রকাপীয়' নামক অধ্যায়ে ইনি পূর্ণাক্ষ (the full-eyed) মৌদ্‌গল্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। 'পূর্ণাক্ষ' বিশেষণের অভিপ্রায় এই যে, সকল তত্ত্বই তাঁহার দৃষ্টিপথে ভাসমান থাকিত।

যক্ষ—অনায়াস যক্ষ বা পূর্ব্বযক্ষ। অনায়াসযক্ষের নাম কাশ্যপসংহিতায় পাওয়া যায়। পূর্ব্বযক্ষ মাণিভদ্রের পিতা।

যজন—দেবীপুরাণীর ১১০ অধ্যায়ে ইনি আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যদের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন।

যম—একজন বৈদিক ঋষি। ইনি অথর্ব্ববেদের সৌমনস্য বিষয়ক সপ্তম কাণ্ডস্থ ২৩, ৬৪, ১০০-১০১ মন্ত্রের এবং অন্যান্য মন্ত্রের দ্রষ্টা।

যম—বিবস্বানের ঔরসে এবং সরণ্যুর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন (ঋগ্বেদ ১০।১৭।২)। বিবস্বানের ঔরসে এবং সংজ্ঞার গর্ভে মনু ও বড়বারূপিণী ত্বাষ্ট্রীর গর্ভে অশ্বিদ্বয় উৎপন্ন হন। সুতরাং মনু যম এবং অশ্বিদ্বয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। বিবস্বান্‌ অর্থাৎ ভাস্কর। ব্রহ্ম-

বৈবর্ত্তীয় ১৬ অধ্যায় মতে যম ভাস্করশিষ্য এবং জ্ঞানার্ণব তন্ত্র-প্রণেতা। পুরাণান্তর হইতে জানা যায় যে, বৈদ্যাগমে মনুর ঔদাসীন্য-হেতু তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণ পিতার নিকট আয়ুর্ব্বেদাগম অধ্যয়নপূর্ব্বক স্ব স্ব তন্ত্র প্রণয়ন করেন। মহাভারতে যমকে ভাস্করি বলা হইয়াছে (শান্তিপর্ব্বস্থ রাজধর্ম্মপর্ব্ব ৪৭।১২)।

নিরুক্তভাষ্যকার দেবরাজ যজ্বা দানার্থ দা ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে অচ্ করিয়া যম শব্দ সাধন করিয়াছেন। কারণ যাস্কের মতে যিনি জীবকে কর্ম্মানুসারে স্থান প্রদান করেন তিনিই যম।

যম নানা নামে অভিহিত, যেমন—পিতৃপতি, কৃতান্ত, শমন, কাল, অন্তক, ধর্ম্মরাজ, ঔড়ুম্বর, ইত্যাদি। স্মৃতির উপদেশানুসারে যমের ১৪টী নামে তর্পণ করা হয়।

যশোধন—একজন রসসিদ্ধ রাজা এবং 'যশোধনসিদ্ধান্ত' প্রণেতা। রসরত্নসমুচ্চয়ে ইঁহার নাম আছে। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দীয় কবীন্দ্রাচার্য্যসূচীতে যশোধনসিদ্ধান্তের উল্লেখ আছে।

যশোধর—জগদ্ধর ভট্টের পুত্র, রাজা বিশালদেবের সভাপণ্ডিত, এবং কামসূত্রের টীকাকার। এই টীকার নাম 'জয়মঙ্গলা'। বিশালদেব ১২৪৩ হইতে ১২৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সুতরাং যশোধর ১৩ খৃষ্টশতাব্দীয়। টীকাকারের সম্পূর্ণ নাম—যশোধর ইন্দ্রপদ (History of Sanskrit Literarture by Aksshoya kumari Devi p. 136)।

যশোধর—পদ্মনাভের পুত্র এবং ১৩ হইতে ১৬ খৃষ্টশতাব্দীর মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। কাঠিয়াবাড় সুরাটের অন্তর্গত জীর্ণ-দুর্গ নগরে অর্থাৎ বর্ত্তমান জুনাগড়ে থাকিয়া ইনি ১২৬০ মতান্তরে ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে 'রসপ্রকাশসুধাকর' বা 'রসপ্রকাশসুধা' নামক বৈদ্যকগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে নানা বিষয় আচরিত হইয়াছে, যেমন—কর্পূররস (camphor of mercury i.e. calomel), উদয়ভাস্কর,

ধাতুকৌতুক (The peculiar phenomena of metals), রসক (calamine), সৌরাষ্ট্রী বা তুবরী (alum-earth), মহাপুট (the great pit), গজপুট (the elephant pit), কুক্কুটপুট (cock-pit), কপোতপুট (pigeon pit), বালুকাপুট (sand-pit), ইত্যাদি।

রসপ্রকাশসুধাকরে রসরত্নসমুচ্চয়প্রতিসংস্কৃৎ সোমদেবের নাম আছে এবং রসরত্নসমুচ্চয়ে সোমদেব রসপ্রকাশসুধাকরের রসক-সম্বন্ধীয় শ্লোকসমূহ লইয়াছেন। তাহাতে মনে হয়, ইঁহারা পরস্পর পরিচিত ছিলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য যোগী—আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য এবং রসসিদ্ধ পুরুষ। বীজপারদীয় ঘৃত ইঁহার নামে প্রচলিত। বঙ্গসেন ইঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন (৪১৪ পৃঃ)।

যাদব প্রকাশ—১১ খৃষ্ট শতাব্দীতে 'বৈজয়ন্তী' কোষ প্রণয়ন করেন। ইনি রামানুজাচার্য্যের গুরু। গ্রন্থকার ১০-১১ খৃষ্ট-শতাব্দীয় এবং কাঞ্চীনগরবাসী।

যোগীন্দ্র নাথ সেন—কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ৺দ্বারকানাথ সেনের পুত্র এবং গঙ্গাধর কবিরাজের প্রশিষ্য। ইনি ১৯২০ খৃষ্টাব্দে উপস্কার বা চরকোপস্কার নামে চরকটীকা করেন। 'বৈদ্যরত্ন' ইঁহার উপাধি।

রক্ষিত—মৈত্রেয়রক্ষিত বা বিজয় রক্ষিত।

রঘুদেব বৈদ্য—'পথ্যাপথ্য' নামক বৈদ্যকগ্রন্থ করেন।

রঘুনাথপ্রসাদ—অনুপানতরঙ্গিণী প্রণয়ন করেন।

রঘুনাথ সূরি—বৈদ্যকল্পদ্রুম এবং সারসংগ্রহ নামক বৈদ্যকগ্রন্থ, 'ভোজনকুতূহল' নামক সূদশাস্ত্রীয় গ্রন্থ এবং প্রথম লোলিম্বরাজকৃত বৈদ্যবিলাসের উপর বৈদ্যবিলাসটীকা প্রণয়ন করেন। রঘুনাথ ১৬ খৃষ্টশতাব্দীয় এবং অনন্তদেবের শিষ্য। অনন্তযজ্ঞেশ্বরশাস্ত্রি-কর্ত্তৃক 'ভোজন-কুতূহল' মুদ্রিত হইয়াছে।

রত্নঘোষ—একজন বিখ্যাত রসসিদ্ধ আচার্য্য। 'রত্নঘোষ-সিদ্ধান্ত' ইঁহার গ্রন্থ। প্রমাদবশতঃ কোন কোন গ্রন্থে 'রত্নকোষ' লেখা আছে। রত্নকোষ পৃথ্বীধরপ্রণীত। পৃথ্বীধরকে অনেকে অমরসিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী বলেন। পৃথ্বীধর কিন্তু ১২ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইঁনি মৃচ্ছকটিকার টীকাকৃৎ।

রত্নপাণি—'নাড়ীপরীক্ষাদি-চিকিৎসাকথন' নামক বৈদ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

রমানাথ বৈদ্য—কাশীনাথ কৃত অজীর্ণমঞ্জরীর টীকা এবং শালি-নাথকৃত রসমঞ্জরীর টীকা প্রণয়ন করেন। ইনি ১৭-১৮ খৃষ্ট-শতাব্দীয় হইতে পারেন।

রন্তরাম—রত্নপ্রভায় নিশ্চলোক্ত বৈদ্য এবং সম্ভবতঃ ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইনি দেন্তকের ও সর্ব্বজ্ঞ রামেশ্বরের শিষ্য।

রবিগুপ্ত—সর্ব্বজ্ঞমিত্রের প্রিয়শিষ্য এবং রবিগুপ্তভদন্ত বলিয়াও প্রসিদ্ধ। ইনি একজন বৌদ্ধ বৈদ্য। বসন্তসেনীয় শিলা-লিপি হইতে ইঁহার সর্ব্বদণ্ডনায়কত্ব এবং ৮ খৃষ্টশতাব্দীয়ত্ব উপপন্ন হইয়া থাকে। জয়ন্তভট্ট নবম খৃষ্টশতাব্দীয় ন্যায়মঞ্জরীতে নামগ্রহণ-পূর্ব্বক ইঁহার মতোদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীকণ্ঠদত্ত ইঁহার নাম ও বচন উঠাইয়াছেন।

রবিগুপ্ত 'সিদ্ধসার' নামক বৈদ্যগ্রন্থ, 'লোকসংব্যবহারনামকাঙ্ক' নামে একখানি ক্ষুদ্র অলংকারগ্রন্থ এবং 'চন্দ্রপ্রভাবিজয়' নামে একখানি কাব্য প্রণয়ন করেন। চক্রপাণি চন্দ্রট ও নিশ্চল ইঁহার নাম করিয়াছেন। চন্দ্রপ্রভাবিজয়ের অনেক শ্লোক শার্ঙ্গধর-পদ্ধতিতে উদ্ধৃত হইয়াছে। রত্নপ্রভায় নিশ্চল রবিগুপ্তের অনেক প্রমাণ লইয়াছেন।

রসবাগ্‌ভট—দ্বিতীয়বাগ্‌ভট-প্রণীত রসরত্নসমুচ্চয়। দ্বিতীয় বাগ্‌ভট এবং সোমদেব নামদ্বয় দ্রষ্টব্য।

রসাঙ্কুশ ভৈরব—রসরত্নসমুচ্চয়ে ইহার নাম আছে।

রসায়নাচার্য্য (Professor of alchemy)—আত্রেয়-গোত্রোৎপন্ন জনৈক আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য। ইনি হর্ষবর্দ্ধনের রাজবৈদ্য ছিলেন। বাণভট্টের হর্ষচরিতে ইহার নামোল্লেখ আছে। ইটসিং ইহার নিকট আয়ুর্ব্বেদ পড়িয়াছিলেন।

রসেন্দ্রতিলক যোগী—রসরত্নসমুচ্চয়ে ইহার নাম পাওয়া যায়।

রাকা—অঙ্গিরার কন্যা। ভাগবতে স্মৃত হইয়াছে—'শ্রদ্ধা ত্বঙ্গিরসঃ পত্নী চতস্রোঽসূত কন্যকাঃ। সিনীবালী কুহূরাকা চতুর্থ্যনুমতিস্তথা॥' (৪।১।২৯)। সিনীবালী কুহূ এবং অনুমতি রাকার ভগিনী। ইহারা সকলেই ভ্রূণরক্ষার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ঋগ্বেদে মন্ত্র আছে—'যা গুঙ্গূর্যা সিনীবালী যা রাকা যা সরস্বতী। ইন্দ্রানীমহ্ব ঊতয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে॥ (২।৭।১৫)। গুংগূঃ কুহূ। অহ্বে আহ্বয়ামি। স্বস্তয়ে ভ্রূণাদীনাং মঙ্গলায়'।

রাকার নিরুক্তিসম্বন্ধে পৌরাণিকেরা বলেন—'রাকান্তমনু-মগ্নস্তে দেবতাঃ পিতৃভিঃ সহ। রঞ্জনাচ্চৈব চন্দ্রস্য রাকেতি কবয়োঽব্রুবন্॥' ঋগ্বেদের মতে সম্পূর্ণচন্দ্রা পৌর্ণমাসীর দেবতাই রাকা। যাস্কের মতে ইনি দেবপত্নী। গোভিলীয গৃহ্যভাষ্যে লিখিত আছে—'অস্তমিতে সূর্য্যে পূর্ণচন্দ্রস্যোদ্গমঃ, যুগপচ্চ সূর্য্যস্যাস্তময়ঃ পূর্ণচন্দ্রস্যোদ্গমশ্চেতি দ্বয়ী রাকা ভবতি' (১।৫।১০)। সিনাবালী কুহূ অনুমতি নামত্রয় দ্রষ্টব্য।

রাঘব সেন—লোলিম্বরাজকৃত বৈদ্যবিলাসের জনৈক টীকাকার। ইনি শ্রীখণ্ডে থাকিতেন এবং সম্ভবতঃ ১৭ খৃষ্ট শতাব্দীয়।

রাজর্ষি বার্য্যোবিদ—চরকীয় সূত্রস্থানের 'যজ্জঃপুরুষীয়' নামক ২৫ অধ্যায়ে এবং 'আত্রেয়ভদ্রকাপীয়' নামক ২৬ অধ্যায়ে 'বার্য্যোবিদ'-নাম দৃষ্ট হয়। ইনি একজন প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য এবং রাজর্ষি। বৃদ্ধজীবকীয় তন্ত্রের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে—'ইতি

বার্য্যোবিদায়েদং মহীপায় মহানৃষিঃ। শশংস সর্ব্বমখিলং বালানামথ ভেষজম্॥' (৮৫ শ্লোক)। মহানৃষি—মারীচ। অতএব বার্য্যোবিদ মারীচের সমকালিক।

রাজবল্লভ—দ্রব্যাভিধানবিষয়ক 'রত্নমালা,' 'রাজবল্লভ পর্যায়মালা' এবং 'রাজবল্লভীয় দ্রব্যগুণ বা দ্রব্যেগুণরাজবল্লভ' নামক বৈদ্যগ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করেন। ১৭৬০ খৃস্টাব্দে রত্নমালা প্রণীত হয়। গ্রন্থকার ১৮ খৃষ্টশতাব্দীয়; রাজবল্লভীয় দ্রব্যগুণের উপর নারায়ণদাসের টীকা আছে।

রাধাকান্ত কবিকণ্ঠহার—কলাপসম্প্রদায়ে 'চর্করীতরহস্য' এবং বৈদ্যকশাস্ত্রে 'প্রয়োগরত্নাকর' প্রণয়ন করেন। 'কবিকণ্ঠহার' দ্রষ্টব্য।

রাধামাধব—'রত্নাবলী' নামক বৈদ্যকগ্রন্থকার।

রামকৃষ্ণ ভট্ট—'রসেন্দ্রকল্পদ্রুম' এবং তদুপরি 'বৈদ্যরত্নাকর' নামক টীকা প্রণয়ন করেন। রসেন্দ্রকল্পদ্রুমে জয়দেবকৃত ১৪ খৃস্টশতাব্দীয় রসামৃতের উল্লেখ আছে। রামকৃষ্ণ সম্ভবতঃ ১৫ খৃষ্টশতাব্দীয়। বোধ হয়, শৃঙ্গাররসোদয় প্রণেতা রামকবি ইঁহার পুত্র।

রামকৃষ্ণ বৈদ্যরাজ—'কনকসিংহপ্রকাশ' এবং 'কনকসিংহবিলাস' নামক বৈদ্যগ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করেন। চিদম্বরের রাজা কনকসিংহ ১৬ খৃষ্টশতাব্দীতে কৃষ্ণদেবকর্ত্তৃক পরাজিত হন। ইনি কনকের সভাপণ্ডিত ছিলেন। রামকৃষ্ণ ১৬ খৃষ্টশতাব্দীয়।

রামচন্দ্র বা শ্রীরামচন্দ্র—ঋষ্যশৃঙ্গপ্রোক্ত 'বেদান্তসংগ্রহ' নামক রসতন্ত্র উপজীব্য করিয়া সিদ্ধাশ্রমে মুনিদের নিকট যাহা যাহা বলেন তাহাই দাশরথীয়তন্ত্র-নামে প্রসিদ্ধ হয়। কালনাথ পরশুরামের স্বর্ণতন্ত্র বা সুবর্ণতন্ত্র প্রাপ্ত হন। ইঁহার নিকট রামচন্দ্র রসবিদ্যা শিক্ষা করেন। রামরাজীয় গ্রন্থে লিখিত আছে যে, রামচন্দ্র স্বর্ণসীতা করিবার জন্য নিজে স্বর্ণ প্রস্তুত করেন—'নিজকৃতসুবর্ণরচিতপত্নীবিগ্রহঃ'। আমরা বলি, সুবর্ণ নিজকৃত নহে, বিগ্রহই নিজকৃত।

রামচন্দ্র—১৭৩০ খৃস্টাব্দে 'বৈদ্যকসার' প্রণয়ন করেন। ইনি ১৭-১৮ খৃষ্টশতাব্দীয়। রামচন্দ্র বৈদ্যচিন্তামণিও প্রণয়ন করেন।

রামচন্দ্রদাস গুহ (বৈদ্যশিরোমণি)—রসচিন্তামণি বা রসেন্দ্রচিন্তামণি, রসরত্নাকর এবং রসপারিজাত নামক রসসম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইনি জনার্দ্দনদাসের পুত্র। রসেন্দ্রচিন্তামণি গোপালকৃষ্ণভট্টকৃত রসেন্দ্রসারসংগ্রহের অধমর্ণ। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দীয় কবীন্দ্রাচার্য্যসূচীতে রসেন্দ্রচিন্তামণির উল্লেখ আছে। রামচন্দ্র সম্ভবতঃ ১৬ খৃস্টশতাব্দীয়। ১৮ খৃস্টশতাব্দীয় মীর্‌জাফারের বৈদ্য রামসেন কবীন্দ্রমণি রসেন্দ্রচিন্তামণির টীকাকার। তাঁহার পূর্ব্বে আরও তিনখানি টীকা হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। রসেন্দ্রচিন্তামণি বঙ্গীয় বৈদ্যদের নিকট বিশেষ আদৃত। সাহিত্যে রামচন্দ্রের 'রাধা-বিনোদ' কাব্য সুপ্রসিদ্ধ।

রামচন্দ্র শাস্ত্রি কিঞ্জবড়েকর—অষ্টাঙ্গসংগ্রহের টিপ্পণকার এবং প্রকাশক। গ্রন্থ পুণ্যপত্তনে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। রামচন্দ্র ১৯-২০ খৃষ্টশতাব্দীয়।

রামদাস—মহীধরের পিতা এবং কল্যাণভট্টের পিতামহ। ইনি সম্ভবতঃ ৭-৮ খৃষ্টশতাব্দীয়।

রামদেব—ধান্বন্তর সুশ্রুতের টীকাকার। রত্নপ্রভায় নিশ্চলকর ইঁহার নাম করিয়াছেন।

রামনাথ গণক—১৫ খৃষ্টশতাব্দীয় রামকৃষ্ণভট্টপ্রণীত রসেন্দ্র-কল্পদ্রুমের টীকা লিখিয়াছেন। গ্রন্থকার বোধ হয় রামনাথ বৈদ্য এবং ১৬ খৃষ্টশতাব্দীয়।

রামনাথ বৈদ্য—অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা টীকা, রুগ্‌বিনিশ্চয় টীকা, বৈদ্যবিনোদ, এবং বৈদ্যমন-উৎসব নামক বৈদ্যকগ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থকার ১৬ খৃষ্টশতাব্দীয়। মনে হয়, ইনিই রামনাথ গণক।

রামপ্রসাদ রাজবৈদ্য—আরোগ্যামৃতবিন্দু বা শীতলাপরিহার প্রণয়ন করেন।

রামভদ্র দীক্ষিত—পতঞ্জলিচরিতপ্রণেতা এবং ১৭-১৮ খৃষ্ট-শতাব্দীয়। পতঞ্জলিচরিতে লিখিত আছে—'সূত্রাণি যোগশাস্ত্রে বৈদ্যকশাস্ত্রে চ বার্ত্তিকানি' ইত্যাদি। ইহা হইতে পতঞ্জলিকে চরকের বার্ত্তিককার বলিয়া অনুমান করা হয়। মধুকোষে ১২-১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় বিজয়রক্ষিত চরকস্থিত 'কটুম্লমুষ্ণং বিরসং চ ...' (চিকিৎ ৮২) ইত্যাদি শ্লোকটীকে বার্ত্তিক বলায় রামভদ্রের উক্তি সমর্থিত হয়। সেইজন্য লোকে পতঞ্জলিকে চরকের বার্ত্তিককার বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন।

রাম মাণিক্য সেন কবিভূষণ—১৭ খৃস্টশতাব্দীতে 'প্রয়োগ-চিন্তামণি' নামক একখানি সংগ্রহপ্রধান বৈদ্যকগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে পাচন, গুটিকা, ঘৃতযোগ, তৈলপাক এবং তান্ত্রিক মন্ত্রাদি উপদিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানি কালীপ্রসন্ন বিটসরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও অনূদিত হইয়াছে। সংগ্রহকার লিখিয়াছেন—'ন চাস্তি শাস্ত্রাধ্যয়নং চ যেষাং মনোঽর্থদারিদ্র্যকুলাবৃতানাম্। নিতান্ত-সন্তোষচয়া ভবন্তু প্রয়োগচিন্তামণিচিন্তনেন॥'

রামরাজ বা রামরায়—রত্নপালের পুত্র, মদনপালের পৌত্র, সাহারণ বা সাধারণ পালের প্রপৌত্র এবং ১৫ খৃস্টশতাব্দীয়। ইনি বিজয়নগরে রাজা সদাশিবের প্রতিনিধি হইয়া রাজত্ব করেন এবং সদাশিবের মৃত্যু হইলে নিজে রাজা হন। কাষ্ঠানগরের ১৪ খৃষ্টশতাব্দীয় রাজা মদনপালের সহিত রামরাজের কোনও সম্বন্ধ উপলব্ধ নহে। কারণ ১৪ খৃষ্টশতাব্দীয় মদনপাল রত্নপালের প্রপৌত্র, আর ১৫ খৃষ্টশতাব্দীয় রামরাজ রত্নপালের পুত্র, সুতরাং এ দুইজন কখনই এক ব্যক্তি হইতে পারেন না। ১৫৫০ খৃষ্টাব্দীয় ভাবপ্রকাশে রামরাজের নাম পাওয়া যায়। তথায় লিখিত আছে—

"সত্যোঽনুভূতো যোগীন্দ্রৈঃ ক্রমোঽয়ং লোহমারণে। কথ্যতে রামরাজেন কৌতূহলধিয়াঽধুনা॥" ইহার নাম রামরায়, কিন্তু মুসলমানগণ ইহাকে রামরাজ বলিত, সেইজন্য ইনি এই নামে অধিকতর প্রসিদ্ধ হন।

রামরাজের তিনখানি বৈদ্যকগ্রন্থ আছে—রসরত্নপ্রদীপ, রসদীপিকা এবং নাড়ীপরীক্ষা। রসরত্নপ্রদীপে লিখিত আছে—"সাধারণক্ষিতিপতেঃ স্ফুনিয়োগযোগাৎ সংপ্রাপ্য সেবকপটং খলু রামরাজঃ"। এ সাধারণপাল রামরাজের জ্যেষ্ঠভ্রাতা, প্রপিতামহ নহেন।

রামসেন কবীন্দ্রমণি—রামচন্দ্রগুহকৃত রসেন্দ্রচিন্তামণির উপর 'অর্থবোধিকা' এবং গোপালকৃষ্ণ ভট্টকৃত রসেন্দ্রসারসংগ্রহের উপর রসেন্দ্রসারসংগ্রহ টীকা প্রণয়ন করেন। কবীন্দ্রমণি মীরজাফারের সময়ে রাজবৈদ্য ছিলেন। রসেন্দ্রচিন্তামণি একখানি জনপ্রিয় গ্রন্থ বলিয়া রামসেনের পূর্ব্বে উহার উপর তিন খানি টীকা প্রণীত হইয়াছিল। ইনি ১৮ খৃষ্টশতাব্দীয়।

রামেশ্বর ভট্ট—রাসেশ্বর ভট্ট বলিয়াও প্রসিদ্ধ। ইনি রসরাজলক্ষ্মীর টীকাকার। ইনি বিষ্ণুদেব পণ্ডিতের পুত্র এবং মহাদেব পণ্ডিতের পৌত্র। বিষ্ণুদেব ১৪ খৃষ্টশতাব্দীয় বুক্কদেবের রাজবৈদ্য ছিলেন। রামেশ্বর ১৪ খৃস্টশতাব্দীয় বা ১৪-১৫ খৃষ্টশতাব্দীয়।

রামেশ্বর ভট্টারক বা সর্ব্বজ্ঞ রামেশ্বর—যোগশাস্ত্রে 'বিবেকমার্ত্তণ্ড' এবং রসেশ্বরদর্শনে 'আয়ুর্ব্বেদসিদ্ধান্তসংবোধিনী' প্রণয়ন করেন। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহস্থিত রসেশ্বরদর্শনে মাধবাচার্য্য ইহাকে একজন রসবিষয়ক প্রমাণপুরুষ বলিয়াছেন (২০৫ পৃঃ)। ইনি সর্ব্বজ্ঞ রামেশ্বর বলিয়াও প্রসিদ্ধ। সম্ভবতঃ ইনি আগ্রার লোক এবং অগ্নিবেশকৃত অঞ্জননিদানের প্রতিসংস্কর্ত্তা। ইহার শিষ্য রত্নরাম লিখিয়াছেন—'সর্ব্বজ্ঞমাদিতো নত্বা দক্ষিণাপথজন্মনঃ।

দেন্তকস্য মতং বীক্ষ্য গন্ধতৈলং নিবধ্যতে ॥' রত্নপ্রভায় নিশ্চলকর বস্তুরামের নাম করিয়াছেন। রস্তুরাম ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয়। সুতরাং সর্ব্বজ্ঞকে ১১ খৃষ্টশতাব্দীয় বলা যায়। 'দেন্তক' নামও দ্রষ্টব্য।

রামেশ্বর শর্ম্মা—'শব্দমালা'নামক কোষ প্রণয়ন করেন। ইহা অমরকোষের পরিশিস্টস্বরূপ। গ্রন্থকার ঘাঁটালের নিকটবর্ত্তী যদুপুর গ্রামে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভাষায় শিবায়ন ও শিবকীর্ত্তন প্রণয়ন করেন। ইনি একজন বঙ্গীয় কবি।

রায়সিংহোৎসব—বৈদ্যসারসংগ্রহ প্রণয়ন করেন।

রাবণ বা লঙ্কেশ বা লঙ্কানাথ—কুমারতন্ত্র, লঙ্কেশসিদ্ধান্ত, রাবণীয়নিবন্ধসংগ্রহ এবং রাবণীচিকিৎসাদি প্রণয়ন করেন। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দীয় কবীন্দ্রাচার্য্যসূচীতে লঙ্কেশসিদ্ধান্তের উল্লেখও পাওয়া যায়। রসরত্নসমুচ্চয়ের প্রথমেই 'লঙ্কেশ' নাম আছে। রাবণীচিকিৎসা বলিলে পাঁচখানি বৈদ্যকগ্রন্থ বুঝায়—অর্কপ্রকাশ বা অর্কচিকিৎসা, বালচিকিৎসা, দশপটলাত্মক উড্ডীশতন্ত্র, কুমারতন্ত্র এবং নাড়ীপরীক্ষা। অর্কপ্রকাশ বা অর্কচিকিৎসা রাবণের নামে আরোপিত হইলেও ইহা একখানি আধুনিক গ্রন্থ। কারণ ইহাতে নামতঃ ফিরঙ্গরোগসম্বন্ধীয় চিকিৎসা লিখিত আছে। প্রাচীন গ্রন্থে উপদংশ রোগের উল্লেখ থাকিলেও ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে পোর্টুগীজ্‌গণ ভারতে আসিলে তাঁহাদের রোগ লক্ষ্য করিয়া ফিরঙ্গরোগ বলা হইত। প্রাত্নিকমতে পারসী 'আরক্' শব্দ হইতে 'অর্ক' শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। ইহা চিন্তনীয়। কারণ প্লীহাদিরোগে অর্কলবণ নামক প্রাচীন ঔষধ আছে।

অর্কপ্রকাশের প্রারম্ভে লিখিত আছে—"দ্রব্যকল্পং পঞ্চধা স্যাৎ কল্কং চূর্ণং রস স্তথা। তৈলমর্কঃ ক্রমাজ্ জ্ঞেয়ং যথোত্তরগুণং প্রিয়ে॥" প্রিয়ে—মন্দোদরি। অর্কপ্রকাশ রাজমার্ত্তণ্ড নামেও কখনও কখন অভিহিত হয়। বালচিকিৎসায়

লিখিত আছে—'রাবণমতে বালচিকিৎসা কথ্যতে'। অতএব ইহা রাবণের স্বকৃত নহে। বস্তুতঃ গ্রন্থও খুব আধুনিক। চক্রপাণি দত্ত কুমার তন্ত্রের একটী মন্ত্র বলিয়াছেন—'ওঁ নমো রাবণায় অমুকস্য ব্যাধিং হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ হ্রীং ফট্ স্বাহা'। শিবদাসের তত্ত্বচন্দ্রিকায় লিখিত আছে—'ইদানীং প্রসিদ্ধফলং রাবণকৃতকুমারতন্ত্রমাহ······'। ত্রিমল্লভট্টের যোগতরঙ্গিণীতে, গয়দাসের ন্যায়চন্দ্রিকায় এবং জগন্নাথের যোগসংগ্রহে কুমারতন্ত্রের বচনাদি পাওয়া যায়। উড্ডীশ-তন্ত্রেও আয়ুর্ব্বেদীয় উপদেশ আছে।

নাড়ীপরীক্ষায় উক্ত হইয়াছে—"গদাক্রান্তস্য দেহস্য স্থানান্যষ্টৌ পরীক্ষয়েৎ। নাড়ীং মূত্রং মলং জিহ্বাং শব্দস্পর্শদৃগাকৃতিম্ ॥" দ্বেষ্যভাবে দেবতার উপাসনা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। সুতরাং রাবণ যে পারলৌকিক উৎকর্ষের জন্যই নারায়ণের বিরুদ্ধে শত্রুভাব অবলম্বন করেন তাহা গ্রন্থস্থ এই বচন হইতে উপপন্ন হইয়া থাকে—'রাম-নামৌষধং তত্র কারয়েৎ পারলৌকিকম্'। রাবণকৃত নাড়ীপরীক্ষা লক্ষ্য করিয়া সদ্বৈদ্যকৌস্তুভে জনার্দ্দন লিখিয়াছেন—'নার্য্যাঃ সব্যকরে পরীক্ষণবিধিঃ পুংসঃ শয়ে দক্ষিণে। লঙ্কেশাদিবিপশ্চিতাং মতমিদং লব্ধং স্বভাবাদ্ ভবেৎ ॥'

অন্যান্য শাস্ত্রেও রাবণাদিনামে নানা গ্রন্থ আরোপিত হইয়াছে, যেমন—ঋগ্‌ভাষ্য, শ্রীসূক্তভাষ্য, বৈশেষিকসূত্রভাষ্য, লঙ্কাবতারসূত্র, কালাগ্নিরুদ্রোপনিষৎ, সামবেদভাষ্য, শিবতাণ্ডবস্তোত্র, প্রাকৃত-কামধেনু ইত্যাদি। শ্রীসূক্ত ঋগ্বেদের খিলাংশ। লঙ্কেশ্বরের নামে কালাগ্নিরুদ্রোপনিষৎ প্রচলিত। প্রাকৃতকামধেনুর উপর মুগ্ধ-বোধের টীকাকার রামতর্কবাগীশ 'প্রাকৃতকল্পতরু' নামে একখানি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখিয়াছেন।

কাহারও কাহার মতে রাবণাদি নামক কোনও বিশিষ্ট পণ্ডিত ৩-৪ খৃষ্টশতাব্দীতে এই সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহা সুচিন্তিত

নহে। কারণ যে গ্রন্থে ফিরঙ্গরোগের উল্লেখ আছে তাহা কি ৩-৪ খৃষ্টশতাব্দীয় হইতে পারে? কেহ কেহ বলেন, রেওয়া-ষ্টেটে পুষ্পরাজগড় নামে একটী স্থানে 'গণ্ড' বলিয়া একটী জাতি আছে। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ রাবণ, রাবণারাধ্য প্রভৃতি শব্দের দ্বারা কুলপরিচয় দিতেন এবং ইঁহাদের মধ্য হইতেই ঐ সকল গ্রন্থ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা অসম্ভব নহে, কিন্তু প্রমাণসাপেক্ষ।

রামায়ণে 'রাবণ' নামের নিরুক্তি আছে—'যস্মাল্লোকত্রয়ং চৈতদ্ দ্রাবিতং ভয়মাগতম্। তস্মাৎ ত্বং রাবণো নাম নাম্না বীরো ভবিষ্যসি॥' রাবণ শব্দের ব্যুৎপত্তি লইয়া কেহ কেহ বলেন—'যথা বালবায়বিদূরাভ্যাং বৃত্তি স্তদ্বদিহ বিশ্রবসোঽপত্যমিতিবাক্যে বিশ্রবণ-রাবণাভ্যাং বৃত্তিঃ।' অভিপ্রায় এইরূপ—'বিদূরাদ্ঞ্যঃ' (৪।৩।৮৪) সূত্রতো যথা বৈদূর্য্যমিত্যত্র বিদূরশব্দো 'বালবায়স্থ' বাচক ইতি বালবায়শব্দ এব প্রত্যয়মুৎপাদয়তি ন তু বিদূরশব্দ স্তথা রাবণ-শব্দোঽপি বিশ্রবণশব্দস্য বাচক ইতি 'বিশ্রবস্' শব্দঃ প্রত্যয়মুৎ-পাদয়তি ন তু রাবণশব্দ এবং। ধারাধিপতি ভোজদেবের 'সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ'নামক ব্যাকরণে উক্ত হইয়াছে—'ন শ্চ বিশ্রবসো বিশ্-লোপশ্চ বা' (৪।১।৯০ = পাঃ ৪।১।১১২) ইতি বিশ্রবসোঽপত্যমিতি বৈশ্রবণো বিশ্‌লোপপক্ষে তু রাবণ ইতি।

রাবণারাধ্য—রাবণ নাম দ্রষ্টব্য।

রাবণি—রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ। কুমারতন্ত্র নামে একখানি গ্রন্থ ইঁহার নামে প্রচলিত।

রাসেশ্বর ভট্ট—রামেশ্বরভট্ট নাম দ্রষ্টব্য।

রাহু—বিপ্রচিত্তির ঔরসে এবং সিংহিকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন (অগ্নিপুরাণ)। ইনি গোপনে অমৃত গ্রহণপূর্ব্বক নিজে পান করিতেছিলেন, এমন সময়ে সূর্য্য এবং চন্দ্র বিষ্ণুকে সংবাদ দিলে তিনি সুদর্শন দ্বারা তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করেন। তখন ছিন্নমুণ্ডের

বদন হইতে সুধা নির্গত হইয়া ধরায় রসোনরূপে উৎপন্ন হয়। রাহুর মুখভ্রষ্ট বলিয়া রসোনের পর্য্যায় হইয়াছে—রাহুচ্ছিষ্ট এবং রাহুৎসৃষ্ট। অসুরোচ্ছিষ্ট বলিয়া মনু ইহাকে দ্বিজাতির অভক্ষ্য বলিয়াছেন (৫।৫)। কিন্তু রোগে বিধিনিষেধের দৌর্ব্বল্যহেতু এবং রসোনের গুণাতিশয্যহেতু আয়ুর্ব্বেদে উহা পরিত্যক্ত নহে। ব্রাহ্মণগণও গোরুকে রসোনকাণ্ড খাওয়াইয়া তল্লব্ধ দুগ্ধাদিসেবন-পূর্ব্বক নিরাময় হইয়া থাকেন। অতএব রাহুর জন্যই সকলে রসোন পাইয়াছেন। মধুরাম্ললবণকটুকতিক্তকষায় নামক ষড্‌রসের মধ্যে ইহা পঞ্চরসাত্মক হইলেও একটি রসে বঞ্চিত বলিয়া ইহার 'রসোন' নাম হইয়াছে—'রসেনৈকেনোন ইতি রসোনঃ'। রসোন-কল্পে ভগবান্‌ কাশীরাজ দিবোদাস ধন্বন্তরি তাঁহার প্রিয়শিষ্য সুশ্রুতকে বলিয়াছিলেন—

'পুরাঽমৃতং প্রমথিতমসুরেন্দ্রঃ স্বয়ং পপৌ।
তস্য চিচ্ছেদ ভগবানুত্তমাংশং জনার্দ্দনঃ॥
কণ্ঠনাড়ীসমাসন্না বিচ্ছিন্নে তস্য মূর্দ্ধনি।
বিন্দবঃ পতিতা ভূমাবাদ্যং তস্যেহ জন্ম তু॥
ন ভক্ষয়ন্ত্যেনমতশ্চ বিপ্রাঃ, শরীরসম্পর্কবিনিঃসৃতত্বাৎ।
গন্ধোগ্রতামপ্যত এব চাস্য, বদন্তি শাস্ত্রাধিগমপ্রবীণাঃ॥
লবণরসবিয়োগাদাহুরেনং রসোনং
লশুন ইতি তু সংজ্ঞা চাস্য লোকপ্রতীতা।
বহুভিরিহ কিমুক্তৈর্দেশভাষাভিধানৈঃ
শৃণু রসগুণবীর্য্যাণ্যস্য চৈবোপযোগাৎ॥......
ত্রিরাত্রমুষিতা তু গৌরনতৃণা যদা স্যাৎ তদা
তৃণার্দ্ধমুপকল্পয়েল্লশুনকাণ্ডমস্যা স্ততঃ।
পয়োদধিঘৃতানি তক্রমথবাপি তদব্রাহ্মণঃ
প্রযুজ্য বিবিধান্‌ গদানভিবিজিত্য শর্ম্মী ভবেৎ॥'

ইত্যাদি (Bower Manuscript—Part I, Plates 1 to 5). রসোনের উৎপত্ত্যাদি সম্বন্ধে কাশীরাজকে অনুসরণ করিয়া অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতার উত্তরস্থানে বাগ্‌ভট বলিয়াছেন—

'রাহোরমৃতচৌর্য্যেণ লূনাদ্ যে পতিতা গলাৎ।
অমৃতস্য কণা ভূমৌ তে রসোনত্বমাগতাঃ॥
দ্বিজা নাশ্নন্তি তমতো দৈত্যদেহসমুদ্ভবম্।
সাক্ষাদমৃতসম্ভূতে গ্রামণীঃ স রসায়নম্॥' (৩৯।১১২-৩)।

কাশীরাজের মতে রসোন রাহুৎসৃষ্ট এবং লবণবর্জ্জিত। কিন্তু ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—'যদামৃতং বৈনতেয়ো জহার সুরসদ্মনঃ। তদা ততোঽপতদ্ বিন্দুঃ স রসোনোঽভবদ্ ভুবি॥ পঞ্চভিশ্চ রসৈর্যুক্তো রসেনাম্লেন বর্জ্জিতঃ। তস্মাদ্ রসোন ইত্যুক্তো দ্রব্যাণাং গুণবেদিভিঃ॥' রসোনে লবণাভাব লইয়া কাশীরাজীয় সিদ্ধান্তে আত্রেয়হারীতের আনুকূল্য আছে। কারণ রসোনকল্পে হারীত বলিয়াছেন—'রসৈঃ পঞ্চভিঃ সংযুক্তোরসোন স্তেন বর্জ্জিতঃ॥ কটুম্লবীর্য্যো লশুনো হিতশ্চ...।'

রসোনের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা গ্রন্থে নানা মতবাদ পাওয়া যায়। বৃদ্ধজীবকীয়তন্ত্রে লিখিত আছে—'অথাতো লশুনকল্পং ব্যাখ্যাস্যামঃ। ইতি হ স্মাহ ভগবান্ কশ্যপঃ।......শৃণু সৌম্য, যথোৎপন্নং লশুনং সপরায়ণম্॥ ন লেভে গর্ভমিন্দ্রাণী যদা বর্ষশতাদপি। তদৈনাং খাদয়ামাস শক্রোঽমৃতমিতি শ্রুতিঃ।...... তস্যা স্তু সৌকুমার্য্যেণ হ্রিয়া চ পতিসন্নিধৌ। অমৃতস্য চ সারত্বাদ্ উদ্‌গার উদয়দ্ যদা॥ যদৃচ্ছয়া চ গামাগাদমেধ্যে নিপপাত চ। ততোঽব্রবীচ্ছচীমিন্দ্রো বহুপুত্রা ভবিষ্যসি॥ এতচ্চাপ্যমৃতং ভূমৌ ভবিষ্যতি রসায়নম্। স্থানদোষাৎ তু দুর্গন্ধং ভবিষ্যত্যদ্বিজোপগম্॥ লশুনং নামত স্তচ্চ ভবিষ্যত্যমৃতং ভুবি। এবমেতৎ সমুৎপন্নং শৃণু তস্য ক্রিয়াবিধিম্॥ (কাশ্যপসংহিতা বা বৃদ্ধজীবকীয়তন্ত্র—কল্পস্থান ১৩৮ পৃষ্ঠা)।

হারীতসংহিতায় লিখিত আছে—'অমৃতমথনে জাতঃ সুরাসুর-গ্রহো মহান্। জহার বৈনতেয়শ্চ চঞ্চুনা ত্রিদিবং গতঃ ॥ সংগ্রাম-শ্রমসংপ্রাপ্তে শ্রমবেগপ্রধাবিতে। আরূঢ়ে বৈক্লব্যং প্রাপ্তে চ্যুতা হ্যমৃতবিন্দবঃ ॥ সকৃৎসংদূষিতে দেহে পতিতা স্তত্র সংস্থিতাঃ।' ইত্যাদি। দেহে ভূমৌ। 'চ্যুতাঃ.......পতিতাঃ'—A few drops from his beak fell on a spot soiled by ordure. ভাবপ্রকাশেও লিখিত আছে—'যদাঽমৃতং বৈনতেয়ো জহার সুরসত্তমঃ। তদা ততোঽপতদ্ বিন্দুঃ স রসোনোঽভবদ্ ভুবি ॥'

রসোনের রস লইয়াও মতভেদ আছে। হারীতমতে বা কাশীরাজমতে উহা লবণরস বিহীন। কিন্তু ভাবপ্রকাশকার বলেন—'পঞ্চভিশ্চ রসৈ র্যুক্তো রসেনাম্লেন বর্জ্জিতঃ। তস্মাদ্ রসোন ইত্যুক্তো দ্রব্যাণাং গুণবেদিভিঃ' ॥ ওষধির কোন্ অংশে কি রস আছে তৎসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—'কটুকশ্চাপি মূলেষু তিক্তঃ পত্রেষু সংস্থিতঃ। নালে কষায় উদ্দিষ্টো নালাগ্রে লবণঃ স্মৃতঃ ॥' কিন্তু মদনবিনোদে লিখিত আছে—'তৎপত্রং মধুরং ক্ষারং নালো মধুরপিত্তলঃ।' এরূপ অবস্থায় কেহ বলিবেন—'পরস্পরেণ চাচার্য্যা বিগীতবচনাঃ স্থিতাঃ' এবং কেহ বা বলিবেন—'পরস্পর-বিরোধাচ্চ নাস্য প্রামাণ্যসম্ভবঃ।'

আমরা বলি, অরোচকী ব্যক্তির জন্য উপাখ্যানভাগ আবশ্যক। কিন্তু উহা অর্থবাদরূপে গ্রহণীয়। যাহা অর্থবাদ তাহার তত্ত্বানুসন্ধান না করাই ভাল। রসোন বহুগুণের আধার বলিয়া মানুষের অত্যন্ত হিতকর। ইহাতে কোনও মতভেদ নাই। শাস্ত্রের নিষেধ থাকিলেও এবং গন্ধাদি অপ্রিয় হইলেও রোগীর পক্ষে ইহা যে অমৃতের ন্যায় সেব্য তাহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য শাস্ত্রকারগণ সর্ব্বতোভাবে চেষ্টমান।

রুদ্র—ব্রহ্মরূপে স্রষ্টা এবং শর্ব্বরূপে সংহর্ত্তা। এ সম্বন্ধে অথর্ব্ববেদস্থ ১১ কাণ্ডের দ্বিতীয় সূক্ত দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মা বেদের সংস্মর্ত্তা এবং আয়ুর্ব্বেদীয় ব্রহ্মসংহিতাকার। রুদ্র কিন্তু ভিষক্, ভেষজ এবং ব্যবহারসিদ্ধ (practical)। সেইজন্য তিনি 'বৈদ্যনাথ' নামে প্রসিদ্ধ। যজুর্ব্বেদে আম্নাত হইয়াছে—'ওঁ ভেষজমসি ভেষজং গবেঽশ্বায় পুরুষায় ভেষজম্। সুখং মেষায় মেষ্যৈ' (৩।৫৯)। ইহার ঔবটভাষ্যে লিখিত আছে—'হে রুদ্র, যত স্তং স্বভাবত এব ভেষজ-মৌষধং সর্ব্বপ্রাণিনাম্, অতঃ সুখং দেহি মেষায় মেষ্যৈ মেষাদিবদ্ অজ্ঞনরনারীভ্যঃ'। গদনিগ্রহের বমনাধিকারে ১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয় সোঢ়ল রুদ্রাদির সহিত ওষধিবর্গকেও স্মরণ করিয়াছেন— "ব্রহ্ম-দক্ষাশ্বিরুদ্রেন্দ্রভূচন্দ্রার্কানিলানলাঃ। ঋষয়ঃ সৌষধিগ্রামা ভূতসংঘা শ্চ পান্তু বঃ॥"

ঋগ্বেদ রুদ্রকে ভিষক্তম এবং ব্যাধিসংহর্ত্তা বলিয়াছেন—'ভিষক্তমং ত্বা ভিষজা শৃণোমি' (২।৭।১৬, ২।৩৩।৪)। পৃ প্রীতৌ—to please. ঋগ্বেদের মতে তিনি প্রত্যেক রোগের ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু প্রাপ্তকাল রোগীকে তিনি ঔষধের ফল প্রদান করেন না।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র নামতঃ বিভিন্ন হইলেও ইহারা একমাত্র পরমাত্মার অভিব্যক্তি। অথর্ব্বশির উপনিষদে আম্নাত হইয়াছে—"দেবা হ বৈ....... রুদ্রমপৃচ্ছন্ কো ভবানিতি। সোঽব্রবীদহমেকঃ প্রথমমাসীদ্ বর্ত্তামি চ ভবিষ্যামি চ নান্যঃ কশ্চিন্মত্তো ব্যতিরিক্ত ইতি.......।" আসীদিতি ব্যত্যয়েন প্রথমপুরুষঃ, বর্ত্তামীতি চ ব্যত্যয়েন পরস্মৈভাষা। তারপর আম্নাত হইয়াছে—"দেবা ঊর্দ্ধবাহবো রুদ্রং স্তুবন্তি—ওঁ যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ ব্রহ্মা তস্মৈ বৈ নমো নমঃ। যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ বিষ্ণু স্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ।" স্মৃতিও আছে—'ব্রহ্মাত্বে সৃজতে লোকান্

বিষ্ণুত্বে পালয়ত্যপি। রুদ্রত্বে সংহরত্যেব তিস্রোঽবস্থাঃ স্বয়ংভুবঃ॥' নিগমে শিবের প্রতি ভগবদ্‌ উক্তি আছে—'ন ব্রহ্মা ভবতো ভিন্নো ন শম্ভু ব্র্হ্মাণ স্তথা। ন চাহং যুবয়ো র্ভিন্না হ্যাভিন্নত্বং সনাতনম্॥ ক স্বং কোঽহং চ কো ব্রহ্মা মমৈব পরমাত্মনঃ। অংশত্রয়মিদং ভিন্নং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্॥ চিন্তয় স্বাত্মনাত্মানং সম্ভবং কুরু চাত্ম নি। একত্বং ব্রহ্মবৈকুণ্ঠশম্ভূনাং হৃদ্‌গতং কুরু॥ শিরোগ্রীবাদিভেদেন যথৈবৈকস্য ধর্ম্মিণঃ। অঙ্গানি মে তথৈকস্য ভাগত্রয়মিদং হর'॥ (কালিকাপুরাণ—১১ অধ্যায়)।

রুদ্রের নামে নানা গ্রন্থ শুনা যায়, যেমন—(১) আয়ুর্গ্রন্থ (The Book of Life)। ইহা আয়ুর্ব্বেদসম্বন্ধীয় প্রথম গ্রন্থ। (২) আয়ুর্ব্বেদ। (৩) বৈদ্যরাজতন্ত্র। (৪) শৈবসিদ্ধান্ত। (৫) কামতন্ত্র। (৬) রুদ্রযামল। রুদ্রযামল নানা কল্পে বিভক্ত—পারদকল্প, ধাতুকল্প, হরিতাল (Sulphuret of arsenic regarded as seminal energy) কল্প, ধাতুক্রিয়াকল্প ইত্যাদি।

রুদ্রের নানা নামে নানা ঔষধ প্রচলিত আছে, যেমন—(১) অর্দ্ধনারীশ্বর রস। উক্তি আছে—'অর্দ্ধনারীশ্বরো নাম রসঃ শম্ভু-প্রকীর্ত্তিতঃ'। (২) মকরধ্বজ। উক্তি আছে—'সর্ব্বলোক-হিতার্থায় শিবেন পরিকীর্ত্তিতঃ'। (৩) পূর্ণচন্দ্র রস। প্রবাদ আছে—'রাবণস্য হিতার্থায় হ্যকরোচ্ছঙ্করঃ পুরা'। (৪) মৃতসঞ্জীবন-রস। উক্তি আছে—'মৃতসঞ্জীবনো নাম রসোঽয়ং শঙ্করোদিতঃ'। (৫) মহামৃত্যুঞ্জয় রস। শুনা যায়—'মহামৃত্যুঞ্জয়ো নাম মহেশেন প্রকাশিতঃ'। (৬) অগ্নিকুমার রস। উক্তি আছে—'রসশ্চাগ্নি-কুমারোঽয়ং মহেশেন প্রকাশিতঃ'। (৭) বজ্রক্ষার—'বজ্রক্ষারমিদং সিদ্ধং স্বয়ং প্রোক্তং পিনাকিনা'। (৮) স্বর্ণসিন্দূর। (৯) সূচিকা-ভরণ রস—'সূচিকাভরণো নাম ভৈরবেণ প্রকীর্ত্তিতঃ'। (১০) সর্ব্ব-ব্যাধিহর—'সর্ব্বব্যাধিহরো নাম পুরা রুদ্রেণ ভাবিতঃ'। (১১) নারি-

কেলাসব—'নারিকেলাসবঃ প্রোক্তঃ শম্ভুনা পরমেষ্ঠিনা'। (১২) শঙ্করলৌহ—'অর্শসাং নাশনং শ্রেষ্ঠং ভৈষজ্যং শঙ্করোঽবদৎ'। (১৩) শ্রীকামেশ্বর মোদক—'সর্ব্বেষাং হিতকারিণা বৈদ্যনাথেন ভাষিতম্'। (১৪) মন্মথ রস—'রসঃ শ্রীমন্মথো নাম মহেশেন প্রকাশিতঃ'। (১৫) বৈদ্যনাথ বটী—'গুড়ী সিদ্ধফলা চেয়ং বৈদ্যনাথেন ভাষিতা'। ব্যোষাদিগুটিকা, বিশ্বেশ্বর রস, লোকেশ্বর রস, রসশার্দ্দূল, বসন্ত-তিলক রস, যোগেশ্বর রস, শিবাগুড়িকা, শূলরাজ লৌহ, বিজয়া-গুটিকা, ইত্যাদি।

কৌর্ম্ম্যমতে রুদ্রের নাম নিরুক্তি—'রুরোদ সত্বরং ঘোরং দেব-দেবং স্বয়ং শিবঃ। রোদমানং তদা ব্রহ্মা মা রোদীরিত্যভাষত। রোদনাদ্ রুদ্র ইত্যেবং লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি॥' (১০ অধ্যায়)। একাদশ রুদ্রেব নাম—অজ, একপাৎ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হরণ, ঈশ্বর (ভাগবত)।

রুদ্র দত্ত—'রুদ্রদত্ত' নামক বৈদ্যকগ্রন্থকার।

রুদ্র দেব—বৈদ্যজীবনের টীকাকাব এবং ১৭ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইনি কুমায়ুনের রাজা এবং শ্যৈনিক-শাস্ত্র প্রণেতা (Author of book on hawking)।

রুদ্রধর ভট্ট বা রুদ্র ভট্ট—স ন্নিপাতকলিকা এবং শার্ঙ্গধর-সংহিতার 'গূঢ়ান্তদীপিকা' টীকা লিখিয়াছেন। ইনি ১৪-১৫ খৃষ্ট-শতাব্দীয়।

রুদ্রনাথ ন্যায় বাচস্পতি—'গুণপ্রকাশ-বিবৃতিপরীক্ষা' প্রণয়ন করেন।

রূপনারায়ণ সেন—বররুচিকৃত 'যোগশত' নামক বৈদ্যকগ্রন্থের টীকাকার।

রেবণসিদ্ধ বা রেবণারাধ্য—নাগার্জুনীয় রতিশাস্ত্রের উপর 'স্মরতত্ত্বপ্রকাশিকা' নাম্নী টীকা এবং রসেশ্বরদর্শনে 'রসরত্নাকর-টীকা' প্রণয়ন করেন (Keith—H.S.L. p. 470)। ইনি ১০ খৃষ্ট-শতাব্দীয়। 'কবিবিলাসসময়' নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, ইনি বীর শৈবসম্প্রদায়ের একজন নেতা ছিলেন (Classical Sanskrit Literature p. 286, 503)।

রোমপাদ বা লোমপাদ রাজা—ঋষ্যশৃঙ্গের শ্বশুর, শান্তার পিতা, দশরথের সমকালিক এবং হস্ত্যায়ুর্ব্বেদে পালকাপ্যের শিষ্য। হস্ত্যায়ুর্বিচারে ইহার সভায় নানা মুনি আহূত হন, যেমন—অত্রি, বাস্কলি, কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, কাঙ্কায়ন, গার্গ, মাণ্ডব্য, ভৃগু, মতঙ্গ, চ্যবন, পুলস্ত্য, পুলহ, বশিষ্ঠ, জমদগ্নি, অগস্ত্য, মরীচি, কাপ্য, নারদ ইত্যাদি। পালকাপ্যের হস্ত্যায়ুর্ব্বেদে এই সকল বিবরণ পাওয়া যায়।

রোমপাদশব্দ লোমপাদশব্দের আকারভেদ (variant)। ইনি অঙ্গদেশের রাজা। চম্পায় ইহার রাজধানী ছিল। চম্পা অর্থাৎ বর্ত্তমান ভাগলপুর। ইহার রাজ্যে অনাবৃষ্টি হওয়ায় ঋষ্যশৃঙ্গ-মুনি 'কারীরী' যজ্ঞের দ্বারা পর্জ্জন্যদেবকে কামবর্ষী করেন।

লক্ষ্মণ পণ্ডিত বা লক্ষ্মণ দত্ত—১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে যোগচন্দ্রিকা প্রণয়ন করেন। ইনি পণ্ডিত দত্তের পুত্র এবং নাগনাথের শিষ্য। ইনি লক্ষ্মণ দত্ত বলিয়াও প্রসিদ্ধ। নাগনাথের 'যোগচন্দ্রিকা' প্রণয়ন-হেতু ইহার যোগচন্দ্রিকা বৈদ্যযোগচন্দ্রিকা নামে অভিহিত হয়। লক্ষ্মণ পণ্ডিত 'লক্ষ্মেণোৎসব' এবং 'বৈদ্যসর্ব্বস্ব' নামে আরও দুইখানি বৈদ্যকগ্রন্থ করিয়াছেন। গ্রন্থকার কায়স্থ এবং ১৬-১৭ খৃষ্ট-শতাব্দীয়।

লক্ষ্মী—বিষ্ণুশক্তি। শুনা যায়—'হরিতালং হরে বীর্য্যং লক্ষ্মী-বীর্য্যং মনঃশিলা। পারদং শিববীর্য্যং স্যাদ্ গন্ধকং পার্ব্বতীরজঃ॥'

হরিতাল—Orpiment or sulphuret of arsenic.
মনঃশিলা—Red arsenic.

লক্ষ্মীদাস—'যোগশতক' নামক বৈদ্যকগ্রন্থকার।

লক্ষ্মীধর সেন—তত্ত্বচন্দ্রিকা প্রণেতা শিবদাস সেনের প্রপিতামহ এবং সম্ভবতঃ ১৪-১৫ খৃষ্টশতাব্দীয়।

লঙ্কেশ—রসরত্নসমুচ্চয়ে এই নাম গৃহীত হইয়াছে। ১৬৫৬ খৃস্টাব্দীয় কবীন্দ্রাচার্য্যসূচীতে লঙ্কেশসিদ্ধান্ত নামে একখানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। কেহ কেহ বলেন—The name is taken merely honoris causa (in the cause of honour).

লম্পক—একজন রসসিদ্ধ পুরুষ। রসরত্নসমুচ্চয়ে এই নাম দৃষ্ট হয়।

লাড্যায়ন—একজন অগদতন্ত্রবিৎ পণ্ডিত। সর্পবৃশ্চিকাদির বিষচিকিৎসায় ইনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ডল্লণ অনেকবার ইঁহার নাম করিয়াছেন। মুনি না হইলেও ইনি একজন মুনিকল্প ব্যক্তি।

লোকক—রত্নপ্রভায় নিশ্চলোক্ত বৈদ্যবিশেষ।

লোকাক্ষ—প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মুনি। চরকোক্ত চৈত্ররথ-বনসভায় ইনি একজন সভ্য ছিলেন।

লোলিম্বরাজ—সদ্‌বৈদ্য এবং সুকবি। এই নামে নানা গ্রন্থ আছে, যেমন—রসভেষজকল্প, বৈদ্যবিলাস বা হরিবিলাস, সুন্দর-দামোদর, বৈদ্যজীবন, হরিবিলাসকাব্য, বৈদ্যাবতংস, রত্নকলাচরিত্র, চমৎকারচিন্তামণি ইত্যাদি। অফ্রেক্ট (Aufrecht) সাহেবের মতানুসারে A History of Sanskrit Literature গ্রন্থের ১৩৭ পৃষ্ঠায় কীথ্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, ১০৫০ খৃষ্টাব্দে লোলিম্বরাজের হরিবিলাস প্রণীত হয় এবং তারপর ৫১১ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে, লোলিম্বরাজের বৈদ্যজীবন ১৭ খৃষ্টশতাব্দীয়। প্রকৃতপক্ষেও বৈদ্য-জীবন ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। লোলিম্বরাজের হরিবিলাস ১২ খৃস্টশতাব্দীয় ভাষাবৃত্তিকৃৎ পুরুষোত্তমদেবের 'বর্ণদেশনা' গ্রন্থে

উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব ১০৫০ খৃষ্টাব্দীয় হরিবিলাসপ্রণেতা লোলিম্বরাজ এবং ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দীয় বৈদ্যজীবনপ্রণেতা লোলিম্বরাজ কখনই এক ব্যক্তি নহেন · এইজন্য উভয়ের পার্থক্য স্বীকৃত হইল।

প্রথম লোলিম্বরাজ রসভেষজকল্প, বৈদ্যবিলাস বা হরিবিলাস এবং সুন্দরদামোদর প্রণয়ন করেন। বৈদ্যবিলাস বা হরিবিলাসের উপর ১৬ খৃস্টশতাব্দীয় রঘুনাথ, ১৭ খৃষ্টশতাব্দীয় রাঘবসেন এবং চতুর্ভুজমিশ্র টীকা লিখিয়াছেন। প্রথম লোলিম্বরাজ রসভেষজকল্প-কৃৎ সূর্য্যপণ্ডিতের বংশধর। লোলিম্বরাজীয় রসভেষজকল্প সূর্য্য-পণ্ডিতকৃত রসভেষজের ব্যাখ্যাস্থানীয়। কংসবধের উপাখ্যান লইয়া সুন্দরদামোদর রচিত হইয়াছে। ইনি ১১ খৃস্টশতাব্দীয়।

দ্বিতীয় লোলিম্বরাজ বৈদ্যজীবন এবং হরিবিলাস কাব্য প্রণয়ন করেন। বৈদ্যজীবন ১৬৩৩ খৃস্টাব্দে প্রণীত হওয়ায় কীথ্ সাহেব ইঁহাকে ১৭ খৃষ্টশতাব্দীয় বলিয়াছেন। আমরা কিন্তু ইঁহার ১৬-১৭ খৃষ্টশতাব্দীয়ত্ব বলিয়া মনে করি। কারণ হরিবিলাসকাব্যে ইনি লিখিয়াছেন—'কাব্যং হরিবিলাসাখ্যং যে পঠিষ্যন্তি পণ্ডিতাঃ। তেভ্যঃ শ্রীহরিরত্রৈব দ্রব্যং দাস্যতি দৈন্যহৃৎ॥ শকে মিতে বাণনভঃ-শরেন্দুভিঃ শুভানুসংবৎসরকোত্তরায়ণে। অমোঘমাসস্য চ শুক্লপক্ষে কলৌ কৃতং কাব্যমিদং জগন্মুদে॥' অতএব গ্রন্থখানি ১৫০৫ শকে অর্থাৎ ১৫৮৩ খৃস্টাব্দে প্রণীত হইয়াছে। এইজন্য আমরা দ্বিতীয় লোলিম্বকে ১৬-১৭ খৃস্টশতাব্দীয় বলিতেছি। বৈদ্যরাজ ইঁহার উপাধি ছিল। বৈদ্যজীবন একখানি খুব জনপ্রিয় গ্রন্থ। ইহার উপর অনেকেই টীকা লিখিয়াছেন, যেমন—১৭ খৃষ্টশতাব্দীয় জ্ঞান-দেব, ভবানীসহায়, রুদ্রদেব, হরিনাথ, প্রয়াগদত্ত এবং ১৭-১৮ খৃষ্ট-শতাব্দীয় সুখানন্দনাথ। প্রয়াগদত্তকৃত টীকার নাম বিজ্ঞানন্দকরী এবং সুখানন্দকৃত টীকার নাম দীপিকা। এখন দীপিকার বিশেষ প্রচলন আছে।

বৈদ্যজীবন পড়িবার অধিকারী কে তৎসম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—'যেষাং ন চেতো ললনাসু লগ্নং মগ্নং ন সাহিত্য-সুধাসমুদ্রে। জ্ঞাস্যন্তি তে কিং মম হা প্রয়াসানন্ধা যথা বারবধূ-বিলাসান্॥' অর্থাৎ যাহাদের চিত্ত ললনায় লগ্ন নহে বা সাহিত্য-সুধার সমুদ্রে নিমগ্ন নহে, তাহারা কি এই গ্রন্থরচনার প্রয়াস জানিতে পারিবে? কারণ পুরুষাকর্ষণের জন্য বেশ্যাদের যৌবনসুলভ হাবভাব কি অন্ধ কখনও বুঝিতে পারে? মালতীমাধবে একদিন ভবভূতিও বলিয়াছিলেন—'যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ। উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা কালো হ্যয়ং নিরবধি র্বিপুলা চ পৃথ্বী॥' শ্লোক সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু অভিমানমূলক প্রগল্‌ভতা উভয়ত্র সমান; দম্ভ কখনই সুশোভন নহে। শাস্ত্র বলেন—'ইন্দ্রোঽপি লঘুতাং যাতি স্বয়ং প্রখ্যাপিতৈ র্গুণৈঃ'। যাহাই হউক, দৃষ্টান্তে কিন্তু লোলিম্বরাজ রুচিবিকারের পরিচয় দিয়াছেন।

ইনি দিবাকরের পুত্র। গ্রন্থের প্রথম বিলাসেই লিখিত আছে—'দিবাকরপ্রসাদেন রোগ্যারোগ্যসমীহয়া। সমাসেন বয়ং কুর্ম্মঃ কাব্যং সদ্‌বৈদ্যজীবনম্॥' দীপিকায় সুখানন্দ বলিয়াছেন—"দিবাকরপ্রসাদেন বিবস্বতঃ কৃপয়া চারোগ্যং প্রসিদ্ধং যথোক্তং মৎস্য-পুরাণে—'আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেদ্ধনমিচ্ছেদ্ধুতাশনাৎ। জ্ঞানং চ শঙ্করাদিচ্ছেৎ সুখমিচ্ছেজ্জনার্দ্দনাৎ॥' ইতি। যদ্বা দিবাকরো নাম লোলিম্বরাজস্য পিতা তস্য প্রসন্নতয়া। প্রসাদস্তু প্রসন্নতেত্যমরঃ। পুত্রস্য কর্ত্তব্যমবেক্ষ্য পিতা প্রসন্নো ভবতীতি প্রসিদ্ধম্।" গ্রন্থের পঞ্চম বিলাসেও পিতার দিবাকর নাম পাওয়া যায়।

P. K. Gode মহোদয়ের Indian Culture—Jan. 1941 পত্রিকায় লোলিম্বরাজের বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

বংশীধর ভট্ট—বৈদ্যরহস্যপদ্ধতিপ্রণেতা বিদ্যাপতির পিতা এবং ১৭ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইনি ঔষধপ্রকার, বৈদ্যকুতূহল, বৈদ্য-কৌস্তুভ এবং বৈদ্যমন-উৎসব নামক বৈদ্যকগ্রন্থসমূহ রচনা করেন।

বকুলকর—নিশ্চলকরের পিতৃজ্যেষ্ঠ এবং 'সারোচ্চয়'নামক বৈদ্যকগ্রন্থপ্রণেতা। রত্নপ্রভায় নিশ্চলকর ইঁহাকে বিশেষ সম্মান দেখাইয়াছেন। ইনি সম্ভবতঃ ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয়।

বকুলেশ্বর সেন—চরকের টীকাকার এবং ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয়। মধুকোষে বিজয় রক্ষিত ইঁহার নাম করিয়াছেন।

বঙ্গ সেন—গদাধর সেনের পুত্র এবং ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয় (Keith H.S.L. p. 511)। ইনি কাঞ্জিকানগরে থাকিতেন। ইঁহার 'চিকিৎসাসারসংগ্রহ' এবং 'বঙ্গসেন' নামক বৈদ্যকগ্রন্থদ্বয় সুপ্রসিদ্ধ। 'বঙ্গসেন'গ্রন্থ আত্রেয় সংহিতার প্রতিরূপকবিশেষ। ইহা নন্দকুমার গোস্বামিবৈদ্যকর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। নিশ্চলকরের রত্নপ্রভায় বঙ্গসেন-সংগ্রহের উল্লেখ আছে।

চিকিৎসাসারসংগ্রহ চক্রদত্তীয় গ্রন্থের ব্যাখ্যাস্থানীয়। A Volume of Studies in Indology গ্রন্থস্থিত ১৫৬ পৃষ্ঠার পাদ-টীকায় ইহার বিবরণ পাওয়া যাইবে। 'আখ্যাতব্যাকরণ' নামে ইঁহার একখানি ব্যাকরণ ছিল বলিয়া শুনা যায়।

বড়িশ বা বড়িশধামার্গব—ভদ্রকাপীয় অধ্যায়ে চরকোক্ত প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মুনি। বড়িশ বেধন-যন্ত্রবিশেষ। অস্ত্রো-পচারে ইনি বড়িশাস্ত্র (surgical hooks) প্রথমে প্রণয়নপূর্ব্বক কার্য্যকালে উহার প্রয়োগ করেন। সুতরাং বড়িশশব্দ বিশেষণ-বাচী, যেমন—কুমারশিরা ভরদ্বাজঃ।

বৎসেশ্বর—চিকিৎসাসাগর এবং চিকিৎসাসারসর্ব্বস্ব প্রণয়ন করেন।

বন্দি মিশ্র—বালচিকিৎসা এবং যোগসুধানিধি নামক বৈদ্যক-গ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করেন।

বন্ধক—একজন প্রাচীন বৌদ্ধবৈদ্য এবং বালচিকিৎসা-প্রণেতা। নিবন্ধসংগ্রহে পার্ব্বতকাদি বৌদ্ধবৈদ্যদের সঙ্গে ইঁহারও নাম আছে—'পার্ব্বতক জীবক-বন্ধকপ্রভৃতিভিঃ কুমারবাধ-হেতবঃ স্কন্দগ্রহপ্রভৃতয়ঃ……।' জীবক মহারাজ বিম্বিসারের পুত্র-বিশেষ এবং বুদ্ধদেবের কনীয়ান্ সামসময়িক। পার্ব্বতক-বন্ধকও সম্ভবতঃ সেই সময়ের লোক।

বররুচি—গুরুসম্প্রদায়ের অর্থাৎ প্রভাকরসম্প্রদায়ের একজন মীমাংসক। রত্নপ্রভায় নিশ্চলকর ইঁহাকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—'ছূরাধিকরণন্যায়ঃ প্রভাকরাণাম্'। ইনি ৯-১০ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইঁহার যোগশতক নামে একখানি রসগ্রন্থ আছে। ইহার উপর ১০ খৃষ্টশতাব্দীয় অমিতপ্রভের, ১৬-১৭ খৃষ্টশতাব্দীয় পূর্ণ সেনের এবং ১৮ খৃষ্টশতাব্দীয় শ্রীধর সেন জৈনের টীকা দৃষ্ট হয়। অমিতপ্রভ চন্দ্রট-চক্রপাণি-নিশ্চলকরাদিকর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছেন। এ বররুচি প্রাকৃতপ্রকাশকার বা চৈত্রকূটীবৃত্তিকার নহেন।

বরাহমিহির—জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতবিশেষ এবং ৬ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইনি আদিত্যদাসের পুত্র, জলন্ধর জেলার লোক এবং বিক্রমাদিত্যের সভাস্থ ধন্বন্তরি ক্ষপণক প্রভৃতি নবরত্নের অন্যতম। ইঁহার পঞ্চ-সিদ্ধান্তিকাদি গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ। প্রবাদ আছে যে, খনা ইঁহার স্ত্রী।

বরুণ—একজন ঋষি। ইনি অথর্ব্ববেদের সৌমনস্য বিষয়ক সপ্তমকাণ্ডস্থ ১১২ সূক্তীয় মন্ত্রদ্রষ্টা।

বরুণ এবং বরুণানী—জলদেবতা। বরুণের অভিশাপে অম্বরীষের জলোদর হয় এবং তারপর শুনঃশেপকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে ব্যাধিমুক্ত করেন। সায়ণাচার্য্য বলেন—মিত্র বা সূর্য্য দিনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং বরুণ রাত্রির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা

(তৈত্তিরীয় ব্রাঃ ১।৭।১০)। অতএব সূর্য্য বা মিত্র জ্যোতির্দেবতা এবং বরুণ আবরণ দেবতা। সেই জন্য উভয়নাম একত্র পঠিত হয়—'মিত্রাবরুণৌ' (পাঃ ৬।৩।২৬)।

বরুণের পত্নী বরুণানী। তিনি ভ্রূণাদিরক্ষার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ঋগ্বেদে আম্নাত হইয়াছে—'যা গুংগূর্যা সিনীবালী যা রাকা যা সরস্বতী। ইন্দ্রাণীমহ্ব উতয়ে বরুণানী স্বস্তয়ে॥' (২।৭।১৫)। অহ্বে আহ্বয়ামি বরুণানীং স্বস্তয়ে মঙ্গলায় ভ্রূণাদীনামিত্যর্থঃ।

বরুণ এবং বরুণানী জলের দেবতা। জলই জীবনের প্রধান আলম্বন। জল ব্যতীত জীবমাত্রেরই উৎপত্তি স্থিতি বা বৃদ্ধি অসম্ভব হওয়ায় আয়ুর্ব্বেদ নিষ্ফল হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান Hydropath দের ন্যায় 'ঋগ্বেদ বলেন—'আপ ইদ্বা উ ভেষজী রাপো অমী বচাতনীঃ। আপঃ সর্ব্বস্য ভেষজীঃ........' (১০।১৩৭।৬) অর্থাৎ জলই ঔষধ, জলই রোগশান্তির উপায়, জল সকলরোগের ঔষধ, সুতরাং জলই সকল লোকের ঔষধ বিধান করুক। আবার ঋগ্বেদ বলেন—'অপ্‌স্বন্তোঽমৃতমপ্‌সু ভেষজম্' (১।২৩।১৯) অর্থাৎ জলের মধ্যেই অমৃত আছে এবং জলেই ঔষধ আছে। সপ্তশতীতে স্মৃত হইয়াছে—অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতদাপায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে' (১১।৪)। স্মৃত্যন্তরে আছে—'অপ্‌সু সর্ব্বং চরাচরম্'।

ঋগ্বেদে বরুণ ভিষগ্‌রূপে এবং ভেষজরূপে স্তুত হইয়াছেন। তথায় আম্নাত হইয়াছে—"শতং তে রাজন্ ভিষজঃ সহস্রমুর্ব্বী গভীরা সুমতিষ্টে অস্তু' (১।২।১৪।৯)। ইহার সায়ণভাষ্যে আছে—'হে রাজন্ বরুণ তে ত্বব শতং সহস্রমসংখ্যমিতিযাবদ্ ভিষজো বন্ধনিবারকাণি শতসংখ্যকান্যৌষধানি বৈদ্যা বা সন্তি।' চিকিৎসকার্থক 'ভিষক্' শব্দ পুংলিঙ্গ এবং লোকপ্রসিদ্ধ। ঔষধার্থক 'ভিষক্' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ এবং বেদে রূঢ়। অতএব বলিতে হইবে—বিভেতি রোগো

যস্মাদিতি ভিষগ্ বৈদ্যক শ্চিকিৎসকো বেতি বেদে লোকে চ রূঢ়ঃ। বিভেতি রোগো যস্মাদিতি ভিষগ্ বৈদ্যকং ভেষজমিতি যাবৎ। অয়মর্থস্তু বেদে রূঢ়ঃ। মন্ত্রে তু ভিষগ্নীতি বক্তব্যে ভিষজ ইতি লিঙ্গব্যত্যয়শ্ছান্দসঃ।

বৈদ্যকশব্দও পুংলিঙ্গে চিকিৎসকার্থক এবং ক্লীবলিঙ্গে ঔষধার্থক। উভয়ার্থই লোকে সুপ্রসিদ্ধ। ভিষক্ শব্দ পুংলিঙ্গে চিকিৎসকার্থক। ইহা লোকে এবং বেদে উভয়ত্র প্রসিদ্ধ, কিন্তু ঔষধার্থক ভিষক্ শব্দ কেবল বেদে রূঢ়।

বরুণাদ্য লৌহ বরুণের নামে প্রচলিত। মূত্রকৃচ্ছাদিরোগে ইহার প্রয়োগ হয়।

বলবন্ত সিংহমোহন বৈদ্য বাচস্পতি—যুবতিসখা বা মানবসন্ততি প্রণয়ন করেন। কেহ কেহ বলেন—ইনিই আতঙ্কদর্পণকৃদ্ বৈদ্যবাচস্পতি। আতঙ্কদর্পণকৃৎ ১৩-১৪ খৃষ্টশতাব্দীয়।

বল্লভদেব—যোগমুক্তাবলী এবং রসকদম্ব নামক বৈদ্যকগ্রন্থকার। ইনি 'সুভাষিতাবলী' নামক একখানি শ্লোকসংগ্রহ গ্রন্থ (anthology) করিয়াছেন। বল্লভদেব কাশ্মীরক পণ্ডিত। ইহার স্থিতিকাল লইয়া বিশাল মতভেদ দৃষ্ট হয়। Dr. S. K. De ইহাকে ১২ খৃষ্টশতাব্দীয় বলেন (Keith H. S. L. p. xvii f.n.)। আমরা কিন্তু ইহাকে ১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয় বলিয়া মনে করি।

কীথ্ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক ইহার ১৫ খৃষ্টশতাব্দীয়ত্ব অনুমিত হইয়াছে, কারণ সুভাষিতাবলীতে রাজাবলীপ্রণেতা ১৫ খৃষ্টশতাব্দীয় জোনরাজের শ্লোক এবং ১৩-১৪ খৃষ্টশতাব্দীয় শার্ঙ্গধরপদ্ধতির শ্লোক দৃষ্ট হয়। কিন্তু সর্ব্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২ খৃষ্টশতাব্দীয় 'টীকাসর্ব্বস্ব' নামক অমর টীকায় বলিয়াছেন—'কাশ্মীরকবল্লভদেববিরচিতসুভাষিতবল্ল্যামপি ....' (বনৌষধি ৭৬)। ইহা ব্যতীত ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয় কাশ্মীরক পণ্ডিত ক্ষীরস্বামী তাঁহার

ক্ষীরতরঙ্গিণীতে সুভাষিতাবলী প্রণেতা বল্লভদেবের নাম করিয়াছেন (১।৯২০, ২।৭ ইত্যাদি)। সর্ব্বানন্দ বঙ্গীয় পণ্ডিত। তিনি যখন ১২ খৃষ্টশতাব্দীতে কাশ্মীরের গ্রন্থ দেখিয়াছেন তখন বল্লভ দেবকে ১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয় বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নহে। অতএব জোনরাজাদির শ্লোক পরবর্ত্তিকালে সুভাষিতাবলীতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে—এইরূপ সিদ্ধান্তই সমীচীন।

বল্লভদেব আনন্দদেবের পুত্র এবং আনন্দবর্দ্ধনকৃত দেবীশতকের টীকাকার কৈয়টের পিতামহ। এ কৈয়ট জেজ্জটপুত্র মহাভাষ্য-প্রদীপকৃৎ কৈয়টাচার্য্য নহেন। প্রাগুক্ত গ্রন্থত্রয়ব্যতিরিক্ত বল্লভ-দেবের আরও গ্রন্থ আছে, যেমন—ময়ূরশতকের 'সূর্য্যানুবাদিনী' টীকা, শিশুপালবধের 'সন্দেহবিষৌষধি'টীকা, মেঘদূতের টীকা, কুমারসম্ভবের একখানি অসম্পূর্ণ টীকা, ইত্যাদি।

বল্লভ ভট্ট—ত্রিমল্লভট্টের পিতা, দ্বিতীয় শার্ঙ্গধরকৃত বৈদ্য-বল্লভের টীকাকাব, ভাগবতেব 'বালবোধিনী' নামক টীকাকার এবং ১৬ খৃষ্টশতাব্দীয়।

বল্লভেন্দ্র বা বল্লভ—বৈদ্যচিন্তামণি এবং বৈদ্যবল্লভ প্রণেতা। আরও অনেকে 'বৈদ্যচিন্তামণি' নামক বৈদ্যকগ্রন্থ করিয়াছেন, যেমন—ধন্বন্তরি, নারায়ণ ভট্ট এবং রামচন্দ্র।

বল্লাল পণ্ডিত বা বল্লাল সেন—ভোজপ্রবন্ধকৃৎ। ইহা ১৬ খৃষ্টশতাব্দীয় গ্রন্থ। ইহাতে ভোজের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়।

বশিষ্ঠ মুনি—ইন্দ্রের শিষ্য (চরক—চিকিৎসিতস্থান ১) এবং বশিষ্ঠ তন্ত্র বা সংহিতা প্রণেতা। ইনি অথর্ব্ববেদের ভৈষজ্যবিষয়ক প্রথম কাণ্ডের ২৯ সূক্তীয় মন্ত্রের, কৃত্যাপ্রতিহরণ বিষয়ক চতুর্থকাণ্ডস্থ ২২ সূক্তীয় মন্ত্রের এবং অন্যান্য মন্ত্রের দ্রষ্টা। হেমাদ্রির লক্ষণ-প্রকাশে ইনি আয়ুর্ব্বেদকর্ত্তা বলিয়া লিখিত আছে।

বসবরাজ—'বসবরাজীয়' নামক বৈদ্যকগ্রন্থ প্রণেতা।

বহ্নিবেশ—'অগ্নিবেশ' নাম দ্রষ্টব্য। চরকের শেষে লিখিত আছে—'চিকিৎসা বহ্নিবেশস্য'।

বাওয়ার—সম্প্রতি তিব্বতের উত্তরে কশ্গড়িয়া বিভাগস্থিত কশ্গড়নগর হইতে Captain Bower একখানি খুব পুরাতন পাণ্ডুলিপি আনিয়া পাঠোদ্ধারের জন্য Hoernle সাহেবের হস্তে সমর্পণ করেন। বহুকষ্টে পাঠোদ্ধার পূর্ব্বক ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে Hoernle সাহেব কর্ত্তৃক পুঁথীখানি সানুবাদ সটিপ্পণ এবং সচিত্র মুদ্রিত হইয়াছে। প্রাচীন লিপিতত্ত্ববিৎপণ্ডিতদের মতে কোনও প্রতিলিপির প্রতিলিপি হইতে এই পাণ্ডুলিপিখানি অদ্য হইতে ১৬০০ বৎসর পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন হস্তে নকল করা হয়।

Bower manuscript-এ অর্থাৎ পাণ্ডুলিপিতে সাতটি খণ্ড আছে। তন্মধ্যে প্রথম খণ্ডে লশুন-কল্প বা রসোনকল্প, দ্বিতীয়খণ্ডে নাবনীতক সংহিতা, তৃতীয়খণ্ডে নাবনীতকের খিলাংশ বা পরিশিষ্ট, চতুর্থ ও পঞ্চমখণ্ডদ্বয়ে পাশককেবলী এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডদ্বয়ে মহামায়ুরী বিদ্যারাজ্ঞী পদ্ধতি। পুঁথীর কতক কতক অংশ নষ্ট বা কীটদষ্ট হওয়ায় তৃতীয় হইতে সপ্তম খণ্ডের রচয়িতাদের নামাদি জানা নাই।

প্রথমখণ্ডে সুশ্রুত একটি ওষধির নাম ও গুণাগুণবিষয়ক প্রশ্ন করায় তদুত্তরে গুরু কাশীরাজ দিবোদাস ধন্বন্তরি রসোনের উৎপত্তি-বৃত্তান্ত বলিয়াছেন এবং তাহার গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। তথায় লিখিত আছে—'মুনিমুপাগতঃ সুশ্রুতঃ কাশীরাজং কিং স্বেতৎ স্যাৎ? অথ স ভগবানাহ তস্মৈ যথাবৎ। পুরাঽমৃতং প্রমথিতমসুরেন্দ্রঃ স্বয়ং পপৌ। তস্য চিচ্ছেদ ভগবানুত্তমাংশং জনার্দ্দনঃ॥ কণ্ঠনাড়ী-সমাসন্না বিচ্ছিন্নে তস্য মূর্ধনি। বিন্দবঃ পতিতা ভূমাবাদ্যং তস্যেহ জন্ম তু॥ ন ভক্ষয়ংত্যেনমত শ্চ বিপ্রাঃ শরীরসম্পর্কবিনিঃ-সৃতত্বাৎ। গন্ধোগ্রতামপ্যত এব চাস্য বদন্তি শাস্ত্রাধিগমপ্রবীণাঃ॥

লবণরসবিয়োগাদাহুরেনং রসোনং লশুন ইতি তু সংজ্ঞা চাস্য লোক-প্রতীতা। বহুভিরিহ কিমুক্তৈর্দেশভাষাভিধানৈঃ শৃণু রসগুণ-বীর্য্যাণ্যস্য চৈবোপযোগাৎ॥······ত্রিরাত্রমুষিতা তু গৌরনতৃণা যদা স্যাৎ তদা তৃণার্দ্ধমুপকল্পয়েল্লশুনকাণ্ডমস্যা স্ততঃ। পয়োদধি-ঘৃতানি তক্রমথবাপি তদ্ ব্রাহ্মণঃ প্রযুজ্য বিবিধান্ গদানভিবিজিত্য শর্ম্মী ভবেৎ॥' ইত্যাদি। তারপর একখানি নাতিবিস্তীর্ণ তন্ত্রের অবতারণা হইয়াছে। ইহাতে নানা বিষয় দৃষ্ট হয়, যেমন—রসায়ন, বাজীকরণ, চক্ষুরোগপ্রতীকার, মুখলেপ, বদনপ্রলেপ, অঞ্জনবিধি ইত্যাদি।

প্রথমখণ্ড ১৩২টী শ্লোকে সমাপ্ত হইয়াছে। পদ্যগুলি অনুষ্টুপ্, উপেন্দ্র-বজ্রা, ইন্দ্রবজ্রা, স্রগ্ধরা, মালিনী এবং পৃথ্যাদিচ্ছন্দে রচিত। লশুনকল্প (Pharmacographic tract on garlic) এ খণ্ডের প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়। লশুনসম্বন্ধে তিনটী আখ্যান শুনা যায়, একটী কাশীরাজোক্ত, অপরটী কশ্যপোক্ত এবং অন্যটী হারীতোক্ত। কাশীরাজীয় আখ্যান স্বল্পবাগ্ভটের উত্তরস্থানে গৃহীত হইয়াছে—'রাহোরমৃতচৌর্য্যেণ লূনাদ্ যে পতিতা গলাৎ' ইত্যাদি (৩৯।১১২-৩)। এই আখ্যানানুসারে রসোনের পর্য্যায় পাওয়া যায়—রাহুচ্ছিষ্ট এবং রাহুৎসৃষ্ট। কশ্যপমুনির মতবাদ বৃদ্ধজীবকীয়তন্ত্রস্থ লশুনকল্পের ১৩৮ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হয়, কিন্তু গ্রন্থান্তরে পাওয়া যায় না। হারীতের আখ্যান ভাবপ্রকাশে গৃহীত হইয়াছে—'যদাঽমৃতং বৈনতেয়ো জহার সুরসত্তমঃ। তদা ততোঽপতদ্ বিন্দুঃ স রসোনোঽভবদ্ ভুবি॥' ইত্যাদি। এ সকল বিষয় 'রাহু' নামের প্রস্তাবে ২৪২-৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মনু বলিয়াছেন—'লশুনং গৃঞ্জনং চৈব পলাণ্ডুং কবকানি চ। অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনামমেধ্যপ্রভবাণি চ॥' (৫।৫)। যাজ্ঞবল্কীয় স্মৃতিরও ঐরূপ ঘোষণা আছে। সেইজন্য রসোন বা লশুন

ব্রাহ্মণাদির অভক্ষ্য। কিন্তু গুণাধিক্যহেতু তাঁহারা গরুকে তিনরাত্রি স্বল্পাহারে রাখিয়া পরে রসোনকাণ্ডমিশ্রিত ঘাস খাওয়াইয়া তাহার দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন দধিঘৃতাদিসেবনপূর্ব্বক নানাবিধ রোগের প্রতীকার করিয়া সুখী হন।

Bower পাণ্ডুলিপিস্থিত দ্বিতীয়খণ্ড 'নাবনীতকসংহিতা' এবং তৃতীয় খণ্ড উহার খিলস্বরূপ। এ দুইটী খণ্ড 'সুশ্রুত' নামের প্রস্তাবে আলোচিত হইবে।

চতুর্থ এবং পঞ্চমখণ্ডের সমস্তাংশ পাওয়া যায় নাই। যাহা যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে পুষ্পিকাদির অভাবহেতু গ্রন্থের নামাদি উপলব্ধ নহে। তবে 'প্রাসককেবলী' শব্দের প্রয়োগ থাকায় বুঝা যায় যে, ইহা 'পাশককেবলী' সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ। প্রাসককেবলী পাশককেবলীর নামান্তর। পাশক অর্থাৎ পাশা। পাশা-প্রক্ষেপ দ্বারা লোকের শুভাশুভ গণনা করা হয় বলিয়া ইহা ঐরূপ নামে অভিহিত হইয়াছে। গর্গমুনি এই পদ্ধতির উদ্‌ভাবয়িতা। দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন পুঁথীতে লিখিত আছে—'যো বভূব জগদ্‌বন্দ্যো গর্গনামা মহামুনিঃ। তেন স্বয়ং বিনির্ণীতা সত্যা পাশককেবলী॥' মনে হয়, রোগীর শুভাশুভ জানিবাব জন্যই বৈদ্যশাস্ত্রে পাশককেবলী উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহা হারীত-সংহিতাস্থিত শকুনাধ্যায়ের পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

পাশককেবলী (Cubomancy) 'পার্ষিগণনা' নামেও অভিহিত। সম্ভবতঃ ৭-৮ খৃষ্টশতাব্দীতে ইহা আরবদেশে গমনপূর্ব্বক পুষ্টি-সহকারে পুনরায় ভারতবর্ষে আসিয়া রমলশাস্ত্রনামে প্রসিদ্ধ হয়, যেমন—রমলতন্ত্র, রমলচিন্তামণি, রমলরহস্য ইত্যাদি। রমল কাহারও নাম নহে; আরব্যভাষায় ইহার অর্থ—A mode of fortune telling by means of dice or the doctrine of divination by throw of dice। বোধ হয়, জগদ্দেব

আচার্য্য এবং ভয়ভঞ্জন শর্ম্মা যথাক্রমে রমলচিন্তামণি ও রমলরহস্য প্রণয়ন করেন।

দেবতাদি স্মরণের পর পাশকনিক্ষেপের প্রথাহেতু চতুর্থখণ্ডের প্রারম্ভে লিখিত আছে—'নমো নন্দিরুদ্রেশ্বরায় নম আচার্য্যেভ্যো নম ঈশ্বরায় নমো মাণিভদ্রায় নমঃ সর্ব্বযক্ষেভ্যো নমঃ সর্ব্বদেবেভ্যঃ শিবায় নমঃ ষষ্ঠীয়ে (সম্ভবতঃ ষষ্ঠ্যৈ) নমঃ প্রজাপতয়ে নমো রুদ্রায় নমো নমো বৈশ্রবণায় নমো মারুতানাং নমঃ প্রাশকাঃ পতন্তু ইমস্যার্থস্যকারণা হিলি হিলি কুম্ভকারিমাতঙ্গযুক্তাঃ পতন্তু যৎ সত্যং সর্ব্বসিদ্ধানাং যৎ সত্যং সর্ব্ববাদীনাং তেন সত্যেন সত্যসময়েন নষ্টং বিনষ্টং ক্ষেমাক্ষেমং লাভালাভং জয়াজয়ং শিবানুদর্শয় স্বাহা, সত্যনারায়ণে চৈব দেবতে ঋষীষু চৈব সত্যং মন্ত্রং ধৃতিঃ সত্যং সমক্ষা পতন্তু স্বাহা'। মন্ত্রটী অবিকল উদ্ধৃত হইল।

পঞ্চমখণ্ডের প্রারম্ভে লিখিত আছে—'মহাদেবং নমস্যামি লোক-নাথং জনার্দ্দনং যেন সত্যমিদং দৃষ্টম্‌······তৎ সর্ব্বং দরিশয়। অপেতু মানুষং চক্ষু দিব্যং চক্ষু প্রবর্ত্ততু অপেতু মানুষং শ্রোত্রং দিব্যং শ্রোত্রং প্রবর্ত্ততু অপেতু মানুষং গন্ধং দিব্যং গন্ধং প্রবর্ত্ততু অপেতু মানুষা জিহ্বা দিব্যা জিহ্বা প্রবর্ত্ততু—মালি মালি স্বাহা।' ইহাও অবিকল নকল।

চতুর্থখণ্ডের আরম্ভে প্রণাম করিবার পর পঞ্চমখণ্ডারম্ভে আবার প্রণাম দেখিয়া মনে হয় যে, দুইজন ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতিষিক বৈদ্য-কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন কালে চতুর্থ এবং পঞ্চমখণ্ড প্রণীত হইয়াছে। সামান্য গদ্যভাগ থাকিলেও উভয়খণ্ডই অনুষ্টুপ্‌ছন্দে রচিত।

ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডে মহামায়ূরী (বৌদ্ধদের বিষহরা দেবী) বিদ্যা-রাজ্ঞী (Queen of charms) এবং বিষচিকিৎসা প্রধান ভাবে উপবর্ণিত হইয়াছে। কোনও মান্ত্রিক ওঝাজাতীয় বৌদ্ধ বিষ-চিকিৎসক কর্ত্তৃক খণ্ডদুইটী প্রণীত হইয়া থাকিবে। দুই চারিটী শ্লোক ব্যতীত ইহার সকল অংশই গদ্যে রচিত। শুনা যায়,

যশোমিত্র নামক একজন বৌদ্ধ কর্ত্তৃক ইহা লিখিত হয়। তিনি স্বয়ং ইহার রচয়িতা না হইতে পারেন। কোনও খণ্ডের আরম্ভেই প্রণামাদি মঙ্গলাচরণ দৃষ্ট নহে।

ষষ্ঠখণ্ডের প্রথমেই একটী প্রাচীন আখ্যায়িকার অবতারণা দৃষ্ট হয়। তথায় লিখিত আছে—'এবং ময়া শ্রুতমেকস্মিন্ সময়ে ভগবান্ শ্রাবস্ত্যা বিহরতি জেতবনে অনাথপিণ্ডদস্য আরামে, তেন কালেন······স্বাতি ভিক্ষুঃ······কৃষ্ণসর্পেণ দক্ষিণে পাদাঙ্গুষ্ঠে দষ্টঃ স ক্লান্তকায়ঃ ভূমৌ পতিতঃ·····' ইত্যাদি। আনন্দভিক্ষু এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার গুরুবৎ কোনও শ্রমণকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কি উপায়ে স্বাতি ভিক্ষু বিষমুক্ত হইতে পারেন? তিনি বলেন, তুমি 'তথাগত'-নাম স্মরণপূর্ব্বক মহামায়ুরী বিদ্যারাজ্ঞী পদ্ধতির দ্বারা ইহাকে রক্ষা করিতে পার।

তারপর মহামায়ুরীপদ্ধতি আরব্ধ হইল—'রাত্রৌ স্বস্তি দিবা স্বস্তি স্বস্তি মধ্যন্দিনে স্থিতে। স্বস্তি সর্ব্বমহোরাত্রং সর্ব্ববুদ্ধাঃ কুর্ব্বন্তু নমঃ॥ ইড়ি বিড়ি হিবিড়ি নিড়ে অড়ে যাড়ে দৃগড়ে হরিবেগুড়ি পাংশুপিশাচিনি আরোহণি ওরোহণে এলে মেলে তিলে কিলে তিলে মেলে মিলে······ইলি কিসি স্বাহা।' ইত্যাদি। মন্ত্রপাঠের পূর্ব্বে রজ্জুবেষ্টন (Ligature) দেওয়া হইয়াছিল। এই সকল প্রক্রিয়ায় স্বাতিভিক্ষু পুনর্জ্জীবিত হন। মন্ত্রে বহু সর্পের নাম পাওয়া যায়, যেমন—(১) ধৃতরাষ্ট্র, (২) নৈরাবণ, (৩) বিরূপাক্ষ, (৪) কৃষ্ণ, (৫) গৌতমক, (৬) মণি, (৭) বাসুকি, (৮) দণ্ডপাদ, (৯) পূর্ণভদ্র, (১০) নন্দ, (১১) উপনন্দ, (১২) অনবতপ্ত, (১৩) বরুণ, (১৪) সংহারক, (১৫) তক্ষক, (১৬) অনন্ত, (১৭) বাসুমুখ, (১৮) অপরাজিত, (১৯) ছিবসুত, (২০) মহামনস্বী, (২১) মনস্বী, (২২) কালক, (২৩) অপলাল, (২৪) ভোগবান্, (২৫) শ্রামণের (২৬) দধিমুখ, (২৭) মণিক, (২৮) পুণ্ডরীক,

(২৯) কর্কোটক, (৩০) শঙ্খপাদ, (৩১) কম্বল, (৩২) অশ্বতর, (৩৩) সাকেতক, (৩৪) কুম্ভীর, (৩৫) সূচীলোমা, (৩৬) উগাতিমা, (৩৭) কাল, (৩৮) ঋষিক, (৩৯) পূরণ, (৪০) কর্ণক, (৪) শকট-মুখ, (৪২) কোলক, (৪৩) সুনন্দ, (৪৪) বৎসীপুত্র, (৪৫) এলপত্র, (৪৬) লম্বুর, (৪৭) পিথিল, (৪৮) মুচিলিন্দ। বৌদ্ধমতে বালকাদির উপর যে সকল গ্রহের আবেশ হয় তাহাদের নাম আছে—(১) দেব, (২) নাগ, (৩) অসুর, (৪) মরুত, (৫) গরুড়, (৬) গন্ধর্ব্ব, (৭) কিন্নর, (৮) মহোরগ, (৯) যক্ষ, (১০) রাক্ষস, (১১) প্রেত, (১২) পিশাচ, (১৩) ভূত, (১৪) কুষ্মাণ্ড, (১৫) পূতন, (১৬) কটপূতন, (১৭) স্কন্দ, (১৮) উন্মাদ, (১৯) ছায়া, (২০) অপস্মার, (২১) দুস্তারক। ঐ সকল নাগ সম্বন্ধে এবং এই সকল গ্রহ সম্বন্ধে মৈত্রীভাবনা বিহিত হইয়াছে।

সপ্তমখণ্ডও মহামায়ূরীমন্ত্রাত্মক। প্রায়শঃ কীটদষ্ট এবং নষ্ট হওয়ায় ইহার পাঠোদ্ধার সন্তোষজনক নহে। Hoernle সাহেব অনুমানে উহনপূর্ব্বক মাঝে মাঝে মূলের এইরূপ অনুবাদ দিয়াছেন—'Of this Mahamayuri queen of Spells, Oh Ananda, I will now repeat the essence. It is as follows :—ইত্তি মিত্তি তিলি মিলি মিত্তি মিত্তি তুম্ব তুম্ব সুবচিরিকসিয়া ভিন্নমেড়ে, নমো বুদ্ধানাং চিকীর্ষাপ্রাপ্তমূলে, ইতিহারা লোহিতমূলে তুম্ব, অম্ব, কুট্টি, কুনট্টি, নট্টি, কুন্ননট্টি······সিদ্ধন্ত মন্ত্রপদা স্বাহা।' তারপর অনূদিত হইয়াছে—'May the words of this Charm be effective! Svaha (স্বাহা)! This, Oh, Ananda, is the essence of the great Mayuri Charm—the queen of the magic art······This should be done for what reason? Because one who is liable to the death penalty, Oh Ananda, will be released with flogging

with a rod ; one who is liable to such flogging, with slaps with the hand ; one who is liable to such slaps, with abusive menaces ; one who is liable to abusive menaces, with a reprimand ; one who is liable to reprimand, with a deterrent gesture...... Salulation to the Blessed Buddha (নমো ভগবতে বুদ্ধায়) ; May the words of the spell be efficacious, স্বাহা। Oh Ananda with this great charm......., I shall effect the safety of যশোমিত্র, his security, defence, salvation, protection, relief and recovery, preservation from danger, in case he is afflicted with fever ; also I shall effect the counter-action of any poison and the destruction of any poison' etc. ইহার পর যাহা ছিল তাহা পাওয়া যায় নাই। সুতরাং এই খানেই Bower পাণ্ডুলিপি সমাপ্ত হইয়াছে।

মহামায়ূরী সম্বন্ধে Hoernle সাহেব টিপ্পণ দিয়াছেন—'The great Mayuri is the name of the Spell (মন্ত্র). It is probably called so, because the peafowl is the greatest traditional enemy of the snake. With the Mahamayuri spell may be compared the following formulas : মহাগন্ধহস্তী in Charaka vi. 25. etc.

বাগ্‌ভট প্রথম (Vagbhata I)—সিন্ধুদেশীয় সদ্‌ব্রাহ্মণ, সিংহগুপ্তের পিতা, অষ্টাঙ্গসংগ্রহাদিকৃদ্‌ দ্বিতীয় বাগ্‌ভটের পিতামহ এবং সম্ভবতঃ ২ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইঁহার বৈদ্যকনিঘণ্টু একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহাতে গ্রন্থকার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদকে দৃষ্টিবিশেষে দশাঙ্গ বৈদ্যশাস্ত্র বলিয়াছেন। দশটী অঙ্গ যেমন—দ্রব্যাভিধান,

রুগ্‌বিনিশ্চয়, কায়সৌখ্যসম্পাদন, শল্যবিদ্যা, ভূতনিগ্রহ, বিষ-প্রতীকার, বালোপচার, রসায়ন, শালাক্যতন্ত্র এবং বৃষ্য। সুশ্রুতকৃত নাবনীতকসংহিতার মতে প্রথম দুইটীর গ্রহণ বুঝিতে হইবে। ধন্বন্তরির নিঘণ্টুতে এবং মাধবকরের নিদানে উহারা যথাক্রমে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। ইঁহার পৌত্র দ্বিতীয় বাগ্‌ভটের অষ্টাঙ্গসংগ্রহে কিন্তু ব্রহ্মোক্ত আটটী অঙ্গই গৃহীত হইয়াছে—

'কায়বালগ্রহোর্দ্ধাঙ্গশল্যদংষ্ট্রা জরাবৃষৈঃ।
গতমষ্টাঙ্গতাং পুণ্যং বুবুধে যং পিতামহঃ॥'
(সূত্রস্থান ১।৭-৮)।

প্রাচীনতর হইলেও ইনি বৃদ্ধবাগ্‌ভট নহেন, কারণ 'বৃদ্ধবাগ্‌ভট' বলিলে ইঁহার পৌত্রকৃত অষ্টাঙ্গসংগ্রহগ্রন্থকে বুঝাইয়া থাকে। এইজন্য আমরা ইঁহাকে বাগ্‌ভট প্রথম এবং ইঁহার পৌত্রকে বাগ্‌ভট দ্বিতীয় বলিতেছি।

প্রথম বাগ্‌ভটের 'বাগ্‌ভট ব্যাকরণ' এবং 'বাগ্‌ভট স্মৃতিসংগ্রহ' নামে দুইখানি প্রমাণগ্রন্থ ছিল। এখন কিন্তু কোনও খানি পাওয়া যায় না। ভাষ্যদীপিকায় ৬ খৃষ্টশতাব্দীয় ভর্ত্তৃহরির 'চতুর্থীবাধিকামাহু শ্চূর্ণিভাগুরিবাগ্‌ভটাঃ' এই বচন হইতে বুঝা যায় যে, তিনি অবশ্যই বাগ্‌ভটীয় ব্যাকরণ দেখিয়াছিলেন। প্রমাণপুরুষ না হইলে ভর্ত্তৃহরির ন্যায় বৈয়াকরণ কখনই তাঁহাকে স্মরণ করিতেন না। সুপ্রাচীন চূর্ণিভাগুরির সহিত বাগ্‌ভট নামের উল্লেখহেতু বুঝা যায় যে, তিনি ভর্ত্তৃহরির অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী। 'অপরার্কযাজ্ঞবল্কীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্রনিবন্ধ'গ্রন্থে অপরাদিত্য অনেকবার নামগ্রহণপূর্ব্বক বাগ্‌ভট-স্মৃতিসংগ্রহের নানা বচন উঠাইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, 'পঞ্চকর্ম্মাধিকার' ইঁহার কৃতি। কিন্তু কাহারও কাহার মতে উহা চতুর্থবাগ্‌ভটকৃত। গুণপাট নামে একখানি গ্রন্থ প্রথমবাগ্‌ভটকৃত বলিয়া শুনা যায়।

বাগ্‌ভট দ্বিতীয় (Vagbata II) বা বাভটগুপ্ত বা বাভটমুনি বা বাহট বা বাহড় বা রাজর্ষিবাভট—প্রথম বাগ্‌ভটের পৌত্র, সিংহগুপ্তের পুত্র, সিন্ধুদেশজ, সিন্ধুদেশীয় চরকনামে সুপ্রসিদ্ধ, অবলোকিতের শিষ্য, 'বৃদ্ধবাগ্‌ভট-মধ্যবাগ্‌ভট-স্বল্প বা সূক্ষ্ম বা-লঘু-বাগ্‌ভট-রসবাগ্‌ভটাদি নামক গ্রন্থ সমূহের কর্ত্তা, এবং ২-৩ খৃষ্টশতাব্দীয়।

পিতা এবং পিতামহাদির পরিচয় দিবার জন্য অষ্টাঙ্গসংগ্রহে ইনি বলিয়াছেন—

'ভিষগ্‌বরো বাগ্‌ভট ইত্যভূন্মে পিতামহো নামধরোঽস্মি যস্য।
সুতোঽভবৎ তস্য চ সিংহগুপ্ত স্তস্যাপ্যহং সিন্ধুষু জাতজন্মা॥'

ঐ গ্রন্থে ইহার গুরু অবলোকিতের নাম পাওয়া যায়—

'সমধিগম্য গুরোরবলোকিতাদ্
গুরুতরাচ্চ পিতুঃ প্রতিভাং ময়া।
সুবহুভেষজশাস্ত্র-বিলোচনাৎ
সুবিহিতোঽঙ্গবিভাগবিনির্ণয়ঃ॥'

গ্রন্থকারের নাম করিলে metonymically অর্থাৎ উপাদান-লক্ষণায় তৎকৃত গ্রন্থও বুঝায় বলিয়া 'অস্টাঙ্গসংগ্রহ-মধ্যসংহিতা বা অষ্টাঙ্গসংগ্রহসংহিতা-অস্টাঙ্গহৃদযসংহিতা রসরত্নসমুচ্চয়' নামক গ্রন্থ-চতুষ্টয় যথাক্রমে 'বৃদ্ধবাগ্‌ভট-মধ্যবাগ্‌ভট-স্বল্প বা সূক্ষ্ম বা লঘু বাগ্‌ভট-রসবাগ্‌ভট' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মধ্যসংহিতা ও হৃদয়সংহিতার অপেক্ষায় গ্রন্থের গুরুত্বহেতু এবং গ্রন্থস্থ বিষয়ের আধিক্যহেতু অষ্টাঙ্গসংগ্রহকে বৃদ্ধ বলা হয়। অভিপ্রায় এইরূপ—বৃদ্ধোঽয়ং সংগ্রহগ্রন্থো মধ্যসংহিতামষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতাং চাপেক্ষ্য; মধ্যসংহিতায়া বিষয়া অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতায়া বিষয়া শ্চাস্মিন্ গ্রন্থে বিস্তরেণ যত উপাদিশ্যন্তে। ইহা দ্বাদশসাহস্রী গ্রন্থ। কবীন্দ্রাচার্য্যের সূচীতে অষ্টাঙ্গসংগ্রহ 'বৃদ্ধবাগ্‌ভট' নামে কথিত হইয়াছে। মধ্য-

বাগ্‌ভট অর্থাৎ বাগ্‌ভটকৃত মধ্যসংহিতা। অষ্টাঙ্গসংগ্রহসংহিতা ইহার নামান্তর। ইহা অস্টাঙ্গসংগ্রহাপেক্ষায় লঘু এবং হৃদয়-সংহিতাপেক্ষায় বৃহৎ। মধ্যসংহিতা দশসাহস্রীগ্রন্থ। গ্রন্থখানি কালগ্রস্ত, কিন্তু উহাতে দ্বিতীয় বাগ্‌ভটের কর্ত্তৃত্ব লইয়া সন্দেহের অবকাশ নাই। চক্রদত্তের উপর 'রত্নপ্রভা' নাম্নী টীকায় নিশ্চলকর লিখিয়াছেন—'বাভটগুপ্তেন মধ্যস্বসংহিতায়ামন্যথৈব চিকিৎসা প্রতিপাদিতা' এবং 'বাভটমুনে র্মধ্যসংহিতায়ামপি তদ্‌বাক্যং স্মর্ত্তব্যম্' ইত্যাদি। তত্ত্ববোধ নামক হৃদয়টীকায় শিবদাসও নামগ্রহণপূর্ব্বক উহার বচন উঠাইযাছেন। লঘু বাগ্‌ভট বা স্বল্প বাগ্‌ভট বা সূক্ষ্ম-বাগ্‌ভট অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতার নামান্তর। সংগ্রহের অপেক্ষায় বা মধ্যসংহিতার অপেক্ষায় লঘুত্বহেতু এবং উপদিষ্ট বিষয়ের স্তোকতা-হেতু স্বল্পাদিশব্দ দ্বারা ইহা বিশেষিত হইয়াছে। অভিপ্রায় এইরূপ—স্বল্পোঽয়ং সূক্ষ্মোঽয়ং বা গ্রন্থঃ সংগ্রহং মধ্যসংহিতাং চাপেক্ষ্য, সংগ্রহস্য মধ্যসংহিতায়াশ্চ বহবো বিষয়া অস্মিন্ গ্রন্থে সুখচারতঃ সংক্ষেপত শ্চোপদিশ্যন্তে। ইহা অষ্টসাহস্রী গ্রন্থ। কবীন্দ্রাচার্য্যের সূচীতে অস্টাঙ্গহৃদয় লঘুবাগ্‌ভটনামে উল্লিখিত হইয়াছে। রসবাগ্‌ভট অর্থাৎ বাগ্‌ভটকৃত রসরত্নসমুচ্চয়।

প্রাকৃতাদি ভাষায় বাগ্‌ভট বাহট বা বাহড় বলিয়া কথিত। এখন কিন্তু ১২ খৃষ্টশতাব্দীয় কাব্যালংকারাদি-প্রণেতা অবৈদ্যক তৃতীয় বাগ্‌ভটই বাহড় নামে অধিকতর প্রসিদ্ধ। অস্টাঙ্গসংগ্রহাদি গ্রন্থচতুষ্টয়ের নানা পুষ্পিকায় এবং অন্যত্র গ্রন্থকাব নিজেকে বা পিতামহকে বাগ্‌ভট বলিয়াছেন। কোনও স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট নহে। তথাপি গকারের উচ্চারণ স্থগিত রাখিয়া কেহ কেহ বাগ্‌ভটকে বাভট বলেন। কিন্তু বৈদ্যসংহিতা-বাভটব্যাকরণাদি-প্রণেতা বাভটাচার্য্য একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি এবং ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয়। বাভটের ব্যাকরণ জুমরনন্দি-জগদীশাদি পণ্ডিতগণ দেখিয়াছেন।

সংক্ষিপ্তসারের ১২ খৃষ্টশতাব্দীয় জৌমরবৃত্তিতে লিখিত আছে—'অযাচিতারং ন হি দেবদেবমদ্রিঃ সুতাং গ্রাহয়িতুং শশাকেত্য-সাধুরিত্যনুন্যাসবাভটৌ' (কারক ১০)। অনুন্যাস ৮ খৃষ্টশতাব্দীয় জিনেন্দ্রন্যাসের ব্যাখ্যাস্থানীয় এবং বাভট-ব্যাকরণের পূর্ব্ববর্ত্তী। অষ্টাঙ্গসংগ্রহের টীকাকার ১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয় ইন্দুপণ্ডিত কর্ত্তৃক অনুন্যাস প্রণীত হয়। ইন্দু বাভটের পূর্ব্বাচার্য্য। 'বাভটানুন্যসৌ' বলিলে 'সমসনং সমাসঃ' (সংক্ষেপঃ) এই লৌকিক ন্যায় বা 'অল্পাচ্‌তরম্' (পাঃ ২।২।৩৪) এই সূত্র নিষেবিত হয়, কিন্তু অভ্যর্হিতত্ব বা উদয়কালবিষয়ক আনুপূর্ব্ব্য দেখাইবার জন্য 'অনুন্যাস-বাভটৌ' বলা হইয়াছে। অতএব 'বাভট ব্যাকরণ' ১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীর পরবর্ত্তী। ১ খৃষ্টশতাব্দীয় প্রথম বাগ্‌ভটের একখানি ব্যাকরণ ছিল সত্য, কিন্তু প্রথম বাগ্‌ভটকে কেহ কখনও বাভট বলেন নাই। আর বলিলেও এবং ঐ ব্যাকরণ উদ্দিষ্ট হইলে জুমর নন্দি লিখিতেন—'বাভটানু-ন্যাসৌ'। জগদীশের শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় লিখিত আছে—

'পূর্ব্বমধ্যান্তসর্ব্বান্যপদপ্রাধান্যতঃ পুনঃ।
প্রাচ্যৈঃ পঞ্চবিধঃ প্রোক্তঃ সমাসো বাভটাদিভিঃ॥'

(সমাস প্রঃ ৩)।

প্রাচ্যৈঃ প্রাচীনৈঃ। ১৬-১৭ খৃষ্টশতাব্দীয় জগদীশের নিকট ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয় বাভট নিশ্চয়ই প্রাচীন।

অষ্টাঙ্গসংগ্রহে দ্বিতীয় বাগ্‌ভটের কর্ত্তৃত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত। মধ্য-সংহিতাও বিবাদাস্পদ নহে। কিন্তু অষ্টাঙ্গহৃদয় লইয়া নানা তর্ক-বিতর্কের উদয় হইয়াছে। সংগ্রহ-হৃদয়ের পুষ্পিকায় গ্রন্থকার নিজের বা পিতার যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে উভয়গ্রন্থের এক-কর্ত্তৃত্ব সুব্যক্ত। অষ্টাঙ্গসংগ্রহের 'শশিলেখা'নাম্নী টীকায় ১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয় ইন্দুপণ্ডিত বলিয়াছেন—"শাস্ত্রকৃতা চৈতদেবাভিমতম্, যেন হৃদয়ে পঠতি—'তদেব ব্যক্ততাং যাতং রূপমিত্যভিধীয়তে'

ইতি, এবং চ স্থিতে 'সপূর্ব্বরূপাঃ কফপিত্তমেহা' ইতি যদা হৃদয়গ্রন্থে ব্যাখ্যায়তে তত্রৈব চোদয়িষ্যামঃ।" (নিদানস্থান ১।১৩)। 'তদেব ব্যক্ততাং যাতম্......' এবং 'সপূর্ব্বরূপাঃ ...' এই দুইটী শ্লোক অষ্টাঙ্গহৃদয়ের নিদানস্থানে দ্রষ্টব্য (১।৫ এবং ১০।৪১)। রত্নপ্রভা নাম্নী চক্রসংগ্রহটীকায় ১২-১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় নিশ্চলকর অষ্টাঙ্গহৃদয় স্মরণ পূর্ব্বক বলিয়াছেন—"যদুক্তং সিংহগুপ্তপুত্রেণ রাজর্ষিণা বাভটেন স্বসংহিতায়াং লক্ষণং শীতাদীনাম্........" ইত্যাদি। অতএব এই দুইজন প্রাচীন টীকাকার সংগ্রহ-হৃদয়ের এক কর্ত্তৃত্বই বুঝিয়াছিলেন। A Short History of Aryan Medical Science নামক গ্রন্থের ৩৪-৩৫ পৃষ্ঠায় গোণ্ডালের ঠাকুর সাহেব H. H. Sir Bhagbat Singhjee M.D. মহোদয় হৃদয়কার এবং সংগ্রহকারকে এক ব্যক্তিই বলিয়াছেন। কিন্তু কীথ্ সাহেব উহাতে সন্দিহান হইয়া History of Sanskrit Literature গ্রন্থের ৫১০ পৃষ্ঠায় তাৎপর্য্যতঃ লিখিয়াছেন—"যদিও সংগ্রহপ্রণেতা এবং হৃদয়প্রণেতা উভয়ই সিংহগুপ্তের পুত্র বলিয়া প্রকাশিত, তথাপি দুইজনের পার্থক্য কল্পনীয়। দ্বিতীয়বাগ্ভট সিংহগুপ্তের পুত্র, প্রথম বাগ্ভটের পৌত্র এবং বৌদ্ধ অবলোকিতের শিষ্য। তাঁহার অষ্টাঙ্গসংগ্রহ উপজীব্য করিয়া নবীন বাগ্ভট কর্ত্তৃক অষ্টাঙ্গহৃদয় প্রণীত হয়। অষ্টাঙ্গসংগ্রহ গদ্যপদ্যময় গ্রন্থ, আর অষ্টাঙ্গহৃদয় পদ্যময়ী সংহিতা—ইহাই শেষটীর নবীনত্ব প্রতিপাদন করিতেছে।"

কীথ্ সাহেবের যুক্তি ও উক্তি হৃদয়গ্রাহিণী নহে। গ্রন্থ পদ্যময় হইলে নবীন হইবে এবং গদ্যপদ্যময় হইলে প্রাচীন হইবে—এরূপ কোনও অব্যভিচারী নিয়ম আমাদের জানা নাই। গদ্যপদ্যাত্মক শ্রীমদ্ভাগবত কি পদ্যাত্মক রামায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী? সংগ্রহ এবং হৃদয—উভয় গ্রন্থেই গ্রন্থকার যখন নিজেকে সিংহগুপ্ততনয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তখন উহাতে আস্থাবান্ হওয়াই উচিত। বিদ্বান্

পুত্রের পক্ষে আপন জন্মদাতার নাম গোপন করিয়া অপরকে জন্মদাতা বলা কি অত্যন্ত অস্বাভাবিক নহে? আত্রেয়াদি মহর্ষি-প্রোক্ত অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদকে সুগম করিবার জন্য সিংহগুপ্ততনয় বাগ্‌ভটই উভয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিযাছেন। অষ্টাঙ্গহৃদয়ে তিনি বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মা স্মৃত্বাঽঽয়ুষো বেদং প্রজাপতিমজিগ্রহৎ।
সোঽশ্বিনৌ তৌ সহস্রাক্ষং সোঽত্রিপুত্রাদিকান্ মুনীন্॥
তেঽগ্নিবেশাদিকাংস্তে তু পৃথক্ তন্ত্রাণি তেনিরে।
তেভ্যোঽতিবিপ্রকীর্ণেভ্যঃ প্রায়ঃ সারতরোচ্চয়ঃ॥
ক্রিয়তেঽষ্টাঙ্গহৃদয়ং নাতিসংক্ষেপবিস্তরম্।" (সূত্রস্থান)

এবং

"অষ্টাঙ্গবৈদ্যকমহোদধিমন্থনেন
যোঽষ্টাঙ্গসংগ্রহমহামৃতরাশি রাপ্তঃ।
তস্মাদনল্পফলমল্পসমুদ্যমানাং
প্রীত্যর্থমেতদুদিতং পৃথগেব তন্ত্রম॥" (উত্তর তন্ত্র ৪০।৮০)।

এবং—'এতৎ পঠন্ সংগ্রহবোধশক্তঃ স্বভ্যস্তকর্ম্মা ভিষগপ্রকম্প্যঃ' ইত্যাদি। সোপানারোহণ ন্যায়ে ঐরূপ গ্রন্থ করার উদাহরণ বিরল নহে। পাণিনিদর্শনের উপর নাগেশভট্ট বৃহৎসিদ্ধান্তমঞ্জুষা লিখিবার পর তাহাকে সরল ও সরলতর করিবার জন্য লঘুসিদ্ধান্ত-মঞ্জুষা এবং পরমলঘুমঞ্জুষা ক্রমান্বয়ে প্রণয়ন করেন। ভট্টোজির শিষ্য বরদরাজ সিদ্ধান্তকৌমুদীকে সরল করিবার জন্য মধ্যসিদ্ধান্ত-কৌমুদী লিখিয়া তাহাকে সরল ও সরলতর করিবার অভিপ্রায়ে লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী এবং সারসিদ্ধান্তকৌমুদী ক্রমশঃ প্রণয়ন করেন। অতএব বাগ্‌ভটের পক্ষেও প্রাচীন অষ্টাঙ্গবৈদ্যক উপজীব্য করিয়া অষ্টাঙ্গসংগ্রহ প্রণয়ন পূর্ব্বক তাহাকে সুগম করার অভিপ্রায়ে মধ্য-সংহিতা ও অষ্টাঙ্গহৃদয় করা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। অষ্টাঙ্গহৃদয়ে তিনি নিজেও বলিয়াছেন—'এতৎ পঠন্ সংগ্রহবোধশক্তঃ'

(উঃ ৪০।৮২)। এরূপ অবস্থায় কীথ্ সাহেবের মতবাদ কিরূপে স্থৈর্য্যলাভ করিতে পারে ?

রসবাগ্‌ভটাদি অর্থাৎ রসরত্নসমুচ্চয়াদি। আদি-পদের দ্বারা বাহটশতশ্লোকী বা শতশ্লোকী সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত। বাগ্‌ভটশব্দ এখানে metonymically বা উপাদান-লক্ষণায় তৎকৃত গ্রন্থের দ্যোতক। ইহা রসশব্দের দ্বারা বিশেষিত হওয়ায় রসবাগ্‌ভট শব্দে বুঝিতে হইবে—রসবিষয়ক বাগ্‌ভটকৃতগ্রন্থ অর্থাৎ রসরত্নসমুচ্চয়। ইহার কর্ত্তৃত্ব লইয়া অনেক তর্কবিতর্ক আছে, সুতরাং তৎসম্বন্ধে সমালোচনা অপরিহার্য্য।

রসরত্নসমুচ্চয়ের প্রারম্ভেই গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—'সূনুনা সিংহগুপ্তস্য রসরত্নসমুচ্চয়ঃ ···· প্রবক্ষ্যতে' (১।৯-১০)। ইহার প্রত্যেক অধ্যায়শেষে লিখিত আছে—'ইতি শ্রীবৈদ্যপতিসিংহগুপ্তস্য সূনো বাগ্‌ভটাচার্য্যস্য কৃতৌ রসরত্নসমুচ্চয়ে·········' ইত্যাদি। তাহাতে বুঝা যায় যে, সিংহগুপ্ততনয় দ্বিতীয় বাগ্‌ভটই এই গ্রন্থের রচয়িতা। কিন্তু প্রাচ্যবিদ্গণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, ১৩-১৪ খৃষ্ট-শতাব্দীয় নেমিপুত্র চতুর্থ বাগ্‌ভটই এই গ্রন্থের প্রকৃত প্রণেতা। আবার কেহ কেহ বলেন, ১৩-১৪ খৃষ্টশতাব্দীয় নিত্যনাথ বা অশ্বিনীকুমার ইহা প্রণয়ন পূর্ব্বক দ্বিতীয় বাগ্‌ভটের নামে আরোপ করিয়াছেন। সেইজন্য History of Sanskrit Literature গ্রন্থের ৫১২ পৃষ্ঠায় কীথ্ সাহেব বলিয়াছেন—"The Rasaratna Samuccaya is ascribed to Vagbhat in some texts, in others to Acvinikumar or Nityanath ; it has been assigned conjecturally to 1300 A.D." উক্ত অনুমানের হেতু এই যে, রসরত্নসমুচ্চয়ে দ্বিতীয় বাগ্‌ভটের অনেক পরবর্ত্তী গ্রন্থকারের নাম এবং নানা বচন ও মতবাদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন—গ্রন্থারম্ভে ৭-৯ খৃষ্টশতাব্দীয় গোবিন্দের নাম এবং গ্রন্থমধ্যে

তৎকৃত রসহৃদয়ের 'মূর্চ্ছিত্বা হরতি রুজং বন্ধনমনুভূয় মুক্তিদো ভবতি' (রসহৃদয় ১।৩) হইতে 'দিব্যা তনূ র্বিধেয়া হরগৌরীসৃষ্টিসংযোগাৎ' (রসহৃদয় ১।৩৩) পর্য্যন্ত ৩১টী শ্লোক। ইহা ব্যতীত ১১ খৃষ্ট-শতাব্দীয় সারস্বতবার্ত্তিককার নরেন্দ্রাচার্য্যের নামাদি উহাতে দৃষ্ট হয়।

আমাদের মতে মূল রসরত্নসমুচ্চয় সিংহগুপ্ততনয় দ্বিতীয়-বাগ্‌ভট কর্ত্তৃকই প্রণীত, কিন্তু 'রসেন্দ্রপরিভাষা'-'রসেন্দ্রচূড়ামণি' প্রণেতা ১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় সোমদেব উহার কালোপযোগী প্রতিসংস্কার করিয়াছেন। এরূপ বলিবার হেতু এই যে, প্রতিসংস্কৃত রসরত্ন-সমুচ্চয়ে রসেন্দ্রচূড়ামণির শ্লোক ও শৈলী দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত সোমদেব নিজের নাম করিয়া উহাতে রসেন্দ্রপরিভাষার নানা শ্লোক উঠাইয়াছেন। গ্রন্থের 'রসপরিভাষাকথন' নামক অষ্টমাধ্যায়ে লিখিত আছে—

'কথ্যতে সোমদেবেন মুগ্ধবৈদ্যপ্রবুদ্ধয়ে।
পরিভাষা রসেন্দ্রস্য শাস্ত্রৈঃ সিদ্ধৈশ্চ ভাষিতা॥'

আবার উহার নবমাধ্যায়ে নানা যন্ত্র বলিবার উপক্রমে লিখিত আছে—

'অথ যন্ত্রাণি বক্ষ্যন্তে রসতন্ত্রাণ্যনেকশঃ।
সমালোক্য সমাসেন সোমদেবেন সাম্প্রতম্॥'

এ সকল সত্ত্বেও আমরা সোমদেবকে প্রতিসংস্কর্ত্তা বলিয়া মনে করি। কারণ, স্বয়ং প্রণয়নপূর্ব্বক গ্রন্থখানি পুরুষান্তরে আরোপ করিবার ইচ্ছা হইলে ব্যাড়ি-পতঞ্জলি-নাগার্জ্জুন-গোবিন্দপাদাদি রসাচার্য্যগণকে উপেক্ষা করিয়া বাগ্‌ভটের নামে উহা আরোপিত হয় কেন? রসাধিকারে বাগ্‌ভটাপেক্ষা ইঁহারা যে অধিকতর প্রমাণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সেইজন্য বলি, মূলরসরত্নসমুচ্চয় ২-৩ খৃষ্টশতাব্দীর মধ্যে দ্বিতীয় বাগ্‌ভট কর্ত্তৃকই প্রণীত হয়। গ্রন্থ কিন্তু অত্যন্ত সাধারণ এবং সংক্ষিপ্ত বলিয়া লোকে খ্যাতি লাভ করে

নাই। তারপর বহুশত বৎসর অতীত হইলে সেই লুপ্তপ্রায় গ্রন্থের কোনও জীর্ণ-শীর্ণ পুঁথী লইয়া সোমদেব উহার কালোপযোগী প্রতি-সংস্কার করিয়াছেন। দ্বিতীয় বাগ্‌ভট মূলকার বলিয়া তাঁহার নামে উহা প্রকাশ করা Literary forgery নহে বা অন্য কোন প্রকারেও দোষাবহ নহে। বরং চ ইহাতে স্বার্থত্যাগহেতু সোমদেব আদর্শীভূত হইয়াছেন। রসরত্নসমুচ্চয়ের 'তরলার্থপ্রকাশিনী' টীকায় গ্রন্থের কর্ত্তৃত্বাদি লইয়া ১৫ খৃষ্টশতাব্দীয় টীকাকার চিন্তামণি খবে কিছুই বলেন নাই।

দাক্ষিণাত্যে অষ্টাঙ্গসংগ্রহ বিশেষ আদৃত। তাঁহারা বলেন—

'অষ্টাঙ্গসংগ্রহে জ্ঞাতে বৃথা প্রাকৃতন্ত্রয়োঃ শ্রমঃ।
অস্টাঙ্গসংগ্রহেঽজ্ঞাতে বৃথা প্রাকৃতন্ত্রয়োঃ শ্রমঃ॥'

ইহার একখানি নিঘণ্টু বা concordance তেলেগু ভাষায় প্রণীত হইয়াছে। সংগ্রহের উপর ১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয় ইন্দুপণ্ডিত 'শশিলেখা' নামে একখানি উৎকৃষ্ট টীকা প্রণয়ন করেন। উহাই এখন প্রচলিত। শশিলেখার পূর্ব্বে অন্যান্য টীকাও ছিল বলিয়া মনে হয়, কারণ ইন্দুপণ্ডিত বলিয়াছেন—'দুর্ব্যাখ্যাবিষসুপ্তস্য বাহটস্যা-স্মদুক্তয়ঃ। সন্তু সংবিত্তিদায়িন্যঃ'......ইত্যাদি (সূত্রস্থান ১)। ১৩-১৪ খৃষ্টশতাব্দীয় অরুণদত্তও একখানি সংগ্রহটীকা করিয়াছিলেন। A Short History of Aryan Medical Science নামক গ্রন্থে His Highness Sir Bhagabat Singhjee K.C.I.E., M.D., D.C.L., LL.D., F.R.C.P.E.—Thakore Saheb of Gondal—লিখিয়াছেন—"He (Vaghbhata) wrote another work called Ashtanga Samgraha on which Pundit Arunadatta wrote a Commentary" (p. 35). কিন্তু শশিলেখার উৎকর্ষহেতু অরুণটীকা উত্তরকালে খ্রিয়মাণ হয় নাই অর্থাৎ survive করে নাই। সম্প্রতি পুণ্যপত্তন হইতে

শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র কিংজবড়েকরমহোদয়কর্তৃক টুপ্‌টিপ্পনী এবং প্রভাটিপ্পনী সহ সসংগ্রহশশিলেখা মুদ্রিত হইয়াছে। মধ্যসংহিতা বহুকালপূর্ব্বে লুপ্ত হইয়াছে। ইহার কোন টীকা ছিল কি না তাহা জানা নাই।

হৃদয়ের উপর একখানি কোষ এবং নানা ব্যাখ্যাগ্রন্থ আছে, যেমন—১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয় ইন্দুপণ্ডিতকৃত অষ্টাঙ্গহৃদয়টীকা (যুধিষ্ঠিরমীমাংসককৃত 'সংস্কৃতব্যাকারণশাস্ত্রকা ইতিহাস' গ্রন্থের ১৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য), ১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয় চন্দ্রনন্দনকৃত অষ্টাঙ্গ-হৃদয়কোষ অর্থাৎ Concordance এবং পদার্থচন্দ্রিকা বা অষ্টাঙ্গ-হৃদয়সংহিতা টীকা যাহার উপর ১৩-১৪ খৃষ্টশতাব্দীয় নেমিতনয় চতুর্থবাগ্‌ভট একখানি টিপ্পনী লিখিয়াছেন, ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয় ঈশ্বরসেনকৃত অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা টীকা, ১২-১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় অরুণদত্তকৃত 'সর্ব্বাঙ্গসুন্দর' টীকা, ১৩-১৪ খৃষ্টশতাব্দীয় হেমাদ্রিকৃত আয়ুর্ব্বেদরসায়ন বা অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা টীকা যাহা অংশতঃ সম্পন্ন, ১৩-১৪ খৃষ্টশতাব্দীয় আশাধরকৃত অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা টীকা, ১৬ খৃষ্টশতাব্দীয় রামনাথকৃত অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা টীকা, সর্ব্ব-হিতমিত্রদত্তকৃত অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা টীকা ইত্যাদি। শশিলেখা-প্রণেতা ১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয় ইন্দুপণ্ডিত ইহার একখানি টীকা করিলেও ১২-১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় অরুণদত্তকৃত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর টীকার উৎকর্ষহেতু উত্তরকালে উহা ম্রিয়মাণ হয় নাই।

রসরত্নসমুচ্চয় ১২-১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় সোমদেবকর্তৃক প্রতি-সংস্কৃত হইবার পর ১৫ খৃষ্টশতাব্দীতে খরে বা চিন্তামণিশাস্ত্রিকর্তৃক উহার 'তরলার্থপ্রকাশিনী' নাম্নী টীকা প্রণীত হয়। বাহটকৃত শত-শ্লোকীর উপর বেণীদত্তের একখানি টীকা আছে বলিয়া শুনা যায়।

দ্বিতীয় বাগ্‌ভটের স্থিতিকাল লইয়া নানাবিধ মতভেদ দৃষ্ট হয়। Bombay Medical College এর Principal ডাক্তার মোরেশ্বর

কুন্তের মতে ইনি খৃষ্টজন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী। বৈদ্যকশব্দসিন্ধুকোষ-প্রণেতা উমেশ চন্দ্র গুপ্তের মতে ইনি ১২ খৃষ্টশতাব্দীয় (বৈদ্যক-বৃত্তান্ত ৮৫-৬ পৃঃ)। একজন গগনস্পর্শী, অন্যজন পাতালদর্শী। চরমপথের পথিক বলিয়া ইঁহারা উভয়ই অনাদৃত।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের মতে সংগ্রহকার এবং হৃদয়কার একই ব্যক্তি, কিন্তু তিনি ৯ খৃষ্টশতাব্দীয়। Dr. P. C. Roy তৎকৃত History of Hindu Chemistry গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—Madhab Kar in his Nidan quotes bodily from উত্তর তন্ত্র (of Ashtang Hridaya) and as the Nidan was one of the medical works translated for Caliphs of Bagdad, it can safely be placed in the eigth Century at the latest (p. xviii). কীথ্ সাহেবের মতে হৃদয়কার ৮ খৃষ্টশতাব্দীর প্রারম্ভেই উৎপন্ন হন (H.S.L. p. 510)। ম্যাড্রাসার প্রধান অধ্যাপক A. F. Rudolf Hoernle C.I.E. Ph.D. মহোদয় ইচিং বা ইৎসিং (I-Tsing) এর আভাস লইয়া সংগ্রহকারকে ৭ খৃষ্টশতাব্দীর প্রারম্ভে স্থাপন করিয়াছেন। কীথ্ সাহেব ইহাতেও ভিন্নমত নহেন (H. S. L p. 510).

চীনদেশীয় পর্য্যটক ইচিং (I-tsing) ৬৭১ হইতে ৬৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারত ভ্রমণ করেন। তিনি বলিয়াছেন যে, আয়ুর্ব্বেদের আটটী বিভাগ পুরাকালে কথিত হইলেও সম্প্রতি আবার উহা একত্র আচরিত হইয়াছে। এই 'সম্প্রতি' শব্দের উপর নির্ভর করিয়া Dr. Hoernle ও কীথ্ সাহেব ৭ খৃষ্টশতাব্দীর প্রারম্ভে সংগ্রহকার বাগ্‌ভটের উৎপত্তি অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু খৃষ্টাব্দের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী আত্রেয়াদি মহর্ষির তুলনায় ২-৩ খৃষ্টশতাব্দীকে কি 'সম্প্রতি' বলা অসম্ভব? আর I-tsing-এর জনশ্রুতিমূলক কথায় এরূপ নির্বিশঙ্ক অনুমান (bold inference) করা কখনই

উচিত নহে। চীনের ভাষায় বা শাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য থাকিলেও তিনি ভারতীয় ব্যাপারে অত্যন্ত পল্লবগ্রাহী ছিলেন এবং এখানকার তত্ত্বনিরূপণে তাঁহার বুদ্ধি স্ফুর্ত্তি লাভ করে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং জনরব শুনিয়া তিনি যাহা যাহা বলিয়াছেন তৎসমুদায় অত্যন্ত অনিশ্চিতার্থক। সেই জন্য 'Peina' শব্দ লইয়া Dr. G. Buhler লিখিয়াছেন—'I-tsing's description of it is very vague—as vague as most of his descriptions...'. (Takakusu p. 225).

৮ খৃষ্টশতাব্দীতে খলিফার আদেশবশতঃ আরব্যভাষায় মাধবনিদানের অনুবাদ হয়। সুদূর দেশে ভিন্নধর্ম্মার শ্রুতিগোচরে গ্রন্থের গুণোৎকর্ষবিষয়ক সংবাদ পৌঁছিতে অন্ততঃ ১০০ বৎসর লাগিয়াছে। সুতরাং মাধবনিদানের ৭ খৃষ্টশতাব্দীয়ত্ব অনুপপন্ন নহে। মাধবনিদানে অষ্টাঙ্গহৃদয়ের ভূরি ভূরি শ্লোক অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে। গ্রন্থ সুপ্রাচীন না হইলে মাধবকর কি তাহার প্রামাণ্য লইতেন? ৬ খৃষ্টশতাব্দীয় ভর্ত্তৃহরি খৃষ্টজন্মের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী চূর্ণিভাগুরির সঙ্গে প্রথম বাগ্‌ভটের নাম করিয়াছেন। ভর্ত্তৃহরির সমকালিক হইলে তিনি কি চূর্ণিকৃৎ পতঞ্জলির সঙ্গে বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ভাগুরির সঙ্গে বাগ্‌ভটের নামগ্রহণ করিতেন? ইহাতেও বাগ্‌ভটদের সুপ্রাচীনত্ব প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। নিরুক্তকারণকূটবশতঃ দ্বিতীয় বাগ্‌ভটের ৯, ৮, বা ৭ খৃষ্টশতাব্দীয়ত্ব গ্রহণযোগ্য নহে।

অষ্টাঙ্গহৃদয়ের ভূমিকায় Bombay Medical College এর Principal Dr. A. Moreswar Kunte M. D. মহোদয় হৃদয়কৃদ্‌ বাগ্‌ভটকে দ্বিতীয়খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীতে স্থাপন করিয়াছেন। A Short History of Aryan Medical Science নামক গ্রন্থের ৩৪ পৃষ্ঠায় H. H. Sir Bhagavat Singhjee M.D.—Thakore Saheb of Gondal—মহোদয় লিখিয়াছেন—

(After Charaka and Susruta) the next authority on Hindu Medicine is Vagbhata who flourished about the 2nd century before Christ. Among the students of Hindoo Medicine the three writers (Charaka, Sushruta & Vagbhata) are known by the name of বৃদ্ধত্রয়ী or the old Triad.

অষ্টাঙ্গসংগ্রহের ভূমিকায় আয়ুর্ব্বেদসেবক রামচন্দ্র লিখিয়াছেন—"We may place him (দ্বিতীয় বাগ্‌ভট) in the 4th. or 5th. c.A.D. at the latest and we should be prepared to accept a date which is even prior to the period suggested". (পুণ্যপত্তন সং)। বক্তা খুব উদারহৃদয় পুরুষ। সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাসস্থ ৩৬১-৬২ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত জাহ্নবী চরণ ভৌমিক এবং A History of Sanskrit Literature গ্রন্থের ১৩৯ পৃষ্ঠায় শ্রীমতী অক্ষয় কুমারী দেবী দ্বিতীয় বাগ্‌ভটকে ৪ খৃষ্ট-শতাব্দীয় বলিয়াছেন।

অষ্টাঙ্গসংগ্রহের উত্তরতন্ত্রস্থিত ৪৯ অধ্যায়ে বাগ্‌ভট স্বয়ং বলিয়াছেন—

"রসোনান্তরং বায়োঃ পলাণ্ডুঃ পরমৌষধম্।
সাক্ষাদিব স্থিতং যত্র শকাধিপতিজীবিতম্॥
যস্যোপযোগেন শকাঙ্গনানাং লাবণ্যসারাদিব নির্ম্মিতানাম্।
কপোলকান্ত্যা বিজিতঃ শশাঙ্কো রসাতলং গচ্ছতি নির্বিদেব॥"

'সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রকা ইতিহাস' গ্রন্থের ২৬-৬২ পৃষ্ঠায় পণ্ডিত যুধিষ্ঠিরমীমাংসক লিখিয়াছেন যে বাগ্‌ভটের স্থিতিকাল প্রায় নিশ্চয় সহকারে নিরূপিত হইয়াছে, কারণ এই শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া অনেক ঐতিহাসিক পণ্ডিত বাগ্‌ভটকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমকালিক বলেন এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় ৩৮০ হইতে ৪১৫ খৃষ্টাব্দ।

এ মতবাদও উপেক্ষণীয়। কারণ বাগ্‌ভট বলিয়াছেন—শকাধিপতি, কিন্তু দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শকাধিপতি নহেন। ৩৯৬ খৃষ্টাব্দে তৎকর্ত্তৃক চষ্টন বংশীয় মহাক্ষত্রপগণ শকস্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া রাজস্থানের মরুদেশে গমনপূর্ব্বক সূর্য্যবংশীয় রাজপুত বলিয়া পরিচিত হন (Col. James Tod—Rajasthana) এবং সেই অবকাশে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তও 'শকারি বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন (The Hindu History by Majumdar—p. 671)। অতএব কাহার উদ্দেশে বাগ্‌ভট 'শকাধিপতি'শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাই এখন অনুসন্ধেয়।

শকজাতি নানা শাখায় বিভক্ত। তন্মধ্যে কুষাণই প্রধান। শকরাজ হেরউসের মুদ্রায় তিনি শককুষাণ বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন (Indian Antiquary 1881, p. 122)। কণিষ্কও শককুষাণ। ইহাতে মোক্ষমূলরের আনুকূল্য আছে। ৭৮ খৃষ্টাব্দে কণিষ্ক পুরুষপুরে অর্থাৎ পেশ্‌ওয়ারে অভিষিক্ত হন। এই সময় হইতে শকাব্দের প্রচলন হইয়াছে। ১৩০ খৃষ্টাব্দে তিব্বতের উত্তরে চীনদের অধিকার হইতে তিনি বলপূর্ব্বক খোটন, ইয়াকন্দ, কশগর এবং খোকন দখল করেন (The Hindu History by Majumdar p. 654)। কণিষ্কের পর হুবিষ্ক রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। ১৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বর্গগত হইলে বাসুদেব সিংহাসন লাভ করেন। Smith সাহেবের মতে ১৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। মতান্তরে কিন্তু ৩ খৃঃশতাব্দীতে তিনি স্বর্গগত হন। বাসুদেবের পর তৎপুত্র কপালি বা কাপালী রাজা হন। ইঁহারা সকলেই শকাধিপতি এবং সকলেই শকস্থানান্তর্গত পুরুষপুরে থাকিতেন। সিন্ধুদেশ, মথুরা, তক্ষশিলা এবং হিন্দুকুশাদি পর্ব্বত লইয়া শকস্থান হইয়াছে। কাপালীর পর পার্থিয়ান্ রাজগণ কর্ত্তৃক ৪ খৃষ্টশতাব্দীর প্রারম্ভেই শকাধিকার লুপ্তপ্রায় হয়। অতএব কণিষ্ক হইতে কাপালী

পর্য্যন্ত শকবংশীয় রাজাদের মধ্যে একজনই বাগ্‌ভটোক্ত শকাধিপতিশব্দের দ্বারা উদ্দিষ্ট, সুতরাং ৪-৫ খৃষ্টশতাব্দীয় মগধাধিপতি শকারি বিক্রমাদিত্য অর্থাৎ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কখনই উদ্দিষ্ট নহেন।

বাসুদেব এবং কাপালী শকাধিপতি হইলেও উভয়ই তান্ত্রিক রসাচার্য্য ছিলেন। বাসুদেব রসসিদ্ধ পুরুষ এবং বাসুদেবসংহিতা-নামক বৈদ্যকগ্রন্থপ্রণেতা। কাপালী বাসুদেবের পুত্র এবং শিষ্য। তিনিও রসরাজমহোদধিনামক রসগ্রন্থপ্রণেতা। তবে এই দুইজনের মধ্যে পিতাই রসবিষয়ে অধিকতর প্রমাণপুরুষ। রসরত্নসমুচ্চয়ে তাঁহার নাম আছে। রসসিদ্ধতাহেতু রসরাজলক্ষ্মীতে বিষ্ণুদেব পণ্ডিত এবং রসরত্নপ্রদীপে রামরাজ তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছেন।

বাসুদেব শকস্থানের রাজা, বাগ্‌ভট শকস্থানান্তর্গত সিন্ধুদেশে উৎপন্ন। বাসুদেব আয়ুর্ব্বেদে সুপণ্ডিত, বাগ্‌ভট তাহাতে একজন প্রমাণপুরুষ। বাসুদেব রসাচার্য্য এবং রসায়নে বিশেষ ভক্তিমান্ ছিলেন। সম্ভবতঃ পলাণ্ডুরসায়নের সেবনহেতু তাঁহার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ ছিল। এই সকল কথা মনে রাখিয়া আমরা বলিব, বাসুদেবকে লক্ষ্য করিয়াই 'শকাধিপতিজীবিতম্' প্রযুক্ত হইয়াছে। যিনি বাসুদেবের সময়ে বিদ্যমান্ ছিলেন তাঁহার ২-৩ খৃষ্টশতাব্দীয়ত্ব অনুপপন্ন নহে। ইন্দুটীকাসমেত অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতার ভূমিকায় সম্পাদক লিখিয়াছেন—কেষাংচিজ্‌ জার্ম্মান্‌দেশীয়বিপশ্চিতাং মতে খৃষ্টাব্দস্য দ্বিতীয়শতাব্দ্যাং বাগ্‌ভটো বভুব' (নির্ণয়সাগর সংস্করণ)।

সিংহগুপ্তের পিতা স্মৃতিনিবন্ধকার প্রথমবাগ্‌ভট সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় বাগ্‌ভটকে কীথ্‌ সাহেব প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বৌদ্ধ বলেন। কারণ তিনি বৌদ্ধ অবলোকিতের শিষ্য। আমাদের মতে ইহা নির্ব্বিশঙ্ক বা সাহসিক অনুমান (bold conjecture)। কুমারিল ভট্ট নালন্দে বৌদ্ধ জয়সেনের নিকট অধ্যয়ন করেন। কিন্তু তিনি কি বৌদ্ধ ?

এখনও আমাদের মধ্যে অনেকে খৃষ্টান্ পাদরীর নিকট অধ্যয়ন করেন। কিন্তু তাঁহারা কি খৃষ্টান্ ?

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ আরও বলেন যে, সংগ্রহস্থিত মঙ্গলাচরণে বাগ্‌ভট বুদ্ধকেই প্রণাম করিয়াছেন। কারণ রাগাদিরোগের 'উচ্ছেত্তা' এবং 'একবৈদ্য'—এই দুইটীর উল্লেখই উহার প্রমাণ। তথায় লিখিত আছে—

"রাগাদিরোগাঃ সহজাঃ সমূলা যেনাশু সর্ব্বে জগতোঽপ্যপাস্তাঃ।
তমেকবৈদ্যং শিরসা নমামি বৈদ্যাগমজ্ঞাংশ্চ পিতামহাদীন্॥"
(সংগ্রহ-মঙ্গলাচরণ)।

উক্ত শ্লোকে বাগ্‌ভট কাহার উদ্দেশে প্রণাম করিলেন তৎসম্বন্ধে শশিলেখাদিটীকাটিপ্পণকারগণ অত্যন্ত নীরব। রাগাদিরোগের উচ্ছেত্তা এবং একবৈদ্য—এই দুইটীর উল্লেখ দেখিয়া শ্লোকটীকে বৌদ্ধ-পক্ষে ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর, কিন্তু হিন্দুপক্ষেও উহার ব্যাখ্যা করা অসম্ভব নহে। আমাদের মতে শ্লোকটী এইরূপে ব্যাখ্যেয়—'রাগাদিরোগা ইতি। সুখে তৎসাধনে বা যো গর্দ্ধঃ স রাগঃ। আদিশব্দতস্তবিদ্যাদয় উপাত্তাঃ। অবিদ্যাঽস্মিতারাগদ্বেষাভি-নিবেশাঃ পঞ্চক্লেশা বিপর্য্যয়কার্য্যতয়া বৈদ্যশাস্ত্রে রোগত্বেন পরি-ভাষিতা ইতি। একবৈদ্যমিতি। একবৈদ্যং রুদ্রং বৈদ্যনাথা-পরপর্য্যায়ং শঙ্করমিতি যাবৎ। ঋগ্বেদে চ সমাম্নায়তে—'একবৈদ্যং ভিষক্তমম্' (২।৭।১৬, ২।৩৩।৪) ইতি। অয়মাশয়ঃ—প্রজাপতি-দস্রাদিভিরপি দুরুচ্ছেদান্ সর্ব্বতো ব্যাপ্তান্ সোপাধীন্ রাগাদি-রোগান্ যঃ স্মরহরত্বেন জঘান স একবৈদ্য আশ্চর্য্যভূতবৈদ্যস্তস্মৈ বৈদ্যনাথাপরপর্য্যায়রুদ্রায় নম ইতি।

প্রাগুদ্ধৃত শ্লোকের শেষাংশে বাগ্‌ভট বলিয়াছেন—'নমামি··· পিতামহাদীন্'। পিতামহ অর্থাৎ ব্রহ্মা। আদিশব্দের দ্বারা প্রজাপতি অশ্বিদ্বয় ইন্দ্র ধন্বন্তরি প্রভৃতি পরিগৃহীত হইয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত সংগ্রহস্থ নিদানের প্রারম্ভে শিবাদির এবং সূত্রস্থানের প্রারম্ভে ব্রহ্মাদির ইতিহাসমূলক স্তুতি দেখিলে বাগ্‌ভটকে বৌদ্ধ বলিবার প্রবৃত্তি হয় না।

রাগাদিরোগের উল্লেখহেতু বাগ্‌ভটকে বৌদ্ধ বলা উচিত নহে। হারীত-সংহিতার মঙ্গলাচরণে বৃদ্ধ হারীত লিখিয়াছিলেন—

'নত্বা শিবং পরমতত্ত্বকলাধিরূঢ়ং
জ্ঞানামৃতৈকচটুলং পরমাত্মরূপম্।
রাগাদিরোগশমনং দমনং স্মরস্য
শশ্বৎ ক্ষপাধিপধরং ত্রিগুণাত্মরূপম্॥'

এখানে রাগাদিরোগের উল্লেখ থাকিলেও হারীতমুনিকে কেহ বৌদ্ধ বলেন নাই।

বাগ্‌ভট যে সময়ে আবির্ভূত হন তাহার পূর্ব্ব হইতেই অশ্বঘোষ-নাগার্জ্জুনাদি প্রবর্ত্তিত বৌদ্ধ সম্প্রদায় অত্যন্ত প্রবল ছিল। সেইজন্য তাৎকালিক গ্রন্থকারগণ এরূপভাবে মঙ্গলাচরণ করিতেন যাহাতে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়েই গ্রন্থ আদৃত হয়। এমন কি, প্রাকৃতপ্রকাশকার বররুচির ন্যায় মুনিকল্প ব্যক্তিও 'কাতন্ত্রচৈত্রকূটী' বৃত্তির প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন—

"দেবদেবং প্রণম্যাদৌ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বদর্শিনম্।
কাতন্ত্রস্য প্রবক্ষ্যামি ব্যাখ্যানং শার্ব্ববর্ম্মিকম্॥'

শ্লোকটী দৌর্গবৃত্তিতেও উদ্ধৃত হইয়াছে। সর্ব্বজ্ঞশব্দে হিন্দুগণ বুঝিলেন—'সর্ব্বং জানাতীতি সর্ব্বজ্ঞঃ পরমেশ্বরঃ শঙ্করস্তম্'। আর বৌদ্ধগণ বুঝিলেন—'সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধ ইতি প্রমাণ্যাৎ সর্ব্বজ্ঞো বুদ্ধ স্তম্।' অতএব সংগ্রহের শ্লোকটী দ্ব্যর্থক হওয়ায় বাগ্‌ভটের মনোভাব প্রচ্ছন্ন আছে। কতকটা সমাজানুরোধে এবং কতকটা ধর্ম্মানুরোধে মন্ত্র ও দেবতা গোপন করিবার ইচ্ছা থাকিলে দ্ব্যর্থক শ্লোক করা অস্বাভাবিক নহে।

বাগ্‌ভট তৃতীয়—বাহড়াপরপর্য্যায়, সোমপুত্র এবং ১২ খৃষ্ট-শতাব্দীয়। অনিহিলপত্তনে জয়সিংহাদির মন্ত্রিত্বকালে ইনি 'নেমি-নির্ব্বাণ' মহাকাব্য এবং 'বাগ্‌ভটালংকার' প্রণয়ন করেন। প্রভাকর সূরির 'প্রভাবকচরিত হইতে জানা যায় যে, তৃতীয় বাগ্‌ভট ১১২৩ হইতে ১১৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইনি বৈদ্যক নহেন। বাহড়পুরে জন্মাদিহেতু ইঁহার 'বাহড়' উপনাম হইয়াছে।

উমেশচন্দ্র গুপ্ত সম্ভবতঃ ইঁহাকে অষ্টাঙ্গসংগ্রহকার বাগ্‌ভট এবং অনিহিলপত্তনের জয়সিংহকে কাশ্মীরাধিপতি জয়সিংহ ভাবিয়াছেন (৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ইহা প্রমাদমূলক।

বাগ্‌ভট চতুর্থ—নেমিকুমারের পুত্র এবং ১৩-১৪ খৃষ্টশতাব্দীয় জৈনপণ্ডিত। বৈদ্যকশাস্ত্রে ইঁহার গ্রন্থ—বাগ্‌ভটীয় গুণপাটের টীকা, শব্দার্থচন্দ্রিকা ইত্যাদি। সাহিত্যে ইঁহার অলংকারতিলক বা কাব্যানুশাসন সুপ্রসিদ্ধ। ১৩-১৪ খৃষ্টশতাব্দীয় হম্মীর চৌহানের সমকালিক কবিকল্পলতাপ্রণেতা দেবেন্দ্র ইঁহার পুত্র। ১৩-১৪ খৃষ্টশতাব্দীয় মালবেন্দ্ররাজের মন্ত্রী পদমাচার্য্য ইঁহার ভ্রাতা। সুতরাং চতুর্থ বাগ্‌ভটের স্থিতিকাল ১৩-১৪ খৃষ্টশতাব্দী হওয়াই সম্ভবপর।

কেহ কেহ ইঁহাকে অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতার প্রণেতা বলিয়া মনে করেন। ইহা ঠিক নহে। কারণ প্রথমতঃ সংগ্রহের 'শশিলেখা' টীকায় ১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয় ইন্দুপণ্ডিত অষ্টাঙ্গহৃদয়ের শ্লোক উঠাইয়াছেন (২৬৭ পৃঃ), দ্বিতীয়তঃ রত্নপ্রভায় ১২-১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় নিশ্চলকর হৃদয়ের নামগ্রহণপূর্ব্বক মতবাদ লইয়াছেন (২৬৮পৃঃ), এবং তৃতীয়তঃ ১০ খৃষ্টশতাব্দীয় চন্দ্রনন্দনকৃত 'পদার্থচন্দ্রিকা' নামে হৃদয়টীকার উপর চতুর্থ বাগ্‌ভট একখানি টিপ্পণ লিখিয়াছেন। কীথ্‌সাহেব ইঁহাকে রসরত্নসমুচ্চয়ের প্রণেতা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। ইহা দ্বিতীয় বাগ্‌ভটের নামপ্রস্তাবে প্রত্যুক্ত হইয়াছে;

কেহ কেহ বলেন, পঞ্চকর্ম্মাধিকার চতুর্থ বাগ্‌ভটকৃত, প্রথম-বাগ্‌ভটকৃত নহে। ইহা প্রমাণসাপেক্ষ।

বাচস্পতি—শব্দার্ণবকোষ প্রণয়ন করেন। রত্নপ্রভায় নিশ্চলকর ইঁহার বচন উঠাইয়াছেন। কল্পদ্রুকোষের ভূমিকায় রামাবতার শর্ম্মা ইঁহাকে অমরসিংহের এবং ধন্বন্তরির প্রাক্‌কালিক বলিয়াছেন। ইঁহার গ্রন্থসম্বন্ধে হারাবলীর শেষে পুরুষোত্তম বলিয়াছেন—'শব্দার্ণব উৎপলিনী সংসারাবর্ত্ত ইত্যপি। কোশা বাচস্পতিব্যাড়িবিক্রমাদিত্য-নির্ম্মিতাঃ॥' হেমচন্দ্রকৃত অভিধানচিন্তামণির প্রারম্ভে লিখিত আছে—'প্রামাণ্যং বাসুকের্ব্যাড়ের্ব্যুৎপত্তির্ধনপালতঃ। প্রপঞ্চশ্চ বাচস্পতিপ্রভৃতেরিহ লক্ষ্যতাম্॥' বিশ্বপ্রকাশে মহেশ্বর বলিয়াছেন—'ভোগীন্দ্রকাত্যায়নসাহসাঙ্কবাচস্পতিব্যাড়িপুরঃসরাণাম্। সবিশ্বরূপামরমঙ্গলানাং শুভাঙ্গবোপালিতভাগুরীণাম্॥'

শব্দার্ণব আমরা দেখি নাই, তথাপি ইহাতে নানা পর্য্যায়শব্দ ছিল বলিয়া জানা যায়। টীকাসর্ব্বস্বে শব্দার্ণবের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—'অপি গন্ধর্ব্বগান্ধর্ব্বদিব্যগায়নগাতবঃ' (প্রথমকাণ্ড)। করমর্দ্দক অর্থাৎ করমচা সম্বন্ধে উহার দুইটী শ্লোক রঘুনাথের ত্রিকাণ্ড-চিন্তামণিতে পাওয়া যায়—'কৃষ্ণপাকফলঃ কৃষ্ণফলপাকো বনালকঃ। কৃষ্ণপাকঃ পাককৃষ্ণঃ ফলকৃষ্ণো বনালয়ঃ॥ পাককৃষ্ণফলঃ পাকফল-কৃষ্ণঃ করাম্লকঃ। ফলপাকঃ পাকফলো বোলঃ কৃষ্ণফলো রসঃ॥' শুনা যায়, অমরসিংহের পূর্ব্বে তালব্যশকারান্তেই কোশশব্দের পাঠ ছিল, কিন্তু শব্দার্ণবে বাচস্পতিই প্রথমে উহার মূর্ধন্যষকারান্ত পাঠ করেন। রঘুনাথের ত্রিকাণ্ডচিন্তামণিতে লিখিত আছে—"কোষো দিব্যধনেঽপি স্যাৎ কুড্‌মলাসিপিধানয়োঃ। পনসাদিফল-স্যান্তঃ কোষঃ শব্দস্য সংগ্রহঃ॥' ইতি মূর্ধন্যান্তে শব্দার্ণবঃ'। অমরের 'কোষোঽস্ত্রী কুড্‌মলে খড়্‌গপিধানেঽর্থৌঘদিব্যয়োঃ' এই শ্লোকার্দ্ধব্যাখ্যায় ক্ষীরস্বামী লিখিয়াছেন—'লোকে তালব্য-

শাস্তোঽয়ম্'। এ সকল কথায় উপপন্ন হয় যে, শব্দার্ণব হইতেই মূর্দ্ধন্যষকারান্ত কোষশব্দের প্রচলন হইয়া থাকিবে।

বাচস্পতি বৈদ্য—বৈদ্যবাচস্পতি নাম দ্রষ্টব্য।

বাড্‌বলি—বাড্‌বলিতন্ত্রপ্রণেতা জনৈক প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মুনি। ইনি বাগ্‌বাদের পুত্র এবং পতঞ্জলিকাত্যায়নের পূর্ব্ববর্ত্তী। পাণিনীয় বার্ত্তিকপাঠে কাত্যায়ন বলিয়াছেন—'বাচো বাদে ডত্বং বল্‌ভাব শ্চোত্তরপদস্যেঞি' (৬।৩।১০৯ বা)। ইহার ব্যাখ্যায় মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি লিখিয়াছেন—'বাগ্‌বাদস্যাপত্যং বাড্‌বলিঃ'।

সুশ্রুতের নাবনীতকসংহিতায় 'বাড্‌বলি' নাম পাওয়া যায়। মূলকতৈলপ্রস্তুতকরণের বাড্‌বলিসূচিত নিয়মসমূহ Bower পাণ্ডুলিপিতে দৃষ্ট হয়। উগ্রাদিত্যাচার্য্যের কল্যাণকারকে ইহার নাম ছিল বলিয়া শুনা যায়।

বাৎস্য—বদতি প্রকাশতে বলং সামর্থ্যং জ্ঞানং বা যঃ স বৎস স্তস্যাপত্যং বাৎসঃ। ইনি বৃদ্ধজীবকের বংশধর এবং কাশ্যপসংহিতাপরপর্য্যায় বৃদ্ধজীবকীয় তন্ত্রের প্রতিসংস্কর্ত্তা। নেপালসংস্কৃতগ্রন্থমালার প্রথমস্তবকারম্ভে লিখিত আছে—'কাশ্যপসংহিতা (বৃদ্ধজীবকীয়ং তন্ত্রং বা)। মহর্ষিণা মারীচকাশ্যপেনোপদিষ্টা। তচ্ছিষ্যেণ বৃদ্ধজীবকাচার্য্যেণ সংক্ষিপ্য বিরচিতা। তদ্‌বংশ্যেন বাৎস্যেন প্রতিসংস্কৃতা।' গ্রন্থখানি নেপালরাজগুরু শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমরাজশর্ম্মকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

বাৎস্যায়ন—বাৎস্যস্যান্তরাপত্যং বাৎস্যায়নঃ। ইনি কামসূত্রকার এবং ন্যায়ভাষ্যকার। চাণক্য এবং পক্ষিল স্বামী ইহার নামান্তর। এই দুইটী নামের প্রস্তাব দ্রষ্টব্য।

বাদরায়ণ—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের নামান্তর। ইনি বেদান্তসূত্রকার এবং আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মুনি। শ্রীমদ্‌ভাগবত, স্কন্দপুরাণ এবং হৈমকোষাদির মতে বাদরায়ণ বেদব্যাসের নামান্তর।

বাচস্পতি মিশ্র, রামানুজাচার্য্য, আনন্দগিরি, মাধবাচার্য্য, গোবিন্দানন্দ, বল্লভাচার্য্য, শ্রীনিবাসাচার্য্য, বলদেববিদ্যাভূষণ এবং বিজ্ঞানভিক্ষু প্রভৃতি বৈদান্তিক আচার্য্যগণ কর্তৃক ইহা সমর্থিত। তথাপি কেহ কেহ ইতিহাসাংশে ইহার অর্বাচীনত্বপ্রতিপাদনে নিতান্ত যত্নবান্। তাঁহাদের মতে যীশুখৃষ্ট বাদরায়ণের পৌর্ব্বভবিক। কারণ এই যে, 'তদনন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষ্বক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্' (৩।১।১) এই বাদরায়ণ সূত্র লইয়া ৮ খৃষ্টশতাব্দীতে কাশীর কোনও স্থানে সূত্রকারের সহিত শঙ্করাচার্য্যের বিচার হইয়াছিল। ইহা একটী বিষম উপন্যাস। 'বাদর' নামক বদরিকাশ্রম-তীর্থে প্রায়শঃ বসবাস-হেতু ব্যাসদেবকেই বাদরায়ণ বলা হয়। ৫-৪ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীয় বার্ত্তিককার কাত্যায়নের গুরু এবং শ্বশুর ভগবান্ উপবর্ষ বাদরায়ণ সূত্রের বৃত্তি প্রণয়ন করেন। শঙ্করাচার্য্য ৩।৩।৫৩ সূত্রের শারীরক ভাষ্যে এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন এবং রামানুজাচার্য্যও শ্রীভাষ্যে ঔপবর্ষবৃত্তির সংবাদ দিয়াছেন। পরাশরতনয় বলিয়া বাদরায়ণ 'পারাশর' এবং 'পারাশর্য্য' নামেও প্রসিদ্ধ। পাণিনি তাঁহার নামগ্রহণপূর্ব্বক সূত্র করিয়াছেন—'পারাশর্য্য-শিলালিভ্যাং ভিক্ষুনট-সূত্রয়োঃ' (৪।৩।১১০)। ইহার বালমনোরমায় লিখিত আছে—'ভিক্ষবঃ সংন্যাসিন স্তদধিকারিকং সূত্রং ভিক্ষুসূত্রং ব্যাসপ্রণীতম্'। অতএব যাহাকে বাদরায়ণ সূত্র বলা হয় তাহাই বৈয়াসিক সূত্র। পাণিনির পূর্ব্বে চরকোক্ত হিমবৎসভায় বাদরায়ণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত বেদান্তসূত্র লইয়া ব্যাস-শঙ্করের সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে সত্য, কিন্তু ইতিহাসে তাহার স্থান নাই। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এবং ব্যাসদেব নামদ্বয়ও দ্রষ্টব্য।

বাদরায়ণি—শুকদেব গোস্বামী। ইনি অথর্ব্ববেদস্থ কৃত্যা-প্রতিহরণবিষয়ক চতুর্থকাণ্ডের ৩৭-৩৮ সূক্তীয় মন্ত্রদ্রষ্টা। বৈয়াসকি এবং বাদরায়ণি শুকদেবের নামান্তর।

বানরাচার্য্য—'বালবোধ'নামক বৈদ্যকগ্রন্থকার। 'বানরী-বটিকা' বোধ হয় বালির শ্বশুর অর্থাৎ তারার পিতা সুষেণাচার্য্য-সূচিত। লঙ্কায় রামের পক্ষে সুষেণ একজন সমরাঙ্গন চিকিৎসক ছিলেন।

বাপ্যচন্দ্র বা বাস্পচন্দ্র—চরকের টীকাকার এবং ১১-১২ খৃষ্ট-শতাব্দীয়। আতঙ্কদর্পণের কোনও কোন সংস্করণে বাপ্যচন্দ্র স্থলে 'বাস্পচন্দ্র' লিখিত আছে। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দীয় কবীন্দ্রসূচীতে 'বাস্প চন্দ্রতন্ত্র' নামে একখানি বৈদ্যকগ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাপ্য-চন্দ্রে অন্তঃস্থবকার, কিন্তু বাস্পচন্দ্রে বর্গীয় বকার।

বাভটাচার্য্য—বৈদ্যসংহিতা এবং শাস্ত্রদর্পণনিঘণ্টু প্রণয়ন করেন। বৈদ্যসংহিতা লোকে বাভটসংহিতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি ১১-১২ খৃস্টশতাব্দীয়। ইহার একখানি ব্যাকরণ ছিল। সংক্ষিপ্তসারের জৌমরবৃত্তিতে ১২ খৃষ্টশতাব্দীয় মহারাজ জুমরনন্দী লিখিযাছেন—'অযাচিতাবং ন হি দেবদেবমদ্রিঃ সুতাং গ্রাহয়িতুং শশাকেত্যসাধুরিত্যনুন্যাস-বাভটৌ' (কারক ১০)। অনুন্যাসকার ইন্দুপণ্ডিত ১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয় এবং ব্যাকরণকৃদ্ বাভট ১১-১২ খৃষ্ট-শতাব্দীয়, সুতরাং অনুন্যাস প্রাচীনতর। 'অনুন্যাস বাভট' শব্দের পরিবর্ত্তে 'বাভটানুন্যাস' বলিলে 'সমসনং সমাসঃ' (অর্থাৎ সংক্ষেপঃ) নিয়ম এবং 'অল্পাচ্‌তরম্' (পাঃ ২।২।৩৪) সূত্র চরিতার্থ হয় সত্য, কিন্তু প্রাচীনতরত্বহেতু অভ্যর্হিত বলিয়া 'অনুন্যাস' শব্দের পূর্ব্ব-নিপাত হইয়াছে। শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় ১৭ খৃস্টশতাব্দীয় জগদীশ লিখিয়াছেন—'পূর্ব্বমধ্যান্তসর্ব্বান্যপদপ্রাধান্যতঃ পুনঃ। প্রাচ্যৈঃ পঞ্চবিধঃ প্রোক্তঃ সমাসো বাভটাদিভিঃ॥' জগদীশের নিকট বাভটাচার্য্য অবশ্যই প্রাচীন।

কেহ কেহ উচ্চারণসৌকর্য্যবশতঃ সংক্ষেপে অষ্টাঙ্গসংগ্রহাদিকৃদ্ দ্বিতীয় বাগ্‌ভটকে বাভট বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি ব্যাকরণের

কোনও গ্রন্থ করেন নাই। অতএব জুমর-জগদীশোক্ত বাভট শব্দের দ্বারা ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয় বাভটাচার্য্যকৃত ব্যাকরণই লক্ষিত হইয়াছে।

বাভ্রব্য—একজন রাজা এবং কামশাস্ত্রকার। কামসূত্রকার বাৎস্যায়ন ইঁহার অধমর্ণ। ইনি ঋগ্বেদের ক্রমকার। বহ্বৃক্ প্রাতিশাখ্য হইতে ইহা জানা গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, অথর্ব্ব-মন্ত্রদ্রষ্টা উপরিবাভ্রবই কামশাস্ত্রে বাভ্রব্য নামে প্রসিদ্ধ। বর্গীয়-বকারাদি 'বাভ্রব্য' শব্দ প্রমাদবশতঃ পূর্ব্বে লিখিত না হওয়ায় এখানে ইহার সন্নিবেশ হইল।

বামক—কাশীর দ্বিতীয় রাজা। চরকীয় সূত্রস্থানের ২৫ অধ্যায়ে ইঁহার নাম পাওয়া যায়।

বামদেব—ইন্দ্রশিষ্য এবং একজন খুব প্রাচীন ঋষি। ইনি চরকোক্ত চৈত্ররথবনের সভায় উপস্থিত ছিলেন। ইহাতে বামদেবের আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যত্ব উপপন্ন হয়। সোঢ়লের গদনিগ্রহে লিখিত আছে—'প্রমেহে বামদেবেন কথিতা গুটিকা—'কটুত্রিকং বচা মুস্তা বিড়ঙ্গং চিত্রকং বিষম্ ··" ইত্যাদি। ইঁহার গ্রন্থ জানা নাই। 'কয়া ন শ্চিত্র ·' ইত্যাদি শান্তিমন্ত্র বামদেবদৃষ্ট। ইনি অথর্ব্ববেদের সৌমনস্যবিষয়ক সপ্তমকাণ্ডস্থ ৫৭ সূক্তীয় মন্ত্রদ্রষ্টা। হেমাদ্রির লক্ষণপ্রকাশে ইনি আয়ুর্ব্বেদকর্ত্তা বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

বামন বা বামনভট্টবাণ—বামননিঘণ্টু এবং আয়ুর্ব্বেদপ্রকাশ নামক বৈদ্যকগ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত ইঁহার অন্যান্য গ্রন্থ আছে, যেমন—কাব্যে নলাভ্যুদয়, রঘুনাথচরিত, এবং হংস-সন্দেশ; নাটকে পার্ব্বতীপরিণয়; কোষে শব্দচন্দ্রিকা, ইতিহাসে বেমভূপালচরিত। গ্রন্থকার বেমভূপালের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইনি নিজেকে বাণভট্টের অবতার বলিয়া মনে করিতেন। গ্রন্থকার ১৪-১৫ খৃষ্টশতাব্দীয়।

বার্ক্ষি—একজন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মুনি। চরকোক্ত চৈত্ররথবনের সভায় ইনি উপস্থিত ছিলেন।

বার্য্যোবিদ—বাজর্ষি বার্য্যোবিদ দ্রষ্টব্য। বৃদ্ধজীবকীয় তন্ত্রে অর্থাৎ কাশ্যপসংহিতায় মারীচকশ্যপ ইহার নাম করিয়াছেন।

বালখিল্যমুনি-সম্প্রদায়—ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ। সোঢ়লের গদনিগ্রহ হইতে জানা যায়, ব্রাহ্মরসায়নাবলেহসেবন দ্বারা ইহারা দীর্ঘজীবন লাভ করেন। চৈত্ররথবনে ইহারা উপস্থিত ছিলেন। রসেশ্বরসিদ্ধান্তে ইহারা জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছেন। অচ্যুত বা সোমদেব দ্রষ্টব্য। অন্তঃস্থবকারেও বালখিল্য নাম পাওয়া যায়।

বাসুদেব—শককুষাণাধিপতি কণিষ্কের পৌত্র, 'বাসুদেব-সংহিতা' নামক বৈদ্যকগ্রন্থপ্রণেতা এবং একজন রসসিদ্ধ আচার্য্য। ইহার পূর্ব্বনাম ছিল বসুষ্ক, কিন্তু তান্ত্রিক দীক্ষায় ইনি 'বাসুদেব' নাম গ্রহণ করেন। রাজা হইলেও ইনি একজন গুপ্তাবধূত ছিলেন। ইহার পুত্র কাপালি রসরাজমহোদধি প্রণয়ন করেন। কাপালি রাজা হইলেও প্রকটাবধূত বলিয়া কাপালিক নামেও প্রসিদ্ধ হন। ইনিও রসাচার্য্য। ইহারা ২ হইতে ৪ খৃষ্ট-শতাব্দীর মধ্যে অবশ্যই বিদ্যমান ছিলেন। ইহাদের গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না।

অষ্টাঙ্গসংগ্রহের উত্তরতন্ত্রস্থিত ৪৯ অধ্যায়ে বাসুদেবকে লক্ষ্য করিয়া বাগ্‌ভট বলিয়াছেন—"রসোনান্তরং বায়োঃ পলাণ্ডুঃ পরমৌষধম্। সাক্ষাদিব স্থিতং যত্র শকাধিপতিজীবিতম্॥" ইত্যাদি। শকাধিপতি—বাসুদেব। রসরত্নসমুচ্চয়ের প্রারম্ভে ইহারা পিতাপুত্রই উল্লিখিত হইয়াছেন। ইহা ব্যতীত রসরাজলক্ষ্মীতে বিষ্ণুদেব পণ্ডিত এবং রসরত্নপ্রদীপে রামরাজ বাসুদেবের নাম করিয়াছেন। রসরাজ-লক্ষ্মীর প্রথমোল্লাসে লিখিত আছে—'দৃষ্টেমং রসসাগরং শিবকৃতং শ্রীকাকচণ্ডেশ্বরীতন্ত্রং সূতমহোদধিং রসসুধাম্ভোধিং ভবানীমতম্।

ব্যাড়িং সুশ্রুতসূত্রমীশহৃদয়ং স্বচ্ছন্দশক্ত্যাগমং শ্রীদামোদরবাসুদেব-ভগবদ্ গোবিন্দনাগার্জুনান্ ॥" 'বাসুদেব-সংহিতা" ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দীয় কবীন্দ্রসূচীতে উল্লিখিত আছে।

বাসুদেব—ক্ষেমাদিত্যের পুত্র এবং ১৩-১৪ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইনি রসসর্ব্বেশ্বর এবং বাসুদেবানুভব নামক বৈদ্যকগ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করেন। রসরাজলক্ষ্মীতে বিষ্ণুপণ্ডিত ইহার নাম করিয়াছেন। ইনিও একজন রসাচার্য্য। রসায়নে বাসুদেবতন্ত্র সম্ভবতঃ ইহারই কৃতি। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দীয় কবীন্দ্রসূচীতে এই তন্ত্রের উল্লেখ আছে।

বাস্কলি—হস্ত্যায়ুর্ব্বিৎ পণ্ডিত। ইহা ব্যতীত মহারাজ বাস্কলি ব্রহ্মবিবিৎসু বলিয়াও প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মবিদ্যায় ব্রহ্মর্ষি বাহ্ব তাঁহার গুরু। শঙ্করাচার্য্যের ৩।২।১৭ শারীরক ভাষ্যে বাহ্ব-বাস্কলির সংবাদ দৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে একটী বৃদ্ধোক্তপ্রকার শ্রুতিপ্রামাণ্যও পাওয়া যায়। উহা সনৎসুজাতীয় দ্বিতীয়াধ্যায়স্থ ৩৫-৩৬ শ্লোকের অস্মদীয় কালিকাব্যাখ্যায় উদ্ধৃত হইয়াছে—'অপি চ বাস্কলিনা বাহ্বঃ পৃষ্টঃ সন্ তূষ্ণীম্ভাবেন যদ্ ব্রহ্ম প্রোবাচ তদুপশান্তশব্দেন দ্বৈতবিবর্জ্জিতমিতি শ্রূয়তে—'স হোবাচাধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। স তূষ্ণীংবভূব। তং হ দ্বিতীয়ে তৃতীয়ে বা বচন উবাচ—ব্রূমঃ খলু ত্বং তু ন বিজানাস্যু-পশান্তোঽয়মাত্মেতি।' উপশান্তো নিরস্তদ্বৈতঃ।" বাজসনেয়-প্রাতিশাখ্যে বাস্কলির নাম পাওয়া যায়। অন্তঃস্থবকারেও 'বাস্কলি' নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বাহট—বাগ্‌ভট প্রাকৃত-ভাষায় 'বাহট' নামে প্রসিদ্ধ। বাহট কিন্তু বাহড় নহেন। বাহড়দেশে বাসহেতু অবৈদ্যক তৃতীয় বাগ্‌ভটই ঐ নামে প্রসিদ্ধ।

বাহড়—বাগ্‌ভট দ্রষ্টব্য।

বিক্রমাদিত্য বা শকারি বিক্রমাদিত্য—কৃষ্ণচরিতকৃন্ মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের পুত্র এবং সংসারাবর্ত্তকোশ-প্রণেতা। ইনি ৪-৫ খৃষ্ট-

শতাব্দীয় দ্বিতীয়চন্দ্রগুপ্ত যাঁহার সভায় ধন্বন্তরিক্ষপণকাদি নবরত্ন থাকার উল্লেখ পাওয়া যায়। রত্নপ্রভায় নিশ্চলকর ইহার 'বিক্রম-পরাক্রম' গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। বিক্রমাদিত্যমোদক ইহার নামে প্রচলিত। চিন্তামণিতে লিখিত আছে—'ঘৃতে গুঞ্জফলং বিংশং পচেৎ···প্রমেহান্ বিংশতিং হন্যাদ্ বিক্রমাদিত্যমোদকম্।'

বিজয় রক্ষিত—মাধবনিদানের অশ্মরীপ্রকরণ পর্য্যন্ত মধুকোষ বা ব্যাখ্যা-মধুকোষ নামক টীকা লিখিয়া স্বর্গগত হন। পরে অবশিষ্টাংশ তাঁহার শিষ্য শ্রীকণ্ঠদত্তকর্ত্তৃক লিখিত হয়। বিজয়-রক্ষিত কেশব সেনের দৌহিত্র। কেশব সেন মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের পুত্র। ১১১৯ খৃস্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের নামে লক্ষ্মণসংবৎ প্রচলিত হয়। তাঁহার পুত্র কেশব সেনকে ১২ এবং কেশবের দৌহিত্র বিজয়কে ১২-১৩ খৃস্টশতাব্দীয় বলা যায়। বিজয়ের শিষ্য শ্রীকণ্ঠ ও নিশ্চলকর সম্ভবতঃ ১২-১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় হইবেন।

মধুকোষে নানা গ্রন্থ-গ্রন্থকারদের নাম পাওয়া যায়। যেমন—(১২ খৃষ্টশতাব্দীয়) সুধীর-সুকীর-সুদান্ত সেন (১,৮ পৃঃ), (১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয়) গদাধর-বাপ্যচন্দ্র-বকুলেশ্বর-সেন-ঈশানদেব-মৈত্রেয় রক্ষিত-ঈশ্বর সেন (১, ১২ পৃঃ), (১১ খৃষ্টশতাব্দীয়) চক্রপাণি (৫৪ পৃঃ), (১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয়) গয়দাস-ভোজ (৩০, ৭২ পৃঃ), (১০ খৃষ্টশতাব্দীয়) জীসট-কার্ত্তিককুণ্ড (১ পৃঃ), (৯-১০ খৃষ্ট-শতাব্দীয়) ভেজ্জড় (১ পৃঃ), (৯ খৃষ্টশতাব্দীয়) বৃদ্ধভোজ (১২৫ পৃঃ), (৮খৃষ্টশতাব্দীয়) রবিগুপ্ত (৩৪২ পৃঃ), (৭-৮ খৃষ্টশতাব্দীয়) দৃঢ়বল-মাধবকর (৩৫, ১ পৃঃ), (৬ খৃষ্টশতাব্দীয়) ভট্টার হরিচন্দ্র (১ পৃঃ), পরাশর (১০পৃঃ), বৃদ্ধবাগ্‌ভট অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ (১৫পৃঃ), বাগ্‌ভট (১০ পৃঃ), পালকাপ্য (২৫ পৃঃ), বৃদ্ধ সুশ্রুত, বার্ত্তিক অর্থাৎ পতঞ্জলি-কৃতবার্ত্তিক (৩০ পৃঃ), ভালুকি তন্ত্র (৩৪ পৃঃ), বিদেহ (৩৯ পৃঃ), খরনাদ (৩৪ পৃঃ), ভেড় ও নাগভর্ত্তৃতন্ত্র (৪৪ পৃঃ), চন্দ্রিকাকার

সম্ভবতঃ গয়দাস (৫৫ পৃঃ), জতূকর্ণ (৫৫ পৃঃ), অগ্নিবেশ (৫৮ পৃঃ), ক্ষারপাণি (৬৪ পৃঃ), করবীর আচার্য্য (৬৬ পৃঃ), নাগার্জ্জুন (৮, ৪ পৃঃ)। সাত্যকি (৩৫২ পৃঃ), নিমি (৩৫৭), হিরণ্যাক্ষ (৩৬১ পৃঃ), আলম্বায়ন (৩৮০ পৃঃ), বৃদ্ধকাশ্যপ (৩৮২ পৃঃ), ইত্যাদি। পৃষ্ঠাগুলি বোম্বাই সংস্করণ হইতে গৃহীত।

বিজয় শঙ্কর—'ঔষধ নামাবলী' প্রণয়ন করেন।

বিদগ্ধ বৈদ্য—যোগশতকের টীকাকার।

বিদেহ—বিগতো দেহো দেহসম্বন্ধো যস্য স বিদেহ ইক্ষ্বাকুপুত্রো নিমিঃ। বশিষ্ঠশাপে ইনি বিদেহ বা উপরত হন। উপরমের পর ঔষধমিশ্রিত তৈলাদি লেপন দ্বারা ইহার শব রক্ষিত হয়। অরাজকতাভয়ে মুনিগণ এই শবে অরণিমন্থন দ্বারা মিথিকে উৎপাদন করেন। মিথি জনকরাজার নামান্তর। লক্ষণাস্বীকার-পূর্ব্বক কেহ কেহ রাজর্ষি জনককেও বিদেহ বলেন। দেবীভাগবতে আছে—'দ্রষ্টুমিচ্ছাম্যহং ভূপং বিদেহং নৃপসত্তমম্। কথং তিষ্ঠতি সংসারে পদ্মপত্রমিবাম্ভসি॥' (১।১৬।৫২)। ষাট্‌কৌশিক দেহহীন বলিয়া পাতঞ্জলে দেবগণও বিদেহ বলিয়া কথিত (১।১৯ সূত্র)।

বিদেহাধিপ—ইক্ষ্বাকুপুত্র নিমি। অত্র নিষাদস্থপতিন্যায়েন ষষ্ঠীসমাসাৎ কর্ম্মধারয়ো বলবানিতি ন বিদেহানাং দেবানামধিপ ইন্দ্রঃ, পরন্তু বিদেহশ্চাসৌ অধিপশ্চেতি বিদেহাধিপো মহারাজো নিমিঃ। অভিপ্রায় এইরূপ—A direct statement is perferred to a metonymy The Karmadharaya makes a direct statement and therefore it does not involve a metonymical use. বিদেহাধিপ means he who is বিদেহ is a King, just as নিষাদস্থপতি means he who is নিষাদ (huntsman) is স্থপতি (a king). বিদেহাধিপ বৃদ্ধ-বিদেহ বলিয়া কথিত।

বিদ্যাপতি—'পুরুষ-পরীক্ষা' প্রণেতা। শান্তরক্ষিতের চিন্তাধারা লইয়া ইহা লিখিত হয়। বিদ্যাপতি মিথিলায় থাকিতেন। ইনি সম্ভবতঃ ১৫ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইনি নানা গ্রন্থ করেন, যেমন—দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, গঙ্গাবাক্যাবলী, শৈবসর্ব্বস্বসার ইত্যাদি। ইঁহার পদাবলী সুপ্রসিদ্ধ। বিদ্যাপতি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন।

বিদ্যাপতি—১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে 'বৈদ্যকুতূহলসংবলিত বৈদ্যরহস্য পদ্ধতি' এবং 'চিকিৎসাঞ্জন' নামক গ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করেন। ইনি বংশীধরের পুত্র।

বিদ্যাহম্মীর মিশ্র—'পর্য্যায়শব্দমঞ্জরী' প্রণয়ন করেন। ইনিই বোধ হয় ১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় শ্রীকৃষ্ণশার্ঙ্গধর মিশ্র। শার্ঙ্গধরপ্রথম বা প্রথম শার্ঙ্গধর নাম দ্রষ্টব্য।

বিনগ্নজিৎ—হেমাদ্রির লক্ষণপ্রকাশে ইঁহাকে একজন আয়ুর্ব্বেদীয় আচার্য্য বলা হইয়াছে। এ হেমাদ্রি ঈশ্বর সূরির পুত্র এবং ১৪-১৫ খৃষ্টশতাব্দীয়। আর 'আয়ুর্ব্বেদরসায়ন' প্রণেতা হেমাদ্রি কামদেবের পুত্র এবং ১৩-১৪ খৃষ্টশতাব্দীয়। বিনগ্নের কোনও গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না।

বিনোদ লাল সেন—'আয়ুর্ব্বেদবিদ্নয়ন' প্রণয়ন করেন। গ্রন্থকার ১৯-২০ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইনি কলিকাতায় থাকিতেন।

বিন্দু বা বিন্দুনাথ বা বিন্দুভট্ট—'বিন্দুসার' বা 'বিন্দুসংগ্রহ' নামক বৈদ্যক গ্রন্থ, 'বন্ধত্রয়বিধান' নামক হঠযোগসম্বন্ধীয় গ্রন্থ এবং 'রসপদ্ধতি' নামক রসগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১০ খৃষ্টশতাব্দীয় তীসটাচার্য্য ইঁহাকে জানেন না, কিন্তু তাঁহার পুত্র ১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয় চন্দ্রটাচার্য্য নামগ্রহণপূর্ব্বক বিন্দুসারের বচন উঠাইয়াছেন। ইহাতে বিন্দুর ১০ খৃষ্টশতাব্দীয়ত্ব অনুমিত হইতে পারে। চক্রপাণি এবং নিশ্চলকর বিন্দুসারের প্রমাণ লইয়াছেন। বিন্দুভট্ট হঠযোগী এবং বিষবৈদ্য (toxicologist) বলিয়াও প্রসিদ্ধ।

বিন্ধ্যবাসী—গোবিন্দ ভগবৎপাদ। পূর্ব্বে ১২৮ হইতে ১৩১ পৃষ্ঠায় 'গোবিন্দ ভাগবত' নামের প্রস্তাবে ইহার বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য। লৌহপ্রদীপে ত্রিবিক্রমদেব এবং তত্ত্বচন্দ্রিকায় শিবদাস সেন গোবিন্দভগবৎপাদকে বিন্ধ্যবাসী বলিয়াছেন। বিন্ধ্যপ্রদেশে হৈহয়কুলোৎপন্ন ৮ খৃষ্টশতাব্দীয় কিরাতাধিপতির সঙ্গে বহুদিন বাস করায় ইনি বিন্ধ্যবাসী বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। এক সময়ে এই প্রদেশের অন্তর্গত মাহিষ্মতী নগরে কৃতবীর্য্যের পুত্র সহস্রবাহু কার্ত্তবীর্য্যার্জুন হৈহয়দের অধীশ্বর ছিলেন। ১৯৪৭ সালের ৩০শে মার্চ তারিখের Statesman পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল—'Mahismati (মাহিষ্মতী)—6000 years old City, Nurbuda Culture. Archæological explorations in the valley of the Nurbuda in Western and Central India conducted since 1944 by Mr. Amrit Pandya, Director of Archæology, Rajpipla State, carry the story of Indian civilization back to a period 1000 years earlier than Mohenjodaro and Harappa culture. Mahismati also known as Mahesh Mandal was the capital of 'Nurbuda country. Bangles of local stone, glass objects and many other things have been found here. The city was known as Anup (অনূপ), founded 127 generations before Chandra Gupta in the 4th c B.C. Nurbuda valley proves the antiquity of the Vedic literature. It appears to make the begininngs of civilization in South India'. মহাভারতের সভাপর্ব্বে লিখিত আছে যে, এইখানে রাজা নীলধ্বজ রাজত্ব করিতেন। নীলধ্বজের স্ত্রী জনা এবং পুত্র প্রবীর।

গোবিন্দ ভগবৎপাদের পূর্ব্বে আরও অনেকে বিন্ধ্যবাসী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। কুমারিলভট্ট লিখিয়াছেন—'অন্তরাভবদেহ স্তু নেষ্যতে বিন্ধ্যবাসিনা'। এ বিন্ধ্যবাসী সাংখ্যকারিকা-প্রণেতা ঈশ্বরকৃষ্ণাচার্য্য। শর্ব্ববর্ম্মার প্রতিদ্বন্দ্বী গুণাঢ্যও বিন্ধ্যবাসী ছিলেন। রায়মুকুট, চরিত্রসিংহ এবং কথাগ্রন্থকৃৎ ক্ষেমেন্দ্র সোমদেবাদি পণ্ডিতগণ পাণিনিবার্ত্তিককার বররুচি কাত্যায়নকে বিন্ধ্যবাসী বলিয়াছেন। কারণ শেষবয়সে পত্নী উপকোশার বিরহে নন্দের মন্ত্রিত্ব ছাড়িয়া তিনি বিন্ধ্যক্ষেত্রে বাস করিতেন। কাত্যায়নের পূর্ব্বে পাণিনিব ভাগিনেয় সংগ্রহকার ব্যাড়িমুনিও বিন্ধ্যস্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। হৈমকোষে লিখিত আছে—'ব্যাড়ি বিন্ধ্যস্থো নন্দিনী-সুতঃ'। ব্যাড়ির মাতা নন্দিনী দক্ষপুত্র দাক্ষির স্ত্রী, দক্ষকন্যা দাক্ষীর ভ্রাতৃজায়া এবং দাক্ষীপুত্র পাণিনির মাতুলানী। চট্টগ্রামেব কোষকার জটাধবও ব্যাড়িকে বিন্ধ্যগিরিস্থ বলিয়াছেন। প্রবাদ আছে যে, পাতঞ্জলের যোগভাষ্য বিন্ধ্য প্রদেশেই লিখিত হয।

কাশীক্ষেত্র সন্নিকৃষ্ট হইলেও এ সকল মুনিমনীষিগণ বিন্ধ্যপ্রদেশে আশ্রম করিয়া কেন থাকিতেন তাহা অনুসন্ধেয়। বিন্ধ্যাদ্রি ভগবতী দুর্গাদেবীর নিত্যবাসস্থান। সেইজন্য ইহা একটী সিদ্ধ ক্ষেত্র। দেবী পুরাণের ৩৭ অধ্যায়ে স্মৃত হইয়াছে—'বিন্ধ্যেঽবতীর্য্য দেবার্থং হতো ঘোরো মহাভটঃ। অদ্যাপি তত্র সাবাসা তেন সা বিন্ধ্যবাসিনী॥' মহাভট অর্থাৎ মহাশূর। এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, দেবী বিন্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া মহাশূর 'ঘোর' নামক দৈত্যপতিকে বধ করেন। বামনপুরাণেব ৫১ অধ্যায়ে স্মৃত হইয়াছে—'সহস্রাক্ষোঽপি তাং গৃহ্য বিন্ধ্যং বেগাজ্জগাম হ। তত্র গত্বা তথোবাচ তিষ্ঠস্বাত্র মহাবনে॥ পূজ্যমানা সুরৈ র্নাম্না খ্যাতা ত্বং বিন্ধ্যবাসিনী। তত্র স্থাপ্য হরি র্দ্দেবীং দত্ত্বা সিংহং চ বাহনম্। ভবামরারিহন্ত্রীতি হ্যুক্তা স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ॥' গৃহ্য বা স্থাপ্য—licen-

tious form, যেমন পাতালবিজয়ে—'সন্ধ্যাবধুং গৃহ্য করেণ ভানুঃ'। ঐ পুরাণের ১৮ অধ্যায়ে আছে—'এবস্তুগস্ত্যেন মহাচলেন্দ্রঃ স নীচশৃঙ্গো হি কৃতো মহর্ষে, তস্যোর্দ্ধশৃঙ্গে মুনিসংস্তুতা সা দুর্গা-স্থিতা দানবনাশনার্থম্। দেবাশ্চ সিদ্ধাশ্চ মহোরগাশ্চ বিদ্যাধরা ভূতগণাশ্চ সর্ব্বে, সর্ব্বাপ্সরোভিঃ সহিতাঃ স্তুবন্তঃ কাত্যায়নীং তস্থুরপেতশোকাঃ॥' 'সহিতাঃ স্তুবন্তঃ' স্থলে পাঠ ভেদ আছে—'প্রতিরাময়ন্তঃ'। পৌরাণিকেরা বলেন, মানমুনি ভগবতীকে বিন্ধ্য-বাসিনীরূপে স্তব করিয়া গিরিকে নতশিরা করায় অগস্ত্য নামে অভিহিত হন। শাব্দিকগণ বলেন—অগং বিন্ধ্যং স্ত্যায়তীতি অগস্ত্যঃ। কিন্তু রুদ্ধীকরণে স্ত্যৈ ধাতু রূঢ় নহে। সম্ভবতঃ ধাতুর অনেকার্থত্বহেতু স্তম্ভ ধাতুর অর্থ উহাতে উপচরিত হইয়া থাকিবে।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্বৈতবন হইতে বিরাটনগরে আসিবার সময় যে বনদুর্গার স্তবাদি করেন, তিনিই এই বিন্ধ্যবাসিনী ভগবতী দুর্গা-দেবী (বিরাট পঃ ৬ অঃ)। তথায় লিখিত আছে—' বিরাটনগরং রম্যং গচ্ছমানো যুধিষ্ঠিরঃ। অস্তুবন্ মনসা দেবীং দুর্গাং ত্রিভুবনেশ্বরীম্॥ যশোদাগর্ভসম্ভূতাং নারায়ণবরপ্রিয়াম্। নন্দগোপকুলে জাতাং মঙ্গল্যাং কুলবর্দ্ধিনীম্॥ কংসবিদ্রাবণকরী মসুরাণাং ক্ষয়ঙ্করীম্। শিলাতটবিনিক্ষিপ্তামাকাশং প্রতিগামিনীম্॥' যুধিষ্ঠির আরও বলিযাছেন—'বিন্ধ্যে চৈব নগশ্রেষ্ঠে তব স্থানং হি শাশ্বতম্। কালি কালি মহাকালি সীধুমাংসপশুপ্রিয়ে॥' (বিরাট পঃ ৬।১৭)।

ভাগবতের দশমস্কন্ধে দেখা যায় যে, কংস যখন মহামায়াকে শিলাতটে নিক্ষেপ করেন, তখন তিনি আকাশমার্গে অষ্টভুজা জগদ্ধাত্রীরূপে কংসকে দেখা দিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতে যাইবার জন্য অন্তরীক্ষেই বিলীন হন। বিন্ধ্যাচলের উপর অষ্টভুজার মূর্ত্তি ও মন্দির এখনও দৃষ্ট হয়।

সপ্তশতীর ১১ অধ্যায়ে স্মৃত হইয়াছে—'শুম্ভো নিশুম্ভ শ্চৈবান্যা বুৎপৎস্যেতে মহাসুরৌ। নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা। তত স্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী॥' ইহার সহিত মহাভারতের উক্ত শ্লোকগুলির একবাক্যতা করিলে বুঝা যায় যে, যিনি নন্দগোপ-কুলজা যশোদাগর্ভসম্ভূতা কংসবধের হেতুভূতা মহামায়া তিনিই বিন্ধ্যবাসিনী হইয়া শুম্ভনিশুম্ভ বধ করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে, মন্দিরনিকটস্থিত বিশাল অধিত্যকায় উক্ত অসুরদ্বয় নিহত হন।

কালিকাপুরাণোক্ত দুর্গোৎসব-বিধিতে দেবীর আবাহনমন্ত্রে ভক্তিসহকারে উপাসক বলিয়া থাকেন—আবাহয়ামি দেবি শাং মৃন্ময়ে শ্রীফলেঽপি চ। কৈলাসশিখরাদ্ দেবি বিন্ধ্যাদ্রে হিম-পর্ব্বতাৎ। আগত্য বিল্বশাখায়াং চণ্ডিকে কুরু সন্নিধিম্। আবার মহানবমীর নিশীথকালে দক্ষিণান্তের পূর্ব্বে ভগবতীর স্তুতিমন্ত্র পঠিত হইয়া থাকে—'বিন্ধ্যস্থাং বিন্ধ্যনিলয়াং দিব্যস্থান-নিবাসিনীম্। যোগিনীং যোগজননীং চণ্ডিকাং তাং নমাম্যহম্॥'

বিন্ধ্যপর্ব্বত তিনভাগে বিভক্ত—পারিপাত্র যাহা অমরকণ্টক হইতে পশ্চিমসমুদ্র পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত, ঋক্ষপর্ব্বত যাহা অমরকণ্টক হইতে পূর্ব্ব সমুদ্র পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত, এবং শুক্তিমৎ পর্ব্বত অর্থাৎ মধ্য-দেশের দক্ষিণপূর্ব্বস্থিত যে ভাগে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির বিরাজ করিতেছে। পুরাকালে ইহার উচ্চতা এখনকার উচ্চতাপেক্ষা অত্যন্ত অধিক ছিল। কি ভাবে উহার খর্ব্বতা হয় তাহা ভূতত্ত্ববিৎ প্রাত্নিকদের মতে অস্মদীয় সনৎসুজাতীয় পরিশিষ্টে আলোচিত হইয়াছে (৩২৩—৩২৮ পৃঃ)।

ঔশনসোপপুরাণে বিন্ধ্যসংক্রান্ত নানা শাস্ত্রীয় বিবরণ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ অত্যন্ত দুর্লভ বলিয়া উহার অন্তর্গত 'বিন্ধ্যমাহাত্ম্য' হইতে কিছু কিছু বিপ্রকীর্ণ অংশ উদ্ধৃত হইল। গ্রন্থের মঙ্গলা-

চরণে লিখিত আছে—'প্রণম্য শারদাং দেবীং নিখিলার্থপরায়ণাম্। যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ বাচস্পতীয়তে নরঃ॥' তারপর শৌনকাদি-মুনির প্রশ্নে সূত বলিলেন—'বচ্মি সর্ব্বং মুনিশ্রেষ্ঠা যৎপৃষ্টোঽহং মহাত্মভিঃ। ধ্যাত্বা তাং সর্ব্বমাতরং বিন্ধ্যক্ষেত্রনিবাসিনীম্॥ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্। দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥ অমৃতপরমপূর্ব্বং ভারতীকামধেনুং শ্রুতিগণকৃতবৎসো ব্যাসদেবো দুদোহ। সুরুচির মহিমানং বিন্ধ্য-দেশস্য সর্ব্বে পিবত পরিবিমুগ্ধা দুগ্ধমক্ষয্যমিষ্টম্॥ বচ্মি সর্ব্বে ভবন্তশ্চ সাবধানা ভবন্তু বৈ। একাগ্রচেতসা বিপ্রাঃ কথাং শৃণ্বন্তু পাবনীম্॥ একদা নারদঃ শ্রীমান্ পর্যটন্ মহিমণ্ডলম। জগাম পরমং রম্যং পুণ্যং বদরিকাশ্রমম্॥ নারদ উবাচ।

নমো নারায়ণায়েশ মহদ্ব্রহ্মস্বরূপিণে। অবিজ্ঞাত-স্বরূপায় কৈবল্যায়ামৃতায় চ॥ যং ন দেবা বিজানন্তি মনো যত্রাপি কুণ্ঠতি। ন নিঃসরতি বাগ্ যত্র নম স্তস্মৈ চিদাত্মনে॥ যোগিনো যং হৃদাকাশে প্রণিধানেন নিশ্চলাঃ। জ্যোতীরূপং প্রপশ্যন্তি তস্মৈ শ্রীব্রহ্মণে নমঃ॥ কালাৎপরায় কালায় স্বেচ্ছয়া পুরুষায় চ। গুণত্রয়স্বরূপায় নমঃ প্রকৃতিরূপিণে॥ বিষ্ণবে সত্ত্বরূপায় রজো-রূপায় বেধসে। নম স্তে রুদ্ররূপায় স্থিতিসর্গান্তকারিণে॥ নমো বুদ্ধিস্বরূপায় ত্রিধাঽহংকৃতয়ে নমঃ। পঞ্চতন্মাত্ররূপায় পঞ্চকর্ম্মে-ন্দ্রিয়াত্মনে॥ নমো নমঃ স্বরূপায় পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয়াত্মনে। ক্ষিত্যাদি-পঞ্চরূপায় নম স্তে বিষয়াত্মনে॥ নমো ব্রহ্মাণ্ডরূপায় তদন্তর্বর্তিনে নমঃ। অর্ব্বাচীন-পরাচীন-বিশ্বরূপায় তে নমঃ॥ অনিত্য-নিত্য-রূপায় সদসৎপতয়ে নমঃ। সাধকানাং হিতার্থায় স্বেচ্ছাবিষ্কৃত-বিগ্রহ॥ অগ্রত স্তু নম স্তুভ্যং পৃষ্ঠত স্তু নমো নমঃ। সর্ব্বতো ব্যাপ্তরূপায় ভূয়ো ভূয়ো নমো নমঃ॥ ত্বমেব সর্ব্বং ত্বয়ি দেব সর্ব্বং স্তোতা স্তুতিঃ স্তব্য ইহ ত্বমেব। ঈশ ত্বয়া বাস্যমিদং

হি সর্ব্বং নমোঽস্তু ভূয়োঽপি নমো নম স্তে॥ **শ্রীনারায়ণ উবাচ।** নারদ ত্বং ব্রহ্মপুত্রো মম চাত্যন্তবল্লভঃ। জ্ঞাননিষ্ঠ স্তপোনিষ্ঠো ধ্যাননিষ্ঠ স্তথৈব চ॥ বীণাং চ মহতীং রম্যাং বাদয়ন্ ভূমিমণ্ডলে। জগতামুপকারায় রটসি ত্বং মহামনাঃ॥ ন গোপ্যং মে দ্বিজশ্রেষ্ঠ কিঞ্চিদস্তি গুণাকর। ত্বত্তো মমাত্মন স্তাত ব্রূহি ত্বং মনঈপ্সিতম্॥ **নারদ উবাচ।** ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মাশ্চ শ্রুতা হি ভবতো মুখাৎ। ইদানীং শ্রোতুকামোঽহং বিন্ধ্যমাহাত্ম্যমুত্তমম্॥ বিন্ধ্যক্ষেত্রং কথং খ্যাতং সকলে ভূমি-মণ্ডলে। তত্র স্থিত্বা চ জন্তূনাং মোক্ষো বৈ জায়তে কথম্॥ **শ্রীনারায়ণ উবাচ।** শৃণু নারদ বক্ষ্যামি বিন্ধ্যমাহাত্ম্যমুত্তমম্। শ্রোতব্যং সাবধানেন মনসা বচ্মি সাদরম্॥ একদা শ্রীহরিঃ পূর্ণঃ পুরাণপুরুষোঽব্যয়ঃ। কৈলাসমগমদ্ দ্রষ্টুং শম্ভুং সর্ব্বৈঃ সুরৈঃ সহ॥ **শ্রীহরিরুবাচ।** দেবদেব দয়াম্ভোধে মায়য়োপাত্তবিগ্রহ। বিন্ধ্যক্ষেত্রস্য মহাত্ম্যং শ্রোতুকামাঃ সুরা ইমে॥ বিন্ধ্যক্ষেত্রং মহাপুণ্যং জাতং বৈ কেন হেতুনা। তত্র স্থিতানাং জন্তূনাং মুক্তি র্বৈ জায়তে কথম্॥ **মহাদেব উবাচ।** বিন্ধ্যক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং বক্তুং শেষোঽপ্যনীশ্বরঃ। লেখিতুং হৈহয়াধ্যক্ষো দ্রষ্টুমিন্দ্রঃ সুরৈঃ সহ॥ তথাপি তে হৃষীকেশ যথা মে মতিরস্তি চ। তথা বক্ষ্যামি বিন্ধ্যস্য মাহাত্ম্যং মঙ্গলপ্রদম্॥ প্রকাশিতৈব যা নিত্যা বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী। সর্ব্বতঃ সর্ব্বভূতেষু ব্যাপ্তা সা সকলার্থদা॥ যত্র সংবাসিনাং কামাঃ শীঘ্রং সিধ্যন্তি সর্ব্বদা। যত্র স্থিত্বা মহামায়া মুক্তিং ভুক্তিং প্রযচ্ছতি॥ বিনা সাংখ্যেন যোগেন বিনা স্বাত্মাবলোকনাৎ। বিনা ব্রত-তপোদানৈঃ শ্রেয়োঽস্তি প্রাণিনামিহ॥ শশকা মশকাঃ কীটা বিহঙ্গা স্তুরগোরগাঃ। মুক্তাঃ স্যু র্মরণে কিমু নরো নির্ব্বাণদীক্ষিতাঃ॥ নামাপি গৃহ্নতামস্য ক্ষেত্রস্যৈব মহৌজসঃ। চেতাংসি দ্রাগ্ বিলীয়ন্তে মহাজ্ঞানকরাণি চ॥ সদা সত্যযুগং চাত্র সদা চৈবোত্তরায়ণম্। সদা মহোদয় শ্চাত্র ক্ষেত্রে নিবসতাং সতাম্॥ যানি কানি পবিত্রাণি শ্রুত্যুক্তানি সদা হরে।

ভ্যোঽধিকতরং চাস্তি ক্ষেত্রমেতদনুত্তমম্ ॥ চতুর্ণামপি বেদানাং পুণ্যমধ্যাপনাচ্চ যৎ। তৎপুণ্যাদধিকং ভূয়াৎ ক্ষেত্রেঽস্মিন্ বসতাং সদা ॥ যৎ পুণ্যং জায়তেঽন্যত্র গায়ত্রীলক্ষজাপতঃ। অষ্টাঙ্গযোগতো বাপি তৎপুণ্যমিহ লভ্যতে ॥' ইত্যাদি।

বিন্ধ্যাচল যে সিদ্ধক্ষেত্র তাহা মহাভারত-সপ্তশতী-বামন-পুরাণ-দেবীপুরাণ-ঐশনসোপপুরাণাদির বচন হইতে প্রতিপাদিত হয়। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মাহাত্ম্যহেতু অনায়াসে সত্বর সিদ্ধিলাভের জন্যই প্রাচীন মুনিমনীষিগণ এইখানে আশ্রম করিয়াছিলেন। মনে হয়, দেশটি তখন অরণ্যময় ছিল বলিয়া বানপ্রস্থে তাঁহাদের আরণ্যকচর্চ্চারও সুবিধা হইত।

ঐশনসে লিখিত আছে, গোলোকপতি বিষ্ণু বিন্ধ্যাচলে গমন পূর্ব্বক ভগবতীকে সিংহ প্রদান করেন। সেইজন্য দেবীও সিংহবাহিনী। ঐ সময়ে ব্রহ্মার বরে বলীয়ান্ হইয়া তুহুণ্ড এবং হুণ্ড নামক দৈত্যদ্বয় কর্ত্তৃক দেবগণ উৎপীড়িত হন। ইহা শুনিয়া তত্রত্য ভগবান্ শঙ্কর 'গৃহাণ চক্রং মম সূর্য্যবর্চ্চসং সুদর্শনং নাম সুরারিঘাতকম্' ইত্যাদি বলিয়া ভগবান্ বিষ্ণুকে সুদর্শনচক্র প্রদান-পূর্ব্বক অনুরোধ করেন যে, তুহুণ্ড এবং হুণ্ড নামক দুই ভ্রাতা ব্রহ্মার বরে অত্যন্ত বলীয়ান্ হওয়ায় সাধারণ কোনও অস্ত্রে তাহারা কাহারও বধ্য নহে; সুতরাং আপনি আমার নেত্রসম্ভূত এই রৌদ্রী শক্তি সম্পন্ন চক্রের দ্বারা তাহাদিগকে বধ করিয়া দেবতাদের হিত সাধন করুন। তদনন্তর তিনি মানস সমীপে দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া ইন্দ্রকে রাজ্য ছাড়িয়া দিবার জন্য তুহুণ্ডের নিকট দূতমুখে সংবাদ পাঠাইলেন। ইহার পর মূলে লিখিত আছে—'ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য দূতস্য হি স দৈত্যরাট্। চুকোপৈব ভৃশং তত্র ক্রোধবিস্ফুরিতেক্ষণঃ ॥ ময়ি জীবতি কো বিষ্ণু রস্তি ব্রহ্মাণ্ড-গোলকে। বৈকুণ্ঠভবনং তস্য দয়য়া ন হৃতং বলাৎ ॥ দেবানাং ঘৃণয়া

নূনং জীবনং ন হৃতং ময়া। ইদানীং মিলিতাঃ সর্ব্বে মাং জেতুং মানসোত্তরে॥' ইহার পর উভয় ভ্রাতা বিষ্ণুর সুদর্শনচক্রে নিহত হন।

বিপ্রচণ্ডাচার্য্য—সুশ্রুতব্যাখ্যাকার এবং সম্ভবতঃ ৫-৬ খৃষ্ট শতাব্দীয়, নিবন্ধসংগ্রহের ৪৭৪পৃষ্ঠায় ডল্লণাচার্য্য নামগ্রহণপূর্ব্বক ইঁহার মতবাদ উঠাইয়াছেন। ইনি 'প্রাকৃতলক্ষণ' নামক প্রাকৃত-ব্যাকরণ-প্রণেতা। এই গ্রন্থ বররুচিকৃত প্রাকৃতপ্রকাশের অধমর্ণ নহে। সেইজন্য পাশ্চাত্ত্যমতে ইনি বররুচির সামসময়িক (Keith—H. S. L. p. 433)।

বিভাকর—১২ খৃষ্টশতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী, কারণ রত্নপ্রভায় নিশ্চলকর বিশেষ সম্মানের সহিত ইঁহার নাম করিয়াছেন (অগ্নিমুখলৌহ প্রস্তাব দ্রষ্টব্য)।

বিভাণ্ডক মুনি—ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা। ঋষ্যশৃঙ্গের জন্মবৃত্তান্ত লইয়া একটি বিচিত্র আখ্যানিক পাওয়া যায়। ব্রহ্মার অভিশাপে ভগের কন্যা স্বর্ণমুখী মৃগী হইয়া বনমধ্যে বিচরণ করেন। একদা উর্ব্বশীকে দেখিয়া বিভাণ্ডকের রেতঃপাত হয়। মৃগী উহা পান করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রসব করেন। তাঁহার মস্তকে ক্ষুদ্র শৃঙ্গ থাকায় পুত্রের মস্তকেও একটি শৃঙ্গ হয়। পরে ঔরসজাত বুঝিয়া মুনি ইঁহাকে আশ্রমে আনয়ন পূর্ব্বক প্রতিপালন করেন। কয়েক বৎসর অতীত হইলে অঙ্গাধিপতি লোমপাদের রাজ্যে অনাবৃষ্টি হওয়ায় তিনি ঋষ্যশৃঙ্গকে কৌশলে আপন রাজ্যে লইয়া যান। মুনি 'কারীরী'-যজ্ঞের দ্বারা অনাবৃষ্টির প্রতীকার করিলে মহারাজ দশরথপ্রদত্ত শান্তা নাম্নী কন্যার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেন। ইঁহার পুত্রেষ্টি যজ্ঞে দশরথ পুত্রবান্ হন।

'মহাভারতের রহস্য' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—"যে ঋষি অশৃঙ্গ সেই ঋষ্যশৃঙ্গ। শৃঙ্গ-অর্থে কামোদ্রেক। 'শৃঙ্গং হি-মন্মথোদ্ভেদঃ' (অমর)। যে ঋষির কামের সহিত পরিচয় নাই সেই হইল ঋষ্যশৃঙ্গ।"

(৮-৯ পৃষ্ঠা)। এরূপ বলিতে হইলে 'ময়ূরব্যংসকাদয়শ্চ' (২।১।৭১) সূত্রানুসারে শব্দটীকে নিপাতনে সিদ্ধ বলিতে হইবে, কারণ 'অশৃঙ্গ' এই বিশেষণ পদের পরনিপাত সম্বন্ধে কোনও বিধান নাই। ময়ূরব্যংসকাদি আকৃতিগণ বলিয়া কাশিকায় জয়াদিত্য বলিয়াছেন—'সর্ব্বোঽপ্যবিহিতলক্ষণ স্তৎপুরুষো ময়ূরব্যংসকাদিষু দ্রষ্টব্যঃ'। কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গ যখন একটী নাম এবং 'অশৃঙ্গর্ষি' নাম যখন পাওয়া যায় না, তখন এরূপ কষ্টকল্পনা স্বীকার না করিয়া বলা উচিত—'ঋষ্যস্যেব শৃঙ্গং যস্য স ঋষ্যশৃঙ্গঃ'। কেহ কেহ বলেন শব্দটীর প্রকৃত পাঠ 'ঋশ্যশৃঙ্গ', কারণ ঋশ্যশব্দের অর্থ হরিণ। তবে ঋষ্যশব্দে শ্বেতবিন্দুচিত্রিত হরিণকেও বুঝায়। এরূপ অবস্থায় পাঠভেদ বলাই সঙ্গত, যেমন কৌশিক কৌষিক, কৌশেয় কৌষেয়, কৌশেয়ং ব্রজদপি গাঢ়তামজস্রম্' (মাঘ), 'নিনাভি কৌষেয়মুপাত্ত-রাগম্' (কুমার)।

বিল্হণ বিদ্যাপতি—'মনোরমা' নামক বৈদ্যকগ্রন্থকার এবং ১১ খৃষ্টশতাব্দীয়। কাশ্মীরকপণ্ডিত জ্যেষ্ঠকলসের ঔরসে এবং নাগদেবীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি কল্যাণ নগরে ভোজ জামাতা ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের সভায় থাকিতেন। ভোজজামাতা অর্থাৎ কুহকবিদুষী ভানুমতীর স্বামী। সাহিত্যে বিল্হণের নানা গ্রন্থ দৃষ্ট হয়—বিক্রমাঙ্কদেবচরিত, চৌরপঞ্চাশিকা, কর্ণসুন্দরী, শিবস্তুতি, ইত্যাদি। মহারাজ ষষ্ঠবিক্রমাদিত্য ইঁহাকে 'বিদ্যাপতি' উপাধি দিয়াছিলেন। ইঁহার সভায় যাজ্ঞবল্কীয়স্মৃতির 'মিতাক্ষরা' টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বরযোগীও থাকিতেন।

বিবস্বান্—মনু যম এবং অশ্বিদ্বয়ের পিতা ভাস্কর।

বিশারদ—বিশারদসিদ্ধান্ত প্রণেতা। রসরত্নসমুচ্চয়ের প্রথমেই ইঁহার নাম আছে। ইনি সম্ভবতঃ ২-৩ খৃষ্টশতাব্দীয়। সুতরাং শাণ্ডিল্যসূত্রভাষ্যাদিকৃৎ স্বপ্নেশ্বর সূরীর পিতামহ বিশারদ একজন

স্বতন্ত্রব্যক্তি। স্বপ্নেশ্বর জনেশ্বরবাহিনীপতির পুত্র এবং ১৬খৃষ্ট-শতাব্দীয় কাশীনাথ বিদ্যানিবাসের ভ্রাতা।

বিশালদেব—১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে রসপ্রদীপ প্রণয়ন করেন। কাম-সূত্রের 'জয়মঙ্গলা' টীকাকার যশোধরের আশ্রয় রাজা বিশালদেব একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি এবং ১৩ খৃষ্টশতাব্দীয়।

বিশ্বকর্ম্মা—ত্বষ্টৃ নাম দ্রষ্টব্য।

বিশ্বনাথ কবিরাজ—ঔৎকল ব্রাহ্মণ, চন্দ্রশেখর মহাপাত্রের পুত্র, পথ্যাপথ্য নিঘণ্টু প্রণেতা এবং ১৩-১৪খৃষ্টশতাব্দীয়। 'কবিরাজ' ইঁহার রাজদত্ত উপাধি। ইনি সাহিত্যদর্পণ সৌগন্ধিহরণ প্রভাবতী এবং রাঘববিলাসাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

বিশ্বনাথ সেন—উৎকলে গজপতি প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত এবং ১৪-১৫ খৃষ্ট শতাব্দীয়। ইনি বৈদ্যকশাস্ত্রে 'পথ্যাপথ্যবিনিশ্চয়' এবং চক্রদত্তীয় সর্ব্বসারসংগ্রহের 'সারসংগ্রহ' নামক টীকা প্রণয়ণ করেন।

বিশ্বামিত্র—মন্ত্রদ্রষ্টা, আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য এবং ধান্বন্তর সুশ্রুতের পিতা। অথর্ব্ববেদের মন্ত্রদৃক্ শুনঃশেপ ইঁহার পালিত পুত্র। অষ্টাঙ্গসংগ্রহে বাগ্‌ভট ইঁহার বচন উঠাইয়াছেন। কৌশিক বিশ্বামিত্রের নামান্তর। কৌশিক নাম দ্রষ্টব্য। অথর্ব্ববেদের কৌশিক-সূত্র বিশ্বামিত্রপ্রণীত। ইহাতে আথর্ব্বণমন্ত্রসমূহের বিনিয়োগ উপদিষ্ট হইয়াছে। আমরা যে গায়ত্রী পাঠ করি তাহা বিশ্বামিত্র-দৃষ্ট। কিন্তু বিশ্বামিত্রের পূর্ব্বে তাঁহার পিতা কুশিকাদি মুনি শ্যাবাশ্ব দৃষ্ট অনুষ্টুপ্ মন্ত্র পাঠ করিতেন—'তৎসবিতু র্বৃণীমহে বয়ং দেবস্য ভোজনম্। শ্রেষ্ঠং সর্ব্বধাতমং তুরং ভগস্য ধীমহি॥' ইহার ব্যাখ্যা ও বিস্তৃত বিবরণ অস্মদীয় সনৎসুজাতীয় পরিশিষ্টের ৩৯৯ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

বিষ্ণু—বিষ্ণুযামল এবং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদি প্রবক্তা ভগবান্ বিষ্ণু। স্তুতি সহকারে ইঁহাকে তুলসী দিলে জ্বরের উপশম হয়। চক্রদত্তে

লিখিত আছে—'বিষ্ণুং সহস্রমূর্দ্ধানং চরাচরপতিং বিভুম্। স্তুবন্ নামসহস্রেণ জ্বরান্ সর্ব্বান্ ব্যাপোহতি ॥' (১।৫।১৮৩)। গর্ভাধানের মন্ত্রে ইহার নাম পাওয়া যায়—'বিষ্ণু র্যোনিং কল্পয়িতু' ইত্যাদি। বিষ্ণুর নামে কতকগুলি ঔষধ প্রচলিত আছে—বিষ্ণু তৈল, বৃহদ্ বিষ্ণু তৈল, শতাবরী তৈল ইত্যাদি।

বিষ্ণুদেব পণ্ডিত বা বিষ্ণু পণ্ডিত—মহাদেব পণ্ডিতের পুত্র, দামোদরের শিষ্য, এবং সম্ভবতঃ ১৪ খৃষ্ট শতাব্দীয়। ইনি রসরাজলক্ষ্মী নামক রসগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহার উপর রামেশ্বর ভট্টের টীকা আছে। বিষ্ণুদেব বুক্কদেবের রাজবৈদ্য ছিলেন।

বিষ্ণুস্বামী—সর্ব্বদর্শনসংগ্রহস্থ রসেশ্বরদর্শনোক্ত রসসিদ্ধ আচার্য্য বিশেষ। গর্ভশ্রীকান্তমিশ্র ইহার শিষ্য বা প্রশিষ্য। ইনিও একজন রসসিদ্ধ পুরুষ।

বিহব্য বা বীতহব্য বা অথর্ব্ব বীতহব্য—আঙ্গিরস গোত্রীয় হৈহয় মুনি। ইনি আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ এবং অথর্ব্ববেদের মন্ত্রদ্রষ্টা। কাবষেয় সম্প্রদায়ের আচার্য্য অঙ্গীর শিষ্য এবং অঙ্গিরার গুরু ভারদ্বাজ সত্যবাহ (the truth-bearer) মুণ্ডকোপনিষদের প্রবক্তা। মুণ্ডকোপনিষৎ অর্থাৎ যে উপনিষদ্ দ্বারা কর্ম্মকাণ্ডজনিত প্রমাদসমূহ বাপিত বা মুণ্ডিত হয়, যেমন—ক্ষুরিকোপনিষৎ। এই উপনিষৎ প্রকাশের পর ভারদ্বাজকে ঋত্বিগ্‌গণ পরিহাসপূর্ব্বক মুণ্ডক (shaveling) বলিতেন। ভারদ্বাজ মতানুসারে হৈহয় মুনি কর্ম্মকাণ্ডের পর মুণ্ডকোপদিষ্ট জ্ঞানকাণ্ডে দীক্ষিত হইয়া হবনাদি কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিহব্য বা বীতহব্য নামে প্রসিদ্ধ হন। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে লিখিত আছে যে, বীতহব্য হৈহয়ের নামান্তর (১০।১৩)। ইনি শুনকগোত্রপ্রবর্ত্তক শৌনক গৃৎসমদের পিতা এবং অথর্ব্ববেদীয় দশম কাণ্ডস্থ ৪২ হইতে ৫০ সুক্তসমূহের দ্রষ্টা। ঋগ্বেদের অনুক্রমণীতে ইহাকে বিহব্য আঙ্গিরস বলা হইয়াছে। অথর্ব্ব বেদের

৬ষ্ঠ কাণ্ডস্থ ১৩৬ এবং ১৩৭ সূক্তীয় মন্ত্র ও ভাষ্য হইতে ইহার আয়ুর্ব্বেদজ্ঞত্ব উপপন্ন হইয়া থাকে। কেশবৃদ্ধির জন্য ইনি 'নিতত্নী' নামক ঔষধ আহরণ করেন। নিতত্নী সম্ভবতঃ কেশরাজ বা ভীমরাজ। অথর্ব্ববেদে আম্নাত হইয়াছে—'তাং (নিতত্নীং) বীতহব্য আভরৎ' (৬।১৩৭)। ইহার ভাষ্যে লিখিত আছে—'তামোষধিং বীতহব্যাখ্যো মহর্ষিঃ কেশবৃদ্ধ্যর্থমাহরৎ।' 'দাদে র্ধাতো র্ঘঃ' (৮।২।৩২) সূত্রীয় 'হৃগ্রহো র্ভ শ্ছন্দসি হস্য' বার্ত্তিকানুসারে হৃ ধাতুর 'হ' স্থানে 'ভ' হইয়া থাকে। তদনুসারে আঙ্ পূর্ব্বক হৃ ধাতুর উত্তর লঙ্ তিপ্ করিয়া বেদে 'আভরৎ' হইয়াছে। কিন্তু লোকে 'হ' স্থানে 'ভ' না হওয়ায় 'আহরৎ' হয়। সেই জন্য ভাষ্যকার বৈদিক 'আভরৎ' পদের অর্থে লৌকিক 'আহরৎ' পদ দিয়াছেন।

বীরভদ্র—'কন্দর্প চূড়ামণি' প্রণেতা এবং কামসূত্রের টীকাকার। ১৬ খৃষ্ট শতাব্দীর শেষে 'আইন-ই-আকবরি' প্রণেতা আবুল্ ফজল্‌কে ইনি হত্যা করেন।

বীরভদ্রা—গালবপত্নী এবং বৈদ্যজাতির বংশমাতা। গালব নাম দ্রষ্টব্য।

বীরসিংহ—'বীরসিংহাবলোক' (A treatise on nosology, diseases and treatment) নামক বৈদ্যক গ্রন্থ এবং 'নৃসিংহোদয়' নামক রসগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইনি বিষ্ণুস্বামিপ্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের লোক। শেষোক্ত গ্রন্থখানি সাকার সিদ্ধির অধমর্ণ। সাকার-সিদ্ধিতে লিখিত আছে—'সচ্চিন্নিত্যনিজাচিন্ত্যপূর্ণানন্দৈকবিগ্রহম্। নৃপঞ্চাস্যমহং বন্দে শ্রীবিষ্ণুস্বামিসংমতম্॥' নৃপঞ্চাস্যঃ অর্থাৎ নৃসিংহ। পঞ্চাস্যো বিস্তৃতাস্যঃ সিংহ ইত্যর্থঃ। পচি বিস্তারবচনে, কর্ম্মণি ঘঞর্থে ক-বিধানম্। এইজন্য গ্রন্থের নাম হইয়াছে—'নৃসিংহোদয়।' ভক্তি শাস্ত্রে বীর সিংহের 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' একখানি সুন্দর সুপ্রসিদ্ধ এবং উপাদেয় গ্রন্থ। ইনি মিথিলার রাজা এবং ১৪ খৃষ্ট শতাব্দীয়।

বীরসেন—নল রাজার পিতা, দময়ন্তীর শ্বশুর, এবং ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনার পিতামহ। বীরসেন ও নল উভয়েই নিষধ দেশের অর্থাৎ বর্ত্তমান মাড়ওয়ার যোধপুরের রাজা ছিলেন। দময়ন্তী বিদর্ভাধিপতি দামনের কন্যা। বর্ত্তমান বেরার প্রদেশকেই পূর্ব্বে বিদর্ভ বলা হইত। নিষধ এবং নল নামদ্বয় দ্রষ্টব্য।

বুধ—চন্দ্রপুত্র এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমতে 'সর্ব্বসারতন্ত্র' (An cpitome of all sciences) প্রণেতা। বিষ্ণুপুরাণাদিমতে বৃহস্পতির ভার্য্যা তারার গর্ভে চন্দ্র হইতে ইঁহার উৎপত্তি হয়। কিন্তু গ্রহযজ্ঞতত্ত্বের মতে ইনি চন্দ্রের ঔরসে এবং রোহিণীর গর্ভে জন্মলাভ করেন। গ্রহদের মধ্যে বুধ চতুর্থগ্রহ। ইনি মরকতপ্রিয়, বাল-স্বভাব এবং সর্ব্বশাস্ত্রাভিজ্ঞ। নবগ্রহস্তোত্রে লিখিত আছে—

'প্রিয়ঙ্গুকলিকাশ্যামং রূপেণাপ্রতিমং বুধম্।
সৌম্যং সর্ব্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ সুতম্॥'

ইনি হয়ায়ুর্ব্বেদ এবং গজায়ুর্ব্বেদ প্রণয়ন করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

বৃদ্ধ আত্রেয়—ত্রিমল্লভট্টকৃত যোগতরঙ্গিণীর ৩৯ পৃষ্ঠায় আত্রেয়গোত্রজাত ভিক্ষুকাত্রেয়াদিকে লক্ষ্য করিয়া পুনর্ব্বসু সোমকে বৃদ্ধ আত্রেয় বলা হইয়াছে।

বৃদ্ধ কশ্যপ—সম্ভবতঃ মারীচ কশ্যপ। অষ্টাঙ্গহৃদয়ের বালাময়-প্রতিষেধাধ্যায়ে বৃদ্ধকশ্যপ এবং কশ্যপ উভয় নামই দৃষ্ট হয়।

বৃদ্ধ কাশ্যপ—মধুকোষে নামগ্রহণপূর্ব্বক ইঁহার শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। রাবণীয় বালতন্ত্রে কাশ্যপ এবং বৃদ্ধ কাশ্যপ উভয় নামই দৃষ্ট হয়। Hoernle সাহেবের মতে কশ্যপ এবং কাশ্যপ একই ব্যক্তি। বোধ হয়, কশ্যপোক্ত বৃদ্ধজীবকীয়তন্ত্র কাশ্যপ সংহিতা নামে প্রসিদ্ধ থাকায় তিনি ঐরূপ অনুমান করিয়াছেন।

বৃদ্ধ জীবক—কন্‌খলস্থিত ঋচকমুনির পুত্র এবং মারীচ কশ্যপের শিষ্য। Hoernle মতে কশ্যপই কাশ্যপ। ইনি 'কৌমারভৃত্যতন্ত্র' প্রণেতা। গ্রন্থখানি তাঁহার বংশধর বাৎস্যমুনি কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত হয়। গৌতমের 'শিশুক্রন্দীয়' নামে একখানি গ্রন্থও 'কুমারভৃত্য' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। অষ্টাধ্যায়ীর 'শিশুক্রন্দযমসভ……' (৪।৩।৮৮) সূত্র হইতে বুঝা যায় যে, পাণিনি অবশ্যই উহা দেখিয়াছিলেন। গৌতমের 'শিশুক্রন্দীয়' বাৎস্য প্রতিসংস্কৃত বৃদ্ধজীবকীয় কৌমারভৃত্যতন্ত্রের অধমর্ণ কি না তাহা অনুসন্ধেয়।

বৌদ্ধ জীবকের সহিত বৃদ্ধ জাবকের কোন সম্বন্ধ নাই। সম্ভবতঃ কৌমারভৃত্য ও গৌতমের শিশুক্রন্দীয় উপজীব্য করিয়া বৌদ্ধ জীবকের 'বালভৃত্যতন্ত্র' প্রণীত হয়। Dr. Hoernle বলেন যে, বৌদ্ধ জীবকের 'কুমারভৃত্য' উপাধি ছিল। আমরাও এ কথায় আস্থাবান্। কারণ বৌদ্ধদের 'মহাবগ্‌গ' নামক পালিগ্রন্থে জীবক 'কোমর ভচ্ছা' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। কোমরভচ্ছা অর্থাৎ কুমারভৃত্য।

সখিল বৃদ্ধজীবকীয় তন্ত্রই কাশ্যপসংহিতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। কারণ কশ্যপমুনি প্রিয়শিষ্য জীবককে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই বৃদ্ধজীবকীয় তন্ত্রে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। উহার ষট্‌-কল্পাধ্যায়ে লিখিত আছে—'অথাতঃ ষট্‌কল্পং ব্যাখ্যাস্যামঃ।১। ইতি হ স্মাহ ভগবান্ কশ্যপঃ।' ইত্যাদি। শৈশবেই উপদেশ পাইয়া জীবক গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন, কিন্তু শিশুপ্রণীত বলিয়া মুনিদের নিকট উহা আদৃত হয় নাই। সেই জন্য শিশু-জীবক কিরূপে বৃদ্ধ-জীবক হন তৎসম্বন্ধে কশ্যপ নিজেই একটী উপাখ্যান বলিয়াছেন—

'রোগাঃ সর্ব্বে সমুৎপন্নাঃ সন্তাপাদ্ দেহ-চেতসোঃ॥ ততো হিতার্থং লোকানাং কশ্যপেন মহর্ষিণা।…তপসা নির্ম্মিতং তন্ত্রমৃষয়ঃ প্রতিপেদিরে॥ জাবকো নির্গততমা ঋচকতনয়ঃ শুচিঃ। জগৃহেঽগ্রে

মহাতন্ত্রং সংচিক্ষেপ পুনঃ স তৎ। নাভ্যনন্দস্ত তৎসর্ব্বে মুনয়ো বাল-ভাষিতম্। ততঃ সমক্ষং সর্ব্বেষামৃষীণাং জীবকঃ শুচিঃ॥ গঙ্গাহ্রদে কনখলে নিমগ্নঃ পঞ্চবার্ষিকঃ। বলীপলিতবিগ্রস্ত উন্মমজ্জ মুহূর্ত্তকাৎ। তত স্তদদ্‌ভুতং দৃষ্ট্বা মুনয়ো বিস্ময়ং গতাঃ॥ বৃদ্ধজীবক ইত্যেব নাম চক্রুঃ শিশোরপি॥ প্রত্যগৃহ্নস্ত তন্ত্রং চ ভিষক্‌শ্রেষ্ঠং চ চক্রিরে। ততঃ কলিযুগে নষ্টং তন্ত্রমেতদ্ যদৃচ্ছয়া। অনায়াসেন যক্ষেণ ধারিতং লোকভূতয়ে। বৃদ্ধজীবকবংশ্যেন ততো বাৎস্যেন ধীমতা॥ অনায়াসং প্রসাদ্যাথ লব্ধং তন্ত্রমিদং মহৎ। ঋগ্‌যজুঃসামবেদাং-স্ত্রীনধীত্যাঙ্গানি সর্ব্বশঃ॥ শিবকশ্যপযক্ষাংশ্চ প্রসাদ্য তপসা ধিয়া। সংস্কৃতং তৎ পুনস্তন্ত্রং বৃদ্ধজীবকনির্ম্মিতম্॥ ধর্ম্মকীর্ত্তিসুখার্থায় প্রজানামভিবৃদ্ধয়ে। স্থানেষ্বষ্টসু শাখায়াং যদ্‌যন্নোক্তং প্রয়োজনম্॥ তত্তদ্‌ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি খিলেষু নিখিলেন তে। ইতি হ স্মাহ ভগবান্ কশ্যপঃ॥ ইতি বৃদ্ধজীবকীয়ে তন্ত্রে কৌমারভৃত্যে বাৎস্যপ্রতিসংস্কৃতে কল্পেষু সংহিতাকল্পনাম দ্বাদশঃ। সমাপ্তং চ কল্পস্থানম্। সমাপ্তা চেয় সংহিতা। অতঃপরং খিলস্থানং ভবতি।' (১৯০-৯১পৃঃ) অনায়াস অর্থাৎ পূর্ব্ব-যক্ষ মণিভদ্র।

বৃদ্ধ জীবকের গুরু যে মারীচ কশ্যপ তাহা গ্রন্থ হইতেই প্রকাশ পায়। উহার ষট্‌কল্পাধ্যায়ে লিখিত আছে—'মারীচমৃষিমাসীনং সূর্য্যবৈশ্বানরদ্যুতিম্। বিনয়েনোপসঙ্গম্য প্রাহ স্থবিরজীবকঃ॥ ভগবন্নক্ষিরোগেন পরিক্লিষ্টস্য চক্ষুষঃ। কদা সংশমনং দেয়ং কিং চ সংশমনং হিতম্॥' বিষাদি ঔষধ সম্বন্ধে পৃষ্ট হওয়ায় বৃদ্ধজীবককে মারীচকশ্যপ বলিয়াছেন—'ঔষধং চাপি দুর্যুক্তং তীক্ষ্ণং সম্পদ্যতে বিষম্। বিষঞ্চ বিধিনা যুক্তং ভেষজায়োপকল্পয়েৎ॥'

বৃদ্ধ ত্রয়ী (The old Triad)—অর্থাৎ চরক, সুশ্রুত এবং দ্বিতীয় বাগ্‌ভট। গ্রন্থের উদ্দেশে বৃদ্ধত্রয়ী বলিলে চরকসংহিতা সুশ্রুতসংহিতা এবং অষ্টাঙ্গসংগ্রহ বুঝিতে হইবে।

বৃদ্ধ ভোজ—ভোজ বা মিহির ভোজ দ্রষ্টব্য।

বৃদ্ধ বাগ্‌ভট—দ্বিতীয় বাগ্‌ভটকৃত অষ্টাঙ্গসংগ্রহ।

বৃদ্ধ বিদেহ—বিদেহাধিপ দ্রষ্টব্য।

বৃদ্ধ শৌনক—গৃহপতিশৌনকের পূর্ব্বপুরুষ। ইনি অথর্ব্ববেদের শৌনকশাখাপ্রবর্ত্তক। পিপ্পলাদ-নাম দ্রষ্টব্য। ত্রিমল্লভট্টপ্রণীত যোগতরঙ্গিণীর ১৭ পৃষ্ঠায় 'বৃদ্ধ শৌনক' নাম পাওয়া যায়।

বৃদ্ধ সুশ্রুত—বিশ্বামিত্র-তনয় ধান্বন্তর সুশ্রুত। 'সুশ্রুত' নাম দ্রষ্টব্য। চক্রপাণি বিজয়রক্ষিত নিশ্চলকরাদি পণ্ডিতগণ কখনও কখন 'বৃদ্ধসুশ্রুত' বলিয়াছেন। প্রতিসংস্কারের পূর্ব্ববর্ত্তী সুশ্রুততন্ত্রের উদ্দেশ্যেও ইহা প্রযুক্ত হইতে পারে, যেমন—বৃদ্ধ হারীত। অথবা 'নাবনীতক'কে স্বল্প-সুশ্রুত ভাবিয়া সুশ্রুততন্ত্রকে বৃদ্ধসুশ্রুত বলাও অস্বাভাবিক নহে। কণিষ্কের অস্ত্রোপচারক নবীন সুশ্রুতকে লক্ষ্য করিয়াও কাশীরাজ দিবোদাস ধন্বন্তরির শিষ্যকে বৃদ্ধসুশ্রুত বলা যায়।

বৃদ্ধ হারীত—প্রাচীন হারীততন্ত্রের কিছু কিছু অংশ বর্ত্তমান হারীতসংহিতায় বিদ্যমান আছে। কিন্তু ইহাতে তদ্‌ব্যতিরিক্ত অনতিপ্রাচীন বাগ্‌ভটাদির নাম এবং পরবর্ত্তিকালের মতবাদ থাকায় ইহার প্রণেতাকে ছদ্ম (Pseudo) হারীত বলা হয়। ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই আত্রেয় শিষ্য হারীতকে বৃদ্ধ হারীত বলা হইয়াছে। ত্রিমল্লকৃত যোগ তরঙ্গিণীর ৫০ পৃষ্ঠায় 'বৃদ্ধ হারীত' নাম পাওয়া যায়।

বৃন্দ বা বৃন্দকুণ্ড বা বৃন্দাবন—বৈদ্যশাস্ত্রে বৃন্দ নামই প্রসিদ্ধ, কিন্তু বঙ্গদেশীয় কুণ্ডবংশের বীজিপুরুষ (propositus) বলিয়া বৈদ্যকুলপঞ্জিকায় ইহার 'বৃণ্ডকুণ্ড' নাম দৃষ্ট হয়। চন্দ্রপ্রভায় লিখিত আছে—'কুণ্ডবংশে বৃন্দকুণ্ডো বীজী বৈদ্যকশাস্ত্রকৃৎ। স ভরদ্বাজসম্ভূতে বঙ্গভূমিকৃতাশ্রয়ঃ ॥' যোগশাস্ত্রীয় পাতঞ্জল বৃত্তিতে ইনি 'বৃন্দাবন' নাম দিয়াছেন।

বৃন্দমাধব বা বৃন্দ অর্থাৎ সিদ্ধযোগ, বৃন্দসিন্ধু, এবং গদবিনিশ্চয় —এই তিনখানি বৈদ্যক গ্রন্থ ইনি প্রণয়ন করেন। ইহা ব্যতীত সিদ্ধযোগের উপর ইনি বৃন্দটিপ্পণ লিখিয়াছেন। ইহার উপর শ্রীকণ্ঠদত্তের বৃন্দটীকা বা ব্যাখ্যাকুসুমাবলী বা কুসুমাবলী একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। বৃন্দকুণ্ড মাধবকরের পরবর্ত্তী এবং ৯-১০ খৃষ্ট শতাব্দীয়। কেহ কেহ কার্ত্তিককুণ্ডকে বৃন্দের আত্মীয় এবং কনীয়ান্ সামসময়িক বলেন। অক্ষয়কুমারীর 'A History of Sanskrit Literature' গ্রন্থের ১৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—'Vrinda's Siddhayoga is a work of the 9th c A.D. It has followed Madhab Nidan.'

বৃহচ্ছেহ্নক—অথর্ব্ববেদীয় ষষ্ঠকাণ্ডস্থ ৫৪ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা।

বৃহস্পতি—অথর্ব্ববেদীয় দশমকাণ্ডস্থ ষষ্ঠসূক্তীয় মন্ত্রদ্রষ্টা এবং গজায়ুর্ব্বেত্তা। প্রচলিত বৈদ্যকগ্রন্থে আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য বলিয়া ইঁহার নাম পাওয়া যায় না। কিন্তু রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে তারার পিতা সুষেণ ইঁহাকে আয়ুর্ব্বেদবিত্তম বলিয়াছেন (৫০ অধ্যায়)। ইহা ব্যতীত Bower পাণ্ডুলিপিস্থ সুশ্রুতোক্ত নাবনীতকসংহিতার দ্বিতীয় খণ্ডস্থ ষষ্ঠাধ্যায়ে বার্হস্পত্য বৃহৎকরণ রসায়ন (A tonic for promoting bulkiness according to বৃহস্পতি) নামক ঔষধ তাঁহার নামে প্রচলিত দেখা যায়। তথায় লিখিত আছে—'নির্ম্মলচক্রহল-শব্দাভিহতায়াং ভূমৌ জাতামশ্বগন্ধাং সমূলপত্রপুষ্পাং সূক্ষ্মচূর্ণানি কুর্য্যাৎ। ততঃ সর্পিষা বিড়ালপাদকমাহৃত্যাহনি লেহয়েৎ পয়শ্চানুপিবেৎ। জীর্ণ্যন্তে পয়সা ভোজনমশ্নীয়াৎ। এবমেকবিংশতিরাত্রং বলবান্ বৃহচ্ছরীরশ্চ ভবতীত্যাহ বৃহস্পতিঃ। ইতি বার্হস্পত্যং বৃহৎকরণম্' (II. 24th left).

মহাভারতে স্মৃত হইয়াছে—'বেদবিদ্ বেদ ভগবান্ বেদাঙ্গানি বৃহস্পতিঃ। ভার্গবো নীতিশাস্ত্রং তু জগাদ জগতো হিতম্॥'

(শান্তিপঃ ২০।২১০)। পাণিনির পূর্ব্বাচার্য্য শাকটায়নমুনি ঋকৃতন্ত্রে বলিয়াছেন—'ব্রহ্মা বৃহস্পতয়ে প্রোবাচ বৃহস্পতিরিন্দ্রায়েন্দ্রো ভরদ্বাজায় ভরদ্বাজ ঋষিভ্য ঋষয়ো ব্রাহ্মণেভ্য স্তং খল্বিমমক্ষরসমাম্নায়মিত্যাচক্ষতে। ন ভুক্ত্বা ন নক্তং প্রব্রূয়াদ্ ব্রহ্মরাশিরিতি চ ব্রহ্মরাশিরিতি চ' (৩ পৃষ্ঠা লাহোর সংস্করণ)। ইহা ব্যাকরণাধিকারে উক্ত। সারস্বতভাষ্যে লিখিত আছে—'সমুদ্রবদ্ ব্যাকরণং মহেশ্বরে তদর্দ্ধকুম্ভোদ্ধরণং বৃহস্পতৌ। তদ্‌ভাগভাগাচ্চ শতং পুরন্দরে কুশাগ্রবিন্দূৎপতিতং হি পাণিনৌ॥'

বেঙ্কটেশ বা বেঙ্কটেশ্বর আচার্য্য—শ্রীনিবাস অবধানসরস্বতীর পুত্র এবং ভরদ্বাজীয় ভেষজকল্পের ভৈষজ্যকল্প ব্যাখ্যাপ্রণেতা। ইনি কাঞ্চীনগরে ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে জন্মলাভ করেন। ইঁহার পুত্র পেরুসূরি এবং স্ত্রী বেঙ্কটেশ্বরী। ঔণাদিক-পদার্ণবে পেরুসূরি লিখিয়াছেন—"জরৎকারু ইব……শ্রীবেঙ্কটেশ্বরৌ মাতাপিতরৌ সংশ্রয়ে…"। পেরু বালমনোরমাকৃদ্ বাসুদেব দীক্ষিতের শিষ্য। বেঙ্কটেশ ১৬-১৭ খৃষ্ট শতাব্দীয়। অবধান সরস্বতী এবং পেরুসূরি নামদ্বয় দ্রষ্টব্য।

বেচারাম—ভৈষজ্যরত্নাকর প্রণেতা।

বেণ—মহারাজ পৃথুর পিতা। ইনি অথর্ব্ববেদের আয়ুষ্যবিষয়ক দ্বিতীয় কাণ্ডস্থ প্রথম সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা। মনু বলিয়াছেন—'বেণো বিনষ্টোঽবিনয়াৎ' (৭।৪১), আর বিষ্ণুপুরাণে স্মৃত হইয়াছে—'সৎপুত্রেণ তু জাতেন বেণোঽপি ত্রিদিবং যযৌ'। 'সৎপুত্র' অর্থাৎ পৃথী বৈন্য বা মহারাজ পৃথু যাঁহার নাম হইতে ধরণি পৃথিবী নাম পাইয়াছেন। শতপথে আম্নাত হইয়াছে—'পৃথী হ বৈ বৈন্যো মনুষ্যাণাং প্রথমোঽভিষিষেচে' (৫।৩।৪।৪)। অপুত্রক মৃত রাজা বেণের বাহু হইতে ঋষিগণ ইঁহাকে উৎপাদন করিলে দেবগণের সহিত ব্রহ্মা আগমন পূর্ব্বক জাতকের দক্ষিণহস্তে বৈষ্ণবী চক্ররেখা

দেখিয়া তাঁহাকে ভগবান্ বিষ্ণুর অংশ বলেন। তদনন্তর তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট হইতে সুদর্শনচক্র পাইয়া চক্রবেণ নামে অভিহিত হন। ইঁহার পত্নী অর্চ্চি লক্ষ্মীর অংশরূপা। ঋষিগণ সপত্নীক চক্রবেণের অর্থাৎ পৃথুর রাজ্যাভিষেক কার্য্য সম্পাদন করেন।

চক্রবেণসম্বন্ধে একটী প্রাচীন আখ্যানিক শুনা যায়। মহারাজের ধনভাণ্ডার পরিপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও নিজ ব্যবহারের জন্য উহা হইতে তিনি কপর্দ্দকমাত্রও গ্রহণ করিতেন না। বলিতেন যে, প্রজালব্ধ কর প্রজাদের উপকারসাধনেই প্রযোজ্য। সেই হেতু তিনি ব্রতীর ন্যায় সস্ত্রীক কুটীরবাসী হইয়া স্বয়ং ভূমিকর্ষণাদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহপূর্ব্বক দানধ্যানাদিমূলক তপস্যায় প্রায়শঃ সমাহিত থাকিতেন। একদা কোনও সালংকারা বণিক্‌পত্নী রাজদর্শনে আগমন করিয়া রাজ্ঞীকে তদুপযুক্ত বেশভূষাদি ধারণের পরামর্শ দেন। রাণীও স্ত্রীসুলভচাপল্যবশতঃ প্রলুব্ধ হইয়া রাজার নিকট প্রসাধনের বিবিধ উপকরণ প্রার্থনা করেন। মহাযোগী চক্রবেণ তাঁহাকে তপস্যার অন্তরায়স্বরূপ অলংকারাদিধারণে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া বলেন যে, রাজভাণ্ডার হইতে কোনও ধন বা সামগ্রী আমাদের নিজ প্রয়োজনে গ্রহণীয় নহে। সুতরাং উহার জন্য উপায়ান্তর দেখিতে হইবে।

তারপর রাজর্ষি মন্ত্রীকে আহ্বান করিয়া বলেন যে, মহাধনশালী দুর্দ্দান্ত রাবণের নিকট হইতে আমার বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া সকৃৎপ্রদেয় করস্বরূপ একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা আনিতে হইবে। মন্ত্রী লঙ্কায় গিয়া প্রস্তাব করিলে লঙ্কেশ্বর অট্টহাস সহকারে বলেন যে, তোমাদের প্রভুর সহিত আমার খাদ্যখাদক সম্বন্ধ, রাজা প্রজা সম্বন্ধ নহে। সুতরাং তোমার প্রভুকে এবং তোমাকেও আমি উৎকট বাতুল বলিয়া মনে করি। দৌত্যকার্য্যহেতু তোমাকে ছাড়িয়া দিতেছি, কিন্তু তুমি তোমার প্রভুকে বলিও যে, শক্তি

দেখাইলে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্ত্তে লঙ্কার সমস্ত ধনরাশি সুলভ হইবে। ইহাতে মন্ত্রী বিনয়সহকারে বলিলেন—'সম্রাট্, মন্ত্রী হইলেও একার্য্যে আমি নিসৃষ্টার্থ দূত। অতএব আমার নিবেদন এই যে, এক লক্ষ্য স্বর্ণমুদ্রাতেই আমার প্রভুর প্রয়োজন এবং তদতিরিক্ত এক কপর্দ্দক লইতেও তাঁর বাসনা নাই'। লঙ্কেশ্বর কহিলেন—'মন্ত্রিবর, শক্তির পরিচয় ব্যতীত প্রয়োজন সিদ্ধি কোনও মতেই সম্ভবপর নহে'। তখন মন্ত্রী সমুদ্র তীরে আসিয়া বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিত সুদৃঢ় রাবণপ্রাসাদের প্রতিরূপ একখানি ক্ষুদ্র ক্ষণভঙ্গুর মৃন্ময়প্রাসাদ গঠনে ব্যাপৃত হইলেন।

রাত্রে রাবণ মন্দোদরীকে দৌত্যসংবাদ জানাইলেন। তাহা শুনিয়া রাজ্ঞী বলিলেন—'মহারাজ, চক্রবেণকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দেওয়াই উচিত, তিনি একজন মহাযোগী এবং মহাশক্তিশালী নরপতি'। রাবণ তাঁহকে স্তবিত্রী বলিয়া পরিহাস করিলে তিনি শীঘ্রই চক্রবেণের অলৌকিক প্রভাব দেখাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তারপর প্রত্যূষে রাজার সহিত রাণী হর্ম্ম্যতলে আসিয়া ব্রীহিকলায়াদি বিকিরণ করিলে প্রাসাদাশ্রিত কপোত সমূহ উহা ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মন্দোদরী বলিলেন—'স্বামিন্, আপনি প্রবল প্রতাপান্বিত রৌদ্রশক্তিসম্পন্ন দেবজয়ী রাজা, সুতরাং আপনার নামগ্রহণ পূর্ব্বক আমি কপোতগণকে শস্য-ভক্ষণে বিরত হইতে বলিব'। তারপর রাণী বলিলেন—'কপোতকুল, মহারাজ রাবণের দোহাই, তোমরা শস্যভক্ষণে বিরত হও।' কপোতগণ সে কথায় কর্ণপাত করিল না। রাণী বলিলেন—'দেখুন মহারাজ, আপনার শপথে কোনও ফল হইল না'। রাবণ বলিলেন—'আমার মহিমা অবোধ কপোতে কি বুঝিবে'? তখন মন্দোদরী মহারাজ চক্রবেণের শপথ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বলিতেই কপোতগণ আহার ত্যাগ করিল। আবার রাবণের শপথ করিয়া খাইবার অনুরোধ করিলে তাহারা

ঔদাসীন্য দেখাইল, কিন্তু চক্রবেণের শপথে পুনরায় তাহারা ভোজনে প্রবৃত্ত হইল। ইহার পর মন্দোদরী বলিলেন—'দেখুন মহারাজ, পশুপক্ষীতেও মহারাজ চক্রবেণের প্রভাব অব্যর্থ'। কটাক্ষিত প্রত্যুত্তরে রাবণ কহিলেন—'লঙ্কেশ্বরি, কপোত লইয়া চমৎকার কুহক দেখাইলে সত্য, কিন্তু সাতদিনের মধ্যে আমি চক্রবেণকে বন্ধনপূর্ব্বক তোমার চরণে উপহার দিলে যেরূপ ইচ্ছা হয় সেইরূপেই তুমি তাহাকে পূজা করিয়া ধন্য হইও'।

তদনন্তর লঙ্কেশ্বর সভায় গিয়া দেখেন, চক্রবেণের মন্ত্রী করজোড়ে তাঁহার অপেক্ষায় দণ্ডায়মান আছে। উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করায় বিনয়সহকারে তিনি বলিলেন—'মহারাজ, অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার প্রাসাদের বাহিরে আসিয়া আমার প্রভুর শক্তি দেখিলে আমি ধন্য হইব'। সভাস্থ পাত্রমিত্রের প্ররোচনায় তাঁহাদের সঙ্গে রাবণ মন্ত্রিনির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া তদীয় প্রাসাদের অনুরূপ ক্ষুদ্র মৃন্ময় আদর্শ (model house) দেখিয়া বলিলেন—'মন্ত্রি, তোমার শিল্পশক্তি প্রশংসনীয়, কিন্তু ইহাতে তোমার প্রভুর কোনও প্রভাব উপলব্ধ নহে'। মন্ত্রী বলিলেন—'মহারাজ, বজ্রবৎ কঠিন প্রস্তরে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা আপনার এই হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কিন্তু চক্রবেণের শক্তির কাছে উহা অসংহত বালুকাবৎ ক্ষণভঙ্গুর'। তারপর মন্ত্রী যুক্তযোগী মহারাজ চক্রবেণের নামগ্রহণ পূর্ব্বক শপথ করিয়া সেই ক্ষুদ্র মৃন্ময় আদর্শের যে যে অংশ কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা ভগ্ন করেন, রাবণপ্রাসাদের সেই সেই অংশ তখনি বিকট শব্দ সহকারে ভূপতিত হয়। ইহা দেখিয়া বিস্মিত এবং বিহ্বল রাজা অনুনয় সহকারে প্রাসাদনাশে নিবৃত্ত করিয়া মন্ত্রীকে লক্ষ মুদ্রা প্রদান করেন এবং মন্ত্রীও তাহা লইয়া সস্ত্রীক মহারাজ চক্রবেণের সমীপে উপস্থিত হন। লঙ্কায় আদ্যন্ত বিবরণ শুনিয়া রাজ্ঞী বলিলেন—'স্বামিন্, আর আমার বস্ত্রালংকারে প্রয়োজন নাই; যাঁর তপঃপ্রভাবে জগতের কিছুই

দুষ্প্রাপ্য নহে তাঁর সহধর্ম্মিণী হইয়া তুচ্ছ বেশভূষায় স্পৃহা রাখা অত্যন্ত অসঙ্গত, সুতরাং আপনার ছায়ারূপে থাকিয়া আমি তপশ্চরণেই কালাতিপাত করিব।'

ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন—'মন্ত্রিবর, স্বর্ণে আমার আর প্রয়োজন নাই বলিয়া লঙ্কেশ্বরকে আপনি ইহা প্রত্যর্পণ করুন। তদনুসারে মন্ত্রীও ঐ মুদ্রা প্রত্যর্পণ করিলে রাবণ বিস্ময় সহকারে বলিলেন—'মন্ত্রিবর, আপনার প্রভু সকলগুণের এবং সকলশক্তির আধার, তাঁহার চরণে আমার ভূয়োভূয়ো ভক্তিনম্র প্রণাম জানাইবেন'।

বেণীদত্ত—শতশ্লোকী বা ভাবার্থদীপিকা প্রণেতা।

বৈখানস—তোদরানন্দধৃত বৈখানসতন্ত্রকৃৎ প্রাচীন মুনি। ইহা কাহারও নাম নহে। বৈজয়ন্তীতে লিখিত আছে—'বৈখানসো বনেবাসী বানপ্রস্থশ্চ তাপসঃ'। শকুন্তলায় কালিদাস লিখিয়াছেন—'বৈখানসং কিমনয়া ব্রতমাপ্রদানাদ্ ব্যাপাররোধি মদনস্য নিষেবিতব্যম্'। শাব্দিকগণ বলেন—'বিখানসং ব্রহ্মাণং বেত্তি তপসেত্যণ্ প্রত্যয়েন বৈখানসঃ'। সোঢ়লের গদনিগ্রহ হইতে জানা যায় যে, এই সম্প্রদায়ের মুনিগণ ব্রাহ্মরসায়নাবলেহ সেবন করিয়া দীর্ঘজীবী হইতেন। চরকোক্ত চৈত্ররথবনের মুনিসভায় ইঁহারা উপস্থিত ছিলেন।

বৈজবাপি—বীজবাপের গোত্রাপত্য এবং জনৈক বৈদ্যাগমিক মুনি। শতপথে ইঁহার নাম আছে (১৪।৫।২০)। ইঁহার বীজবাপীয়তন্ত্র বর্গীয় বকারের সূচীতে দ্রষ্টব্য। অনবধানহেতু 'বৈজবাপি' নাম অন্তঃস্থ বকারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বৈতরণ—দিবোদাসের শিষ্য এবং বৈতরণতন্ত্রপ্রণেতা।

বৈদেহ—জনক। বৃহদারণ্যকে লিখিত আছে—'জনকো হ বৈদেহঃ' (৩।১।১)। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে স্মৃত হইয়াছে—'সন্ন্যাসফলিকঃ কশ্চিদ্ বভূব নৃপতিঃ পুরা। মৈথিলো জনকো নাম

ধর্ম্মধ্বজ ইতি শ্রুতঃ (৪।৩২০)। জনক ও নিমিবৈদেহ—এই নামদ্বয় দ্রষ্টব্য।

বৈদ্যকুলপঞ্জিকাকার বা পঞ্জীকৃৎ—ঘটকরায়, কবিকণ্ঠহার, দুর্জ্জয়দাস, ভরতমল্লিক, এবং রামকান্তঘটক।

বৈদ্যকেন্দ্র—১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে রসামৃত প্রণয়ন করেন।

বৈদ্যচিন্তামণি—'চিন্তামণি বৈদ্য' নাম দ্রষ্টব্য।

বৈদ্যনন্দন ভাস্কর বা ভাস্কর বৈদ্যনন্দন—সোঢ়লের পিতা, শার্ঙ্গদেবের পিতামহ ও রায়কবালবৈদ্য।

বৈদ্যনাথ—রুদ্রের মূর্ত্তিভেদ। ঋগ্বেদে ইনি নানা নামে অভিহিত—একবৈদ্য, অপূর্ব্ববৈদ্য, পরবৈদ্য, শ্রেষ্ঠতমবৈদ্য এবং ভিষক্তম (২।৭।১৬, ২।৩৩।৪ ইত্যাদি)। বৈদ্যনাথলিঙ্গ ১২টী অনাদিলিঙ্গের একতম বলিয়া কীর্ত্তিত। তন্ত্রচূড়ামণির মতে বৈদ্যনাথের শক্তি জয়দুর্গা। মাৎস্য ইহাকে আরোগ্যা দেবী বলিয়াছেন—'করবীরে মহালক্ষ্মী রুমা দেবী বিনায়কে। আরোগ্যা বৈদ্যনাথে তু মহাকালে মহেশ্বরী॥' (১৩ অধ্যায়)। করবীর—বোম্বাই প্রদেশস্থিত কোলাপুর। বিনায়কতীর্থ এখন মোরেশ্বর নামে খ্যাত। ইহা South Mahratta Ryস্থিত জাজুরি ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী। মহাকালের মন্দির উজ্জয়িনীতে অবস্থিত। উজ্জয়িনী মালবের রাজধানী।

বৈদ্যনৃপসুরি—রসমুক্তাবলী নামক রসগ্রন্থকার। কেহ কেহ ইহাকে নৃপসূনু বৈদ্য বলেন।

বৈদ্যরাজ—দ্বিতীয় লোলিম্বরাজ। লোলিম্বরাজ নাম দ্রষ্টব্য।

বৈদ্যবল্লভ—অবধানসরস্বতীকৃত শত শ্লোকীর টীকাকার এবং ১৮ খৃষ্ট শতাব্দীয়। রামকান্তঘটক বৈদ্যকুলপঞ্জীতে লিখিয়াছেন—'বৈদ্যবল্লভের কুল শরতের শশী। কুলমান গেল কিন্তু বিয়া করি মাসী॥'

বৈদ্যবাচস্পতি—নিদানের 'আতঙ্কদর্পণ' টীকাকৃৎ এবং সম্ভবতঃ ১৩-১৪ খৃষ্টশতাব্দীয়। গ্রন্থকার ১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় ডল্লণের নাম করিয়াছেন। বৈদ্যবাচস্পতি প্রমোদের পুত্র এবং হম্মীরের সভায় থাকিতেন। কেহ কেহ ইঁহাকে যুবতিসখাদি প্রণেতা বলবন্তসিংহ মোহন বৈদ্যবাচস্পতি বলিয়া মনে করেন। আতঙ্কদর্পণ মুদ্রিত হইয়াছে।

বৈষ্ণব বৈদ্য—'নারায়ণদাস সিদ্ধ' নাম দ্রষ্টব্য।

বোপদেব পণ্ডিত বা বোপদেব গোস্বামী—কেশব ভিষকের পুত্র, ব্রাহ্মণ, দৌলতাবাদে যাদবরাজের মন্ত্রী হেমাদ্রির আশ্রিত এবং ১৩-১৪ খৃষ্ট শতাব্দীয়। বৈদ্যশাস্ত্রে ইনি নয়খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে এখন ছয়খানি পাওয়া যায়—কেশবীয় সিদ্ধমন্ত্র-নিঘণ্টুর 'সিদ্ধমন্ত্রপ্রকাশটীকা', 'শার্ঙ্গধরসংহিতাটীকা', শতশ্লোকী, স্বকৃতশতশ্লোকীর 'চন্দ্রকলা' টীকা, হেমাদ্রীয় শতশ্লোকীর উপর 'শতশ্লোকীচন্দ্রিকা' টীকা, এবং হৃদয়দীপনিঘণ্টু। ধর্ম্মশাস্ত্রে বোপদেব গোস্বামীর মুক্তাফল, মহিম্নঃস্তবটীকা, ভাগবতানুক্রম এবং হরিলীলাদি প্রসিদ্ধ। শব্দশাস্ত্রে ইঁহার গ্রন্থ—মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, কবিকল্পদ্রুম, কবিকল্পদ্রুমের ব্যাখ্যাস্থানীয় কাব্যকামধেনু, ধাতুকোষ ইত্যাদি।

হায়দ্রাবাদের অন্তর্গত দৌলতাবাদে যাদবরাজের মন্ত্রী ও শ্রীকরণাধিপ হেমাদ্রি বোপদেবের ও তৎপিতা কেশবের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হরিলীলায় লিখিত আছে—'শ্রীমদ্ভাগবতস্কন্ধাধ্যায়ার্থাদি নিরূপ্যতে। বিদুষা বোপদেবেন মন্ত্রিহেমাদ্রিতুষ্টয়ে॥' হেমাদ্রির অনুরোধে বোপদেবের মুক্তাফল প্রণীত হয় এবং মুক্তাফলের উপর হেমাদ্রি স্বয়ং 'কৈবল্যদীপিকা' নাম্নী টীকা প্রণয়ন করেন। মুক্তাফলও ভাগবতের উপর লিখিত। ইহার উপসংহারে লিখিত আছে—'বিদ্বদ্ধনেশ-শিষ্যেণ ভিষক্‌কেশবসূনুনা। হেমাদ্রি

বোঁপদেবেন মুক্তাফলমচীকরৎ॥' বেদান্তকল্পতরুকার অমলানন্দ যতির পিতৃদত্ত নাম—ধনেশ্বর। সংক্ষেপে ইঁহাকে ধনেশ বলা হয়। কেশবের 'ভিষক্'-উপাধি দেখিয়া অনেকে ইঁহাদিগকে বৈদ্য বলিয়াছেন। বস্তুতঃ কিন্তু ইঁহারা ব্রাহ্মণ। মুগ্ধবোধের শেষে লিখিত আছে—'বিদ্বদ্‌ধনেশ্বরচ্ছাত্রো ভিষক্‌কেশবনন্দনঃ। বোপদেব শ্চকারেদং বিপ্রো বেদপদাস্পদম্॥' বিপ্রশব্দ থাকায় ইঁহাদের ব্রাহ্মণত্বে কোনও সন্দেহ নাই।

শব্দকৌস্তুভের ৩২৩ পৃষ্ঠায় ভট্টোজি লিখিয়াছেন—'অতএব বামনোদাহৃতমৌজঢদিত্যেতদ্ ভাষ্যবিরুদ্ধমিতি বোপদেবোপষ্টম্ভেন প্রপঞ্চিতং প্রাক্। বস্তুতস্তু বামনোক্তং সম্যগেব। যতঃ—

বোপদেবমহাগ্রাহগ্রস্তো বামনদিগ্‌গজঃ।
কীর্ত্তেরেব প্রসঙ্গেন মাধবেন বিমোচিতঃ॥'

অর্থাৎ পূর্ব্বে যেমন মাধবাপরপর্য্যায় ভগবান্ নারায়ণ বামন-নামক দিগ্‌গজের মর্য্যাদানুরোধে তাঁহাকে কূর্ম্মকবল হইতে মুক্ত করেন, সেইরূপ বোপদেবরূপ প্রবল হাঙ্গর কর্ত্তৃক দিগ্‌গজপ্রতিম কাশিকাবৃত্তিকার বামনাচার্য্য আক্রান্ত হইলে কীর্ত্তিমানের কীর্ত্তিরক্ষাভিপ্রায়ে সায়ণাচার্য্যের ভ্রাতা মাধবাচার্য্য অর্থাৎ বিদ্যারণ্য মুনি তাঁহাকে বোপদেবের করাল গ্রাস হইতে মুক্ত করেন।

কৄৎ সংশব্দনে লটে 'কীর্ত্তয়তি', লুঙে 'অচিকীর্ত্তৎ' এবং উতিযূতি (৩।৩।৯৭) সূত্রবশতঃ ক্তিন্‌প্রত্যয়ে 'কীর্ত্তি' হইয়া থাকে। মাধবীয় ধাতুবৃত্তিতে 'কৄৎ' ধাতুর ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বামন সমর্থিত হওয়ায় বলা হইয়াছে—'কীর্ত্তেরেব প্রসঙ্গেন'। ইহাই অবশ্য উক্তাংশের মুখ্যার্থ, তবে গৌণার্থেও প্রযোজ্য হইতে পারে বলিয়া আমরা ঐরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছি।

এখন বামন-বোপদেবীয় বাদানুবাদের বৃত্তান্ত উল্লেখনীয়। পাণিনির 'পূর্ব্বাত্রাসিদ্ধম্' (৮।২।১) সূত্রের কাশিকাবৃত্তিতে বামন

বলিয়াছেন—"শুষ্কিকা শুষ্কজঙ্ঘা চ ক্ষামিমানৌজঢস্তথা। মতো র্বহে র্ঘলাং জশ্ত্বং গুড়লিণ মাম্নিদর্শনম্॥'...ঔজঢদিতি বহে র্নিষ্ঠায়ামূঢ় স্তমাখ্যদিতি ণিচ্চ তদন্তাল্লুঙ্।.... ·ঔজিঢদিত্যেতৎ তু ক্তিন্নন্তস্য ঊঢ়িশব্দস্য ভবতি।'

শুষ্কিকাদিকারিকাটী পূর্ব্বত্রাসিদ্ধ-সূত্রের একটী বার্ত্তিক। ব্যাঘ্রপাৎ কর্ত্তৃক স্মৃত হওয়ায় বৈয়াঘ্রপদ্য বার্ত্তিক ইহার নামান্তর। ইহাতে মুনি পূর্ব্বত্রাসিদ্ধীয় প্রয়োগের কতকগুলি উদাহরণ দেখাইয়াছেন—শুষ্কিকা, শুষ্কজঙ্ঘা, ক্ষামিমান্, ঔজঢৎ ইত্যাদি। তন্মধ্যে 'ঔজঢৎ' পদের প্রক্রিয়া দেখাইবার জন্য বামন এইরূপ বলিয়াছেন—বহ+ক্ত=ঊঢ়ঃ, ঊঢ়ং করোতি আচষ্টে বা ঊঢ়য়তি (ণিচ্); এইবার 'ঊঢ়'নামধাতুর উত্তর লুঙ দ করিলে 'ঔজঢৎ' সাধিত হইয়া থাকে। আর বহ্+ক্তি=ঊঢ়িঃ, ঊঢ়িং করোতি আচষ্টে বা ঊঢ়য়তি (ণিচ্)। 'ঊঢ়ি' এই নামধাতুর উত্তর লুঙ্ দ করিলে 'ঔজিঢৎ' পদ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

বোপদেব ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া বলেন, ব্যাঘ্রপাদ্ মুনির 'ঔজঢৎ' প্রয়োগে শ্রোত্রিয়শ্রদ্ধাবশতঃ বামনের বিচারবুদ্ধিতে জড়তা আসিয়াছে। এইরূপ দৃষ্টি লইয়া তিনি কাব্যকামধেনুতে উক্ত মুনির প্রতি অনাস্থা দেখাইয়া বৃদ্ধ বামনাচার্য্যকে কর্কশ ভাষায় বলেন—'যত্তু বামনেন কাশিকায়াং পূর্ব্বত্রাসিদ্ধমিতি সূত্রে 'ঔজঢৎ' ইত্যুদাহৃত্য ক্তিন্নন্তস্য ত্বৌজিঢদিত্যুক্তম্......তদ্ বৈয়াঘ্রপদ্যবার্ত্তিকশ্রোত্রিয়শ্রদ্ধাজাড্যমূলম্......' ইত্যাদি (Cal. Oriental Journal Vol 1. number 7)। 'লেঃ কৃতাখ্যানে ঞিঙঃ' (৮৫৫) সূত্রের বৃত্তিতে তিনি লিখিয়াছেন—'ঊঢয়তি ঔডিঢৎ। ঔজিঢদিত্যেকে।' বোপদেব 'ঔজঢৎ' স্থলে 'ঔডঢৎ' পদও স্বীকার করেন না। কিন্তু তাঁহার ও বামনাচার্য্যের বহুপূর্ব্বে ৫-৬ খৃষ্টশতাব্দীয় প্রাকৃতপ্রকাশকার বররুচি কলাপের চৈত্রকূটী-

বৃত্তিতে ব্যাঘ্রপাদ্‌মুনির 'ঔজঢৎ'পদ প্রথমে সমর্থন করেন (আখ্যাত ৯২)। পরে ৭ খৃষ্টশতাব্দীয় বামনাচার্য্য কাশিকাস্থিত পূর্ব্বত্রাসিদ্ধীয় প্রকরণে 'ঔজঢৎ' পদের সংস্কারান্তে 'ঔজিঢৎ'পদেরও সংস্কার দেখাইয়াছে। ৮ খৃষ্টশতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে নৈয়াসিক জিনেন্দ্র বুদ্ধি কর্ত্তৃক তিনি সমর্থিত হন। তারপর ৮ খৃষ্টশতাব্দীর উত্তরার্দ্ধে কলাপবৃত্তিকার দুর্গ সিংহ বলেন—'কথম্‌ ঊঢ়মাখ্যাতবান্‌ ঔজঢৎ? অসিদ্ধং বহিরঙ্গমন্তরঙ্গ ইত্যেকে' (আ° ৯২)। ইহার প্রপঞ্চে ৯ খৃষ্টশতাব্দীয় কলাপটীকাকার দুর্গগুপ্তসিংহ লিখিয়াছেন— 'পূর্ব্বত্রাসিদ্ধীয়মদ্বির্বচন ইতি দ্বির্বচনে তু পূর্ব্বস্মিন্‌ কার্য্যে কর্ত্তব্যে পরকার্য্যমসিদ্ধবদ্‌ ন ভবতীতি তন্ত্রান্তরে; তস্মাদ্‌ ঔডঢদিতি ভবিতব্যম্‌: কথম্‌ ঔডিঢদিতি? ক্যন্তস্যেদং রূপম্‌।' ইহা দেখিয়াও ১১ খৃষ্টশতাব্দীয় ভোজদেবের সরস্বতীকণ্ঠাভরণে তাৎপর্য্যতঃ এবং সংক্ষিপ্তসারের ১২ খৃষ্টশতাব্দীয় জৌমরবৃত্তিতে অক্ষরতঃ ব্যাঘ্রপাদের 'ঔজঢৎ' পদই অভ্যুপগত হইয়াছে (তিঙ্‌ ২৯৯)।

তদনন্তর ১৩ খৃষ্টশতাব্দীতে বোপদেব সকলকে ত্যাগ করিয়া কেবল বামনকে আক্রমণ করেন এবং তাহাতে দুর্গাদাসাদি টীকাকারগণ বলেন—'(ঔজঢদ্‌ ঔজিঢদিতি) গ্রন্থকৃতা ভাষ্যবিরোধান্নোক্তম্‌' (৮৫৫)।

১৪ খৃষ্টশতাব্দীতে সংশব্দনার্থক 'কৄৎ' সূত্রের প্রসঙ্গে মাধবীয় ধাতু প্রণেতা কাশিকাস্থিত 'ঔজঢদ্‌ ঔজিঢৎ' পদদ্বয় সমর্থন করিবার অভিপ্রায়ে লিখিয়াছেন—'এবমৌজঢদিত্যত্রাপ্যূঢ়শব্দান্নিচি টিলোপে তস্য স্থানিবত্ত্বে ঢত্বাদীনামসিদ্ধত্বে হ্‌তশব্দস্য দ্বিরুক্তিঃ, প্রক্রিয়াবাক্যে উত্তরখণ্ডস্যাজবর্ণ ইতি ন ক্বচিদ্দোষঃ। এবং চৌজিঢদপীপ্যদিত্যাদি-সিদ্ধ্যর্থমস্যাঃ পরিভাষায়াঃ সামান্যত্বমাশ্রিত্যাত্র 'লোপঃ পিবতেঃ' (৭।৪।৪) ইত্যত্র বৃত্তিকারবচনং "স্তৌতিণ্যোরেব" ইত্যত্র ন্যাসকারবচনং চ সংবাদয়ন্নচিকীর্ত্তদিতি সিদ্ধ্যর্থ-মনিত্যত্বং চাস্যা

বদন্ সীরদেবোঽপি প্রযুক্তঃ' (১৯৩৪ খৃষ্টাব্দীয় কাশী সংস্কৃতসিরীজ মাধবীয় ধাতুবৃত্তি ৩৮৬ পৃষ্ঠা)। ইহা দেখিয়াই শব্দকৌস্তুভে ভট্টোজি বলিয়াছেন—'বোপদেবমহাগ্রাহগ্রস্তো বামনদিগ্‌গজঃ' (১৮৯৮ খৃষ্টাব্দীয় চৌখাম্বা সংস্কৃতসিরীজ—শব্দকৌস্তুভ ৩২৩ পৃঃ)। বস্তুতঃ কিন্তু মাত্র বোপদেব কর্ত্তৃক কেবল বামনাচার্য্যই আক্রান্ত হন নাই, কারণ প্রথমতঃ কালাপক দুর্গাদি কর্ত্তৃক এবং তারপর বোপদেব কর্ত্তৃক ব্যাঘ্রপাদ্ মুনি, বররুচি, বামন, নৈয়াসিক জিনেন্দ্রবুদ্ধি, ভোজদেব, সাংক্ষিপ্তসারক জুমরনন্দী এবং পদমঞ্জরীকার হরদত্তাদি সকলেই আক্রান্ত হইয়াছিলেন।

পাণিনির 'সন্‌যঙোঃ' (৬।১।৯) সূত্রের উপর কাত্যায়নের বার্ত্তিক আছে—'পূর্ব্বত্রাসিদ্ধীয়মদ্বির্বচনে' এবং ভাষ্যে উহা সমর্থিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই বার্ত্তিকানুসারে ঔডিঢদাদি পদ সিদ্ধ হয় সত্য, কিন্তু বার্ত্তিকটী অনিত্য (not of universal application)। উহার নিত্যতা স্বীকার করিলে 'উভৌ সাভ্যাসস্য' (৮।৪।২১) সূত্রের ভাষ্যে পতঞ্জলি 'প্রাণিণিষতি' পদ পাইতেন না। 'ন ন্দ্রাঃ সংযোগাদয়ঃ' (৬।১।৩) সূত্রের সিদ্ধান্তকৌমুদীতে ভট্টোজি লিখিয়াছেন—'পূর্ব্বত্রাসিদ্ধীয়মদ্বির্বচনে' ইতি ত্বনিত্যম্। 'উভৌ সাভ্যাসস্য' (৮।৪।২১ ইতি লিঙ্গাৎ।' ইহার তত্ত্ববোধিনীতে লিখিত আছে—"অনিত্যমিতি। অতএব হ্‌তি শব্দস্য দ্বিত্বম্ ঔজিঢদিত্যপি নামধাতুষু বক্ষ্যতি। 'উভৌ সাভ্যাসস্যে'তি। অনিতেরিত্যনেন ণত্বং কৃত্বা দ্বির্বচনে কৃতে প্রাণিণৎ প্রাণিণিষতীতি সিদ্ধমিতি সূত্রমিদং জ্ঞাপকমিত্যর্থঃ।" বালমনোরমায় বাসুদেব দীক্ষিতও বলিয়াছেন—"অনিতেঃ ইতি ণত্বে কৃতে 'পূর্ব্বত্রাসিদ্ধীয়মদ্বির্বচনে' ইতি ণত্বস্যাসিদ্ধত্বাভাবমাশ্রিত্য ণি ইত্যস্য দ্বিত্বাদেব খণ্ডদ্বয়ে ণকারশ্রবণসিদ্ধেঃ 'উভৌ সাভ্যাসস্য' (৮।৪।২১২) ইতি বচনং 'পূর্ব্বত্রাসিদ্ধীয়মদ্বির্বচনে' ইত্যস্যানিত্যতাং গময়তি"। অতএব পাছে 'উভৌ

সাভ্যাসস্য' (৮।৪।২১) সূত্রের ব্যর্থতা আসিয়া পড়ে, সেই জন্য প্রথমে ব্যাঘ্রপাদ্মুনি এবং তারপর বররুচি-বামনাদি পণ্ডিতগণ 'পূর্ব্বত্রাসিদ্ধীয়মদ্বির্বচনে' (৬।১।৯) বার্ত্তিকের অনিত্যতা ধরিয়া ঔজঢদাদি পদ সাধিয়াছেন। মুগ্ধবোধের টীকাকারগণ বলেন—'(ঔজঢদ্ ঔজিঢদিতি) গ্রন্থকৃতা ভাষ্যবিরোধান্নোক্তম্' (৮৫৫)। কিন্তু ভাষ্যবিরুদ্ধ বলা ঠিক নহে। কারণ 'উভৌ সাভ্যাসস্য' (৮।৪।২১) সূত্র হইতে 'প্রাণিণিষতি' পদ সাধিবার কালে পতঞ্জলি যখন স্বয়ং 'পূর্ব্বত্রাসিদ্ধীয়মদ্বির্বচনে' (৬।১।৯) বার্ত্তিকটীর প্রয়োগ স্থগিত রাখিয়াছেন তখন উহার অনিত্যতা ভাষ্যেই অভ্যুপগত হইয়াছে। এ সকল বিষয়ের বিস্তৃতবিবরণ শব্দকৌস্তুভস্থ প্রথমাধ্যায়ের প্রথমপাদস্থিত অষ্টমাহ্নিকের ৩২২-৩২৫ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হইবে (কাশী চৌখাম্বা—১৮৯৮ খৃষ্টাব্দীয় সংস্করণ)। 'পূর্ব্বত্রাসিদ্ধীয়-মদ্বির্বচনে' (৬।১।৯) বার্ত্তিকের অনিত্যতাহেতু প্রয়োগরত্নমালার আখ্যাতবিন্যাসে কৌমারাদির যুক্তি ও উক্তি উপেক্ষা করিয়া পুরুষোত্তম সূত্র করিয়াছেন—'উঢ়ো ঢকারস্যাভ্যাসে জঃ স্যাৎ—ঔজঢৎ, ঔজিঢৎ' (৩৯৩)।

১৪ খৃষ্ট শতাব্দীতে মায়ণের ঔরসে এবং শ্রীমতী সুকীর্ত্তির গর্ভে তিনটী পুত্র জন্মলাভ করেন—মাধব, সায়ণ এবং ভোগনাথ। কিন্তু বংশব্রাহ্মণের ভূমিকায় বর্ণেল্সাহেব সায়ণ-মাধবকে এক ব্যক্তি বলিয়াছেন। ইহা ভ্রান্তিমূলক। পরাশর মাধবীয়গ্রন্থে মাধবাচার্য্য স্বয়ং বলিয়াছেন—'শ্রীমতী জননী যস্য সুকীর্ত্তি র্মায়ণঃ পিতা। সায়ণো ভোগনাথশ্চ মনোবুদ্ধী সহোদরৌ॥ যস্য বৌধায়নং সূত্রং শাখা যস্য চ যাজুষী। ভারদ্বাজং কুলং যস্য সর্ব্বজ্ঞঃ স হি মাধবঃ॥' ঋগ্বেদের ভাষ্যোপোদ্ঘাতে সায়ণও লিখিয়াছেন—'যৎকটাক্ষেণ তদ্রূপং দধদ্ বুক্কমহীপতিঃ। আদিশন্ মাধবাচার্য্যং বেদার্থস্য প্রকাশনে॥ যে পূর্ব্বোত্তরমীমাংসে তে ব্যাখ্যায়াতিসংগ্রহাৎ।

কৃপালু র্মাধবাচার্য্যো বেদার্থং বক্তু মুদ্যতঃ॥ স প্রাহ নৃপতিং রাজন্ সায়ণার্য্যো মমানুজঃ। সর্ব্বং বেত্ত্যেষ বেদানাং ব্যাখ্যাতৃত্বে নিযুজ্যতাম্॥ ইত্যুক্তো মাধবার্য্যেণ বীরবুক্কমহীপতিঃ। অন্বগাৎ সায়ণাচার্য্যং বেদার্থস্থ প্রকাশনে॥' ভোগনাথ দ্বিতীয় সঙ্গমের নর্ম্মসচিব ছিলেন। সায়ণাচার্য্য মহারাজ বুক্কের শাস্ত্ররক্ষাধিকারবিভাগে বেদভাষ্য, আরণ্যকভাষ্য এবং শতপথব্রাহ্মণাদিভাষ্য রচনায় নিযুক্ত ছিলেন। মাধবাচার্য্য প্রথমতঃ হুক্কের এবং তারপর বুক্কের মন্ত্রিত্ব করিতেন। ইঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। ইতিহাসে শঙ্করবিজয়, স্মৃতিশাস্ত্রে কালমাধবীয় ও পরাশর মাধবীয় নামক নিবন্ধদ্বয়, পুরাণে সূতসংহিতাটীকা, বেদে তৈত্তিরীয়াদি-উপনিষদ্দীপিকা, পূর্ব্বমীমাংসায় জৈমিনীয় ন্যায়মালা, উত্তর মীমাংসায় বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ ও পঞ্চদশী এবং অধ্যাত্মশাস্ত্রে জীবন্মুক্তিবিবেক ও অনুভূতিপ্রকাশাদি গ্রন্থ ইঁহাকে অমরত্ব প্রদান করিয়াছে। ১৩৬৫ খৃষ্টাব্দে শঙ্করানন্দের নিকট দীক্ষিত হইয়া ইনি সন্ন্যাসাশ্রমে বিদ্যারণ্যমুনি হন। প্রথম মহম্মদ্ শাহ্ কর্ত্তৃক দাক্ষিণাত্য আক্রান্ত হইলে ইনি সন্ন্যাসধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ৭০ বৎসর বয়সে স্বয়ং সৈন্যাদিচালনা দ্বারা মুসলমানগণকে বিদূরিত করেন। পরে রাজ্যের সুব্যবস্থা করিয়া পুনরায় যজ্ঞোপবীত গ্রহণান্তর উহার বর্জ্জন পূর্ব্বক ১৩৭৭ খৃষ্টাব্দে শৃঙ্গেরিমঠের মঠাধীশ হইয়া মাধবাচার্য্য জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্যরূপে পরিচিত হন। তদনন্তর বুক্করাজের মৃত্যু হইলে তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র দ্বিতীয় হরিহরের প্রতিনিধিরূপে সায়ণাচার্য্য ১৩৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই সময়ে তিনি তিরুভেলম্ যুদ্ধে স্বয়ং সেনানী হইয়া চোলগণকে দমনপূর্ব্বক দ্বিতীয় মহম্মদ্ শাহ্র দৃঢ়গ্রহ হইতে রাজ্য রক্ষা করেন এবং গরুড়নগর আক্রমণ পূর্ব্বক উহার শাসনাধিকার স্বহস্তে আনয়ন করেন। সুতরাং কেবল বিদ্বত্তম নহেন, সায়ণাচার্য্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় একজন

রণকুশল এবং রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ ছিলেন। ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় হরিহর সাবালক হইলে সায়ণাচার্য্যের মৃত্যু হয়। ইহার একবৎসর পূর্ব্বে মাধবাচার্য্য তিরোহিত হন।

সায়ণাচার্য্য পাণিনীয় ধাতুপাঠের একখানি বৃত্তি প্রণয়নপূর্ব্বক তাহাতে জ্যেষ্ঠভ্রাতার নাম সংযোজিত করেন। কাশী চৌখাম্বা হইতে মুদ্রিত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিত আছে—'সায়ণাচার্য্যকৃতেয়ং ধাতুবৃত্তিরস্তি ন মাধবাচার্য্যকৃতেতি গ্রন্থোপক্রমাৎ স্ফুটীভবতি। মাধবাচার্য্যানুজ্ঞয়েয়ং বিরচিতেতি প্রেমপ্রাচুর্য্যাজ্‌ জ্যেষ্ঠভ্রাতু র্নাম্নাস্যা মাধবীয়েতি নামধেয়মিতি কল্প্যতেঽস্মাভিঃ' (৯ পৃষ্ঠা)। প্রকাশকের অনুমান অমূলক নহে। কারণ গ্রন্থারম্ভে লিখিত আছে—'তেন মায়ণপুত্রেণ সায়ণেন মনীষিণা। আখ্যয়া মাধবীয়েয়ং ধাতুবৃত্তি র্বিরচ্যতে॥' সুতরাং গ্রন্থের নাম 'মাধবীয় ধাতুবৃত্তি' হইলেও সায়ণ উহার প্রণেতা এবং তিনিই 'কৃৎ' প্রসঙ্গে বামনকে সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু প্রাগুদ্ধৃত শ্লোকে লিখিত আছে—'মাধবেন বিমোচিতঃ'। ঐতিহাসিকাংশে ইহা অবশ্য অলীকবচন। তবে হয়ত শ্লেষানুরোধে অর্থাৎ কারিকাটীকে দ্ব্যর্থকরী করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ 'নামৈকদেশগ্রহণে নানমাত্রগ্রহণম্' এই ন্যায়াবলম্বনপূর্ব্বক এবং তারপর লক্ষণাশ্রয়পূর্ব্বক শ্লোককার বলিয়াছেন—মাধবেন অর্থাৎ মাধবীয়ধাতুবৃত্তিকারেণ। যাহাই হউক, দৃষ্টান্তাংশে অবশ্য শ্লোকটী সুন্দর হইয়াছে।

বোপদেবের প্রায় সমকালিক বিট্‌ঠল স্বামী প্রক্রিয়া কৌমুদীর 'প্রসাদ' নামক টীকা করেন। ইহার বহুস্থলে বোপদেবকে তিনি বোপদেব পণ্ডিত বলিয়াছেন। শ্রীশ্রী৺চৈতন্যদেবের পর ইনি বোপদেব গোস্বামী বলিয়া খ্যাত হন।

ব্রজভূষণ বৈদ্য—১৮খৃষ্টশতাব্দীতে 'গুণরত্নাকর'নামে একখানি বৈদ্যক গ্রন্থ করেন।

ব্রজরাজ শুক্ল—সম্ভবতঃ ১৮-১৯ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইনি 'রসসুধানিধি' নামক একখানি রসগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ব্যাড়িমুনি—সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে সায়ণাচার্য্যের পুত্র মাধবাচার্য্য ব্যাড়িকে 'ব্যালি' বলিয়াছেন। ঋক্‌প্রাতিশাখ্যে একটী নিয়ম আছে যে, দুইটী স্বরের মধ্যবর্ত্তী 'ড়' স্থানে মূর্দ্ধন্য ল হইতে পারে, যেমন—অগ্নিমীড়ে, অগ্নিমীলে। সেইজন্য ঋগ্বেদীদের মধ্যে কেহ কেহ ব্যাড়িকে ব্যালি বলিতেন। অভিধানমূলকতাহেতু এ নিয়মও সাবধিক ছিল, কারণ তাড়কারাক্ষসীকে তাঁহারা কখনও তালকা রাক্ষসী বলেন নাই।

মাধবাচার্য্য ঋগ্বেদী নহেন, তিনি যজুর্ব্বেদী। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত মাধবাচার্য্য অর্থাৎ বিদ্যারণ্য মুনি পরাশরমাধবীয়ে লিখিয়াছেন—'যস্য বৌধায়নং সূত্রং শাখা যস্য চ যাজুষী'। অতএব সর্ব্বদর্শন সংগ্রহকার মাধবাচার্য্যের ব্যাড়িকে ব্যালি বলা কতদূর সঙ্গত তাহা চিন্তনীয়। ঋক্‌প্রাতিশাখ্যপ্রণেতা শৌনকমুনিই ব্যাড়িনাম প্রয়োগ করিয়াছেন, যেমন—'মাত্রান্যস্ততরৈকেষামুভে ব্যাড়িঃ সমস্বরে' ইত্যাদি। বার্ত্তিককার কাত্যায়ন বলিয়াছেন—'দ্রব্যাভিধানং ব্যাড়িঃ' এবং পতঞ্জলি লিখিয়াছেন—'দ্রব্যাভিধানং ব্যাড়িরাচার্য্যো ন্যায্যং মন্যতে' (১।২।৬৪ বার্ত্তিক ও ভাষ্য)। ৭ খৃষ্টশতাব্দীয় কাশিকায় লিখিত আছে—'ব্যাড়িরিঞন্তত্বাদাদ্যুদাত্তঃ,' 'ব্যাড্যুপজ্ঞং দুষ্করণম্' (৬।২।১৪)। দুষ্‌ শব্দ পাণিনীয় বৃৎসঙ্কেতবৎ। ১২ খৃষ্টশতাব্দীতে গণরত্নমহোদধিকার বর্দ্ধমান উপাধ্যায় বলিয়াছেন—'বিবিধমড়তীতি ব্যড় স্তস্যাপত্যং ব্যাড়িঃ' এবং পদমঞ্জরীতে হরদত্ত বলিয়াছেন—'অড়ো বৃশ্চিকলাঙ্গুলং তেন চ তৈক্ষ্ণ্যং লক্ষ্যতে। বিগতোঽড়ো ব্যড় স্তস্যাপত্যং ব্যাড়িঃ'। (২।৬।২১)। ঐ শতাব্দীতে ভাষাবৃত্তিকার পুরুষোত্তম লিখিয়াছেন—'যণা ব্যবধানং ব্যাড়িগালবয়োঃ' (৬।১।৭৭)। ১৪ খৃষ্টশতাব্দীতে

স্থপদ্মে স্থত্রিত হইয়াছে—'যণা ব্যবধানং ব্যাড়িগালবয়োঃ' (সন্ধি ৪০)। এ সকল স্থলে পাণিনির পূর্ব্বাচার্য্য ব্যড়পুত্র প্রথমব্যাড়ি উদ্দিষ্ট হইয়াছেন। পাণিনীয় প্রাতিপদিকপাঠস্থিত স্বাগতাদিগণে ব্যড়মুনির নাম পাওয়া যায় এবং ঐ প্রাতিপদিকপাঠের শব্দসংগ্রহ সম্ভবতঃ পাণিনির পূর্ব্বকাল হইতেই আরব্ধ হইয়া থাকিবে।

৪ খৃষ্টশতাব্দীতে মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত তদীয় কৃষ্ণচরিতের মুনিকবিবর্ণনায় বলিয়াছেন—'রসাচার্য্যঃ কবি র্ব্যাড়িঃ'। ৬ খৃষ্ট-শতাব্দীতে মহাভাষ্যদীপিকায় ভর্ত্তৃহরি লিখিয়াছেন—'তত্রৈকতন্ত্রত্বাদ্ ব্যাড়ে শ্চ প্রামাণ্যাৎ' ইত্যাদি। ৬-৭ খৃষ্ট-শতাব্দীয় মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের লিঙ্গানুশাসনে লিখিত আছে—'ব্যাড়েঃ শঙ্করচন্দ্রয়োঃ' ইত্যাদি। ৮-৯ খৃষ্টশতাব্দীয় বামনের লিঙ্গানুশাসনে লেখা আছে—'ব্যাড়িপ্রণীতমথ বাররুচম্······'। এতদ্ব্যতীত ১২ খৃষ্টশতাব্দীয় হৈমকোষে, মহেশ্বরের বিশ্বপ্রকাশে, সর্ব্বানন্দের টীকাসর্ব্বস্বে, পুণ্যরাজের বাক্যপদীয় টীকায়, জটাধরকোষে এবং নাগেশের গ্রন্থে ব্যাড়ি নাম দৃষ্ট হয়। ইনি দাক্ষির পুত্র এবং পাণিনির ভাগিনেয় দাক্ষায়ণ ব্যাড়ি। ইনি দ্বিতীয় ব্যাড়ি। এই দুইজন ব্যাড়ির পার্থক্য রাখিবার জন্য মহাভাষ্যে পতঞ্জলি ব্যড়পুত্রকে ব্যাড়ি (১।২।৬৪) এবং দাক্ষিপুত্রকে দাক্ষায়ণ (২।৩।৬৬) বলিয়াছেন।

ঋগ্বেদীয়দের ব্যাড়ি ও ব্যালি এবং অন্য বেদীদের ব্যাড়ি নাম দেখিয়া কেহ কেহ বলেন—'অড়ে বিভাষা ব্যাড়ি র্ব্যালি র্বা'। আবার কেহ কেহ বলেন—'ন কেবলং ব্যাড়ি র্ব্যালি র্বা, সংজ্ঞান্তরবিষয়েঽপি ডশ্রুতে র্লশ্রুতি রবিচ্ছিন্নাচার্য্যপারম্পর্য্যোপ-দেশাল্লভ্যতে—ভেড়ো ভেল ইতি'। এখন কিন্তু পাণিনিমতে ইহা সমর্থিত নহে। সম্প্রদায়বিৎ কৈয়টাদি বলেন—'মুনিত্রয়মতে-নেদানীং শব্দানাং সাধ্বসাধুপ্রবিভাগঃ (৫।১।২১)। তস্মৈবেদা-

নীস্তনশিষ্টৈ র্বেদাঙ্গতয়া পরিগৃহীতত্বাৎ। দৃশ্যতে হি নিয়তকালা শ্চ স্মৃতয়ো যথা কলৌ পারাশরী স্মৃতিরিতি'। অতএব ব্যালি না বলিয়া ব্যাড়ি বলাই ভাল।

ব্যড়পুত্র প্রথমব্যাড়ি ব্যাড়ীয় ব্যাকরণ, বিকৃতিবল্লী এবং নাতিবিস্তৃত একখানি সংগ্রহ নামক নিবন্ধ প্রণয়ন করেন। ইনি পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী, কারণ 'শৌনকাদিভ্য শ্ছন্দসি' (৪।৩।১০৬) সূত্রে পাণিনি শৌনকের নাম করিয়াছেন এবং ঋক্ প্রাতিশাখ্যে শৌনক বহুবার ব্যাড়ির নাম করিয়াছেন। বোধ হয়, ইঁহারই সংগ্রহগ্রন্থ লক্ষ্য করিয়া রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে স্মৃত হইয়াছে— 'সসূত্রবৃত্ত্যর্থং পদং মহার্থং সসংগ্রহং সিধ্যতি বৈ কপীন্দ্রঃ' (৪১।৫৫)। জাতিপদার্থবাদী বাজপ্যায়নের সময় ব্যক্তিপদার্থবাদী ব্যড়পুত্র প্রথম ব্যাড়ির আবির্ভাব হয়। ইঁহাদের মতভেদহেতু পাণিনি উভয়পদার্থবাদী হন। সেই জন্য উক্তি আছে—'ক্বচিদ্ ব্যক্তিঃ ক্বচিজ্ জাতিঃ পাণিনে স্তুভয়ং মতম্' (ব্যাকরণ-দর্শনের ইতিহাসস্থ ৫২৭-৫২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এই সকল কারণে প্রথম ব্যাড়িকে পাণিনির পৌর্ব্বভবিক বলিতে হয়।

গালবাদিপ্রণীত ব্যাকরণের ন্যায় ব্যাড়ীয় ব্যাকরণেও একটী সাধারণ সূত্র ছিল—'ইকাং যন্‌ভি র্ব্যবধানম্'। তদনুসারে পাণিনির পূর্ব্বাচার্য্যগণ বলিতেন—নদ্যত্র নদীযত্র, ত্র্যম্বকঃ ত্রিয়ম্বকঃ, ভ্বাদিঃ ভুবাদিঃ ইত্যাদি। যদিও কাত্যায়নের বার্ত্তিক আছে—'ইয়ঙুবঙ্-প্রকরণে তন্বাদীনাং ছন্দসি বহুলম্' (৬।৪।৭৭), তথাপি ইহা ব্যাড়ীয় নিয়মের অনুরূপ নহে। অষ্টাধ্যায়ীতে উক্ত ব্যাড়ীয় নিয়মটী উপেক্ষিত হইলেও পূর্ব্বাচার্য্যদের 'ভূবাদয়ো ধাতবঃ' সূত্রটী গৃহীত হইয়াছে (১।৩।১)। সুতরাং পাণিনিমতে উহার সমর্থনে ব্যাখ্যাতৃগণ মহাসমস্যা দেখিয়া নানা কৌশল উদ্ভাবন পূর্ব্বক কোনও প্রকারে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য বলিলেন—'ভূবাদীনাং বকারোঽয়ং মঙ্গলার্থঃ

প্রযুজ্যতে। ভুবো বার্থং বদন্তীতি ভূর্থা বা বাদয়ঃ স্মৃতাঃ॥ অমৃতাত্মা প্রসিদ্ধোঽসাবাগমে তেন সিঞ্চতি। ধাতূনশেষশব্দানাং বীজভূতান্ মহামুনিঃ॥' যাহাই হউক, কালিদাস কিন্তু কুমারসম্ভবে লিখিয়াছেন —'ত্রিয়ম্বকং সংযমিনং দদর্শ' (৩।৪৪)। ভাষাবৃত্তিতে পুরুষোত্তম বলিয়াছেন—'ইকাং যণ্ভি র্ব্যবধানং ব্যাড়িগালবয়ো রিতি বক্তব্যম্' (৬।১।৭৭)। সুপদ্মেও সূত্রিত হইয়াছে—'ইকাং যণ্ভি র্ব্যবধানম্' (সন্ধি ৪০)। আয়ুর্ব্বেদের উপর এই ব্যাড়ির কি গ্রন্থ ছিল তাহা জানা যায় না।

দ্বিতীয় ব্যাড়ি অর্থাৎ পাণিনির মাতুল-পুত্র দাক্ষায়ণ ব্যাড়ি নানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, যেমন—রসতন্ত্র, পাণিনিনয়ে অতিবিস্তৃত সংগ্রহনামক নিবন্ধন, বলরামচরিতকাব্য, পরিভাষাপাঠ, লিঙ্গানু-শাসন এবং 'উৎপলিনী'কোষ। রসতন্ত্র একখানি আয়ুর্ব্বেদীয় রস-প্রক্রিয়া গ্রন্থ। ইহাতে ধাতুবাদ (metallurgy) এবং রসপ্রক্রিয়া (alchemy that has bearing upon medical science) আচরিত হইয়াছে। ইঁহার 'সংগ্রহ' একখানি পাণিনীয় ব্যাকরণবিষয়ক বিপুলগ্রন্থ। দীপিকায় ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—'চতুর্দ্দশসহস্রাণি বস্তূন্যস্মিন্ সংগ্রহগ্রন্থে…'। নাগেশ লিখিয়াছেন—'সংগ্রহো ব্যাড়িকৃতো লক্ষশ্লোকসংখ্যো গ্রন্থ ইতি প্রসিদ্ধিঃ'। দ্বিতীয় ব্যাড়ি প্রথম ব্যাড়ির সংগ্রহ লইয়া তাহাতে পাণিনি-নয়োপযোগী প্রতি-সংস্কার পূর্ব্বক চৌদ্দ হাজার বিষয় একলক্ষশ্লোকে উপনিবদ্ধ করেন। পূর্ব্বাচার্য্যের সহায়তা ব্যতীত এরূপ বিপুলগ্রন্থ করা একজনের পক্ষে সম্ভবপর নহে। বাক্যপদীয়ের 'প্রায়েণ সংক্ষেপরুচীনল্প-বিদ্যাপরিগ্রহান্…' ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় পুণ্যরাজ লিখিয়াছেন —'ইহ পুরা পাণিনীয়েঽস্মিন্ ব্যাকরণে ব্যাড্যুপরচিতং লক্ষশ্লোক-পরিমাণং সংগ্রহাভিধানং নিবন্ধনমাসীৎ'। 'উপরচিত' শব্দের অর্থ প্রতিসংস্কৃত। গ্রন্থ প্রতিসংস্কৃত বলিয়া ইহাতে লিখিত ছিল—

'ইকো যণ্‌ভি র্ব্যবধানমেকেষাম্'। জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের 'ভূবাদয়ো ধুঃ' সূত্রের ব্যাখ্যায় মহাবৃত্তিকার লিখিয়াছেন—'ইকো যণ্‌ভি র্ব্যবধানমেকেষামিতি সংগ্রহঃ'। বাক্যটী প্রথম ব্যাড়ির হইলে বর্ণ বিন্যাস হইত—'ইকাং যণ্‌ভি র্ব্যবধানম্'। কিন্তু পাণিনি-নয়াবলম্বী দ্বিতীয় ব্যাড়ির উক্তি বলিয়া অপাণিনীয় নিয়মের উল্লেখে অনিচ্ছা-বশতঃ কোনও নামের পরিবর্ত্তে তিনি 'একেষাম্' পদ প্রয়োগ করিয়াছেন।

সংগ্রহের প্রথমে মঙ্গলবাচক 'সিদ্ধ'শব্দ দেখিয়া এবং গ্রন্থের ফলোৎপাদকতায় ঐ শব্দের সামর্থ্য বুঝিয়া কেবল কলাপের প্রথমে শর্ব্ববর্ম্মা নহে, পাণিনীয় বার্ত্তিকপাঠের আরম্ভে কাত্যায়নও 'সিদ্ধ' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। মহাভাষ্যদীপিকায় ভর্ত্তৃহরি লিখিয়াছেন—'সংগ্রহোঽপ্যস্যৈব শাস্ত্রস্যৈকদেশঃ, তত্রৈকতন্ত্রত্বাদ্ ব্যাড়েশ্চ প্রামাণ্যাদিহাপি (বার্ত্তিকপাঠেঽপি) তথৈব সিদ্ধশব্দ উপাত্তঃ।' মহাভাষ্যে পতঞ্জলি বহুবার এই গ্রন্থের নাম করিয়াছেন, যেমন—'সংগ্রহ এতৎ প্রাধান্যেন পরীক্ষিতম্', 'সংগ্রহে তাবৎ কার্য্যপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবাদ্ মন্যামহে……', 'শোভনা খলু দাক্ষায়ণেন সংগ্রহস্য কৃতিঃ' ইত্যাদি। সংগ্রহের লক্ষণ সম্বন্ধে একটী কারিকা শুনা যায়—'বিস্তরেণোপদিষ্টানামর্থানাং সূত্রভাষ্যয়োঃ। নিবন্ধো যঃ সমাসেন সংগ্রহং তং বিদু র্বুধাঃ॥' কিন্তু প্রাচীনেরা বলিতেন—'বহ্বর্থকবাক্যানামেকত্র সংকলনং সংগ্রহঃ'। দ্বিতীয় ব্যাড়ির রসতন্ত্র, সংগ্রহ এবং বলরামচরিতকাব্য লইয়া চতুর্থ খৃষ্টশতাব্দীয় মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত তদীয় কৃষ্ণচরিতের মুনিকবিবর্ণনপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'রসাচার্য্যঃ কবি র্ব্যাড়িঃ শব্দব্রহ্মৈকবাঙ্‌মুনিঃ। দাক্ষীপুত্রবচো-ব্যাখ্যা-পটু র্মীমাংসকাগ্রণিঃ॥ বলচরিতং কৃত্বা যো জিগায় ভারতং ব্যাসং চ। মহাকাব্যবিনির্ম্মাণে তন্মার্গস্য প্রদীপমিব॥' (প্রস্তাবনা—১৬, ১৭ শ্লোক)। সংগ্রহের ন্যায় ব্যাড়ীর মীমাংসাগ্রন্থও এখন পাওয়া

যায় না, মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত বোধ হয় দেখিয়া থাকিবেন। History of Hindu Chemistry গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে Dr. P. C. Roy লিখিয়াছেন—'Vyadi (ব্যাড়ি) is a prominent name both as a grammarian as well as chemist' (p. xcv).

দ্বিতীয় ব্যাড়ির পরিভাষাপাঠাদি সুপ্রসিদ্ধ, এখন কিন্তু উহা তুর্ল্লভ। সীরদেবের পরিভাষাবৃত্তিতে ব্যাড়ীয় পরিভাষা পাওয়া যায়, যেমন—'অর্দ্ধমাত্রালাঘবেন পুত্রোৎসবং মন্যন্তে বৈয়াকরণাঃ' ইত্যাদি। ৬-৭ খৃষ্টশতাব্দীয় মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন তদীয় লিঙ্গানুশাসনে ব্যাড়ীয় লিঙ্গানুশাসনের উল্লেখ করিয়াছেন। তথায় লিখিত আছে—'ব্যাড়েঃ শঙ্করচন্দ্রয়ো র্ব্বররুচে র্বিদ্যানিধেঃ পাণিনেঃ……' ইত্যাদি। বামনের লিঙ্গানুশাসনেও উহার উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন—'ব্যাড়িপ্রণীতমথ বাররুচং সচান্দ্রম্……'ইত্যাদি। ব্যাড়ির 'উৎপলিনী' নামে একখানি প্রামাণিক কোষ ছিল। কাব্যকল্পলতাপরিমলে অমরচন্দ্র লিখিয়াছেন—'প্রামাণ্যং বাসুকে র্ব্যাড়েঃ……' ইত্যাদি। মহেশ্বরের বিশ্বপ্রকাশে লিখিত আছে—'ভোগীন্দ্র-কাত্যায়ন-সাহসাঙ্ক-ব্যাড়িপুরঃসরাণাম্………' ইত্যাদি। অমরকোষের 'টীকাসর্ব্বস্ব' নামক ব্যাখ্যায় ১২ খৃষ্টশতাব্দীয় সর্ব্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকবার ব্যাড়ীয় কোষের বচন ও মতবাদ উঠাইয়াছেন, যেমন—'চাষঃ কিকীদিবিঃ স্মৃত ইতি ব্যাড়িনা দীর্ঘ উক্তঃ' এবং 'আজ্যে চ ঘৃতম্—'অযাচিতে যজ্ঞশষে নির্ব্বাণে চাপি সুন্দরে। অমৃতং বারিণি প্রোক্তমতিহৃদ্যে চ বস্তুনি'॥ ইতি ব্যাড়িঃ'।

তৃতীয় ব্যাড়ি ৭ খৃষ্টশতাব্দীতে উজ্জয়িনীস্থিত বিক্রমাদিত্যের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। ইনিও একজন রসাচার্য্য (alchemist) এবং 'ভৈষজ্যতত্ত্ব'নামক বৈদ্যকগ্রন্থপ্রণেতা (Alberuni's India Vol I. p 185. Sachau)। লোকে কিন্তু ইনি প্রসিদ্ধ নহেন।

ব্যাসদেব—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, পারাশর এবং বাদরায়ণাদিনামেও প্রসিদ্ধ। বেদবিভাগহেতু ইঁহাকে বেদব্যাস বা সংক্ষেপে ব্যাস বলা হয়। ইঁহার কায় কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন' নামাংশে কৃষ্ণশব্দ গুণবাচক, যেমন—কৃষ্ণাত্রেয়; আর যমুনাদ্বীপে ভূমিষ্ঠ হওয়ায় নামের শেষাংশ লইয়া উক্ত হইয়াছে—'ন্যস্তো দ্বীপে স যদ্ বাল স্তস্মাদ্ দ্বৈপায়নঃ স্মৃতঃ'। 'পারাশর' নাম অপত্যপ্রত্যয়ান্তক, যেমন—আত্রেয়। বদরিকায় নিত্যবাসহেতু ইঁহার নাম বাদরায়ণ।

সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাহেতু ব্যাসদেব যাগাদি কর্ম্মের জন্য বেদবিভাগ, ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য বাদরায়ণসূত্র, অষ্টাঙ্গযোগের জন্য যোগভাষ্য, ভক্তির জন্য ভাগবত এবং সকলের জন্য মহাভারতাদি প্রণয়ন করেন।

ভারতরচনার উদ্দেশ্য লইয়া ভাগবতে লিখিত আছে—

'স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
ইতি ভারতমাখ্যনা কৃপয়া মুনিনা কৃতম্॥'

ইঁহার প্রশংসায় শুনা যায়—

'একত শ্চতুরো বেদা ভারতং চৈতদেকতঃ।
পুরা কিল সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সমেত্য তুলয়া ধৃতম্॥
চতুর্ভ্যঃ সরহস্যেভ্যো বেদেভ্যোঽপ্যধিকং যদা।
তদা প্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ মহাভারতমুচ্যতে॥'

ব্যাসদেবের নামে নানা পুরাণ প্রচলিত দেখা যায়। উক্তি আছে —'তত্র পদ্মপুরাণং চ প্রথমং স প্রণীতবান্। ততোঽন্যানি পুরাণানি কৃত্বা ষোড়শ তু ক্রমাৎ॥ অষ্টাদশং ভাগবতং সারমাকৃষ্য সর্ব্বতঃ। কৃতবান্ ভগবান্ ব্যাসঃ শুকং চাধ্যাপয়ৎ সুতম্॥' ইঁহাদের সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ বলেন—'অষ্টাদশ পুরাণানি পুরাণজ্ঞাঃ প্রচক্ষতে। ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবং চ শৈবং ভাগবতং তথা॥ তথান্যন্নারদীয়ং চ মার্কণ্ডেয়ং চ সপ্তমম্। আগ্নেয়মষ্টমং চৈব ভবিষ্যং নবমং স্মৃতম্॥

দশমং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং লৈঙ্গমেকাদশং স্মৃতম্। বারাহং দ্বাদশং চৈব স্কান্দং চৈব ত্রয়োদশম্॥ চতুর্দ্দশং বামনং চ কৌর্ম্মং পঞ্চদশং স্মৃতম্ মাৎস্যং চ গারুড়ং চৈব ব্রহ্মাণ্ডং চ ততঃ পরম্॥' পুরাণপ্রণয়নের পৌর্ব্বাপর্য্য লইয়া অত্যন্ত মতভেদ দৃষ্ট হয়।

আয়ুর্ব্বেদেও ব্যাসদেব একজন প্রমাণ পুরুষ। তিনি চরকোক্ত চৈত্ররথবনের মুনিসভায় উপস্থিত ছিলেন। অষ্টাঙ্গহৃদয়ের 'সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর' টীকায় লিখিত আছে—'তথা ভগবতো ব্যাসস্য—'য শ্চ নিম্বং পরশুনা য শ্চৈনং মধুসর্পিষা। য শ্চৈনং গন্ধমাল্যেন সর্ব্বস্য কটুরেব সঃ॥' (সূত্রস্থান ১৪।২০)। ইহা ব্যতীত গণ্ডীরাসব নামে একটী ঔষধ ব্যাসের নামে প্রচলিত আছে। উক্তি পাওয়া যায়—'গণ্ডীরারিষ্ট ইত্যেষ ব্যাসতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ'।

শক্তিবল্লভ—রসকৌমুদী নামক বৈদ্যকগ্রন্থ প্রণেতা।

শঙ্করভট্ট—ত্রিমল্লভট্টের পুত্র, রসপ্রদীপ নামক বৈদ্যকগ্রন্থকর্ত্তা এবং ১৭ খৃষ্টশতাব্দীয়।

শঙ্করভট্ট—অনন্ত ভট্টের পুত্র, 'শঙ্কর'নামক বৈদ্যকগ্রন্থকার এবং ১৭ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইনি শঙ্করসেনকৃত 'বিদ্যাবিনোদ সংহিতা'র টীকা লিখিয়াছেন। জয়সিংহতনয় রাজা রামসিংহের আদেশে ইনি 'বিদ্যাবিনোদ' নামে একখানি প্রবন্ধ রচনা করেন। জয়সিংহ ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে স্বর্গগত হন।

শঙ্কর সেন—বিদ্যাবিনোদসংহিতা, রসসঙ্কর এবং নাড়ীপ্রকাশ প্রণয়ন করেন। ইনি বিষপাড়া সমাজের ১৬ খৃষ্টশতাব্দীয় বৈদ্য।

শম্ভুনাথ—'সন্নিপাত কলিকা' এবং সম্ভবতঃ 'কালজ্ঞান' নামক বৈদ্যক গ্রন্থ করেন। ইঁনি বোধ হয় ১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয়।

শরলোমা—একজন প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ মুনি। কাশ্যপ সংহিতা-চরকসংহিতাদিতে ইঁহার নাম পাওয়া যায়।

শর্করাক্ষ—চরকোক্ত জনৈক আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ মুনি।

শাংবত্য—একজন প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য। 'সাংবভ্য' নাম প্রামাদিক। Bower-পাণ্ডু-লিপির কাশীরাজোক্ত লশুনকল্পে 'শাংবত্য'স্থলে প্রমাদবশতঃ 'শাংবভ্য' লিখিত আছে। লেখকো নাস্তিদোষকঃ।

শাকুনেয় এবং শাকুন্তেয়—নামদ্বয় চরকের প্রথমাধ্যায়ে এবং ষড়্‌বিংশাধ্যায়ে দৃষ্ট হয়।

শাণ্ডিল্য—গোত্রকারক মুনিবিশেষ। হেমাদ্রির 'লক্ষণপ্রকাশে' ইনি একজন আয়ুর্ব্বেদকর্ত্তা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। চরকোক্ত হিমবৎপার্শ্বস্থ চৈত্ররথবনের মুনিসভায় ইনি উপস্থিত ছিলেন। শাণ্ডিল্যোপনিষৎ এবং শাণ্ডিল্যসূত্র নামক ভক্তিমীমাংসা ইঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ। স্বপ্নেশ্বরসূরী শেষোক্ত গ্রন্থের ভাষ্যকার। ভাষ্যারম্ভে লিখিত আছে—'প্রপদ্য পরমং দেবং শ্রীস্বপ্নেশ্বরসূরিণা। শাণ্ডিল্য-শতসূত্রীয়ং ভাষ্যমাভাষ্যতেঽধুনা॥' স্বপ্নেশ্বর মুগ্ধবোধের টীকাকার দুর্গাদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সুতরাং ১৭ খৃষ্টশতাব্দীয়।

শান্তরক্ষিত—৮-৯ খৃষ্টশতাব্দীয় বঙ্গদেশজ বৌদ্ধপণ্ডিত এবং বিক্রমশিলার অধ্যাপক। ইঁহার পুরুষপরীক্ষা একখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। বিদ্যাপতির পুরুষপরীক্ষা ইহার অধমর্ণ। রত্নপ্রভায় নিশ্চলকর শান্তরক্ষিতকৃত ঐ গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। Vincent Smith লিখিয়াছেন—'Santa Rakshit was invited to Tibet in the 8th c A. D. by the Thi for instituting a system of clerical Government viz. Lamaism'. প্রকৃতপক্ষেও ইনি তিব্বতে গিয়া 'তাসিলামা' পদের সৃষ্টি করেন এবং তারপর ১২ খৃষ্টশতাব্দীতে কুব্‌লে খাঁ কর্ত্তৃক 'দলই-লামা'র পদ সৃষ্ট হয়।

বৌদ্ধ হইলেও ইনি অসহায়াচার্য্যের এবং ভর্তৃযজ্ঞের মনুভাষ্যা-বলম্বনে মনুসংহিতার উপর 'তত্ত্বসংগ্রহ' নামক একখানি সুন্দর

কারিকাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। নবমখৃষ্টশতাব্দীয় মেধাতিথির মনুভাষ্যে ইহার প্রামাণ্য গৃহীত হইয়াছে।

শার্ঙ্গদেব—নন্দন ভাস্করের পৌত্র, সোঢ়লের পুত্র এবং রায়কবালবৈদ্যবংশোৎপন্ন বৈদ্যকায়স্থ। ইঁহার 'ভিষক্‌চক্রচিত্ত' নামক বৈদ্যক গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ। ইহা উপজীব্য করিয়া হংসরাজ ভিষক্‌চক্রচিত্তোৎসবাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

সঙ্গীতশাস্ত্রে ইঁহার সঙ্গীতরত্নাকর একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। হংসরাজ ইহার টীকাকার। শার্ঙ্গদেব হায়দ্রাবাদস্থিত দেবগিরির যাদববংশীয় রাজার আশ্রয়ে থাকিতেন। ইঁহারা ১১—১২ খৃষ্টশতাব্দীয়।

শার্ঙ্গধর প্রথম বা শ্রীকৃষ্ণশার্ঙ্গধর মিশ্র—রণ্থম্বরের অর্থাৎ রণস্তম্ভগড়ের চৌহানরাজ হম্মীরের আশ্রয়ে থাকিয়া 'বিদ্যাহম্মীর মিশ্র' নামে প্রসিদ্ধ হন। ইঁহার গ্রন্থ—শার্ঙ্গধরসংহিতা, পর্য্যায়শব্দমঞ্জরী, ধাতুমারণ, বাজিচিকিৎসা এবং তুরঙ্গপরীক্ষা। শার্ঙ্গধরসংহিতার উপর নানা লোকে টীকা করিয়াছেন, যেমন—বোপদেব, আঢ়মল্ল, রুদ্রধরভট্ট, কাশীনাথ, ইত্যাদি। বৈদ্যসম্প্রদায়ে ইহা একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। মুসলমানদের 'হমিররস' নামক ইতিহাসের মতে হম্মীর ১৩ খৃষ্টশতাব্দীয়। সুতরাং শার্ঙ্গধরকেও ১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় বলিতে হইবে। শুনা যায়, সোমদেব মিশ্র ইঁহার পিতা।

শার্ঙ্গধর দ্বিতীয়—রাঘবদেবের পৌত্র, দেবরাজাপরপর্য্যায় দামোদরের পুত্র এবং বৈকুণ্ঠাশ্রমের শিষ্য (Keith—H. S. L p 222; Classical Sanskrit Literature p. 386 and Dr. P. C. Roy's History of Hindu Chemistry, Vol II. p. Lxx). ইনি ১৩—১৪ খৃষ্ট শতাব্দীয়। ইঁহার বৈদ্যকগ্রন্থ—বৈদ্যবল্লভ এবং শার্ঙ্গধরসংগ্রহ। জ্বরত্রিশতী বা ত্রিশতী বৈদ্য-

বল্লভের নামান্তর। শার্ঙ্গধরসংগ্রহ শার্ঙ্গধরসংহিতা বলিয়াও কথিত। শুনা যায়, কামশাস্ত্রের উপর 'শৃঙ্গারপদ্ধতি' নামে ইঁহার একখানি গ্রন্থ আছে। ১৩৬৩ খৃষ্টাব্দে ইনি 'শার্ঙ্গধরপদ্ধতি' নামে একখানি সংগ্রহমূলক গ্রন্থ (a work on anthology) প্রণয়ন করেন (Keith—HSL. p 222).

বৈদ্যবল্লভ খুব জনপ্রিয় গ্রন্থ। নানা লোকে ইহার টীকা করিয়াছেন, যেমন—১৪-১৫ খৃষ্ট শতাব্দীয় নারায়ণের জ্বরত্রিশতী-টীকা, ১৫-১৬ খৃষ্ট শতাব্দীয় মেঘভট্টের ত্রিশতীটীকা, ১৭ খৃষ্ট-শতাব্দীয় জৈন নারায়ণ শেখরের ত্রিশতীটীকা, ইত্যাদি।

শালিনাথ—রসমঞ্জরী নামক রসায়নগ্রন্থপ্রণেতা। রসহৃদয়-তন্ত্রের 'মুগ্ধাববোধিনী' টীকায় ১৭ খৃষ্টশতাব্দীয় চতুর্ভুজ মিশ্র রসমঞ্জরীর শ্লোক উঠাইয়াছেন। শালিনাথও ১৭ খৃষ্টশতাব্দীয়।

শালিবাহন—১-২ খৃষ্ট শতাব্দীয় এবং নাগার্জুনের পূর্ব্বাচার্য্য। নাগার্জুনীয় রসরত্নাকরের মতে ইনি বটযক্ষিণীর শিষ্য। রসেশ্বর-দর্শনে 'রসার্ণব' নামে ইঁহার একখানি গ্রন্থ ছিল বলিয়া শুনা যায়।

শালিহোত্র রাজর্ষি—তুরঙ্গঘোষের পুত্র এবং হয়শাস্ত্রে শালিহোত্রসংহিতা প্রণেতা। এই সংহিতার অন্তর্গত অশ্বপ্রশংসায় লিখিত আছে—'শালিহোত্রং মুনিশ্রেষ্ঠং সুশ্রুতঃ পরিপৃচ্ছতি। অশ্বপ্রশংসামাহাত্ম্যং ন জ্ঞাতং তত্ত্বতো ময়া॥' ইত্যাদি। এ সুশ্রুত শালিহোত্রের পুত্র, সুতরাং বিশ্বামিত্রপুত্র ধান্বন্তরসুশ্রুত একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

শালিহোত্র একজন খুব প্রাচীন ব্যক্তি। মহাভারতের বনপর্ব্বস্থিত ৭২ অধ্যায়ে ইঁহার প্রশংসা দেখা যায়। ৪ খৃষ্টপূর্ব্ব-শতাব্দীয় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রস্থিত অশ্বাধ্যক্ষপ্রকরণে অশ্বের শালাদিনির্ম্মাণ, আহারকল্পনা ও কুলজাদি নির্ণয় শালিহোত্রীয় গ্রন্থ হইতে নিরূপিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, শালিহোত্র

অশ্বঘোষের বা হয়ঘোষের পুত্র। কিন্তু পাণ্ডবকুমার নকুলের 'অশ্বচিকিৎসিত' গ্রন্থে লিখিত আছে—'পায়াদ্বঃ স তুরঙ্গঘোষতনয়ঃ শ্রীশালিহোত্রো মুনিঃ'। এরূপ অবস্থায় ২ খৃষ্টশতাব্দীয় কণিষ্কসভ্য অশ্বঘোষ কিরূপে শালিহোত্রের পিতা হইতে পারেন ?

কেহ কেহ বলেন, শালিহোত্রসংহিতা ব্যতীত ইঁহার আরও অন্যান্য গ্রন্থ আছে, যেমন—অশ্বচিকিৎসা, অশ্বলক্ষণ, অশ্বায়ুর্ব্বেদ এবং হয়শাস্ত্র। বস্তুতঃ কিন্তু এগুলি উক্ত সংহিতারই অন্তর্গত। শালিহোত্রসংহিতান্তর্গত অশ্বচিকিৎসা সম্ভবতঃ পঞ্চতন্ত্রপ্রণেতা বিষ্ণুশর্ম্মা দেখিয়া থাকিবেন। চন্দ্রভূপতিকথায় তিনি লিখিয়াছেন —'শালিহোত্রেণ পুনরেতদুক্তং যদ্ বানরবসয়াঽশ্বানাং বহ্নিদাহ-দোষঃ প্রশাম্যতি'। ঐ স্থানে তিনি আরও বলিয়াছেন— "প্রোক্তমত্রবিষয়ে ভগবতা শালিহোত্রেণ 'কপীনাং মেদসা দোষো বহ্নিদাহসমুদ্ভবঃ। অশ্বানাং নাশমভ্যেতি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥' ইতি।" রসার্ণবতন্ত্র কাহারও মতে শালিহোত্র প্রণীত এবং কাহারও মতে শালিবাহনপ্রণীত।

শিব—রুদ্র এবং বৈদ্যনাথ নামদ্বয় দ্রষ্টব্য। *

শিবদত্ত মিশ্র—'সংজ্ঞাসমুচ্চয়' নামক বৈদ্যকগ্রন্থকর্ত্তা। ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে ইনি 'শিবকোষ' নামে একখানি সটীক অভিধান প্রণয়ন করেন। ইহা হর্ষে মহোদয় কর্ত্তৃক সংস্কৃত হয়। গ্রন্থ পুণ্যপত্তনে পাওয়া যায়। ইহাতে পশু-পক্ষি-সরীসৃপাদির নাম হইতে নানা বৃক্ষগুল্মাদিনামের উৎপত্তি দর্শিত হইয়াছে। যেমন— সিংহপুচ্ছী (পৃশ্নিপর্ণিকা বা চাকুলিয়া), কাকমাচী (Garden night-shade), সর্পগন্ধা (গন্ধরাস্না বা Snake creeper), ইত্যাদি। কি কি ওষধি কোন্ কোন্ দেশে সুলভ বা সমুৎপন্ন তাহাও ইহাতে দৃষ্ট হয়। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দীয় ফেব্রুয়ারী মাসের মঞ্জূষা পত্রিকায় পণ্ডিত প্রবর ডাক্তার শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রিমহোদয়

এই গ্রন্থসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—'অবশ্যং সংগ্রাহ্যোঽয়ং শিবকোষো বিদ্বদ্ভির্বিশেষতো ভিষগ্‌ভিঃ। সর্ব্বেষ্বপি চায়ুর্ব্বেদমহাবিদ্যালয়েষ্বধ্যেয়তয়া নির্দ্দেষ্টব্যোঽয়মিতি শিবম্‌।' এতৎসহ ১৩খৃষ্টশতাব্দীয় রাজনিঘণ্টু ও পঠনীয়।

শিবদাস সেন—১৫-১৬ খৃষ্টশতাব্দীতে পাবনা জেলার অন্তর্গত মালবিকাগ্রামে বাস করিতেন। ইঁহার অতিবৃদ্ধ প্রপ্রিতামহ শিখরেশ্বরের সভাপণ্ডিত সাহিসেন, বৃদ্ধপ্রপিতামহ কাকুৎস্থসেন, প্রপিতামহ লক্ষ্মীধরসেন, পিতামহ উদ্ধবসেন এবং পিতা অনন্তসেন। ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দে অনন্তসেন বাংলার সুলতান বার্বকশাহার রাজবৈদ্য ছিলেন। শিবদাসের বৈদ্যকগ্রন্থ—চরকতত্ত্ব-প্রদীপিকা, অষ্টাঙ্গহৃদয়ের তত্ত্ববোধটীকা, যোগরত্নাকর-টীকা, চক্রদত্তীয় চিকিৎসাসংগ্রহের তত্ত্বচন্দ্রিকা টীকা এবং দ্রব্যগুণসংগ্রহের দ্রব্যগুণসংগ্রহ টীকা।

তত্ত্বচন্দ্রিকায় নানা নাম পাওয়া যায়, যেমন—রত্নপ্রভা (নিশ্চলকরকৃত), হরিচন্দ্র এবং ভট্টার হরিচন্দ্র (২, ১৩ পৃঃ), জেজ্জড় (১১ পৃঃ), চন্দ্রিকাকার (অর্থাৎ ন্যায়চন্দ্রিকাকৃদ্‌ গয়দাস—১১ পৃ), চন্দ্রট (১৯-২০ পৃঃ), বৃদ্ধবাগ্‌ভট্ট (অর্থাৎ অষ্টাঙ্গসংগ্রহ—১২৭ পৃঃ), ডল্লণ (২৪ পৃঃ), দৃঢ়বল (১৫৯ পৃঃ), শ্রীকণ্ঠ দত্ত (১৮৮ পৃঃ), কিরাত (২৬ পৃঃ), ভালুকিতন্ত্র (৩১ পৃঃ), ক্ষারপাণি (৩৮ পৃঃ), হারীত (৬৯ পৃঃ), জাতূকর্ণ (৪৬ পৃঃ), সিদ্ধসার (রবিগুপ্ত কৃত—৫৫ পৃঃ), আয়ুর্ব্বেদসার (অচ্যুত প্রণীত—৬১পৃঃ), বৃন্দ (৭৯, ১৪১ পৃঃ), বৈদ্যপ্রদীপ (ভব্যদত্তকৃত—৭৬ পৃঃ), যোগরত্নাকর (৮৬ পৃঃ), নিশ্চলকর (৮৯ পৃঃ), নিঘণ্টু (১০৮ পৃঃ), কার্ত্তিক (১৩১ পৃঃ), ভানুমতী (চক্রদত্তীয়—৩২৪ পৃঃ), সুশ্রুত (passim), ভোজ (৩৭০ পৃঃ), বিন্ধ্যবাসী (গোবিন্দ ভাগবত—৪১৭ পৃঃ), হারাবলী (পুরুষোত্তমকৃত—৬৩৮ পৃঃ), পালকাপ্য (৭০৪ পৃঃ),

পতঞ্জলি (৬০৩, ৬০৫, ৬১৪, ৬১৭ পৃঃ) সুদান্ত (৫৯১ পৃঃ), মধ্যবাগ্‌ভট (অর্থাৎ মধ্যসংহিতা—৬৯৯ পৃঃ), বিদেহ (৬৯৩পৃঃ), জীবক (৬১১ পৃঃ), নাগার্জুন (৬১০ পৃঃ), পাতঞ্জল দর্শন (৬১০ পৃঃ), বিন্দুসার (বিন্দুপণ্ডিতকৃত—৫৮৭ পৃঃ), চরক (passim), নয়পাল (বঙ্গের ১১ খৃষ্টশতাব্দীয় রাজা), ইত্যাদি। পৃষ্ঠাগুলি বঙ্গীয় সংস্করণের তত্ত্বচন্দ্রিকায় দ্রষ্টব্য।

কাহারও কাহার মতে শিবদাস ১৭-১৮ খৃষ্টশতাব্দীয়, কারণ তিনি নারায়ণ শেখরের ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দীয় যোগরত্নের টীকা লিখিয়াছেন এবং ১৭-১৮ খৃষ্টশতাব্দীয় ভরতমল্লিকের রত্নপ্রভা পড়িয়াছেন। বস্তুতঃ কিন্তু শিবদাস যোগরত্নের টীকা করেন নাই। তিনি ১১ খৃষ্টশতাব্দীয় ভব্যদত্তকৃত যোগরত্নাকরের টীকা লিখিয়াছেন (১২৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। শিবদাসোক্ত রত্নপ্রভা ভরতমল্লিককৃত গ্রন্থ নহে, উহা ১২-১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় নিশ্চলকরকৃত রত্নপ্রভা। ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দে যাঁহার পিতা সুলতানের রাজবৈদ্য ছিলেন তিনি কখনও ১৭-১৮ খৃষ্টশতাব্দীয় হইতে পারেন না।

শিবপণ্ডিত—বৈদ্যহিতোপদেশ প্রণেতা।

শিবানন্দ—১৬ খৃষ্টশতাব্দীয় বৈদ্যবিনোদের টীকাপ্রণেতা। বৈদ্যবিনোদ রামনাথবৈদ্যপ্রণীত।

শীতলাদেবী—বসন্তবিস্ফোটকাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কোনও কোন স্থানে ইনি হারিতী দেবী বলিয়া খ্যাত। রামপ্রসাদ রাজবৈদ্য 'শীতলাপরিহার' প্রণয়ন করেন। 'আরোগ্যামৃতবিন্দু' এই গ্রন্থের নামান্তর (২৩৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

শুকদেব—বৈদ্যকল্পদ্রুম প্রণেতা। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দীয় কবীন্দ্রসূচীতে বৈদ্যকল্পদ্রুম উল্লিখিত হইয়াছে।

শুক্র বা শুক্রাচার্য্য বা কাব্য বা উশনা—ভৃগুমুনির পুত্র, ষণ্ড অমর্ক ও দেবযানীর পিতা, বৃহস্পতি-তনয় কচের গুরু এবং

মহাভারতের মতে আয়ুর্ব্বেদীয় সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক। ভৃগুর পুত্র বলিয়া ইঁহার 'ভার্গব'নাম সার্থক, কিন্তু কোনও কোন পুরাণের মতে মহর্ষি ভার্গব প্রথমতঃ শিবের উপস্থদ্বার হইতে নির্গত হওয়ায় শুক্রনামে বিখ্যাত হইয়াছেন। পাণ্ডিত্যাতিশয়হেতু ইনি কাব্যনামে প্রসিদ্ধ। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—কবীনামুশনা কবিঃ। 'কবীনাম্' অর্থাৎ ক্রান্তদর্শিনাম্। ইচ্ছার্থক বশ্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে অনস্-প্রত্যয় করিলে সংজ্ঞাবাচক 'উশনস্' শব্দ উৎপন্ন হয়। কোনও কোন স্থলে রূপের বৈশিষ্ট্যহেতু বৈয়াকরণেরা বলেন—'অসম্বোধন-সৌ পরতঃ উশনসোঽন্নাদেশঃ—উশনা; সম্বুদ্ধৌ ত্বস্য ত্রৈরূপ্যং সান্তং নান্তং তথাঽদন্তম্—উশনঃ, উশনন্, উশনেতি। প্রাচীন কারিকা আছে—'সম্বোধনে তূশনসস্ত্রিরূপং সান্তং তথা নান্ত মথাপ্যদন্তম্। মাধ্যন্দিনি র্বষ্টি গুণং ত্বিগন্তে নপুংসকে ব্যাঘ্রপদাং বরিষ্ঠঃ ॥' (কাশিকা ৭।১।৯৪)। 'ব্যাঘ্রপদাং বরিষ্ঠঃ' অর্থাৎ পাণিনিশিষ্য ভগবান্ ব্যাঘ্রভূতি (কাতন্ত্র চতুষ্টয়—৯৯ সূত্রীয়পঞ্জী)। 'উশনস্'সম্বন্ধীয়ম্ ঔশনসম্। ইঁহার নামে প্রচলিত গ্রন্থ—ঔশনসোপপুরাণ, ঔশনস যোগ বা শুক্রোপতন্ত্র, ইত্যাদি। বিন্ধ্যমাহাত্ম্য ঔশনসোপপুরাণের অন্তর্গত। 'বিন্ধ্যবাসী' নামের প্রস্তাবে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ইনি অসুরদের জন্য 'মৃতসঞ্জীবনী' এবং 'ঔশনসযোগ' নামক ঔষধদ্বয় প্রস্তুত করেন। মৃতসঞ্জীবনী এখনও প্রচলিত আছে। ঔশনসযোগ নামক গ্রন্থের মতে প্রস্তুত বলিয়া ঔষধের নামও ঔশনসযোগ হইয়াছে। নাবনীতক সংহিতায় ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে Bower Mssস্থিত নাবনীতকের দ্বিতীয়খণ্ডস্থ অষ্টমাধ্যায় দ্রষ্টব্য। ইন্দ্রপ্রিয়পয়ঃ বা ইন্দ্রপ্রিয়যোগ 'ঔশনসযোগ' নামক ঔষধের নামান্তর। এ সম্বন্ধে Dr Hoernle সাহেব লিখিয়াছেন—"Usana, with the patronymic Kavya, was an ancient sage who was the preceptor

of the Asuras—the opponents of Devas. As such he is always represented in antagonism to Indra. It is curious that here the composition of a remedy which was a favourite with Indra is ascribed to him." (p. 157). পূর্ব্বে ৯১ পৃষ্ঠায় 'উশনা' নামের প্রস্তাব দ্রষ্টব্য।

শুক্রাচার্য্য একজন সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা ঋষি। ইনি অথর্ব্ববেদের আয়ুষ্যবিষয়ক দ্বিতীয়কাণ্ডস্থ ১১ সূক্তীয় মন্ত্রবর্গের, কৃত্যাপ্রতিহরণ-বিষয়ক চতুর্থকাণ্ডস্থ ১৭ হইতে ১৯ সূক্তীয় মন্ত্রবর্গের এবং সৌমনস্য-বিষয়ক সপ্তমকাণ্ডস্থ ৬৫ সূক্তীয় মন্ত্রসমূহের দ্রষ্টা।

শুনঃশেপ বা শুনঃশেফ—অথর্ব্ববেদের সৌমনস্যবিষয়ক সপ্তমকাণ্ডস্থ ৮৩ সূক্তীয় মন্ত্রদ্রষ্টা। বরুণের বরে ইনি সিদ্ধিলাভ করেন। রামায়ণের ১।৫৯—৬২ অধ্যায়মতে ইনি ঋচক মুনির পুত্র এবং বিশ্বামিত্রের পালিত পুত্র। দেবীভাগবতের ৭।১৫-১৮ অধ্যায় মতে ইনি অজীগর্ত্তের পুত্র এবং বিশ্বামিত্রের পালিত পুত্র। উপাখ্যানাংশ আকরে দ্রষ্টব্য।

শুভচন্দ্র—জীবকচরিত প্রণেতা। জীবকের পরিচয় পূর্ব্বে ১৪৯—১৫০ পৃষ্ঠে এবং 'বৃদ্ধ জীবক' নামের প্রস্তাবে দ্রষ্টব্য।

শূরসেন—যদুবংশের জনৈক রাজা এবং রসাচার্য্য। ইনি মথুরায় থাকিতেন। রসরত্নসমুচ্চয়ে ইঁহার নাম আছে। শুনা যায়, ইনি 'শূরসেনসিদ্ধান্ত' প্রণেতা।

শোঢ়ল—'সোঢ়ল' নাম দ্রষ্টব্য।

শৌনক—অথর্ব্ববেদের শৌনকীয়শাখাপ্রবর্ত্তক। রোথ্ এবং হুইট্‌নী সাহেবদ্বয় কর্ত্তৃক এই শাখার অথর্ব্ববেদ মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার উপর সায়ণভাষ্য আছে। গ্রন্থারম্ভে ভাষ্যকার বলিয়াছেন—'শাখায়াঃ শৌনকীয়ায়াঃ পূর্ব্বোক্তেষ্বেব কর্ম্মসু। বিনিয়োগাভিধানেন সংহিতার্থঃ প্রকাশ্যতে ॥' এই শাখার প্রথম মন্ত্র

—যে ত্রিষপ্তাঃ পরিযন্তি বিশ্বা রূপাণি বিভ্রতঃ......ইত্যাদি। কাণ্ডানুক্রমণিকা দ্রষ্টব্য। 'ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব' প্রণেতা হলায়ুধ বলিয়াছেন —'অথর্ব্ববেদাদিমন্ত্রস্য দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণ ঋষি রাপো দেবতা গায়ত্রী-চ্ছন্দঃ শান্তিকরণে বিনিয়োগঃ। মন্ত্রো যথা—শং নো দেবীরভীষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে ··' ইত্যাদি। ইহা পৈপ্পলাদশাখার অথর্ব্ব-বেদীয় প্রথম মন্ত্র। পিপ্পলাদ নাম দ্রষ্টব্য।

শৌনক—আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মুনি, ছন্দোঽনুক্রমণীকার, এবং চতুরধ্যায়িকা বা ঋক্‌প্রাতিশাখ্য প্রণেতা। ইনি 'শৌনকতন্ত্র' নামে একখানি নেত্ররোগ চিকিৎসা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ করেন। কবীন্দ্রসূচীতে ইহার উল্লেখ আছে। নিবন্ধসংগ্রহে লিখিত আছে—'ষট্‌সপ্ততি-নেত্ররোগাঃ করালভট্টশৌনকাদি-প্রণীতাঃ'। করাল ভট্ট অর্থাৎ করাল মুনি, যিনি আত্রেয়শিষ্য। এ শৌনক শাখাপ্রবর্ত্তক শৌনকের পরবর্ত্তী।

শ্যামাদাস কবিরাজ—পরিভাষাসংগ্রহ প্রণেতা। ইনি কিন্তু কলিকাতার শ্যামাদাস বাচস্পতি মহোদয় নহেন।

শ্রীকণ্ঠদত্ত—বিজয় রক্ষিতের শিষ্য এবং নিশ্চলকরের সতীর্থ। মধুকোষ সম্পূর্ণ করিবার পূর্ব্বে বিজয়রক্ষিত স্বর্গারোহণ করেন। সেইজন্য শ্রীকণ্ঠকর্ত্তৃক উহা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। 'বিজয় রক্ষিত' নাম দ্রষ্টব্য। শ্রীকণ্ঠ বৃন্দপ্রণীত সিদ্ধযোগের উপর ব্যাখ্যাকুসুমাবলী বা সংক্ষেপতঃ কুসুমাবলী প্রণয়ন করিয়াছেন। ১৩ কিন্তু মতান্তরে ১৪ খৃষ্টশতাব্দীয় ভামল্লতনয় কর্ম্মপ্রকাশাদি প্রণেতা নারায়ণভট্টভিষক্ কুসুমাবলীর একখানি টিপ্পণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে তিনি লিখিয়াছেন—'শ্রীকণ্ঠদত্তভিষজা গ্রন্থ-বিস্তরভীরুণা। টীকায়াং কুসুমাবল্যাং ব্যাখ্যামুক্তা ক্বচিৎ ক্বচিৎ॥ রত্নাগববংশস্য ভিষগ্‌ভামল্লনন্দনঃ। নারায়ণো দ্বিজবরো ভিষজাং হিতকাম্যয়া। টীকাপূর্ত্তিং ব্যধাৎ সম্যক্ তেন নন্দন্তু

সাধবঃ॥' মধুকোষের শেষাংশ এবং কুসুমাবলী ব্যতীত শ্রীকণ্ঠের অমৃতবল্লী এবং বৈদ্যহিতোপদেশ নামক আরও দুইখানি গ্রন্থ আছে বলিয়া শুনা যায়।

নিশ্চলকরকে বা শ্রীকণ্ঠদত্তকে আমরা ১২—১৩ খৃষ্ট শতাব্দীয় বলিয়া মনে করি। কিন্তু 'আয়ুর্ব্বেদ নো ইতিহাস' নামক গুজরাটি গ্রন্থে D. K. Shastri লিখিয়াছেন—'শ্রীকণ্ঠদত্ত composed a commentary called the ব্যাখ্যাকুসুমাবলী on the সিদ্ধযোগ of বৃন্দ। This শ্রীকণ্ঠ also composed a commentary on the মাধবনিদান. He lived in the 14th century' (Guzrat Vernacular Society, Ahmedabad, 1942, p 180). যাহাই হউক, ইহা দেখিয়াও The History and Chronology of a Nagar Brahmin family of physicians in Gujarat (1275—1475 AD) নামক প্রবন্ধে P. K. Gode M.A. মহোদয় আমাদের স্থায় বলিয়াছেন—'He (নারায়ণ ভিষক্) is obviously later than শ্রীকণ্ঠ who lived in Bengal in the 13th century' (see Reprint from সিদ্ধ ভারতী or the Rosary of Indology being the Dr Siddheswar Varma Presentation Volume 1950). কথা ঠিক, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই।

শ্রীকণ্ঠ শম্ভু—বৈদ্যকসারসংগ্রহ প্রণয়ন করেন। বৈদ্যহিতোপদেশ ইহার নামান্তর। সংক্ষেপে ইহাকে হিতোপদেশও বলা হয়।

শ্রীকান্ত মিশ্র—একজন রসশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত। ইনি পদভাবার্থচন্দ্রিকা নাম্নী গীতগোবিন্দটীকা এবং 'চন্দ্রিকা' ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। 'গর্ভশ্রীকান্ত মিশ্র' নাম দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণ বৈদ্য—'আতঙ্কদর্পণ' প্রণেতা বৈদ্যবাচস্পতির মতে ইনি

বিশ্বপ্রকাশকার মহেশ্বরবৈদ্যের পিতা। কিন্তু রামাবতার শর্ম্মা ইঁহাকে মহেশ্বরের পিতামহ বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ চরকভাষ্য প্রণয়ন করেন।

শ্রীকৃষ্ণ শার্ঙ্গধর মিশ্র—শার্ঙ্গধর প্রথম দ্রষ্টব্য।

শ্রীধর দাস—বটুদাসের পুত্র এবং 'সদুক্তিকর্ণামৃত' প্রণেতা। সদুক্তিকর্ণামৃতের একটী শ্লোকে ভট্টার হরিচন্দ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। বটুদাস বঙ্গাধিপতি মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সেনাপতি ছিলেন। সুতরাং শ্রীধরদাসকে ১২—১৩ খৃষ্ট শতাব্দীয় বলা যায়।

শ্রীধর মিশ্র—'বৈদ্যমনউৎসব' এবং 'বৈদ্যামৃত' নামক গ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করেন। কেহ কেহ ইঁহাকে শ্রীধরসেন বলিয়াছেন। ইনি বররুচিকৃত যোগশতকের টীকাকার। গ্রন্থকার জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

শ্রীনাথ ভট্ট কবিশার্দ্দূল—গোবিন্দভট্টের পিতা এবং ১৩—১৪ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইনি নানা বৈদ্যকগ্রন্থ প্রণয়ন করেন, যেমন—রসরত্ন, পরহিতসংহিতা, বৃহৎকামরত্ন-টীকা এবং লঘুকামরত্ন-টীকা।

শ্রীনাথের পুত্র গোবিন্দভট্ট ১৪ খৃষ্ট শতাব্দীতে রামায়ণের 'শৃঙ্গার তিলক' নাম্নী টীকা এবং ধারাধিপতি ভোজপ্রণীত রামায়ণ-চম্পূর টীকা লিখিয়াছেন। এই জন্য আমরা শ্রীনাথকে ১৩—১৪ খৃষ্ট শতাব্দীয় বলিয়া মনে করি।

শ্রীনিবাস অবধান সরস্বতী—'অবধান সরস্বতী' নাম দ্রষ্টব্য।

শ্রীব্রহ্মদেব বা ব্রহ্মদেব—ডল্লণ ইঁহার নাম করিয়াছেন। 'ব্রহ্মদেব' নাম দ্রষ্টব্য।

শ্রীমাধব ব্রহ্মবাদী—'মাধব ব্রহ্মবাদী' নাম দ্রষ্টব্য।

শ্রীসুখলতা বা সুখলতা—আয়ুর্ব্বেদ, শতশ্লোকী এবং আয়ুর্ব্বেদ-মহোদধি প্রণয়ন করেন। ১৬—১৭ খৃষ্ট শতাব্দীতে ত্রিমল্ল

ভট্ট এই শতশ্লোকীর উপর টীকা লিখিয়াছেন। সুখলতা সম্ভবতঃ ১৫ খৃষ্ট শতাব্দীয়।

শ্রীহর্ষ সুরি—সম্ভবতঃ সেনভূমের রাজা শ্রীহর্ষ সুরি এবং বিনায়ক সেনের পিতামহ অর্থাৎ ভরতমল্লিকের পূর্ব্ব পুরুষ। ইনি যোগচিন্তামণি নামক বৈদ্যগ্রন্থকার এবং সম্ভবতঃ ১৩ খৃষ্টশতাব্দীয়। 'যোগচিন্তামণি' নাম দেখিয়া কেহ কেহ ইঁহাকে নৈষধচরিত-প্রণেতা শ্রীহর্ষ নরভারতী বলিয়া মনে করেন। কবিবর নরভারতী এক মহাপুরুষের কৃপায় চিন্তামণি নামক মন্ত্র পাইয়া তাহাতে সিদ্ধ হন। নৈষধেও লিখিত আছে—'তচ্চিন্তামণিমন্ত্রচিন্তনফলে…' ইত্যাদি (১ সর্গের শেষ শ্লোক)। অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—'ধীধনা বাধনায়াস্থ তদা প্রজ্ঞাং প্রযচ্ছথ। ক্ষেপ্তুং চিন্তামণিং পাণিলব্ধমব্ধৌ যদীচ্ছথ॥' এ সম্বন্ধে 'আয়ুর্ব্বেদদর্শন' নামক গ্রন্থের উপোদ্‌ঘাত দ্রষ্টব্য। শ্রীহর্ষের খণ্ডনখণ্ডখাদ্য ১১৯০ খৃষ্টাব্দে এবং নৈষধচরিত ১১৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রণীত হয়। সুতরাং এ শ্রীহর্ষ যোগচিন্তামণিকার হইলে তাঁহাকে ১২ খৃষ্ট শতাব্দীয় বলিতে হইবে। কিন্তু নৈষধচরিতাদি প্রণেতা শ্রীহর্ষ শ্রীহর্ষসুরি বলিয়া প্রসিদ্ধ নহেন। সম্প্রদায় বলেন, পণ্ডিতার্থে সুরিশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যাহাই হউক, তত্ত্বনির্ণয়ে এখন প্রাত্নিকগণই প্রমাণ।

শ্বেতকেতু—পাঞ্চালরাজ বাভ্রব্যের কামশাস্ত্র প্রতিসংস্কার-পূর্ব্বক এক কামশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। ঈশ্বরসুরির পুত্র হেমাদ্রি তৎকৃত লক্ষণপ্রকাশে শ্বেতকেতুকে একজন আয়ুর্ব্বেদকর্ত্তা বলিয়াছেন। রম্ভার শাপে দেবলমুনি উদ্দালকতনয়া সুজাতার গর্ভে এবং কাহোল ঋষির ঔরসে অষ্টাবক্ররূপে উৎপন্ন হন। শ্বেতকেতু উদ্দালকের পুত্র, সুতরাং অষ্টাবক্রের মাতুল। ভাগিনেয় জনকরাজাকে ব্রহ্মবিদ্যার যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই অষ্টাবক্রসংহিতা নামে প্রসিদ্ধ। শ্বেতকেতু স্ত্রী-পুরুষের

প্রাচীন যাদৃচ্ছিকবৃত্তি নিবারণ করেন (আদিপর্ব্ব—১৫৩ অধ্যায়)।

ষট্‌কণ্ঠাভরণকৃৎ—ষট্‌কণ্ঠনিঘণ্টু প্রণেতা। এই কোষ উৎকলে বিশেষ আদৃত।

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী—'অনুভবসার' নামক বৈদ্যকগ্রন্থকার। অনুভবসার—Essence of practical experiences.

সত্যাষাঢ়—অথর্ব্ববেদের সূত্রগ্রন্থ করেন। সত্যাষাঢ়সূত্র হিরণ্যকেশিসূত্র বলিয়াও প্রসিদ্ধ।

সদানন্দ শুক্ল—চিকিৎসার্ণব প্রণেতা। ইনি গীতাবার্ত্তিককার কি না তাহা অনুসন্ধেয়।

সনৎকুমার—'সনৎকুমারসংহিতা' প্রণেতা। ইহাতে নারদের প্রতি বৈদ্যশাস্ত্রীয় উপদেশ আছে। ইহা নারদপঞ্চরাত্রের অন্তর্গত। 'পঞ্চরাত্র' শব্দের নিরুক্তি—'রাত্রং চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতম্। তেনেদং পঞ্চরাত্রং চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥' পাঞ্চরাত্রিকদের পঞ্চবিধ জ্ঞান অর্থাৎ প্রতীতি—অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় এবং যোগ। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে—'সনৎকুমারং যোগীন্দ্রং সিদ্ধাশ্রমনিবাসিনম্। নারদঃ প্রণিপত্যাথ বচনং চেদমব্রবীৎ॥ ভগবন্ যোগিনাং শ্রেষ্ঠ সর্ব্বতন্ত্রবিশারদ। সর্ব্বরোগহরা স্বত্তঃ কল্পাশ্চ বিবিধাঃ শ্রুতাঃ॥ ইদানীমক্ষিরোগস্য শান্তিং ব্রূহি তপোধন॥' ইত্যাদি। সনৎকুমারের ঔষধে কাশীর একজন রাজা চক্ষুরোগমুক্ত হন বলিয়া শুনা যায়।

সনৎকুমার ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং ইঁহাকে সনৎ সুজাত কেন বলা হয় তাহা আমাদের সনৎ সুজাতীয় গ্রন্থের প্রারম্ভে দৃষ্ট হইবে। কোনও এক সময়ে গোলোকপতি বিষ্ণু ব্রহ্মলোকে বিধাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। সম্ভ্রান্ত অতিথি পাইয়া সকলেই পূজাদি দ্বারা তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষা করেন, কিন্তু সনৎকুমার নিষ্কাম ব্রহ্মচিন্তায়

সন্নিবিষ্ট থাকায় অতিথিকে সাদরসম্ভাষণ করিতে পারেন নাই। ইহাতে গোলোকপতি ক্ষোভবশতঃ সনৎকুমারকে অভিশাপ করেন যে, নিষ্কাম গর্ব্বের চেষ্টাবশে অতিথিপরিভাবী হওয়ায় তুমি সকাম হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। ইহাতে তিনিও বিষ্ণুকে প্রত্যভিশাপ করেন যে, সর্ব্বজ্ঞতা সত্বেও তুমি যখন অন্তঃকরণ না বুঝিয়া আমার প্রতি এরূপ অবিচার করিলে, তখন তোমারও সর্ব্বজ্ঞতা কিছুকালের জন্য অন্তর্হিত হইবে। যোগবাশিষ্টে লিখিত আছে—'বাল্মীকিরুবাচ। সনৎকুমারো নিষ্কামো হ্যবসদ্ ব্রহ্মসদ্মনি। বৈকুণ্ঠাদাগতো বিষ্ণু স্ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ প্রভুঃ॥ ব্রহ্মণা পূজিত স্তত্র সত্যলোকনিবাসিভিঃ। বিনা কুমারং তং দৃষ্ট্বা হ্যবাচ প্রভুরীশ্বরঃ॥ সনৎকুমার স্তব্ধোঽসি নিষ্কামগর্ব্বচেষ্টয়া। অতস্ত্বং ভব কামার্ত্তঃ শরজন্মেতি নামতঃ॥ তেনাপি শাপিতো বিষ্ণুঃ সর্ব্বজ্ঞত্বং তবাস্তি যৎ। কিঞ্চিৎ কালং হি তৎত্যক্ত্বা ত্বমজ্ঞানী ভবিষ্যসি॥' এইরূপে পরস্পর অভিশপ্ত হইয়া সনৎকুমার শিবপুত্র কার্ত্তিকেয় রূপে এবং বিষ্ণুও দশরথপুত্র শ্রীরামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হন।

মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বস্থিত সনৎসুজাতীয় বাক্য বিশেষ আদৃত। কারণ বিদ্বৎসন্ন্যাসী এবং বিদ্বদ্‌যোগী উভয় সম্প্রদায়ের সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য ইহাতে জ্ঞানপ্রধান যোগোপসর্জ্জন ব্রহ্মবিদ্যা বলিবার পর পুনরায় যোগপ্রধান জ্ঞানোপসর্জ্জন ব্রহ্মবিদ্যা উপদিষ্ট হইয়াছে। সেইজন্য শিষ্টোক্তি আছে—'ভারতে সার উদ্যোগ স্তত্রাপি বিদুরোক্তয়ঃ। তত্র সনৎ সুজাতং চ তত্র শ্লোকচতুষ্টয়ম্॥' শ্লোকচতুষ্টয়—(১) দোষো মহানত্র বিভেদযোগে হ্যনাদিযোগেন ভবন্তি নিত্যাঃ। তথাস্য নাধিক্যমপৈতি কিঞ্চিদনাদি যোগেন ভবন্তি পুংসঃ॥ ১।২০। (২) ন বেদানাং বেদিতা কশ্চিদস্তি বেদ্যেন বেদং ন বিদু র্ন বেদ্যম্। যো বেদ বেদং স চ বেদ বেদ্যং যো বেদ বেদ্যং ন স বেদ সত্যম্॥ ২।৪১। (৩) পূর্ণাৎ

পূর্ণান্যুদ্ধরন্তি পূর্ণাৎ পূর্ণানি চক্রিরে। হরন্তি পূর্ণাৎ পূর্ণানি পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। যোগিন স্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্॥ ৪।৩। (৪) একং পাদং নোৎক্ষিপতি সলিলাদ্ধংস উচ্চরন্। তং চেৎ সততমৃত্বিজং ন মৃত্যু র্নামৃতং ভবেৎ। যোগিন স্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্॥ ৪।১২।

সনাতন—যোগশতকের 'বল্লভা' নাম্নী টীকাকার। নিশ্চলকর রত্নপ্রভায় এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

সন্ধ্যাকর নন্দী—প্রজাপতি নন্দীর পুত্র এবং রামপালের মন্ত্রী। ইনি ১১ খৃষ্ট শতাব্দীর শেষে রামচরিত কাব্য প্রণয়নপূর্ব্বক 'কলিকাল বাল্মীকি' উপাধি লাভ করেন। রত্নপ্রভায় নিশ্চলকর ইহার নাম করিয়াছেন। ইহার কোনও বৈদ্যকগ্রন্থ জানা নাই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে সন্ধ্যাকর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, কিন্তু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের মতে কায়স্থ।

সমুদ্রগুপ্ত—'কৃষ্ণচরিতকৃৎ' দ্রষ্টব্য।

সরণ্যু বা সরণ্যূ--বিবস্বৎপত্নী, যমমাতা, মনু এবং অশ্বিদ্বয়ের বিমাতা। অথর্ব্বপ্রাতিশাখ্যে লিখিত আছে—'ত্বষ্টূর্দুহিতা সরণ্যুঃ' (১৮।২।৩৩)। অতএব ইনি ত্বষ্টার কন্যা। ত্বষ্টা অর্থাৎ বিশ্বকর্ম্মা।

সরস্বতী—সর্ব্ববিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সুতরাং আয়ুর্ব্বেদের জন্যও তিনি উপাসিত হন। গঙ্গা যেমন ত্রিস্রোতাঃ—স্বর্গে মন্দাকিনী, পাতালে ভোগবতী এবং মর্ত্ত্যে ভাগীরথী; সরস্বতীও সেইরূপ ত্রিপথগা—স্বর্গে ভারতী (ঋগ্ভাষ্য ১।১৮৮।৮), মর্ত্ত্যে ইলা এবং অন্তরীক্ষে বা আকাশে সরস্বতী (ঋগ্বেদ ১।১৩।৯)।

গর্ভধারণের জন্য এবং ভ্রূণরক্ষার জন্য ঋগ্বেদে সরস্বতীর উপাসনামন্ত্র শুনা যায়—'গর্ভং ধেহি সরস্বতি' (১০।১৮৪।২)। Medical Jurisprudence গ্রন্থে Dr Ryan যাহা বলেন তাহা গ্রন্থের মুখবন্ধস্থ ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। বন্ধ্যাত্বনিবারণের জন্য

সারস্বত ঘৃত তাঁহার নামে প্রচলিত। মাণ্ডুক ব্রাহ্মী কল্পে লিখিত আছে—'অপ্রজানাং চ নারীণাং নরাণাং স্বল্পরেতসাম্। ঘৃতং সারস্বতং নাম সরস্বত্যা বিনির্ম্মিতম্॥' Bower-পাণ্ডুলিপির ৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, সারস্বতসেবনে বাক্শ্রোত্রের অবঘাত নিরস্ত হয় (it cures stammering and deafness)। অতএব সরস্বতী আয়ুর্ব্বেদের একজন আচার্য্যা। ধরায় তাহার দুইটি রূপ—নদী এবং প্রতীক। যাস্ক বলিয়াছেন—'সরস্বতী ত্বত্র নদীবদ্ দেবতাবচ্চ নিগমা ভবন্তি' (২।২৩)। সায়ণের ঋগ্ভাষ্যে লিখিত আছে—'দ্বিবিধা হি সরস্বতী বিগ্রহবদ্দেবতা নদীরূপা চ'। কাব্যজ্ঞগণ বলেন—'স্বরব্যঞ্জনসংস্কারা ভারতী শব্দলক্ষণা'।

সর্ব্বজ্ঞ রামেশ্বর—রামেশ্বর ভট্টারক নাম দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বহিতমিত্র দত্ত—অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতার ব্যাখ্যাকার।

সবিতা—অথর্ব্ববেদের আয়ুষ্যবিষয়ক দ্বিতীয় কাণ্ডস্থ ২৬ সূক্তীয় মন্ত্রের এবং অন্যান্য মন্ত্রের দ্রষ্টা।

সহদেব—পাণ্ডবকুমার এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় মতে ব্যাধিসিন্ধু-বিমর্দ্দনতন্ত্র প্রণেতা। নকুলনাম দ্রষ্টব্য।

সংজ্ঞাদেবী—বিবস্বানের পত্নী, মনুর মাতা, এবং যম ও অশ্বিদ্বয়ের বিমাতা।

সাঙ্কৃত্য বা কৃশ সাঙ্কৃত্য বা সাঙ্কৃত্যায়ন—একজন আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ মুনি। কাশ্যপসংহিতায় ও চরকসংহিতায় ইঁহার নাম পাওয়া যায়। ইনি সাঙ্কৃতির বংশধর। ভীষ্মতর্পণে সাঙ্কৃতির নাম স্মৃত হইয়াছে—"বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাঙ্কৃতিপ্রবরায় চ। অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে॥"

সাঙ্কৃত্যায়ন—কৃশ সাঙ্কৃত্য বলিয়াও প্রসিদ্ধ। ইনি একজন আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ মুনি। কাশ্যপসংহিতায় এবং চরকসংহিতায় ইঁহার নাম পাওয়া যায়।

সাত্যকি—একজন প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য। মধুকোষে ইঁহার নাম দৃষ্ট হয়। তথায় লিখিত আছে—"আহ চ সাত্যকিঃ—'বসন্তে নাতিশীতোষ্ণে প্রাত গ্রীষ্মে ঘনাত্যয়ে…' ইত্যাদি।" নিবন্ধ-সংগ্রহে ডল্লণাচার্য্য বলিয়াছেন—'অত্র-সাত্যকি-প্রভৃতীনাং মতানুলোমেন…' ইত্যাদি এবং 'সাত্যকিপ্রভৃতিভিস্তু শিরঃকম্প-রোগোঽসাধ্য ইতি' (১৪৩৭ পৃষ্ঠা)।

বৃষ্ণিবংশীয় সত্যকের পুত্র সাত্যকি শ্রীকৃষ্ণের সারথি এবং অর্জুনের প্রিয় শিষ্য। তিনিই এই সাত্যকি কি না তাহা অনুসন্ধেয়।

সারস্বত—একজন গজায়ুর্ব্বেদবেত্তা মুনি। পালকাপ্য ইঁহার নাম করিয়াছেন। গজায়ুর্বিচারে ইনি মহারাজ রোমপাদের সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সাংখ্য—অর্থাৎ কপিল মুনি। শান্তিপর্ব্বে স্মৃত হইয়াছে—'সাংখ্যস্য বক্তা কপিলঃ পরমর্ষিঃ স উচ্যতে। হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বক্তা নান্যঃ পুরাতনঃ॥' (৩৪৯।৬৫)। এখানে 'সাংখ্য'শব্দ শাস্ত্রবচন অর্থাৎ কাপিলস্মৃতিবাচক। চরক মুনি বলিয়াছেন যে, হিমবৎ-প্রদেশীয় চৈত্ররথবনের সভায় 'সাংখ্য' উপস্থিত ছিলেন। এখানে কিন্তু 'সাংখ্য' শব্দে বক্তৃনাম বুঝিতে হইবে। সুতরাং 'সাংখ্য' অর্থাৎ তৎপ্রবক্তা কপিল মুনি। অনেক স্থলে শাস্ত্রের নাম করিলে metanymically অর্থাৎ উপাদান লক্ষণায় তৎকর্ত্তাকেও বুঝাইয়া থাকে, যেমন—'স্মৃতিরপ্যাহ' অর্থাৎ স্মৃতিকারো মুনিরপ্যাহ। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বস্থিত রাজধর্ম্মপর্ব্বে লিখিত আছে—'হন্তীতি মন্যতে কশ্চিন্ন হন্তীত্যপি চাপরঃ'। ইহার টীকায় নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন—'অপরঃ সাংখ্যঃ কপিল ইত্যাশয়ঃ'।

কর্দ্দম মুনির ঔরসে এবং স্বায়ম্ভুবকন্যা দেবহূতির গর্ভে কপিল এবং বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী পুষ্করে জন্মগ্রহণ করেন।

কপিল আদিবিদ্বান্, কারণ উপদেশব্যতিরেকে প্রথমজ্ঞান দ্বারা তিনি সনাথীকৃত হন। শ্বেতাশ্বতরেই আম্নাতহইয়াছে—'ঋষিং প্রসূতং কপিলং য স্তমগ্রে জ্ঞানৈ র্বিভর্ত্তি' (৫।২)। আজন্ম যাঁহারা ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কপিলই অগ্রণী। সেই জন্য গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—'সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ' (১০।২৬); সিদ্ধানা-মুৎপত্তিতো বিনৈব প্রযত্নমধিগতধর্ম্মাদিপুরুষার্থানামিত্যর্থঃ।

ভাগবতাদি পুরাণের মতে কপিল বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার এবং বাসুদেব ইঁহার নামান্তর। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—'কপিলো বাসুদেবাখ্যঃ সাংখ্যং তত্ত্বং জগাদ হ'। মহাভারত ইঁহাকে পরমর্ষি বলিয়াছেন, কারণ মুনিরা বলিতেন—'ঋষতে পরমং যস্মাৎ পরমর্ষি স্ততঃ স্মৃতম্'। ঋষ্ ধাতু পরস্মৈভাষা; সুতরাং এখানে পদব্যত্যয় আর্ষ। ইনি অগ্নি নামেও প্রসিদ্ধ। বনপর্ব্বে মার্কণ্ডেয় বলিয়াছেন—'কপিলং পরমর্ষিং চ যমাহু র্যতয়ঃ সদা। অগ্নিঃ স কপিলো নাম সাংখ্যযোগপ্রবর্ত্তকঃ॥'

কপিলমুনি তাহার শিষ্য আসুরিকে এবং আসুরি পঞ্চশিখকে সাংখ্যের উপদেশ দেন। পঞ্চশিখ ইহার প্রচারকল্পে নানা তন্ত্র প্রণয়ন করেন। সাংখ্যকারিকায় ঈশ্বরকৃষ্ণ লিখিয়াছেন—'এতৎ পবিত্রমগ্র্যং মুনিরাসুরয়েঽনুকম্পয়া প্রদদৌ। আসুরিরপি পঞ্চশিখায় তেন চ বহুধাকৃতং তন্ত্রম্॥' কালক্রমে এই সকল শাস্ত্র লুপ্ত হইলে ঈশ্বরকৃষ্ণ যথাশ্রুতজ্ঞান অবলম্বনপূর্ব্বক খৃষ্টজন্মের নিকটবর্ত্তী কোনও সময়ে সাংখ্যকারিকা প্রণয়ন করেন।

সাংখ্যপ্রবচনের সূত্রসমূহে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত থাকিলেও কপিলমুনি স্বয়ং পদতঃ ঐগুলি বলেন নাই। বলিলে, শাঙ্কর ভাষ্যাদি প্রাচীন গ্রন্থে উহাদের উল্লেখ থাকিত। চরক এবং সুশ্রুত সাংখ্যকারিকা বা প্রবচনসূত্র দেখেন নাই, কারণ তাঁহারা ঈশ্বর-

কৃষ্ণাদির বহুপূর্ব্ববর্ত্তী। বোধ হয়, ইঁহারা মহাভারত এবং পঞ্চশিখাদির তন্ত্র পড়িয়া বা কপিলোক্ত তত্ত্বসমাসীয় ২১টী বা ২২টী সংক্ষিপ্তসূত্র শুনিয়া স্ব স্ব গ্রন্থে উহাদের আলোচনা করিয়াছেন। ইঁহারা সাংখ্যের গুণপুরুষান্তরোপলব্ধিলক্ষণ পুরুষার্থ পর্য্যন্ত অর্থাৎ পুরুষার্থোপযোগী সংসারোচ্ছেদ পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু চিকিৎসাধিকৃত কর্ম্মপুরুষের জন্য যতটুকু আবশ্যক তাহাই লইয়াছেন। সুশ্রুত স্পষ্ট বলিয়াছেন—'সর্ব্বভূতচিন্তাশারীরং ব্যাখ্যাস্যামঃ' (১)। অভিপ্রায় এইরূপ—পঞ্চভূতাদিশারীরসমবায়ং চিকিৎসাধিকৃতং কর্ম্মপুরুষং ব্যাখ্যাস্যামঃ; নতু তস্য দুঃখবহুলসংসারম্, তৎসংসারহেতুম্, তৎসংসারহানম্, তৎসংসারহানোপায়ং চ'; পরে আবার তিনি বলিয়াছেন—'বৈদ্যকে তু ভূতেভ্যো হি পরং যস্মান্নাস্তি চিন্তা চিকিৎসিতে।' (৬)। এই ভাবে অর্দ্ধজরতীয়ন্যায়ে কতকাংশ গ্রহণপূর্ব্বক অন্যাংশ বর্জ্জন করায় সাংখ্যশাস্ত্রের আচার্য্যগণ চরকসুশ্রুতের উক্তি সমূহে দত্তাবধান নহেন।

পঞ্চশিখাদির তন্ত্র চরকসুশ্রুত দেখিয়াছেন কি না তাহা নিশ্চয়সহকারে বলা যায় না, তবে কপিলের তত্ত্বসমাসীয় সূত্রগুলি অবশ্যই তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, কারণ বেদেই কপিলের নাম পাওয়া যায়। সংসারক্লিষ্ট শিষ্যের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ তিনি স্বয়ং বলিয়াছিলেন—

(১) 'অথ তত্ত্বসমাম্নায়ঃ'। অভিপ্রায় এইরূপ—সংসারহানায় পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানামভ্যাসঃ কর্ত্তব্যঃ। (কানি পুন স্তানি ? উচ্যন্তে—)

(২) 'অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ'। অর্থাৎ—অব্যক্তমহদহংকারপঞ্চতন্মাত্রাসংজ্ঞিতা অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ। অয়মাশয়ঃ। মূলপ্রকৃতিরেকা, মহদাদ্যাঃ সপ্ত প্রকৃতিবিকৃতয় শ্চেত্যষ্টৌ বৈশেষ্যাদেব সর্ব্বা স্তদ্বাদন্যায়েন প্রকৃতয় উচ্যন্ত ইতি।

(৩) 'ষোড়শ বিকারাঃ'। অয়মভিপ্রায়ঃ—পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি মনঃ পঞ্চমহাভূতানি চেতি ষোড়শ বিশেষাঃ। অবিশেষেভ্য উৎপদ্যমানানামেতেষাং বিকারাণাং নাস্তি কশ্চিৎ তত্ত্বান্তরপরিণাম ইত্যত এতে বিশেষা-শ্চোচ্যন্তে।

(৪) 'পুরুষঃ'। ইদমাকূতম্—পঞ্চবিংশতিতমোঽয়ং পুরুষো ন প্রকৃতি র্নাপি বা বিকৃতি র্ভবতি। ততো ন কিঞ্চিদুৎপদ্যত ইতি স ন কস্যচিৎ প্রকৃতি র্নাপ্যয়ং কুতশ্চিদুৎপন্ন ইতি স ন কস্যচিদ্ বিকৃতিরপি। এতৎপুরুষতত্ত্বং ন সৃষ্টিক্রমার্থং বোধ্যম্। তথা হি শ্রূয়তে—'যোঽনাদিঃ সূক্ষ্মঃ সর্ব্বগত শ্চেতনো নির্গুণো নিত্যো দ্রষ্টা… ..ক্ষেত্রবিদপ্রসবধর্ম্মশ্চ স পুরুষ' ইতি। এবং চ পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানাং সঙ্কলনাৎ কপিল স্তত্ত্বসংখ্যাতেতি স্মর্য্যতে।

(৫) 'ত্রৈগুণ্যম্'। অর্থাৎ সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিগুণমেব ত্রৈগুণ্যম্। উক্তং চ—'সত্ত্বং প্রকাশকং বিদ্যাদ্ রজো বিদ্যাৎ প্রবর্ত্তকম্। তমো বিমোহনং বিদ্যাৎ ত্রৈগুণ্যং নাম কীর্ত্তিতম্॥' ইতি। স্মর্য্যতে হি ভাগবতে—'সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবা' ইতি। গীয়তে চ 'প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি। বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥' (১৩।২০) ইতি।

(৬) 'সঞ্চরঃ'। উৎপত্তিঃ পরিণামক্রমেণেত্যর্থঃ। পরিণাম-ক্রমশ্চ প্রকৃতে র্বুদ্ধি র্বুদ্ধেরহংকার স্তত ইন্দ্রিয়াণি তন্মাত্রাণি চ তন্মাত্রতো মহাভূতানীতি।

(৭) 'প্রতিসঞ্চরঃ'। প্রলয়ো হি বিপরিণামক্রমেণেত্যর্থঃ। বিপরিণামক্রমশ্চ—মহাভূতানি তন্মাত্রেষু তন্মাত্রাণি

সেন্দ্রিয়াণ্যহংকারে অহংকারো বুদ্ধৌ বুদ্ধিঃ প্রকৃতাবিতি।

(৮) 'অধ্যাত্মমধিভূতমধিদৈবং চ'। অয়মাশয়ঃ। মহদহংকারেন্দ্রিয়াণি স্বয়মধ্যাত্মসংজ্ঞিতানি ভবন্তি। যে চ তেষাং ব্যবসায়া স্ত এবাধিভূতসংজ্ঞিতা ভবন্তি। যা যাঃ পুন র্দেবতা মূলপ্রকৃতেঃ সত্ত্বপ্রধানা উৎপদ্যন্তে তা স্তা এব মহদাদীনামাধিদৈবত্যমাপন্না স্তেষাং স্ফূর্ত্তিকরণত্বাদিতি। এবং চ—বুদ্ধিরধ্যাত্মম্, বোদ্ধব্যমধিভূতম্, ব্রহ্মা তত্রাধিদৈবতম্; অহংকারোঽধ্যাত্মম্, অহংকর্ত্তব্যমধিভূতম্, রুদ্রস্তত্রাধিদৈবতম্; মনোঽধ্যাত্মম্, সংকল্পয়িতব্যং বিকল্পয়িতব্যং বাধিভূতম্, চন্দ্র স্তত্রাধিদৈবতম্; শ্রোত্রমধ্যাত্মম্, শ্রোতব্যমধিভূতম্, দিশ স্তত্রাধিদৈবতম্; ত্বগধ্যাত্মম্, স্পর্ষ্টব্যমধিভূতম্, বায়ুস্তত্রাধিদৈবতম্; চক্ষুরধ্যাত্মম্, দ্রষ্টব্যমধিভূতম্, সূর্য্যস্তত্রাধিদৈবতম্; জিহ্বাঽধ্যাত্মম্, রসয়িতব্যমধিভূতম্, আপস্তত্রাধিদৈবতম্; ঘ্রাণমধ্যাত্মম্, ঘ্রাতব্যমধিভূতম্, পৃথিবী তত্রাধিদৈবতম্; বাগধ্যাত্মম্, বক্তব্যমধিভূতম্, অগ্নিস্তত্রাধিদৈবতম্; হস্তঃ পাণির্বাধ্যাত্মম্, আদাতব্যং প্রদাতব্যং বাধিভূতম্, ইন্দ্রস্তত্রাধিদৈবতম্; পাদাবধ্যাত্মম্, গন্তব্যমধিভূতম্, বিষ্ণুস্তত্রাধিদৈবতম্; পায়ুরধ্যাত্মম্, উৎস্রষ্টব্যমধিভূতম্, মৃত্যুস্তত্রাধিদৈবতম্; উপস্থোঽধ্যাত্মম্, আনন্দয়িতব্যং মতান্তরে তু শুক্রমধিভূতম্, প্রজাপতি স্তত্রাধিদৈবতং চেতি।

(৯) 'পঞ্চাভিবুদ্ধয়ঃ'। অস্য প্রপঞ্চঃ—আভিমুখ্যা বুদ্ধিরভিবুদ্ধিরভিমানঃ। স চাত্মপরামর্শপ্রত্যয়লক্ষণঃ ক্রিয়াবিশেষঃ। তত্র সংকল্পো বিকল্পো বা মনসঃ ক্রিয়া। ইদং করণীয়মিত্যধ্যবসায়ো বুদ্ধিক্রিয়া। অহংকরো-

মীত্যহংকারক্রিয়া। শব্দাদিবিষয়ালোচনালক্ষণা ক্রিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাম্। বচনাদিব্যাপারলক্ষণা ক্রিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়াণামিতি পঞ্চাভিবুদ্ধয়ো ব্যাখ্যাতাঃ।

(১০) 'পঞ্চকর্ম্মযোনয়ঃ'। অস্য প্রপঞ্চিতার্থঃ। ধৃতিঃ শ্রদ্ধা সুখাদি বিবিদিষাঽবিবিদিষা চেতি পঞ্চকর্ম্মযোনয়ঃ।

(১১) 'পঞ্চবায়বঃ'। প্রাণোঽপানঃ সমান উদানো ব্যানশ্চেতি পঞ্চবায়বঃ।

(১২) 'পঞ্চকর্ম্মাত্মানঃ'। অস্য প্রপঞ্চিতার্থঃ—বৈকারিক স্তৈজসো ভূতাদিঃ সানুমানো নিরনুমান শ্চেতি পঞ্চ কর্ম্মাত্মানঃ। তত্র বৈকারিকঃ শুভকর্ম্মকর্ত্তা। তৈজসোঽশুভকর্ম্মকর্ত্তা। ভূতাদি মূঢ়কর্ম্মকর্ত্তা। সানুমানঃ শুভমূঢ়কর্ম্মকর্ত্তা। নিরনুমানঃ শুভামূঢ়কর্ম্মকর্ত্তা। এতে পঞ্চকর্ম্মকর্ত্তারঃ।

(১৩) 'পঞ্চপর্ব্বাঽবিদ্যা'। এতৎ কাপিলসূত্রং বার্ষগণ্যত উপলব্ধমিতি কেচিৎ। অবিদ্যাশব্দ ইহ বিপর্য্যয়পরামর্শী। পঞ্চ বিপর্য্যয়ভেদা হি তমো মোহোমহামোহে স্তামিস্রোঽন্ধতামিস্র শ্চেতি। তত্র—অজ্ঞানমাত্রং তমঃ, অনাত্মস্বাত্ম জ্ঞানাভিমানো মোহঃ, দৃষ্টানুশ্রবিকেষু বিষেয়েষু সুখ দুঃখানুভবো মহামোহঃ,ঐশ্বর্য্যাদ্ ভ্রংশিতস্য যদ্দুঃখং স তামিস্রঃ, মিথ্যাজ্ঞানেঽভিনিবেশোঽন্ধতামিস্র ইত্যাশয়ঃ।

(১৪) 'অষ্টাবিংশতিধাঽশক্তিঃ'। অস্য প্রপঞ্চিতার্থঃ। একাদশেন্দ্রিয়বধাঃ সপ্তদশবুদ্ধিবধা ইতি। একাদশেন্দ্রিয়বধাঃ—শ্রোত্রচক্ষুর্ঘ্রাণানাং বাধির্য্যান্ধত্বাঘ্রাতৃত্বানি, বাচো মূকত্বম্, জিহ্বায়া জাড্যম্, মনস উন্মাদঃ, পাণিপাদোপস্থানাং কৌণ্যপঙ্গুত্বক্লৈব্যানি, ত্বগিন্দ্রিয়স্য কুষ্ঠঃ, পায়োরুদাবর্ত্ত ইতি। তদুক্তম্—বাধির্য্যমান্ধ্যাঘ্রাতৃত্বে মূকতা জড়তা তথা।

উন্মাদকৌণ্যকুষ্ঠানি ক্লৈব্যোদাবর্ত্তপঙ্গুতাঃ ॥ইতি। বুদ্ধেরপি বধা অশক্তয় স্তুষ্টিভেদসিদ্ধিভেদবৈপরীত্যেন। তুষ্টিভেদা নব সিদ্ধিভেদা শ্চাষ্টৌ যে তদ্‌বিপর্য্যয়াঃ সপ্তদশবুদ্ধিবধাঃ।

(১৫) 'নবধা তুষ্টিঃ'। তথা হি সাংখ্যকারিকা—'আধ্যাত্মিক্য শ্চতস্রঃ প্রকৃত্যুপাদানকালভাগ্যাখ্যাঃ। বাহ্যা বিষয়োপরমাৎ পঞ্চ...... ॥' (৫০)। ব্যাখ্যা পুনরাকরে দ্রষ্টব্যা।

(১৬) 'অষ্টধা সিদ্ধিঃ'। তথা হি সাংখ্যকারিকা—'ঊহঃ শব্দোঽধ্যয়নং দুঃখবিঘাতা স্ত্রয়ঃ সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ। দানং চ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ সিদ্ধেঃ পূর্ব্বোঽঙ্কুশ স্ত্রিবিধঃ॥ (৫১)। ব্যাখ্যা পুনরাকরে দ্রষ্টব্যা।

(১৭) 'অনুগ্রহঃ সর্গঃ'। 'ন বিনা ভাবৈ র্লিঙ্গং ন বিনা লিঙ্গেন ভাবনির্ব্বৃত্তিরি'ত্যাদি দ্বিপঞ্চাশৎ সাংখ্যকারিকা দ্রষ্টব্যা।

(১৮) 'চতুর্দ্দশবিধো ভূতসর্গঃ'। উক্তং চ—'অষ্টবিকল্পো দৈব স্তির্য্যগ্‌যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি। মানুষ্য শ্চৈকবিধঃ সমাসতো ভৌতিকঃ সর্গঃ॥' অষ্টপ্রকারো দৈবঃ—ব্রাহ্মঃ প্রাজাপত্যঃ সৌম্য ঐন্দ্রো গান্ধর্ব্বো যাক্ষো রাক্ষসঃ পৈশাচইত্যষ্টৌ দেবযোনয়ঃ। পশুমৃগপক্ষিসরীসৃপস্থাবরা স্তির্য্যগ্‌যোনয়ঃ। তত্র পশবো গবাদ্যা গ্রাম্যাঃ, মৃগাঃ সিংহাদ্যা আরণ্যাঃ। যদ্বা লোমগুচ্ছান্বিতলাঙ্গুলাগ্রাঃ পশুব স্তদন্যে মৃগাঃ। পক্ষিণো হংসাদ্যাঃ, সরীসৃপাঃ সর্পাদয়ঃ, স্থাবরা বৃক্ষাদয়শ্চেতি। মানুষ্যশ্চৈকবিধঃ—ইতি চতুর্দ্দশবিধো ভূতসর্গঃ।

(১৯) 'ত্রিবিধো বন্ধঃ'। বন্ধ স্ত্রিপ্রকারঃ—প্রকৃতিবন্ধো দক্ষিণাবন্ধো বিকারবন্ধশ্চেতি। যেষাং প্রকৃতিরেব পরতত্ত্বং নান্যৎ তেষাং প্রকৃতিবাদিনাং প্রাকৃতিকো বন্ধঃ। ইষ্টাপূর্ত্তকারিণাং কর্ম্মবাদিনাং দক্ষিণাবন্ধঃ। পুরুষবুদ্ধ্যা বিকারান্ য

উপাসতে তেষাং বিকারবন্ধঃ। তান্ প্রতীদমুচ্যতে—'দশমন্বন্তরাণীহ তিষ্ঠন্তীন্দ্রিয়চিন্তকাঃ। ভৌতিকাস্তু শতং পূর্ণং সহস্রং ত্বাভিমানিকাঃ। বৌদ্ধা দশসহস্রাণি তিষ্ঠন্তি বিগতজ্বরাঃ॥' ইতি।

(২০) 'ত্রিবিধো মোক্ষঃ'। উক্তং চ—'জ্ঞানেন প্রথমো মোক্ষো দ্বিতীয়ো রাগসংক্ষয়াৎ। কর্ম্মক্ষয়াৎ তৃতীয়স্তু ব্যাখ্যাতং মোক্ষলক্ষণম্॥' ইতি। লোকায়তিকা স্ত্বাহুঃ—'সুখেষু ভুজ্যমানেষু যৎ স্যাদ্ দেহবিসর্জ্জনম্। অয়মেব পরো মোক্ষো ন মোক্ষোঽন্যঃ ক্বচিৎ পুনঃ॥' (কাশীখণ্ড ৫৮।১০৬) ইতি। ইহা Eudemonism.

(২১) 'ত্রিবিধং প্রমাণম্'। দৃষ্টমনুমানমাপ্তবাক্যং চেতি প্রমাণং ত্রিবিধম্। তত্র দৃষ্টং প্রত্যক্ষম্। ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়াঃ পঞ্চপ্রত্যক্ষাঃ। অনুমানং লিঙ্গসন্দর্শনাৎ প্রজায়মানং জ্ঞানম্। আপ্তবাক্যং বেদঃ। উক্তং চ—'প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে। এনং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্ বেদস্য বেদতা॥' ইতি। যদ্বা—আপ্তানাং বাক্যমাপ্তবাক্যম্। কঃ পুনরাপ্তঃ ? 'স্বকর্ম্মণ্যভিযুক্তো যো রাগদ্বেষবিবর্জ্জিতঃ। জ্ঞানবান্ শীলসম্পন্ন আপ্তো জ্ঞেয়স্তু তাদৃশঃ॥' ইতি। ভগবান্ পতঞ্জলিরপ্যাহ—'আপ্তো নামানুভবেন বস্তুতত্ত্বস্য কার্ৎস্ন্যেন নিশ্চয়বান্ রাগাদিবশাদপি নান্যথাবাদী যঃ স' ইতি।

(২২) 'ত্রিবিধং দুঃখম্'। অয়মভিপ্রায়ঃ। আধ্যাত্মিকমাধিভৌতিকমাধিদৈবিকং চেতি ত্রিবিধং দুঃখম্। আত্মন্যধ্যাত্মম্। তত্র যদ্ ভবতি তদাধ্যাত্মিকম্। আধ্যাত্মিকং দুঃখং দ্বিবিধম্—শারীরং মানসং চেতি। তত্র বাতপিত্তশ্লেষ্মণাং বৈষম্যেণ জ্বরাদিদুঃখং শরীরে ভবতীতি শারীরম্।

যৎ কামক্রোধাদিভি র্মনসি ভবতি তম্মানসম্। অধি-ভূতেভ্যো ভবমাধিভৌতিকম্। এতদুক্তং ভবতি—চতুর্ব্বিধভূতগ্রামেভ্যঃ সকাশাদুপজায়তে যৎ তদাধি-ভৌতিকং দুঃখমিতি। চতুর্ব্বিধভূতগ্রামেভ্যো জরায়ু-জাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জেভ্য ইত্যাশয়ঃ। দেবানামিদং দৈবং, যদ্বা দিবঃ প্রভবতীতি দৈবম্। তদধিকৃত্য যদুপজায়তে তদাধিদৈবিকম্। যচ্চ শরীরে গ্রহাবেশাদীনি দৈবান্যধিকৃত্য ভবতি তদপ্যাধিদৈবিকম্। ইতি তত্ত্বসমাম্নায়প্রকরণং সমাপ্তম্।

সাংবভ্য—Bower-পাণ্ডুলিপিতে আছে—'আত্রেয়-হারীত-পবাশর-ভেল-গর্গ-সাংবভ্য-সুশ্রুত-বশিষ্ঠ-করাল-কাপ্যাঃ' (১৫৮, ১১ পৃঃ)। 'শাংবত্য' স্থলে লেখকের প্রমাদবশতঃ সাংবভ্য লিখিত হইয়াছে। 'শাংবত্য' নাম দ্রষ্টব্য।

সিংগণভট্ট—ত্রিমল্লভট্টের পিতামহ।

সিদ্ধনাথ—'নিত্যনাথ' নাম দ্রষ্টব্য।

সিদ্ধ প্রাণনাথ—'প্রাণনাথ' নাম দ্রষ্টব্য।

সিদ্ধলক্ষ্মীশ্বর—ঢুণ্ঢুকনাথের গুরু এবং রসাচার্য্য।

সিনীবালী—অঙ্গিরা এবং শ্রদ্ধার কন্যা। কুহূ রাকা এবং অনুমতি বা অনুমতী ইঁহার ভগিনী। ভাগবতে স্মৃত হইয়াছে—'শ্রদ্ধা ত্বঙ্গিরসঃ পত্নী চতস্রোঽসূত কন্যকাঃ। সিনীবালী কুহূরাকা চতুর্থ্যনুমতি স্তথা॥' ইঁহারা সকলেই দেবপত্নী এবং ভিন্ন ভিন্ন তিথির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

শ্রুতির নির্দ্দেশ আছে—'দ্বয়ী হ বা অমাবস্যা, যা পূর্ব্বামাবস্যা সা সিনীবালী। যা চোত্তরা সা কুহূরিতি।' স্মৃতিও বলিয়াছেন—'দৃষ্টচন্দ্রা সিনীবালী নষ্টচন্দ্রা কুহূর্মতা।' লৌগাক্ষি ভাস্কর লিখিয়াছেন—'তিথিক্ষয়ে সিনীবালী নষ্টচন্দ্রা কুহূর্মতা। বাহুল্যেঽপি কুহূ র্জ্ঞেয়া

বেদবেদান্তবেদিভিঃ ॥' শ্লোকের অভিপ্রায় এইরূপ—চতুর্দ্দশীতিথিযুক্ত অমাবস্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সিনীবালী, ইহাতে চন্দ্র দেখা যায়; দর্শের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কুহূ, ইহাতে চন্দ্র দেখা যায় না। কেহ কেহ বলেন, অমাবস্যার পর প্রতিপৎতিথিতেও চন্দ্র দৃষ্ট না হওয়ায় ইহারও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কুহূ। দর্শ অর্থাৎ অমাবস্যা। চন্দ্র ও সূর্য্যের সঙ্গমকাল বলিয়া ইহার নাম দর্শ। উক্তি আছে—'একত্রস্থৌ চন্দ্রসূর্য্যৌ দর্শনাদ্ দর্শ উচ্যতে।' অর্থাৎ সমরাশিতে চন্দ্রসূর্য্যের দর্শন হয় বলিয়া অমাবস্যাকে দর্শ বলে। অমাবস্যা ও অমাবাস্যা একার্থ-বোধক শব্দ—অমা সহ বসতো যস্যাং তিথৌ চন্দ্রার্কাবিতি অমাপূর্ব্বাদ্ বসতেঃ ক্যপ্ ততো আপ্ অমাবস্যা, পক্ষে ণ্যত্ ততো আপ্—অমাবাস্যা। অমা চন্দ্রস্যাদ্যা কলা।

সিনীবালী শব্দের নির্ব্বচন—সিন্যা শুক্লয়া চন্দ্রকলয়া বল্যতে মিশ্রত ইতি ঘঞ্ ততো ঙীষ্। স্ত্রীর গর্ভধারণার্থে ইহার উপাসনা-মন্ত্র গর্ভাধান সংস্কারে শ্রুত হয়—'গর্ভং ধেহি সিনীবালি……'ইত্যাদি (ঋগ্বেদ)—হে সিনীবালি, নিষিক্তং গর্ভং ধারয়েত্যর্থঃ। ভ্রূণের রক্ষার্থে বা মঙ্গলার্থে ঋগ্বেদের আর একটী মন্ত্র পঠিত হয়—'যা গুংগূর্য্যা সিনীবালী যা রাকা যা সরস্বতী। ইন্দ্রাণীমহ্ব উতয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে॥' (২।৭।১৫)। উতয়ে স্বস্তয়ে। ভ্রূণাদীনাং রক্ষণার্থং মঙ্গলার্থং চাহ্বে আহ্বয়ামীত্যর্থঃ। গুংগূ কুহূর নামান্তর।

বৈদ্যসম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধি না থাকিলেও উক্তরূপে সৃষ্টিস্থিতির সহায়তাহেতু সিনীবালীকে আয়ুর্ব্বেদের একজন আচার্য্যা বলা হয়।

সিন্ধুদ্বীপ—অম্বরীষ রাজার পুত্র এবং অথর্ব্ববেদের ভৈষজ্য-বিষয়ক প্রথম কাণ্ডস্থ ৪-৫ সূক্তীয়মন্ত্রাদির দ্রষ্টা। ঋগ্বেদের মতে ইনি 'শং নো দেবীঃ……' (১০।১।৯।৪) মন্ত্রের দ্রষ্টা। অথর্ব্ব-বেদ মতে ইহার নাম 'সিন্ধুদ্বীপ অথর্ব্বাকৃতি'। এই বেদের ভৈষজ্য-বিষয়ক প্রথম কাণ্ডস্থ ষষ্ঠ সূক্তীয় 'শং নো দেবীঃ……' ইত্যাদি মন্ত্র

ইনিই দর্শন করেন। কিন্তু হলায়ুধ বলেন যে, দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণ ঐ মন্ত্রের দ্রষ্টা। দধ্যঙ্ বা দধীচি অথর্ব্ব মুনির পুত্র। সিন্ধুদ্বীপ এবং দধ্যঙ্ এক ব্যক্তি কিনা তাহা অনুসন্ধেয়।

সিংহগুপ্ত—বৈদ্যনিঘণ্টুকৃৎ প্রথম বাগ্ভটের পুত্র, অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহাদিপ্রণেতা দ্বিতীয় বাগ্ভটের পিতা, এবং সম্ভবতঃ ৩ খৃষ্টশতাব্দীয়। অষ্টাঙ্গসংগ্রহস্থিত বাজীকরণবিধির উত্তরস্থানে ইহাদের পরিচয় সম্বন্ধে লিখিত আছে—

'ভিষগ্বরো বাগ্ভট ইত্যভূন্মে পিতামহো নামধরোঽস্মি যস্য।
সুতোঽভবৎ তস্য চ সিংহগুপ্ত স্তস্যাপ্যহং সিন্ধুষু জাতজন্মা॥'

আয়ুর্ব্বেদে সিংহগুপ্তের কোন গ্রন্থ জানা না থাকিলেও তাহার বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। তিনি তৎকালিক বৈদ্যদের অগ্রণী ছিলেন। রসরত্নসমুচ্চয়ের পুষ্পিকায় লিখিত আছে —'ইতি শ্রীবৈদ্যপতি-সিংহগুপ্তস্য সুনোঃ……' ইত্যাদি। অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহ হইতে বুঝা যায় যে, সিংহগুপ্তের মহতী বিদ্যাই তৎপুত্র দ্বিতীয় বাগ্ভটে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তথায় লিখিত আছে—

'সমধিগম্য গুরোরবলোকিতাদ্ গুরুতরাচ্চ পিতুঃ প্রতিভাং ময়া।
সুবহুভেষজশাস্ত্রবিলোচনাৎ সুবিহিতোঽঙ্গবিভাগবিনির্ণয়ঃ॥' (৬)।

ইহার শশিলেখায় ইন্দু পণ্ডিত বলিয়াছেন—"ময়া চাগ্নিবেশাদি-কৃতায়ুর্ব্বেদাঙ্গবিভাগনিশ্চয়ো রচিতঃ। কথমিত্যাহ—অবলোকিতা-খ্যাদাদিগুরোঃ প্রতিভাং বুদ্ধিবিকাশং সমধিগম্য। ন কেবলং তস্মাদেব গুরো র্যাবদ্ গুরুতরাচ্চ পিতুঃ। কিম্ভূতাৎ পিতুরিত্যাহ—সুবহুভেষজং যচ্ছাস্ত্রং তদেবাশেষার্থপরিজ্ঞানহেতুত্বাদ্ বিলোচনং যস্য।" ইহা ব্যতীত গদনিগ্রহে 'খদিরগুটিকা' প্রস্তুত করণের একটী নিয়ম সিংহগুপ্তে আরোপিত হইয়াছে (Vol I, p. 232)। তথায় শার্ঙ্গদেবের পিতা ১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয় তত্ত্বানুসন্ধিৎসু সোঢ়ল বৈদ্য বলিয়াছেন—'নাম্না খদিরবটিকা কথিতেয়ং সিংহগুপ্তেন……'। এই

সকল কথা শুনিয়া মনে হয় যে, সিংহগুপ্তের কোনও না কোন বৈদ্যকগ্রন্থ অবশ্যই ছিল, এখন কিন্তু খুব সম্ভবতঃ কালগর্ভে নিমগ্ন হইয়াছে।

সিংহ দত্ত—অশ্বশাস্ত্রকৃৎ। গ্রন্থকার বলিয়াছেন—'অশ্বশাস্ত্রসমুদ্রং তং সিংহদত্তেন ভাষিতম্'।

সুকীর বৈদ্য—সম্ভবতঃ ১২ খৃষ্টশতাব্দীয় নিদানটীকাকার। মধুকোষে ইঁহার নাম পাওয়া যায়, কিন্তু টীকাখানি এখন সুদুর্ল্লভ।

সুখলতা—'শ্রীসুখলতা' নাম দ্রষ্টব্য।

সুখানন্দ—বৈদ্যজীবনের 'দীপিকা' নাম্নী টীকা করিয়াছেন। ইনি সম্ভবতঃ ১৮ খৃষ্টশতাব্দীয়। 'দীপিকা' মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাই এখন অধিকতর প্রচলিত।

সুদান্ত সেন—সম্ভবতঃ ১২ খৃষ্টশতাব্দীয়। কেহ কেহ ইঁহাকে সুদত্ত সেন বলিয়াছেন। ইনি চরকের ব্যাখ্যাকার। মধুকোষে ইঁহার নাম পাওয়া যায়। রসায়নাধিকারের তত্ত্বচন্দ্রিকায় শিবদাস সেন নামগ্রহণ পূর্ব্বক ইঁহার বচন উঠাইয়াছেন (৫৯১ পৃঃ বঙ্গীয় সংস্করণ)। রত্নপ্রভায় নিশ্চলকরও ইঁহার নাম করিয়াছেন। সুদান্তের গ্রন্থ এখন দৃষ্ট নহে।

সুধীশ্বর বৈদ্য বা সুধীর বৈদ্য—সম্ভবতঃ ১২ খৃষ্টশতাব্দীয়। মধুকোষের প্রারম্ভেই ইঁহার নাম আছে। বোধ হয়, ইনি মাধব নিদানের ব্যাখ্যাকার। ইঁহার কোনও গ্রন্থই এখন পাওয়া যায় না।

সুপ্রভ—একজন রাজর্ষি এবং আয়ুর্ব্বোদাচার্য্য। Bower-পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয়খণ্ডস্থিত 'নাবনীতক' গ্রন্থে ইঁহার 'হবুষা বস্তি' (Havusha enema) বর্ণিত হইয়াছে। Dr. Hoernle বলেন—'Suprabha does not appear to be known as a physician outside the Navanitaka (Bower Mss. Introduction p. lxii).

সুভুতি গৌতম—একজন আয়ুর্ব্বেদীয় আচার্য্য। সুশ্রুত ইঁহার নাম করিয়াছেন। ইনি বৌদ্ধ সুভূতি নহেন।

সুরজিৎ—লঘুনিদান-প্রণেতা। ইনি গুঠিনাগড়িয়া গ্রামে থাকিতেন।

সুরসেন—শূরসেন নাম দ্রষ্টব্য।

সুরামন্দ—একজন প্রসিদ্ধ হঠযোগী এবং রসাচার্য্য। কোনও কোন গ্রন্থে প্রমাদবশতঃ 'সুরানন্দ' লিখিত আছে। 'সুরামন্দ-সিদ্ধান্ত' নামে একখানি গ্রন্থের কথা শুনা যায়।

সুরেশ্বর—১০৭৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গাধিপতি ভীমপালের আদেশে 'শব্দ-প্রদীপ' নামক বৈদ্যককোষ প্রণয়ন করেন। কীথ্ সাহেবও ইঁহাকে ১১ খৃষ্টশতাব্দীয় বলিয়াছেন (H. S. L, p 512).

সুবর্ণনাভ—শ্বেতকেতুর কামশাস্ত্র প্রতিসংস্কারপূর্ব্বক একখানি সংক্ষিপ্ত কামশাস্ত্রীয় গ্রন্থ করেন। বাৎস্যায়ন ইঁহার মতবাদ লইয়াছেন।

সুবীর—সুশ্রুত ব্যাখ্যাকার এবং সম্ভবতঃ ১০ খৃষ্টশতাব্দীয়। রত্নপ্রভায় নিশ্চল কর লিখিয়াছেন—'তত্র সুবিস্তরং সুবীরজেজ্জটৌ জল্পিতবন্তৌ, তদসারমিতি চন্দ্রিকাকারঃ (গয়দাসঃ)'। ইঁহার গ্রন্থ এখন সুদুর্ল্লভ।

সুশ্রুত—রাজর্ষি শালিহোত্রের পুত্র এবং হয়শাস্ত্রবেত্তা। পিতার নিকট ইনি অশ্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শালিহোত্রসংহিতায় লিখিত আছে—'শালিহোত্রং মুনিশ্রেষ্ঠং সুশ্রুতঃ পরিপৃচ্ছতি। অশ্বপ্রশংসা-মাহাত্ম্যং ন জ্ঞাতং তত্ত্বতো ময়া॥' দুর্ল্লভগণকৃত 'সিদ্ধোপদেশ-সংগ্রহ' নামক অশ্ববৈদ্যকগ্রন্থে লিখিত আছে—'শালিহোত্রেণ গর্গেণ সুশ্রুতেন চ ভাষিতম্। তত্ত্বং যদ্ বাজিশাস্ত্রস্য তৎসর্ব্বমিহ সংস্থিতম্॥' এ সুশ্রুত শালিহোত্রের পুত্র এবং শিষ্য, আর ধান্বন্তর সুশ্রুত বিশ্বামিত্রের পুত্র এবং কাশীরাজ দিবোদাসের শিষ্য।

সুশ্রুত—নাবনীতক এবং সুশ্রুততন্ত্র প্রণেতা। ইনি বিশ্বামিত্রের পুত্র (মহাভারত এবং গরুড়পুরাণ ১৫ অ°)। বিশ্বামিত্র ইঁহাকে বলিয়াছিলেন—'স্ববৈদ্য ভগবান্ ধন্বন্তরি কাশীরাজ দিবোদাসরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তুমি লোকহিতের জন্য তাঁহার নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন পূর্ব্বক রোগভয়াভিভূত মনুষ্যগণকে অভয়দান করিয়া নিরাময় করিও, কারণ ইহা মনুষ্যের একটী উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম।' (গরুড়পুরাণ ১৫ অধ্যায়)। সত্য সত্যই ইহা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। মহাভারতে স্মৃত হইয়াছে—'একতঃ ক্রতবঃ সর্ব্বে সহস্রবরদক্ষিণাঃ। অন্যতো রোগভীতানাং প্রাণিনাং প্রাণরক্ষণম্॥' সম্প্রদায়ও বলেন—'অভয়স্য হি যো দাতা তস্যৈব সুমহৎফলম্। ন হি প্রাণসমং দানং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে॥'

শালিহোত্রের পুত্র এবং শিষ্য সুশ্রুত একজন হয়ায়ুর্ব্বেদবেত্তা। বিশ্বামিত্রতনয় সুশ্রুত নরায়ুর্ব্বেদবেত্তা অর্থাৎ অষ্টাঙ্গায়ুর্ব্বেদবেত্তা। ইনি কাশীরাজ ধন্বন্তরির শিষ্য এবং সেই হেতু ইঁহাকে ধান্বন্তর সুশ্রুত বলা হয়। ইঁহার সহিত অনেকেই কাশীরাজের নিকট অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ঔপধেনব, বৈতরণ, ঔরভ্র, পৌষ্কলাবত, করবীর্য্য এবং গোপুররক্ষিত সুপ্রসিদ্ধ। কাহারও কাহার মতে গোপুর এবং রক্ষিত দুইজন ব্যক্তি। পাঠান্তে ইঁহারাও স্ব স্ব নামে এক একখানি তন্ত্র প্রণয়ন করেন। তবে সৌশ্রুততন্ত্রের ন্যায় এ সকল তন্ত্র আদৃত হয় নাই। প্রতিসংস্কারের পর সুশ্রুততন্ত্র 'সুশ্রুতসংহিতা' নামে অভিহিত হয়।

সুশ্রুতের নামে এখন দুইখানি গ্রন্থ প্রচলিত—সুশ্রুতসংহিতা এবং নাবনীতকসংহিতা। তন্মধ্যে প্রথমতঃ সুচীকটাহন্যায়ে আমরা নাবনীতকের আলোচনা করিব। নবং নীয়ত ইতি নবনীতম্, তদেব নাবনীতম্, ততঃ স্বার্থে কন্নিতি নাবনীতকম্। নমু, স্বার্থে কন্নিতি সূত্রং নোপলভ্যতে। সত্যম্। কিন্তু 'ন সামিবচনে' (পা ৫।৪।৫)

ইত্যেতন্নিষেধসূত্রমত্যন্তস্বার্থিকমপি কনং জ্ঞাপায়তি—বহুতরকম্। উক্তং চ কাশিকায়াম্—'কেন পুনঃ স্বার্থিকঃ কন্ বিহিতঃ? এতদেব জ্ঞাপকং ভবতি স্বার্থে কন্নিতি'। যদ্বা নাবনীতকং তত ইবার্থে কনা নাবনীতকম্ (পা ৫।৩।৯৬)। নাবনীতকনাম্নী সংহিতা নাবনীতকসংহিতা।

কেহ কেহ বলেন, সুশ্রুততন্ত্র যেমন ১-২ খৃষ্টশতাব্দীতে প্রতি-সংস্কারের পর 'সুশ্রুত সংহিতা' নামে অভিহিত হয়, নাবনীতকতন্ত্রও সেইরূপ কশ্‌গড়াদিস্থিত বৌদ্ধগণকর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত হইয়া 'নাবনীতক সংহিতা' নাম ধারণ করে। ইহা কিন্তু সুচিন্তাপ্রসূত নহে। কারণ মৌলিক প্রবন্ধের নাম 'তন্ত্র' (original tract) এবং সংগ্রহমূলক গ্রন্থের নাম সংহিতা (compilation from older materials)। নাবনীতকের আরম্ভেই লেখা আছে—'প্রাক্-প্রণীতৈ র্মহর্ষীণাং যোগমুখ্যৈঃ সমন্বিতম্। বক্ষ্যেঽহং সিদ্ধসঙ্কর্ষং নাম্না বৈ নাবনীতকম্॥' সিদ্ধঃ প্রসিদ্ধঃ সঙ্কর্ষঃ সংগ্রহ আহরণং বা যত্র তৎ সিদ্ধসঙ্কর্ষম্। অতএব ইহার বিষয়সমূহ পূর্ব্বাচার্য্যদের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। সেইজন্য ইহাকে 'সংহিতা' বলাই উচিত। চক্রপাণি দত্তও ইহাকে সংহিতা বলিয়াছেন।

১০—১১ খৃষ্টশতাব্দীয় চন্দ্রটাচার্য্য, ১১ খৃষ্টশতাব্দীয় চক্রপাণি দত্ত এবং ১২-১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় 'রত্নপ্রভা' প্রণেতা নিশ্চলকরাদি প্রাচীন বৈদ্যকগ্রন্থকারদের মধ্যে কেহ কেহ নামোল্লেখপূর্ব্বক নাবনীতকের প্রমাণ লইয়াছেন, আর কেহ কেহ বা নামোল্লেখ না করিয়া উহার কল্পযোগাদি গ্রহণ করিয়াছেন। ১৫-১৬ খৃষ্টশতাব্দীয় শিবদাস সেনও নাবনীতকের শ্লোক উঠাইয়াছেন, কিন্তু উহা মূলগ্রন্থ হইতে গৃহীত কি রত্নপ্রভা হইতে গৃহীত তাহা বলা সুকঠিন। যাহাই হউক, ১৬৫৬ খৃষ্টশতাব্দীয় কবীন্দ্রসূচীতে এ গ্রন্থের উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ ১৭খৃষ্টশতাব্দীর পূর্ব্বেই উহা

ভারত হইতে অন্তর্হিত হয়। সম্প্রতি তিব্বতের উত্তরে প্রাচীন চীনসাম্রাজ্যস্থিত 'কশ্‌গড়িয়া' বিভাগের অন্তর্গত 'কশ্‌গড়' নগর হইতে ক্যাপ্‌টেন্ বাওয়ার (Captain Bower) একখানি খুব পুরাতন পাণ্ডুলিপি আনিয়া পাঠোদ্ধারের জন্য কলিকাতাস্থ Madrasah Collegeএর প্রধান অধ্যাপক Dr. A. F. Rudolf Hoernle সাহেবের হস্তে অর্পণ করেন। বহুকষ্টে পাঠোদ্ধার-পূর্ব্বক ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ঐ পাণ্ডুলিপিখানি 'Bower Manuscript' নামে Hoernle সাহেব কর্ত্তৃক সচিত্র, সানুবাদ এবং সটিপ্পণ মুদ্রিত হইয়াছে। প্রাচীন লিপিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ (Palæographers) বলেন যে, কোনও প্রতিলিপির প্রতিলিপি হইতে এই পাণ্ডুলিপিখানি অন্ততঃ ১৬০০ বৎসরের কিছু পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন হস্তে লিখিত হয়। ইহার দ্বিতীয় খণ্ডের প্রারম্ভে এবং চতুর্থাধ্যায়ের পুষ্পিকায় 'নাবনীতক' নাম দৃষ্ট হওয়ায় বুঝা যায় যে, এখন 'নাবনীতক-সংহিতা' পাওয়া গিয়াছে। নিশ্চলকুর এবং শিবদাস ইহার নাম করিয়া শ্লোক উঠাইয়াছেন—'নিদিগ্ধিকায়াঃ স্বরসং গ্রাহয়েদ্ যন্ত্রপীড়িতম্। চতুর্গুণে রসে তস্মিন্ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥' এবং এই শ্লোক সম্প্রতিলব্ধ গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়স্থ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। অতএব ভারতীয় প্রাচীন বৈদ্যগণ যে নাবনীতক সংহিতার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইতে বর্ত্তমান গ্রন্থ বিভিন্ন নহে।

পুরাকালে কাশ্মীরাধিপতি মহারাজ কুশ কাশ্মীর হইতে তিব্বতের উত্তরে রাজ্যবিস্তারপূর্ব্বক তাহার রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত একটী প্রকাণ্ড গড় বা দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এই 'কুশগড়' নাম হইতেই পরবর্ত্তী কালে কশ্‌গড়াদি নামের উদ্ভব হইয়াছে। খোকন, খোটান্ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগরও কশ্‌গড়িয়ার অন্তর্গত। দ্বিতীয় খৃষ্টশতাব্দীতে পুরুষপুর হইতে মহারাজ কনিষ্ক তথায়

গমনপূর্ব্বক চীন সম্রাট্‌কে জয় করিয়া এই সকল দেশ স্বায়ত্ত-শাসনে আনয়নপূর্ব্বক তথায় বৌদ্ধদের একটী উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইঁহাদের যত্নেই 'নাবনীতক' রক্ষিত হইয়াছে।

নাবনীতকের উপর বৌদ্ধদের হস্তক্ষেপ অনুমান করা কষ্টসাধ্য নহে। কারণ—

(১) 'নমস্তথাগতেভ্যঃ' বলিয়া বুদ্ধকে প্রণামপূর্ব্বক গ্রন্থ আরব্ধ হইয়াছে। ইহা মূলের অংশ নহে, কারণ বুদ্ধের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী সুশ্রুতের ঐরূপ বলা একান্ত অসম্ভব।

(২) নাবনীতকে চ্যুতসংস্কারত্বের উদাহরণ বিরল নহে, যেমন—উরোদ্‌ঘাতেষু, ভাষতি, শমেতি, ধোবিত্বা, অম্বিলবেতসঃ, হিরিবেরম্, রাত্রিমন্ধঃ, সূপোদনম্ ইত্যাদি। প্রাচীন বৌদ্ধদের পক্ষে এরূপ বলা স্বাভাবিক, কারণ চন্দ্রগোমীর পূর্ব্বে সংস্কৃত শব্দাদি প্রয়োগে ইঁহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন—'Even the best of the Buddhist Sanskrit writers used expressions which are not sanctioned by Panini (Vyakaran Mss—Preface, p. xxvii). সুতরাং এখানে ঐ সকল অপশব্দের জন্য প্রতিসংস্কর্ত্তাই অনুযোজ্য। কারণ কাশীরাজ বা সুশ্রুত হইলে নিশ্চয়ই তাঁহারা বলিতেন—উরোঘাতেষু, ভাষতে, শময়তি, ধাবয়িত্বা, অম্লবেতসঃ, হ্রিবেরম্ বা হ্রীবেরম্, রাত্র্যন্ধঃ ইত্যাদি। কাশ্যপসংহিতায় লিখিত আছে—'অথাত উরোঘাতচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ। ইতি হ স্মাহ ভগবান্ কশ্যপঃ।'

(৩) বিম্বিসারপুত্র জীবক বুদ্ধদেবের কনীয়ান্ সামসময়িক, সুতরাং তিনি ৬ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীয়। নাবনীতকের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে জীবকের নাম পাওয়া যায়। ইহাতে আপাততঃ সিদ্ধান্ত এই যে, Bowerপাণ্ডুলিপিস্থ নাবনীতকের প্রতিসংস্কারকালে জীবক

নাম সংবলিত বাক্যগুলি মূলে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। কারণ সুশ্রুত কখনও বহু পরবর্ত্তী লোকের নাম করিতে পারেন না। কিন্তু মারীচ কশ্যপের শিষ্য বৃদ্ধজীবকীয়তন্ত্র প্রণেতা বৃদ্ধজীবকের উদ্দেশে যদি 'জীবক' নাম গৃহীত হইয়া থাকে তাহা হইলে প্রক্ষেপের বা কালচ্যুতিদোষের আর কোনও কথাই আসে না। সুশ্রুতের নিকট বৃদ্ধজীবক অপরিচিত নহেন, কারণ ঐ অধ্যায়ে ১৬টী যোগ (formulas) কশ্যপ মতে উপদিষ্ট হওয়ায় পুনঃ পুনঃ লিখিত আছে—'কাশ্যপস্য বচো যথা।' 'কাশ্যপস্য'—কশ্যপোক্ত কাশ্যপসংহিতার। ইহাই বৃদ্ধজীবকীয় তন্ত্র। কিন্তু Hoernle সাহেব লিখিয়াছেন—'Jeebaka is the well-known famous physician of Buddhist time. For an account of his history see Mahabagga ch.viii......and Schiefner's Tibetan Tales—ch.vi, p.91. The accounts differ in minor points of details, the most important of which is that according to one he was an illegitimate son of Abhoya and grand-son of king Bimbisar, while according to the other he was an illegitimate son of king Bimbisar himself and a younger brother of Prince Abhoya. He was the court-physician of king Bimbisar and is said to have studied medicine in Takhsila under the famous physian Atreya. Many wonderful cures, performed on grown-up persons, are related of him, but none with reference to children. But he bore the title of 'Kumarbhritya'—children's doctor—which clearly indicates him as having been particularly

skilful in the treatment of children's diseases ; and the circumstance is supported by the formulas here attributed to him, which present themselves as giving his ipissima verba. In the Mahabagga and Tibetan Tales a fanciful etymology is given of his title as meaning—Maintained by the Prince (Abhoya) pp. 170 and 176'.

সাহেবের এ সকল কথায় নানা প্রকার সন্দেহ আসে। বৌদ্ধ জীবক 'বালভৃত্যতন্ত্র' প্রণয়নপূর্ব্বক 'কুমারভৃত্য' উপাধিভূষিত হন। ঋচকপুত্র এবং কশ্যপশিষ্য বৃদ্ধজীবকের 'কৌমারভৃত্য-তন্ত্র' মুদ্রিত হইয়াছে। ইহারই প্রতিসংস্কার করিয়া কি বৌদ্ধ জীবক 'কুমারভৃত্য' উপাধি লাভ করেন ? বালভৃত্যতন্ত্র দেখিতে পাইলে সকল সন্দেহের অবসান হইত, কিন্তু এখন উহা পাওয়া যায় না। চরক সংহিতা প্রতিসংস্কার করিয়া কনিষ্কের চিকিৎসক যেমন 'চরক' উপাধি লাভ করেন, সেইরূপ বৃদ্ধ জীবকের কৌমার ভৃত্য প্রতিসংস্কার করিয়া ইনিও কি 'জীবক'-উপাধি পাইয়াছিলেন ? তিব্বতে প্রবাদ আছে যে, 'জীবক' একটা উপাধিবিশেষ। এরূপ হইলে 'বালভৃত্যতন্ত্র' প্রণেতার পিতৃদত্ত নাম ইতিহাসে এখনও অজ্ঞাত আছে। কেহ কেহ বলেন, বৌদ্ধ জীবকের পিতৃদত্ত নাম—'কোমর ভচ্ছা'। আমাদের মনে হয়, ইহাও 'কুমার ভৃত্য' শব্দের অপভ্রংশ।

নাবনীতকের বক্তা কে তাহা লইয়া কাহারও কাহার সন্দেহ আছে। Bower পাণ্ডুলিপিস্থ প্রথমখণ্ডের বিষয়—লশুনকল্প (A pharmacographic tract on garlic)। ইহাতে কাশীরাজ বক্তা এবং সুশ্রুত শ্রোতা। গ্রন্থমধ্যে কাশীরাজের উক্তি আছে— 'সুশ্রুত, একাগ্রমনাঃ শৃণু'। সুশ্রুত সংহিতার উত্তরতন্ত্রেও দেখা

যায়—'সুশ্রুতৈকমনাঃ শৃণু' (২৭ অধ্যায়)। Bower পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় খণ্ডস্থ নাবনীতকের প্রারম্ভে লিখিত আছে—'বক্ষ্যেঽহং সিদ্ধসঙ্কর্ষং নাম্না বৈ নাবনীতকম্'। এই 'অহং' পদবাচ্য লোকটী কে তাহাই নির্ণেয়। Hoernle সাহেব প্রথমখণ্ডে গুরুশিষ্যের সংবাদ দেখিয়া দ্বিতীয়খণ্ডেও কাশীরাজকে বক্তা এবং সুশ্রুতকে শ্রোতা বলিয়া মনে করেন। তবে কেন ঐ গ্রন্থ সুশ্রুতের নামে প্রচলিত তাহার উত্তরে তিনি লিখিয়াছেন—'হারীত মুনিকে আত্রেয় যাহা বলিয়াছিলেন তাহা যেমন 'হারীতসংহিতা' নামে খ্যাত, সেইরূপ সুশ্রুতের প্রতি কাশীরাজের উপদেশও সুশ্রুতকৃত 'নাবনীতকসংহিতা' বলিয়া প্রসিদ্ধ।' সাহেবের সমাধান কিন্তু প্রত্যয়জনক নহে, কারণ হারীতসংহিতার প্রথমেই হারীতাত্রেয়ের প্রশ্নোত্তর দেখা যায় এবং অধ্যায়শেষে লিখিত আছে—'ইত্যাত্রেয়ভাষিতে হারীতোত্তরে' ইত্যাদি। অতএব 'হারীতসংহিতা'শব্দে বুঝিতে হইবে—হারীতশ্রুতা সংহিতা হারীতসংহিতা। এইরূপে কশ্যপ মুখে শুনিয়া তচ্ছিষ্য বৃদ্ধ জীবকাচার্য্য বৃদ্ধ জীবকীয়তন্ত্র প্রকাশ করিলেও উহার আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত প্রায়শঃ প্রত্যেক অধ্যায়ে লিখিত আছে—'ইতি হ স্মাহ ভগবান্ কশ্যপঃ'। কিন্তু নাবনীতকে এরূপ কোনও আভাস উপলব্ধ নহে। সুতরাং আমাদের মতে গ্রন্থের উপক্রমানুরোধেই হউক বা শিষ্যোপদেশের জন্যই হউক সুশ্রুত নিজেই বলিয়াছেন—'বক্ষ্যেঽহং সিদ্ধসংকর্ষং নাম্না বৈ নাবনীতকম্'।

অধ্যাপক P. K. Gode M. A. মহোদয় লিখিয়াছেন—'...the second century A. D. may be taken provisionally as the time of the compilation of the Navanitakam' (Bharatiya Vidya, vol. XI, Nos. 1 and 2). আমরা বলি—গ্রন্থ তদপেক্ষা অনেক প্রাচীন, তবে দ্বিতীয় খৃষ্টশতাব্দীতে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ কর্তৃক উহার প্রতিসংস্কারাদি হইয়াছে এবং

নাবনীতকের পরিশিষ্টস্বরূপ Bower পাণ্ডুলিপিস্থিত তৃতীয় খণ্ডের সংগ্রহকাল ঐ সময়ে অনুমান করাও যাইতে পারে।

নাবনীতকের প্রারম্ভেই লিখিত আছে—'প্রাক্‌প্রণীতৈ র্মহর্ষীণাং যোগমুখ্যৈঃ সমন্বিতম্। বক্ষ্যেঽহং সিদ্ধসঙ্কর্ষং নাম্না বৈ নাবনীতকম্॥১। নানাব্যাধিপরীতানাং নৃণাং স্ত্রীণাং চ যদ্ধিতম্। কুমারাণাং হিতং যচ্চ তৎসর্ব্বমিহ বক্ষ্যতে ॥২। সমাসরতবুদ্ধীনাং ভিষজাং প্রীতিবর্দ্ধনম্। যোগবাহুল্যত শ্চাপি বিস্তররজ্ঞং মনোঽনুগম্॥৩। অধ্যায়ং চূর্ণযোগানাং প্রথমং চাত্র বক্ষ্যতে। দ্বিতীয়ং ঘৃতপানানাং তৃতীয়ং তৈলসংজ্ঞিতম্॥৪। চতুর্থং মিশ্রকং নাম নানাব্যাধিচিকিৎসিতম্। পঞ্চমং বস্তিযোগানাং রসায়নবিধা ততঃ ॥৫। সপ্তমং চ যবাগূনাং বৃষ্যমষ্টমমুচ্যতে। নেত্রাঞ্জনানাং নবমং দশমং কেশরঞ্জনম্ ॥৬। অভয়াকল্পনামাখ্যমত্রৈকাদশমুচ্যতে। দ্বাদশং স্যাচ্ছৈলজতো শ্চিত্রকস্য ত্রয়োদশম্॥৭। কুমারভৃত্যমপ্যত্র স্যাচ্চতুর্দ্দশমিষ্যতে। বন্ধ্যাচিকিৎসিতাখ্যং চ জ্ঞেয়ং পঞ্চদশং বুধৈঃ॥৮। সুভগাচিকিৎসিতাখ্যং চ তথা ষোড়শকং মতম্। ইত্যেতে ষোড়শাধ্যায়া বিজ্ঞেয়া নাবনীতকম্॥৯। নেদং দদ্যাদপুত্রায় ন চাভ্রাত্রে কথং চন। অশিষ্যে প্রস্তবো ন স্যাৎ কর্ত্তব্য ইতি মে মতিঃ॥১০।' তারপর মূলগ্রন্থের অবতারণা। কি কি উপকরণে নানাবিধ রোগের নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত করিতে হয় তাহাই ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে।

উক্ত ষোলটী অধ্যায়ের মধ্যে প্রথমাধ্যায়ে চূর্ণযোগ (formulas for powders)। যেমন—তালীসক চূর্ণ, ষাড়ব চূর্ণ, বর্দ্ধমানক চূর্ণ, ষড্যাদিক চূর্ণ, মাতুলুঙ্গগুড়িকা অর্থাৎ হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ, লগুড় চূর্ণ, নবায়স চূর্ণ, অ্যয়োরজীয় চূর্ণ, তিক্তকচূর্ণ, বৃষদ্বাদশক চূর্ণ, বর্দ্ধমানক চূর্ণ, সূক্ষ্মৈলা-বর্দ্ধমানক চূর্ণ, সৌবর্চ্চলাদ্য চূর্ণ, চূর্ণারিষ্ট (A powder for medicating liquor), শার্দ্দূল চূর্ণ, আশ্বিনী

মাতুলুঙ্গ গুড়িকা, আম্লিকমাতুলুঙ্গ গুড়িকা, আশ্বিনগুল্ম চূর্ণ, মাগধ চূর্ণ, আশ্বিনহরিদ্রা চূর্ণ, ইত্যাদি। পুষ্পিকায় লিখিত আছে— নাবনীতকে চূর্ণযোগঃ সমাপ্তঃ। প্রথমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঘৃতযোগ (Formulas for medicated ghee)। যেমন—অমৃতপ্রাশ ঘৃত, কল্যাণক এবং মহাকল্যাণক ঘৃত, তিক্তক এবং মহাতিক্তক ঘৃত, পঞ্চগব্য ঘৃত, ষট্পল ঘৃত, ত্র্যূষণ ঘৃত, বাশা ঘৃত, চাঙ্গেরী ঘৃত, কণ্টকারিকা ঘৃত, মৃদ্বীকা ঘৃত, রাসায়নিক ঘৃত, শরমূলীয় ঘৃত, মায়ূর ঘৃত, মহাত্র্যূষণ ঘৃত, চ্যবনপ্রাশ ঘৃত, দশাঙ্গ ঘৃত, নারাচক ঘৃত, মূলক ঘৃত, লশুনক ঘৃত, আশ্বিন জ্বরহর ঘৃত, (Anti-febrile ghee of the Asvins), সিদ্ধোত্তর ঘৃত, ধান্বন্তর ঘৃত, আশ্বিন বিষহর ঘৃত (anti-toxic ghee of the Asvins), বিন্দুঘৃত, আশ্বিনবিন্দু ঘৃত, সারস্বত ঘৃত।

তৃতীয় অধ্যায়ে তৈলপাক (Formulas of medicated oil)। যেমন—বলাতৈল এবং আত্রেয়ানুমত বলাতৈল, অমৃত তৈল, মূলকতৈল, সহচরতৈল, মধুযষ্টিকতৈল, অশ্বগন্ধা তৈল, শ্বদংষ্ট্রা তৈল, শীর্ষাময়হরনস্ত কর্ম্ম তৈল (An oil for an errhine to cure headache), জ্বরহরানুবাসন তৈল (An oil for enema), বাতহর তৈল (An oil for nervous diseases), বলীপলিত নাশন তৈল (An oil to remove wrinkles and to turn grey hair into black), গণ্ডমালা বিনাশন তৈল (An oil for curing glandular inflammation of the neck), গণ্ডমালা যোগবর (An excellent formula for glandular inflammation of the neck)। পুষ্পিকায় লিখিত আছে—ইতি নাবনীতকে সিদ্ধসঙ্কর্ষে তৈলপাক স্তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

চতুর্থ অধ্যায়ে মিশ্রক অর্থাৎ প্রকীর্ণক যোগ (A collection of miscellaneous formulas), যেমন—বাতশোণিতপ্রশমন-যোগদ্বয় (A couple of tormulas for curing all disorders in two of the three humours—wind and blood), আমাতিসারযোগচতুষ্টয় (Four formulas for the cure of fetid diarrhea), রক্তপিত্ত-নিবারণ আশ্বিন যোগ (A formula of the Asvins to cure hemorrhage), হিক্কাযোগ, কাসঘ্ন-অষ্টযোগ (Eight formulas for the cure of cough), প্রস্থবিরেক, মধ্বাসবযোগ, সিধ্মযোগ (Formula to cure leprosy etc.), মূত্র-কৃচ্ছ্রঘ্ন নবযোগ (Nine formulas for the cure of strangury), ছর্দ্দিযোগ (Formula for the cure af coryza i. e. nasal catarrh), তৃষ্ণাপ্রশমন-যোগ, প্রমেহপ্রশমন- যোগ (Formula for the cure of urinary diseases such as gleet etc.), বিসর্পচিকিৎসিত যোগ (Formula for the treatment of erysipelas)। পুষ্পিকায় লিখিত আছে—'ইতি নাবনীতকে মিশ্রকোঽধ্যায়শ্চতুর্থঃ'।

পঞ্চমাধ্যায়ে বস্তিযোগ (Formulas for enemas), যেমন —অশ্বিদ্বয়োক্ত অশ্বগন্ধা-বস্তি, অশ্বগন্ধাবস্তি, রাস্নাত্তবস্তি, হবুষা-বস্তি (This enema was put in practice by the royal sage—Suprabha—সুপ্রভ ; হবুষা—a kind of fruit), যাবন বস্তি, সর্ব্বসাধক বস্তি, মধুতৈলোদক বস্তি। ইহার পর অবশিষ্টাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ষষ্ঠাধ্যায়ে জরাব্যাধি-নাশন (An alterative tonic)। ইহার ফল ত্রিবিধ—রসায়ন (productive of a beneficial effect upon Rasa or chyle), রোগঘ্নৎ

(antidote against various old-age diseases), এবং বৃষ্য (provocative of venereal desire)। বৃষ্য অষ্টমাধ্যায়ের বিষয়। রোগঘ্নুৎ যেমন—পিপ্পলীবর্দ্ধমান ইত্যাদি। রসায়ন যেমন—নাগবলাপ্রয়োগ বা আবলীক রসায়ন (Prescription of Nagabala also called Avalika tonic), কাকমাচী প্রয়োগ (Prescription of garden night-shade plant), নাস্যতৈলপ্রয়োগ (A tonic oil for errhine), আশ্বিন রসায়ন (A alterative tonic prepared by Asvins), বৃহৎকরণ রসায়ন (A tonic for promoting bulkiness), বার্হস্পত্য বৃহৎকরণ রসায়ন, ইত্যাদি।

সপ্তমাধ্যায় কাথবিষয়ক (relating to decoction), যেমন—যবাগূ (Formulas for gruels), ভেলী যবাগূ (Gruel of barley and wheat as prepared by ভেল), কল্যাণিকা যবাগূ (A formula for auspicious gruel), আশ্বিনীয় যবাগূত্রয় (Three formulas of Asvins for preparation of three different gruels) ইত্যাদি।

অষ্টমাধ্যায়ে বৃষ্য বা বৃষযোগ (Formulas for aphrodisiacs), যেমন—সরস্বতী-ঘৃত, ঔশনস-যোগ বা ইন্দ্রপ্রিয়যোগ (Indrapriya prescription by Usana), ইত্যাদি। পুষ্পিকায় লিখিত আছে—'ইত্যষ্টমাধ্যায়ে নানাচার্য্যমতে নাবনীতকে সিদ্ধসঙ্কর্যে বৃষযোগাঃ সমাপ্তাঃ'।

নবমাধ্যায়ে নানাবিধ অঞ্জন (Collyria) এবং নেত্ররোগ-প্রতীকার (remedial formulas for opthalmic diseases), যেমন—রাত্র্যন্ধতা প্রতীকার (Formulas for blindness at night i.e. night-blindness), অঞ্জনবিধি, ইত্যাদি।

দশমাধ্যায়ে পলিতনাশন যোগ (Formulas for turning

grey hair into black) এবং কেশরাগ বা কেশরঞ্জন (Hair dyes or hair oils), ইত্যাদি।

একাদশাধ্যায়ে অভয়াকল্প অর্থাৎ হরীতকীকল্প (The doctrine of myrobalan)। হরীতকীর প্রকারভেদ-সম্বন্ধে লিখিত আছে—'বিজয়া ত্রিবৃতা চৈব রোহিণী পূতনাঽমৃতা। জীবন্ত্যভয়া চৈব সপ্তযোনি র্হরীতকী॥' তারপর লিখিত আছে—'অলাবুবৃত্তা বিজয়া যা বৃত্তা সা তু রোহিণী। পূতনাস্থিময়ী সূক্ষ্মা স্থূলমাংসফলাঽমৃতা॥ সুবর্ণবর্ণা জীবন্তী পঞ্চাশ্রী ত্রিবৃতা তথা। অভয়া কালিকা লোকে নির্দ্দিষ্টা ব্রহ্মণা পুরা॥ এতাসাং সংপ্রবক্ষ্যামি রসবীর্য্যং সমাসতঃ।' ইত্যাদি। হরীতকীর গুণ এবং প্রয়োগাদি বলিবার পর শেষে লিখিত আছে—

'হিতং হয়ানাং লবণং প্রশস্তং জলং গজানাং জ্বলনং গবাং চ।
হরীতকী শ্রেষ্ঠতমা নরাণাং চিকিৎসিতে পঙ্কজযোনি রাহ॥'

পুষ্পিকায় লিখিত আছে—'ইতি হরীতকীকল্প আশ্বিনঃ'।

দ্বাদশাধ্যায়ে শিলাজতু কল্প (The doctrine of bitumen)। এ সম্বন্ধে লিখিত আছে—

'হেমাদ্যাঃ সূর্য্যসন্তপ্তাঃ স্বমলং গিরিধাতবঃ।
স্নিগ্ধাভং গুরু মৃৎস্নাভং বমন্তি স শিলাজতুঃ॥'

অর্থাৎ Rocks containing gold and other metals, heated by the sun, emit their oily heavy and clay-like impurities, which are known as Silajatu. এ সম্বন্ধে চরক লিখিয়াছেন—

'হেমাদ্যাঃ সূর্য্যসন্তপ্তাঃ স্রবন্তি গিরিধাতবঃ।
জত্বাভং মৃদুমৃৎস্নাভং যন্মলং তচ্ছিলাজতু॥'

ত্রয়োদশাধ্যায়ে চিত্রককল্প (The doctrine of plumbago plant—চিরাতা) বিবৃত হইয়াছে। ইহার শেষাংশ পাওয়া যায়

নাই। সেইজন্য Hoernle সাহেব লিখিয়াছেন—desunt অর্থাৎ the remainder is wanting.

চতুর্দ্দশাধ্যায়ে কুমারভৃত্যাবিষয়ক নানাবিধ যোগ (Formulas for the treatment of children's diseases) আছে। তন্মধ্যে ১৬টী কাশ্যপমতে উপদিষ্ট। সম্ভবতঃ কাশ্যপসংহিতা হইতে এ সকল বিষয় গৃহীত হইয়াছে। কারণ প্রায়শঃ লিখিত আছে—'কাশ্যপস্য বচো যথা' (Such is the dictum of Kasyapa)। 'ইতি হোবাচ জীবকঃ' বলিয়া জীবকের মতে কোনও কোন যোগ বিবৃত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত স্বমতেও নানা যোগের উপদেশ আছে।

পঞ্চদশাধ্যায় এবং ষোড়শাধ্যায় পাওয়া যায় না। কিন্তু গ্রন্থের উপোদ্‌ঘাতে লিখিত আছে—'বন্ধ্যাচিকিৎসিতাখ্যং চ জ্ঞেয়ং পঞ্চদশং বুধৈঃ। সুভগাচিকিৎসিতাখ্যং চ তথা ষোড়শকং মতম্॥' অতএব পঞ্চদশাধ্যায়ে বন্ধ্যা-চিকিৎসার মধ্যে অনপত্যতা-চিকিৎসা, গর্ভস্রাবচিকিৎসা, নষ্টার্ত্তবচিকিৎসা এবং বৃষলী-চিকিৎসাদি ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। উশনা বলিয়াছেন—'বন্ধ্যা চ বৃষলী জ্ঞেয়া বৃষলী চ মৃতপ্রজা'। ষোড়শাধ্যায়স্থ সুভগা-চিকিৎসায় গর্ভোপচার গর্ভোপদ্রব চলিতগর্ভ সূতিকোপচার এবং কুমারভৃত্যাদি চিন্তিত ছিল বলিয়া মনে হয়।

Bower-পাণ্ডুলিপির তৃতীয়খণ্ড দ্বিতীয়খণ্ডস্থ নাবনীতকের পরিশিষ্টস্বরূপ, কিন্তু দুইটী খণ্ডের মধ্যে কোনও সংযোগসূচক বাক্য উপলব্ধ নহে। তাহাতে মনে হয় যে, অন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক কোনও পরবর্ত্তী কালে, ইহা প্রণীত হইয়াছে। নাবনীতকে যে সকল পাক যোগ বা কল্প লঙ্ঘিত বা উপেক্ষিত তৎসমুদায় ইহাতে বিবৃত হইয়াছে, যেমন—নহিকা তৈল (সম্ভবতঃ নখীতৈল). বজ্রক-তৈল, মহাবজ্রকতৈল, মাণিভদ্রতৈল, আত্রেয়সম্মত অগ্নিঘৃত,

নারায়ণসম্মত সিদ্ধার্থতৈল, নানাবিধ অভ্যঞ্জন, নানাবিধ গুটিকা, ইত্যাদি। ইহাতে ৭২টী শ্লোক আছে। পদ্যগুলি অনুষ্টুপ্‌ ইন্দ্রবজ্রা এবং আর্য্যাদি ছন্দে রচিত। Bower পাণ্ডুলিপিস্থ অন্যান্য খণ্ডের বিবরণ 'বাওয়ার' নামে পাওয়া যাইবে। নাবনীতকের সহিত উহাদের কোনও সম্বন্ধ নাই।

সুশ্রুত তন্ত্র (Original treatise of Susruta) খুব প্রামাণিক গ্রন্থ। এখন কিন্তু ইহা একখানি সংহিতা (compilation work)। কারণ ইহাতে গুরুসূত্র, শিষ্যসূত্র, একীয়সূত্র এবং প্রতিসংস্কর্তৃসূত্র উপনিবদ্ধ আছে। গুরুসূত্র অর্থাৎ কাশীরাজের উপদেশমূলক ভাষণ, যেমন—'দেহে পুন স্তত স্তস্য লক্ষণানি নিবোধ মে'। শিষ্যসূত্র অর্থাৎ সুশ্রুতের ভাষণ, যেমন—'বায়োঃ প্রকৃতিভূতস্য কিমু্ তস্য চ লক্ষণম্। স্থানং কর্ম্ম চ রোগাংশ্চ বদস্ব বদতাং বর ॥' ইত্যাদি। একীয়সূত্র অর্থাৎ সম্প্রদায়বিশেষের বা অল্পলোকের উক্তি, যেমন— 'তত্র লোহিতকপিলপাণ্ডুপীতনীলশুক্লেষবনিপ্রদেশেষু মধুরাম্ললবণ-কটুতিক্তকষায়ানি যথাসংখ্যমুদকানি ভবন্তীত্যেকে ভাষন্তে'। একে অল্পাঃ। প্রতিসংস্কর্তৃসূত্র যেমন—'নাস্ত্যেবেত্যেকে, অন্যে তু অস্তীতি ভাষন্তে'। ডল্লণ লিখিয়াছেন—'যত্র যত্র পরোক্ষে নিয়োগ স্তত্র তত্রৈব প্রতিসংস্কর্তৃসূত্রং জ্ঞাতব্যমিতি। প্রতিসংস্কর্ত্তাহপীহ নাগাজুর্ন এব' (সূত্রস্থান)।

ডল্লণাচার্য্য নাগার্জ্জুনকে সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা বলেন। ডল্লণ ১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় এবং নাগার্জ্জুন ১-২ খৃষ্টশতাব্দীয়। ডল্লণের পূর্ব্বে ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয় বৃহৎ পঞ্জিকাকার গয়ীসেন, ১১ খৃষ্টশতাব্দীয় 'ভানুমতী' নাম্নী সৌশ্রুতব্যাখ্যা প্রণেতা চক্রপাণিদত্ত, ১০-১১ খৃষ্ট-শতাব্দীয় সুশ্রুতপঞ্জীকার গয়দাস এবং সুশ্রুত পঞ্জিকাকার ভাস্কর ভট্ট, ৯-১০ খৃষ্টশতাব্দীয় সৌশ্রুত টীকাকার জেজ্জটাচার্য্য, ৭-৮ খৃষ্ট-শতাব্দীয় সুশ্রুতশ্লোক-বার্ত্তিককার মাধব কর এবং ৫-৬ খৃষ্টশতাব্দীয়

সুশ্রুতব্যাখ্যাকার বিপ্রচণ্ডাচার্য্য প্রভৃতি প্রাচীনতর এবং প্রাচীনতম ব্যক্তিদের মধ্যে কেহই নাগার্জুনকে প্রতিসংস্কর্ত্তা বলেন নাই। সুতরাং প্রতিসংস্কারের ১১ শত বৎসর পরে ডল্লণ উহা কিরূপে জানিলেন তাহা বলা সুকঠিন। সম্ভবতঃ কোনও অনির্দ্দিষ্ট প্রবক্তৃক প্রবাদ-পরম্পরামাত্র শুনিয়াই তিনি ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

পুরুষপুরে ১—২ খৃষ্টশতাব্দীয় শককুষাণাধিপতি কণিষ্কের সভায় অশ্বঘোষ নাগার্জুনাদি পণ্ডিতগণ থাকিতেন। তন্মধ্যে নাগার্জুনই বিদ্যাবত্তাহেতু কণিষ্কসভ্যদের নেতা ছিলেন। ঐ সময়ে চরকোপাধিধারী একজন নবীন চরক এবং সুশ্রুতোপাধিধারী একজন নবীন সুশ্রুত রাজবাড়ীর চিকিৎসক (physician) এবং অস্ত্রোপচারক (surgeon) থাকেন। মনে হয়, নাগার্জুনের অধ্যক্ষতায় এই নবীন সুশ্রুতই সুশ্রুততন্ত্রের প্রতিসংস্কারপূর্ব্বক সুশ্রুতসংহিতা প্রণয়ন করেন। তবে কেন প্রবাদ ছিল যে, নাগার্জুনই সুশ্রুততন্ত্রের প্রতিসংস্কার করেন? আমরা বলিব—যথা জয়াজয়ৌ স্বামিনি ব্যপদিশ্যেতে তদ্বৎ। লোকেও বলে—'যঃ কারয়তি স করোত্যেব'। সেদিনও নেপালের সমীপবর্ত্তী হিমালয়ের 'গৌরীশঙ্কর' নামক শৃঙ্গ লইয়া প্রধান গাণিতিক রাধানাথ সীকৃদার যে তথ্যনির্দ্দেশ করেন তাহা তদীয় প্রভু Surveyor General Everest সাহেবের নামে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই জন্য এখনও ঐ শৃঙ্গকে 'রাধানাথ' না বলিয়া 'এভারেস্ট্' বলা হয়।

সৌশ্রুতগ্রন্থে প্রাচীন সুশ্রুতের কর্ত্তৃত্ব এবং নবীন সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তৃত্ব অবশ্যই কল্পনীয়। নবীন সুশ্রুত না থাকিলে চক্রপাণি বিজয়রক্ষিত এবং নিশ্চলকরাদি প্রাচীন পণ্ডিতগণ ধান্বন্তর সুশ্রুতকে বৃদ্ধ সুশ্রুত বলেন কেন? প্রতিসংস্কর্ত্তার 'সুশ্রুত' নাম আমাদের স্বোদ্ভাবিত নহে। কারণ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণও একজন নবীন সুশ্রুতের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া থাকেন। Bower Manuscript এর

ভূমিকায় Dr Hoernle লিখিয়াছেন—'The earlier portion was written by *Susruta the elder*······while the later portion which calls itself uttar Tantra (later treatise) was added by an anonymous writer who may provisionally be called *Susruta the younger*. Medieval Indian medical tradition identifies him with Nagarjun—the reputed contemporary of King Kanishka. This would make him also a contemporary of Charaka. *Susruta the younger* not only added his uttar Tantra and a Salakya Tantra as a complement to the earlier Salya Tantra of *Susruta the elder*, but he also revised the work. Thus······the Ayurveda Sastra of Susruta, as we have it, is essentially a Samhita—a compendium of older materials similar to the Charak Samhita; and therefore it is rightly known also as the Susruta-Samhita.'

সুশ্রুতের নাবনীতক সংহিতা ১—২ খৃষ্ট শতাব্দীতে কোনও বৌদ্ধ বৈদ্য কর্তৃক প্রতিসংস্কৃত হয়। ইহার ফলে উহাতে বৌদ্ধাচার প্রবেশ করিয়াছে। বৌদ্ধ আচার যেমন গ্রন্থারম্ভে 'নম স্তথাগতেভ্যঃ' বলিয়া বুদ্ধকে প্রণাম করা। সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা গ্রন্থারম্ভে প্রজাপতি অশ্বিদ্বয় ইন্দ্র ধন্বন্তরি এবং সুশ্রুতকেও প্রণাম করিয়াছেন। তিনি এই গ্রন্থের কোনও স্থানে বুদ্ধের উল্লেখ করেন নাই। নাগার্জুন বা অন্য কোনও বৌদ্ধ পণ্ডিত প্রতিসংস্কর্ত্তা হইলে প্রজাপতি প্রভৃতিকে প্রণাম করিবার পূর্ব্বে তিনি বুদ্ধকে অবশ্যই স্মরণ করিতেন অথবা গ্রন্থের কোনও না কোন স্থলে বুদ্ধের উল্লেখ

করিতেন। ইহা না করায় সুশ্রুত-প্রতিসংস্কর্ত্তাকে হিন্দু বলিয়াই মনে হয়।

শুনা যায়, সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তাই উত্তরতন্ত্র সংকলন করেন। ইহার প্রারম্ভে লিখিত আছে—'নিখিলেনোপদিশ্যন্তে······যে চ বিস্তরতো দৃষ্টাঃ কুমারবাধহেতবঃ'। ইহার ব্যাখ্যায় ডল্লণ বলিয়াছেন—'যে চ বিস্তরতো দৃষ্টা ইতি পার্ব্বতক-জীবক-বন্ধক-প্রভৃতিভিঃ কুমারবাধহেতবঃ স্কন্দপ্রভৃতয়ঃ'। ইঁহারা সকলেই বৌদ্ধগ্রন্থকার। তন্মতে কুমারবাধের হেতুভূত ২১টী গ্রহের নাম – দেব, নাগ, অসুর, মরুত মতান্তরে দৈত্য, গরুড়, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, মহোরগ, যক্ষ, রাক্ষস, প্রেত, পিশাচ, ভূত, কুম্ভাণ্ড, পূতন, কটপূতন, স্কন্দ, উন্মাদ, ছায়া, অপস্মার, ওস্তারক মতান্তরে হুস্তারক। Bower manuscriptস্থিত ষষ্ঠখণ্ডে ও মহাব্যুৎপত্তি প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থে এই সকল নাম পাওয়া যায়। সুতরাং সুশ্রুত প্রতিসংস্কর্ত্তা বৌদ্ধনাগার্জুন বা অন্য যে কোনও বৌদ্ধপণ্ডিত হইলে তিনি অবশ্যই আপন সম্প্রদায়মতানুসারে ঐ সকল গ্রহের নাম করিতেন। কিন্তু উত্তরতন্ত্রের ২৭ অধ্যায়ে বস্তুতঃ কাশ্যপ-সংহিতাদিমতে নয়টী গ্রহের নাম দৃষ্ট হয়, যেমন—স্কন্দগ্রহ, স্কন্দাপস্মার গ্রহ, শকুনীগ্রহ, রেবতীগ্রহ, পূতনাগ্রহ, অন্ধপূতনাগ্রহ, শীতপূতনাগ্রহ, মুখমণ্ডিকাগ্রহ, এবং নৈগমেষ বা পিতৃগ্রহ। অতএব সাম্প্রদায়িক ক্ষুণ্ণমার্গের এরূপ আত্যন্তিক ব্যত্যয় কি সুশ্রুতপ্রতি-সংস্কর্ত্তার বৌদ্ধত্ববাধক নহে?

বৌদ্ধগণ স্কন্দগ্রহকে শিবপুত্র কুমার কার্ত্তিকেয় বলিয়াছেন। কিন্তু উত্তরতন্ত্রের ৩৭ অধ্যায়ে লিখিত আছে, কোন কোন পল্লবগ্রাহী অপণ্ডিত ব্যক্তি নামার্থবোধে স্কন্দগ্রহকে কুমার কার্ত্তিকেয় বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু রুদ্রাগ্নিসম্ভূত বাল-লীলাধারী কুমার কার্ত্তিকেয় এরূপ মিথ্যাচারে প্রবৃত্ত নহেন। ইহাতে বৌদ্ধগণ

কটাক্ষিত হইয়াছেন। বৌদ্ধ কি বৌদ্ধকে কটাক্ষ করিবেন? অতএব বৌদ্ধ নাগার্জুন স্বয়ং সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্তা নহেন। তবে তাঁহার অধ্যক্ষতায় কণিষ্কের অস্ত্রোপচারক সুশ্রুতোপাধিধারী একজন হিন্দুপণ্ডিত উহার প্রতিসংস্কার করেন এবং নাগার্জুন ঐ কার্য্যের উদ্‌যোজক প্রবর্ত্তক এবং অধ্যক্ষ থাকায় সাধারণতঃ পরম্পরীণ প্রবাদ চলে যে, নাগার্জুনই সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্তা।

বর্ত্তমান সুশ্রুতসংহিতার নানা অংশ অপূর্ব্ব-রচিত নহে। কারণ বিদেহাধিপকৃত শালাক্যতন্ত্রের নিকট ইহার শালাক্যশাস্ত্র ঋণী। ইহাতে নিমি-করালভট্ট-শৌনকাদির গ্রন্থ হইতে চক্ষুরোগের প্রতীকার উপদিষ্ট হইয়াছে। পার্ব্বতক-জীবক-বন্ধকাদি-প্রণীত বাল-গ্রহচিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থেব নিকট ইহার কুমারবাধ ঋণী। ইহার কায়চিকিৎসা অগ্নিবেশাদি ছয় জন আত্রেয় শিষ্যের অধমর্ণ। Bower পাণ্ডুলিপির ভূমিকায় Hoernle সাহেবও লিখিয়াছেন—'The Uttara Tantra of Susruta Samhita does not profess to be an original composition. In its introductory verses it expressly describes itself as a compilation and enumerates the Tantras or treatises on which it bases itself. These are, firstly a treatise on Salakya or minor surgery by Nimi—the Videhapati; secondly treatises on Kumarbadha composed, according to the medieval commentator Dallan, in 12 A.D. by Jeevaka Parvataka and Bandhuka; thirdly the six treatises on Kaya chikitsa (internal medicine) composed by the six supreme medical authorities—the well-known pupils of Atreya'.

সুশ্রুত সংহিতার প্রথমে ব্রাহ্মমতে আয়ুর্ব্বেদের আটটী অঙ্গ

অবধারিত হইয়াছে—'শল্যং শালাক্যং কায়চিকিৎসা ভূতবিদ্যা কৌমারভৃত্যমগদতন্ত্রং রসায়নতন্ত্রং বাজীকরণতন্ত্রমিতি'। শরীর-মধ্যে প্রবিষ্ট কোনও বাহ্যবস্তুর বহিষ্করণোপায় এবং তজ্জন্য নানাবিধ যন্ত্রাদির বিধিব্যবস্থা আয়ুর্ব্বেদের যে প্রকরণে চিন্তিত তাহাই শল্যতন্ত্র (Major Surgery)। জত্রুদেশের অর্থাৎ কণ্ঠ বা হৃদয়সন্ধির ঊর্দ্ধভাগস্থিত নেত্রকর্ণমুখাদির রোগ বিবরণ ও প্রতীকার যে অংশে বর্ণিত হইয়াছে তাহার নাম শালাক্যতন্ত্র (Minor surgery)। জ্বরাতিসার রক্তপিত্ত শোথ বায়ুরোগ শ্বেতকুষ্ঠ গলৎকুষ্ঠ এবং প্রমেহাদির বিবরণ ও চিকিৎসা যে ভাগে উপদিষ্ট তাহাই কায়চিকিৎসা (Science of medicine or treatment of general diseases)। দেব দানব গন্ধর্ব্ব যক্ষ-রক্ষো ভূত প্রেত পিশাচ স্কন্দাদি গ্রহজনিত বিকৃত জীবকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য বলি হোম শান্তিকর্ম্মাদি যাহাতে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে তাহার নাম ভূতবিদ্যাতন্ত্র (Demonology)। কুমারভরণ স্তন্য-শোধন এবং গ্রহাবেশজনিত ব্যাধিসমূহের নিবারণোপায় যে অংশে আলোচিত হইয়াছে তাহার নাম কৌমারভৃত্যতন্ত্র (Science of pediatrics)। সর্প মর্কট বরল ভৃঙ্গরোল বৃশ্চিক মূষিকাদির দংশনজনিত বিষক্রিয়ার এবং উদ্ভিজ্জ বা খনিজাদি স্থাবর বিষের ও সরীসৃপাদি জঙ্গমবিষের সেবনজনিত বিষক্রিয়ার প্রতীকার যাহাতে কীর্ত্তিত হইয়াছে তাহার নাম অগদতন্ত্র (Toxicology)। নির্জ্জর এবং নীরোগ অবস্থায় দীর্ঘজীবী হইবার উপায় ও বল-বুদ্ধি-মেধাদির, বৈকল্য নিবারণ করিবার উপায় যাহাতে উপদিষ্ট তাহাই রসায়নতন্ত্র (Science of alterative tonics)। সর্ব্বপ্রকার বীর্য্যদোষ নাশ করিবার উপায় এবং ব্যবায়সামর্থ্যজনিত হর্ষলাভের উপায় যাহাতে আলোচিত তাহা বাজীকরণতন্ত্র (Science of aphrodisiacs)।

উক্ত অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ (Octopartite science of life) সুশ্রুত সংহিতার ১৮৬ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১২০ অধ্যায় পাঁচটী স্থানে বিভক্ত—সূত্রস্থান (Surgery), নিদানস্থান (Nosology), শারীরস্থান (Anatomy), চিকিৎসিতস্থান (Therapia) এবং কল্পস্থান (Toxicology)। ইহার মধ্যে ৪৬টী অধ্যায় সূত্রস্থানে, ১৬টী অধ্যায় নিদানস্থানে, ১০টী অধ্যায় শারীরস্থানে, ৪০টী অধ্যায় চিকিৎসিতস্থানে এবং ৮টী অধ্যায় কল্পস্থানে বিনিযুক্ত। কোন্ কোন্ অধ্যায়ে কি কি আছে এবং কোন্ কোন্ অধ্যায় কি কি নামে অভিহিত তাহা আকরে দ্রষ্টব্য। এতদ্ব্যতীত উত্তরতন্ত্রে (in the supplementary section) ৬৬টী অধ্যায় আছে। ইহাতেও আয়ুর্ব্বেদের আটটী অঙ্গই আচরিত হইয়াছে। তন্ত্র অর্থাৎ সিদ্ধান্ত বা শাস্ত্র—'প্রধানে ধারণে শাস্ত্রে সিদ্ধান্তে তন্ত্রমুচ্যতে'। কেহ কেহ শ্রেষ্ঠার্থে উত্তরশব্দ গ্রহণ পূর্ব্বক বলেন যে, ইহাতে শালাক্য, কৌমারভৃত্য, কায়িকী চিকিৎসা এবং ভূতবিদ্যা এই চারিটী বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত হওয়ায় ইহার নাম উত্তরতন্ত্র অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতন্ত্র। আমরা কিন্তু শেষার্থে উত্তরশব্দ গ্রহণপূর্ব্বক বলিয়াছি—Supplementary Section. আদিকাণ্ড হইতে লঙ্কাকাণ্ড পর্য্যন্ত বলিবার পর যে কাণ্ড প্রস্তাবিত হইয়াছে তাহা উত্তরকাণ্ড। রামের রাজ্যাভিষেকের উত্তরকালিকচরিত অবলম্বনপূর্ব্বক যাহা লিখিত তাহা উত্তরচরিত। অতএব সূত্রস্থানাবধি কল্পস্থান পর্য্যন্ত বলিবার পর যে শাস্ত্র উপদেশ্য তাহা উত্তর স্থান বা উত্তরতন্ত্র। ইহা পরিশিষ্ট-স্বরূপ বলিয়া আমরা Supplementary Section বলিতেছি। যেহেতু স্বাধিকরণ-ধ্বংসাধিকরণত্বমুত্তরত্বম্, যথা ভুক্ত্বা ব্রজতীত্যাদৌ ব্রজনস্য ভোজনোত্তরত্বম্।

প্রতিসংস্কারের পূর্ব্বে সুশ্রুতসংহিতা 'সুশ্রুততন্ত্র' নামে

অভিহিত ছিল। সুশ্রুততন্ত্র সুশ্রুতের লেখনীপ্রসূত। ইহা গুরুশিষ্যের সংবাদমূলক গ্রন্থ। গুরু কাশীরাজ-দিবোদাস-ধন্বন্তরি এবং শিষ্য সুশ্রুতাদি মুনিকুমারগণ। আগমনের উদ্দেশ্য জানিবার পর কাশীরাজ জিজ্ঞাসা করেন যে, আয়ুর্ব্বেদীয় অষ্টাঙ্গের মধ্যে কাহাকে কোন্ অঙ্গ শিক্ষা দিতে হইবে? তাহাতে শিষ্যগণ বলেন—শল্যতন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সমস্ত আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ প্রদান করুন। 'এবমস্তু' বলিয়া কাশীরাজও অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হন। এ সকল কথা শুনিলে মনে হয় যে, শালাক্যতন্ত্রও অধ্যাপিত হইয়াছিল। কিন্তু সম্প্রদায় বলেন যে, পূর্ব্বগ্রন্থে শালাক্যতন্ত্র উপেক্ষিত হওয়ায় প্রতিসংস্কৃত গ্রন্থে উহার সন্নিবেশ হইয়াছে। সেই জন্য Hoernle সাহেব লিখিয়াছেন—'Susruta the Younger not only added his Uttara Tantra and a Salakya Tantra as a complement to the earlier Salya Tantra of Susruta the Elder, but he also revised the latter work.' অভিপ্রায় এইরূপ—'নবীন সুশ্রুত উত্তরতন্ত্র প্রণয়নপূর্ব্বক বৃদ্ধসুশ্রুতোক্ত শল্যতন্ত্রের পর যে অভাব ছিল তাহার পূরণাভিপ্রায়ে শালাক্যতন্ত্র প্রণয়ন করেন। কেবল ইহাই নহে। তৎকর্তৃক বৃদ্ধসুশ্রুতোক্ত প্রাচীনতর শল্যতন্ত্রও প্রতিসংস্কৃত হয়।' কিন্তু সুশ্রুততন্ত্রে আয়ুর্ব্বেদের একটী অঙ্গ একেবারেই ছিল না বলিয়া আমাদের মনে হয় না। সম্ভবতঃ যাহা সংক্ষিপ্ত ছিল তাহাই নবীনসুশ্রুত কর্তৃক প্রপঞ্চিত হইয়া থাকিবে। শুনা যায়, সুশ্রুতসংহিতার পূর্ব্বে সুশ্রুততন্ত্রে আটটী বিভাগ ছিল—সূত্রস্থান, দ্বিতীয় স্থান, চিকিৎসাস্থান, কল্পস্থান, শল্যস্থান, কুমারতন্ত্র, কায়চিকিৎসা এবং ভূতবিদ্যা। প্রতিসংস্কারে এগুলি পাঁচটীস্থানে ও উত্তরতন্ত্রে প্রবেশ করিয়াছে।

সুশ্রুততন্ত্রের কোনও ব্যাখ্যা ছিল কি না তাহা জানা নাই।

তবে সুশ্রুতসংহিতার উপর ভাষ্য বার্ত্তিক পঞ্জিকা বৃহৎপঞ্জিকা নিবন্ধ নিবন্ধসংগ্রহ টীকা টিপ্পণ এবং নানা ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। ভাষ্য যেমন—শারীরস্থান পর্য্যন্ত হারাণচন্দ্রশাস্ত্রিকৃত। বার্ত্তিক যেমন—মাধবকরকৃত সুশ্রুতশ্লোকবার্ত্তিক বা প্রশ্নসহস্রবিধান। পঞ্জিকা যেমন—ভাস্করভট্ট-প্রণীত সুশ্রুতপঞ্জিকা, গয়দাস-প্রণীত বৃহৎপঞ্জিকা বা ন্যায়চন্দ্রিকা। নিবন্ধ যেমন—লঘুসুশ্রুত বা সুশ্রুত-সার, হারাণচন্দ্রশাস্ত্রিকৃত সুশ্রুতার্থসন্দীপন ইত্যাদি। টীকা যেমন—সুবীরকৃত, জেজ্জটকৃত, চক্রপাণিদত্তকৃত 'ভানুমতী', গয়ীসেনকৃত, ডল্লণকৃত নিবন্ধসংগ্রহ ইত্যাদি। টিপ্পণ যেমন—শ্রীমাধব ব্রহ্মবাদিকৃত 'গূঢ়পদভঙ্গ' টিপ্পণী। ব্যাখ্যা যেমন—বিপ্রচণ্ডাচার্য্য কৃত, শ্রীব্রহ্মদেব কৃত, গদাধর কৃত ইত্যাদি।

সুশ্রুতসংহিতার শারীরস্থানীয় প্রথমাধ্যায়ে সাংখ্যের নানা বিষয় অবতারিত হইয়াছে। সুশ্রুতোক্ত এ সকল অংশ প্রতিসংস্কার-কালে স্পৃষ্ট নহে বলিয়া মনে হয়। এখন সাংখ্যের যে সকল গ্রন্থ প্রচলিত তৎসমুদায় চরক সুশ্রুত দেখেন নাই। কারণ ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা প্রাচীন হইলেও ইঁহাদের অনেক পরবর্ত্তী এবং সাংখ্যপ্রবচনসূত্র কপিলের নামে প্রকাশিত থাকিলেও উহা ঈশ্বর-কৃষ্ণের বহু পরবর্ত্তী। তবে 'সাংখ্য' নামের প্রস্তাবে কপিলোক্ত তত্ত্বসমাম্নায়ের যে সকল সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে তাহারা অবশ্য চিরবর্ত্তমান। চরক ও সুশ্রুত সেগুলি নিশ্চয়ই দেখিয়াছিলেন এবং মহাভারত ও সম্ভবতঃ ষষ্টিতন্ত্রাদিও পড়িয়াছিলেন।

বর্ত্তমান কোনও সাংখ্যগ্রন্থে সুশ্রুতের নাম বা মতবাদ প্রমাণরূপে গৃহীত নহে। কারণ—প্রথমতঃ 'যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ' এই ন্যায়ে উহা উপেক্ষিত হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ চিকিৎসাধিকৃত কর্ম্মপুরুষের জন্য যে পর্য্যন্ত তত্ত্বান্তরপরিণাম আবশ্যক তাহাই গ্রহণপূর্ব্বক সুশ্রুতাচার্য্য সাংখ্যের অঙ্গব্যবচ্ছেদ করিয়াছেন, এবং

তৃতীয়তঃ স্থানবিশেষে তিনি স্বকীয়তন্ত্রানুরোধে সাংখ্যের ক্ষুণ্ন বর্ত্ম হইতে বিচলিত হইয়াছেন। তথাপি কালভক্ষিত নানা সাংখ্যগ্রন্থ উপজীব্য করিয়া সুশ্রুতসংহিতায় যে সকল সাংখ্যবাদ উপস্থাপিত হইয়াছে তৎসমুদায় সাংখ্যাচার্য্যদের না হইলেও ঐতিহাসিকদের চিত্তাকর্ষক হইতে পারে। সুতরাং ইতিহাসজাতীয় গ্রন্থে তদ্বিষয়ক সূত্রসমূহের ব্যাখ্যা প্রপঞ্চ বা আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক নহে। সুশ্রুতের ব্যাখ্যাসমূহ সংস্কৃত ভাষায় রচিত বলিয়া আমরাও সংস্কৃত ভাষাতেই ব্যাখ্যাদি করিব।

১। **'অথ সর্ব্বভূতচিন্তাশারীরং ব্যাখ্যাস্যামঃ। সর্ব্বভূতানাং কারণমকারণং সত্ত্বরজস্তমোলক্ষণমস্পষ্টরূপমখিলস্য জগতঃ সম্ভবহেতু রব্যক্তং নাম। তদেকং বহূনাং ক্ষেত্রজ্ঞানামধিষ্ঠানং সমুদ্র ইবৌদকানাং ভাবানাম্'** । ১।

'অথে'ত্যারম্ভে মাঙ্গল্যে বা। **'সর্ব্বভূতচিন্তাশারীরং ব্যাখ্যাস্যাম'** ইত্যনেন ভূতাদিশরীরিসমবায়ং চিকিৎসাধিকৃতং কর্ম্মপুরুষং বর্ণয়িতুং প্রস্তৌতি, ন তু তস্য দুঃখবহুলসংসারং দুঃখবহুলসংসারহেতুং দুঃখবহুলসংসারহানং দুঃখবহুলসংসারহানোপায়ং বা। সর্ব্বভূতচিন্তা-প্রধানং শারীরং সর্ব্বভূতচিন্তাশারীরমিতি মধ্যপদলোপিকর্ম্মধারয়ঃ। ততঃ সৃষ্টিবীজং চিন্ত্যতে—**'সর্ব্বভূতানাং কারণমকারণমিতি'**। অনেন সকলকারণত্বোপপত্তয়ে প্রধাননিত্যত্বমুপপাদ্যতে। সর্ব্বভূতানাং ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বানাং কারণং মূলোপাদানং প্রধানমকারণং মূলশূন্য-মিত্যর্থঃ। অনবস্থাদোষাপত্ত্যা কারণস্য কারণান্তরকল্পনা ন ন্যায্যেত্যভিপ্রায়ঃ। উক্তং চ তন্ত্রান্তরে—'মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলমি'তি। এতদুক্তং ভবতি—মূলপ্রধানস্য মূলাভাবাৎ কারণা-ভাবাদমূলং যৎ কারণং তন্মূলম্, তদেব প্রধানমিতি। **'সত্ত্বরজস্তমো-লক্ষণমস্পষ্টরূপমি'তি**। সত্ত্বরজস্তমোলক্ষণং ত্রৈগুণ্যস্বরূপমিত্যর্থঃ। অস্পষ্টরূপং প্রমাণৈ র্দর্শয়িতুমযোগ্যমিত্যভিপ্রায়ঃ। শ্রূয়তে হি—

'সত্ত্বরজস্তমোগুণানাং সাম্যদশায়াং বিকারাঃ সমা অস্পষ্টাশ্চ ভবন্তি, বৈষম্যদশায়াং তে বিষমাঃ স্পষ্টাশ্চ ভবন্তী'তি। বিষমাঃ প্রমাণৈর্দর্শয়িতুং যোগ্যা ইত্যর্থঃ। **'অখিলস্য জগতঃ সম্ভবহেতুঃ'** সকলভাবানামভিব্যক্তিকারণমিত্যর্থঃ। **'অব্যক্তমি'তি**। কেচিদাহুরনভিব্যক্তগুণবিভাগাদব্যক্তমিতি। অন্যে পুন র্যথা লোকে ঘটপটাদয়ো ব্যজ্যন্তে তথা ন ব্যজ্যত ইত্যব্যক্তমিতি। অব্যক্তং প্রধানং প্রধত্তে সর্ব্বমাত্মনি জগতঃ সম্ভবহেতুত্বাদিতি ব্যুৎপত্তেঃ। 'একম্' সমানমদ্বিতীয়ং বা। কোষশ্চ—'একোঽল্পান্যপ্রধানেষু প্রথমে কেবলে তথা। সাধারণে সমানেঽপি সংখ্যায়াং চ প্রযুজ্যতে॥' ইতি। উক্তং চ সাংখ্যকারিকায়ামীশ্বরকৃষ্ণেণ—'হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গম্। সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বিপরীতমব্যক্তম্॥' ইতি। ব্যতিরেকমুখেণৈতদুক্তং ভবতি—অব্যক্তমহেতুমদকারণত্বাৎ, নিত্যং চিরস্থায়িত্বাৎ, ব্যাপি সর্ব্বত্র বর্ত্তমানত্বাৎ, নিষ্ক্রিয়ং সংসরণরাহিত্যাৎ, একং সমানরূপত্বাৎ, অনাশ্রিতমনাধারত্বাৎ, অলিঙ্গং লয়রাহিত্যাৎ, নিরবয়বমমূর্ত্তত্বাৎ, স্বতন্ত্রমনপেক্ষত্বাৎ স্বাপেক্ষত্বাদ্বেতি। **'বহূনাং ক্ষেত্রজ্ঞানামধিষ্ঠানং'**—বহুকর্ম্মপুরুষাণামাশ্রয় ইত্যর্থঃ। ক্ষেত্রং প্রকৃতিবিকৃতিসংঘাতরূপং ভোগায়তনং শরীরমাত্মত্বেন যো জানাতি স ক্ষেত্রজ্ঞঃ। গীয়তে চ—'ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে। এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥' ইতি। তেষামধিষ্ঠানমাশ্রয় ইত্যর্থঃ। **'সমুদ্র ইবৌদকানাং ভাবানামি'তি**। উক্তমর্থং দৃষ্টান্তেন স্ফুটীকরোতি—সমুদ্র ইতি। সমুদ্রো যথা নদনদীনাং চরমাশ্রয়ো ভবতি তদ্বদিত্যর্থঃ। স্মর্য্যতে হি শান্তিপর্ব্বণি 'যতঃ সৃষ্টানি তত্রৈব তানি যন্তি পুনঃ পুনঃ। মহাভূতানি ভূতেভ্যঃ সাগরস্যোর্ম্ময়ো যথা॥' (১৯৪।৬) ইতি। চরকসংহিতায়াং ভগবাংশ্চরকোঽপি স্মরতি—'অব্যক্তাদ্ ব্যক্ততাং যাতি

ব্যক্তাদব্যক্ততাং পুনঃ। রজস্তমোভ্যামাবিষ্টশ্চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে॥' (চরক—শারীর ১।৩১) ইতি। প্রথমসূত্রব্যাখ্যা সমাপ্তা। শিষ্টং চ ডল্লণে দৃশ্যম্॥১॥

২। **'তস্মাদব্যক্তান্মহানুৎপদ্যতে তল্লিঙ্গ এব। তল্লিঙ্গাচ্চ মহত স্তল্লিঙ্গ এবাহংকার উৎপদ্যতে। স চ ত্রিবিধো বৈকারিক স্তৈজসো ভূতাদিরিতি। তত্র বৈকারিকাদহংকারাৎ তৈজসসহায়াৎ তল্লক্ষণান্যেবৈকাদশেন্দ্রিয়াণ্যুৎপদ্যন্তে। তদ্‌যথা—শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষু-র্জিহ্বাঘ্রাণবাগ্‌হস্তোপস্থপায়ুপাদমনাংসীতি। তত্র পূর্ব্বাণি পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি। ইতরাণি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি। উভয়াত্মকং মনঃ॥' ২॥**

'তস্মাদব্যক্তাদি'তি। পূর্ব্বাসূত্রোক্তাদব্যক্তাদিত্যভিপ্রায়ঃ। **'মহা-নুৎপদ্যতে তল্লিঙ্গ এবে'**তি। মহান্ প্রথমো বিকারঃ সামান্যাহংকারো বুদ্ধিলক্ষণঃ সত্ত্বরজস্তমঃস্বভাবো লিঙ্গাপরপর্য্যায় উৎপদ্যতে। হেতুত্বাৎ প্রধানে লীয়তে লয়ং গচ্ছতীতি লিঙ্গঃ সামান্যাহংকারো মহান্ বা। **'তল্লিঙ্গাচ্চ মহত স্তল্লিঙ্গ এবাহংকার উৎপদ্যত'** ইতি। তস্মাৎ সামান্যাহংকারাপরপর্য্যয়ান্মহত এক এবাহংকারো দেহাত্মা-ভিমানহেতুত্বাদ্ বিশেষাহংকারাপরপর্য্যায় উৎপদ্যতে। সোঽপি হেতুত্বান্মহতি লীয়তে লয়ং গচ্ছতীতি লিঙ্গঃ। স চাভিমান ইত্যুচ্যতে। তথা হি তত্ত্বকৌমুদ্যাম্—'অভিমানোঽহংকারঃ। যৎ খল্বালোচিতং মতং চাত্রাহমধিকৃতঃ, শক্তঃ খল্বহমত্র, মদর্থা এবামী বিষয়াঃ, মত্তো নান্যোঽত্রাধিকৃতঃ কশ্চিদস্ত্যতোঽহমস্মীতি যোঽভিমানঃ সোঽসাধারণব্যাপারত্বাদহংকার স্তমুপজীব্য হি বুদ্ধিরধ্যবস্যতি কর্ত্তব্যমেতন্ময়েতী'তি (২৪ কারিকা)। **'স চ ত্রিবিধো বৈকারিক স্তৈজসো ভূতাদিরিতী'**তি। স চ বিশেষাহংকারঃ সত্ত্বপ্রধানত্বাদ্ বৈকারিকো রজঃপ্রধানত্বাৎ তৈজস স্তমঃপ্রধানত্বাদ্ ভূতাদিরিতি ত্রৈবিধ্যেন পরিভাবিত ইত্যর্থঃ। **'তত্র বৈকারিকা-**

মহংকারাৎ তৈজসসহায়াদি'ত্যাদি। তমোলেশানুবিদ্ধাদিত্যপি বক্তব্যম্। যত স্ত্রয়াণাং গুণানাং সমাবেশাদৃতে বস্তুৎপত্তেরসম্ভবঃ। স্মর্য্যতে হি বিষ্ণুগীতায়াম্—'রজসো মিথুনং সত্ত্বং সত্ত্বস্য মিথুনং রজঃ। উভয়োঃ সত্ত্বরজসো র্মিথুনং তম উচ্যতে॥' ইতি। উক্তং চ সাংখ্য-বৃদ্ধৈঃ—'অন্যোন্যাশ্রয়াশ্চ গুণা' ইতি। ইত্যাস্তাম্। ইদানীং প্রকৃত-মনুসরামঃ। তত্র সাত্ত্বিকাহংকারাদ্ রজঃসহচরিতাৎ তমোমাত্রয়াঽনু-বিদ্ধাৎ তল্লক্ষণানি ব্যবসায়াত্মকত্বেন প্রকাশলক্ষণান্যেকাদশেন্দ্রিয়াণি সমুৎপদ্যন্তে শ্রোত্রত্বক্চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণবাগ্ঘস্তোপস্থপায়ুপাদমনাংসীতি। '**তত্র পূর্ব্বাণি পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয়াণী**'তি। তত্র পূর্ব্বাণি শ্রোত্রা-দীনি ঘ্রাণপর্য্যন্তানি পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধান্ বুধ্যন্তে। তত্রাপি বুধ্যতে শ্রোত্রং স্বং বিশেষশব্দম্, ত্বক্ স্পর্শম্, চক্ষু রূপম্, জিহ্বা রসম্, ঘ্রাণং গন্ধং চেতি। '**ইতরাণি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণী**'তি। ইতরাণি মনোবর্জ্জিতানি শিষ্টানি বাগাদীনি পাদপর্য্যন্তানি স্বং স্বং কর্ম্ম কুর্ব্বন্তীতি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণীত্যুচ্যন্তে। তত্র চ বাক্ স্বং বচন-মুচ্চারয়তি, হস্তৌ গ্রহণাদি কর্ম্ম কুরুতঃ, উপস্থ আনন্দং করোতি প্রজোৎপত্ত্যা, পায়ুর্মলাদীনামুৎসর্গং করোতি, পাদৌ বিহরণাদিকর্ম্ম কুরুত ইতি। '**উভয়াত্মকং মন**' ইতি। মন উভয়াত্মকং যত স্তদ্ বুদ্ধীন্দ্রিয়েষু বুদ্ধীন্দ্রিয়ং কর্ম্মেন্দ্রিয়েষু কর্ম্মেন্দ্রিয়ং ভবতি, যথা কশ্চিদাচার্য্যঃ শিষ্যমধ্যে স্থিত আচার্য্যত্বং করোতি, মল্লমধ্যে স্থিতশ্চ মল্লত্বং ভজত ইতি। দ্বিতীয়সূত্রব্যাখ্যা সমাপ্তা ।২।

৩। '**ভূতাদেরপি তৈজসসহায়াৎ তল্লক্ষণান্যেব পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুৎ-পদ্যন্তে। তদ্ যথা—শব্দতন্মাত্রং স্পর্শতন্মাত্রং রূপতন্মাত্রং রস-তন্মাত্রং গন্ধতন্মাত্রমিতি। তেষাং বিশেষাঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধা স্তেভ্যো ভূতানি ব্যোমানিলানলজলোর্ব্ব্যঃ। এবমেষা চতুর্ব্বিংশতি র্ব্যাখ্যাতা।**' ৩।

'**ভূতাদেরপী**'তি। ভূতাদিসংজ্ঞিতাৎ তামসাহংকারাদপীত্যর্থঃ।

'তৈজসসহায়াদি'তি। রজঃসহচরিতাৎ। তৈজসসংজ্ঞিতাদ্ রাজসাহংকারসহায়াদিত্যভিপ্রায়ঃ। সত্ত্বমাত্রয়াঽনুবিদ্ধাদিত্যপি বক্তব্যম্। ভবতি চ তত্রাগমঃ—'অন্যোন্যমিথুনাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে সর্ব্বত্রগামিনঃ। নৈষামাদিঃ সম্প্রয়োগো বিয়োগো বোপলভ্যতে॥' ইতি। আদির্নোপলভ্যতে প্রারম্ভাভাবাৎ, সম্প্রয়োগঃ সংযোগো নোপলভ্যতে নিত্যপ্রাপ্তত্বাৎ, অতএব বিয়োগঃ সংবিভাগোঽপি নোপলভ্যতে ইত্যর্থঃ। **'ভল্লক্ষণান্বয়ে'**তি। বিমোহন-প্রবর্ত্তন-প্রকাশ-লক্ষণান্বয়েনেত্যর্থঃ। **'পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুৎপদ্যন্ত'** ইতি। ব্যোমাদিক্ষিতিপর্য্যন্তানাং সূক্ষ্মাবস্থারূপাণি পঞ্চতন্মাত্রাণি জায়ন্ত ইত্যর্থঃ। কানি চ তানি? তদাহ—**'শব্দতন্মাত্রং স্পর্শতন্মাত্রং রূপতন্মাত্রং রসতন্মাত্রং গন্ধতন্মাত্রমি'**তি। সা মাত্রা যস্মিংস্তৎ তন্মাত্রম্ (the state of being thatness)। **'তেষাং বিশেষাঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধা'** ইতি। তেষামবিশেষাণামিত্যর্থঃ। অবিশেষা অনুদ্ভূতস্বভাবত্বাদ্ বাহ্যেন্দ্রিয়ৈরগ্রাহ্যা গ্রাহ্যাস্তু যোগিভিরেব। অবিশেষাণি তন্মাত্রাণি ক্বচিদপি সুখদুঃখাদিভির্বিশেষ্টুং ন শক্যন্তে সূক্ষ্মত্বাৎ। যে তু বিশেষাঃ শব্দাদয়স্তে পুনরনুভবযোগ্যৈঃ সুখদুঃখমোহরূপৈ র্ধর্ম্মৈ র্বিশিষ্যন্ত এব। অয়মাশয়ঃ। শব্দতন্মাত্রাদবিশিষ্টশব্দস্বরূপমাত্রমুপলভ্যতে ন তু বিশিষ্টাঃ শব্দা উদাত্তানুদাত্তস্বরিতষড়্জর্ষভগান্ধারমধ্যমপঞ্চমধৈবতনিষাদাদয় ইতি শব্দতন্মাত্রমবিশেষম্, উদাত্তাদিশব্দ স্তু তদ্বিশেষঃ। স্পর্শতন্মাত্রাদবিশিষ্টস্পর্শস্বরূপমাত্রমুপলভ্যতে ন তু বিশিষ্টা মৃদুকঠিনকর্কশপিচ্ছিলশীতোষ্ণাদয় ইতি স্পর্শতন্মাত্রমবিশেষম্, মৃদুকঠিনাদিস্পর্শ স্তু তদ্বিশেষঃ। রূপতন্মাত্রাদবিশিষ্টরূপস্বরূপমাত্রমুপলভ্যতে ন তু বিশিষ্টাঃ শুক্লকৃষ্ণরক্তপীতাদয় ইতি রূপতন্মাত্রমবিশেষম্, শুক্লাদিরূপং তু তস্য বিশেষঃ। রসতন্মাত্রাদবিশিষ্টরসস্বরূপমাত্রমুপলভ্যতে ন তু বিশিষ্টাঃ কটুতিক্তকষায়মধুরাম্ললবণাদয় ইতি রসতন্মাত্রমবিশেষম্, কট্বাদিরস স্তু তস্য বিশেষঃ।

গন্ধমাত্রাদবিশিষ্টগন্ধস্বরূপমাত্রমুপলভ্যতে ন তু বিশিষ্টাঃ কটুতিক্তাদয় ইতি গন্ধতন্মাত্রমবিশেষম্, কট্বাদিগন্ধ স্তু তস্য বিশেষঃ। উক্তং চ—'কটুতিক্তকষায়াদ্যাঃ সৌরভ্যেঽপি প্রকীর্ত্তিতাঃ' ইতি। **'তেভ্যো ভূতানি ব্যোমানিলানলজলোর্ব্ব্যঃ'** ইতি। তেভ্যঃ পঞ্চভ্যঃ শব্দতন্মাত্রাদিভ্য একৈকোত্তরবৃদ্ধ্যা ব্যোমাদি-পঞ্চ-মহাভূতানি জায়ন্তে। তত্র শব্দতন্মাত্রাদেকশব্দগুণমাকাশমবকাশদানেন বর্ত্তমানং শিষ্টানাং চতুর্ণাং পৃথিব্যপ্তেজোবায়ূনামুপকরোতি। শব্দতন্মাত্রানুপ্রবিষ্টাৎ প্রতিসংহিতাদ্বা স্পর্শতন্মাত্রাদ্ দ্বিগুণো বায়ুর্বহনভাবেন বর্ত্তমানঃ শিষ্টানাং চতুর্ণাং পৃথিব্যপ্তেজআকাশানামুপকুরুতে। তাভ্যাং শব্দস্পর্শতন্মাত্রাভ্যামনুপ্রবিষ্টাৎ প্রতিসংহিতাদ্বা রূপতন্মাত্রাৎ ত্রিগুণং তেজ স্তপনভাবেন বর্ত্তমানং শিষ্টানাং চতুর্ণাং পৃথিব্যব্বায়্বাকাশানামুপকুরুতে। ত্রিভিঃ শব্দস্পর্শরূপতন্মাত্রৈরনুপ্রবিষ্টাৎ প্রতিসংহিতাদ্বা রসতন্মাত্রাচ্চতুর্গুণা আপো দ্রবভাবেন বর্ত্তমানাঃ শিষ্টানাং চতুর্ণাং পৃথিবীতেজোবায়্বাকাশানামুপকুর্ব্বতে। চতুর্ভিঃ শব্দস্পর্শরূপরসতন্মাত্রৈরনুপ্রবিষ্টাৎ প্রতিসংহিতাদ্বা গন্ধতন্মাত্রাৎ পঞ্চগুণা পৃথিবী ধারণভাবেন বর্ত্তমানা শিষ্টানাং চতুর্ণামপ্তেজোবায়্বাকাশানামুপকরোতি। **'এষা চতুর্ব্বিংশতি র্ব্যাখ্যাতে'**তি। অস্মিন্ সূত্রে পঞ্চমহাভূতানি পঞ্চতন্মাত্রাণি, পূর্ব্বসূত্রে পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি মনোঽহংকারো মহানব্যক্তং চেতি চতুর্বিংশতিতত্ত্বানি ব্যাখ্যাতানীত্যভিপ্রায়ঃ। ডল্লণ আহ—'পাতঞ্জলমতানুসারিণশ্চ শব্দাদিভ্য এব ব্যোমাদীনামুৎপত্তিমিচ্ছন্তী'তি। সত্যম্। পাতঞ্জলাঃ পুন র্মহতোঽহংকারস্য পঞ্চতন্মাত্রাণাং চোৎপত্তিমিচ্ছন্তি। সাংখ্যা স্তু নৈবং সমামনন্তি। ত আহুঃ—'সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ, প্রকৃতে র্মহান্, মহতোঽহংকারঃ, অহংকারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ম্, তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানীতি চতুর্বিংশতি র্গণ' ইতি। (১।৬১ সাংখ্য-

শূত্রং দ্রষ্টব্যম্)। সুশ্রুতোঽপি সাংখ্যমতানুসারেণ মহত স্ত্রিবিধোঽ-হংকারো বৈকারিক স্তৈজসো ভূতাদি শ্চেতি স্বীকৃত্য বৈকারিকা-দেকাদশেন্দ্রিয়াণাং ভূতাদেঃ পঞ্চতন্মাত্রাণাং চোৎপত্তিমবধার্য্য তৈজসমুভয়োরনুগ্রাহকত্বেন কল্পয়তীতি বিশেষঃ। অন্যৎ সমানম্। তৃতীয়সূত্রব্যাখ্যা সমাপ্তা। ৩।

৪। **'তত্র বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং শব্দাদয়ো বিষয়াঃ। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং যথাসংখ্যং বচনাদানানন্দবিসর্গবিহরণানি। অব্যক্তং মহানহংকারঃ পঞ্চতন্মাত্রাণি চেত্যষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ, শেষাঃ ষোড়শ বিকারাঃ। স্বঃ স্ব শ্চৈষাং বিষয়োঽধিভূতম্। স্বয়মধ্যাত্মমধিদৈবতং চ। অথ বুদ্ধে র্ব্রহ্মা। অহংকারস্যেশ্বরঃ। মনস শ্চন্দ্রমাঃ। দিশঃ শ্রোত্রস্য। ত্বচো বায়ুঃ। সূর্য্য শ্চক্ষুষোঃ। রসনস্যাপঃ। পৃথিবী ঘ্রাণস্য। বচসোঽগ্নিঃ। হস্তয়োরিন্দ্রঃ। পাদয়ো র্বিষ্ণুঃ। পায়ো র্মিত্রম্। প্রজাপতিরুপস্থস্যেতি। তত্র সর্ব্ব এবাচেতন এষ বর্গঃ, পুরুষঃ পঞ্চবিংশতিতমঃ, স চ কার্য্যকারণসংযুক্ত শ্চেতয়িতা ভবতি। সত্যপ্যচৈতন্যে প্রধানস্য পুরুষকৈবল্যায় প্রবৃত্তিমুপদিশন্তি হেতুমুদাহরন্তি।'** ৪।

'বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং শব্দাদয়ো বিষয়া' ইতি। অয়মর্থঃ। বুধ্যত ইতি বুদ্ধিঃ। 'ইন্'-ইতি বিষয়াণাং নাম। তানিনো বিষয়ান্ প্রতি দ্রবন্তীতি 'ইন্দ্রিয়াণি' ইতি · বৈদান্তিকাঃ। শাব্দিকাস্তু রূঢ়িরেষা চক্ষুরাদীনাং করণানাম্। তথা হি পাণিনিঃ 'ইন্দ্রিয়মিন্দ্রলি-ঙ্গমিন্দ্রদৃষ্টমিন্দ্রসৃষ্টমিন্দ্রজুষ্টমিন্দ্রদত্তমিতি বা' (৫।২।৯৩) ইতি। বুদ্ধেরিন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি ঘ্রাণপর্য্যন্তান্যেব। তত্র শ্রোত্রং যেন শ্রূয়তে, ত্বগ্ যয়া স্পৃশ্যতে, চক্ষুর্যেন দৃশ্যতে, জিহ্বা যয়া রস্যতে, ঘ্রাণং যেন ঘ্রায়তে। পর্য্যালোচনেন শব্দ-স্পর্শরূপরসগন্ধান্ পঞ্চবিষয়ান্ বুধ্যন্ত ইতি শব্দাদয়ো বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং বিষয়া ভবন্তি। **'কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং যথাসংখ্যং বচনাদানানন্দবিসর্গ-বিহরণানী'**তি। ক্রিয়ত ইতি কর্ম্ম। কর্ম্মণ ইন্দ্রিয়াণি বাগাদীন্যেব।

তত্র বাগ্ বক্তি, হস্তৌ দত্ত আদদাতে চ, উপস্থ আনন্দং করোতি প্রজোৎপত্ত্যা, পায়ু র্বিসৃজতি, পাদৌ বিহরতঃ। অতএব বচনাদীনি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং যথাসংখ্যং বিষয়া ভবন্তি। **'অব্যক্তমি'**তি। অনভিব্যক্তসত্ত্বগুণাদিবিভাগত্বাদব্যক্তং (the undiscrete principle) প্রকৃতিরিতি যাবৎ। অস্য পর্য্যায়াঃ—প্রকৃতিরলিঙ্গং প্রধানমবিদ্যা মায়া চেতি। বিচিত্রসৃষ্টিকরত্বাৎ প্রকৃতিরিত্যুচ্যতে। তথা হি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—'প্রকৃষ্টবাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ। সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টা যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্ত্তিতা ॥' ইতি। ন ক্বাপি লয়ং গচ্ছতীত্যলিঙ্গম্। প্রধত্তে সর্ব্বমাত্মনীতি প্রধানম্। অবিদ্যা জ্ঞানবিরোধিত্বাৎ। মায়া বিসদৃশপ্রতীতিসাধকত্বাৎ। **'মহানি'**তি। মহানিতি সামান্যাহংকারো বুদ্ধিলক্ষণঃ সমষ্টিরূপবিরাট্‌কার্য্যত্বাৎ। **'অহংকার'** ইতি। স হি বৈকারিক-তৈজস-ভূতাদিসংজ্ঞিতো বিশেষাহংকারো দেহাত্মাভিমানহেতুত্বেন শ্রোতাঽহং বক্তাঽহমিত্যাদিব্যষ্টিরূপজীবকার্য্যত্বাৎ। **'পঞ্চতন্মাত্রাণী'**তি। শব্দতন্মাত্রাদীনি প্রাগেব যানি চ বিবৃতানি। তথা হি স্মর্য্যতে বিষ্ণুপুরাণে—'তস্মিংস্তস্মিং স্তু তন্মাত্রা স্তেন তন্মাত্রতা স্মৃতা। ন শান্তা নাপি তে ঘোরা ন মূঢ়া শ্চাবিশেষিণঃ ॥' ইতি। **'অষ্টৌ প্রকৃতয়'** ইতি। তত্রাব্যক্তাপরপর্য্যায়া প্রকৃতিরেকা সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যরূপা স্বয়মচেতনাঽনেকচেতনভোগাপবর্গার্থা নিত্যা সর্ব্বগতা সততবিক্রিয়া ন কস্যচিদ্ বিকৃতি রপি তু সর্ব্বভূতানাং পরমকারণমকারণমেব। মহদাদ্যাঃ সপ্ত প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ। তে হি প্রকৃতয়োঽন্যেষাং কারণতয়া, বিকৃতয়শ্চ কার্য্যতয়া। তত্র মহান্ বিশেষাহংকারং জনয়ন্ প্রকৃতিঃ, অব্যক্তাদুৎপদ্যমানো বিকৃতিঃ। বিশেষাহংকার স্তন্মাত্রাণ্যেকাদশেন্দ্রিয়াণি চ জনয়ন্ প্রকৃতিঃ, মহত উৎপদ্যমানো বিকৃতিঃ। শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ পঞ্চ যথাক্রমং ব্যোমানিলানলজলোর্ব্ব্যাখ্যানি পঞ্চ মহাভূতানি জনয়ন্তঃ প্রকৃতয়ঃ, বিশেষাহংকারাদুৎপদ্যমানা

বিকৃতয়ঃ। নমু, কথং তর্হি সর্ব্বা অপি প্রকৃতিত্বেনোচ্যন্তে? নৈষ দোষঃ, তাঃ সর্ব্বাঃ প্রকুর্ব্বন্তীতি মনসি নিধায় তত্ত্বসমাম্নায়ে ভগবতা কপিলেনাপি তদ্বাদন্যায়েন সূত্রিতম্—'অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ' ইতি। এবমষ্টৌ প্রকৃতয়ো ব্যাখ্যাতাঃ। **'শেষাঃ ষোড়শ বিকারা'** ইতি। তত্র ব্যোমাদি পঞ্চমহাভূতানি, শ্রোত্রাদীনি পঞ্চবুদ্ধী-ন্দ্রিয়াণি, বাগাদীনি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, সর্ব্বসহকারি মনশ্চেতি কেবল বিকারাঃ। অয়ং ষোড়শকো গণো বিকারোঽন্যস্মাদুৎপন্নো ন হি ততোঽন্যদুৎপদ্যত ইতি। **'স্বঃ স্ব শ্চৈষাং বিষয়োঽধি-ভূতমি'**তি। মহদহংকারেন্দ্রিয়াণাং যে ব্যবসায়া স্ত আধিভৌতিকা ইত্যর্থঃ। তত্র মহতঃ সমষ্ট্যহংকাররূপস্য বিষয়ো ব্যষ্ট্যহংকারোৎ-পাদকত্বমধিভূতম্, অহংকারস্য ব্যষ্ট্যহংকাররূপস্য বিষয় ইন্দ্রিয়-তন্মাত্রোৎপাদকত্বমধিভূতম্। তত্রাপি শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণানাং বিষয়াঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধা অধিভূতম্, বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থানাং বিষয়া বচনাদানবিহরণবিসর্গানন্দা অধিভূতম্, মনস স্তু সংকল্পো বিষয় এবাধিভূতমিতি। **'স্বয়মধ্যাত্মমধিদৈবতং চে'**তি। মহদহং-কারেন্দ্রিয়াণি—ইত্যেতানি ত্রয়োদশ স্বয়মধ্যাত্মসংজ্ঞিতানি ভবন্তি, যা যাঃ পুন র্দেবতা মূলপ্রকৃতেঃ সত্ত্বপ্রধানা উৎপন্না স্তা স্তা এব তেষাং মহদাদীনামাধিদৈবত্যমাপন্না বুদ্ধ্যাদীনাং স্ফূর্ত্তিকরণত্বাদিতি। **'অথে'**তি যথা। **'বুদ্ধের্ব্রহ্মে'**তি। বুদ্ধিরধ্যাত্মং ব্যষ্ট্যহংকারোৎ-পাদকত্বরূপং বোদ্ধব্যমধিভূতং ব্রহ্মা তত্রাধিদৈবতমিতি। অত্র সাংখ্যবৃদ্ধানামানুকূল্যমস্তি। বেদান্তিন স্তু বৃহস্পতিরাধিদৈবিক ইত্যাহুঃ। তথা হি পঠ্যতে—'বুদ্ধিরধ্যাত্মমিত্যুক্তং বোদ্ধব্যং তত্র যদ্ ভবেৎ। অধিভূতং তদিত্যুক্তমধিদৈবং বৃহস্পতিঃ॥' ইতি। **'অহংকারস্তেশ্বর'** ইতি। অহংকারোঽধ্যাত্মম্, ইন্দ্রিয়তন্মাত্রোৎ-পাদকত্বরূপমহংকর্ত্তব্যমধিভূতম্, ঈশ্বর স্তত্রাধিদৈবতমিত্যর্থঃ। ঈশ্বরো মহেশ্বরো রুদ্রাপরপর্য্যায় এব। তথা হি বেদান্তিনঃ—

'অহংকার স্তথাহধ্যাত্মমহংকর্ত্তব্যমেব চ। অধিভূতং তদিত্যুক্তং রুদ্রস্তত্রাধিদৈবতম্॥' ইতি। শান্তিপর্ব্বণি তু স্মর্য্যতে—'অহংকার-স্তথাহধ্যাত্মং সর্ব্বসংসারকারকম্। অভিমানোহধিভূতং চ রুদ্র-স্তত্রাধিদৈবতম্॥' (মোক্ষধর্ম্ম ৩১৩ অঃ) ইতি। **'মনসশ্চন্দ্রমা'** ইতি। মনোহধ্যাত্মং সংকল্পয়িতব্যমধিভূতং চন্দ্রমাস্তত্রাধিদৈবতম্। অত্র বেদান্তভারতয়োরপ্যানুকূল্যমস্তি। কথং চন্দ্রমা অধিদৈবতং মনসো ন তু সূর্য্যাদীনাং কশ্চিদন্য ইতি চেৎ? উচ্যতে। শ্রূয়তে হি পুরুষসূক্তে—'চন্দ্রমা মনসো জাত' ইতি। এবং চ মনসো জাতত্বান্মনোহধিষ্ঠাতৃত্বং চন্দ্রস্য সমুপপন্নং ভবতি। **'দিশঃ শ্রোত্রন্তে'**তি। 'শ্রোত্রমধ্যাত্মমিত্যুক্তং শ্রোতব্যং শব্দলক্ষণম্। অধিভূতং তদিত্যুক্তং দিশ স্তত্রাধিদৈবতম্॥' ইতি সাংখ্যা বেদান্তিন শ্চ। আম্নায়তে হি পুরুষসূক্তে—'দিশঃ শ্রোত্রাদি'তি (ঋক্ ১০।৯০।১৪)। অতএব পুরুষশ্রোত্রাত্বুৎপন্নানাং জীবশ্রোত্রাধি-ষ্ঠিতত্বং নানুপপন্নমেব। **'ত্বচো বায়ুরি'**তি। 'ত্বগধ্যাত্মমিতি প্রোক্তং স্পষ্টব্যং স্পর্শলক্ষণম্। অধিভূতং তদিত্যুক্তং বায়ুস্তত্রাধিদৈবতম্॥' ইতি সাংখ্যা বেদান্তিনশ্চ। যদ্যপি 'ওষধিবনস্পতয়ো লোমানি ভূত্বা ত্বচং প্রাবিশন্' ইতি শ্রুতেরোষধিবনস্পতীনাং ত্বগ্দেবতাত্বং বক্তুমুচিতম্, তথাপি বৃক্ষাণাং বায়্বধিষ্ঠাতৃত্বং শ্রুত্যাদিপ্রসিদ্ধ-মিতি মনসি নিধায় পূর্ব্বাচার্য্যৈ র্বায়ো স্তগ্দেবতাত্বমুক্তম্। স্মরতি চ ভগবান্ ব্যাসোহপি মোক্ষধর্ম্মে—'ত্বগধ্যাত্মমিতি প্রাহু স্তত্ত্ববুদ্ধি-বিশারদাঃ। স্পর্শমেবাধিভূতং তু পবনশ্চাধিদৈবতম্॥' (৩১৩ অধ্যায়) ইতি। অত্র স্পর্শশব্দঃ ক্লীবলিঙ্গ এব। নন্থ, 'ঘঞবন্তঃ' ইতি স্মৃতেরসৌ পুংলিঙ্গ ইতি জ্ঞায়তে। সত্যম্। নেয়ং স্মৃতি-স্তু ভগবদ্ব্যাসাদীনধিকৃত্য কৃতা। তে হি ভগবন্তো বাগ্বিষয়ে স্বতন্ত্রা এব। যদ্বা লিঙ্গব্যবস্থা ব্যবহারাধিগম্যা, তস্মান্ন বৈয়া-করণৈঃ শক্যং লৌকিকং লিঙ্গমাস্থাতুম্। উক্তং চ—'শব্দানাং

চিত্রশক্তিত্বাৎ ষণ্ডশব্দো যথা পুমানি'তি। **'সূর্য্যশ্চক্ষুষোঃ'** ইতি। অয়ং চাধিভূতাদিভাবো বেদান্তেঽপি বর্ণিতঃ। তত্রোচ্যতে —'চক্ষুরধ্যাত্মমিত্যুক্তং দ্রষ্টব্যং রূপলক্ষণম্। অধিভূতং তদিত্যুক্ত-মাদিত্যোঽত্রাধিদৈবতম্॥' ইতি। স্মর্য্যতে চাশ্বমেধিকে—'তৃতীয়ং জ্যোতিরিত্যাহু শ্চক্ষুরধ্যাত্মমুচ্যতে। অধিভূতং ততো রূপং সূর্য্য স্তত্রাধিদৈবতম্॥' (৪২ অঃ) ইতি। শ্রূয়তে হি বৃহদারণ্যকে —'ইদং চক্ষুঃ সোঽসাবাদিত্যঃ' ইতি। শ্রুত্যন্তরং চ—'আদিত্য শ্চক্ষু র্ভূত্বাঽক্ষিণী প্রাবিশদি'তি। আম্নায়তে চ ঋগ্বেদে—'চক্ষোঃ সূর্য্যোঽজায়ত' ইতি। অতএব পুরুষচক্ষুষঃ সকাশাদুৎপন্নস্য সূর্য্যস্য জীবচক্ষুষো রধিষ্ঠাতৃত্বং যুক্তমেব ভবতি। **'রসনস্যাপঃ'** ইতি। ইত্থং চ সাংখ্যবৃদ্ধা আহুঃ—'জিহ্বাঽধ্যাত্মম্, রসয়িতব্যম-ধিভূতম্, আপস্তত্রাধিদৈবতমি'তি। শ্রুতিস্মৃতী অপি মতমেতদনু-কূলয়তঃ। **'পৃথিবী ঘ্রাণস্যে'**তি। এবং চ সাংখ্যাচার্য্যৈরুক্তম্— 'নাসাঽধ্যাত্মং ঘ্রাতব্যমধিভূতং পৃথ্বী তত্রাধিদৈবতমি'তি। বেদান্তে চোচ্যতে—'ঘ্রাণমধ্যাত্মমিত্যুক্তং ঘ্রাতব্যং গন্ধলক্ষণম্। অধিভূতং তদিত্যুক্তং পৃথিব্যত্রাধিদৈবতম্॥' ইতি। স্মর্য্যতে চ মোক্ষধর্ম্মে —'ঘ্রাণমধ্যাত্মমিত্যাহু র্যথাশ্রুতিনিদর্শিনঃ। গন্ধ এবাধিভূতং তু পৃথিবী চাধিদৈবতম্॥' (৩১৩ অঃ) ইতি। **'বচসোঽগ্নিরি'**তি। এবং চ বেদান্তিন আহুঃ—'বাগধ্যাত্মমিতি প্রোক্তং বক্তব্যং শব্দ-লক্ষণম্। অধিভূতং তদিত্যুক্তমগ্নিস্তত্রাধিদৈবতম্॥' ইতি। শ্রূয়তে চ বৃহদারণ্যকে—'বাক্ সোঽয়মগ্নিঃ' ইতি (৩।১।৩)। শ্রুত্যন্তরং চ—'অগ্নির্বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ' ইতি। অতএবাগ্নে র্জীবানাং বাক্যধিষ্ঠিতত্বং ন্যায্যং প্রতীয়তে। **'হস্তয়োরিন্দ্রঃ'** ইতি। সাংখ্য-বৃদ্ধৈরপ্যুক্তম্—'পাণিরধ্যাত্মম্, আদানমধিভূতম্, ইন্দ্রস্তত্রাধি-দৈবতমি'তি। ব্রহ্মবাদিন শ্চাহুঃ—'হস্তাবধ্যাত্মমিত্যুক্তমাদাতব্যং চ যদ্ ভবেৎ। অধিভূতং তদিত্যুক্তমিন্দ্রস্তত্রাধিদৈবতম্॥' ইতি।

স্মর্য্যতে চাশ্বমেধিকে—'হস্তাবধ্যাত্মমিত্যাহু রধ্যাত্মবিদুষো জনাঃ। অধিভূতং চ কর্ম্মাণি শক্রস্তত্রাধিদৈবতম্॥' (৪২ অঃ) ইতি। 'ইন্দ্রো মে বলে শ্রিতঃ' ইতি শ্রুতিস্বারস্যাদিন্দ্রস্য বলাধিষ্ঠাতৃত্বং প্রসিদ্ধম্। 'বাহোর্বলমি'তিশ্রুত্যা বলস্য বাহুধর্ম্মত্বাদিন্দ্রস্য হস্তাধিদেবত্বং যুক্তং ভবতি। 'পাদয়ো র্বিষ্ণুঃ' ইতি। এবং ব্রহ্মবাদিন শ্চাহুঃ—'পাদাবধ্যাত্মমিত্যুক্তং গন্তব্যং তত্র যদ্ ভবেৎ। অধিভূতং তদিত্যুক্তং বিষ্ণু স্তত্রাধিদৈবতম্॥' ইতি। স্মর্য্যতে চ মোক্ষধর্ম্মে— 'পাদাবধ্যাত্মমিত্যাহু র্ব্রাহ্মণা স্তত্ত্বদর্শিনঃ। গন্তব্যমধিভূতং চ বিষ্ণু-স্তত্রাধিদৈবতম্॥' ইতি। শ্রূয়তে হি—'ইদং বিষ্ণু র্বিচক্রমে ত্রেধা নি দধে পদম্' [ঋ, সং, ১।২২।১৭] ইতি। তত্র নিরুক্তকারো ভগবান্ যাস্ক আহ—'যদিদং কিং চ তদ্ বিক্রমতে বিষ্ণুঃ' ইতি। ভবতি চ তত্র শ্রুত্যনুবাদিনী স্মৃতিঃ—'ক্রমণাচ্চাপ্যহং পার্থ বিষ্ণুরিত্যভিসংজ্ঞিতঃ' ইতি (শান্তি-পর্ব্বণি)। অতএব বিষ্ণো র্বিক্রমণকর্তৃত্বাৎ ক্রমণহেতুপাদাধিষ্ঠাতৃত্বং তস্য সঙ্গতং ভবতি। 'পায়ো র্মিত্রমি'তি। সুহৃদি মিত্রশব্দস্য ক্লীবত্বম্। তথা হি কোষঃ—মিত্রং সখা সুহৃদিতি। প্রয়োগশ্চ—'একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রমি'তি। পায়ো র্মিত্রমিত্যত্র সুহৃদ্-বচনস্য মিত্রশব্দস্য নাস্তি কশ্চিদুপযোগ ইতি কৃত্বা ডল্লণ আহ— 'মিত্রোঽধিদৈবতমি'তি। স্মর্য্যতে চাশ্বমেধিকে—'অবাগ্‌গতিরপানশ্চ পায়ুরধ্যাত্মমুচ্যতে। অধিভূতং বিসর্গশ্চ মিত্রস্তত্রাধিদৈবতম্॥' (৪২ অঃ) ইতি। মিত্র ইতি সূর্য্যনাম। শাস্ত্রান্তরং চোপলভ্যতে 'পায়ো র্মিত্রঃ' ইতি (মনুভাষ্যম্ ৪।১৫২,১২।৭২)। বেদান্তে—'পায়ুরিন্দ্রিয়-মধ্যাত্মং বিসর্গ স্তত্র যো ভবেৎ। অধিভূতং তদিত্যুক্তং মৃত্যু স্তত্রাধি-দৈবতম্॥' ইতি। সাংখ্যে চোক্তম্—'পায়ুরধ্যাত্মম্, উৎস্রষ্টব্যম-ধিভূতম্, মৃত্যুস্তত্রাধিদৈবতমি'তি। মৃত্যু র্যমবচন ইতি পৌরাণিকাঃ। স্মর্য্যতে চ—'যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চে'তি। সম্ভাব্যতে চ যৎ সাংখ্যানুবর্ত্তিনা সুশ্রুতেনাপি 'পায়ো মৃত্যুরি'-

ত্যুক্তম্, প্রমাদাত্তু লিখিতং 'পায়ো র্মিত্রমি'তি। যদ্ ভবতু, বিশেষজ্ঞা অত্র প্রমাণম্। **'প্রজাপতিরুপস্থস্যে'**তি। ডল্লণ আহ 'উপস্থোঽধ্যাত্মম্, আনন্দনীয়মধিভূতম্, প্রজাপতিরধিদৈবতমি'তি। অত্র সাংখ্যবেদান্তয়োরপ্যানুকূল্যমস্তি। অধিভূতত্বে পুন র্ভারতেন সহ তয়ো রৈকমত্যং ন দৃশ্যতে। যত আশ্বমেধিকে স্মৃতম্—'প্রজনঃ সর্ব্বভূতানামুপস্থোঽধ্যাত্মমুচ্যতে। অধিভূতং তথা শুক্রং দৈবতং চ প্রজাপতিঃ॥' ইতি। 'আপো রেতো ভূত্বা শিশ্নং প্রাবিশন্নি'তিশ্রুতে রত্র শুক্রাধিভূতত্বমুপস্থস্য স্মর্য্যত এব। নন্থ, 'আপো ভূত্বে'ত্যাদি শ্রুতিস্বারস্যাদপ্স্বেব দেবতাভাবনা যুক্তেতি চেৎ? নৈবম্। যতঃ সৃষ্টেরনুরোধাৎ তদনুগ্রাহিণঃ প্রজাপতে রধিদেবত্বং ন্যায্যং ভবতি। **'তত্র সর্ব্ব এবাচেতন এষ বর্গঃ'** ইতি। কারণরূপা প্রকৃতিরচেতনেতি তস্যাঃ কার্য্যজাতস্য মহদাদেরপ্যচেতনত্বাৎ প্রকৃতিমহদহংকারেন্দ্রিয়তন্মাত্রমহাভূতানীত্যেষ চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাত্মকো বর্গো রাশিরচেতন এবেত্যাশয়ঃ। **'পুরুষঃ পঞ্চবিংশতিতমঃ'** ইতি। প্রাগেব চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি ব্যাখ্যায় সম্প্রতি সংখ্যাপূরণার্থং পুরুষতত্ত্বমুক্তম্। এতত্তু ন সৃষ্টিক্রমার্থং বোধ্যম্। যতোঽসৌ পুরুষো নিত্যো নির্গুণো নির্ধর্ম্মকো নিষ্ক্রিয় শ্চৈতন্যমাত্রবপুশ্চেতি শ্রূয়তে। এবং চাষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শ বিকারাঃ পুরুষশ্চেতি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি ভবন্তি, যত্রোক্তম্—'পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞো যত্র কুত্রাশ্রমে বসেৎ। জটী মুণ্ডী শিখী বাপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥' ইতি। 'হস পিব লল মোদ নিত্যং বিষয়ানুপভুঙ্ক্ষ্ব কুরু চ মা শঙ্কাম্। যদি বিদিতং তে কাপিলমতং তৎ প্রাপ্স্যসে মোক্ষসৌখ্যং চ॥' ইতি চ। **'স চ কার্য্যকারণসংযুক্ত শ্চেতয়িতা ভবতী'**তি। স চ পুরুষঃ কার্য্যং গুণবৈষম্যমূলকমহদাদিলিঙ্গং কারণং গুণসাম্যমূলকমলিঙ্গমিত্যুভাভ্যাং সংযুক্তঃ সংসৃষ্ট শ্চেতয়িতা চেতনাযুক্তো ভবতি। ইহ চেতয়িতৃশব্দঃ কর্তৃভোক্ত্রাদিবচনঃ

সাংখ্যপ্রকরণত্বাৎ। ন হি পুরুষশ্চেতনাবান্ ভবতি তস্য চিন্মাত্র-স্বরূপত্বাৎ। কিং তর্হি? গুণকর্ত্তৃত্বে স উদাসীনোঽপি কর্ত্তেব ভবতি, ন তু পরমার্থতঃ কর্ত্তেতি। অত্র দৃষ্টান্তো যথা—কেচিচ্চৌরা দ্রব্যসম্ভারমপহৃত্য কৃতকার্য্যাঃ পলায়ন্তে, তৈঃ সহ কশ্চিদ্ অচৌরো ব্রাহ্মণঃ পন্থানং গচ্ছতি। তত আরক্ষিভি শ্চৌরা গৃহীতাঃ, কৃতাপরাধৈঃ সহ ব্রাহ্মণশ্চ গৃহীতঃ সোঽপি চৌর ইতি। অচৌর শ্চৌরসংসর্গেণ যথা চৌরতয়া প্রতীত স্তথা গুণাঃ কর্ত্তার স্তৈঃ সংসৃষ্টঃ পুরুষোঽকর্ত্তাঽপি কর্ত্তৃসংসর্গাৎ কর্ত্তেব প্রতীয়ত ইতি। তদুক্তমীশ্বরকৃষ্ণেণ—'তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্। গুণকর্ত্তৃত্বেঽপি তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ॥' (২০) ইতি। ইদং তাৎপর্য্যম্—যথা পুরুষসংযোগাদচেতনং লিঙ্গং চেতনাবদিব ভবতি, তথা চৈতন্যাবভাসিতগুণাত্মকলিঙ্গসংযোগাদকর্ত্তাঽপি কর্ত্তেব ভবতি, যথা কশ্চিৎ স্বামী স্বয়মযোদ্ধাঽপি যৌধভৃত্য-সংযোগাদ্ যোদ্ধেতি ব্যপদিশ্যতে, তথা পুরুষোঽপি উপচারেণ কর্ত্তেতি। নমু, সচেতনস্য বুদ্ধিপূর্ব্বিকা প্রবৃত্তি দৃশ্যতে। প্রধান-মচেতনমেব। তথাপি সম্প্রদায়বিদ্ভিঃ কাচিৎ প্রবৃত্তি স্তত্র সমারোপিতা। কিন্তু কিমর্থং তৎ প্রবর্ত্তেত? এবং প্রাপ্তে চাহ —'**সত্যপ্যচৈতন্যে প্রধানস্য পুরুষকৈবল্যার্থং প্রবৃত্তিমুপদিশন্তী**'তি। সম্প্রদায়বিদ ইত্যধ্যাহারঃ। উপদিশন্তি বদন্তি। দিশিরুচ্চারণ-ক্রিয় ইতি পস্পশায়াং পতঞ্জলিঃ। পুরুষকৈবল্যার্থং পুরুষ-বিমোক্ষনিমিত্তমিত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি যৎ পুরুষবিমোক্ষ-নিমিত্তমজ্ঞস্যাপি প্রধানস্য প্রবৃত্তিরস্তীতি। নমু, বিনৈব দৃষ্টান্তং কথমিদমাস্থেয়ং যদচেতনমপি প্রধানমৌৎসুক্যনিবৃত্তয়ে পুরুষ-মোক্ষার্থং প্রবর্ত্তত ইত্যাশঙ্ক্য পুনরপ্যাহ—'**ক্ষীরাদীংশ্চ হেতূনুদাহরন্তী**'তি। সম্প্রদায়বিদ ইত্যুপস্কারঃ। তত্র ক্ষীরাদীনাং দৃষ্টান্তমপি দর্শয়ন্তীত্যর্থঃ। অয়মাশয়ঃ। কেবলং সচেতনে প্রবৃত্তি-

রেবংবিধা সম্ভবতীত্যয়ং নিয়মো নাব্যভিচারী ভবতি, লোকেঽচেতনা-নামপি প্রবৃত্তিদর্শনাৎ। তথা হি তৃণোদকং গবাশিতং পীতং চ ক্ষীরভাবেণ পরিণম্য বৎসস্য পুষ্টিং কর্ত্তুং প্রবর্ত্ততে, কৃত্বা চ স্বতো নিবর্ত্ততে। এবং প্রধানমচেতনমপি পুরুষস্য বিমোক্ষার্থং শব্দাদিবিষয়ভোগোপলব্ধিলক্ষণং গুণপুরুষান্তরোপলব্ধিলক্ষণং চেতি দ্বিগতং পুরুষার্থং কর্ত্তুং প্রবর্ত্ততে, কৃতার্থং চ নিবর্ত্ততে। 'ক্ষীরাদীনি'ত্যস্মিন্নাদিপদং ডল্লণ এবং ব্যাচষ্টে—'আদিশব্দাচ্চ যথৈকান্তে কমনীয়কামিনীসুরতমহোৎসবে তৎসুখাতিশয়োৎপাদনার্থং রেতঃ প্রবর্ত্ততে তদ্বদিত্যর্থ' ইতি। চতুর্থসূত্রব্যাখ্যা সমাপ্তা। ৪।

৫। 'অত ঊর্দ্ধং প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যে ব্যাখ্যাস্যামঃ। তদ্‌যথা। উভাবপ্যনাদী উভাবপ্যনন্তৌ উভাবপ্যলিঙ্গৌ উভাবপি নিত্যৌ উভাবপ্যপরৌ উভৌ চ সর্ব্বগতাবিতি। একা তু প্রকৃতি-রচেতনা ত্রিগুণা বীজধর্ম্মিণী প্রসবধর্ম্মিণ্যমধ্যস্থধর্ম্মিণী চেতি। বহবশ্চ পুরুষা শ্চেতনাবন্তোঽগুণা অবীজধর্ম্মিণোঽপ্রসবধর্ম্মিণো মধ্যস্থধর্ম্মিণ শ্চেতি। তত্র কারণানুরূপং কার্য্যমিতি কৃত্বা সর্ব্ব এবৈতে বিশেষাঃ সত্ত্বরজস্তমোময়া ভবন্তি তদঞ্জনত্বাৎ তন্ময়ত্বাচ্চ তদ্‌গুণা এব পুরুষা ভবন্তীত্যেকে ভাষন্তে। ৫।

'অত ঊর্দ্ধ'ম'তঃপরম্। 'প্রকৃতিপুরুষয়োরি'তি পরবল্লিঙ্গতা দ্বন্দ্বত্বাৎ (২।৪।২৬)। 'সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যে ব্যাখ্যাস্যাম' ইতি। সারূপ্যবৈরূপ্যে বিবরিষ্যামঃ। 'উভাবপ্যনাদী' ইতি। আদিঃ প্রারম্ভঃ কারণং বা নাস্তি যয়ো স্তাবনাদী উৎপত্তিশূন্যাবিতি যাবৎ। 'উভাবপ্যনন্তাবি'তি। অন্তঃ পরিচ্ছেদো নাস্তি যয়ো স্তাবনন্তৌ। 'অলিঙ্গাবি'তি। ন ক্বাপি লয়ং গচ্ছতো যৌ তাবলিঙ্গৌ। 'নিত্যাবি'তি। শাশ্বতকালাবস্থিতৌ চিরস্থায়িনৌ বা। কুতশ্চিদনুৎপন্নত্বান্নাশরহিতাবিত্যভিপ্রায়ঃ। 'যৎ সৃষ্টং তন্নষ্টমি'তি শ্রুতেঃ। 'অপরাবি'তি। নাস্তি পরঃ শ্রেষ্ঠো যাভ্যাং তাবপরৌ

প্রকৃতিপুরুষৌ। **'সর্ব্বগতাবি'তি**। সর্ব্বং গতৌ প্রাপ্তাবিতি সর্ব্বত্র প্রাপ্তৌ সর্ব্বব্যাপিনাবিত্যর্থঃ। সাধর্ম্ম্যমুক্ত্বা বৈধর্ম্ম্যং বক্তু-মারভতে। **'একা তু প্রকৃতিরচেতনে'তি**। তু পক্ষব্যাবৃত্তয়ে। অসহায়া প্রকৃতিরজ্ঞেতি ভাবঃ অসহায়ত্বমেকজাতীয়ক্রিয়াকরণে সহায়ান্তররাহিত্যম্। পুরুষস্য তু বিজাতীয়ত্বাৎ তৎসংসর্গিত্বে নানুপপত্তিঃ। **'ত্রিগুণে'তি**। ত্রয়ঃ সত্ত্বাদয়ো গুণা যস্যাঃ সা ত্রিগুণা তৎস্বভাবত্বাৎ। **'বীজধর্ম্মিণী'**তি। বিশেষেণ কার্য্যরূপেণ জায়ত ইতি বীজং কারণম্। বিপূর্ব্বকাজ্ জনধাতো র্ডঃ, 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' (পাঃ ৬।৩।১৩৭) ইতি বে দীর্ঘত্বম্। বীজস্য ধর্ম্মঃ প্ররোহিত্বং বীজধর্ম্ম স্তদ্বতীতি বীজধর্ম্মিণী (পাঃ ৫।২।১৩২)। এবমুত্তরত্র। অয়মাশয়ঃ। মহদাদিবিকারাণামাধারভূতেতি প্রকৃতি র্বীজধর্ম্মিণীত্যুচ্যতে। **'প্রসবধর্ম্মিণী'তি**। প্রসব উৎপাদনম্। মহদাদিবিকারাণামুৎপাদকত্বাৎ প্রকৃতিঃ প্রসবধর্ম্মিণীত্যুচ্যতে। **'অমধ্যস্থধর্ম্মিণী'তি**। মধ্যস্থ উদাসীনঃ। পুরুষ উদাসীনো বন্ধ-মোক্ষয়োঃ। অনুদাসীনা তু প্রকৃতি স্তয়োঃ। অতএব পুরুষো মধ্যস্থধর্ম্মী, কিন্তু প্রকৃতিরমধ্যস্থধর্ম্মিণী ভবতি। ননু, কথমসৌ প্রকৃতি র্বধ্যতে মুচ্যতে বা ? ধর্ম্মো বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যমধর্ম্মোঽজ্ঞান-মবৈরাগ্যমনৈশ্বর্য্যং চেতি সপ্তভী রূপৈঃ স্বং বধ্নাতি প্রকৃতিঃ, বিমোচয়তি চাত্মানং গুণপুরুষান্তরোপলব্ধিং প্রতি সৈকরূপেণ জ্ঞানেনেতি। **'বহব শ্চ পুরুষা'** ইতি। জননমরণকরণাদীনাং প্রত্যেক-নিয়মাদনেকপুরুষা এব। জন্মাদিব্যবস্থায়াং শ্রুতিশ্চ—'অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ' ইতি। **'অচেতনাবন্ত'** ইতি। প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সারূপ্যবৈরূপ্যপ্রদর্শনায় পূর্ব্বোক্তিযোজনয়া পুরুষসারূপ্যং ব্যাখ্যেয়ম্। প্রকৃতিরচেতনা পুরুষাস্ত চেতনাবন্ত শ্চিচ্ছক্তিমন্তঃ। **'অগুণা'** ইতি। প্রকৃতিঃ সগুণা পুরুষা স্ত্বগুণা গুণলেশবিরহিতাঃ। **'অবীজধর্ম্মিণ'**ইতি।

প্রকৃতি বীজধর্ম্মিণী পুরুষা স্ত্ববীজধর্ম্মিণঃ পরিণামকারণশূন্যাঃ। **'অপ্রসবধর্ম্মিণ'**ইতি। প্রকৃতিঃ প্রসবধর্ম্মিণী পুরুষা স্ত্বপ্রসবধর্ম্মিণ উৎপাদকবৃত্তিরাহিত্যাৎ। **'মধ্যস্থধর্ম্মিণ'**ইতি। এতদ্‌ব্যাখ্যানে যত্নো ন কৃতঃ প্রাগুক্তত্বেন ফল্গুপ্রয়োজনত্বাৎ। **'তত্র কারণানুরূপং কার্য্যমিতিকৃত্বা'** ইতি। তত্র কারণস্য গুণাত্মিকায়াঃ প্রকৃতেরনুরূপং সদৃশং কার্য্যং গুণাত্মকমবিশিষ্টং লিঙ্গম্, তস্যাপি লিঙ্গস্য গুণাত্মক-কারণরূপস্য কার্য্যং পরিণামক্রমনিয়মাদ্ গুণাত্মকঃ কিঞ্চিদবিশিষ্টোঽহংকারাদিষড্‌বিধতত্ত্বান্তরপরিণাম ইতি কৃত্বা মনসি নিধায়। **'সর্ব্ব এবৈতে বিশেষাঃ সত্ত্বরজস্তমোময়া ভবন্তী'**তি। গুণোপরক্ত-ষড়্‌বিশেষেভ্যঃ পরিণামক্রমনিয়মেন বিবিক্তাঃ ষোড়শবিকাররূপা বিশেষা অপি গুণাক্তা ভবন্তি। **'তদঞ্জনত্বাৎ তন্ময়ত্বাচ্চ তদ্‌গুণা এব পুরুষা ভবন্তী'**তি। উপাধে গুর্ণসম্পর্কাদ্ গুণপ্রাচুর্য্যাচ্চ পুরুষা নিগুর্ণা অপি সোপাধিকত্বাদ্ গুণবন্ত ইব প্রতীয়ন্তে। **'ইত্যেকে ভাষন্ত'** ইতি। দার্শনিকানাং সাংখ্যবিদ এবং বদন্তীত্যর্থঃ। 'একে মুখ্যান্যকেবলা'ইতি কোষঃ। পঞ্চমসূত্রব্যাখ্যা সমাপ্তা। ৫।

(৬) **'বৈদ্যকে তু—**

স্বভাবমীশ্বরং কালং যদৃচ্ছাং নিয়তিং তথা।
পরিণামং চ মন্যন্তে প্রকৃতিং পৃথুদর্শিনঃ॥
তন্ময়ান্যেব ভূতানি তদ্‌গুণান্যেব চাদিশেৎ।
তৈশ্চ তল্লক্ষণঃ কৃৎস্নো ভূতগ্রামো ব্যজন্যত॥
তস্যোপযোগোঽভিহিত শ্চিকিৎসাং প্রতি সর্ব্বদা।
ভূতেভ্যো হি পরং যস্মান্নাস্তি চিন্তা চিকিৎসিতে॥

যতোঽভিহিতং তৎ সত্ত্বরজস্তমোময়ঃ ভূতাদিরুক্তঃ, ভৌতিকানি চেন্দ্রিয়াণ্যায়ুর্ব্বেদে বর্ণ্যন্তে তথেন্দ্রিয়ার্থাঃ। ভবতি চাত্র—

ইন্দ্রিয়েণেন্দ্রিয়ার্থং তু স্বং স্বং গৃহ্লাতি মানবঃ।
নিয়তং তুল্যযোনিত্বান্নান্যেনান্যমিতি স্থিতিঃ॥' ইতি। ৬।

পূর্ব্বসূত্রেণ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যে উপপাদ্য ইদানীং স্বাভিমতং দর্শয়িতুমেতস্য সূত্রস্য পাতনিকামাহ— **'বৈদ্যকে ত্বি'**তি। **'স্বভাবমীশ্বরং……..পৃথুদর্শিনঃ'** ইতি। পৃথুদর্শিনো বিপুলদর্শিনস্তু আহুঃ—স্বভাবাদিষট্সহায়া প্রকৃতি ভূর্তানাং প্রভবাপ্যয়য়োঃ কারণমিতি। গীয়তে চ 'কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে। পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥' (১৩।২০) ইতি। তত্র প্রকৃতেরেকস্যা উপাদানকারণত্বমন্যেষাং ষণ্ণাং নিমিত্তকারণত্বমিতি বিমর্শঃ। গয়ী চাহ—'বৈদ্যকে তু বিপুলদর্শিনঃ স্বভাবাদীনাং ষণ্ণাং প্রকৃতিত্বং প্রতিপাদয়ন্তি। তে চ স্বভাবাদয়ঃ সমুচ্চয়েন জগদুৎপত্তৌ কারণভূতাঃ। তত্রাপি প্রকৃতিপরিণামস্যোপাদানকারণত্বম্, স্বভাবাদীনাং চ পঞ্চানাং নিমিত্তকারণত্বমি'তি। জেজ্জটেন পুনরীশ্বরং বিহায় স্বভাবাদয়ঃ প্রকৃতে রষ্টরূপায়াঃ পর্য্যায়ত্বেনাভিহিতাঃ। ডল্লণ আহ—'স্বভাবাদিভেদভিন্নায়াঃ ষড়্‌বিধায়া অপি প্রকৃতে রুদাহরণান্যভিহিতানী'তি। অথ স্বভাবাদিশ্লোকস্য পদার্থবিবেচনে যত্নঃ ক্রিয়তে। **'স্বভাবমি'তি।** যদ্যপি প্রকৃতিশব্দস্য স্বভাবকারণোভয়বাচিত্বমেব তন্ত্রান্তরে পরিকল্পিতম্, তথাপীহ প্রকৃতিঃ স্বভাবসহায়েতি বোধ্যম্। কুতঃ? 'ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ। ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবশ্চ প্রবর্ত্ততে॥' (৫।১৪) ইত্যাদি-গীতাবাক্যস্মরণাৎ। স্বো ভাবঃ স্বভাবঃ পদার্থ উপাধিরিত্যর্থঃ। স্বভাবঃ খলু বস্তূনাং প্রতিনিয়তা শক্তিরগ্নেরৌষ্ণ্যমিব। তমুদ্দিশ্য বৈদ্যকেঽপি ভণিতম্—'সন্নিবেশঃ শরীরাণাং দন্তানাং পতনোদ্‌গমৌ। তলেষসম্ভবো যশ্চ রোম্ণামেতৎ স্বভাবতঃ॥' ইতি। 'ধাতুষু ক্ষীয়মাণেষু বর্দ্ধেতে দ্বাবিমৌ সদা। স্বভাবং প্রকৃতিং কৃত্বা নখকেশাবিতি স্থিতিঃ।' ইতি চ। 'নিদ্রাহেতু স্তমঃ সত্ত্বং বোধনে হেতুরুচ্যতে। স্বভাব এব বা হেতু র্গরীয়ানেব কীর্ত্ত্যতে॥' ইতি চ। 'স্বভাবাল্লঘবো মুদ্‌গা স্তথা লাবকপিঞ্জলাঃ।

স্বভাবাদ্ গুরবো মাষা বরাহমহিষাদয়ঃ॥' ইত্যপি। স্বভাবস্য প্রকৃতিত্বেন গ্রহণপক্ষে তু সাংখ্যবৈদ্যকয়োঃ শাশ্বতিকো বিরোধঃ সংবৃত্তঃ। তথাহি সাখ্যবৃদ্ধৈরুদ্‌ঘুষ্যতে—স্বভাবো নাম নাস্তি কশ্চিৎ স্বতন্ত্রঃ পদার্থো যতঃ প্রভবাপ্যয়সঙ্গতিঃ স্যাৎ, তস্মাদ্ যো ব্রূতে প্রকৃতেঃ সহকারিত্বেন স্বভাব স্তয়োঃ কারণবিশেষ ইতি তস্মিথ্যৈব ভবতি ; বস্তুত স্তু ধর্ম্মিস্বরূপমাত্রো হি যো ধর্ম্মঃ প্রকৃতেগুর্ণবিকারাৎ প্রপঞ্চ্যতে স এব স্বভাব ইতি। 'ঈশ্বরমি'তি। 'ঈক্ষাপূর্ব্বককর্ত্তৃত্বং প্রভুত্বমসরূপতা। নিমিত্তকারণেষ্বেব নোপাদানেষু কর্হিচিৎ॥' ইত্যাদি বিবক্ষিতত্বাৎ কেচিৎ প্রতিপদ্যন্তে যৎ সকলভূতভাবানাং জনয়িত্রীং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স ঈশ্বর এব জগৎ সৃজতীতি। শ্রুতিরপি তাননুকূলয়তি—'বিকারজননীমজ্ঞামষ্টরূপামজাং ধ্রুবাম্। ধ্যায়তে-ঽধ্যাসিতা তেন তন্যতে প্রের্য্যতে পুনঃ॥ সূয়তে পুরুষার্থাংশ্চ তেনৈবাধিষ্ঠিতা জগৎ। গৌরনাদ্যন্তবতী সা জনিত্রী ভূতভাবিনী॥' ইতি। 'অস্মান্ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ। মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনং তু মহেশ্বরম্। অস্যাবয়বভূতৈ স্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥' ইতি চ। শ্রুত্যন্তরমপি—'কুতঃ কেশান্ কুতঃ স্নাবা কুতো অস্থীন্যা-ভরৎ। অঙ্গা পর্বাণি মজ্জানং কো মাংসং কুত আভরৎ॥' [অং সং ১১।৮।১২] ইতি। আঙ্‌পূর্বাদ্ধরতে র্লঙি তিপ্যাভরদিতি। 'হ্নগ্রহো র্ভ শ্ছন্দসি হস্য (৮।২।৩২ বা) ইতি হৃধাতো র্হস্য ভত্বম্। ভবতি চ তত্র পারমর্ষং সূত্রম্—'প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ' (১।৪।২৩) ইতি। এতদুক্তং ভবতি—ঈশ্বরো ন কেবলং নিমিত্তকারণং পরং তু প্রকৃতি রুপাদানকারণং চেতি। কুতঃ? 'যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতী'ত্যাদি প্রতিজ্ঞা, 'যথৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদি'ত্যাদি-দৃষ্টান্ত স্তয়োরনুপরোধাদবাধাদিত্যর্থঃ। নাসদীয়সূক্তে চাম্নায়তে—'তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ তপস স্তন্ মহিনাঽজায়তৈকম্' ইতি আ সমন্তাদ্ ভবতীত্যাভু ব্যাপকং যদেকমখণ্ডং তুচ্ছ্যেন। যোপজন-

শ্ছান্দসঃ। তুচ্ছেন তুচ্ছকল্পনেন সদসদ্‌বিলক্ষণেন ভাবরূপাজ্ঞানেনাপিহিতম্—অপিপূর্ব্বতো দধাতেঃ কর্ম্মণি নিষ্ঠা—আচ্ছাদিতমাসীৎ, তৎ সর্ব্বং তপসঃ স্রষ্টব্যপর্য্যালোচনরূপস্য সঙ্কল্পস্য মহিনা মাহাত্ম্যেন অজায়ত সমুদপাদি নামরূপাভ্যাং বিস্পষ্টমভ্যব্যজ্যতেত্যাশয়ঃ। অত ঈশ্বর এব জগতো নিমিত্তকারণমুপাদানকারণং চ ভবত্যেব। এতৎ সর্ব্বং চিন্তয়িত্বা কেচিদীশ্বরমেব প্রকৃতিত্বেন মন্যন্তে। কৈশ্চিৎ পুনঃ পাতঞ্জলসাংখ্যপ্রবচনোক্তঃ পঞ্চবিংশতিতমঃ পুরুষ ঈশ্বরত্বেন গৃহীতঃ। নৈতৎ সুষ্ঠূক্তং ভবতি শ্রুত্যাদিবিরোধাৎ। শ্রুতিশ্চ—'কার্য্যোপাধিরয়ং জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বর' ইতি (শুকরহস্যোপনিষৎ)। ভবতি চ তদনুবাদিনী স্মৃতিরপি —'কর্ম্মাত্মা পুরুষো যোঽসৌ মোক্ষবন্ধৈঃ স যুজ্যত' ইতি। ঈশ্বরঃ প্রকৃতে রধিষ্ঠাতা প্রবর্ত্তক শ্চেত্যভ্যুপগম্য কেচিদ্‌ বৈদ্যকা স্তস্য নিমিত্তকারণমাত্রত্বং স্বীকুর্ব্বন্ত স্তাৎপর্য্যত আহুঃ—স্বার্থং পরার্থং বা চেতনঃ প্রবর্ত্ততে, অচেতনা তু প্রকৃতিরেবং ভবিতুং নার্হতি, তস্মাদস্তি প্রকৃতে রধিষ্ঠাতা চেতন ঈশ্বরো য এব তৎকার্য্যোপজননে নিমিত্তকারণং ভবতি, যতশ্চ তস্যাং চেতনবৎ প্রবৃত্তি র্নিবৃত্তি র্বোপযুজ্যত ইতি। তেষাং শাস্ত্রেষপি স ঈশ্বরো বহ্নিরূপো জীবিতাদেঃ কারণত্বেনোদাহৃতঃ—'জাঠরো ভগবানগ্নিরীশ্বরোঽন্নস্য পাচক' ইত্যেবমাদৌ। শ্রুতিরপি বৈদ্যকরাদ্ধান্তং ন প্রতিকূলয়তি। তথা হি—'তমো বা ইদমেকমাস তৎপরে স্যাৎ তৎপরেণেরিতং বিষমত্বং প্রয়াতী'ত্যাদিশ্রুতিষেব প্রকৃতে গুণবৈষম্যমীশ্বরপ্রযত্নেনৈব শ্রূয়তে। ভবতি চ তদনুবাদিনী স্মৃতিরপি—'প্রকৃতিং পুরুষং চৈব প্রবিশ্যাত্মেচ্ছয়া হরিঃ। ক্ষোভয়ামাস সংপ্রাপ্তে সর্গকালে ব্যয়াব্যয়ৌ॥' ইতি। অতএব শ্রুতিস্মৃতিবিশেষেষপি প্রকৃতে গুণক্ষোভ ঈশ্বরেচ্ছাতো ভবতীতি স্পষ্টমুপলভ্যতে। সাংখ্যা স্তু নৈতৎ সহন্তে। ত এবমাহুঃ—ঈশ্বরো যদি কারণং স্যাৎ

তর্হি নিগুর্ণাদীশ্বরান্নির্গুণা এব প্রজাঃ স্যুঃ, ন চৈবম্। তস্মাদীশ্বরঃ কিমপি কারণং ন ভবতি। এবং পঞ্চবিংশতিতমঃ পুরুষোঽপি বোদ্ধব্য ইতি। এতদেবাক্ষিপ্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহকৃতা মাধবাচার্য্যেণ নিরীশ্বরং সাংখ্যমতং কটাক্ষিতম্—'য স্তু পরমেশ্বরঃ করুণয়া প্রবর্ত্তক ইতি পরমেশ্বরাস্তিত্ববাদিনাং ডিণ্ডিমঃ স গর্ভস্রাবেণ গত' ইতি। যদ্ ভবতু, বেদান্তভাৎপর্য্যত ইদমপি বক্তুং শক্যতে যদ্ ব্রহ্মণোঽভিন্ননিমিত্তোপাদানত্বমভ্যুপগন্তব্যমিতি। যত 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' 'সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়ে'ত্যেবমাদিশ্রুতেঃ পদার্থান্তরস্যাত্যন্তাভাবাৎ স্বাত্মন এব কৃৎস্নং জগৎ প্রপঞ্চ্যতে; প্রজায়েয়েত্যুত্তমপুরুষশ্রুত্যা স্বস্যৈব বহুভাবাবস্থানমুপপদ্যতে, 'সোঽকাময়তে'তিশ্রুতে শ্চ তস্য কাময়িতৃত্বাৎ কুলালাদিবন্নিমিত্তত্বমপি যুজ্যতে চেতি। **'কালশ্চ'**তি। কালো হি সর্ব্বভূতানাং বিপরিণামহেতুঃ কালয়তি সর্ব্বেষাং পরিণামং নয়তীতি ব্যুৎপত্তেঃ। অথর্ব্ববেদে চাম্নায়তে—'কালো ভূমিমসৃজত কালে তপতি সূর্য্যঃ। কালে হ বিশ্বা ভূতানি কালে চক্ষু বিপশ্যতি॥ কালে মনঃ কালে প্রাণঃ কালে নাম সমাহিতম্। কালেন সর্ব্বা নন্দস্ত্যাগতেন প্রজা ইমাঃ॥' (১৯।৫৩) ইতি। অস্য বেদস্য কালসূক্তমুপজীব্য তাৎপর্য্যতো বৈদ্যকা আহুঃ—কালো নাম সর্ব্বোৎপত্ত্যাদিমতাং জন্যজনকানাং কারণবিশেষ ইতি। স্মর্য্যতে চ—'কালঃ সৃজতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ। কালঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি তস্মাৎ কালস্তু কারণম্॥' ইতি। 'কালো হি জগদাধারঃ কালাধারো ন বিদ্যত' ইতি চ। 'অনাদিনিধনঃ কালো রুদ্রসঙ্কর্ষণঃ স্মৃতঃ। কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং স কালঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥' ইত্যপি। উক্তং চ—'ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে যত্র কালো ন ভাসতে' ইতি। অতএব ভাষাপরিচ্ছেদে—'জন্যানাং জনকঃ কাল' ইতি। কালকারিতং পরিণামজাতমভিলক্ষ্য মহাভারতেঽপি স্মর্য্যতে—'ন কর্ম্মণা লভ্যতে

চেজ্যয়া বা নাপ্যস্তি দাতা পুরুষস্য কশ্চিৎ। পর্য্যায়যোগাদ্ বিহিতং বিধাত্রা কালেন সর্ব্বং লভতে মনুষ্যঃ॥ ন বুদ্ধিশাস্ত্রাধ্যয়নেন শক্যং প্রাপ্তুং বিশেষং মনুজৈরকালে। মূর্খোঽপি চাপ্নোতি কদাচিদর্থান্ কালো হি কার্য্যং প্রতি নির্ব্বিশেষঃ॥ নাভূতিকালেষু ফলং দদন্তি (আর্ষপ্রয়োগঃ) শিল্পানি মন্ত্রাশ্চ তথৌষধানি। তান্যেব কালেন সমাহিতানি সিধ্যন্তি বর্দ্ধন্তি (আর্ষপ্রঃ) চ ভূতিকালে॥ কালেন শীঘ্রাঃ প্রবহন্তি বাতাঃ কালেন বৃষ্টির্জলদানুপৈতি। কালেন পদ্মোৎপলবজ্জলং চ কালেন পুষ্পন্তি বনেষু বৃক্ষাঃ॥ কালেন কৃষ্ণাশ্চ সিতাশ্চ রাত্র্যঃ কালেন চন্দ্রঃ পরিপূর্ণবিম্বঃ। নাকালতঃ পুষ্পফলং দ্রুমাণাং নাকালবেগাঃ সরিতো বহন্তি॥ নাকালমত্তাঃ খগপন্নগাশ্চ মৃগদ্বিপাঃ শৈলমৃগাশ্চ লোকে। নাকালতঃ স্ত্রীষু ভবন্তি গর্ভা নায়ান্ত্যকালে শিশিরোষ্ণবর্ষাঃ॥ নাকালতো ম্রিয়তে জায়তে বা নাকালতো ব্যাহরতে চ বালঃ। নাকালতো যৌবনমভ্যুপৈতি নাকালতো রোহতি বীজমুপ্তম্॥ নাকালতো ভানুরুপৈতি যোগং নাকালতোঽস্তং গিরিমভ্যুপৈতি। নাকালতো বর্ধতে হীয়তে চ চন্দ্রঃ সমুদ্রোঽপি মহোর্ম্মিমালী॥ আসনং শয়নং যানমুত্থানং পানভোজনম্। নিয়তং সর্ব্বভূতানাং কালেনৈব ভবত্যুত॥ বৈদ্যাশ্চাপ্যাতুরাঃ সন্তি বলবন্তশ্চ দুর্ব্বলাঃ। শ্রীমন্তশ্চাপরে ষণ্ডা বিচিত্রাঃ কালপর্য্যয়াঃ॥' (রাজধর্ম্ম—২৫ অঃ)। সংগ্রহস্য সূত্রস্থানে বাগ্ভটেনাপ্যুক্তম্—'কালো হি নাম ভগবাননাদিনিধনো যথোপচিতকর্ম্মানুসারী যদনুরোধাদাদিত্যাদয়ঃ খাদয়শ্চ মহাভূতবিশেষাস্তথা তথা বিপরিণমন্তো জন্মবতাং জন্মমরণস্যর্তু রসবীর্যদোষদেহবলব্যাপৎসম্পদাং চ কারণত্বং প্রত্যয়তাং প্রতিপদ্যন্তে' (৪।২) ইতি। অত্রাপি সাংখ্যা বিপ্রতিপদ্যন্তে। তদুক্তং পাতঞ্জলসাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে—'যেন মূর্ত্তীনামুপচয়া অপচয়াশ্চ লক্ষ্যন্তে তং কালমিত্যাহুঃ। স খল্বয়ং কালো বস্তুশূন্যোঽপি বুদ্ধিনির্ম্মাণঃ শব্দজ্ঞানানুপাতী

লৌকিকানাং ব্যুত্থিতদর্শনানাং বস্তুস্বরূপ ইবাবভাসতে' (৩।৫২) ইতি। কাপিলাশ্চ কালং প্রকৃতেরতিরিক্তং ন মন্যন্তে। ত আহুঃ—ব্যক্তমব্যক্তং পুরুষ ইতি ত্রয় এব পদার্থাঃ সন্তীতি প্রকৃতে গুণকার্য্যত্বেন পরমাণুকম্পনলক্ষণো যঃ কালঃ স তত্রৈবান্তর্ভবতি। এবং চ প্রকৃতিং হিত্বা নাস্ত্যন্যৎ কারণম্। কিং চ যদা প্রকৃত্যবগমং প্রতি পুরুষস্য জ্ঞানমুৎপদ্যতে তদা তেন জ্ঞানেন দৃষ্টা প্রকৃতিঃ পুরুষসন্নিধানান্নিবর্ত্ততে কালশ্চ তয়া সহ তিরোধত্ত ইতি। 'যদৃচ্ছামি'তি। যদৃচ্ছা (occasionalism) নাম পদার্থানামাকস্মিকতামূলক আবির্ভাবতিরোভাবব্যাপারঃ। ডল্লণেনোক্তম্—'যদৃচ্ছা পুনরলক্ষিত আকস্মিকপদার্থাবির্ভাব' ইতি। তিরোভাবোঽপি বক্তব্যঃ। অলক্ষিত ইতি ন বক্তব্যম্, অকস্মাদ্ যদ্ ঘটতে পূর্ব্বং তন্ন লক্ষ্যত ইতি স্বতঃসিদ্ধত্বাৎ। যদৃচ্ছাবাদিন আহুঃ—ঈশ্বরো ন কর্ত্তা ন চাপ্যকর্ত্তা কিন্তু স্বসত্তামাত্রেণাবতিষ্ঠতে মহাহ্রদতরঙ্গাণাং মরীচয় ইব, জগদ্ব্যাপারস্তু কস্যচিৎ প্রযত্নেন বিনা নিষ্পন্নো ভবতীতি। সাংখ্যাস্ত্বাহুঃ—কাদাচিৎকত্বেঽপি কার্য্যস্য সকারণত্বেন জগদ্ব্যাপারীয়তাদৃচ্ছা সত্ত্বগুণাদিপরত্বাৎ প্রকৃতে রন্যৈব ন ভবতি। তদুক্তম্—'শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎকার্য্যম্' (সাংখ্যকাঃ ৯) ইতি। ন হি সিকতাভ্যঃ কদাপি যদৃচ্ছয়া তৈলং প্রাদুর্ভবতি, নাপি যদৃচ্ছয়া সৌরভেয়েভ্যঃ পয়সঃ ক্ষরণং সম্পদ্যত ইতি। তদুচ্যতে—'অসত্ত্বে নাস্তি সম্বন্ধঃ কারণৈঃ সত্ত্বসঙ্গিভিঃ। অসম্বন্ধস্য চোৎপত্তিমিচ্ছতো ন ব্যবস্থিতিঃ॥' ইতি। 'নিয়তিমি'তি। কা পুনর্নিয়তিঃ? প্রলয়ানন্তরং প্রাণিনাং ভোগভূতয়ে পরমেশ্বরঃ সর্ব্বলোকপিতামহং ব্রহ্মাণং প্রজাসর্গে নিযুঙ্‌ক্তে। তস্য চ সিসৃক্ষাহেতো রাত্মন আকাশঃ সম্ভূত আকাশাদ্ বায়ু র্বায়োরগ্নি রগ্নে রাপ স্ততঃ পৃথিবী তত ওষধয় স্ততোঽন্নং ততঃ পুরুষা ভবন্তি (তৈঃ উঃ ২।১) ইতি। তেষাং পুরুষাণাং কর্ম্মবিপাকং বিদিত্বা স চ ব্রহ্মা তান্

স্বস্ববাসনানুরূপধর্ম্মাধর্ম্মাদিভিঃ সংযোজয়তি। এষ এব বিধি-নির্ব্বন্ধো নিয়তিরিত্যুচ্যতে। অতএবোক্তম্—'নিয়তিরবিষমপাপপুণ্য-ফলমি'তি। ডল্লণশ্চাহ—'নিয়তিরত্র ধর্ম্মাধর্ম্মাবি'তি। অত্র তু সাংখ্যৈরুক্তম্ —'পূর্ব্বকৃতসদসৎকর্ম্মরূপা নিয়তি গুণপরিণাম-লক্ষণত্বেন প্রকৃতেরন্যা ন ভবতীতি। **'পরিণামমি'**তি। পরিণামো রূপান্তরপ্রাপ্তিঃ। স চ কালবশাৎ প্রকৃতে রন্যথাভাব এব। কালস্য বিপরিণামহেতুত্বেন বিমানস্থানে চরকমুনিরাহ—'কালঃ পুনঃ পরিণামঃ' (৮।৮৬) ইতি। স চ পরিণাম স্ত্রিবিধঃ—ধর্ম্ম-পরিণামঃ, লক্ষণপরিণামঃ, অবস্থাপরিণাম শ্চেতি। তত্র বস্তুনঃ পূর্ব্বধর্ম্মনিবৃত্তৌ ধর্ম্মান্তরোৎপত্তি ধর্ম্মপরিণামো যথা মৃদ্রূপস্য ধর্ম্মিণো ঘটাকারপরিণামঃ। লক্ষয়তি কার্য্যরূপং ধর্ম্মং ব্যাবর্ত্তয়তীতি লক্ষণং তদ্ধর্ম্মস্য ঘটস্যানাগতত্বং প্রথমোঽধ্বা, বর্ত্তমানত্বং দ্বিতীয়োঽধ্বা, অতীতত্বং তৃতীয়োঽধ্বা চ। সোঽয়ং লক্ষণপরিণামঃ। তস্যৈব ঘটস্য ক্ষণে ক্ষণে যো নবত্বপুরাতনত্বাদিপরিণামঃ সোঽবস্থাপরিণামঃ। ঋতে চিতিশক্তেঃ প্রতিক্ষণপরিণামিনঃ সর্ব্বে ভাবা ইতি কৃত্বা পৃথুদর্শিনো বৈদ্যকাঃ পরিণামমপি প্রকৃতিং মন্যন্তে। সাংখ্যা স্ত্বাহুঃ—'পরিণামো হি বস্তুতঃ প্রকৃতিগত-গুণানামেব ভবতি ন তু প্রকৃতেরি'তি। **'তন্ময়ান্যেব ভূতানি তদ্গুণান্যেব চাদিশে'দি**তি। তন্ময়ানি প্রকৃতিজাতানি। তৎপ্রভবে চ তদাদেরপি ময়টমিচ্ছন্তি সৌপদ্মাঃ (৫।৩।১৬৭)। তদ্গুণানি প্রকৃতিগতগুণানি। আদিশেন্নির্দ্দিশেৎ। **'তৈ শ্চ তল্লক্ষণঃ কৃৎস্নো ভূতগ্রামো ব্যজ্যত' ইতি**। তৈশ্চ সত্ত্বাদিগুণৈরাবিষ্টাচ্চ তল্লক্ষণো গুণলক্ষণঃ কৃৎস্নো ভূতগ্রামঃ স্থাবরজঙ্গমাদিকৃৎস্নং পদার্থজাতং ব্যজ্যত প্রকাশতে। কর্ম্মণি বিপূর্ব্বতো জনে র্লঙি ত। **'তস্যোপযোগোঽভিহিত শ্চিকিৎসাং প্রতি সর্ব্বদে'তি**। তস্য ভূতগ্রামস্য পরস্পরোপকার্য্যোপকরণত্বেন য উপযোগ ইষ্ট-

সিদ্ধিসাধনব্যাপারঃ স চিকিৎসাং প্রতি রোগাপনয়নং লক্ষ্যীকৃত্য সর্ব্বদাঽভিহিতঃ কথিতঃ। **'ভূতেভ্যো হি পরং যস্মান্নাস্তি চিন্তা চিকিৎসিতে' ইতি।** পঞ্চমহাভূতেভ্যঃ শরীরিণাং শরীরাণি ভবন্তি, তেভ্যঃ পরং চিকিৎসাচিন্তা নাস্তীত্যভিপ্রায়ঃ। উক্তং চ প্রথমাধ্যায়ে —'পঞ্চমহাভূতশরীরসমবায়ঃ পুরুষ' ইতি। **'যতোঽভিহিতং তৎ সম্ভবদ্রব্যসমূহো ভূতাদিরুক্তঃ' ইতি।** ভূতেভ্যঃ পরং চিকিৎসাচিন্তা নাস্তীত্যুক্তম্। কথং তর্হি চৈতন্যোপেতঃ পুরুষ স্তদ্‌বিষয় ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যতঃ পুরুষস্য সম্ভবদ্রব্যসমূহঃ শুক্রশোণিতাদিপদার্থজাতং ভূতাদিত্বেনোক্তঃ কথিত স্তস্মাৎ স চিকিৎসাধিকৃতো ভবতীতি। নন্ু, যমধিকৃত্য তচ্চিন্তা বর্ত্ততে স হি ন কেবলং ভূতাত্মকো ভবতি কিন্তু ভূতেন্দ্রিয়াত্মক এব। উক্তেঽপি ভূতাদিস্বরূপে কা দশা পুনরিন্দ্রিয়াণামিত্যাশঙ্ক্যাহ—**'ভৌতিকানি চেন্দ্রিয়াণী'তি।** অয়মাশয়ঃ। ইন্দ্রিয়াণি তদর্থা শ্চায়ুর্ব্বেদে ভৌতিকত্বেন গৃহ্যন্তে। কিং প্রমাণম্? তদাহ—**'ভবতি চাত্রে'তি।** অস্মিন্ বিষয়ে প্রমাণমস্তীত্যভিপ্রায়ঃ। **'ইন্দ্রিয়েণেন্দ্রিয়ার্থং তু স্বং স্বং গৃহ্নাতি মানবঃ। নিয়তমি'তি।** মানব ইন্দ্রিয়েণ শ্রোত্রাদিনা ইন্দ্রিয়ার্থং শব্দাদিবিষয়ং স্বং স্বমাত্মীয়ং নিয়তমব্যভিচারতো গৃহ্নাতি,যথা—নাভসং শ্রোত্রং স্বজাতীয়ং নাভসং শব্দমুপাদত্তে ন পুন র্বিজাতীয়ং বায়বীয়ং স্পার্শম্, তৈজসং রূপম্, জলীয়ং রসনম্, পার্থিবং গন্ধং বা। **'তুল্যযোনিত্বাদি'তি।** অস্মিতায়া ভূতভৌতিকানামুৎপন্নত্বাৎ। **'স্থিতিরি'তি।** নৈসর্গিকো নিয়মঃ। অয়ং প্রপঞ্চিতার্থঃ। অবিশিষ্টলিঙ্গাৎ কিঞ্চিদবিশিষ্টাস্মিতা বিবিক্তা। উভৌ চ তৌ গুণসংপৃক্তৌ ভবতঃ। গুণানাং দ্বৈরূপ্যমস্তি ব্যবসায়াত্মকত্বং (গ্রহীতৃস্বরূপত্বম্—subjectivity) ব্যবসেয়াত্মকত্বং (গ্রাহ্যত্বং —objectivity) চেতি। গুণসংপৃক্তায়ামস্মিতায়ামিন্দ্রিয়াণি তন্মাত্রাণি চ সংসৃষ্টানি বর্ত্তন্তে। ততো গুণদ্বৈরূপ্যাদ্ ব্যবসায়াত্মকত্বেন গ্রহণস্বরূপমাস্থায় (acquiring the quality of being

perceiver or determiner) বিশেষরূপাণি ইন্দ্রিয়াণি, ব্যবসেয়াত্মকত্বেন গ্রাহ্যতাস্বরূপমাস্থায় (acquiring the quality of being perceived or determined) বিশিষ্টকল্পপঞ্চতন্মাত্রদ্বারেণৈব বিশেষরূপাণি প্রত্যাসন্নমহাভূতানি চ বিবিচ্যন্তে ক্রমানতিবৃত্তেঃ। এতৎ সর্ব্বং সৃষ্টিপর্ব্ব মনসি নিধায় শ্লোককারেণোক্তম্—'ইন্দ্রিয়েণেন্দ্রিয়ার্থং তু স্বং স্বং গৃহ্লাতি মানবঃ। নিয়তং তুল্যযোনিত্বান্নান্যেনান্যমিতি স্থিতিঃ॥' ইতি। ষষ্ঠসূত্রব্যাখ্যা সমাপ্তা।৬।

(৭) **ন চায়ুর্ব্বেদশাস্ত্রেষূপদিশ্যন্তে সর্ব্বগতাঃ ক্ষেত্রজ্ঞা নিত্যাশ্চ; অসর্ব্বগতেষু ক্ষেত্রজ্ঞেষু নিত্যপুরুষখ্যাপকান্ হেতূনুদাহরন্তি। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রেষসর্ব্বগতাঃ ক্ষেত্রজ্ঞা নিত্যাশ্চ তির্য্যগ্‌যোনিমানুষদেবেষু সঞ্চরন্তি ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তং তত্র তেঽনুমানগ্রাহ্যাঃ পরমসূক্ষ্মাশ্চেতনাবন্তঃ শাশ্বতা লোহিতরেতসোঃ সন্নিপাতেষভিব্যজ্যন্তে যতোঽভিহিতং পঞ্চমহাভূতশরীরসমবায়ঃ পুরুষ ইতি। স এব কর্ম্মপুরুষশ্চিকিৎসাধিকৃতঃ।** ৭।

প্রথমসূত্রে পুরুষাণাং ক্ষেত্রজ্ঞত্বং কথিতম্। পঞ্চমসূত্রে সাংখ্যৈরিব তেষাং বহুত্বং সর্ব্বগতত্বং নিত্যত্বং চোক্তম্। ইদানীং সাংখ্যবৈদ্যকয়োঃ পুরুষগতৌ ভেদাভেদৌ দর্শয়িতুমাহ—'**ন** চে'তি। পুরুষাণাং ক্ষেত্রজ্ঞত্বং নিত্যত্বং চাধিকৃত্য ন কাঽপি তয়ো র্বিপ্রতিপত্তি র্দৃশ্যতে। সাংখ্যমতে তে সর্ব্বগতাঃ,আয়ুর্ব্বেদে চ তে তথৈব সত্ত্বোপাধিযোগাৎ, নো চেদসর্ব্বগতা এব। অসর্ব্বগতত্বেঽপি ভৌতিকসর্গত্বাৎ সর্ব্বযোনিগমনং নির্দ্দিশন্নাহ—'**তির্য্যগ্‌যোনিমানুষদেবেষু সঞ্চরন্তি ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তমি**'তি। তির্য্যঙ্ অনুপ্রস্থঃ (horizontal) যোনি র্জন্মস্থানং যস্য স তির্য্যগ্‌যোনিঃ। পশুমৃগপক্ষিসরীসৃপস্থাবরভেদাৎ তির্য্যগ্‌যোনিঃ পঞ্চধা ভবতি। তত্র গজাদ্যাঃ শল্লক্যন্তাঃ পশবঃ, সিংহাদ্যা ওত্বন্তা মৃগাঃ, উৎক্রোশাদ্যা শ্চটকান্তাঃ পক্ষিণঃ, অজগরাদ্যাঃ কৃম্যন্তাঃ সরীসৃপাঃ, ক্রুমাদ্যা লতান্তাঃ ষড়্‌বিধাঃ স্থাবরা

ভবন্তি। তত্রাপি যে পুষ্পৈঃ ফলন্তি তে দ্রুমাঃ, যে পুষ্পং বিনা ফলন্তি তে বনস্পতয়ঃ, ওষধয়ঃ ফলপাকান্তাঃ, বংশাদয় স্ত্বক্সারাঃ, বীরুধঃ কাঠিন্যেনারোহণানপেক্ষাঃ, লতাঃ পুনরারোহণাপেক্ষা ইতি বিশেষঃ। মানুষ একবিধ স্তুল্যলিঙ্গত্বাদ্ ব্রাহ্মণাদিচণ্ডালান্তঃ। অষ্টবিধো দেবঃ—ব্রাহ্মঃ প্রাজাপত্য ঐন্দ্রঃ পৈত্র্যো গান্ধর্ব্বো যাক্ষো রাক্ষসঃ পৈশাচ শ্চেতি। সঞ্চরন্তি সংসরন্তি। ধর্ম্মাধর্ম্ম-নিমিত্তং স্বস্বকর্ম্মফলেনেত্যভিপ্রায়ঃ। ইদানীমর্থক্রমানুরোধেন পাঠক্রমোদ্ধারং বিহায় শিষ্টং তাৎপর্য্যতো ব্যাখ্যায়তে। তত্র পুরুষাঃ পরমসূক্ষ্মাঃ প্রমাণৈ র্দর্শয়িতুমযোগ্যত্বাদতএবানুমানগ্রাহ্যা শ্চেতনাবন্তো নিত্যাশ্চ কিন্তু মাতাপিতৃভ্যাং শোণিতশুক্রয়োঃ সংযোগেষু প্রত্যক্ষীক্রিয়ন্তে যতঃ পরিভাষিতং পঞ্চমহাভূতশরীরসমবায়ঃ পুরুষ ইতি। স এব কর্ম্মপুরুষঃ কর্ম্মফলভাগী, ততশ্চ স চিকিৎসাধিকৃতং কর্ম্মফলং প্রাপ্নোতি। ইতি সপ্তমসূত্রব্যাখ্যা সমাপ্তা। ৭।

(৮) **তস্য সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নঃ প্রাণাপানাবুন্মেষনিমেষৌ বুদ্ধির্মনঃ সংকল্পো বিচারণা স্মৃতি র্বিজ্ঞানমধ্যবসায়ো বিষয়োপলব্ধি শ্চ গুণাঃ।'** ৮।

কর্ম্মপুরুষস্য গুণা উচ্যন্তে। '**সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষাবি**'তি। সুখেষ্বিচ্ছা দুঃখেষু দ্বেষ ইনি শব্দানাং ব্যতিষঙ্গঃ। বিষয়ভোগেম্বিন্দ্রিয়াণাং যা তৃপ্তিরুপশান্তি র্বা তৎ সুখম্। যা লৌল্যাদনুপশান্তিস্তদ্ দুঃখম্। সুখে তৎসাধনে বা যো গর্দ্ধঃ সৈবেচ্ছা। দুঃখে তৎসাধনে বা যা জিহাসা স দ্বেষঃ। অয়মপীচ্ছাবিশেষঃ। '**প্রযত্নঃ**' প্রয়াসঃ। স ইচ্ছাজন্য শ্চেষ্টাফলক এব। '**প্রাণাপানাবি**'তি। প্রাণঃ শরীরান্তঃ-সঞ্চারী বায়ুঃ, স চ প্রাগ্গমনবান্ নাসিকাগ্রস্থানবর্ত্তী। অপানোঽ-বাগ্গমনবান্ নাভে রধঃস্থিতো বা পায়্বাদিস্থানবর্ত্তী। '**উন্মেষনিমে-ষাবি**'তি। অকৃত্রিমনেত্রাকুঞ্চনানন্তরং যো হি পক্ষ্মবিকাশঃ স উন্মেষঃ। তদুক্তম্—অক্ষিপক্ষ্মবিকাশো যঃ স উন্মেষঃ প্রকীর্ত্তিত'

ইতি। অকৃত্রিমনেত্রবিকাশানন্তরং যত্তু পক্ষ্মাকুঞ্চনং স নিমেষ এব। উক্তং চ পৌরাণিকৈঃ—'অক্ষিপক্ষ্মপরিক্ষেপো নিমেষঃ পরিকীর্ত্তিত' ইতি। 'বুদ্ধিরি'তি। বুধ্যত ইতি বুদ্ধি র্নিশ্চয়ো যস্যা বিষয়ঃ। 'নিশ্চয়াত্মকবৃত্তিযুতমন্তঃকরণং বুদ্ধিরি'ত্যুক্তেঃ। মতিবুদ্ধ্যাদে র্লক্ষণং দর্শয়তা হেমচন্দ্রেণোক্তম্—'মতিরাগামিকা জ্ঞেয়া বুদ্ধি স্তৎকালদর্শিনী। প্রজ্ঞা চাতীতকালস্য মেধা কালত্রয়াত্মিকা॥' ইতি। সা চ বুদ্ধিঃ সাত্ত্বিকতামসরূপ-ভেদাদষ্টাঙ্গিকা ভবতি। যদা সত্ত্বগুণ উৎকটো ভবতি তদা তস্যাঃ সাত্ত্বিকং রূপং চতুর্ব্বিধং ধর্ম্মো জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং চেতি। তমস্যুদ্রিক্তে তু ধর্ম্মাদিচতুষ্টয়াদ্ বিপরীতং চতুর্ব্বিধং তামসং রূপমধর্ম্মোঽজ্ঞানমবৈরাগ্যমনৈশ্বর্য্যং চেতি। তত্র ধর্ম্মো নাম দয়া-দান-যম-নিয়মলক্ষণ এব। জ্ঞানং দ্বিবিধং বাহ্য-মাভ্যন্তরং চেতি। তত্র বেদবেদাঙ্গাদিজ্ঞানং বাহ্যম্। গুণ-পুরুষান্তরোপলব্ধিরূপাদিজ্ঞানমাভ্যন্তরমিতি বিশেষঃ। বৈরাগ্য-মপি দ্বিবিধমপরং পরং চেতি। তত্রাদ্যং বিবেকতারতম্যেন যতমানব্যতিরেকৈকেন্দ্রিয়বশীকারভেদাচ্চতুর্ব্বিধম্। অন্তিমং তু দ্বিবিধং বিষয়বিষয়ং গুণবিষয়ং চেতি। তত্র পূর্ব্বং বিষয়দোষ-দর্শনাদ্ বিষয়েষু চিত্তক্ষোভাদৃতে যদেব বৈরাগ্যং তদ্ বিষয়-বিষয়ং ভবতি। তথা হি ভগবান্ পতঞ্জলিরর্থত আদ্যং সূত্রয়ন্ সাক্ষাদ্-ভাবেন দ্বিতীয়ং সূত্রয়তি—'তৎপরং পুরুষখ্যাতে গুর্ণবৈতৃষ্ণ্যমি'তি। এতদুক্তং ভবতি—বিষয়বৈরাগ্যপাটবেন গুণত্রয়াত্মকপ্রধানাদ্ বিরক্তস্য পুরুষস্য খ্যাতিঃ সাক্ষাৎকার উৎপদ্যতে যতো গুণবিষয়ং যদ্ বৈরাগ্যং তৎপরং তস্য নান্তরীয়কং কৈবল্যং ভবতীতি। গুণ-বৈতৃষ্ণ্যং গুণবিষয়বৈরাগ্যমিতি যাবৎ। অতএব 'তৎপরমি'ত্যনেন ন কেবলং গুণবিষয়বৈরাগ্যং লক্ষ্যতে, পরং তু বিষয়বিষয়-বৈরাগ্যমপি খুররবন্যায়েন সূচ্যতে। বিষয়াণাং দোষজাতং বিমৃশ্য

চন্দ্রগোমিণাপি যুক্তমুক্তম্—'বিষস্য বিষয়াণাং চ দূরমত্যন্তমন্তরম্। উপভুক্তং বিষং হন্তি বিষয়াঃ স্মরণাদপি॥' ইতি। ঐশ্বর্য্যমষ্টগুণম্—'অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা। ঈশিত্বং চ বশিত্বং চ যত্রকামাবসায়িতা॥' ইতি। যত্রোক্তম্—'অণিমা মহিমা মূর্ত্তে র্লঘিমা প্রাপ্তিরিন্দ্রিয়ৈঃ। প্রাকাম্যং শ্রুতদৃষ্টেষু শক্তিঃ প্রেরণমীশিতা। গুণেষ্বসঙ্গো বশিতা যৎ কামং তদবস্যতি॥' ইতি। কামং স্বেচ্ছয়াঽবসায়য়িতুং শীলমস্যেতি কামাবসায়ী তদ্ভাবঃ কামাবসায়িতা।

অথ প্রকৃতমনুসরামঃ। 'মন' ইতি। মনো বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং প্রধানম্। সংশয়ো হি তস্য বিষয়ঃ। তদুক্তং পঞ্চীকরণবার্ত্তিকে সুরেশ্বরাচার্য্যেণ—'মনো বুদ্ধিরহংকার শ্চিত্তং করণমান্তরম্। সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে॥' ইতি। অভিযুক্তা বদন্তি—'নীরূপঃ স্পর্শবান্ বায়ু র্নিঃস্পর্শং মূর্ত্তিমন্ মনঃ' ইতি। মূর্ত্তিস্তু মনসো নাস্মাভিরনুভূয়তে, অনুভূয়তে তু যোগিভিরেব। সংকল্পো বা বিকল্পো বা মনসঃ ক্রিয়াবিশেষঃ। মনঃ সঙ্কল্পাত্মকমিতি সৌশ্রুতব্যাখ্যায়াং গয়ী। বস্তুত স্তু সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকবৃত্তিমদন্তঃকরণং মন এব। অধিকরণত্বমপ্যস্য সাংখ্যবৃদ্ধৈঃ শংসিতম্—'অথাস্য হৃদয়ং ভিন্নং হৃদয়ান্মন উত্থিতম্। মনস শ্চন্দ্রমা জাতো বুদ্ধি র্বুদ্ধে র্গিরাংপতিঃ॥' ইতি। 'সঙ্কল্প' ইতি। অনাসন্নক্রিয়েচ্ছা সংকল্পঃ। স চ মানসং কর্ম্ম। 'বিচারণে'তি। একস্মিন্ ধর্ম্মিণি বিরুদ্ধনানার্থবিমর্শো বিচারণা। 'স্মৃতিরি'তি। 'আত্মমনসোঃ সংযোগবিশেষাৎ সাক্ষাৎকারাচ্চ স্মৃতিরি'তি বৈশেষিকাঃ। ন্যায়বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর আহ—'প্রত্যক্ষবুদ্ধিনিরোধে তদনুসন্ধানবিষয়ঃ স্মৃতিরি'তি। তর্কসংগ্রহমতে 'স্মৃতিঃ সংস্কারমাত্রজন্যং জ্ঞানমি'তি। সংস্কারমাত্রজন্যমিত্যস্য চক্ষুরাদ্যজন্যত্বে সতি সংস্কারজন্যমিত্যভিপ্রায়ঃ। মাত্রপদগ্রহণেন প্রত্যভিজ্ঞায়াং নাতিব্যাপ্তিঃ। প্রত্যভিজ্ঞা হি চক্ষুরাদিজন্যত্বাৎ। বেদান্তানাং দ্বৈতমতে মধ্বাচার্য্য

আহ—'স্মৃতি র্মনোজন্যা ন তু সংস্কারজন্যা, সংস্কারস্তু মনস স্তদর্থসন্নিকর্ষরূপ' ইতি। অদ্বৈতমতে তু 'স্মৃতিঃ পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসো যা হি চিত্তস্য ধর্ম্ম' ইতি সুরেশ্বরাচার্য্যঃ। পাতঞ্জলসাংখ্যপ্রবচনেঽপি সূত্রিতম্—'অনুভূতবিষয়াসংপ্রমোষঃ স্মৃতিরি'তি। (১।১১) **'বিজ্ঞান-মি'**তি। বিজ্ঞানং নানাবিদ্যাধারণম্। ডল্লণশ্চাহ—'বিজ্ঞানং শিল্প-শাস্ত্রাদিবোধ' ইতি। উক্তং চ কোষকারেণ—'মোক্ষে ধী র্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োরি'তি। মোক্ষপ্রতিপাদকশাস্ত্রাদন্যত্র শিল্পে চিত্রাদৌ চ শাস্ত্রে ধী র্বিজ্ঞানমিত্যর্থঃ। এষা বিশেষপ্রবৃত্তিঃ। ঘটপটাদৌ চ যা ধীঃ সাঽপি জ্ঞানং বিজ্ঞানং চোচ্যতে। এষা সামান্যপ্রবৃত্তিঃ। পৌরাণিকা স্তু চতুর্দ্দশবিদ্যাধারণং বিজ্ঞানমিত্যাহুঃ। কাঃ পুন স্তা বিদ্যাঃ? 'অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ। ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণং চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ॥' ইতি। অত্র 'বেদা শ্চত্বার' ইত্যুক্তে তেষামুপবেদা অপি গৃহ্যন্তে, যথা বনমিত্যুক্তে বৃক্ষাঃ, বৃক্ষ ইত্যুক্তে বা শাখা অপি তস্য গৃহ্যন্তে। অতঃ পুনরেবোক্তম—'আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ। অর্থশাস্ত্রং চতুর্থং চ বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তাঃ॥' ইতি। **'অধ্যবসায়'** ইতি। অধ্যবসান-মধ্যবসায় উৎসাহবিশেষঃ। স চ বুদ্ধিপরিণাম এব। ময়েদং কর্ত্তব্যমিত্যাকারনিশ্চয়ো বুদ্ধিপরিণামাদ্ ভবতি। যথা দীপশিখা ক্ষণে ক্ষণে পরিণমতি তথৈব বুদ্ধিঃ পরিণমতীতি সাংখ্যবৃদ্ধাঃ। **'বিষয়োপলব্ধিরি'**তি। 'বিশব্দো হি বিশেষার্থঃ সিনোতি র্বন্ধনার্থক' ইতি নির্ব্বচনাদ্ বিশেষেণ সিনোতি বধ্নাতীতি বিষয়ঃ। বৃদ্ধা-শ্চ সাংখ্যা আহুঃ—'বিষিণ্বন্তি বিষয়িণং বধ্নন্তি স্বেন রূপেণ নিরূপণীয়ং কুর্ব্বন্তীতি বিষয়াঃ পৃথিব্যাদয়ঃ সুখাদয়শ্চে'তি। স চ ষড়্বিধো ঘ্রাণজো রাসন শ্চাক্ষুষঃ স্পার্শনঃ শ্রৌত্রো মানসশ্চেতি। উপলব্ধিঃ প্রাপ্তৌ জ্ঞানে বা বর্ত্ততে। বিষয়োপলব্ধি র্বিষয়জ্ঞানম্। এতে পুরুষগুণাঃ। অষ্টমসূত্রব্যাখ্যা সমাপ্তা। ৮।

(৯) সাত্ত্বিকা ত্বানৃশংস্যং সংবিভাগরুচিতা তিতিক্ষা সত্যং ধর্ম্ম-মাস্তিক্যং জ্ঞানং বুদ্ধি র্মেধা স্মৃতি র্ধৃতিরনভিষঙ্গশ্চ। ৯।

পুরুষগুণানভিধায় সত্ত্বগুণান্বিতস্য মনসো গুণান্ বক্তুং প্রস্তৌতি—সাত্ত্বিকা ইতি। নৄন্ নরান্ শংসতি হিনস্তীতি নৃশংসঃ ক্রূরঃ। অনৃশংসস্য ভাবঃ কর্ম্ম বেতি **'আনৃশংস্যম'**নৈষ্ঠুর্য্যম্। স্মর্য্যতে হি বনপর্ব্বণি—'আনৃশংস্যং পরো ধর্ম্মঃ' (৪৩।৬৯) ইতি। **'সংবিভাগরুচিতা'** সংবিভজ্য ভোক্তুমভিলাষুকতা। **'তিতিক্ষে'**তি। নিগ্রহশক্তাবপি পরেষামপরাধসহনং তিতিক্ষা। 'সহনং সর্ব্বদুঃখানাং তিতিক্ষা সা শুভা মতা' ইত্যপরোক্ষানুভূতিঃ। দেহবিচ্ছেদ-ব্যতিরিক্তং শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহনং তিতিক্ষেতি হৈরণ্যগর্ভাঃ। **'সত্যমি'**তি। সত্যং যথার্থভাষণং ভূতহিতং চ। ব্রাহ্মে চ স্মর্য্যতে—'যথার্থকথনং যচ্চ সর্ব্বলোকসুখপ্রদম্। তৎ সত্যমিতি বিজ্ঞেয়মসত্যং তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥' ইতি। অত উপক্ষিপ্যতে যৎ সত্যং ব্রূয়াদসত্যাচ্চ নিবর্ত্তেত, নিবৃত্তাবপি ভূতোপঘাতপ্রসঙ্গে তদপি ব্রূয়াদিতি। তথা হি দস্যুভিঃ সার্থগমনং পৃষ্টস্য মুনেঃ সত্যতপসঃ সার্থগমনাভিধানং সত্যমপি পরাপকারজনকমিত্যেতৎ সত্যত্বেন ন গৃহ্যতে পাপফলকত্বাদেব। **'ধর্ম্মমি'**তি। 'কায়বাঙ্মনোভিঃ সুচরিতমি'তি ডল্লণঃ। তত্র কায়েন সুচরিতং যথা দান-সেবা-পরপরি-ত্রাণাদি কর্ম্ম, বাচা সুচরিতং যথা হিতসত্যাদিভাষণম্, মনসা সুচরিতং যথা জিঘাংসাদিবর্জ্জনম্। **'আস্তিক্যমি'**তি। আস্তিকস্য ভাব আস্তিক্যং (পাঃ ৫।১।১২৮)। পরলোকাদ্যস্তিত্ববাদিত্বম্। সৎ-পরলোকত্বে বাচ্যে অস্তিশব্দাদুত্তরে ঠক্প্রত্যয়ত আস্তিকশব্দো ভবতি (পাঃ ৪।৪।৬০)। অস্তিশব্দ স্তিঙন্তপ্রতিরূপকো নিপাতঃ। কেচিদাহুঃ—লক্ষণসামর্থ্যাৎ তিঙন্তাদেবায়ং প্রত্যয়ঃ। অগ্র একাদশসূত্রব্যাখ্যায়াং নাস্তিক্যশব্দো দ্রষ্টব্যঃ। **'জ্ঞানমি'**তি। গুণপুরুষান্যতাখ্যাতিরূপোঽধ্যবসায়ো জ্ঞানম্। 'জ্ঞানমাত্মজ্ঞানমি'তি

ডল্লণঃ। আত্মজ্ঞানমন্তঃকরণসংভিন্নবোধো ন তু কশ্চিদ্ ধর্ম্মবিশেষঃ, যথা শর্করা তৎসংবেদনবত এব সুখপ্রকাশা ন তু স্বরূপেণ, তথৈবাত্মজ্ঞানং সুখরূপিত্বেঽপি ন স্বরূপতঃ সুখপ্রকাশং তৎসংবেদনাভাবাৎ। **'বুদ্ধিঃ'** প্রাগেব ব্যাখ্যাতা। 'বুদ্ধিস্তৎকাল-বিষয়ে'তি ডল্লণঃ। হেমচন্দ্রেণাপ্যুক্তম্ 'বুদ্ধিস্তৎকালদর্শিনী'তি। **'মেধা'** ধারণশক্তি র্যতো জ্ঞাতস্য বিষয়স্য বিস্মরণং ন ভবতি। দুর্ম্মেধসঃ পুরুষস্য তত্ত্বদর্শনাসম্ভবাদ্ মেধা চ সাত্ত্বিকপক্ষে নিক্ষিপ্তা। তথা হি শান্তিপর্ব্বণি যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীমবচনম্—'শ্রোত্রিয়স্যেব তে রাজন্ মন্দকস্যাল্পমেধসঃ। অনুবাকহতা বুদ্ধি র্নৈষা তত্ত্বার্থদর্শিনী॥' (১৯।৩৫) ইতি। এষ শ্লোকঃ ৫।৪।১২২ সূত্রীয়কাশিকায়ামুদ্ধৃতঃ। স্মর্য্যতে হি সপ্তশত্যাম্—'মেধাঽসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা দুর্গাঽসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা' ইতি। **'স্মৃতি'**রপি প্রাগ্ ব্যাখ্যাতা। **'ধৃতি'** র্ধৈর্য্যম্। ডল্লণস্তু 'ধৃতি র্মনসো নিয়মাত্মিকা বুদ্ধিরি'তি। **'অনভিষঙ্গ'** ইতি। অভিষঙ্গ আসক্তি স্তদ্‌বিরতি রনভিষঙ্গঃ, অনাসক্তিরিতি যাবৎ। নবমসূত্রব্যাখ্যা সমাপ্তা। ৯।

(১০) **রাজসা স্তু দুঃখবহুলতাঽটনশীলতাঽধৃতি রহংকার আনৃতিকত্বমকারুণ্যং দম্ভো মানো হর্ষঃ কামঃ ক্রোধশ্চ।** ১০।

রজোগুণোপেতস্য মনসো দুর্গুণান্ দর্শয়তি—রাজসা ইতি। **'দুঃখবহুলত্বে'**তি। দুঃখবাহুল্যমিতি যাবৎ। দুঃখং ত্রিবিধম্—আধ্যাত্মিক মাধিভৌতিক মাধিদৈবিকং চেতি। আধ্যাত্মিকং দ্বিবিধম্—শারীরং মানসং চেতি। তত্র শারীরং বাতপিত্তশ্লেষ্মণাং দেহধাতূনাং বৈষম্যাজ্ জ্বরাতিসারাদিদুঃখম্। তচ্চ শরীরে ভবতীতি শারীরম্। মানসং প্রিয়বিয়োগাপ্রিয়সংযোগাদি দুঃখম্। তৎ সর্ব্বং মনসি জায়ত ইতি মানসম্। আধিভৌতিকং চতুর্ব্বিধং জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জেভ্যঃ সকাশাদুপজায়তে। যৎ পুনঃ শরীরে গ্রহাবেশাদীনি দৈবান্যধিকৃত্য ভবতি তদাধিদৈবিকমিতি

বৈত্মকাঃ। সাংখ্যাস্ত্ত দিবঃ প্রভবতীতি দৈবং তদধিকৃত্য যদুপ-জায়তে শীতোষ্ণবাতবর্ষাঽশনিসম্পাতাদিদুঃখং তদাধিদৈবিকমিতি। '**অটনশীলত্বে**'তি। বৃথাঽটনশীলতেত্যাশয়ঃ। এষা কামজদোষ-পক্ষে মনুনা নিক্ষিপ্তা (৭।৪৭)। '**অধৃতিরি**'তি। অধৃতিরধৈর্য্যম্। '**অহংকার**' ইতি। গর্ব্ব ইত্যর্থঃ। তদুক্তম্—'মনোবুদ্ধিরহংকার শ্চিত্তং করণমান্তরম্। সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়া অমী॥' ইতি। সাংখ্যবৃদ্ধা আহুঃ—'অভিমানোঽহংকার ইতি। অহমিত্য-ভিমানে। মদর্থা এবামী বিষয়াঃ, মত্তো নান্যোঽত্রাধিকৃতঃ কশ্চিদস্ত্যতোঽহমস্মীতি যোঽভিমানঃ সোঽসাধারণব্যাপারত্বা-দহংকারস্তমুপজীব্য হি বুদ্ধিরধ্যবস্যতি কর্ত্তব্যমেতন্ময়ে'তি। '**আনৃতিকত্বমি**'তি। 'আনৃতিকত্বং মিথ্যাবচনশীলতে'তি ডল্লণঃ। গয়ী তু 'আবৃতিকত্বমি'তি পঠিত্বা মনসঃ শীতলতেত্যাহ। তচ্চিন্ত্যং রজোহেতুকত্বাৎ। 'আবৃতিকত্বমি'তি পাঠে তু ক্রমঃ—আবৃতিকত্ব-মাবরণং যৎ সত্যমাবৃণোতীতি। যদ্বা—আবৃতিকত্বং সংবৃতিকত্বম্। সংবৃতিরনিরূপিততত্ত্বার্থা প্রতীতিঃ। উক্তং চ ন্যায়াবতারে—'অনিরূপিততত্ত্বার্থা প্রতীতিঃ সংবৃতি র্মতে'তি। '**অকারুণ্যং**' নৈষ্ঠুর্য্যম্। '**দম্ভঃ**' কাপট্যেন স্বোৎকর্ষখ্যাপনম্। 'কুহকবৃত্তিতা দম্ভ' ইতি ডল্লণঃ। উণাদিবৃত্তিকার উজ্জ্বলদত্ত আহঃ—'কুহকো দাম্ভিক' ইতি। দম্ভঃ কুহকবৃত্তিরিতি পাঠঃ সমীচীনঃ। '**মান**' 'আত্মোৎকর্ষবুদ্ধি-রি'তি ডল্লণঃ। '**হর্ষ**' ইষ্টাধিগমজন্যশ্চিত্তোৎসাহবিশেষঃ। রজআধিক্যে তু হর্ষ উদ্ধর্ষ ইত্যুচ্যতে। '**কামঃ ক্রোধশ্চে**'তি। কাম ইষ্টবিষয়া-ভিলাষঃ। 'কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা……সর্ব্বং মন এবে'তি শ্রুতে স্তস্য মনোধর্ম্মত্বমিতি বেদান্তিনঃ। '**ক্রোধো**'ঽমর্ষঃ। কামাৎ কুতশ্চিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধ উৎপদ্যতে। তথা হি গীয়তে—'সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে' (২।৬২) ইতি। অভিযুক্তা বদন্তি—'অপরাধিনি চেৎ ক্রোধঃ ক্রোধে ক্রোধঃ কথং ন তে।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং চতুর্ণাং পরিপন্থিনি॥' ইতি। উভৌ চ তৌ রজোগুণহেতুকৌ ভবতঃ। 'কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভব' ইতি স্মৃতেঃ। চান্দ্রকৃতা চন্দ্রগোমিণোদ্ধৃতম্—'কামক্রোধৌ মনুষ্যাণাং খাদিতারৌ বৃকাবিব' (৪।৩।৯১) ইতি। কলাপবৃত্তৌ দুর্গসিংহোদ্ধৃতং ভারবিবচনং চ—'কামক্রোধৌ স্ম মা পুষঃ' ইতি। দশমসূত্রব্যাখ্যা সমাপ্তা। ১০।

(১১) তামসা স্তু বিষাদিত্বং নাস্তিক্যমধর্ম্মশীলতা। বুদ্ধে-র্নিরোধোঽজ্ঞানং দুর্ম্মেধস্ত্বমকর্ম্মশীলতা নিদ্রালুত্বং চেতি। ১১।

তমোগুণোপেতস্য মনসো দোষান্ বিবৃণোতি—তামসা ইতি। 'বিষাদিত্বমি'তি। বিষাদ ইষ্টনাশকৃতো মনোভঙ্গ ইতি রঘুটীকায়াং মল্লিনাথঃ। বেদান্তমতে তু রোগশোকমোহাদিজনিতমনোদুর্ব্বলতায়াং যঃ সর্ব্বব্যাপারোপরমঃ স বিষাদ ইতি। সোঽস্তীতি বিষাদী তদ্ভাবো বিষাদিত্বম্। 'নাস্তিক্যমি'তি। 'অস্তি মতির্যস্য স আস্তিকঃ, নাস্তি মতির্যস্য স নাস্তিক' ইতি কাশিকা (৪।৪।৬০); ন হি মতিসত্তামাত্রে প্রত্যয় ইষ্যতে? কিং তর্হি? সদসৎপরলোকত্বে বাচ্যেঽস্তিনাস্তিভ্যাং প্রত্যয় ইষ্যতে। এতদুক্তং ভবতি—পরলোকোঽস্তীতি যস্য মতি র্ব্বর্ত্ততে স আস্তিক স্তদ্বিপরীতো নাস্তিক ইতি। কথং পুনরসতি বিশেষোপাদানে চৈতল্লভ্যতে? অভিধানশক্তিস্বাভাব্যাদিতি কেচিৎ। ননু, অস্তীতি তিঙন্তং নাস্তীতি বাক্যমিত্যত এতাভ্যাং ন প্রাপ্নোতি প্রত্যয় ইতি চেৎ? অস্তিনাস্তিশব্দৌ নিপাতাবিতি। অভ্যুপগম্যাপি তিঙন্তত্বং বাক্যত্বং চ বচনসামর্থ্যাদস্তীত্যাখ্যাতাৎ, নাস্তীতি বাক্যাচ্চ প্রত্যয়ঃ। নাস্তিকস্য ভাবো নাস্তিক্যম্। (পাঃ ৫।১।১২৮)। নাস্তিক্যনিরাকরিষ্ণুঃ সদানন্দ যতিরদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধৌ 'পরলোককথা বৃথে'তি মতমাক্ষিপ্য প্রশ্ননিরূপণাভ্যাং শ্রেয়াংসি ভূয়াংসি সাধ্বেবং সমাধত্তে—"নম্বস্তদৃষ্টাদিসিদ্ধি স্তথাপি সন্দিগ্ধত্বাৎ পরলোকস্বীকারো

ব্যর্থ ইতি চেৎ ? ভ্রান্তোঽসি, অস্তি ন বেতি বিকল্পস্য বিদ্যমানত্বেঽপি অস্তিত্বপক্ষস্যৈব বহুবাদিসম্মতত্বেনাভ্যর্হিতত্বাৎ। তদুক্তং ন্যায়কুসুমাঞ্জলৌ—সন্দিগ্ধেঽপি পরে লোকে ত্যাজ্যমেবাহিতং বুধৈঃ। যদি ন স্যাৎ ততঃ কিং স্যাদ্ অস্তি চেন্নাস্তিকো হতঃ॥ ইতী"তি। **'অধর্ম্মশীলত্বে'**তি। 'অধর্ম্মঃ শীলং স্বভাবো যস্য তদ্ভাবোঽধর্ম্মশীলত্বমি'তি ডল্লণঃ। **'বুদ্ধের্নিরোধ'** ইতি। সর্ব্বব্যবহারাত্মিকা যা বুদ্ধি স্তস্যা নিরোধঃ স্ফুরণাভাবঃ। **'অজ্ঞানমি'**তি। অজ্ঞানমিহ প্রমাদো বাক্যার্থানামনববোধো বা। **'দুর্ম্মেধস্ত্বমি'**তি। নঞ্‌দুঃসুভ্য ইত্যনুবৃত্তৌ 'নিত্যমসিচ্ প্রজামেধয়োঃ' (পাঃ৫।৪।১২২) ইতি সূত্রেণ দুর্ম্মেধাঃ (দুর্ম্মেধস্-শব্দোঽয়ম্) তদ্ভাবো দুর্ম্মেধস্ত্বং স্মৃতিশক্তিরাহিত্যম্। যদ্বা দুর্ম্মেধস্ত্বং দুষ্টবুদ্ধিত্বম্। **'অকর্ম্মশীলত্বে'**তি। অকর্ম্ম কুৎসিতকার্য্যং শীলং স্বভাবো যস্য সঃ, তদ্ভাবঃ। **'নিদ্রালুত্বমি'**তি। নের্দ্র আলুচা নিদ্রালু স্তদ্‌ভাবো নিদ্রালুত্বং নিদ্রাশীলত্বম্। একাদশসূত্রব্যাখ্যা সমাপ্তা। ১১।

(১২) **আন্তরীক্ষাস্তু শব্দঃ শব্দেন্দ্রিয়ং সর্ব্বচ্ছিদ্রসমূহো বিবিক্ততা চ। ১২।**

ইদানীং মহাভূতগুণান্ বক্তুং প্রস্তৌতি। তত্র শব্দতন্মাত্রাৎ তৎস্থূলাবস্থাপন্ন আকাশ স্তদ্‌গুণান্ নিদর্শয়তি—**'আন্তরীক্ষা'** ইতি। অন্ত র্মধ্যমীক্ষং দৃষ্টিব্যাঘাতশূন্যমিত্যন্তরীক্ষং তত্র ভবা আন্তরীক্ষা আকাশীয়ধর্ম্মা ইত্যর্থঃ। আকাশস্য বিশেষগুণঃ শব্দঃ। একোঽপি স উপাধিভেদাদুদাত্তানুদাত্তস্বরিতষড়্‌জর্ষভগান্ধারমধ্যমপঞ্চমধৈবতাদয়ো ভবন্তি। তদুক্তং ভাষাপরিচ্ছেদে—'আকাশস্য তু বিজ্ঞেয়ঃ শব্দো বৈশেষিকো গুণঃ। ইন্দ্রিয়ং তু ভবেচ্ছ্রোত্রমেকঃ সন্নপ্যুপাধিতঃ॥' (২৮) ইতি। **'শব্দেন্দ্রিয়ং'** শ্রবণেন্দ্রিয়ম্। **'সর্ব্বচ্ছিদ্রসমূহো বিবিক্ততা চে'**তি। স্মৃতিরপ্যাহ—'শব্দঃ শ্রোত্রেন্দ্রিয়ং চাপি ছিদ্রাণি চ বিবিক্ততা। বিয়তো দর্শিতা এতে গুণা গুণ-

বিচারিভিঃ॥' ইতি। তন্ত্রত্রয়োদ্ধৃতং স্মৃত্যন্তরং চ—'অস্ত দেহস্ত বিয়তো লাঘবং সৌক্ষ্ম্যমেব চ। শব্দঃ শ্রোত্রং বলং ব্রহ্মন্ সুষিরত্বং বিবিক্ততা॥' ইতি। বিবিক্ততা সামান্যতোঽসংপৃক্ততা। 'চ'কারেণ সংযোগাদিসামান্যগুণান্তরগ্রহণমিষ্যতে। দ্বাদশসূত্রব্যাখ্যা সমাপ্তা।১২।

(১৩) বায়ব্যা স্তু স্পর্শঃ স্পর্শেন্দ্রিয়ং সর্ব্বচেষ্টাসমূহঃ সর্ব্বশরীর-স্পন্দনং লঘুতা চ।১৩।

অধুনা বায়ুগুণান্ বর্ণয়িতুং প্রস্তৌতি—**বায়ব্যা** ইতি। শব্দস্পর্শ-বান্ বায়ুরিতি সৃষ্টিতত্ত্ববাদিনঃ। '**স্পর্শঃ**' খল্বনুষ্ণাশীতস্পর্শ এব। '**স্পর্শেন্দ্রিয়ং**' ত্বগিন্দ্রিয়ম্। '**সর্ব্বচেষ্টাসমূহঃ**' শ্বাসপ্রশ্বাসনমনোন্ন-মনাদিক্রিয়াজাতম্। 'কায়বাঙ্‌মনঃক্রিয়াসমূহশ্চে'তি ডল্লণঃ। '**সর্ব্বশরীরস্পন্দনং**' প্রাণরূপেণ সমগ্রশরীরচলনম্। '**লঘুতা**' লঘুত্বম্। ভাষাপরিচ্ছেদে বায়ুলক্ষণমুক্তম্—'স্পর্শাদয়োঽষ্টৌ বেগাখ্যাঃ সংস্কারো মরুতো গুণাঃ' (২৩) ইতি। 'স্পর্শঃ সংখ্যা পরিমিতিঃ পৃথক্ত্বং চ ততঃ পরম্। সংযোগশ্চ বিভাগশ্চ পরত্বং চাপরত্বকম্॥' ইত্যষ্টৌ। পুনরপ্যুক্তং—'অপাকজোঽনুষ্ণাশীতস্পর্শস্তু পবনো মতঃ। তির্য্যগ্‌গমনবানেষ জ্ঞেয়ঃ স্পর্শাদিলিঙ্গকঃ॥ পূর্ব্ববন্নিত্যতাযুক্তং দেহব্যাপি ত্বগিন্দ্রিয়ম্। প্রাণাদিস্তু মহাবায়ুপর্য্যন্তো বিষয়ো মতঃ॥' (২৭) ইতি। 'চে'তি। চকারেণ গমনাদিগুণান্তরগ্রহণমিষ্যতে। ত্রয়োদশসূত্রব্যাখ্যা সমাপ্তা।১৩।

(১৪) তৈজসা স্তু রূপং রূপেন্দ্রিয়ং বর্ণঃ সন্তাপো ভ্রাজিষ্ণুতা পক্তিরমর্ষ তৈক্ষ্ণ্যং শৌর্য্যং চ।১৪।

ইদানীং তেজোগুণান্ বর্ণয়তি—**তৈজস**' ইতি। শব্দস্পর্শরূপবৎ তেজ ইতি সৃষ্টিতত্ত্ববাদিনঃ। '**রূপমি**'তি। রূপং শুক্লভাস্বরম্। উক্তং চ ভাষাপরিচ্ছেদে—'স্পর্শ উষ্ণ স্তেজস স্তু স্যাদ্ রূপং শুক্ল-ভাস্বরম্' (২৬) ইতি। '**রূপেন্দ্রিয়ং**' চক্ষুঃ। '**বর্ণো**' গৌরাদিঃ।

'সন্তাপ' উষ্ণত্বম্। **'ভ্রাজিষ্ণুতা'** দীপ্ততা। **'পক্তি'** রাহারপরিপাকঃ। **'অমর্ষঃ'** ক্রোধঃ। **'তৈক্ষ্ণ্যং'** তীক্ষ্ণতা যত আশুক্রিয়া ভবতি। **'শৌর্য্যং'** বিক্রান্ততা। **'চ'**কারেণ গুণান্তরগ্রহণমিষ্যতে। অন্যেঽপি গুণাঃ স্পর্শঃ পৃথক্‌ত্বং সংযাগো বিভাগো বেগ ইত্যেবমাদ্যাঃ। তদুক্তং ভাষাপরিচ্ছেদে—'অষ্টৌ স্পর্শাদয়ো রূপং দ্রবো বেগশ্চ তেজসি' (২৩) ইতি। অষ্টৌ স্পর্শাদয়ঃ প্রাগ্ ব্যাখ্যাতাঃ। চতুর্দ্দশসূত্র-ব্যাখ্যা সমাপ্তা। ১৪।

(১৫) আপ্যা স্তু রসো রসনেন্দ্রিয়ং সর্ব্বদ্রবসমূহো গুরুতা শৈত্যং স্নেহো রেতশ্চ। ১৫।

আপ্যগুণানাহ—**আপ্যা** ইতি। সাংখ্যনয়ে শব্দস্পর্শরূপরসবত্য শ্চতুর্গুণা আপো ভবন্তি। ন্যায়নয়ে তু চতুর্দ্দশ—'স্পর্শাদয়োঽষ্টৌ বেগশ্চ গুরুত্বং চ দ্রবত্বকম্। রূপং রসস্তথা স্নেহো বারিণ্যেতে চতুর্দ্দশ॥' ইতি। স্পর্শাদয়ঃ প্রাগ্‌ব্যাখ্যাতাঃ। **'রসো'** মাধুর্য্যম্। তথা হি সিদ্ধান্তমুক্তাবলী—'জলস্য মধুর এব রস' ইতি। নন্তু, ন হি প্রত্যক্ষেণ কোঽপি রসো জলেঽনুভূয়তে, তর্হি জলে রসো মাধুর্য্যং চেত্যত্র কিং মানম্? উচ্যতে। সূত্রস্থানান্তর্গত-দ্বিচত্বারিংশত্তমেঽধ্যায়ে সুশ্রুত আহ—'আকাশপবনদহনতোয়-ভূমিষু যথাসংখ্যমেকোত্তরপরিবৃদ্ধাঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ। তস্মাদাপ্যো রসঃ পরস্পরসংসর্গাৎ পরস্পরানুগ্রহাৎ পরস্পরানু-প্রবেশাচ্চ সর্ব্বেষু সর্ব্বেষাং সান্নিধ্যমস্ত্যুৎকর্ষাপকর্ষাত্তু গ্রহণম্। স চ খল্বাপ্যো রসঃ শেষভূতসংসর্গাদ্ বিদগ্ধঃ ষোঢ়া বিভজ্যতে, তদ্‌যথা —মধুরোঽম্লো লবণঃ কটুকস্তিক্তঃ কষায় ইতি। তে চ ভূয়ঃ পরস্পর-সংসর্গাৎ ত্রিষষ্টিধা ভিদ্যন্তে।' ইতি। চরকে মুনিরপ্যাহ 'রসনার্থো রস স্তস্যে'তি। তদুক্তং সম্প্রদায়বিদ্ভিঃ—'সদৈব সকলং দেহং রসতীতি রসঃ স্মৃত' ইতি। ন্যায়নয়ে চ জলস্য বিশেষগুণত্বেন রসশব্দঃ পঠ্যতে—'রূপং স্পর্শো রসঃ স্নেহো দ্রবত্বং চানিমিত্তকম্। এতে

পঞ্চ জলস্য স্যু র্বিশেষগুণসংজ্ঞকাঃ ॥' ইতি। **'রসনেন্দ্রিয়মি'তি।** রসনেন্দ্রিয়ং রাসনং জ্ঞানম্। **'সর্ব্বদ্রবসমূহ'** ইত্যত্র ডল্লণ আহ— 'দোষধাতুমলেষু দ্রুতিমদ্দ্রব্যনিবহ' ইতি। **'গুরুতা'** গুরুত্বং প্রত্যক্ষম্। **'শৈত্যং'** শীতলতা। **'স্নেহো'** দ্রবত্বম্। উক্তং চ ভাষা-পরিচ্ছেদে—'স্নেহস্তত্র দ্রবত্বং তু সাংসিদ্ধিকমুদাহৃতম্' ইতি। **'রেতো'** বৃষ্টিলক্ষণত্বাৎ। শ্রূয়তে হি—'দেবানাং রেতো বর্ষমি'তি। **'চে'তি।** চকারেণ স্পর্শসংখ্যাপরিমিতিপৃথক্ত্বসংযোগবেগরূপাদিগুণান্তর-গ্রহণমিষ্যতে। উক্তং চ ভাষাপরিচ্ছেদে—'স্পর্শাদয়োঽষ্টৌ বেগা শ্চ গুরুত্বং চ দ্রবত্বকম্। রূপং রসস্তথা স্নেহো বারিণ্যেতে চতুর্দ্দশ ॥' ইতি। অষ্টৌ স্পর্শাদয় স্ত্রয়োদশসূত্রব্যাখ্যায়ামুপদর্শিতাঃ। পঞ্চদশ-সূত্রব্যাখ্যা সমাপ্তা। ১৫।

(১৬) **পার্থিবাস্তু গন্ধো গন্ধেন্দ্রিয়ং সর্ব্বমূর্ত্তিসমূহো গুরুতা চেতি। ১৬।**

পৃথিবীগুণানাহ—**পার্থিবা** ইতি। পৃথিব্যা বিকারাঃ পার্থিবাঃ। পৃথিবী পঞ্চগুণা শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধবতীতি। ভাষাপরিচ্ছেদে বিশ্বনাথ আহ—'স্নেহহীনা গন্ধযুতাঃ ক্ষিতাবেতে চতুর্দ্দশেতি। অষ্টৌ স্পর্শাদয়ো বেগো গুরুত্বং দ্রবত্বং রূপং রসো গন্ধশ্চেতি চতুর্দ্দশগুণাঃ ক্ষিতৌ বর্ত্তন্তে। অষ্টৌ স্পর্শদয়া স্ত্রয়োদশসূত্রব্যাখ্যায়ামুপদর্শিতাঃ। 'গন্ধ' ইতি। ঘ্রাণগ্রাহ্যো যোঽর্থঃ পৃথিবীমাত্রবৃত্তিঃ স গন্ধঃ। লোকে তস্য দ্বৈবিধ্যং প্রসিদ্ধং সুরভিরসুরভিশ্চেতি। জলাদৌ স উপাধিকৃত এব। কেষাঞ্চিন্মতে গন্ধো দশবিধঃ—ইষ্টশ্চানিষ্টগন্ধশ্চ মধুরোঽম্লঃ কটুস্তথা। নির্হারী সংহতঃ স্নিগ্ধো রুক্ষো বিশদ এব চ ॥' ইতি। তত্রেষ্টঃ কস্তূরিকাদৌ। অনিষ্টো মলমূত্রাদৌ। মধুরঃ পুষ্পাদৌ। অম্লো যমদূতিকাদৌ। কটু র্মরীচাদৌ। দূরগামী যো গন্ধঃ স নির্হারী হিঙ্গ্বাদৌ। সংহতশ্চিত্রগন্ধো নানাকল্কদ্রব্যাদৌ। স্নিগ্ধো ঘৃতাদৌ। রুক্ষঃ সার্ষপতৈলাদৌ। বিশদঃ কৃষ্ণজীরকাদৌ।

'গন্ধেন্দ্রিয়মি'ত্তি। গন্ধোপলব্ধিসাধনমিন্দ্রিয়ং ঘ্রাণেন্দ্রিয়মিতি যাবৎ। তদেব পার্থিবং নাসাগ্রবৃত্তি চ। **'সর্ব্বমূর্ত্তিসমূহো'** 'দোষধাতুমলেষু যঃ কশ্চিৎ কাঠিন্যনিবহ' ইতি ডল্লণঃ। **'গুরুতা'** গুরুত্বম্। 'চ'কারেণ স্পর্শাদিগুণান্তরগ্রহণমিষ্যতে। ভাষাপরিচ্ছেদে ক্ষিতেশ্চতুর্দ্দশ-গুণা উক্তাঃ স্পর্শসংখ্যাপরিমিতিপৃথকৃত্বসংযোগবিভাগপরত্বাপরত্ব-বেগগুরুত্বদ্রবত্বরূপরসগন্ধা ইতি। ষোড়শসূত্রব্যাখ্যা সমাপ্তা। ১৬।

(১৭) **তত্র সত্ত্ববহুলমাকাশং রজোবহুলো বায়ুঃ সত্ত্বরজো-বহুলোঽগ্নিঃ সত্ত্বতমোবহুলা আপ স্তমোবহুলা পৃথিবীতি।১৭।**

আকাশাদীনাং গুণবিশেষাধিক্যং প্রদর্শ্যতে—তত্রেতি। **'সত্ত্ববহুলং'** সত্ত্বগুণবহুলমিত্যভিপ্রায়ঃ। এতস্য সূত্রস্য ভূতব্যাখ্যানে যত্নো ন কৃতঃ ফল্গুপ্রয়োজনত্বাৎ সিদ্ধপদার্থত্বাদতিরোহিতার্থত্বাচ্চ। সপ্তদশসূত্রব্যাখ্যা সমাপ্তা। ১৭।

(১৮) **শ্লোকৌ চাত্র ভবতঃ—**

অন্যোন্যানুপ্রবিষ্টানি সর্ব্বাণ্যেতানি নির্দ্দিশেৎ।
স্বে স্বে দ্রব্যে তু সর্ব্বেষাং ব্যক্তং লক্ষণমিষ্যতে॥
অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ প্রোক্তা বিকারাঃ ষোড়শৈব তু।
ক্ষেত্রজ্ঞশ্চ সমাসেন স্বতন্ত্রপরতন্ত্রয়োঃ॥১৮।

শ্লোকৌ চাত্র ভবত ইতি। নন্থ, 'সকৃদুপস্পৃশ্য কৃতঃ শাস্ত্রার্থ' ইতি প্রবৃত্তৌ চোক্তস্য পুনরুক্ততেতি চেৎ? তন্ন। 'গদ্যোক্তো যঃ পুনঃ শ্লোকৈরর্থঃ সমনুগীয়তে। তদ্ব্যক্তিব্যবসায়ার্থং দ্বিরুক্তং তন্ন গৃহ্যতে॥' ইতিন্যায়াৎ। অতএব সূত্রকার উক্তেঽর্থে বৃদ্ধসম্মতি-মনুগ্রাহকত্বেন প্রমাণয়তি—শ্লোকাবিতি। প্রথমশ্লোকস্য ব্যাখ্যায়াং ডল্লণ আহ—'তত্র শব্দগুণমাকাশং মারুতে প্রবিষ্টং শব্দস্পর্শগুণত্বান্ মারুতস্য। আকাশমারুতৌ তেজসি প্রবিষ্টৌ শব্দস্পর্শরূপগুণত্বাৎ তেজসঃ। আকাশমরুৎতেজাংসি তোয়দ্রব্যে প্রবিষ্টানি শব্দস্পর্শ-রূপরসগন্ধগুণত্বাৎ পৃথিব্যাঃ। এবং ব্যোমানিলানলজলোর্ব্বীণাং

পরস্পরানুপ্রবেশকানুপ্রবেশ্যত্বেনাবস্থিতানামন্যোন্যানুপ্রবিষ্টত্বমুক্তম্ ।’ ইতি। ব্যাখ্যা পুনরিয়ং হৃদ্যত্বেন ন প্রতীয়তে, আকাশে বায্বাদীনামনুপ্রবেশাভাবাৎ পঞ্চভূতানামন্যোন্যানুপ্রবিষ্টত্বং ব্যাহন্যত ইতি। অতএব ক্রমঃ পঞ্চমহাভূতনির্ব্বৃত্তয়ে শ্লোককারঃ পঞ্চীকরণং প্রমাণয়তি—অন্যোন্যানুপ্রবিষ্টানীতি। পঞ্চীকরণপ্রকারশ্চ—‘দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্দ্ধা প্রথমং পুনঃ। স্ব স্বেতরদ্বিতীয়াংশৈ র্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে॥’ ইতি। অয়মাশয়ঃ। আকাশাদিকমেকৈকং প্রথমতো দ্বিধা দ্বিধা কৃত্বা পুনরপি তং তং প্রথমং ভাগং চতুর্দ্ধা কৃত্বা স্বস্মাৎ স্বস্মাদিতরেষাং চতুর্ণাং ভূতানাং যো যো দ্বিতীয়ো ভাগস্তেন সহ প্রথমভাগাংশানামেকৈকস্য যোজনাদাকাশবায্বগ্ন্যপ্‌পৃথিব্যঃ প্রত্যেকং পঞ্চ পঞ্চাত্মকং ভবন্তীতি। নন্বু, পঞ্চীকৃতানামাকাশাদীনামেকৈকস্য আকাশবায্বগ্ন্যপ্‌পৃথিব্য ইত্যেকৈকরূপেণ ব্যপদেশ কথমুপপদ্যতে ? নৈষ দোষঃ। যদ্যপি সর্ব্বং ভূতজাতং পঞ্চীকৃতং তথাপি বৈশেষ্যাদাকাশাদীনাং তত্তৎসংজ্ঞয়া নির্দ্দেশো নানুপপন্নো ভবতি। নাস্যাপ্রামাণ্যমাশঙ্কনীয়ং ত্রিবৃৎকরণশ্রুতেঃ পঞ্চীকরণস্যাপ্যুপলক্ষণার্থত্বাৎ। পুনরপীহ কেচিৎ প্রগল্‌ভন্তে সম্প্রদায়াধ্বনা পঞ্চীকরণং স্থিতমপি বস্তুবৃত্তেঃ সাক্ষাদ্‌বিসংবাদিত্বাৎ প্রামাণ্যং ত্বস্য ভূয়ো ন মন্তব্যমিতি। যুক্তিং চ ত ইত্থমাচক্ষতে যদ্ গগনপবনয়োঃ পৃথিব্যাদ্যাত্মকত্বে রূপবত্ত্বেন চাক্ষুষত্বং তয়োঃ প্রসজ্যেত, ন চৈবং তু প্রসজ্যত ইতি। অত্র ক্রমঃ। যথা তেজসো জলান্নাত্মকত্বেঽপি স্বভাবতস্তস্য ত্রিবৃৎকৃতস্য জলান্নবিশিষ্টত্বং নানুভূয়তে, তদ্বদ্ গগনপবনয়োশ্চ পৃথিব্যাদ্যাত্মকত্বেঽপি স্বভাবতস্তয়োঃ পঞ্চীকৃতয়োশ্চাক্ষুষত্বং নোপলভ্যতে, উপলভ্যতে তু যোগিভিরেবেতি। নন্বু, ভগবতা শঙ্করাচার্য্যেণ পঞ্চীকরণং সিদ্ধান্তিতং বার্ত্তিককারেণ সুরেশ্বরাচার্য্যেণ চ তৎ প্রপঞ্চিতং ব্যাখ্যাতং চ, কথং তর্হি সুপ্রাচীনতরস্য সুশ্রুতস্যাপি পূর্ব্বাচার্য্যোঽয়ং শ্লোককারঃ পঞ্চভূত-

নিষ্পত্তৌ পঞ্চীকরণং প্রমাণয়তি ? নৈতচ্চিত্রম্। ঔপনিষদত্রিবৃৎ-করণস্থিতেঃ পঞ্চীকরণতত্ত্বং চ শ্রুতিস্বারস্যাৎ পুরাকল্পেঽপি নাবিদিতমাসীৎ, শঙ্করাচার্য্যস্তু পূর্ব্বকল্পীয়ং শ্রৌতরহস্যং বিস্তরতো হি ব্যাচখ্যা ইতি। তথা হি ন্যায়মঞ্জর্য্যাং জয়ন্তভট্টেনোক্তম্—'নন্বক্ষপাদাৎ পূর্ব্বং কুতো বেদপ্রামাণ্যনিশ্চয় আসীৎ ? অত্যল্পমিদমুচ্যতে। জৈমিনেঃ পূর্ব্বং কেন বেদার্থো ব্যাখ্যাতঃ ? পাণিনেঃ পূর্ব্বং কেন পদানি ব্যুৎপাদিতানি ? পিঙ্গলাৎ পূর্ব্বং কেন চ্ছন্দাংসি রচিতানি ? আদিসর্গাৎ প্রভৃতি বেদবদিমা বিদ্যাঃ প্রবৃত্তাঃ। সংক্ষেপবিস্তর-বিবক্ষয়া তু তাং স্তাং স্তত্র তত্র কর্ত্তৄনাচক্ষতে।' ইতি। তত আকাশাদিব্যপদেশং দর্শয়ন্নাহ—'**স্বে স্বে দ্রব্যে**' ইতি। স্বকীয়ে ক্রিয়াগুণবৎসমবায়িকারণাত্মকে পদার্থে। '**সর্ব্বেষামি**'ত্যাদি। আকাশাদৌ তত্তল্লক্ষণং ব্যক্তমিত্যভিপ্রায়ঃ।

শিষ্টং ব্যাখ্যায়তে—অষ্টাবিতি। '**অষ্টৌ প্রকৃতয়**' ইত্যত্র সাম্যরূপা প্রকৃতিরেকা ন কস্যচিদ্ বিকৃতিরপি তু পরমকারণমেব, ত্রিগুণাত্মিকা মহদাদ্যাঃ সপ্তপ্রকৃতিবিকৃতয়শ্চেত্যষ্টৌ বৈশেষ্যাদেব তদ্‌বাদন্যায়েন সর্ব্বাঃ প্রকৃতয় উচ্যন্তে। তত্র মহদাদিষু মহানহংকারং জনয়তীতি প্রকৃতিঃ, মূলপ্রকৃতেরুৎপদ্যমানত্বাদ্ বিকৃতিঃ; অহংকার ইন্দ্রিয়াণি পঞ্চতন্মাত্রাণি চ জনয়তীতি·প্রকৃতিঃ, স্বয়ং মহত উৎপাদ্য-মানত্বাদ্ বিকৃতিঃ; পঞ্চতন্মাত্রাণি শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাত্মকানি পরিণামক্রমনিয়মত আকাশপবনদহনতোয়পৃথিব্যাখ্যানি পঞ্চ মহা-ভূতানি জনয়ন্তীতি প্রকৃতয়ঃ, অহংকারাদুৎপাদ্যমানত্বাদ্ বিকৃতয়ঃ। বিশেষপর্ব্ব ব্যাচষ্টে—'**বিকারাঃ ষোড়শে**'তি। গুণানামেব ষোড়শকো বিশেষপরিণাম ইত্যর্থঃ। অবিশেষেভ্য উৎপদ্যমানানাং বিকারাণাং নাস্তি কশ্চিৎ তত্ত্বান্তরপরিণাম (evolution of different categories of existence) ইত্যত স্তে বিশেষা (thoroughly specialised) উচ্যন্তে। এতে চ পদার্থাঃ শ্রুতিষ্বপি গণিতাঃ,

যথা গর্ভোপনিষদি—'অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শ বিকারা' ইতি। **'ক্ষেত্রজ্ঞ'** ইতি। ক্ষেত্রবদস্মিন্ কর্ম্মফলং নিষ্পাদ্যত ইতি ক্ষেত্রং ভূতেন্দ্রিয়সংঘাতরূপং ভোগায়তনং শরীরং মমাদ্যভিমানেন যো জানাতি বেদনেন বিষয়ীকরোতি স ক্ষেত্রজ্ঞঃ। এবং চ ক্ষেত্রাৎ কৃষী-বলবৎ ক্ষেত্রজ্ঞোঽত্যন্তবিলক্ষণ এব। **'সমাসেন'** সংক্ষেপেণ। **'স্বতন্ত্রপরতন্ত্রয়োরি'**তি। শল্যশালাক্যতন্ত্রয়োরিতি সাম্প্রদায়িকাঃ। অস্মন্মতে তু স্বতন্ত্রে বৈদ্যাগমে পরতন্ত্রে সাংখ্যাদাবিতি। অষ্টাদশসূত্র-ব্যাখ্যা সমাপ্তা। ১৮। সমাপ্তশ্চ সৌশ্রুতে শারীরস্থানে প্রথমো-ঽধ্যায়ঃ। প্রকরণমপি সমাপ্তম্।

সুশ্রুতশ্লোকবার্ত্তিককার—মাধবকর। প্রশ্নসহস্রবিধান সুশ্রুত-শ্লোকবার্ত্তিকের নামান্তর।

সুষেণ—তারার পিতা, এবং 'আয়ুর্ব্বেদ সুষেণসংহিতা' প্রণেতা। দেবীপুরাণীয় ১১০অধ্যায়মতে ইনি আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যদের মধ্যে একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত। রামরাবণের যুদ্ধকালে সুষেণাচার্য্য সমরাঙ্গণচিকিৎসকরূপে রামচন্দ্রের সহায়তা করেন। বালবোধকৃদ্ বানরাচার্য্যই কি সুষেণ? রসায়নে ইহার নামে বানরী বটিকা প্রচলিত।

সুষেণ কবিরাজ বা সুষেণ বিদ্যাভূষণ—বৈদ্য, বৈয়াকরণ, এবং ১৬-১৭ খ্রীষ্টশতাব্দীয়। বৈদ্যশাস্ত্রে ইনি 'আয়ুর্ব্বেদমহোদধি' এবং 'গুণাগুণী' নামক গ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করেন। কলাপে ইহার 'কবিরাজ' বা 'কলাপচন্দ্র' নামক টীকা সুন্দর এবং সুপ্রসিদ্ধ। টীকা সম্পূর্ণ করিতে না পারায় তাঁহার পুত্র বিশ্বেশ্বর উহা শেষ করেন।

সূর্য্য পণ্ডিত—৯ খ্রীষ্টশতাব্দীতে নরায়ুর্ব্বেদে 'রসভেষজকল্প' এবং হয়ায়ুর্ব্বেদে 'শালিহোত্র' নামক গ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করেন। মূল বক্তা 'শালিহোত্র' বলিয়া গ্রন্থের নাম শালিহোত্র হইয়াছে। ইহার বংশে প্রথম লোলিম্বরাজ জন্মগ্রহণ করেন।

সোঢ়ল বা শোঢ়ল—কলাদিত্যের বংশধর, শিলাদিত্যের ভ্রাতা, মুম্মুনি নামক কোঙ্কনরাজের সভাপণ্ডিত (Keith—H. S. L. p 336), এবং ১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইনি নন্দন ভাস্করের পুত্র এবং ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয় শার্ঙ্গদেবের পিতা। চন্দ্রগচ্ছের 'সংঘদয়ালু' ইঁহার গুরু বলিয়া কেহ কেহ সোঢ়লকে চন্দ্রশিষ্য বলেন। নর্ম্মদা-সমীপস্থ লাটদেশে ইঁহার জন্ম। চিকিৎসাশাস্ত্রে সোঢ়লনিঘণ্ট্ু এবং গদনিগ্রহ সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। সাহিত্যে ইঁহার 'উদয়সুন্দরী কথা' নামক গ্রন্থ অত্যন্ত জনপ্রিয়। নাগলোকাধিপতি শিখণ্ডতিলকের কন্যা উদয়সুন্দরী এবং প্রতিষ্ঠান নগরের রাজা মলয়বহন—এই দুইজনের বৃত্তান্ত লইয়া বাণভট্টের অনুকরণপূর্ব্বক ইহা রচিত হইয়াছে।

সোঢ়লকে কেহ কেহ ব্রাহ্মণ বলেন। ইহা কিন্তু ঠিক নহে। তিনি লাটদেশীয় রায়কবালবৈদ্য বা বল্মীক কায়স্থ (Gaekwad's Oriental series Vol 66, p 49)। বঙ্গদেশে যেমন বৈদ্যকায়স্থ, লাট দেশে (Broach) সেইরূপ রায়কবালবৈদ্য। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, কারণ গুণসংগ্রহে তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন—"বৎসগোত্রান্বয়স্তত্র বৈদ্যনন্দননন্দনঃ। শিষ্যঃ সঙ্ঘদয়ালোশ্চ রায়কবালবংশজঃ॥ সোঢ়-লাখ্যো ভিষগ্ ভানুপাদপঙ্কজষট্‌পদঃ। চকারেমং চিকিৎসায়াং সমগ্রং পুণ্যসঞ্চয়ম্॥" গুজরাট প্রভৃতি স্থানে এখনও রায়ক-বালবৈদ্য সম্প্রদায় বিদ্যমান আছে। অতএব সোঢ়ল রায়কবাল-বৈদ্য, ব্রাহ্মণ নহেন। বৈদ্যনন্দননন্দন অর্থাৎ বৈদ্যকপুত্র। সম্ভবতঃ তিনি সূর্য্যোপাসক ছিলেন। স্মৃতির ঘোষণা আছে—'আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ'।

গদনিগ্রহের প্রারম্ভে লিখিত আছে—'নানামুনিকৃতৈঃ শ্লোকৈঃ সোঢ়লেনাল্পমেধসা। বিবুধপ্রতিবোধায় গ্রথ্যতে গদনিগ্রহঃ॥' সত্যসত্যই, নানা মুনির মতানুসারে গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে।

উহাতে লিখিত আছে—'হারীতাৎ কুষ্ঠে আবর্ত্তকী ঘৃতম্', 'অগ্নিবেশাদ্ রক্তপিত্তে বাসাদ্যং ঘৃতম্', 'জতুকর্ণাৎ কুষ্ঠে মহাতিক্তকং ঘৃতম্,' 'বৈদেহান্নেত্ররোগে মহাত্রৈফল্যং ঘৃতম্', ইত্যাদি। গ্রন্থের বমনাধিকারে লিখিত আছে—'ব্রহ্মদক্ষাশ্বিরুদ্রেন্দ্র-ভূচন্দ্রার্কানিলানলাঃ। ঋষয়ঃ সোষধিপ্রাণা ভূতসঙ্ঘাশ্চ পান্তু বঃ॥'

গদনিগ্রহ একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। ইহা বুঝিয়া গ্রন্থকার তদন্তে লিখিয়াছেন—'যাবল্লবণসমুদ্রো যাবন্নক্ষত্রমণ্ডিতো মেরুঃ। যাবচ্চন্দ্রাদিত্যৌ তাবদিদং পুস্তকং জয়তি॥'

সোম—অর্থাৎ সোমের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রাজা সোম বা চন্দ্র। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আম্নাত হইয়াছে—'সোমো বৈ রাজা গন্ধর্ব্বেষ্বাসীৎ' (১।৫।১)। সুশ্রুত বলিয়াছেন—'এক এব ভগবান্ সোমঃ স্থানানামাকৃতিবীর্য্যবিশেষৈ শ্চতুর্ব্বিংশতিধা ভিদ্যতে (চিকিঃ ২৯অঃ)।

সোমাদিনামে প্রচলিত ঔষধ দেখা যায়—চন্দ্রামৃত লৌহ, শ্রীচন্দ্রামৃতরস, মহাসোমেশ্বর, সোমরাজী ঘৃত, বৃহৎ সোমেশ্বর ইত্যাদি।

সোমদেব—করবাল ভৈরবপুরের সামন্ত, গোণিকাপুত্র অচ্যুতের শিষ্য, রাঘবদেবের পুত্র, শ্রীকৃষ্ণশার্ঙ্গধরের পিতা এবং ১২—১৩ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইনি 'রসপ্রকাশসুধাকর' প্রণেতা ১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় যশোধরকে দেখিয়াছেন। উভয়েই সম্ভবতঃ পরস্পর পরিচিত ছিলেন। বৈদ্যশাস্ত্রে সোমদেবের গ্রন্থ—রসেন্দ্রপরিভাষা, রসেন্দ্রচূড়ামণি, ইত্যাদি। রসেশ্বরসিদ্ধান্ত এবং রসরত্নসমুচ্চয়—এই দুইখানি গ্রন্থের কর্ত্তৃত্ব লইয়া নানা মতবাদ দৃষ্ট হয়। ইহা ক্রমশঃ আলোচিত হইবে।

বৈদ্যসম্প্রদায়ে কেহ কেহ বলেন, অচ্যুত গোণিকাপুত্রই রসেশ্বর-সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করেন, কিন্তু সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের টিপ্পণকার

ও প্রকাশক বাসুদেব অভ্যংকরের মতে উহা সোমদেব প্রণীত। আমরা উহাতে গুরুশিষ্যের সমবেত কর্তৃত্ব (joint authorship) অনুমান করি। কারণ অনেকস্থলে গুরুকৃতগ্রন্থ শিষ্যের নামে বা শিষ্যকৃতগ্রন্থ গুরুর নামে প্রচলিত দেখা যায়, যেমন—প্রৌঢ়মনোরমার ব্যাখ্যাস্থানীয় 'শব্দরত্ন' নাগেশকৃত হইলেও তাঁহার গুরু হরিদীক্ষিতের নামে উহা প্রকাশিত এবং দানসাগরাদি গ্রন্থ গুরু অনিরুদ্ধভট্টকৃত হইলেও তৎসমুদায় শিষ্য বল্লালসেনের নামে প্রচলিত। আবার উভয় নামে প্রচলিত গ্রন্থও দেখা যায়, যেমন—পঞ্চদশী। শিষ্য বিদ্যারণ্যমুনির সহিত গুরু ভারতীতীর্থ কর্ত্তৃক উহা প্রণীত এবং প্রকাশিত হইয়াছে। মনে হয়, রসেশ্বর-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধেও এইরূপ কল্পনাই যুক্তিযুক্ত। কর্ত্তৃত্ব যে ভাবেই কল্পিত হউক না কেন, গ্রন্থ নিষ্কলঙ্ক নহে। কারণ ইহাতে নানাপ্রকার দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। রসেশ্বরসিদ্ধান্তের কোনও কোন হস্তলিখিত পুঁথীতে গ্রন্থকারের নাম না থাকায় উহা একখানি তন্ত্রশাস্ত্র বলিয়া অনেকের ধারণা আছে। ধারণা অমূলক নহে, কারণ সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে মাধবাচার্য্য গ্রন্থের নামোল্লেখ করিলেও গ্রন্থকারের নাম বলেন নাই, এবং গ্রন্থেও হরপার্ব্বতীর সংবাদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহাতে লিখিত আছে—

"কর্ম্মযোগেন দেবেশি প্রাপ্যতে পিণ্ডধারণম্।
রসশ্চ পবন শ্চেতি কর্ম্মযোগো দ্বিধা স্মৃতঃ॥
মূর্চ্ছিতো হরতি ব্যাধীন্ মৃতো জীবয়তি স্বয়ম্।
বদ্ধঃ খেচরতাং কুর্য্যাদ্ রসো বায়ুশ্চ ভৈরবি॥
নানাবর্ণো ভবেৎ সূতো বিহায় ঘনচাপলম্।
লক্ষণং দৃশ্যতে যস্য মূর্চ্ছিতং তং বদন্তি হি॥
আর্দ্রত্বং চ ঘনত্বং চ তেজো গৌরবচাপলম্।
যস্যৈতানি ন দৃশ্যন্তে তং বিদ্যান্ মৃতসূতকম্॥

অক্ষতশ্চ লঘুদ্রাবী তেজস্বী নির্ম্মলো গুরুঃ।
স্ফোটনং পুনরাবৃত্তৌ বদ্ধসূতস্য লক্ষণম্॥” ইত্যাদি।

ইহার অনুবাদ এইরূপ—···The method of works is two-fold—mercury & air. When mercury is with air swooned (মূর্চ্ছিত) it cures diseases, and when killed or dead (মৃত) restores life, when bound (বদ্ধ) these two give the power of flight. (The swooning state of mercury is thus described)—Quicksilver is said to be in a swooning state when it is of various colours and free from excessive volatility. It is regarded as dead when there is absence of wetness, thickness, brightness, heaviness and mobility. The character of bound quicksilver is that it is continuous, readily fusible, luminous, pure and it crumbles under friction etc.

রসেশ্বরসিদ্ধান্তে ঐরূপ আগমিক ধারা থাকিলেও লৌকিক ইতিহাসের ন্যায় উহাতে আগমবিরুদ্ধ নানাবিধ ব্যক্তিগত পরিচয়ের উল্লেখও দৃষ্ট হয়। গ্রন্থে লিখিত আছে—

দেবাঃ কেচিন্ মহেশাদ্যা দৈত্যাঃ কাব্যপুরঃসরা।
মুনয়ো বালখিল্যাদ্যা নৃপাঃ সোমেশ্বরাদয়ঃ॥
গোবিন্দভগবৎপাদাচার্য্যো গোবিন্দনায়কঃ।
চর্বটিঃ কপিলো ব্যাড়িঃ কাপালিঃ কন্দলায়নঃ॥
এতেঽন্যে বহবঃ সিদ্ধা জীবন্মুক্তাশ্চরন্তি হি।
তনুং রসময়ীং প্রাপ্য তদাত্মককথাচণাঃ॥

বালখিল্যমুনিগণ ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং রসসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য। সোমেশ্বর চন্দ্র বা কোনও প্রাচীন রাজা বা সোমদেব স্বয়ম্।

গোবিন্দভগবৎপাদ ৮ খৃষ্টশতাব্দীয় রসহৃদয়প্রণেতা রসসিদ্ধ আচার্য্যবিশেষ। গোবিন্দ নায়ক ১২ খৃষ্ট শতাব্দীর কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী জনৈক রসবিৎপণ্ডিত। চর্বটি চর্বটসিদ্ধান্ত প্রণেতা ১২—১৩ খৃষ্ট শতাব্দীয় রসসিদ্ধ হঠযোগী এবং মৎস্যেন্দ্রনাথের গুরু। কপিল সাংখ্যপ্রবক্তা। ব্যাড়ি পাণিনির মাতুলপুত্র বা মাতুলপৌত্র দাক্ষায়ণ ব্যাড়ি এবং রসসিদ্ধ আচার্য্য। কাপালি ২—৩ খৃষ্টশতাব্দীয় শকাধিপতি বসুষ্কাপরপর্য্যায় বাসুদেবের পুত্র এবং বামাচারী রসসিদ্ধ প্রকটাবধূতবিশেষ। কন্দলায়ন ৩—৪ খৃষ্ট শতাব্দীয় কাপালিশিষ্য এবং রসসিদ্ধ তান্ত্রিক যোগিবিশেষ। ইঁহারা সকলেই যে স্বনামধন্য পুরুষ তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু অনাদি আগমে সাদি পুরুষদের বৃত্তান্ত উপনিবদ্ধ কেন ?

রসরত্নসমুচ্চয়ের পুষ্পিকায় এবং তৎপূর্ব্বে প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে লিখিত আছে—'ইতি শ্রীবৈদ্যপতিসিংহগুপ্তস্য সূনো বাগ্‌ভটাচার্য্যস্য কৃতৌ রসরত্নসমুচ্চয়ে……'ইত্যাদি। ইহাতে উপপন্ন হয় যে, ২—৩ খৃষ্ট শতাব্দীয় সিংহগুপ্তের পুত্র অষ্টাঙ্গসংগ্রহকৃদ্ দ্বিতীয় বাগ্‌ভটই গ্রন্থখানির রচয়িতা। কিন্তু প্রাত্মিকগণ এ কথায় আস্থাবান্ নহেন। তাঁহাদের মতে ১৩—১৪ খৃষ্ট শতাব্দীয় কোনও রসশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ইহা প্রণয়নপূর্ব্বক প্রাচীন বাগ্‌ভটের নামে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ইনি pseudo Vagbhata অর্থাৎ কপট বা ছদ্ম বাগ্‌ভট। History of Hindu Chemistry গ্রন্থের ভূমিকায় Dr P. C. Roy লিখিয়াছেন—'Pseudo Vagbhat ; The author, whoever he may be, is very anxious to establish identity with Vagbhata—the celebrated author of the Ashtanga Sangraha, but he forgets that in doing so he is

guilty of anachronism. The chemical knowledge as revealed in Vagbhata is almost on a par with that in Sucrutȧ (সুশ্রুত), But this sort of utter disregard for chronological accuracy is by no means uncommon in the alchemical literature of the middle ages in Europe. The interval between pseudo Vagbhata and the author of the Ashtanga Sangraha is much wider. We are apt to be very harsh on these literary forgerers, but we ought to give them also credit for their self-effacement. We often forget that the spirit of the times in which they wrote was dead against them—reluctant to accept revolutionary ideas or discoveries ; hence the temptation to fasten them on old and recognised authorities. The date of Rasaratna Samucchaya may be placed between 13 and 14 c A. D. (vol. II. pages l—li and page 222 ; also vol I. Introduction p. 89)। ইহার পর History of Sanskrit Literature গ্রন্থের ৫১২ পৃষ্ঠায় কীথ্ সাহেব লিখিয়াছেন—Rasaratna Samuccaya is ascribed to Vagbhata in some texts, in others to Aswini Kumars or Nityanatha ; it has been assigned conjecturally to 1300 A. D. অনেকের মতে চতুর্থ বাগ্‌ভটকে লক্ষ্য করিয়া কীথ্ সাহেব 'বাগ্‌ভট' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। কোনও কোন ভারতীয় পণ্ডিতও চতুর্থ বাগ্‌ভটকে রসরত্নসমুচ্চয়ের প্রকৃত রচয়িতা বলিয়া মনে করেন। চতুর্থ বাগ্‌ভটের বিবরণ এই গ্রন্থের ২৮১ পৃষ্ঠায় উপনিবদ্ধ আছে।

আমাদের মতে রসরত্নসমুচ্চয়ের সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই। প্রাচ্যিকদের সন্দেহও কিন্তু অমূলক নহে এবং তাঁহাদের উক্তিও নিতান্ত যুক্তিহীন নহে। কারণ রসরত্নসমুচ্চয়ে অষ্টাঙ্গসংগ্রহকৃৎ ৩ খৃষ্ট শতাব্দীয় বাগ্‌ভটের অনেক পরবর্ত্তী গ্রন্থ-গ্রন্থকার-সমূহের শ্লোক এবং নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহাতে গোবিন্দভগবৎপাদের নাম এবং তৎপ্রণীত রসহৃদয়ের 'মূর্চ্ছিত্বা হরতি রুজম্' ইত্যাদি (১।৩) হইতে 'তস্মাজ্জীবনমুক্তিং সমীহমানেন যোগিনা প্রথমম্। দিব্যা তনু র্বিধেয়া হরগৌরীসৃষ্টিসংযোগাৎ॥' (১।৩৩) পর্য্যন্ত ৩১টী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্লোকগুলি যে গোবিন্দ-প্রণীত তাহা রসহৃদয় হইতেই উপপন্ন হইয়া থাকে। উহাতে ১৩-খৃষ্ট শতাব্দীয় নিত্যনাথ যশোধরাদির নাম পাওয়া যায় এবং সোমদেব-প্রণীত রসেন্দ্রচূড়ামণির নানা বচন দৃষ্ট হয়, যেমন—'রূপ্যেণ সহ সংযুক্তং ধ্মাতং রূপ্যেণ চেল্ লগেৎ' ইত্যাদি, 'কুসুম্ভতৈলতপ্তং তৎ স্বর্ণ মুদ্‌গিরতি ধ্রুবম্' ইত্যাদি, 'গুহ্যনাগোহয়মুদ্দিষ্টো বক্তি স্বচ্ছন্দ-ভৈরবঃ' ইত্যাদি, 'ন তৎ পুটসহস্রেণ ক্ষয়মায়াতি সর্ব্বথা' ইত্যাদি, 'চপলোহয়ং সমুদ্দিষ্টো বার্ত্তিকৈ র্নাগসম্ভবঃ' ইত্যাদি, 'ইত্থং হি চপলঃ কার্য্যো বঙ্গস্যাপি ন সংশয়ঃ' ইত্যাদি, 'স রসো ধাতুবাদেষু শস্যতে ন রসায়নে' ইত্যাদি, 'অয়ং হি খর্পণাখ্যেন লোকনাথেন কীর্ত্তিতঃ' ইত্যাদি, 'চাঙ্গেরী স্বরসেনাপি দিনমেকমনারতম্' ইত্যাদি, 'অথ প্রক্ষাল্য কোষ্ণেন কাঞ্জিকেন প্রশোধয়েৎ' ইত্যাদি, 'বিমর্দ্দ্য কাঞ্জিকে কুর্য্যান্ মরিচপ্রমিতাং গুটীম্' ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই সকল ব্যাপার দেখিয়াও আমারা দৃঢ়তাসহকারে বলিতে পারি যে, মূল 'রসরত্নসমুচ্চয়' ৩ খৃষ্টশতাব্দীয় প্রাচীন বাগ্‌ভট কর্ত্তৃক প্রণীত হইবার পর ১৩ খৃষ্টশতাব্দীতে 'রসেন্দ্রচূড়ামণি-'রসেন্দ্রপরিভাষা'-প্রণেতা সোমদেব উহার কালোপযোগি-প্রতিসংস্কারপূর্ব্বক মূলকর্ত্তার নামেই প্রতিসংস্কৃত গ্রন্থ প্রচার

করিয়াছেন। বাগ্‌ভট মূলকৃৎ না হইলে ব্যাড়ি পতঞ্জলি নাগার্জুনাদি রসসিদ্ধ আচার্য্যগণকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার নামে কি গ্রন্থের প্রচার হইত? রসাধিকারে বাগ্‌ভটাপেক্ষা ইঁহারা যে অধিকতর প্রমাণ তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। সেই জন্য মনে হয় যে, মূল রসরত্নসমুচ্চয় বাগ্‌ভটপ্রণীত, গ্রন্থ কিন্তু নিতান্ত সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত বলিয়া লোকে খ্যাতিলাভ করে নাই এবং তারপর বহুকাল অতীত হইলে সোমদেব সেই লুপ্তপ্রায় গ্রন্থের কালোপযোগী প্রতিসংস্কার করেন। বাগ্‌ভট মূলকার বলিয়া তাঁহার নামে ইহার প্রকাশ দোষাবহ নহে। বরং চ ইহাতে সোমদেব স্বার্থত্যাগের আদর্শ হইয়াছেন।

রসরত্নসমুচ্চয়ে নিত্যনাথাদির কর্ত্তৃত্ব বা প্রতিসংস্কর্ত্তৃত্ব কল্পনীয় নহে। কারণ উহা সোমদেবের প্রতিসংস্কৃতি, অন্যের নহে। এরূপ বলিবার হেতু এই যে, রসরত্নসমুচ্চয়ের প্রতিসংস্কৃত ভাগে সোমদেবকৃত রসেন্দ্রচূড়ামণির শৈলী দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত সোমদেব নিজের নামগ্রহণপূর্ব্বক স্বকৃত রসেন্দ্রপরিভাষার নানা শ্লোক উঠাইয়াছেন। উহার 'রসপরিভাষাকথন' নামক অষ্টমাধ্যায়ের প্রারম্ভে লিখিত আছে —

'কথ্যতে সোমদেবেন মুগ্ধবৈদ্যপ্রবুদ্ধয়ে।
পরিভাষা রসেন্দ্রস্য শাস্ত্রৈঃ সিদ্ধৈশ্চ ভাষিতাঃ॥'

আবার নবমাধ্যায়ে নানাবিধ যন্ত্র বলিবার উপক্রমে লিখিত আছে—

'অথ যন্ত্রাণি বক্ষ্যন্তে রসতন্ত্রাণ্যনেকশঃ।
সমালোক্য সমাসেন সোমদেবেন সাম্প্রতম্॥'

উভয় স্থলেই সোমদেব যখন স্বয়ং বক্তা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তখন নিত্যনাথাদির সহিত গ্রন্থের সম্বন্ধ কল্পনা নিরর্থক।

সোমনাথ মহাপাত্র—উৎকলে বৈদ্যসংক্ষিপ্তসার প্রণয়ন করেন।

সোমেশ্বর—কীর্ত্তিকৌমুদী প্রণেতা। ইহা ইতিহাসজাতীয় গ্রন্থ। ইহাতে ভোজবৃত্তান্ত উপনিবদ্ধ আছে। গ্রন্থকার ভোজের প্রায় সমসাময়িক। সুতরাং ১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইনি ভোজরাজীয় সিদ্ধান্তসংগ্রহের টীকা লিখিয়াছেন।

সৌগত সিংহ—হম্মীররাজের বৈদ্য এবং ১৩-১৪ খৃষ্টশতাব্দীয়। আঢ়মল্ল বলেন, ইনি চক্রপাণিসিংহের পৌত্র এবং চর্ম্মণ্বতী তীর-সমীপস্থ হাস্তিকান্তপুরীর রাজা জৈত্রসিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

স্বচ্ছন্দ ভৈরব—শিবানুচরবিশেষ এবং 'স্বচ্ছন্দভৈরবতন্ত্র'স্মর্ত্তা। দুর্গাপূজায় ইঁহার পূজা বিহিত আছে। জ্বরাধিকারে 'স্বচ্ছন্দভৈরব' নামক ঔষধ ইঁহার নামে প্রচলিত। রসাধিকারে ইনি একজন প্রমাণপুরুষ। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দীয় কবীন্দ্রসূচীতে স্বচ্ছন্দভৈরবতন্ত্রের উল্লেখ আছে, কিন্তু গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না।

স্বচ্ছন্দ শক্ত্যাগমপ্রবক্তা—শিব। রসরাজলক্ষ্মীর প্রথমমোল্লাসে বিষ্ণুদেব লিখিয়াছেন—'দৃষ্ট্বৈ মং রসসাগরং শিবকৃতং······স্বচ্ছন্দ শক্ত্যাগমম্···'। বিষ্ণুদেব নাম দ্রষ্টব্য।

স্বামিকুমার আচার্য্য বা কুমার স্বামী আচার্য্য বা স্বামিদাস—চরকের প্রাচীন টীকাকার। এই টীকার নাম 'পঞ্জিকা'। নিশ্চল করের রত্নপ্রভায় 'স্বামিদাস' নাম পাওয়া যায়, কিন্তু গ্রন্থ পাওয়া যায় না।

হংসরাজ বা হংসভূপাল বা রাজহংস—সম্ভবতঃ ১৪-১৫ খৃষ্ট-শতাব্দীয়। ইহার বৈদ্যকগ্রন্থ—ভিষক্‌চক্রচিত্তোৎসব, হংসরাজ নিদান, রাজহংসরস এবং রাজহংসসুধাভাষ্য। শার্ঙ্গদেবকৃত ভিষক্‌চক্রচিত্তের উপর ভিষক্‌চক্রচিত্তোৎসব প্রণীত হইয়াছে। মধুকোষের ৩৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় ইহার নাম ও শ্লোক আছে (বঙ্গীয় সংস্করণ)।

হরিচন্দ্র—'ভট্টার হরিচন্দ্র' নাম দ্রষ্টব্য। ইঁহার প্রশংসায় হর্ষচরিতে ৬-৭ খৃষ্টশতাব্দীয় 'বাণভট্ট' লিখিয়াছেন—'পদবন্ধোজ্জ্বলো হারী কৃতবর্ণক্রমস্থিতিঃ। ভট্টারহরিচন্দ্রস্য গদ্যবন্ধো নৃপায়তে॥' বিশ্বপ্রকাশে মহেশ্বর বলিয়াছেন—'শ্রীসাহসাঙ্কনৃপতেরনবদ্যবৈদ্যবিদ্যাতরঙ্গপদমদ্বয়মেব বিভ্রৎ। য শ্চন্দ্রচারুচরিতো হরিচন্দ্রনামা স্বব্যাখ্যয়া চরকতন্ত্রমলং চকার॥' প্রাত্নিকমতে শশাঙ্কাপরপর্য্যায় নরেন্দ্রগুপ্ত সাহসাঙ্কোপাধিভূষিত ছিলেন। ১২ খৃষ্টশতাব্দীতে বটুদাসের পুত্র শ্রীধবদাস তৎকৃত সদুক্তিকর্ণামৃতে হরিচন্দ্রের নামে একটী প্রাচীন শ্লোক উঠাইয়াছেন—'সুবন্ধৌ ভক্তি র্নঃ ক ইহ রঘুকারে ন রমতে ধৃতি র্দাক্ষীপুত্রে হরতি হরিচন্দ্রোঽপি হৃদয়ম্। বিশুদ্ধোক্তিঃ শূরঃ প্রকৃতিমধুরা ভারবিগির স্তথাপ্যন্তর্মোদং কমপি ভবভূতি র্বিতনুতে॥' তত্ত্বচন্দ্রিকার প্রারম্ভে শিবদাস সেন হরিচন্দ্রকে ভট্টারহরিচন্দ্র বলিয়াছেন। রত্নপ্রভায় নিশ্চলকর ভট্টারসংহিতার শ্লোক উঠাইয়াছেন। ভট্টারহরিচন্দ্রের টীকা যে অদ্বিতীয় গ্রন্থ তাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক দুইটী হইতে প্রতীত হইবে—

"হরিচন্দ্রকৃতাং ব্যাখ্যাং বিনা চরকসম্মতম্।
যস্তনোত্যকৃতপ্রজ্ঞঃ পাতুমিচ্ছতি সোঽম্বুধিম্॥"
"ব্যাখ্যাতরি হরিচন্দ্রে শ্রীজেজ্জটনাম্নি সতি সুধীরে চ।
অন্যস্যায়ুর্বেদে ব্যাখ্যা ধার্ষ্ট্যং সমাবহতি॥"

বল্লভদেবের সুভাষিতাবলিতে হরিচন্দ্রের একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—

"অব্যাপাররতা বসন্তসময়ে গ্রীষ্মে ব্যবায়প্রিয়াঃ
সক্তাঃ প্রাবৃষি পল্বলাম্ভসি নবে কূপোদকদ্বেষিণঃ।
কট্বম্লোষ্ণরতাঃ শরদ্দধিভুজো হেমন্তনিদ্রালসাঃ
স্বৈ র্দোষৈরপচীয়মানবপুষো নশ্যন্তু তে শত্রবঃ॥"

ইহার চরকটীকার প্রথমাধ্যায়মাত্র রাওলপিণ্ডী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

হরিনাথ—১৭ খৃষ্টশতাব্দীয় এবং বৈদ্যজীবনের টীকাকার।

হরিভারতী—চিকিৎসাসারপ্রণেতা।

হরিরুচি বা হরিসূরি—১৬৭০ খৃষ্টাব্দীয় বৈদ্যবল্লভ টীকাকৃৎ।

হরিষেণ—মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের সভাপণ্ডিত এবং চিকিৎসক ছিলেন। কলাপচতুষ্টয়ের ২৫৩ কারক-সূত্রীয়টীকায় দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন—'নিমিত্তাদককারাদেকারে সস্থ সংজ্ঞায়াম্—হরিষেণঃ। অককারাদিতি কিম্? বিষ্বক্সেনঃ। একার ইতি কিম্? হরিসিংহঃ। সংজ্ঞায়ামিতি কিম্? পৃথুসেনো রাজা।' হরিষেণের বৈদ্যকগ্রন্থ পাওয়া যায় না। সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তিরচনায় ইহার কবিত্বশক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। হরিষেণ ৩৪৫ খৃষ্টাব্দে অবশ্যই বিদ্যমান ছিলেন; সুতরাং তিনি চতুর্থ খৃষ্টশতাব্দীয়।

হরিহর—১৬ খৃষ্টশতাব্দীতে 'রসমণি'নামক রসগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। খুব সম্ভবতঃ ইনিই হরিহরতন্ত্র প্রণেতা।

হরীতকীকল্পকৃৎ—অশ্বিদ্বয়। পূর্ব্বে ৩৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হরীশ্বর—'হরীশ্বরতন্ত্র'নামক বৈদ্যক গ্রন্থ প্রণেতা। ইনি ত্রিগর্ত্তদেশীয় নরপতি এবং রসাচার্য্য। হৈমকোষের মতে ত্রিগর্ত্ত জলন্ধরের নামান্তর। হরীশ্বর সম্ভবতঃ ২-৩ খৃষ্টশতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। গ্রন্থখানি এখন সুদুর্ল্লভ।

হর্ণ্লি বা হের্ণ্লি—ম্যাড্রাসা College এর প্রধান অধ্যাপক A. F. Rudolf Hoernle C. I. E., Ph. D. একজন প্রথিতনামা পণ্ডিত। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে Captain Bower কশ্গড় স্তূপ হইতে—রসোনকল্প, সখিল নাবনীতক, পাশক কেবলী এবং মহামায়ূরী বিদ্যারাজ্ঞী পদ্ধতি—এই কয়খানি গ্রন্থের বহু

প্রাচীন পাণ্ডুলিপি উদ্ধারপূর্ব্বক পাঠোদ্ধারের জন্য হের্ণ্‌লি সাহেবের হস্তে সমর্পণ করেন। সাহেব মহোদয় কর্ত্তৃক বহুকষ্টে এবং বহু অর্থব্যয়ে গ্রন্থগুলি সচিত্র, সটিপ্পণ এবং সানুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে। উহাতে পাণ্ডুলিপির চিত্র বা photo দেওয়া আছে। কিন্তু প্রাচীন লিপিতত্ত্ববিৎপণ্ডিতের সহায়তা ব্যতীত উহা পাঠ করা অসম্ভব। এই লুপ্তোদ্ধৃত গ্রন্থ পাইয়া আমবা উভয় সাহেবের নিকট চির ঋণী।

রসোনকল্প বা লশুনকল্প গুরুশিষ্যের সংবাদমূলক। গুরু কাশীরাজ দিবোদাস এবং শিষ্য বৈশ্বামিত্রি ধান্বন্তর সুশ্রুত। শিষ্যধী-বৃদ্ধির জন্য সুশ্রুতাচার্য্য নাবনীতকসংহিতা প্রণয়ন করেন। কিন্তু উহার খিলাংশ সুশ্রুতপ্রণীত কি পরবর্ত্তিকালে প্রক্ষিপ্ত তাহা বলা কঠিন। পাশককেবলী বা পাঞ্চিগণনার মূলবক্তা গর্গমুনি এবং পরে আরবদেশে ইহা রমলশাস্ত্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। মহামায়ূরী বৌদ্ধদের নিজস্ব গ্রন্থ। এ সকল বিষয় ২৪১ হইতে ২৪৪ পৃষ্ঠায় রাহুনামের প্রস্তাবে, ২৫৭ হইতে ২৫৯ পৃষ্ঠায় বাওয়ার নামের প্রস্তাবে এবং ৩৬০ হইতে ৩৭৩ পৃষ্ঠায় সুশ্রুত নামের প্রস্তাবে আলোচিত হইয়াছে।

হর্ষকীর্ত্তি সূরি—১৬ খৃষ্টশতাব্দীতে বৈদ্যকসারসংগ্রহ বা যোগ-চিন্তামণি প্রণয়ন করেন। মহেশচন্দ্র বৈদ্যকসারসংগ্রহের টীকাকার। ইনি চন্দ্রকীর্ত্তির শিষ্য এবং বৈয়াকরণ পণ্ডিত। ব্যাকরণাধিকারে ইঁহার 'স্বোপজ্ঞ ধাতুপাঠবিবরণ,' 'সারস্বতধাতুপাঠ' ও তদ্‌ব্যাখ্যা 'তরঙ্গিণী' সুপ্রসিদ্ধ। সেলিম সাহেবের সময়ে অর্থাৎ ১৫৪৫ হইতে ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অবশ্যই তিনি বিদ্যমান ছিলেন।

হলায়ুধ—মান্যখেটাধিপতি তৃতীয় কৃষ্ণরাজের অভিপ্রায়বশতঃ ৯৫০ খৃষ্টাব্দে 'অভিধানরত্নমালা'নামক কোষ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে লিখিত আছে—'ইয়মমবদত্তবররুচিভাগুরিবোপালিতাদিশাস্ত্রেভ্যঃ। অভিধানরত্নমালা কবিকণ্ঠবিভূষণার্থমুদ্ধ্রিয়তে॥'

ইনি দাক্ষিণাত্যের লোক। শব্দাধিকারে 'কবিরহস্য' ইঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। ইহার উপর রবিবর্ম্মকৃত বৃত্তি জসল্মীর গ্রন্থভাণ্ডারে সুরক্ষিত আছে (Gaekwad's O. S. Vol XXI, p. 62)।

হলায়ুধ—১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয় ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বপ্রণেতা এবং বঙ্গীয় পণ্ডিত। ইঁহার অন্যান্য গ্রন্থ—পণ্ডিতসর্ব্বস্ব, বৈষ্ণবসর্ব্বস্ব, মীমাংসাসর্ব্বস্ব, শৈবসর্ব্বস্ব, মৎস্যসূক্তমহাতন্ত্র এবং পিঙ্গলছন্দঃসূত্রের উপর 'অমৃতসঞ্জীবনী' বৃত্তি। বঙ্গাধিপতি লক্ষ্মণসেনের সময়ে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। পশুপতি এবং ঈশান ইহার ভ্রাতা।

হস্তিসূরি—১১খৃঃ শঃ পূর্ব্ববর্ত্তী চরকটীকাকৃৎ।

হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—প্রথমে রাজশাহীতে এবং পরে কলিকাতায় থাকিতেন। ইনি ১৯০৫ সালে সুশ্রুতের সূত্রস্থান হইতে শারীরস্থান পর্য্যন্ত 'সন্দীপনভাষ্য' লিখিয়াছেন। গ্রন্থকার ১৯-২০ খৃষ্টশতাব্দীয়।

হারাবলীকৃৎ—৯-১০ খৃষ্টশতাব্দীয় পণ্ডিত বিশেষ। ইঁহার নাম জানা নাই। Prof. Wilson লিখিয়াছেন—'Haravali is a dictionary of synonymous and homonymous words. The author is supposed to have lived in the 9th or 10th century A. D.' গ্রন্থান্তে লিখিত আছে—'হারাবলী নির্ম্মিতেয়ং ময়া দ্বাদশবৎসরৈঃ।' ১৩ খৃষ্টশতাব্দীতে জগদ্ধর 'বাসবদত্তার' তত্ত্বদীপনী টীকায় ইহাকেই বৃদ্ধহারাবলী নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই দেখিয়া ১২ খৃষ্টশতাব্দীয় পুরুষোত্তমদেব ১২ মাসে একখানি 'হারাবলী' প্রণয়ন করেন।

হারীত—আত্রেয়শিষ্য এবং হারীততন্ত্রপ্রণেতা। কেহ কেহ বলেন, হারীত তন্ত্র পৈতাপুত্রীয় সংবাদ। কারণ গ্রন্থারম্ভে লিখিত আছে—'প্রত্যুবাচ ঋষিঃ পুত্রং প্রহস্যোৎফুল্ললোচনঃ' এবং 'শৃণু পুত্র মহাপ্রাজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ'। কিন্তু শিষ্যকে পুত্র বা তাত বলা অস্বাভাবিক নহে। গীতায় অর্জ্জুনকে ভগবান্

বলিয়াছেন—'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি' (৬।৪০) এবং ইহার উপর বার্ত্তিককার সদানন্দ লিখিয়াছেন—'শিষ্যস্য পুত্ররূপেণ কৃপাপাত্রত্বসূচনম্। তাতেতি পদতঃ সাক্ষাদ্ধরিণা কৃতমর্জ্জুনে॥'

হারীতমুনি ভগবান্ আত্রেয়ের কনীয়ান্ সামসময়িক। সুতরাং তিনি চরকের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। ভীষ্মের শরশয্যায় গুরুর সহিত তিনিও উপস্থিত ছিলেন (শান্তিপর্ব্ব—রাজধর্ম্ম ৪৭।৭)। সম্পূর্ণ মূল হারীততন্ত্র এখন পাওয়া যায় না। শককুষাণাধিপতি মহারাজ কনিষ্কের উত্তরভব দ্বিতীয় বাগ্‌ভটের পর একজন নবীন হারীত কর্ত্তৃক উহা প্রতিসংস্কৃত হইয়া বর্ত্তমানে 'হারীত সংহিতা' নামে প্রচলিত আছে। ইহার পবিশিষ্টাধ্যায়ে বাগ্‌ভটের নাম পাওয়া যায়—'চরকঃ সুশ্রুতশ্চৈব বাগ্‌ভটশ্চ তথাঽপরঃ। মুখ্যাশ্চ সংহিতা বাচ্যা স্তিস্র এব যুগে যুগে॥ অত্রিঃ কৃতযুগে বৈদ্যো দ্বাপরে সুশ্রুতো মতঃ। কলৌ বাগ্‌ভটনামা চ গরিমাত্র প্রদৃশ্যতে॥'

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ নবীন হারীতকে pseudo-হারীত অর্থাৎ কপট বা ছদ্ম হারীত বলেন। তাঁহাদের মতে ইনিই বর্ত্তমান 'হারীতসংহিতা' প্রণেতা। আমরা বলি, ইহাতেই প্রাচীন হারীততন্ত্র প্রবিষ্ট আছে, তবে প্রতিসংস্কার কালে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র। প্রতিসংস্কর্ত্তাকে কপট হারীত বলা উচিত নহে। কারণ নবীন চরক চরকতন্ত্রের বা নবীনসুশ্রুত সুশ্রুততন্ত্রের প্রতিসংস্কার করিলেও তাঁহারা ত 'কপট' বিশেষণে বিশেষিত হন নাই। হারীতের নামে নানা ঔষধ প্রচলিত আছে, যেমন—কটুক ঘৃত, দশাঙ্গ ঘৃত, লশুন ঘৃত, নারাচক ঘৃত ইত্যাদি।

হারুণ্ অল্ রশীদ—আরবদেশীয় বোগ্‌দাদের খলিফা। ৮ খৃষ্ট শতাব্দীতে ইহার পুত্র মামুন্ বীর সারূলা মেনের নিকট যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়া রাজপুতনা আক্রমণ করেন, কিন্তু বাপ্পাদেবের বংশধর কমন

কর্ত্তৃক বিতাড়িত হন। হারুণ্ অল্ রশীদের সভায় 'মঙ্কা' নামক একজন হিন্দু রাজবৈদ্য এবং সিন্ধুদেশীয় 'আল্আরাবী' নামক একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণ ছিলেন। খলিফার আদেশে ইঁহারাই আরবী ভাষায় চরকাদির এবং মাধবনিদানের অনুবাদ করেন। আল্আরাবী ৮৪৪ খৃষ্টাব্দে উপরত হন। সুতরাং তৎপূর্ব্বেই মাধবনিদান অনূদিত হইয়াছিল। প্রোফেসার্ উইলসন্, ইতিহাসজ্ঞা শ্রীমতী অক্ষয়কুমারী দেবী এবং ডক্টর্ পি. সি. রায় মহোদয় এ সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন তৎসমুদায় ২২৪ এবং ২৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হিমদত্ত—চরকটীকাকৃৎ সর্ব্বহিতমিত্র দত্ত। ইনি ৯ খৃষ্ট শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী।

হিরণ্যমুনি—সত্যাষাঢ় বা হিরণ্যকেশী ইঁহার নামান্তর। ইনি অথর্ব্ববেদের সত্যাষাঢ়সূত্র বা হিরণ্যকেশিসূত্রকৃৎ।

হিরণ্যাক্ষ কৌশিক—কাশ্যপসংহিতায় এবং চরকসংহিতায় এই নাম দৃষ্ট হয়। মধুকোষের ৩২৭ পৃষ্ঠায় শ্রীকণ্ঠদত্ত ইঁহার বচন উঠাইয়াছেন। চরক বলিয়াছেন—'চত্বারো রসা ইতি হিরণ্যাক্ষ-কৌশিকঃ' (সূত্র ২৬ অঃ)। হিরণ্যাক্ষ কৌশিক অর্থাৎ The golden-eyed Kausika. কৌশিক অর্থাৎ descendant of Kusika, হিরণ্যাক্ষশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'the golden-eyed' হইলেও উহা ব্যক্তিবিশেষের নামও হইতে পারে, যেমন—পদ্ম-লোচন। হিরণ্যাক্ষের কোনও গ্রন্থ এখন দৃষ্ট নহে।

আয়ুর্ব্বেদদীপিকায় চক্রপাণি দত্ত লিখিয়াছেন—'কুশিক ইতি হিরণ্যাক্ষস্য নাম'। কিন্তু কুশিক নাম হইলে তাঁহাকে কৌশিক বলা হয় কেন? এখানে স্বার্থিক প্রত্যয় হয় না। মহাভারতাদি হইতে জানা যায় যে, কুশিক গাধির পিতা এবং বিশ্বামিত্রের পিতামহ। সুতরাং আমরা বলি, হিরণ্যাক্ষই তাঁহার নাম এবং কৌশিক তাঁহার গোত্র।

হৃদয়নাথ—গোপালভট্টকৃত রসেন্দ্রসারসংগ্রহের টীকাকার।

হেমচন্দ্র সূরি—একজন শুক্লপট বা শ্বেতাম্বর জৈন এবং নানাশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত। ইনি ১১—১২ খৃষ্টশতাব্দীয়। বৈদ্যশাস্ত্রে ইঁহার 'নিঘণ্টু-শেষ' নামে একখানি কোষ আছে। ইহা Botanical Glossary জাতীয় গ্রন্থ। অন্যান্য শাস্ত্রে ইঁহার নানা গ্রন্থ আছে—সিদ্ধহেমচন্দ্রাভিধ-স্বোপজ্ঞশব্দানুশাসন বা সিদ্ধসূত্র বা হৈমব্যাকরণ, তৎসংক্রান্ত বৃহন্ন্যাস ও লঘুন্যাস, ধাতুপারায়ণ, লিঙ্গানুশাসন, অভিধানচিন্তামণি বা হৈমকোষ, অনেকার্থসংগ্রহ, স্যাদ্‌বাদমঞ্জরী, দ্ব্যাশ্রয়মহাকাব্য, ইত্যাদি।

হেমাদ্রি বা হেমাৎপন্ত বা মক্কিভট্ট—বৎসগোত্রীয় কামদেবের পুত্র এবং মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। ইনি দৌলতাবাদের যাদববংশীয় রাজাদেব মন্ত্রী এবং কেশব-বোপদেবের পৃষ্ঠপোষক। বৈদ্যশাস্ত্রে ইনি অষ্টাঙ্গহৃদয়স্থ সূত্রস্থানের 'আয়ুর্ব্বেদরসায়ন' নামক টীকা এবং 'কামকুতূহল' প্রণয়ন করেন। ইহা ব্যতীত শতশ্লোকী নামে ইঁহার একখানি বৈদ্যক গ্রন্থ আছে। বোপদেব ইহার উপর 'চন্দ্রিকা' বা 'শতশ্লোকীচন্দ্রিকা' নাম্নী টীকা লিখিয়াছেন।

হেমাদ্রি ১৩—১৪ খৃষ্ট শতাব্দীয়। Vincent Smith লিখিয়াছেন—Hemadri······flourished during the reigns of Ramchandra and his predecessor Mahadeva (Early Hist. of Ind. p. 433). ১৩১৮ খৃষ্টাব্দে রামচন্দ্রের মৃত্যু হয়। রামচন্দ্রের পূর্ব্বে ইনি মহাদেবের মন্ত্রিত্ব করিতেন। ইঁহারা দৌলতাবাদের অর্থাৎ Hyderabad-এর যাদববংশীয় রাজা। স্মৃতিশাস্ত্রে হেমাদ্রির 'চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি' একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। রঘুনন্দনাদি স্মার্ত্তনিবন্ধকারগণ ইহার প্রমাণ লইয়াছেন।

হেমাদ্রি—ঈশ্বর সূরির পুত্র, অমৃতেশানন্দের ভ্রাতা এবং ১৫ খৃষ্ট শতাব্দীয়। ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দে ইঁহার 'লক্ষণপ্রকাশ' প্রণীত হয়।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদপ্রবর্ত্তক নানা মুনির নাম পাওয়া যায়—'বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ চ্যবনো ভারবিস্তথা। বিশ্বামিত্রো জমদগ্নি র্ভারদ্বাজশ্চ বীর্য্যবান্॥ অসিতো দেবলশ্চৈব কৌশিকশ্চ মহাব্রতঃ। সাবর্ণি র্গালবশ্চৈব মার্কণ্ডেয়স্তু বীর্যবান্॥ গৌতমশ্চ মহাভাগ আগস্ত্যঃ কাশ্যপস্তথা। আত্রেয়ঃ শাণ্ডিলশ্চৈব তথা নারদপর্ব্বতৌ॥ কাণ্বগো নহুষশ্চৈব শালিহোত্রশ্চ বীর্য্যবান্। অগ্নিবেশো মাতলিশ্চ জতূকর্ণঃ পরাশরঃ॥ হারীতঃ ক্ষারপাণিশ্চ নিমিশ্চ বদতাং বরঃ। অদালিকশ্চ ভগবাঞ্ শ্বেতকেতু র্ভৃগুস্তথা॥ জনকশ্চৈব রাজর্ষি স্তথৈব হি বিনগ্নজিৎ। বিশ্বেদেবাঃ সমারুতা ভগবাংশ্চ বৃহস্পতিঃ॥ ইন্দ্রশ্চ দেবরাজো হি সর্ব্বলোকচিকিৎসকাঃ। এতে চান্যে চ বহব ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥ আয়ুর্ব্বেদস্য কর্ত্তারঃ সুস্নাতং তু দিশন্তু তে॥'

লক্ষণপ্রকাশের গজপ্রকরণে পালকাপীয় বচনরাশি এবং অশ্বপ্রকরণে রাজর্ষি শালিহোত্রের শ্লোকসমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে। গ্রন্থ নেপালে সুরক্ষিত আছে। বোধ হয়, ইনি রঘুবংশের টীকাকার।

হেরম্ব সেন—'গূঢ়-বোধক-সংগ্রহ' নামক বৈদ্যকগ্রন্থকার।

হৈহয়—অথর্ব্ববীতহব্য-বীতহব্য-বিহব্য নামত্রয় দ্রষ্টব্য। হৈহয় দেশে বাসহেতু ইনি হৈহয় নামে খ্যাত। মাহিষ্মতী এই দেশের রাজধানী। তত্রত্য রেবাতীরে কার্ত্তবীর্য্য রাবণকে বন্দী করেন এবং নর্ম্মদাতীরে তিনি আবার পরশুরাম কর্ত্তৃক নিহত হন।

A. Pandya, Director of Archaeology-বলেন—Mahismati 6000 years old. Narbuda culture must be 1000 years earlier than Mohenjodaro culture (Statesman 30. 3. 1947).

শ্রীগুরুপদ হালদার প্রণীত বৈদ্যকবৃত্তান্ত সমাপ্ত।

ওমিত্যেবমাত্মানং ধ্যায়েম পারায় তমসঃ পরস্তাৎ।

ওঁ তৎ সৎ।

বৈদ্যকবৃত্তান্তে উল্লিখিত গ্রন্থরাশির সূচী

সঙ্কেত। উপনিষৎ=উ°, পাণিনি-পা°, মহাভাষ্য-ম, বৈদ্য-বৈ বৈদ্যকগ্রন্থ=বৈ°, সংহিতা-স°, খৃষ্টশতাব্দীয়=খৃ শ, খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীয়-খৃ পূ শ।

মাতর্জগদম্ব—

রহস্যোদ্‌ঘাটনাদ্‌দেবি সংরম্ভো মাবলম্ব্যতাম্‌।
দোষবন্তঃ সুতাঃ সন্তি ক্ষমাশীলা হি মাতরঃ॥

ওঁ তৎ সৎ

প্রকাশকসঙ্কলিত গ্রন্থকারীয় বৃত্তান্ত

প্রকাশক—শ্রীভারতীবিকাশ হালদার এম-এ. বি-এল্.

চরমবয়সে সর্ব্বপ্রকার উপাধি এবং অভিমান ত্যাগ করিবার অভিপ্রায়ে বৈদ্যকবৃত্তান্তে গ্রন্থকার কেবল পিতৃদত্ত নাম ও কুলোপাধি ব্যবহার করিয়াছেন। আমি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র, সুতরাং আমিই তাঁহার সামান্য পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

কালীঘাট মহাপীঠের শ্রীশ্রী৺কালিকাসেবাভৃৎকুলোৎপন্ন ৺কেনারাম হালদার মহাশয়ের ঔরসে এবং ৺হেমাঙ্গী দেবীর গর্ভে গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত গুরুপদ হালদার মহাশয় ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। সপ্তম বর্ষ অতীত হইলে ইঁহার উপনয়ন হয়। পরে তাঁহার পিতা শ্রীমতী সুকুমারী দেবীর সহিত ত্রয়োদশবর্ষীয় পুত্রের বিবাহ দিয়া স্বর্গারূঢ় হন। তৎকালে অভিভাবকের অভাবহেতু নানাবিধ বিষয়কার্য্যে ব্যাপৃত হওয়ায় গ্রন্থকারের বিদ্যাচর্চ্চা স্থগিত থাকে। বহুকাল পরে পুনরায় বিদ্যাভ্যাসপূর্ব্বক ক্রমশঃ বি. এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও আদালতে তিনি কখনও ওকালতি করেন নাই।

উক্ত পরীক্ষার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট না থাকিলেও বিদ্যাভ্যাসে তিনি কখনও শিথিল-প্রযত্ন হন নাই। তিনি গৃহে বসিয়াই সংস্কৃত কাব্যব্যাকরণচ্ছন্দোঽলঙ্কারাদিপাঠান্তে সোপনিষদ্-বেদাদি এবং নানাবিধ দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিতেন, কিন্তু কখনও টোল চতুষ্পাঠী বা কলেজে প্রবেশ করেন নাই এবং কোনও শিক্ষক-কর্ত্তৃকও উপদিষ্ট হন নাই। প্রকৃতপক্ষে তিনি একাকীই শাস্ত্রাভ্যাস করিতেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলেন—জগন্মাতা শ্রীশ্রী৺কালিকা

দেবী আমার আচার্য্যা, তাঁর পদপ্রান্তে বসিয়া আমি পাঠ করিতাম এবং দুর্ব্বোধ বিষয় আসিলে তিনি স্বাপকালে উহা আমাকে বুঝাইয়া এবং অনুভব করাইয়া দিতেন, সুতরাং আমি অনুপাসিতগুরু নহি।

কালীঘাটে ৪৭ নং হালদার পাড়া রোডস্থিত ভবনে গ্রন্থকারের বসতি। ইহাতে তাঁহার পিতৃদেব ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে নাট্যশালাদি-সমন্বিত মন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক পূর্ব্বপুরুষদের নামে শ্রীশ্রী৺কল্যাণেশ্বর, শ্রীশ্রী৺সর্ব্বেশ্বর, শ্রীশ্রী৺কালীশ্বর, শ্রীশ্রী৺আনন্দেশ্বর এবং শ্রীশ্রী৺যোগেশ্বর নামে পাঁচটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। কালবশে মন্দির জীর্ণ শীর্ণ হইলে যথোচিত সংস্কারপূর্ব্বক সমন্দির ভবনটী তৎকর্ত্তৃক 'দর্শনাগার' নামে অভিহিত হয়। এরূপ নামকরণে তিনটী অভিপ্রায় ছিল—প্রথমতঃ এই আগারে ভূতভাবন ভবানীপতির দর্শন পাওয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ এই আগারান্তর্গত মন্দিরকুড্যে গ্রথিত প্রস্তরফলক-সমূহে গ্রন্থকারের স্বরচিত যে সকল মোক্ষপ্রতিপাদক শ্লোক এবং উপাসনারহস্য উট্টঙ্কিত আছে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়, শেষতঃ বহুকাল ধরিয়া গ্রন্থকৃৎসঞ্চিত সাঙ্গোপাঙ্গবেদাদি ও দর্শনবিষয়ক নানা দুর্ল্লভ গ্রন্থ এই আগারে সুরক্ষিত আছে এবং যে কেহ আসিয়া উহাদের ব্যবহার করিতে পারেন।

দর্শনাগারের সিংহদ্বার অতিক্রম করিলে প্রবেষ্টা ভবনের অগ্রিম দ্বারে উপনীত হইবেন। উহার শীর্ষস্থিত প্রস্তরফলকে স্বারাজ্যা-ভিলাষী বিবিক্ষুর প্রতি সাদর সম্ভাষণ জানাইবার অভিপ্রায়ে লিখিত আছে—

'জিজ্ঞাসুরাত্মনস্তত্ত্বং প্রবিশান্তঃ ক্রমেণ ভোঃ'

এইস্থল হইতে নাট্যমন্দির পর্য্যন্ত নানা শ্লোক দৃষ্টিগোচর হইবার পর দেবদর্শন হইয়া থাকে। উক্ত শ্লোকসমূহ ইতঃপর 'ক'-পরিশিষ্টে দৃষ্ট হইবে।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থকার শুক্লযজুর্ব্বেদের ১৬ অধ্যায়স্থিত শতরুদ্রিয় যজ্ঞবিষয়ক মন্ত্ররাশির একখানি সরল টীকা রচনা করেন, কিন্তু পরে মন্ত্রশাস্ত্রের প্রচার অনুচিত ভাবিয়া তিনি উহার মুদ্রণ করেন নাই। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সপ্তশতীর একখানি দর্শনমূলকবৃত্তি প্রণয়ন করেন। উহাও মুদ্রিত হয় নাই। তদনন্তর তিনি মন্দিরকুড্যস্থ শ্লোকরচনায় ও প্রস্তবফলকে তাহাদের উট্টঙ্কনে ব্যাপৃত থাকেন।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি মহাভারতস্থিত সনৎসুজাতীয়পর্ব্বের 'কালিকা'নাম্নী টীকা, বঙ্গভাষায় উহার তাৎপর্য্যদ্যোতক কালিকাভাস, গ্রন্থোক্ত পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা ও কতিপয় শাস্ত্রচিন্তকদের জীবনবৃত্তান্তসংবলিত পরিশিষ্ট প্রণয়ন করেন। মূল, শাঙ্করভাষ্য, কালিকা, কালিকাভাস এবং পরিশিষ্ট সমেত ১৩০০ পৃষ্ঠাত্মক এই গ্রন্থ ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইতোমধ্যে তিনি শ্রীযুক্ত কেশরীকান্ত শর্ম্মা এম্-এ, বি-এল্, মহোদয়ের দ্বারা হিন্দীভাষায় কালিকাভাসের অনুবাদ করাইয়া দেবনাগরবর্ণে গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন।

গ্রন্থপ্রকাশের পর নানা বেদান্তগ্রন্থের টীকাদিপ্রণেতা শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ঘোষ (যিনি সন্ন্যাস লইয়া চিদ্‌ঘনানন্দপুরী নামে প্রসিদ্ধ হন) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সনৎসুজাত পড়িয়া ১৯৩২ সালের ২৪শে মে তারিখে গ্রন্থকারকে প্রথমে পত্র লিখিয়াছিলেন—'I have gone through your book Sanat-Sujatiya. I cannot find the language to give an expression of my mind. Our language is proud of the book.' তারপর ১৯৩২ সালের ১৯শে আগষ্ট তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণসম্প্রদায়ের স্বামী গম্ভীরানন্দ মহোদয় গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলেন—Sanat-Sujatiya. The book is written in a masterly way and is an excellent exposition of the underlying philosophy.

১৯৩২ সালের ১৮ই আগষ্ট হইতে ২৪শে আগষ্ট মধ্যে ভাগবত চতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষ পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ, মহাভারতের অনুবাদকৃৎ প্রাতঃস্মরণীয় কালীপ্রসন্ন সিংহের পণ্ডিত পুত্র বিজয়চন্দ্র সিংহ, ত্যক্তমহামহোপাধ্যায়োপাধিক পদ্মনাথ শর্ম্মা এবং কাশীর পণ্ডিতাগ্রগণ্য অন্নদাচরণ শর্ম্মা মহোদয়গণ গ্রন্থের ভূরি ভূরি প্রশংসাসূচক পত্র গ্রন্থকারকে প্রেরণ করেন। ঐ সকল পত্র 'খ'-পরিশিষ্টে দৃষ্ট হইবে।

ইহার পর ১৯৩২ সালের ২৬শে আগষ্ট কাশী হইতে পণ্ডিতাগ্রগণ্য ত্যক্তমহামহোপাধ্যায়োপাধিক সর্ব্বজনবরেণ্য ৺পঞ্চানন তর্করত্ন সকলদর্শনাচার্য্যমহোদয় গ্রন্থ পড়িবার পর একখানি প্রশংসাসূচক পত্র এবং তৎসঙ্গে 'সরস্বতী'-উপাধি গ্রন্থকারকে প্রদান করেন। এই সোপাধিক পত্র 'খ' পরিশিষ্টে দৃষ্ট হইবে।

'সরস্বতী' উপাধি পাইবার পর ১৯৩২ সালের ৩০শে আগষ্ট তারিখে কাশীস্থ ভারতধর্ম্মমহামণ্ডল গ্রন্থকারকে একখানি প্রশংসা-সূচক পত্র এবং তদনন্তর 'বেদান্তভূষণ'-উপাধি প্রদান করেন।

ইহার পর ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট তারিখে ঢাকার সারস্বত সমাজ তাঁহাকে কোনও গুণোপযোগী অনারারী উপাধি ও ভাওয়ালের মাননীয়া রাণী শ্রীযুক্তা আনন্দকুমারী-রিসার্চ প্রাইজ্ গ্রহণ করাইবার জন্য মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ মহোদয়কে গ্রন্থকারের নিকট প্রেরণ করেন। সমাজের এতদ্‌বিষয়ক অনুরোধপত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ঢাকায় গিয়া ডিগ্রী আনিবার অসুবিধা বোধ করায় গ্রন্থকার এই প্রস্তাবে ধন্যতাজ্ঞাপনপূর্ব্বক সাংখ্যতীর্থমহোদয়কে বিনম্র-সহকারে বলেন—'কোনও যোগ্যতর প্রার্থীকে সামান্য দক্ষিণাসহ ঐ

উপাধি ও প্রাইজ প্রদান করিলে উহা আমারই গ্রহণ করা হইবে'। এই বলিয়া তিনি সারস্বত কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাবিত দক্ষিণার্থ ১০১৲ টাকা সাংখ্যতীর্থ মহোদয়ের দ্বারা পাঠাইয়া দেন।

সাংখ্যতীর্থ মহোদয়কে সারস্বত সমাজ এইরূপ পত্র দিয়াছিলেন—

শ্রীহরিঃ শরণম্

Priyanath Vidyabhusan M. A.
Hony. Secretary, E. B.
Saraswat Samaj

Jnan Gunge
Dacca
10-8-1933

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু
অসংখ্যপ্রণতিপূর্ব্বকমাবেদনম্

দেব,

কালীঘাটনিবাসী শ্রীযুক্ত গুরুপদ হালদার মহোদয় তাঁহার গভীর গবেষণার ফল বিরাট্ গ্রন্থ সারস্বতসমাজে পাঠাইয়া দিয়াছেন। ঐ পুস্তকখানি আমরা পড়িয়া উপকৃত ও বিমোহিত হইয়াছি। গুরুপদবাবুর রাজর্ষিজনোচিত সাধনা অনুরূপসিদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়াছে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

সারস্বত সমাজ হইতে তাঁহার উপযুক্ত সম্মান সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়; কি ভাবে তাহা করা যাইতে পারে, শ্রীযুক্ত গুরুপদবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া তাহা আমাদিগকে অবিলম্বে জানাইলে উপকৃত হইব।

গবেষণার পারিতোষিক প্রদানের জন্য সারস্বত সমাজে ভাওয়ালের রাণী শ্রীযুক্তা আনন্দকুমারী দেবী মহোদয়ার প্রদত্ত রিসার্চ প্রাইজ্ পণ্ডিতমণ্ডলী অতিশয় সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহার মুদ্রামূল্য অতি সামান্য। গুরুপদবাবুর ন্যায় ব্যক্তিকে উহা দেওয়ার কল্পনা ধৃষ্টতামাত্র।

গুরুপদবাবু যদি দয়া করিয়া আগামী ২রা ভাদ্র কন্‌ভোকেসন্ সভায় উপস্থিত থাকেন তাহা হইলে সমাজ হইতে তাঁহাকে অনারারী উপাধি প্রদানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার চূড়ান্ত মতামত আমাকে অবিলম্বে লিখিয়া জানাইবেন—ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।

মহাশয় ১লা ভাদ্র সাধারণ সভায় অবশ্যই উপস্থিত থাকিবেন, ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।

ভরসা করি, সপরিজন কুশলেই আছেন। নিবেদনমিতি—

সেবকাধম শ্রীপ্রিয়নাথ দেবশর্ম্মণঃ।

তদনন্তর ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দীয় ৬ই ডিসেম্বর তারিখে ভট্টপল্লীস্থ সংস্কৃত কলেজে তত্রত্য পণ্ডিতসমাজ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া গ্রন্থকার 'দর্শন-সাগর' মানপত্রে ভূষিত হন। এই সময়ে কাশীধাম হইতে তাঁহাকে সর্ব্বজনবরেণ্য পঞ্চানন তর্করত্ন মহোদয়ের প্রদত্ত 'সরস্বতী' উপাধিও সভা কর্ত্তৃক অনুমোদিত এবং সমর্থিত হয়।

সনৎসুজাত অধ্যাত্মশাস্ত্রে ব্রহ্মর্ষি সনৎকুমারের উপদেশবাক্যে আপন পূর্ব্বানুভূত উপাস্তিরহস্যের সমর্থনসূচক আভাস পাইয়া গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত গুরুপদ হালদার মহাশয় লোকসমাজে প্রপঞ্চপূর্ব্বক উহার উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, সুতরাং তিনি কোনও কপোলকল্পিত কথা বলেন নাই। এই গ্রন্থে তিনি যে রহস্যের সন্ধান পাইয়াছেন তাহা ভাষ্যে প্রস্ফুটিত না থাকায় নীলকণ্ঠাদির টীকাতেও উদ্‌বোধিত হয় নাই। তবে, ভগবদ্‌গীতা থাকিতে সনৎসুজাতীয় ব্যাখ্যা লিখিবার অভিপ্রায় কি—এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে। গ্রন্থকারের মতে গীতা ঐশোন্মেষবিশেষ। উহার উপর অসাধারণ মনীষিগণের ভাষ্য, বৃত্তি এবং টীকাদি প্রণীত হইয়াছে, সুতরাং গীতার উপর নূতন কথা বলিবার মত কিছুই নাই। সনৎসুজাতীয় গ্রন্থের উপর একখানি

ভাষ্য শঙ্করাচার্য্যপ্রণীত বলিয়া প্রচলিত আছে, কিন্তু উহা শারীরক-ভাষ্যপ্রণেতা শঙ্করের লেখনী-প্রসূত কিনা তৎসম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান। কারণ শারীরক-ভাষ্যের ন্যায় উহা প্রসন্ন গম্ভীর নহে। সুতরাং সনৎসুজাতীয় পর্ব্বাধ্যায়ের উপর নীলকণ্ঠীয় ভারতভাব-দীপস্থিত খুব সংক্ষিপ্ত টীকা ব্যতীত অন্য কোনও ব্যাখ্যা প্রণীত হয় নাই। সেই জন্য এখানে অনেক কিছু বক্তব্য আছে।

গীতায় জ্ঞাননিষ্ঠা কর্ম্মনিষ্ঠা ও ভক্তিনিষ্ঠা সমভাবে কীর্ত্তিত বলিয়া ইহা সকল আশ্রমে আদৃত, আর পর্য্যায়ক্রমে জ্ঞান ও যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মত্বলাভের উপদেশ থাকায় কেবল তৃতীয় ও চতুর্থ আশ্রমেই সনৎসুজাতীয়পর্ব্ব আদর পাইয়াছে। সন্ন্যাসিগণ ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় গুপ্ত রাখিয়া তদুপদিষ্ট মার্গের অনুশীলন করিয়া থাকেন এবং লোকসমাজে সাধনরহস্য উদ্‌ঘাটন করা সন্ন্যাসধর্ম্মের বিরুদ্ধ বলিয়া তাঁহারা কখনও ব্যাখ্যাদিসহকারে উহার প্রকাশে যত্নবান্ হন নাই। কিন্তু গ্রন্থকার গৃহী বলিয়া জনসাধারণে রহস্যভেদপূর্ব্বক ইহার প্রচার বিবেকবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করেন নাই। গ্রন্থস্থিত রহস্যের ঘুণাক্ষরীয় আভাস দিবার জন্য 'কালিকা' টীকার প্রারম্ভেই তিনি লিখিয়াছেন—'ভগবান্ সনৎসুজাতো ধৃতরাষ্ট্রস্য কঞ্চিদ্‌মানসসংশয়মপনেতুং তাং জ্ঞানপ্রধানাং যোগোপ-সর্জ্জনাং ব্রহ্মবিদ্যামুক্ত্বা পুন র্যোগপ্রধানাং জ্ঞানোপসর্জ্জনাং তাং গ্রাহয়ামাস। যত্র পূর্ব্বং চিত্তবৃত্তিনিরোধেন যুষ্মদর্থত্বং বিজ্ঞায় পশ্চাদ্ বেদান্তশ্রবণাদিনা তস্য ব্রহ্মত্বং নিশ্চীয়তে সৈব আদ্যা। যত্র তু শ্রবণাদিনা পূর্ব্বং পারোক্ষ্যেণ প্রতীচো ব্রহ্মভাবং নিশ্চিত্য পশ্চান্নিদিধ্যাসনাত্মকেন সংযমেন সোঽহপরোক্ষীক্রিয়তে সৈব দ্বিতীয়া। তামেব বিদ্যাং সনৎকুমারেণ যথোপদিষ্টাং পারাশরো যোগজ্ঞানাদি-সম্পন্নো মুমুক্ষূপচিকীর্ষয়া সনৎসুজাতবাক্যার্থৈঃ শ্লোকৈরুপনিববন্ধ'।

যোগোপসর্জ্জনীভূতা জ্ঞানপ্রধানা ব্রহ্মবিদ্যা উপদিষ্ট হইলে চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানোপসর্জ্জনীভূতা যোগপ্রধানা ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিবার উপক্রমে গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত গুরুপদ হালদার মহাশয় তৎপ্রণীত 'কালিকা' নাম্নী টীকার প্রারম্ভে পুনরায় উহার বিবৃতি করিবার অভিপ্রায়ে লিখিয়াছেন—'দ্বাবুপায়ৌ ব্রহ্মবিদ্যায়া ভবতঃ...... ' ইত্যাদি। কালিকাভাসে বাংলায় তিনি উহার এইরূপ তাৎপর্য্য দিয়াছেন—'ব্রহ্মবিদ্যালাভের দুইটী উপায়—একটী বিচারপূর্ব্বক এবং অন্যটী যোগপূর্ব্বক। সাক্ষীর কল্পিত সাক্ষ্য মিথ্যা বলিয়া সাক্ষিস্বরূপ আত্মাই কেবল ও পরমার্থ সত্য—এইরূপ বিচার-প্রযুক্ত যাঁহারা ঔপনিষদ জ্ঞান অবলম্বন করিয়া জগৎপ্রপঞ্চের পরমার্থতা স্বীকার করেন না, তাঁহারা প্রথম উপায়টী গ্রহণ করেন; আর যাঁহারা জগৎপ্রপঞ্চের পরমার্থতা স্বীকার করিয়া সাক্ষিদর্শনে উপায়ান্তরের অভাব মনে করেন, তাঁহারা হিরণ্যগর্ভের মতানুসারে দ্বিতীয় উপায়টী গ্রহণ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ অদ্বৈতব্রহ্মবাদী ঋষিগণ ও তৎপরবর্ত্তী গৌড়পাদ শঙ্কর প্রভৃতি আচার্য্যগণ বলেন যে, সমস্ত প্রকার প্রপঞ্চের ব্যাবহারিক বা প্রাতিভাসিক সত্তা থাকিলেও পরমার্থতঃ উহা মিথ্যা। সুতরাং প্রপঞ্চের এই প্রকার স্বভাব বুঝিয়া একমাত্র সত্যাত্মক ব্রহ্মকেই উপলব্ধি করা জীবনের পরমপুরুষার্থ। আর প্রাচীন শাস্তব্রহ্মবাদী যোগিগণ ও তৎপরবর্ত্তী দক্ষাদি ঋষিগণ বলেন যে, প্রপঞ্চ যখন অনুভূত হয় তখন উহার সত্তা আছে। কিন্তু ঐ সত্তার লোপ করিতে হইবে। সুতরাং চিত্তবৃত্তির নিরোধ দ্বারা উহার লোপ করিয়া একমাত্র সত্যাত্মক ব্রহ্মের উপলব্ধি করাই জীবনের পরমপুরুষার্থ। পরতত্ত্ব জ্ঞানের উপায় লইয়া উভয়মতের পার্থক্য থাকিলেও ফলে কোনও রূপ অনৈক্য নাই।

এইরূপ বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য করিবার অভিপ্রায়ে আচার্য্য প্রথমে জ্ঞানপ্রধান যোগোপসর্জ্জন ব্রহ্মবিদ্যার কথা বলিয়া এক্ষণে যোগপ্রধান জ্ঞানোপসর্জ্জন ব্রহ্মবিদ্যার পরিচয় দিতেছেন। সুতরাং আমরা পূর্ব্বে যে দুইটী বিরুদ্ধ মতের কথা বলিয়াছি তৎসম্বন্ধে আমাদের আচার্য্য বলিবেন যে প্রথম বৈদান্তিক-পক্ষ বিচারণার শরণ লইয়াছেন সত্য, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের সমাহিততাই বিচারণার পূর্ব্ববৃত্ত। কারণ চিত্তের সমাহিততা ব্যতীত বিচারণা কখন সিদ্ধ হইতে পারে না। এ কথায় শাঙ্করমতোপজীবী বেদান্তী কখনও প্রতিবাদ করিতে পারেন না। কারণ 'শান্ত-দান্ত উপরত তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া আপন অভ্যন্তরে আত্মার উপলব্ধি করিবে' এই জাতীয় শ্রুতির আদেশ অনুসারে শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং যখন শমদমাদি-সম্পত্তিকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সাধনবিশেষ বলিয়াছেন, তখন ইহার দ্বারা সমাহিততাকে ব্রহ্মবিচারণার পূর্ব্ববৃত্তই বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষ যোগিগণের সম্বন্ধেও আমাদের আচার্য্য সনৎসুজাত বলিবেন যে, যোগের দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয় সত্য, কিন্তু প্রথম-পক্ষের বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিচারণাই যোগের পূর্ব্ববৃত্ত। ইহাতে যোগিগণও প্রতিবাদ করিতে পারেন না, কারণ বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিষয়ে কতক মানসিক সংস্কার না থাকিলে যোগীর সিদ্ধ্যাভাস হইলেও মোক্ষপ্রতিপাদিকা সিদ্ধি কখনই হইতে পারে না।

এইরূপে উভয় ক্রমের ফল এক হইলেও পাছে কেহ মাধ্যমিক শূন্যবাদীর ন্যায় মনে করেন যে, নিদিধ্যাসনে শূন্যতামাত্রই সার হইয়া থাকে, সেই হেতু আমাদের আচার্য্য ব্রহ্মের সত্যত্ব প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায়ে পুনঃপুনঃ যোগপ্রত্যক্ষকে প্রমাণ-স্বরূপ ব্যবহার করিয়া বলিতেছেন—'যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্' অর্থাৎ সেই ভগবান্ সনাতনকে সিদ্ধপ্রণিধান যোগিগণ উপলব্ধি

করিয়া থাকেন। এ কথার অনুষঙ্গ আসিতেছে যে, চিত্তের বৃত্তিরোধ করিলে শূন্যতামাত্র সার হইবার সম্ভাবনা নাই।

সনৎসুজাত গীতাকল্প গ্রন্থ। সপ্তশ্লোকী গীতাপাঠের ন্যায় চতুঃশ্লোকী সনৎসুজাত-পাঠ সন্ন্যাসীদের মধ্যে ভক্তিসহকারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বৃদ্ধদের অনুশাসন আছে—

'ভারতে সার উদ্যোগ-স্তত্রাপি বিদুরোক্তয়ঃ।
তত্র সনৎসুজাতং চ তত্র শ্লোকচতুষ্টয়ম্॥'

শ্লোকচতুষ্টয় অর্থাৎ—

(১) 'দোষো মহানত্র বিভেদযোগে…'১।২০
(২) 'ন বেদানাং বেদিতা কশ্চিদস্তি…'২।৪১
(৩) 'নৈতদ্ ব্রহ্ম ত্বরমাণেন লভ্যম্…' ৩।২
(৪) 'একং পাদং নোৎক্ষিপতি সলিলাদ্ধংস উচ্চরন্…'৪।১২।

তন্মধ্যে প্রথম দুইটী শ্লোকে জ্ঞানপ্রধান যোগোপসর্জ্জন ব্রহ্মবিদ্যার এবং শেষের দুইটী শ্লোকে যোগপ্রধান জ্ঞানোপসর্জ্জন ব্রহ্মবিদ্যার ইঙ্গিত আছে বলিয়া গ্রন্থকার অনুভব করেন। সনৎসুজাত পড়িবার পূর্ব্বে মন্দিরকুড্যস্থ তদনুভূত জ্ঞানসেবিত যোগ এবং যোগসেবিত জ্ঞাননামক ভূমিকাদ্বয় ঐ চারিটী শ্লোকে সম্পূর্ণ সমর্থিত হওয়ায় গ্রন্থকার স্বাভিমতপোষক সনৎসুজাতপ্রচারে প্রোৎসাহিত হন।

সনৎসুজাতীয় কালিকাদি পড়িয়া সন্ন্যাসিসম্প্রদায় এবং বিদ্বদ্বর্গ যেরূপ মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পরবর্ত্তী 'খ' পরিশিষ্টে দৃষ্ট হইবে।

সনৎসুজাত প্রকাশের পর ১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত রামচন্দ্র শর্ম্মপ্রচারিত বলিবর্জ্জনের প্রতিকূলে শাস্ত্রীয় বলিসমর্থনার্থ কালীঘাটে ও বঙ্গীয়ব্রাহ্মণসভাদিতে কাঞ্চী হইতে সমাগত

শ্রীশ্রীচন্দ্রশেখর শঙ্করাচার্য্য মহাত্মার অভিবাদনোপলক্ষ্যে গ্রন্থকার নানাবিধ বক্তৃতা প্রদান করেন। তন্মধ্যে বঙ্গীয়ব্রাহ্মণসভার সভাপতিত্যক্তমহামহোপাধ্যায়োপাধিক নানাদর্শনপরমাচার্য্য ভট্টপল্লীনিবাসী পঞ্চানন তর্করত্ন মহোদয়ের অনুরোধে ১৩৪২ সালের ৬ই আশ্বিন তারিখে তিনি যে শেষ বক্তৃতাটি দিয়াছিলেন, তাহা পরিশিষ্টের চরম ভাগে দৃষ্ট হইবে। তদনন্তর রামচন্দ্র শর্ম্মার পক্ষ হইতে প্রাতঃস্মরণীয় লোকমান্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহোদয় কালীঘাট মন্দিরপ্রাঙ্গণে আগমনপূর্ব্বক বলিবর্জ্জনের সমর্থন করেন। তাহাতে সেবায়েৎপক্ষ হইতে গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত গুরুপদ হালদার মহাশয় তাঁহার সঙ্গে তিন দিন শাস্ত্র বিচার করিলে তিনি গ্রন্থকারের শাস্ত্রীয় যুক্তিকলাপে সন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যাগমন করেন।

সনৎসুজাতগ্রন্থস্থ কালিকাদির ভাবধারা ও ভাষাসরণি সম্বন্ধে বিশেষ উচ্চ ধারণার পোষণহেতু ও ব্যক্তিগত শাস্ত্রালাপে তৃপ্তিহেতু, এবং বঙ্গীয়ব্রাহ্মণসভায় প্রদত্ত বক্তৃতায় ও পণ্ডিত মদনমোহনের সহিত বলিবিষয়ক বিচারের ফলশ্রবণে তুষ্টিহেতু উক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহোদয় ব্রহ্মসূত্রের উপর তৎপ্রণীত শক্তিভাষ্যের একখানি বৃত্তি লিখিবার জন্য এবং শক্তিভাষ্যের সমালোচনা করিবার জন্য গ্রন্থকারকে অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে পুনরায় স্মরণ করাইবার অভিপ্রায়ে ১৩৪৪ সালের ১১ই চৈত্র তারিখে তিনি কাশী হইতে গ্রন্থকারকে নিম্নলিখিত পত্রখানি পাঠাইয়া দিলেন—

"স্বস্তি শ্রীপঞ্চানন দেবশর্ম্মণঃ। পরমশুভাশীর্ব্বাদপূর্ব্বক সাদর…শ্রীমান্ সরস্বতী ভায়া……বসুমতীর স্বত্বাধিকারী শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে মাসিক বসুমতীপ্রভৃতিতে সমালোচনার্থ শক্তিভাষ্য দিয়াছি। তিনি বলিলেন, গুরুপদবাবু যদি সমালোচনা

লিখিয়া দেন তাহা হইলে সম্পাদকীয়ভাবে আমরা উহা প্রকাশ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই যিনি শক্তিভাষ্য সমালোচনা করিতে পারেন। আমি তাহাই তোমাকে জানাইলাম। সপুত্র তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি··· ১১ই চৈত্র ১৩৪৪।" তর্করত্ন মহাশয়ের ইচ্ছানুসারে গ্রন্থকার বৃত্তি-রচনায় প্রবৃত্ত হন, কিন্তু কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হওয়ায় উহা স্থগিত থাকে।

শাস্ত্রীয়বলিসমর্থনে কৃতকৃত্যতা লাভ করিবার পর গ্রন্থকার 'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস' লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে উহার ৯০০ পৃষ্ঠাত্মক প্রথমখণ্ড প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মবিন্দূপনিষদাদি-বিঘোষিত 'শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি' এইজাতীয় শ্রৌত বাক্যে শ্রদ্ধাতিশয়হেতু গ্রন্থখানি প্রণীত হইয়াছে। ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে উৎসর্গ করা হয়। উৎসর্গপত্রে লিখিত আছে—'To My Alma Mater—the University of Calcutta—is dedicated in filial piety this Volume of 'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস' which is essentially An Historical Study of Sanskrit Grammatical Literature in all its philosophical bearings from critical and comparative points of view.'

ভারতীয়ব্যাকরণসম্বন্ধে John Dowson সাহেব লিখিয়াছেন—'···There is a great difference between the European and Hindu ideas, of a grammar. In Europe, grammar has hitherto been looked upon as only a means to an end···With the Pundit, grammar was a science,······hence, as Goldstucker says, 'Panini's

work is indeed a kind of natural history of the Sanskrit language.' (P 228, H. C. D.).

আমাদের গ্রন্থকার ব্যাকরণকে দর্শনপদে স্থাপন করিয়াছেন। কেন ইহা দর্শনপদবাচ্য তৎসম্বন্ধে তিনি তাৎপর্য্যতঃ বলিয়াছেন—জ্ঞানার্থ দৃশ্ ধাতুনিষ্পন্ন দর্শনশব্দের অর্থ হইতেছে—জ্ঞানের করণ বা জ্ঞানের দ্বার। ব্যাকরণ শব্দবিষয়ক জ্ঞানের করণ, সুতরাং উহাকে দর্শন বলা অসঙ্গত নহে।

দর্শন দ্বিবিধ—আস্তিকদর্শন এবং নাস্তিকদর্শন। যাহা বেদাবলম্বনপূর্ব্বক বেদগম্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করে এবং ঈশ্বরপ্রাপ্তির উপায় সূচনা করে তাহা আস্তিকদর্শন। ইহার অন্যথাভাবে নাস্তিকদর্শন। ব্যাকরণ আস্তিকদর্শন ; কারণ ইহাতে বেদের প্রাধান্য কখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই এবং ইহার দ্বারা শব্দজ্ঞান হইলে শব্দব্রহ্ম অধিগত হন। শব্দব্রহ্ম লাভ করিলে পরব্রহ্ম পাওয়া যায়। কারণ ভগবতী শ্রুতির ঘোষণা আছে—'শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি' (মৈ০ উ০, ব্রহ্মবিন্দু উ০)। যদি কেহ শব্দব্রহ্ম লাভ করিয়া ভাগ্যবশতঃ পরব্রহ্ম লাভ করিতে না পারেন, তথাপি তাঁহার প্রয়াস নিষ্ফল হয় না, কারণ ভগবান্ বলিয়াছেন—'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি'।

অতএব স্থূল কথা এই যে, বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা এবং তদ্দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় নিরূপণ করা—এই দুইটী দর্শনের প্রধান লক্ষণ। ব্যাকরণে উভয়লক্ষণই বিদ্যমান। শব্দজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানফলক বলিয়া দ্বিতীয় লক্ষণটী ব্যাকরণে চরিতার্থ। আর বেদের প্রামাণ্যস্বীকার দূরে থাকুক, ব্যাকরণের সহিত বেদের অঙ্গাঙ্গিভাব শাস্ত্রসিদ্ধ। আপস্তম্বীয় ধর্ম্মসূত্রে স্মৃত হইয়াছে—'ষড়ঙ্গো বেদঃ' (২।৮।১০)। অতএব প্রথমলক্ষণ উহাতে অতিমাত্র চরিতার্থ।

আমাদের গ্রন্থকার ব্যাকরণকে দর্শনপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াও পরিতৃপ্ত নহেন। তিনি বলেন, দর্শনশাস্ত্র স্মৃতি হইলেও বেদের উপাঙ্গমধ্যে পরিগণিত। শিষ্টগণ বলেন—

'অঙ্গৈকদেশমাশ্রিত্য প্রবৃত্তি র্যস্য জায়তে।
উপাঙ্গঃ স সমাখ্যাতঃ কবিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥'

কিন্তু ব্যাকরণ বেদের অঙ্গ। ইহা আবার সাধারণ অঙ্গ নহে; মন্ত্রার্থপ্রত্যয়ের উপকারক বলিয়া ইহা বেদের মুখস্বরূপ। শিক্ষা-শাস্ত্রে স্মৃত হইয়াছে—'মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্'। সেই জন্য পতঞ্জলি বলিয়াছেন—'প্রধানং ষট্স্বঙ্গেষু ব্যাকরণম্'। ধর্ম্মশাস্ত্রকার গৌতমমুনি ষড়ঙ্গের বেদনিম্নতা না ভাবিয়া তাহার বেদতুল্যতা কল্পনা করিয়াছেন। সেইজন্য ভাট্টদীপিকার প্রভাবলীতে লিখিত হইয়াছে—'মন্ত্রব্রাহ্মণয়ো র্বেদনামধেয়ং ষড়ঙ্গমেক ইতি গৌতমস্মৃতেঃ স্পষ্টমেব তেষাং বেদত্বমপি প্রতিপাদিতম্'। অবশেষে ভগবতী শ্রুতি স্বয়ং ব্যাকরণের গৌরবপ্রতিপাদনার্থ ইহাকে বেদের বেদ বলিয়াছেন (ছান্দোগ্য ৭।১)। তৎফলে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি লিখিয়াছেন—'সোঽয়মক্ষরসমাম্নায়ো বাক্সমাম্নায়ঃ পুষ্পিতঃ ফলিত-শ্চন্দ্রতারকবৎ প্রতিমণ্ডিতো বেদিতব্যো ব্রহ্মরাশিঃ'। এখন গ্রন্থকার বলিতেছেন—'এরূপ অবস্থায় আমরা স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্ম-রাশিকে লোকসিদ্ধ দর্শনপদে স্থাপন করিয়া কি অপরাধী হইলাম?'

ব্যাকরণদর্শনের প্রথমখণ্ডে শব্দাদিসম্বন্ধীয় নানা বিষয় বলিবার পর পাণিনিপুরোগামী দৈবার্ষ বৈয়াকরণদের বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে, যেমন—(১) ভবানীপতিশঙ্করস্মৃত মাহেশ ব্যাকরণ, (২) দেবরাজ ইন্দ্রস্মৃত ঐন্দ্রব্যাকরণ, (৩) ভাগুরি-মুনিস্মৃত ভাগুরীয়ব্যাকরণ, (৪) কর্ম্মন্দমুনিস্মৃত কর্ম্মন্দিব্যাকরণ,

(৫) কাশকৃৎস্নমুনিস্মৃত কাশকৃৎস্নব্যাকরণ, (৬) সেনকমুনিস্মৃত সেনকীয়ব্যাকরণ, (৭) কাশ্যপমুনিস্মৃত কাশ্যপিব্যাকরণ, (৮) স্ফোটায়নমুনিস্মৃত স্ফোটায়নব্যাকরণ, (৯) চাক্রবর্ম্মণমুনিস্মৃত চাক্রবর্ম্মণীয়ব্যাকরণ, (১০) আপিশলিমুনিস্মৃত আপিশলীয়-ব্যাকরণ, (১১) প্রবৃদ্ধব্যাড়িমুনিস্মৃত ব্যাড়ীয়ব্যাকরণ, (১২) শাকল্যমুনিস্মৃত শাকল্যব্যাকরণ, (১৩) ভরদ্বাজমুনিস্মৃত ভারদ্বাজ-ব্যাকরণ, (১৪) গালবমুনিস্মৃত গালবব্যাকরণ, (১৫) শকটি-শাকটি-শাকটায়ননামকমুনিত্রয়স্মৃত বৃদ্ধত্রিমুনিব্যাকরণ, (১৬) গার্গ্যমুনিস্মৃত 'অক্ষরতন্ত্রস্মৃত্রনামক' গার্গীয়ব্যাকরণ।

ইহা ব্যতীত পাণিনির পূর্ব্বে যে সকল বৈয়াকরণসম্প্রদায় ক্ষীণ বা হীন হইয়াছিল তাঁহাদের বিবরণও সংক্ষিপ্তভাবে উপনিবদ্ধ আছে, ক্ষীণসম্প্রদায় যেমন—বৃদ্ধকাতন্ত্র, বাজপ্যায়নীয়ব্যাকরণ, সৌনাগব্যাকরণ ইত্যাদি, এবং হীনসম্প্রদায় যেমন, বৃদ্ধচান্দ্র-ব্যাকরণ, বৃদ্ধব্যাঘ্রপাদব্যাকরণ, জাতূকর্ণব্যাকরণ, ঔদব্রজিব্যাকরণ, ইত্যাদি।

ব্যাকরণদর্শনের দ্বিতীয়খণ্ডের পাণ্ডুলিপিতে বর্ত্তমান ত্রিমুনি সম্প্রদায়ের ও পাণিনীয়েতর সম্প্রদায়ের বিবরণ আছে। ত্রিমুনি অর্থাৎ সূত্রকৃৎ পাণিনি, বার্ত্তিককৃৎ কাত্যায়ন এবং মহাভাষ্যকৃৎ পতঞ্জলি। এতৎপ্রসঙ্গে অন্যান্যগ্রন্থ-গ্রন্থকৃদ্গণের বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে, যেমন—শ্লোকবার্ত্তিককৃৎ পাণিনিশিষ্য ব্যাঘ্রভূতি, সংগ্রহকৃৎ পাণিনিভ্রাতা দাক্ষায়ণ ব্যাড়ি, প্রথমপাণিনিবৃত্তিকৃৎ কুণিগর্গ, অষ্টাধ্যায়ীবৃত্তিকৃদ্ বররুচি, ভাষ্যদীপিকাদিকৃদ্ ভর্ত্তৃহরি, কাশিকা-প্রণেতা জয়াদিত্য ও বামন, কাশিকান্যাসপ্রণেতা জিনেন্দ্রবুদ্ধি, ভাষ্যপ্রদীপকৃৎ কৈয়টাচার্য্য, অনুন্যাসপ্রণেতা ইন্দুমিত্র, তন্ত্রপ্রদীপ-প্রণেতা মৈত্রেয়রক্ষিত, ভাষাবৃত্তিকৃৎ পুরুষোত্তমদেব, দুর্ঘটবৃত্তি-

প্রণেতা শরণদেব, প্রক্রিয়াকৌমুদীপ্রণেতা রামচন্দ্র, সিদ্ধান্তকৌমুদী-প্রণেতা ভট্টোজিদীক্ষিত ইত্যাদি।

পাণিনীয়েতর সম্প্রদায় যেমন—দ্বিতীয়খৃষ্টশতাব্দীবর্ত্তী শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্যপ্রণীত কাতন্ত্র, পঞ্চমখৃষ্টশতাব্দীবর্ত্তী চন্দ্রগোমিপ্রণীত চান্দ্রব্যাকরণ ষষ্ঠখৃষ্টশতাব্দীবর্ত্তিদেবনন্দিপ্রণীত জৈনেন্দ্রব্যাকরণ, নবমখৃষ্টশতাব্দীবর্ত্তিজৈনশাকটায়নপ্রণীত শব্দানুশাসন, একাদশখৃষ্টশতাব্দীবর্ত্তি-ধারাধিপতি ভোজপ্রণীত সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, একাদশখৃষ্টশতাব্দীবর্ত্তি ক্রমদীশ্বরপ্রণীত সংক্ষিপ্তসার, দ্বাদশখৃষ্টশতাব্দীবর্ত্তিশুক্লপটহেমচন্দ্র-প্রণীত সিদ্ধশব্দানুশাসন, ত্রয়োদশখৃষ্টশতাব্দীয় সরস্বতীস্মৃত সারস্বত-ব্যাকরণ ও বোপদেবকৃত মুগ্ধবোধ, পঞ্চদশখৃষ্টশতাব্দীবর্ত্তিপদ্মনাভ-কৃত সুপদ্ম, ১৬-১৭ খৃষ্টশতাব্দীয় শ্রীজীবগোস্বামিকৃত হরিনামামৃত-ব্যাকরণ ও ১৬-১৭ খৃষ্টশতাব্দীয় পুরুষোত্তমবিদ্যাবাগীশকৃত প্রয়োগরত্নমালা।

ব্যাকরণদর্শনেতিহাসের প্রথমখণ্ড প্রকাশিত হইবার পর তৎসম্বন্ধে পণ্ডিতবর্গ যাহা যাহা বলিয়াছেন তৎসমুদায় খ পরিশিষ্টের উত্তরভাগে দৃষ্ট হইবে।

১৩৫২ সালের শারদীয়পূজোপলক্ষ্যে 'পূর্ণিমা' নামক মাসিক-পত্রিকায় গ্রন্থকার 'শ্রীশ্রীদশভুজা দুর্গা' নামক একটী প্রবন্ধ লিখিয়া ভক্তগণকে এবং পণ্ডিতগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধ 'খ' পরিশিষ্টস্থিত উত্তর ভাগের শেষে দৃষ্ট হইবে।

সম্প্রতি গ্রন্থকার বৃদ্ধবয়সে পুনরায় অথর্ব্ববেদ, গোপথ-ব্রহ্মণাদি, অথর্ব্ববেদসংক্রান্ত উপনিষৎ, বৈতানসূত্র, কৌশিকসূত্র, শৌনকীয় চতুরধ্যায়িকাদি অথর্ব্বপ্রাতিশাখ্য এবং বৈদ্যকশাস্ত্রীয় নানাবিধ গ্রন্থ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে পাঠপূর্ব্বক ৫৫০ পৃষ্ঠাত্মক বৈদ্যক-বৃত্তান্ত নামক ইতিহাসজাতীয় এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। ইহা

সমাপ্ত হইলে গ্রন্থকার সংস্কৃতভাষায় 'বৃদ্ধত্রয়ী' নামে আর একখানি বৈদ্যকগ্রন্থ প্রণয়নপূর্ব্বক দেবনাগরবর্ণে মুদ্রিত করিতেছেন। ইহাতে বৃদ্ধচরকীয়বৃত্ত, বৃদ্ধসুশ্রুতীয়বৃত্ত ও বৃদ্ধবাগ্‌ভটীয়বৃত্ত প্রধান-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই দুইখানি গ্রন্থ ইতিহাসবিষয়ক। গ্রন্থকার চিকিৎসক নহেন। সুতরাং উক্ত গ্রন্থদ্বয় চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উদ্বোধক নহে বা তৎসংক্রান্ত প্রয়োগের প্রবর্দ্ধক নহে। বৈদ্যকশাস্ত্রে ইতিহাস নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অতএব ভবিষ্যৎকালে কোনও ইতিহাসলেখকের সহায়ক হইতে পারে ভাবিয়া তিনি এই দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

সনৎসুজাতপ্রকাশ হইতে অদ্যাবধি গ্রন্থকার 'নামপারমিতা' নামে একখানি বিরাট্ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতেছেন। ইহাতে প্রাগৈতিহাসিক ঋষিমুনিদের সংবাদ না থাকিলেও ঐতিহাসিককালে প্রাদুর্ভূত প্রায় ছয় হাজার শাস্ত্রচিন্তকদের স্থিতিকাল, জীবনবৃত্তান্ত এবং তত্তৎপ্রণীত গ্রন্থসমূহের পরিচয় ও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ইহাতে উপনিবদ্ধ আছে। ব্যাকরণদর্শনের দ্বিতীয় খণ্ড এবং নামপারমিতা—এই উভয় গ্রন্থ প্রকাশে যে বিপুল অর্থব্যয় হইবে তাহার অভাবপ্রযুক্ত গ্রন্থগুলি মুদ্রিত হয় নাই।

বাজারে গ্রন্থ বিক্রয় করিলে ব্যয়সমস্যার সমাধান হইতে পারে, কিন্তু ব্রতের ন্যায় গ্রন্থকারের অনন্যসাধারণ প্রতিজ্ঞাপালনই ইহার অন্তরায়। তাঁহার প্রতিজ্ঞা এই যে তিনি গ্রন্থ বিক্রয় করিবেন না। বিক্রয় ত দূরের কথা, প্রার্থিগণের নিকট তিনি নিজে ডাকমাশুল দিয়া গ্রন্থ পাঠাইয়াছেন। এমন কি, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে শিবরাত্রি উপলক্ষে নেপালে গিয়া নেপালদরবারগ্রন্থাগারে সনৎসুজাত উপহার দিলে এবং নেপাল রাজগুরু মাননীয় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সি আই ই মহোদয় উহা পড়িয়া ও গ্রন্থকারের শাস্ত্রপ্রচারসম্বন্ধীয় সদুদ্দেশ্য

বুঝিয়া দরবার হইতে সমগ্র মুদ্রণব্যয় দিবার প্রস্তাব করিলে তিনি অত্যন্ত বিনয়সহকারে আমার মুখ দিয়াই উহা প্রত্যাখ্যান করেন। প্রায় ১৫০০ গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল এবং উহার সমস্তই বহুদিন পূর্ব্বে নিঃশেষ হইয়াছে। বাজারে গ্রাহকের সংখ্যাবাহুল্য দেখিয়া সম্প্রতি নিউমহামায়া প্রেস উহা ছাপাইয়া বিক্রয় করিবার অনুমতি চাহিলে তিনি উহাতে সম্মত হন নাই। হয়ত, সপুত্র বৈতনিক সেবাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে অর্থসমস্যার কতকটা সমাধান হইতে পারে। কিন্তু তিনি বেতনগ্রাহী হইবেন না বা তাঁহার পুত্রগণকেও বেতনভোগী হইতে অনুমতি দিবেন না। কেন তিনি বেতনভোগী হইবেন না তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন—

'বরং বনং বরং ভৈক্ষ্যং বরং ভারোপজীবনম্।
স্বধর্ম্মং রক্ষতাং পুংসাং সেবয়া ন ধনার্জ্জনম্॥'

আর আমরা চাকুরীর অনুমতি চাহিলে ঈষৎকটাক্ষসহকারে মনুর ভাষায় বলেন—

'সত্যানৃতং তু বাণিজ্যং তেন চৈবাপি জীব্যতে।
সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাৎ তাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥' (৪।৬)।

এরূপ অবস্থায় ভগবতীর কৃপায় তাঁহার হস্তে কিছু ধনাগম না হওয়া পর্য্যন্ত নামপারমিতাদি প্রকাশের কোনও সম্ভাবনা নাই। তবে যদি কোনও দান-বীর শাস্ত্রপ্রচারে অনুরাগবশতঃ গ্রন্থগুলি মুদ্রণপূর্ব্বক বিনামূল্যে বিতরণ করিতে সম্মত হন তাহা হইলে দাতা যে ভাবেই ইচ্ছা করুন না কেন সেই ভাবেই গ্রন্থকার পরম সন্তোষ-সহকারে তাঁহাকে পাণ্ডুলিপিগুলি অর্পণ করিতে প্রস্তুত আছেন। কারণ শাস্ত্রপ্রচারেই তাঁহার তৃপ্তি, নিজের নামপ্রচারে তাঁহার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই।

'ক' পরিশিষ্ট

দর্শনাগারে গ্রন্থকারের শাস্ত্রীয়যুক্তিপেশল শ্লোকসমূহের বিবরণ।

দর্শনাগারের সিংহদ্বার অতিক্রম করিলে প্রবেষ্টা ভবনের অগ্রিম-দ্বারে উপস্থিত হইবেন। ইহার বৃত্তমণ্ডলের ঊর্দ্ধভাগে লিখিত আছে—

সাধ্যসাধনভাবে চ সাধকে চ শুভেচ্ছয়া।
অন্তর্যামিতয়া তিষ্ঠন্ ফলদো হি স্বয়ং হরিঃ॥ ১।

ইহার অধোভাগে লিখিত আছে—

বিবেকিনো বিরক্তস্য শমাদিগুণশালিনঃ।
মুমুক্ষোরেব হি ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা যোগ্যতা মতা॥ ২।

দ্বারের স্তম্ভে লিখিত আছে—

সাধনোপায়াঃ।

সত্যকামাৎ স্বয়ংসিদ্ধাল্লভেতানুগ্রহং ন চেৎ।
তদা ন সাধনং পুংসাং বিবেকাদিচতুষ্টয়ম্॥ ৩।
মনঃসাধ্যৈ র্যমৈঃ পুংসাং নিয়মৈঃ কায়িকৈরথো।
সাধনং লভ্যতে লোকে বিবেকাদিচতুষ্টয়ম্॥ ৪।
শ্রুতিসিদ্ধান্তসারেণ তপসা গুরুতোষণাৎ।
সাধনং চ ভবেৎ পুংসাং বিবেকাদিচতুষ্টয়ম্॥ ৫।

অথো বিবেকঃ।

নিত্যানিত্যবিচারেণ নিত্যবস্তুনি বস্তুতা।
অনিত্যে তুচ্ছতাবুদ্ধিঃ স বিবেকো নিগদ্যতে॥ ৬।
ভাতীত্যুক্তে জগৎ কৃৎস্নং ভাতং ব্রহ্মৈব নাপরম্।
ইত্যেবং সদ্বিচারো হি বিবেকঃ কথ্যতে বুধৈঃ॥ ৭।

উৎপত্তিস্থিতিসংহারস্ফূর্ত্তিজ্ঞানে ন সত্যতা।
ইতি যা সুদৃঢ়া বুদ্ধিস্তদ্‌বিবেকস্য লক্ষণম্ ॥ ৮।
একরূপং পরং ব্রহ্ম নানাত্বেনাবভাসতে।
ইত্যেবং যা শুভা বুদ্ধিস্তদ্ বিবেকস্য লক্ষণম্ ॥ ৯।

অথো বৈরাগ্যম্।

বৈরাগ্যং দ্বিবিধং প্রোক্তং সর্ব্বস্মিন্ ভোগ্যবস্তুনি।
জিহাসাপরমেকং স্যাজ্ জিজ্ঞাসালক্ষণং পরম্ ॥ ১০।
রোগশোকভয়োদ্বেগ-পারতন্ত্র্যাদিযন্ত্রিতাঃ।
যেন মোক্ষং সমীহন্তে জিহাসাপরমেব তৎ ॥ ১১।
মানুষ্যং দুর্ল্লভং প্রাপ্য বাঞ্ছিতার্থপ্রসাধকম্।
যদি ন ব্রহ্মসংপ্রাপ্তিস্তদাস্মাভিঃ কিমর্জ্জিতম্ ॥ ১২।
ইত্যেবং ব্যবসায়েন সত্যসন্ধানতৎপরাঃ।
গবেষয়ন্তি যদ্ ধীরা জিজ্ঞাসালক্ষণং হি তৎ ॥ ১৩।

অথ শমাদিষট্‌সম্পত্তয়ঃ।

শমদমৌ।

'স্বলক্ষ্যে নিয়তাবস্থা মনসঃ শম উচ্যতে।'
'নিগ্রহো বাহ্যবৃত্তীনাং দম ইত্যভিধীয়তে ॥' ১৪।

উপরতিঃ।

নির্ব্বিণ্ণা নিষ্ঠিতা রুগ্ণা কদর্য্যা ভোগবাসনা।
যা ততস্তু পরা বৃত্তিঃ সামান্যোপরতি র্হি সা ॥ ১৫।
শাস্ত্রোক্তেন বিধানেন কর্ম্মসঙ্ঘো ব্যবস্থিতঃ।
বিধিনা তৎপরিত্যাগঃ পরমোপরতি র্হি সা ॥ ১৬।

তিতিক্ষা।

সোঢ়ত্বং সর্ব্বদুঃখানামপ্রতীকারপূর্ব্বকম্।
দৌর্ম্মনস্যাবিনির্ম্মুক্তং তিতিক্ষা ভণ্যতে বুধৈঃ ॥ ১৭।

সমাধানম্।

অক্ষুব্ধা স্থিরতা বুদ্ধেরদ্বয়ে শুদ্ধ আত্মনি।
সমাধানমিতি প্রাহু র্দ্বন্দ্বেষ্বনুপঘাতি যৎ॥ ১৮।
জলসৈন্ধবয়োঃ সাম্যং যথা ভবতি মেলনে।
তথাত্মমনসোরৈক্যং সমাধানে প্রতীয়তে॥ ১৯।
সান্তেঽনন্তং সমারোপ্যানন্তে সান্তং বিলোপয়ন্।
ভূমানং কেবলং ধ্যায়ন্ সমাধায়ামৃতো ভবেৎ॥ ২০।

শ্রদ্ধা।

ইষ্টে দেবে গুরৌ বেদে ধর্ম্মশাস্ত্রপুরাণয়োঃ।
ইতিহাসে চ যা নিষ্ঠা সা ভক্তিরভিধীয়তে॥ ২১।
তত এব বিনির্ম্মোক্ষঃ সংসারাদন্যথা ন হি।
ইতি বিজ্ঞাননিষ্পত্তিঃ শ্রদ্ধেতি পরিকীর্ত্তিতা॥ ২২।

অথ মুমুক্ষুতা।

মনসৈব মনশ্ছিত্ত্বা সর্ব্বতঃ পাশবন্ধনম্।
দুঃখনাশায় যা বৃত্তিরুচ্যতে সা মুমুক্ষুতা॥ ২৩।
বিধৌ চ প্রতিষেধে চ শৃঙ্খলত্বং বিনিশ্চিতম্।
তস্য নাশায় যা চেষ্টা মুমুক্ষালক্ষণং হি তৎ॥ ২৪।
নিষ্কামা বা সকামা বা ভক্তি র্বিষ্ণৌ শিবেঽপি বা।
স্বগ্ভূতহৃদয়ে জাতা মুমুক্ষাকারণং হি তৎ॥ ২৫।

অতঃপর বৃত্তমণ্ডলের মধ্যে লিখিত আছে—

'জিজ্ঞাসুরাত্মনস্তত্ত্বং প্রবিশান্তঃ ক্রমেণ ভোঃ'। ২৬।

অগ্রিমদ্বার লঙ্ঘনপূর্ব্বক ভবনপ্রবেশের ছন্নমার্গে উপনীত হইলে তিনখানি প্রস্তরফলক বিবিক্ষুর গোচরীভূত হইবে। ইহাদের প্রথমফলকে লিখিত আছে—

নমো নাদাত্মনে তুভ্যং নমঃ কামকলাত্মনে। ২৭।

সূচনা

স্বকীয়ং ধর্ম্মমুৎসৃজ্য পরধর্ম্মাশ্রয়ং হি যঃ।
কর্ত্তুমিচ্ছতি দুর্ম্মেধা নিষ্ফলং তস্য চেষ্টিতম্॥ ২৮।
নিষ্প্রত্যূহং রথা যান্তি সম্যক্ প্রহতবর্ত্মনা।
ততস্তদ্ বর্ত্মশস্তং হি ন হাতব্যং কদাচন॥ ২৯।
তন্ময়া শাস্ত্রমালোচ্য বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ব্রহ্মবেদপ্রসাদেন প্রোক্তাঃ সাধনভূমিকাঃ॥ ৩০।
ন পাণ্ডিত্যাভিমানেন ন চাপি খ্যাতিলিপ্সয়া।
ভাবিতা ভূমিকাস্ত্বেতা দৃঢ়াভ্যাসচিকীর্ষয়া॥ ৩১।
মুমুক্ষোরববোধায় ভক্তানামনুভূতয়ে।
লোকানামুপকারায় বিদুষাং প্রীতয়ে তথা॥
সাধূনাং ব্রহ্মভূয়ায় পরিতোষায় কস্যচিৎ।
যুজ্যন্তে যদি যুজ্যেরন্ বিকল্পোঽসৌ সতাং মতঃ॥ ৩২।
যথা ন ভূমিকাভ্রান্তি র্বৈচিত্র্যাল্লোকবৃত্তিতঃ।
বেদানাং হৃদয়ং দৃষ্ট্বা কুড্যে তা লিখিতা ময়া॥ ৩৩।
ইতশ্চ প্রীয়তাং দেবী কালিকা শ্রীসনাতনী।
দেশতঃ কালতো বাপি গুণতো যা বিমুক্তিদা॥ ৩৪।

নাদাত্মনে নমস্তুভ্যং নমো বিন্দুকলাত্মনে। ৩৫।

দ্বিতীয় প্রস্তরফলকে লিখিত আছে—

পরামর্শঃ।

ভৃষ্টে বীজে প্ররূঢ়ঃ স্যান্ন সুপ্তোঽপি যথাঙ্কুরঃ।
কর্ম্মবীজে তথা ভৃষ্টে জায়তে ন ভবাঙ্কুরঃ॥ ৩৬।

বৈরাগ্যাদিক্রমেণৈব কর্ম্মবীজক্ষয়ান্নরঃ।
অধিগচ্ছতি নির্ব্বাণং যথা বহ্নি র্নিরিন্ধনঃ ॥ ৩৭ ।
যাবজ্জীবগুণাঃ সর্ব্বে নোচ্ছিন্না বাসনাদয়ঃ।
তাবন্ন সুখসংপ্রাপ্তিরিহৈব চ পরত্র চ ॥ ৩৮ ।
ইহার্থেষু চতুর্ষ্বে সুখশব্দঃ প্রযুজ্যতে।
বিষয়ে বেদনাভাবে বিপাকে ভবমোচনে ॥ ৩৯ ।
সুখো বেশঃ সুখো দেশো বিষয়েম্বিতি ভণ্যতে।
দুঃখাভাবে নরশ্চৈবং সুখিতোঽস্মীতি মন্যতে ॥ ৪০ ।
তত্তৎকর্ম্মবিপাকাচ্চ সুখমিষ্টেন্দ্রিয়ার্থজম্।
সর্ব্বতস্তু বিনির্মোক্ষাদ্ মোক্ষে সুখমনুত্তমম্ ॥ ৪১ ।
অতশ্চ পরসৌখ্যায় স্বহিতেম্বপরাঙ্মুখৈঃ।
প্রযত্নঃ সর্ব্বথা কার্য্যো যথার্থত্ববিনিশ্চয়ে ॥ ৪২ ।
নাম্না রূপেণ যজ্জাতং জ্ঞেয়ং তত্রান্যদেব হি।
নামরূপে ততস্ত্যাজ্যে ব্যবহারপ্রকল্পিতে ॥ ৪৩ ।
অস্তি ভাতি প্রিয়ং চেতি শ্রুত্যা ব্রহ্মনিদর্শনম্।
যুক্তহেতুগ্রহেণাসি তদাত্মত্বাৎ স্বরূপভাক্ ॥ ৪৪ ।

তৃতীয় প্রস্তরফলকে লিখিত আছে—

স্বানুভূতিঃ।

'যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে'
ইতি স্মৃতং ফলৈকত্বমুভয়ো র্জ্ঞানযোগয়োঃ ॥ ৪৫ ।
জ্ঞানতো যোগতশ্চৈব মেলনং সাধ্যতে যদা।
সম্ভূয় ব্যবসায়ত্বাদ্ মুক্তিমার্গো ন দুর্ল্লভঃ ॥ ৪৬ ।
যো যত্রাস্তি স তত্রাস্তি যো যদাস্তি তদাস্তি সঃ।
সর্ব্বব্যাপকতাভাবাজ্ জীবো জীব ইতি স্মৃতঃ ॥ ৪৭ ।

অন্যত্র গমনং তস্মাদ্ মুক্তয়ে ন হি যুজ্যতে।
অজ্ঞানগ্রন্থিভেদেন স্বাপ্যয়ং মুক্তিমামনেৎ ॥ ৪৮।
উপাধীন্নিখিলাংস্ত্যক্ত্বা নেতি নেতীতিবাক্যতঃ।
ঐক্যং জ্ঞেয়ং মহাবাক্যৈ র্জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ॥ ৪৯।
যোগং যোগেন সংরুধ্য জ্ঞানং জ্ঞানেন চাঞ্জসা।
সাক্ষিরূপতয়া তিষ্ঠন্ মুচ্যতে সর্ব্ববন্ধনাৎ ॥ ৫০।
ভাবাভাববিনির্ম্মুক্তঃ সত্যজ্ঞানাদিযোগতঃ।
নিরস্তাখিলসংসারো নিয়মাতীততাং ব্রজেৎ ॥ ৫১।
নির্ব্বিকারো নিরাকারঃ শুদ্ধো বুদ্ধঃ স্থিরোঽদ্বয়ঃ।
সত্তাস্বলক্ষণোঽনন্তঃ সর্ব্বত্রৈবাবভাসতে ॥ ৫২।

ছন্নমার্গ হইতে নিঃসরণকালে বামপার্শ্বস্থ স্তম্ভফলকে লিখিত আছে—

'স্বাধ্যায়াদ্ যোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায়মামনেৎ।
স্বাধ্যায়যোগসম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে ॥' ৫৩।

দক্ষিণপার্শ্বস্থ স্তম্ভফলকে লিখিত অছে—

সর্ব্বকার্য্যং পরিত্যজ্য সাবধানেন চেতসা।
স্বারাজ্যমভিসন্ধেয়ং মহাবাক্যাদিভাবনাৎ ॥ ৫৪।

তদনন্তর ভবনের অন্তশ্চত্বরে দণ্ডায়মান হইলে নাট্যমন্দিরের বহির্বর্ত্তী কুড্যের দুইপার্শ্বে দুইটী সমান্তরাল স্তম্ভ দৃষ্ট হইবে। উহাদের একটীতে লিখিত আছে—

জ্ঞানভূমিকাঃ।

যোগেনাসেবিতে জ্ঞানে নির্ব্বাধে পরমার্থতা।
জ্ঞানং যোগবিহীনং তু ন ক্ষমং মোক্ষসাধনে ॥ ৫৫

জিজ্ঞাসা ব্রহ্মবিবিদিষা।

উপেক্ষ্য নামরূপে বৈ কর্ত্তব্যং ব্রহ্মবেদনম্।
সমীহা সুদৃঢ়া যেতি জিজ্ঞাসালক্ষণং হি তৎ॥ ৫৬।

শ্রবণং সিদ্ধান্তাধিগমঃ।

বেদান্তানামনেকত্বাদ্ বাহুল্যাৎ সংশয়স্য চ।
সিদ্ধান্তগ্রহণং নাম শ্রবণং গুরুশাস্ত্রতঃ॥ ৫৭।

মননং চোপপত্তিতঃ।

দ্রষ্টরি দৃশ্যতা নাস্তি নাস্তি দৃশ্যে চ দ্রষ্টৃতা।
শ্রুত্যৈবং সদ্বিচারো হি মননং তন্নিগদ্যতে॥ ৫৮।

নিদিধ্যাসনং বৃত্তিসন্তানঃ।

নিরন্তরশ্চিৎপ্রবাহঃ শ্রুত্যর্থে গুরুশাস্ত্রতঃ।
তন্নিদিধ্যাসনং প্রোক্তং দর্শনায় স্বরূপতঃ॥ ৫৯।

সাক্ষাৎকারোঽবিপর্য্যয়ঃ।

ব্রহ্মাত্মানুভবো যত্র যত্র জীবত্ববিস্মৃতিঃ।
দশাচতুষ্টয়ধ্বংসী সাক্ষাৎকারঃ স এব হি॥ ৬০।

পরিণতিরদ্বৈতসিদ্ধিঃ।

'ন তদস্তি ন যত্রাহং ন তদস্তি ন যন্ময়ি'।
ইতি বিজ্ঞায় সঞ্জাতা বিগতাবরণা মতিঃ॥ ৬১।

পরা কাষ্ঠা হ্যনাবৃত্তিঃ।

ঈশ্বরানুগ্রহেণৈব সংসারো যস্য বাধিতঃ।
ন তস্য পুনরাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি॥ ৬২।

'অন্তঃশূন্যো বহিঃশূন্যঃ
শূন্যঃ কুম্ভ ইবাম্বরে।
অন্তঃপূর্ণো বহিঃপূর্ণঃ
পূর্ণঃ কুম্ভ ইবার্ণবে॥' ৬৩।

পার্শ্বে লিখিত আছে—

যদি জ্ঞানে কৃতা বুদ্ধিঃ সপ্তমীং গচ্ছ ভূমিকাম্।
মগ্নশ্চেদ্ যাহি পাতালমিতি ন্যায়বিদাং নয়ঃ ॥ ৬৪।
সর্ব্বতঃ সংযতো ভূত্বা বেদান্তরসিকো ভবেৎ।
'বেদান্তশ্রবণং কুর্ব্বংস্তস্মিন্ যোগং সমভ্যসেৎ' ॥ ৬৫।
বিকল্প্যতে ক্রিয়া যস্মান্ন তু বস্তু সতত্ত্বতঃ।
ক্রিয়াঽদ্বৈতং ততস্ত্যক্ত্বা ভাবাঽদ্বৈতং বিধীয়তাম্ ॥ ৬৬

অন্য স্তম্ভে লিখিত আছে—

যোগভূমিকাঃ।

বিদ্যয়া সেবিতে যোগে নির্দ্দোষে পরমার্থতা।
যোগস্তু জ্ঞানহীনশ্চেন্ন ক্ষমো মোক্ষসাধনে ॥ ৬৭।

যমাঃ।

অহিংসা ব্রহ্মচর্য্যং চ সত্যাস্তেয়াপরিগ্রহাঃ।
যমাস্তে চানবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতম্ ॥ ৬৮।

নিয়মাঃ

নিয়মাঃ শৌচসন্তোষস্বাধ্যায়াশ্চ তপোঽর্চ্চনা।
যমাদিবাধনে তর্কৈর্ভাবয়েৎ তান্ বিপক্ষকান্ ॥ ৬৯।

আসনম্।

আনন্ত্যস্য সমাপত্ত্যা প্রযত্নোপরমেণ চ।
সংবৃত্ত্যাঃ প্রতিষেধার্থং সুস্থিরং সুখমাসনম্ ॥ ৭০।

প্রাণায়াম-প্রত্যাহারৌ।

'রেচকঃ পূরকশ্চৈব কুম্ভকঃ প্রাণসংযমঃ'।
ইন্দ্রিয়ে বশ্যতা ত্বেব প্রত্যাহারো নিগদ্যতে ॥ ৭১।

সংযমঃ।

ধারণা দেশবন্ধঃ স্যাদ্ ধ্যানং চিত্তৈকতানতা।
সমাধিশ্চার্থনির্ভাসস্ত্রয়মেকত্র সংযমঃ॥ ৭২।
সংযমাৎ কণ্ঠকূপাদৌ বিবিধাশ্চ বিভূতয়ঃ।
সমাধাবুপসর্গাস্তা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ো মতাঃ॥ ৭৩।
যোগিনো ব্রহ্মনিষ্ঠস্য সিদ্ধ্যাদিবিষয়েষু চ।
বৈরাগ্যাদপি কৈবল্যং দোষবীজপরিক্ষয়ে॥ ৭৪

অন্তঃশূন্যো বহিঃশূন্যঃ
শূন্যঃ কুম্ভ ইবাম্বরে।
অন্তঃপূর্ণো বহিঃপূর্ণঃ
পূর্ণঃ কুম্ভ ইবার্ণবে॥ ৭৫।

পার্শ্বে লিখিত আছে—

যদি যোগে ভবেদ্ বুদ্ধিরষ্টমীং গচ্ছ ভূমিকাম্।
মগ্নশ্চেদ্ যাহি পাতালমিতি ন্যায়বিদাং নয়ঃ॥ ৭৬।
'আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাসরসেন চ।
ত্রিধা প্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুত্তমম্॥' ৭৭।
প্রত্যগ্‌বোধঃ সমাধিস্থে প্রতিভাতো যদা ভবেৎ।
একীভূতঃ পরেণাসৌ ব্রহ্ম সংপদ্যতে তদা॥ ৭৮।

কুড্যের মধ্যভাগস্থ শীর্ষস্থানে লিখিত আছে—

'ওঁ নমঃ শিবায়'।

'সৎসমৃদ্ধং স্বতঃসিদ্ধং শুদ্ধং বুদ্ধমনীদৃশম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন॥' ৭৯।

'নির্ব্বিশেষং পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎকর্ত্তুমনীশ্বরাঃ।
যে মন্দাস্তেঽনুকম্প্যন্তে সবিশেষনিরূপণৈঃ ॥' ৮০।
সবিশেষতয়া যস্তু সেবমান উপাসনম্।
অমন্দানন্দমাপন্নো নির্ব্বিশেষং স গচ্ছতি ॥ ৮১।

তারপর নাট্যশালায় প্রবেষ্টার একপার্শ্বে লিখিত আছে—

নত্বা গুরুং গণেশং চ সবিতারমধোক্ষজম্।
শম্ভুং চ কালিকাং নত্বা প্রবিশামি শিবালয়ম্ ॥ ৮২।

অন্য পার্শ্বে লিখিত আছে—

অন্তর্বহি র্যদা ভক্তো দেবমিষ্টং প্রপশ্যতি।
দাসোঽহমিত্যনুধ্যায়ন্ সোঽহংভাবং প্রযাত্যসৌ ॥ ৮৩।

নাট্যশালায় প্রবেশ করিলেই সম্মুখস্থ কুড্যে শ্রীশ্রী৺ যোগেশ্বরাদি শিবপঞ্চকের নাম ও তৎসংক্রান্ত শ্লোক দৃষ্ট হইবে, যথা—

শ্রীশ্রী৺ যোগেশ্বরঃ।

যোগেশ্বরস্য যোগেঽস্মিন্ নির্ব্বিকল্পে ন বস্তুতা।
সামরস্যপ্রসাদেন গুণা বিষমচেষ্টিতাঃ ॥ ৮৪।

শ্রীশ্রী৺ আনন্দেশ্বরঃ।

আনন্দেশ্বরমাপন্নো ন ক্লিশ্নাতি কদাচন।
আনন্দঘূর্ণিতং সর্ব্বং জগদানন্দতাং ব্রজেৎ ॥ ৮৫।

শ্রীশ্রী৺ কালীশ্বরঃ।

ত্বন্তাঽহন্তা তথেদন্তা চেতি পত্রত্রয়ান্বিতা।
কালীশ্বরস্য সর্ব্বস্য তুষ্টিদা বিল্বপত্রিকা ॥ ৮৬।

শ্রীশ্রী৺ সর্ব্বেশ্বরঃ।

সর্ব্বাণীসহিতঃ সর্ব্বো বাচা স্তোতুং ন শক্যতে
তদেব গল্লবাদ্যেন তুষ্টিঃ সর্ব্বেশ্বরে সদা ॥ ৮৭ ।

শ্রীশ্রী৺ কল্যাণেশ্বরঃ।

তন্ত্রশাস্ত্রপ্রকাশেন কল্যাণং যৎ ত্বয়া কৃতম্।
কল্যাণেশ্বর তেনাত্র সদা বিজয়সেতরাম্ ॥ ৮৮ ।

অন্য কুড্যে লিখিত আছে—

তন্ত্রমর্য্যাদা।

'যো হি বিশ্বেশ্বরো দেবো বিশ্বং ব্যাপ্য স্থিতশ্চ যঃ।
সৈব বিশ্বেশ্বরী দেবী ব্যাপকত্বেন সংস্থিতা ॥' ৮৯ ।

বেদমর্য্যাদা।

'ত্বং বা অহমসি ভগবো দেবতে,
অহং চ ত্বমসি ভগবো দেবতে।' ৯০ ।

উপাস্তিঃ।

'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' 'অহং ব্রহ্মাস্মি'

'যচ্ছেদ্ বাঙ্ মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্‌যচ্ছেজ্ জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানং নিযচ্ছেদ্ মহতি তদ্ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥' ৯১ ।

'তত্ত্বমসি'। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'।

আত্মভাবঃ।

(তত্র স্বানুভূতিঃ)

সত্ত্বাদিগুণবদ্ধোঽহং সংসরামি চিরন্তনঃ।
এষ ভ্রান্তিময়ো ভাব আত্মভাবো নিরাকুলঃ ॥ ৯২

যে বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞা জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু।
তেঽবস্থাগ্রাহকা ভাবা আত্মভাবো নিরাকুলঃ ॥ ৯৩।
বর্ত্তমানমতীতং চ ভবিষ্যদপি বা পুনঃ।
সর্ব্বে কালগতা ভাবা আত্মভাবো নিরাকুলঃ ॥ ৯৪।
ভূর্ভুর্বাদ্যাঃ স্মৃতা লোকাঃ পাতালং সপ্তধা তথা।
এতে স্থানগতা ভাবা আত্মভাবো নিরাকুলঃ ॥ ৯৫।
অসুরাশ্চ সুরাশ্চৈব পশুপক্ষিনরাদয়ঃ।
জীবজাতিময়া ভাবা আত্মভাবো নিরাকুলঃ ॥ ৯৬।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চাপি চতুর্থকঃ।
বর্ণভেদগ্রহা ভাবা আত্মভাবো নিরাকুলঃ ॥ ৯৭।
ব্রহ্মচারী গৃহী বাপি বানপ্রস্থশ্চ ভিক্ষুকঃ।
বিশিষ্টাশ্রমজা ভাবা আত্মভাবো নিরাকুলঃ ॥ ৯৮।
শৈব-বৈষ্ণব-সাবিত্র-শাক্ত-গাণপতাদয়ঃ।
সম্প্রদায়গতা ভাবা আত্মভাবো নিরাকুলঃ ॥ ৯৯।
প্রকৃতি র্বিকৃতি র্বাপি যা যা শাস্ত্রে ব্যবস্থিতা।
সর্ব্বে তে তত্ত্বগা ভাবা আত্মভাবো নিরাকুলঃ ॥ ১০০
প্রাণাপানৌ সমানশ্চ ব্যানোদানৌ চ পঞ্চ তে।
প্রাণভেদগ্রহা ভাবা আত্মভাবো নিরাকুলঃ ॥ ১০১।
কৃকরো নাগকূর্ম্মৌ চ দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ।
উপপ্রাণময়া ভাবা আত্মভাবো নিরাকুলঃ ॥ ১০২।
ইড়া চ পিঙ্গলা, বাপি সুষুম্না বাপি যা স্থিতা।
নাড়িভেদগ্রহা ভাবা আত্মভাবো নিরাকুলঃ ॥ ১০৩।
বিধিশ্চ প্রতিষেধশ্চ শাস্ত্রে যো যো ব্যবস্থিতঃ।
কর্ত্তৃত্বভাবিতা ভাবা আত্মভাবো নিরাকুলঃ ॥ ১০৪।

সর্ব্বে ভাবাঃ প্রলীয়ন্তে যস্মিন্ ভাবে সমাগতে।
অসৌ বেদান্তগো ভাব আত্মভাবো নিরাকুলঃ ॥ ১০৫।

বিদ্যাতত্ত্বম্।

(তত্র স্বানুভূতিঃ)

অথো বেদাঃ।

১। ঋগ্বেদঃ—পরমানন্দদঃ স্বাত্মা তং ত্বা বয়ং হবামহে।
ইত্যাহুতো ন চেদাত্মা ঋগ্বেদেন কিমর্জ্জিতম্ ॥ ১০৬।

২। যজুর্ব্বেদঃ—লোহিতা বা সিতা কৃষ্ণা প্রজাহেতুরজা শুভা।
ব্রহ্মত্বেন ন চেল্লব্ধা যজুষা কিং প্রয়োজনম্ ॥ ১০৭।

৩। সামবেদঃ—তত্ত্বমস্যাদিবাক্যেন প্রেমগদ্গদয়া গিরা।
যদি ন ব্রহ্ম সংগীতং সাম্না বা কিং প্রয়োজনম্ ॥ ১০৮।

৪। অথর্ব্ববেদঃ—আথর্ব্বণী মহাবিদ্যা দৃষ্টাদৃষ্টবিধায়িনী।
তয়া স্বাত্মা ন চেৎ প্রীতস্ততো বা কিং প্রয়োজনম্ ॥১০৯।

অথো বেদাঙ্গানি।

৫। শিক্ষা—শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ শিক্ষয়া শিক্ষিতো হি সন্।
এবং শিক্ষা ন চেৎ প্রাপ্তা শিক্ষয়া কিং প্রয়োজনম্ ॥১১০।

৬। কল্পঃ—কল্পসূত্রগণৈঃ পুংসাং যে যে যজ্ঞাঃ প্রকল্পিতাঃ।
ব্রহ্মপ্রাপ্তিস্ততশ্চেন্নো কল্পসূত্রৈঃ কিমর্জ্জিতম্ ॥ ১১১।

৭। ব্যাকরণম্—যেনেদং ব্যাকৃতং সর্ব্বং স বৈয়াকরণঃ পরঃ।
ইত্যেবং যো ন জানাতি তস্য ব্যাকরণেন কিম্ ।১১২।

৮। নিরুক্তম্—নিরুক্তং ব্রহ্মবিজ্ঞানং পরমং ব্রহ্মবিদ্গণৈঃ।
ইত্যেবং যো ন জানাতি নিরুক্তং তস্য নিষ্ফলম্ ॥১১৩।

৯। ছন্দঃ—ছাদয়ন্তি হ বা এনং ছন্দাংসি পাপকর্ম্মণঃ।
ইত্যেবং যদি ন জ্ঞাতং ছন্দসা কিং প্রয়োজনম্॥ ১১৪।

১০। জ্যোতিষম্—জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিরয়মাত্মা সনাতনঃ।
ইত্যেবং হি ন চেদ্ বেদ জ্যোতির্ব্বেদেন কিং কৃতম্॥১১৫।

অথো বেদোপাঙ্গানি।

১১। মীমাংসা—ভোগপ্রদাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা ইতি মীমাংসিতং যদি।
জিজ্ঞাস্যং তর্হি ব্রহ্মৈব সর্ব্বভোগনিবৃত্তয়ে॥ ১১৬।

১২। ন্যায়বিস্তরঃ—সবিশেষপদার্থানাং যদি বৈশেষিকং মতম্।
নির্ব্বিশেষং পরং ব্রহ্ম তদা বৈশেষিকস্য কিম্॥১১৭
সংপ্রাপ্তে পরমে তত্ত্বে বিশ্রান্তিস্ত্বচলা ভবেৎ।
স ন্যায়ঃ শ্রুতিভি র্ব্যক্তঃ শিষ্টং ন ন্যায়লক্ষণম্॥ ১১৮।

১৩। ধর্ম্মশাস্ত্রম্—ব্রহ্মবেদপ্রসাদো হি স্মৃতিশাস্ত্রবিশারদৈঃ।
যদি ন প্রাপ্যতে তর্হি স্মৃতিশাস্ত্রৈঃ কিমর্জ্জিতম্॥১১৯।

তন্ত্রম্—যঃ শিবঃ সা স্বয়ং শক্তিরিতি চেন্ন নিরূপিতম্।
বহুধা তন্ত্রপাঠেঽপি তন্ত্রশাস্ত্রং নিরর্থকম্॥ ১২০।

রামায়ণম্—শান্তিসীতা যদা নীতা নিহত্য মোহরাবণম্।
স্বাত্মরূপেণ রামেণ তেতো রামায়ণং শুভম্॥ ১২১।

মহাভারতম্—যতো হি সর্ব্বশাস্ত্রেষু মোক্ষধর্ম্মঃ পরো মতঃ।
তন্মহাভারতং সর্ব্বং মোক্ষধর্ম্মপ্রধানকম্॥ ১২২।

ভাগবতম্—কামনাগোপিকাভীষ্টো ব্রহ্মচর্য্যং ন মুঞ্চতি।
যত্যন্তরাত্মগোপালস্তদা ভাগবতং শুভম্॥ ১২৩।

সাংখ্যম্—পুরুষস্য পরীক্ষার্থং তত্ত্বানাং সংগ্রহঃ শুভঃ।
যদি বৈকল্পিতঃ সাংখ্যে সাংখ্যং কেন নিরাকৃতম্॥১২৪।

পাতঞ্জলম্—কৃতকার্য্যা গুণাঃ সর্ব্বে লয়ার্থং পরমাত্মনি।
নোৎসহন্তে যদি স্থাতুং যোগস্তর্হি শুভাবহঃ॥ ১২৫।

১৪। পুরাণম্—ন যদা প্রীতিরুৎপন্না পরমে পূরুষে যদি।
অষ্টাদশবিভেদেন পুরাণেন কিমর্জ্জিতম্॥ ১২৬।

অথোপবেদাঃ।

১৫। আয়ুর্ব্বেদঃ—পীত্বা জ্ঞানময়ং সোমমমৃতত্বং ন বা যদি।
মরণং চ পুনঃ প্রাপ্তমায়ুর্ব্বেদো নিরর্থকঃ॥ ১২৭।

১৬। ধনুর্ব্বেদঃ—ধনুষা প্রণবেনৈব জীবাত্মনা শরেণ চ।
'লক্ষ্যং ব্রহ্ম ন চেদ্ বিদ্ধং ধনুর্ব্বেদো নিরর্থকঃ' ॥১২৮।

১৭। গন্ধর্ব্ববেদঃ—মধুরৈঃ স্বরসংঘাতৈ র্গান্ধর্ব্বৈরপি সুন্দরৈঃ।
ন চেদ্ গীতং পরং ব্রহ্ম গান্ধর্ব্বেণ কৃতং কিমু॥১২৯।

১৮। অর্থশাস্ত্রম্—অনর্থাঃ সকলা অর্থাঃ পরার্থা মোক্ষসাধনাঃ।
ইত্যেবং হি ন চেল্লক্ষ্যমর্থশাস্ত্রং নিরর্থকম্॥ ১৩০।

দুঃখত্রয়বিঘাতায় সত্যজ্ঞানাদিদীপ্তয়ে।
তত্ত্বতো যঃ শিবং বেত্তি স বেত্তি শিবপূজনম্।
তস্মাৎ তত্ত্বং পরিজ্ঞায় চিন্ত্যতাং শিবপূজনম্॥ ১৩১।
পরানন্দপ্রসঙ্গায় নিত্যৈকরসতাপ্তয়ে॥

শিবপূজা।

(তত্র স্বানুভূতিঃ)

সর্ব্বেষ্টানিষ্টভাবানামিষ্টত্বেনৈব চিন্তনম্।
স্বরসেন ভবেদ্ যত্তু তদেব শিবপূজনম্॥ ১৩২।
জন্মৈব পরমা পূজা কর্ত্তব্যং যেন সাধ্যতে।
মরণং চ পরা পূজা ব্রহ্মণি যেন লীয়তে॥ ১৩৩।

দীর্ঘায়ুঃ পরমা পূজা ভোগাদি র্যেন হীয়তে।
স্বল্পায়ুশ্চ পরা পূজা যেন কর্ম্ম ন চীয়তে ॥ ১৩৪ ;
নৈরুজ্যং পরমা পূজা নৈরুজ্যাদিষ্টসিদ্ধিতঃ।
রোগশ্চ পরমা পূজা প্রায়শ্চিত্তস্বরূপতঃ ॥ ১৩৫ ।

সুখমেব পরা পূজা সুখং ব্রহ্মনিদর্শনম্।
দুঃখং চাপি পরা পূজা দুঃখং বৈরাগ্যসাধনম্॥ ১৩৬।
ধনমেব পরা পূজা ধনাদ্ধর্ম্মস্ততঃ সুখম্।
নির্ধনত্বং পরা পূজা নির্ধনৈঃ প্রাপ্যতে পরম্॥ ১৩৭।

লাভ এব পরা পূজা তুষ্টিপুষ্টিপ্রদায়িনী।
হানিশ্চ পরমা পূজা নির্ম্মাল্যত্যাগরূপিণী ॥ ১৩৮।
স্তুতিরেব পরা পূজা স্তুতিশ্চিত্তপ্রসাদিনী।
নিন্দা চাপি পরা পূজা যাঽসন্মার্গবিরোধিনী ॥ ১৩৯।

মান এব পরা পূজা মানাৎ প্রীতিসমাশ্রয়ঃ।
অপমানং পরা পূজা যতশ্চিতি মনোলয়ঃ ॥ ১৪০।
ধৈর্য্যমেব পরা পূজা ধীরো ব্রহ্ম সমশ্নুতে।
অধৈর্য্যং চ পরা পূজা ততঃ কার্য্যং প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪১।

সৎসঙ্গঃ পরমা পূজা সৎসঙ্গাদ্ বর্ত্ম লভ্যতে।
অসৎসঙ্গঃ পরা পূজা যত্র মোহঃ পরীক্ষ্যতে ॥ ১৪২।
ভোজনং পরমা পূজা জাঠরাহুতিরূপতঃ।
অভোজনং পরা পূজা হ্যুপবাসঃ স্মৃতে র্মতঃ ॥ ১৪৩!

তৃষ্ণৈব পরমা পূজা ভবানী তৃট্স্বরূপিণী।
অতৃষ্ণা চ পরা পূজা যোগসম্পদ্‌বিধায়িনী ॥ ১৪৪।
কর্ম্মযোগঃ পরা পূজা নৈষ্কর্ম্ম্যং যঃ প্রযচ্ছতি।
নৈষ্কর্ম্ম্যং চ পরা পূজা যেন স্বাত্মা প্রসীদতি ॥ ১৪৫।

ভক্তিযোগঃ পরা পূজা প্রিয়ো ভক্তো হরের্মতঃ।
জ্ঞানযোগঃ পরা পূজা জ্ঞানাদ্ মোক্ষঃ শ্রুতে র্মতঃ ॥ ১৪৬।

তত্ত্বমসি।

(তত্র স্বানুভূতিঃ)

তৎপদং ব্রহ্ম নির্বক্তি ত্বংপদং জীবমেব চ।
সন্ধিং চাসীতি বিজ্ঞায় সন্ধানং সাধনে কুরু ॥ ১৪৭।
স্থিতো ব্রহ্মাত্মনা জীবো ব্রহ্ম জীবাত্মনা স্থিতম্।
এবং সন্ধানমালম্ব্য তত্ত্বমোরৈক্যমানয় ॥ ১৪৮।
মা ভবাজ্ঞো ভব জ্ঞ স্বং ত্যক্ত্বা রাগাদিবন্ধনম্।
তিষ্ঠতস্তে স্বভাবে হি নাস্তি সংসারভাবনা ॥ ১৪৯।
অনাত্মন্যাত্মতারোপাৎ কিং ভ্রান্ত ইব লক্ষ্যসে।
ত্বমবিদ্যাবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মৈবাসি ন দোষভাক্ ॥ ১৫০।
যা স্মৃতা চঞ্চলা স্পন্দ-শক্তি স্তে চিত্তসংস্থিতা।
সাঽবিদ্যা গুণসংমূঢ়া জগদাড়ম্বরাত্মিকা ॥ ১৫১।
ভোগানাং বাসনাং ত্যক্ত্বা ত্যক্ত্বা চ ভেদবাসনাম্।
তিষ্ঠ ত্বং পরমেঽদ্বৈতে ততোঽবিদ্যাক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ১৫২।
ত্বমেব পরমং তত্ত্বং ছান্দোগ্যশ্রুতিশাসনাৎ।
অসংবেদ্যং স্বসংবেদ্যমাত্মানং মন্যসে কথম্ ॥ ১৫৩।
বিশুদ্ধোঽসি বিমুক্তোঽসি ন তে গুণাদিবন্ধনম্।
নাহং ব্রহ্ম পরং তত্ত্বমিতি বক্তুং ন লজ্জসে ॥ ১৫৪।

অয়মাত্মা ব্রহ্ম।

(তত্র স্বানুভূতিঃ)

আত্মেতি জীব এব স্যাদ্ ব্রহ্মেতি পরমং মতম্।
সন্ধিং চায়মিতি জ্ঞাত্বা সন্ধানং সাধনে কুরু ॥ ১৫৫।

ভাসমানমিদং সর্ব্বং ব্রহ্মসত্তাপ্রতিষ্ঠিতম্ ।
এবং সন্ধানমালম্ব্য সৎসম্পন্নো ভবানঘ ॥ ১৫৬ ।
আমনন্তি যতো বেদা আত্মানং ধ্রুবমব্যয়ম্ ।
তস্মাদাত্মতয়া কৃৎস্নং জগদিত্যবধারয় ॥ ১৫৭ ।
নাত্মা পঞ্চাত্মকো দেহো নাধ্যাসো ন মনঃ ক্বচিৎ ।
অয়মাত্মা পরং ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী স্বভাবতঃ ॥ ১৫৮ ।
আত্মা ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানাৎ কল্পকোটিশতার্জ্জিতম্ ।
বিলীনং কর্ম্মসন্তানং প্রবোধাৎ স্বাপ্নদৃষ্টবৎ ॥ ১৫৯ ।
আবিয়ৎ স্থূলপর্য্যন্তং যৎ কিঞ্চিৎ প্রতিভাতি মে ।
মায়িকং তৎ পরং ব্রহ্ম মায়া মায়াবিনোঽপৃথক্ ॥ ১৬০ ।
অতঃ পৌরুষমালম্ব্য চিত্তং চাক্রম্য চেতস. ।
মহাবাক্যপ্রসাদেন স্বারাজ্যপদভাগ্ ভব ॥ ১৬১ ।
স্বস্বরূপং স্বয়ং যশ্চ ভুঙ্‌ক্তে বুদ্ধিবিবর্জ্জিতঃ ।
ভিদ্যতে স পরাত্মৈব জগৎ তত্রৈব লীয়তে ॥ ১৬২ ।

প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ।

(তত্র স্বানুভূতিঃ)

প্রজ্ঞানং সর্ব্ববিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি জ্ঞানবিগ্রহম্ ।
সন্ধিমৈক্যং তয়ো র্জ্ঞাত্বা সন্ধানং সাধনে কুরু ॥ ১৬৩ ।
প্রজ্ঞানতত্ত্ববিজ্ঞানাদজ্ঞানস্য পরিক্ষয়ঃ ।
এবং সন্ধানমালম্ব্য সচ্চিদানন্দতাং ব্রজ ॥ ১৬৪ ।
ক্ষীণেঽজ্ঞানে জগল্লীনং রাগাদীনামসম্ভবাৎ ।
জগল্লয়ে শরীরং চ ন পুনঃ সংপ্রবর্ত্ততে ॥ ১৬৫ ।
চরাচরমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চিৎ প্রতিভাতি মে ।
প্রজ্ঞানং কেবলং ব্রহ্ম শ্রুতিরেব বদত্যসৌ ॥ ১৬৬ ।

ঔপাধিকং জগৎ সর্ব্বং প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম তু ধ্রুবম্ ।
এষা বৈ সংস্মৃতি র্নান্যা জগন্নাশায় বিদ্যতে ॥ ১৬৭ ।
যচ্চ জ্ঞানং জীবস্যোক্তং জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু ।
প্রজ্ঞানং তৎ স্বতো জ্ঞেয়মিতো নাস্তি রতান্তরম্ ॥ ১৬৮ ।
প্রজ্ঞানং বিশ্রুতং জ্যোতিরখণ্ডং স্থিরমব্যয়ম্ ।
পঞ্চাত্মক মহাভূত-বিজ্ঞাতৃত্বেন ভাসতে ॥ ১৬৯ ।

‘যদস্তি যদ্ভাতি তদাত্মরূপং
নান্যৎ ততো ভাতি ন চান্যদস্তি ।
স্বভাবসংবিৎ প্রতিভাতি কেবলা
গ্রাহ্যং গ্রহীতেতি মৃষা বিকল্পঃ ॥’ ১৭০ ।

অহং ব্রহ্মাস্মি ।

(তত্র স্বানুভূতিঃ)

অহন্তা জীবতাং বক্তি ব্রহ্মত্বং পরমং পদম্ ।
সন্ধিং চাস্মীতি বিজ্ঞায় সন্ধানং সাধনে কুরু ॥ ১৭১ ।
ব্রহ্মৈব কেবলং সর্ব্বং ভেদাভেদতিরোহিতম্ ।
এবং সন্ধানমাশ্রিত্য স্বানুভূতৌ প্রযত্যতাম্ ॥ ১৭২ ।
যো বৈ সর্ব্বাত্মকোঽনন্তোঽপরোক্ষঃ স্বপ্রকাশকঃ ।
কর্ম্মবন্ধঃ স এবাহমস্মীতি বচনাদ্ মতঃ ॥ ১৭৩ ।
অতোঽহমদ্বয়ো নিত্যঃ কেবলো জ্ঞানবিগ্রহঃ ।
সদসদ্বা ন মে তত্ত্বং তত্ত্বং ব্রহ্ম নিরঞ্জনম্ ॥ ১৭৭ ।
অহং চেৎ সর্ব্বতঃ সর্ব্বং ব্যোমাতীতং নিরাকুলম্ ।
কুত স্তত্ত্বান্তরং তর্হি প্রত্যক্ষং বা তিরোহিতম্ ॥ ১৭৫

আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াৎ সর্ব্বত্রৈকং নিরন্তরম্ ।
অহং জ্ঞাতা পরং জ্ঞেয়মখণ্ডং খণ্ড্যতে কথম্ ॥ ১৭৬ ।
নাহং জাতো ন মৃতো বা ন মে দেহঃ কদাচন ।
অহং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতমস্মীত্যৈক্যবিমর্শতঃ ॥ ১৭৭ ।
অদ্বৈতে বোধিতে তত্ত্বে ভোগ্যবস্তু ন বিদ্যতে ।
ভুজ্যতে স্বাত্মনো রূপং নাস্তি ভোগ্যং পৃথক্ ততঃ ॥ ১৭৮ ।

সংবিদি ব্রহ্মত্বানুভূতিঃ ।
(সর্ব্বব্যবহারসিদ্ধেস্তদধীনত্বাৎ)

ছায়াচ্ছায়া যতো ন স্যাদ্ মায়াঽবিদ্যা কথং ভবেৎ ।
তত্ত্বমেকমিদং সর্ব্বং প্রত্যগ্‌ভূতমনীদৃশম্ ॥ ১৭৯ ।
ভাবসিদ্ধোঽপ্যয়ং লোকো ব্যবহারক্ষমোঽপি সন্ ।
অসদ্রূপো যথা স্বপ্ন উত্তরক্ষণবাধিতঃ ॥ ১৮০ ।
ন জলং হি জলাভাসো ন জীবো জীববিগ্রহঃ ।
আত্মনো জৈবভাবস্তু প্রত্যগাত্মেতি গীয়তে ॥ ১৮১ ।
অস্তিতালক্ষণা সত্তা সত্তা ব্রহ্মৈব নাপরা ।
নাস্তি সত্তাং বিনা কিঞ্চিদ্ নাস্তি মায়াঽপি বস্তুতঃ ॥ ১৮৩ ।
নাস্তি চিত্তং ন চাবিদ্যা নাধ্যাসো ন মনঃ ক্বচিৎ ।
ব্রহ্মৈকং কেবলং তত্ত্বং ব্যোমবৎ প্রবিজৃম্ভতে ॥ ১৮৩ ।
স্বশরীরে স্বয়ংজ্যোতিঃ স্বরূপং স্বপ্রকাশকম্ ।
দোষহীনাঃ প্রপশ্যন্তি নেতরে মায়য়াঽঽবৃতাঃ ॥ ১৮৪ ।
যোগিনাং বিদুষাং বাপি মায়া স্বাত্মনি কল্পিতা ।
সদ্রূপেব সদা ভাতি তত্ত্বজ্ঞানেন বাধিতা ॥ ১৮৫ ।
'একঃ সন্ ভিদ্যতে ভ্রান্ত্যা মায়য়া ন স্বরূপতঃ ।'
তস্মাদ্ মায়া ন সদ্রূপা যতো ভেদঃ প্রতীয়তে ॥ ১৮৬ ।

সোঽহম্।

(তত্র স্বানুভূতিঃ)

অকারোকাররূপঃ সন্ মকারো যঃ সনাতনঃ।
মাতৃকামূর্ত্তিকো যশ্চ সোঽহমস্মি ন সংশয়ঃ॥ ১৮৭।
মনআদিবিহীনো যঃ প্রাণাদিরহিতোঽপি চ।
নাধারাধেয়তা যত্র সোঽহমস্মি ন সংশয়ঃ॥ ১৮৮।
ষড়্বিকারানতীতো যো ন চ ষট্‌কোশবানপি।
নারিষড়্বর্গবান্ যশ্চ সোঽহমস্মি ন সংশয়ঃ॥ ১৮৯।
মাতৃমানত্বহীনশ্চ মেয়তারহিতশ্চ যঃ।
প্রমারূপো য এবাত্মা সোঽহস্মি ন সংশয়ঃ॥ ১৯০।
ধ্যাতৃধ্যানতয়া হীনো হীনো ধ্যেয়তয়া চ যঃ।
প্রত্যগ্‌বোধস্বরূপো যঃ সোঽহমস্মি ন সংশয়ঃ॥ ১৯১।
দেশকালবিমুক্তশ্চ গুণাদিরহিতশ্চ যঃ।
ন প্রপঞ্চস্বরূপো যঃ সোঽহমস্মি ন সংশয়ঃ॥ ১৯২।
লক্ষ্যালক্ষ্যতয়া যত্র নাস্তি নির্ব্বচনীয়তা।
নাশ্রিতাশ্রয়ভাবশ্চ সোঽহমস্মি ন সংশয়ঃ॥ ১৯৩।
নানাভাববিহীনো যো নৈকত্বাভাবভাক্ পুনঃ।
যঃ প্রবুদ্ধঃ প্রসন্নশ্চ সোঽহমস্মি স্বভাবতঃ॥ ১৯৪।

পূজাসারঃ।

(তত্র স্বানুভূতিঃ)

সর্ব্বতো বিদ্যমানস্য কথমাবাহনং মতম্।
স্বাগতং বা কথং তস্য সর্ব্বাধারস্য চাসনম্॥ ১৯৫।
অপাদস্য কথং পাদ্যমর্ঘ্যং প্রেমময়স্য চ।
অমুখস্য কথং কল্প্যং বিহিতাচমনীয়কম্॥ ১৯৬।

মধুপর্কঃ কথং বাপি নিত্যমেকরসস্য চ।
নির্ম্মলস্য কথং স্নানং সাঙ্গোপাঙ্গসমন্বিতম্ ॥ ১৯৭।
মায়াচিত্রপটাচ্ছন্নে বাসয়ো র্যোগ্যতা কুতঃ।
যজ্ঞসূত্রং নিরালম্বে রম্যে চাভরণং তথা ॥ ১৯৮।
অমূর্ত্তস্য বিলেপার্থং গন্ধাদেঃ কল্পনা ন হি।
কথং তৃপ্যতি পুষ্পাণাং নিত্যতৃপ্তিময়ো বিভুঃ ॥ ১৯৯।
অগন্ধস্যৈক ধূপেন কথমুদ্‌বাসনং মতম্।
সর্ব্বাবভাসকো দেবো দীপেন ভাস্যতে কথম্ ॥ ২০০।
বিশ্বোদরস্য নৈবেদ্যং তাম্বূলং বা জলং কুতঃ।
শব্দব্রহ্মণি বাদ্যং চ কুতঃ সর্ব্বাত্মনে নতিঃ ॥ ২০১।
বাচামগোচরস্যৈব কুতঃ স্তোত্রং বিধীয়তে।
স্বয়ংপ্রকাশমানস্য কথং নীরাজনং বিভোঃ ॥ ২০২।
এবং নাম পরা পূজা ভাবাভাববিচারতঃ।
একবুদ্ধ্যা সদা কার্য্যা ব্রহ্মণো ব্রহ্মবিত্তমৈঃ ॥ ২০৩।
অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদ্ বৈকল্যাৎ সাধনস্য চ।
যন্ন্যূনং ব্যতিরিক্তং বা কৃপয়া তৎ ক্ষমস্ব মে ॥ ২০৪।

অথ শিবাশীর্ব্বাদঃ।

অথ মৈত্র্যাদিসদ্বাসনয়া রাগাদিদুর্ব্বাসনক্ষয়াৎ, উপক্রমোপসংহারাদিষড়্‌লিঙ্গৈ র্নিগমাগমবেদানামদ্বৈতব্রহ্মণি তাৎপর্য্যাবধারণাৎ, হিরণ্যগর্ভাদিস্থাবরান্তেষু শরীরেষু যদেকচৈতন্যমস্তি তদেবাহমস্মীতি দৃঢ়জ্ঞানাচ্চ সজাতীয়বিজাতীয়স্বগতভেদরহিতসচ্চিদানন্দাপরোক্ষানুভবসিদ্ধি র্ভূয়াৎ। ২০৫।

ওঁ তৎসৎ।

সনৎসুজাতগ্রন্থসম্বন্ধে সন্ন্যাসীদের এবং ভগবদ্‌ভক্তবৃন্দের মতামত।

'খ' পরিশিষ্ট।

(১)

শঙ্করগ্রন্থাবলী-প্রকাশক এবং অদ্বৈতসিদ্ধির টিপ্পণকার পণ্ডিত, যিনি গার্হস্থ্যে 'শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ' নামে পরিচিত এবং ভৈক্ষ্যাশ্রমে যিনি 'চিদ্‌ঘনানন্দপুরী' নাম লইয়া কাশীতে ক্ষেত্রসন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক 'ব্রহ্মসূত্রভাষ্যনির্ণয়'নামক প্রসিদ্ধ বেদান্তগ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তিনি সনৎসুজাত পড়িয়া ১৯৩২ সালের ২৮শে মার্চ তারিখে গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলেন—

'Parsibagan Lane, Calcutta.
28-3-32.

My dear Gurupada Babu,

I have gone through your book—'Sanat Sujatiya'. I cannot find the language to give an expression of my mind. Our language is proud of the book.

Yours sincerely,
Rajendra Nath Ghose'

সন্ন্যাসগ্রহণের পর ১৯৪৪ সালের ২রা মার্চ তারিখে 'ব্যাকরণ-দর্শনের ইতিহাস' পাইয়া কাশী হইতে তিনি পত্র দিয়াছিলেন—

'বিদ্বজ্জনবন্দনীয় ভগবৎপ্রিয় মাননীয় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত গুরুপদ হালদারমহোদয়সমীপে—সশ্রদ্ধনিবেদন—আপনার প্রেরিত প্রীতি-

উপহার পাইলাম। দেখিতেছি, সমুদ্রমন্থন হইয়াছে। এ কার্য্য আপনাতেই সম্ভব। আপনার ন্যায় মহাপ্রাণ যে সমাজে আবির্ভূত হন, সে সমাজের অভ্যুদয় অনিবার্য্য।...

চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী'

(২)

দেওঘরের রামকৃষ্ণ মিশন্‌ বিদ্যাপীঠ হইতে ত্যক্তবিশ্ববিদ্যালয়োপাধিক শ্রীমদ্‌ গম্ভীরানন্দ মহারাজ সনৎসুজাতসম্বন্ধে ১৯৩২ সালের ১৯শে আগষ্ট তারিখে নিম্নলিখিত পত্রখানি গ্রন্থকারকে প্রেরণ করিয়াছিলেন—

'Deoghar (S. P.)
19th August 1932.

Dear Sir,

Please accept our sincerest thanks for the valuable gift of a copy of 'Sanat ।Sujatiya Sastram'. The book is written in a masterly way and is an excellent exposition of the underlying philosophy.

With best wishes and kind regards,

Truly yours
Gambhirananda
Secretary.'

(৩)

'Sri Bharat Dharma Mahamandal

Benaras.

Jagatgung, Benaras (Cantt)

30-8-'32

মহাশয়,

আপনার প্রেরিত 'সনৎসুজাতীয়' বৃহৎসংকলন দেখিয়া শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রধান ব্যবস্থাপক স্বামিজী মহাশয় বিশেষ আনন্দিত হইলেন। আপনি বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আপনার ইচ্ছামত ঐ গ্রন্থ মহামণ্ডল Libraryতে দেওয়া হইয়াছে।

আপনার গুণের পূজারূপে আপনার নাম আমাদের মানদান বিভাগের Registerএ লেখা হইল। সময়মত ঐ বিভাগ হইতে জাতীয় বিদ্যামান দ্বারা আপনার গুণের পূজা করা হইবে।

নিবেদক—

শ্রীকৃষ্ণবামন মুখোপাধ্যায়।'

'বিদ্যামানপত্রম্

শ্রীযুক্ত গুরুপদ হালদার......কালীঘাট, কলকত্তা।

জ্ঞানস্য জননী বিদ্যা।......তত্র যে কেচিৎ শ্রীসরস্বতীদেব্যাঃ কৃপাস্পদীভূতাঃ সংস্কৃতজ্ঞা বিদ্বাংসো বিদ্যোন্নতৌ রতা স্তে সর্ব্বেঽপ্যস্যাঃ স্বজাতীয়বিরাড্‌ধর্ম্মসভায়াঃ প্রেমভাজনানীতি ভবতঃ সংস্কৃতবিদ্যায়া যোগ্যতয়া প্রসন্নেয়ং স্বজাতীয়ধর্ম্মমহাসভা সদ্‌বিদ্যায়াঃ সম্মানবৃদ্ধ্যর্থং ভবন্তং **'বেদান্তভূষণ'**-বিদ্যোপাধিরূপালঙ্কারেণালংকৃত্য পরমং প্রমোদমশ্নুতে।...

অনারেবল্ সর্ মহারাজাধিরাজ
মিথিলাধিপতি কে. সি. আই.
ই., এল. এল্. ডি., ডী. লিট্
ইত্যুপাধিকঃ প্রধানসভাপতিঃ
শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলস্য ।'

শ্রীকাশীধাম্নি
৫তিথৌ শুক্লপক্ষে মাঘমাসে
১৯৯৪বর্ষে বালকৃষ্ণমিশ্র
B. A. L L. B কাব্যতীর্থঃ ।
মন্ত্রী

(৪)

গদাধরাশ্রমের শ্রীযুক্ত স্বামী কমলেশ্বরানন্দ মহারাজ 'সনৎসুজাত' সম্বন্ধে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দীয় ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলেন—

'শ্রীশ্রীদুর্গা শরণম্ ।

গদাধর আশ্রম, ভবানীপুর
২।৯।১৯৩২

অশেষ-শাস্ত্রনিষ্ণাত পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গুরুপদশর্ম্মহালদার-
মহোদয়েষু—

সবিনয়নিবেদনম্,

মহাত্মন্, ভবৎপ্রেরিতং সনৎসুজাতীয়ং শাঙ্করভাষ্যোপেতং সটীকং সানুবাদং চ প্রাপ্য মোদস্য পরং পারং গতোঽস্মি। অনুবাদে টীকায়াং চ ভবতামশেষনৈপুণ্যং বৈদুষ্যং চাবলোক্য মন্যেঽহং ভারতী স্বয়মেব ভবন্তমাশ্রিত্য স্বাত্মানং প্রকাশিতবতী। ভবৎপাদানামেতাদৃশী মহতী প্রচেষ্টা নিখিলদেহভৃতাং পরমনিঃশ্রেয়সায় ভবতীতি মে নিশ্চয়ঃ। ঈদৃশানামধ্যাত্মশাস্ত্রাণাং প্রকাশনেনাধ্যাত্মবিদ্যা পুনরুজ্জীবিতা ভবেৎ। ইতি।

ভবদ্গুণমুগ্ধস্য
শ্রীকমলেশ্বরানন্দস্য ।'

(৫)

সনৎসুজাত পাঠ করিয়া ১৩৩৯ সালের ১৯শে ভাদ্র তারিখে শ্রীমৎ কালিকানন্দ কুলাবধূতমহোদয় নিম্নলিখিত কবিতাময়ী পত্রিকাখানি গ্রন্থকারের নিকট প্রেরণ করেন—

'শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

শশাঙ্কে কলঙ্ক আছে মেঘেতে অশনি।
ভানুতে অসহ্য জ্বালা, পরমাদ গণি॥
'গুরুপদ' নিরাপদ সর্ব্বসুখকর।
জ্ঞানের অমৃতধারা ঝরে নিরন্তর॥
'অবশ্য দাতব্য যদি মূল্যবান্ কিছু—
শাস্ত্রের আদেশ মানি', করিয়া বিচার
যোগ্যপাত্রে করে দান, যত সুধীজন।
'সনৎসুজাতীয় মধ্যাত্মশাস্ত্রম্,'
অপার্থিব মহানিধি, স্থূলকলেবরে
করিয়া প্রচার, আর দানি' অকাতরে,
পাত্রাপাত্র অবিচারে, ওহে ভাগ্যবান্!
লভিলে অমরকীর্ত্তি, বহু পুণ্যফলে।
কালিকা কালিকাভাসে, দিলে পরিচয়
অগাধ পাণ্ডিত্য, ত্যাগ জনকের মত,
ঐশ্বর্য্যের সৌধ-শিরে, থাকি অধিষ্ঠিত।
মুমুক্ষুর প্রাণানন্দ, অমূল্য টীকাটী
অভিহিত করি, আহা, কালিকার নামে
অন্তরের অনুরাগ পুষ্পাঞ্জলি দিয়া
জ্ঞানের সৌরভ মাখি, শ্রেষ্ঠ উপচারে

করিলে উত্তমা পূজা কুলদেবতার
সেবকের নাম, ধর্ম্ম, উজ্জ্বল করিয়া।
জীবন সফল তব করম সফল,
লভিবে অনন্তশান্তি, দেবতাকৃপায়।
লহ প্রেমসম্ভাষণ, বিদ্বান্ সাধক।
কালিকার বরপুত্র, তুমি সুনিশ্চয়।

কালিকানন্দ

(১৯শে ভাদ্র ১৩৩৯)।'

(৬)

পরমহংস রোড্স্থিত শ্রীরামকৃষ্ণমণ্ডপের অকিঞ্চন বিদ্বদ্-ভক্তগণের নিকট হইতে সনৎসুজাতসম্বন্ধে ১৩৩৯ সালের ১৬ই আশ্বিন তারিখে গ্রন্থকার নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রাপ্ত হন—

'শ্রীরামকৃষ্ণমণ্ডপ

পরমহংস রোড্, চেতলা।

শ্রীযুক্ত গুরুপদ হালদার মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

আপনার সম্পাদিত 'সনৎসুজাতীয়মধ্যাত্মশাস্ত্রম্' গ্রন্থখানি শ্রীরামকৃষ্ণমণ্ডপ সমিতির সভ্য-ভক্তবৃন্দ সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। এই অতি বিস্তৃত গ্রন্থখানির যতটুকু আমরা পাঠ করিয়াছি তাহাতে মনে হয় অধ্যাত্মজ্ঞানপিপাসু সুধীবৃন্দের মনোরঞ্জন করিতে আপনি শ্রমব্যয়ে আদৌ কৃপণতা করেন নাই; বলা বাহুল্য, আপনি

সর্ব্বতোভাবে কৃতকার্য্যতা লাভ কবিয়াছেন। 'কালিকা'নাম্নী টীকাখানি আপনার কীর্ত্তিস্তম্ভ। গ্রন্থারম্ভে আপনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—'এতাদৃশং পদার্থবিপ্লবং দৃষ্ট্বা ফল্গুপ্রকাশমিব মূলস্বরূপং বিধায় সম্প্রতিতনপুস্তকেষু স্থিতান্ পাঠাংশ্চ বিশদীকৃত্য গুণোপ-সংহারন্যায়েন শ্রোতৄণাং সুখাববোধনায় সনৎসুজাতীয়ং কথামৃতং ব্যাখ্যায়তে'—ইহা যে কেবল সুষ্ঠু প্রতিজ্ঞামাত্র তাহা কদাপি নহে, আপনি এই প্রতিজ্ঞা আদ্যোপান্ত সুস্থিবা ও পূর্ণাঙ্গী করিয়াছেন। তত্ত্বনিরূপণস্থলে পরিপূর্ণত্ব, নিরুপাধিকত্ব, অবাঙ্‌মনসগোচরত্বাদি-বিচারস্থলে শ্রীমতী কালিকা যে অভিনব লিপিসৌন্দর্য্যের বিকাশ-পূর্ব্বক শুদ্ধাদ্বৈতবাদের সংশুদ্ধি রক্ষা কবিয়াছেন তাহা প্রচুর চিত্তামোদকর ও পরম উপভোগ্য হইয়াছে।

বৈধাবৈধ হিংসা সম্বন্ধে শ্রুতিস্মৃতিতন্ত্রাদি শাস্ত্রের বহুস্থানে বহু প্রসঙ্গ আছে বটে, কিন্তু তাহা এত অল্প ও অস্পষ্ট যে সিদ্ধান্তনিরূপণ স্বল্পধী ব্যক্তিগণের আনুকূল্য করে না। এজন্য এরূপ একটী প্রয়োজনীয় বিষয় স্তূপীকৃত অন্ধকারে আবৃত রহিয়াছে। বাচস্পতি মিশ্র সাংখ্যকারিকাব্যাখ্যানে ভগবান্ পঞ্চশিখাচার্য্যের বচনাদি উদ্ধৃত করিয়া উক্ত অন্ধকারাপসারণে কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্য হইয়াছেন বটে, কিন্তু এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২২ শ্লোকোক্ত 'প্রাণিপীড়নম্ ...দম' শব্দের ব্যাখ্যায় এতদ্‌বিষয়ক অজ্ঞানতমোধ্বংসের জন্য আপনি যে বিপুল আয়াস স্বীকার করিয়াছেন তাহা সত্যই সার্থক হইয়াছে। শ্রুতিস্মৃতি প্রভৃতি নানা স্থান হইতে ভূরি ভূরি প্রমাণ সংগ্রহপূর্ব্বক পূর্ব্বোত্তর পক্ষ স্থির করিয়া যুক্তি-সোপানাবলী-সহকারে যেরূপ সুকৌশলে আপনি সিদ্ধান্ত-শিখরে আরোহণ করিয়াছেন তাহা অতি সুন্দর ও কৃতিত্বের পরিচায়ক। টীকার এই স্থানটীর প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ বাঙ্গালার গৃহে গৃহে প্রচারিত হওয়া উচিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৪২ শ্লোকের আচার্য্যকৃত ভাষ্যস্থ "...বেত্যাং প্রপঞ্চং বেদ'—এই অংশের পার্শ্বেই আপনার কালিকোক্ত "এবং-বিধা বেদবিদো যে বেদানাং পাঠং শব্দবোধমর্থং চ বিদন্তি তে বেদ-ভারভরাক্রান্তা স্তং বেদহৃদয়ং পরমার্থং ন বিদুঃ" ইত্যাদি পাঠ করিয়া বুঝিলাম প্রাঞ্জলতা-বিধানের জন্য উপযুক্ত শব্দব্যবহারে আপনি সিদ্ধহস্ত।

তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় আপনি গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক গুরুগম্ভীর বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। দ্বাদশটী দিব্যগুরু সম্বন্ধে আরও প্রাঞ্জল ও প্রচুর কথা শুনিবার আকাঙ্ক্ষা থাকিল। আশা করি পরবর্ত্তী সংস্করণ প্রকাশকালে আপনি এ কথা মনে রাখিবেন।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে আপনি যে শ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছেন তাহা সার্থক হইয়াছে। আপনি স্বয়ং শাস্ত্রজ্ঞ, আপনার পুত্রগণও কৃতী, মহামায়ার কৃপায় আপনি পালিত ও সংবর্দ্ধিত—এ অবস্থায় আপনার নিকট হইতে আমরা ভূরিদানের প্রত্যাশা করি। শ্রীমহাদেবীর চরণচন্দ্রাতপাশ্রয়ে স্থানলাভ করিয়া চরণারবিন্দগলিত সুধা সহস্রধারায় অনন্তকাল ব্যাপিয়া অভিষিক্ত হইতে থাকুন। আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। ইতি তাং ১৬ই আশ্বিন ১৩৩৯।

ভবদীয়—

অকিঞ্চন ও ভক্তগণ।'

(৭)

প্রাচীন মায়াপুরের আর্য্যর্ষিকুল শ্রীসাধু-আশ্রম হইতে সন্ন্যাসী মহারাজ শ্রীযুক্ত ব্রহ্মর্ষিকৃষ্ণ স্বামী সনৎসুজাত পড়িয়া ১৩৪০ সালের ৪ঠা অগ্রহায়ণ তারিখে গ্রন্থকারকে নিম্নলিখিত পত্র দিয়াছেন—

'মহাত্মন্,

আপনার 'কালিকা' আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যকে বিশেষভাবে বিশদ করিয়া দিয়াছে এবং কালিকাভাস থাকায় সংস্কৃতানভিজ্ঞ সাধক-দিগের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এই গ্রন্থের টীকা করিতে গিয়া আপনি যে ভাবে নিরপেক্ষ বিচার করিয়াছেন ও সত্য উদ্ঘাটনে যত্নপর হইয়াছেন তাহাতে আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়া পারা যায় না। যদিও আপনার সিদ্ধান্তসকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ উল্লঙ্ঘন করে নাই, তথাপি উহা অনেকস্থলে আপনার নিজস্ব যুক্তির উপর অনেকটা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রথম দৃষ্টিতে যেন অভিনবতত্ত্ব বলিয়া মনে হয়, কিন্তু একটু ডুবিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, আপনার অমোঘ দৃষ্টি ধর্ম্মের বিভিন্ন বিভাগের ও বিভিন্ন ধারায় অন্তর্নিহিত সত্যকে ধরিতে পারিয়াছে এবং তাহাই আপনি লোকহিতের জন্য প্রকাশ করিয়াছেন। আপনার হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করার জন্য আপনি নিজেকে শুধু প্রাচীন ব্যাখ্যাপদ্ধতিতেই নিবদ্ধ রাখেন নাই; আপনি অধুনাতন জড়বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ও খগোলবিদ্যাদি সমস্ত আলোড়ন করিয়া প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত যথেষ্ট সংগ্রহ করিয়াছেন যাহাতে বিষয়টী নব্যশিক্ষিতদের পক্ষে সুখবোধ্য হয় ও তাঁহাদের চিত্ত ইহাতে অধিকতর আকৃষ্ট হইতে পারে।

আপনার টীকা টিপ্পণ শুধু পড়া-বিদ্যার পরিচায়ক নহে। ইহার পিছনে সিদ্ধ পুরুষের বিশেষ কৃপা ও আপনার সাধনালব্ধ জ্ঞানের অশেষ পরিচয় পাওয়া যায়, কারণ তাহা না থাকিলে বিবদমান

মতসমূহের এমন সুন্দর সামঞ্জস্যবিধান ও সেই সব বিষয়ে নির্ভীক মত প্রকাশ সম্ভব হয় না।...

আপনার পত্রে যথেষ্ট বিনয়ের পরিচয় পাইয়াছি। আমি সন্ন্যাসী আর আপনি গৃহী, তাই আমাকে অনেক বাড়াইয়াছেন। আশা করি জগদম্বার কৃপায় কুশলে আছেন। ইতি বিনীত—

ব্রহ্মর্ষি কৃষ্ণ।'

(৮)

বৃন্দাবনস্থিত কাত্যায়নী-পীঠ হইতে স্বামী নারায়ণ তীর্থ ১৩৪০ সালের ২৭শে অগ্রহায়ণ তারিখে সনৎসুজাতসম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

'কাত্যায়নী-পীঠ

বৃন্দাবন, ২৭শে অগ্রহায়ণ ৪০

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনি একখানি সনৎসুজাত আমাকে দিয়াছিলেন। আমি তাহা পাঠ করিয়া আনন্দানুভব করিতেছি।

আশীর্ব্বাদক—

স্বামী নারায়ণ তীর্থ।'

সনৎসুজাতসম্বন্ধে বিদ্বন্মণ্ডলীর পত্র।

ভবানীপুরস্থিত ভাগবত-চতুষ্পাঠীর পরমাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণসাংখ্যতীর্থ মহোদয় সনৎসুজাতীয় পাঠ করিয়া ১৩৩৯ সালের ২রা ভাদ্র তারিখে গ্রন্থকারকে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করেন—

(৯)

'শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ
(মহামহোপাধ্যায়)।
'সদ্বিদ্যাপারাবারপারীণ শ্রীযুক্তগুরুপদ হালদার বিদ্যাবিনোদ
মহোদয় সমীপে—

মহাশয়,

আপনার প্রেরিত কালিকাদি টীকা সহকৃত শাঙ্করভাষ্যো-পেত সনৎসুজাতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র...পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ প্রচার যে কিরূপ শ্রমসাধ্য তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহ বুঝিতে পারে না।

আপনি এই গ্রন্থের ব্যাখ্যাতে যেরূপ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং উদ্ধৃত প্রমাণগুলির আকর ও গ্রন্থের নাম সন্নিবেশিত করিয়া জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিবর্গের যেরূপ উপকার করিয়াছেন, অধিকন্তু গ্রন্থকার ও পণ্ডিতগণের দুর্ল্লভ জীবনচরিতসংগ্রহপূর্ব্বক ইহাতে সংযোজিত করিয়া যে অভাব অপনয়ন করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়া পারিলাম না।

ভগবান্ আপনাকে বিদ্যা বুদ্ধি শক্তি সামর্থ্য ও সৎপ্রবৃত্তি যথেষ্ট দিয়াছেন। আশা করি, আপনার যত্নে এরূপ আরও দুর্ল্লভ গ্রন্থের প্রচার দেখিতে পাইব। কিমধিকমিতি

শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ
২১এ, গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর
কলিকাতা ২।৫।১৩৩৯'

(১০)

মহাভারতের বঙ্গানুবাদকৃৎ প্রাতঃস্মরণীয় ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের পণ্ডিতপুত্র বিজয়চন্দ্র সিংহমহোদয় সনৎসুজাত পাইয়া ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট তারিখে গ্রন্থকারকে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করেন—

'১৪৭নং বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট

২০।৮.৩২

প্রণামপুরঃসরনিবেদনমিদম্—

আপনি অনুগ্রহ করিয়া আপনার প্রণীত 'সনৎসুজাতীয়মধ্যাত্ম-শাস্ত্রম্' নামক যে অমূল্য গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন তাহা পাইয়া যার পর নাই কৃতার্থ হইলাম। সদাসর্ব্বদাই আমার মনে হয়, মহাভারতে সনৎসুজাতপর্বাধ্যায় মহৎ সারবান্ ও বিশিষ্ট অংশ। আপনি তাহার বিস্তৃত ভাষ্য ও ব্যাখ্যাদি প্রকাশ করিয়া জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তির যে কি উপকার করিলেন তাহা বর্ণনা করা যায় না।

প্রণত—

শ্রীবিজয়চন্দ্র সিংহ।'

(১১)

ত্যক্ত-'মহামহোপাধ্যায়'মানলাঞ্ছন পণ্ডিতপ্রবর পদ্মনাথ দেব-শর্ম্মভট্টাচার্য্যমহোদয় 'সনৎসুজাতীয়' পড়িয়া ১৩৩৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই ভাদ্র তারিখে কাশীস্থ অগস্ত্যকুণ্ড হইতে গ্রন্থকারকে এই পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন—

'১৫২A, অগস্ত্যকুণ্ড কাশীধাম,
১৩৩৯।৭ই ভাদ্র

বিনীতনমস্কারনিবেদনং চ—

'সনৎসুজাতীয়'...নামক প্রকাণ্ড গ্রন্থখানি উপহারস্বরূপ পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। আমার সাদর নমস্কৃতি এবং অগণ্য ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন। আপনি এই গ্রন্থপ্রকাশে মহান্ অধ্যবসায় এবং অগাধ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। নানা অবান্তর বিষয়ের অবতারণা দ্বারা ইহার উপাদেয়তা বর্দ্ধিত হইয়াছে। আবার এই অমূল্য গ্রন্থখানি বিনামূল্যে প্রচারব্যবস্থা করিয়া যথেষ্ট শৌণ্ডতাও দেখাইয়াছেন। শ্রীশ্রীজগন্মাতা আপনাব সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল বিধান করুন।

বিনয়াবনত—
শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মণঃ'

(১২)

১৩৩৯ সালের ৮ই ভাদ্র তারিখে কাশীস্থিত মানসরোবর হইতে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ শর্ম্মমহোদয় সনৎসুজাতসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

'৺কাশীধাম
৮০নং মান সরোবর।
৮ই ভাদ্র, ১৩৩৯ সাল।

শ্রদ্ধাস্পদ মহাশয়,

আপনার 'সনৎসুজাতীয়মধ্যাত্মশাস্ত্রম্' প্রাপ্ত হইয়া অনুগৃহীত হইয়াছি এবং পাঠে সমধিক পরিতৃপ্ত হইয়াছি। টীকা, অনুবাদ

প্রভৃতি সকলই তৃপ্তিকর হইয়াছে। এই সুবৃহৎ গ্রন্থরত্ন প্রকাশ করিয়া আপনি বিশ্বাসী হিন্দুদিগের পরম হিতসাধন করিয়াছেন। আপনার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে। ৺বিশ্বনাথের নিকট প্রার্থনা করি আপনি সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া এইরূপ সদনুষ্ঠানে হিন্দুধর্ম্মের উপকার সাধন করুন। আপনার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল প্রার্থনীয়। ইতি—

ভবদীয়—

শ্রীঅন্নদাচরণ শর্ম্মা।

(১৩)

কাশীবাসকালে ভারতীয়পণ্ডিতাগ্রণী সর্ব্বজনবরেণ্য ত্যক্ত 'মহামহোপাধ্যায়'লাঞ্ছন সকলদর্শনাচার্য্য ভট্টপল্লীনিবাসী পঞ্চানন তর্করত্নমহোদয় সনৎসুজাতীয় গ্রন্থ পাইয়া ১৩৩৯ সালের ১০ই ভাদ্র তারিখে নিম্নলিখিত পত্রখানির দ্বারা গ্রন্থকারকে "সরস্বতী" উপাধিতে ভূষিত করেন।

৺স্বস্তি শ্রীপঞ্চানন দেবশর্ম্মণঃ

পরমশুভাশীর্ব্বাদপূর্ব্বকবিজ্ঞাপনমেতৎ—

ভায়া, কয়েকদিন পূর্ব্বে শ্রীমৎ-প্রেরিত উপহার ভাষ্যাদিসহ 'সনৎসুজাতীয়' উপদেশপূর্ণ মহাগ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত এবং অংশতঃ পাঠ করিয়া সুতৃপ্ত হইলাম। ভায়া যে এত বড় পণ্ডিত তাহা আমি ইতঃপূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। সংস্কৃতজ্ঞান আছে, বিচারশক্তি আছে, বুদ্ধিমত্তা আছে—ইহা জানিতাম; কিন্তু 'অস্ত তু কিমপি রহস্যং কেচন বিজ্ঞাতুমীশতে সুধিয়ঃ' এই যে কেচন, ইহার

মধ্যে আপনি যে সুগণনীয় তাহা কালিকা ও কালিকাভাস পরিচয়ে সম্যগ্ অবগত হইলাম। ভায়া 'পুত্রাদেকাং পরাজয়ম্' আছে, এই পুত্রশব্দ পৌত্র ও দৌহিত্রেরও উপলক্ষক, তাই শ্রীমানের নিকট হইতে পরাজিত হইবার ইচ্ছায় আনন্দলাভ করিতেছি। এই যে ভায়ার আনন্দদান তাহার কিঞ্চিৎ প্রতিদান না করিলে আমার কর্ত্তব্যে ত্রুটি হয়। তাই নিম্নলিখিত প্রশস্তি ও উপাধিপত্র শ্রীমৎকরপল্লবে সমর্পণ করিলাম।

আর্য্যানার্য্যনিবন্ধসংহিতগতিজ্ঞানামৃতোদ্ভাসিতঃ
পুণ্যস্তীর্থপদক্রমোদয়রুচিঃ স্নিগ্ধপ্রশান্তাকৃতিঃ।
অস্মদ্দত্ত'সরস্বতী'ত্যুপপদঃ সারস্বতপ্রীতিকৃদ্-
ধালদারান্বয়চন্দ্রমা গুরুপদঃ শর্ম্মা চিরং জীবতাৎ॥

...ভায়া, কিছু না পড়িয়া কেবল প্রাপ্তিস্বীকারে আমি তৃপ্ত হইতে পারিলাম না, তাই কিঞ্চিৎ বিলম্বে এই পত্র দিলাম। সদারাপত্য চিরজীবী হও। আমি এখানে একপ্রকার আছি।

ইতি তাং ১০ই ভাদ্র ১৩৩৯।'

পরে আবার লিখিয়াছিলেন—

'শ্রীমংস্তদীয়তনয়াঃ শশিসূর্য্যবহ্নি-
সাম্যং সমেত্য ভবদীয়পদাঙ্কপূতাঃ।
জীবন্তু দীর্ঘমিহ দুগ্র্গহদোষরাশি-
ধ্বান্তাপনোদনপটুপ্রতিভাময়ূখাঃ॥

তর্করত্নোপাধিকশ্রীপঞ্চাননদেবশর্ম্মণঃ।'

(১৪)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব মাননীয় ভাইস্‌চান্‌সেলর শ্রীযুক্ত সার্ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সূরিরত্ন বিদ্যারত্নাকর কে. টি., সি. আই. ই., এম. এ, এল্. এল্. ডি মহোদয় তদীয় বন্ধু এবং গ্রন্থকারের সুপরিচিত রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে সনৎসুজাত গ্রন্থ লইয়া পাঠ করেন। পাঠকালে গ্রন্থস্থ স্ফোটবাদসম্বন্ধে তাঁহার নানাবিধ সন্দেহ উপস্থিত হয়। সেই সকল সন্দেহের নিরাস করিবার জন্য রায়বাহাদুরকে সঙ্গে লইয়া সর্ব্বাধিকারিমহোদয় গ্রন্থকারের বাটীতে আগমন করেন। গ্রন্থকার বিশদভাবে স্ফোটশক্তি বুঝাইয়া দিলে এবং তদনন্তর পরস্পর নানাবিধ শাস্ত্রালাপ করিলে তিনি পরমসন্তোষসহকারে প্রত্যাগমন করেন। পরে গ্রন্থকার একখণ্ড সনৎসুজাত গ্রন্থ তাঁহাকে উপহার পাঠাইলে তিনি ১৯৩১ সালের ২৭শে আগষ্ট তারিখে নিম্নলিখিত পত্রখানি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শীল মহোদয়ের হস্তে দিয়া প্রেরণ করেন।

'Sri Deva Prosad Sarvadhikari

6, Old Post office Street.
Cal—27th Aug. 1931.

Dear Sir,

I am deeply grateful to you for kindly presenting me with your comprehensive edition of Sanat Sujatiyam Adhyatmasastram. I shall look forward with interest to your further publications.

We have just started a new Indian Research Institute, one of the objects of which is to publish works of this kind. I shall be glad if, with your scholarship and resources, you will please help us. Kindly communicate with our Secretary Mr. S. C. Sil and oblige.

Yours Sincerely
D. Sarvadhikari.'

ইহার অনেক পরে একদিন রায় বাহাদুর আসিয়া বলেন যে, দেবপ্রসাদ বাবুর সনৎসুজাতখানি তাঁহার এক বন্ধু লইয়া যাওয়ায় হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য তিনি স্বয়ং একখণ্ড এবং তাঁহার গীতাসভার জন্য একখণ্ড চাহিয়াছেন। গ্রন্থকার রায় বাহাদুরের হস্তে দুইখণ্ড বাংলা এবং একখণ্ড হিন্দী সনৎসুজাত প্রদান করেন। ঐ তিনখানি গ্রন্থ পাইয়া সর্ব্বাধিকারিমহোদয় গ্রন্থকারকে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করেন—

'Sri Deva Prosad Sarvadhikari,

20 Suri Lane, Calcutta.
1st June, 1934.

Dear Mr. Halder,

Through the good offices of my friend and fellow-student Rai Bahadur Kalikrishna Mukherjee I have been fortunate enough to receive two copies of your excellent 'সনৎসুজাতীয়মধ্যাত্মশাস্ত্রম্', one for my self and one for the 'Gitasabha' of which I am the President. I have also received a Hindi edition. Pray accept my sincere thanks for copies of this excellent work.

Yours truly,
D. Sarvadhikari,

To

Gurupada Halder.
47, Halderpara Road,
Kalighat',

(১৫)

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্ম মুখোপাধ্যায় ১৩৩৯ সালের ১২ই ভাদ্র তারিখে গ্রন্থকারের নিকট একখানি শ্রদ্ধাপত্র পাঠান—

'সনৎসুজাতীয়াধ্যাত্মশাস্ত্রস্য কালিকা-কালিকাভাসাদিকৃদক্লিষ্ট-কর্ম্মিধর্ম্মপ্রাণশ্রীযুক্তগুরুপদশর্ম্মহালদারমহোদয়ায় শ্রদ্ধোপহারঃ—

উন্মার্গমার্গে ত্বরমাণনাশে
উদভ্রান্তবুদ্ধৌ নন্থ বঙ্গদেশে।
অধ্যাত্মশাস্ত্রে কৃতসুষ্ঠুবোধো
ধন্যো গুরু র্নাম মনীষিবর্য্যঃ॥

ক্বাসৌ প্রোজ্ঝিতকৈতবো মুহুরহো ধর্ম্মঃ শিবানাং শিবঃ
ক্বাপি স্বার্থপরাঽবরা হৃতধিয়ো বঙ্গেষু সান্দ্রা নরাঃ।
চেষ্টা যস্য দৃঢ়া স্থিরা প্রণয়নে তত্ত্বস্য টীকা শুভা
ধন্যোঽসৌ গুরুগৌরবো গুরুপদো হাল্‌দারবংশোজ্জ্বলঃ॥

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্ম মুখোপাধ্যায়স্য। ১২।৫।৩৯।'

(১৬)

শ্রীরামপুর রোড্ হইতে পণ্ডিতপ্রবর উকিল শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ সুরমহোদয় সনৎসুজাত পড়িয়া ১৯৩২ সালের ২৯শে আগষ্ট তারিখে গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলেন—

'অসংখ্যপ্রণামান্তে নিবেদন—

......সনৎসুজাত একখণ্ড শিরোধারণপূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়াছি। ......মূল ও ভাষ্যের উল্লেখ করিব না, পরন্তু কালিকা, কালিকাভাস ও তদধিক পরিশিষ্টগুলি কি প্রাঞ্জল, কি উপাদেয়, কি উপদেশপূর্ণ, কি অবসাদবিহীন? শাস্ত্রের অতি নিগূঢ় তত্ত্বসমুদায় মহাশয়ের লেখনীমুখে দিবালোকের ন্যায় উদ্‌ভাসিত। এক একটী ব্যাখ্যান যেন এক একটী রত্নদীপ, এক এক দিকের অন্ধকার নাশ করিতেছে।

স্ফোটশব্দের ব্যাখ্যাপাঠে ইচ্ছা হয় যাহা শিখিয়াছি সমস্ত ভুলিয়া গিয়া ব্যাখ্যাকারীর পাদপদ্মসমীপে বসিয়া 'অ আ' পাঠ অভ্যাস করি। কি কৌশলেই না মহাশয় পাঠককে 'শোণো ধাবতি' 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' প্রভৃতি জহদজহৎস্বার্থলক্ষণাদির রাশি রাশি ঘূর্ণীপাক হইতে উদ্ধার করিয়া ও নানামতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মহাবাক্যার্থ নির্ণয় করিয়াছেন।......

যিনি নিখিল শাস্ত্রসমুদ্র মন্থনপূর্ব্বক এই...অমৃত উদ্ধারপূর্ব্বক তাঁহার দেশবাসীকে দিয়াছেন, তিনি অতিমানব...আমি তাঁহার... চরণে প্রণাম করি...।

২৯।৮।১৯৩২ ইঃ। ডিহি শ্রীরামপুর রোড। আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ সুর।'

(১৭)

হাইকোর্টের উকীল এবং 'ল'কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন M.A., B.L. মহোদয় সনৎসুজাতসম্বন্ধে ১৯৩২ সালের ৩০শে আগষ্ট তারিখে গ্রন্থকারকে লিখিয়াছেন—

'12, Preonath Mullick Rd.
Bhowanipur, 30-8-32.

My dear Gurupada,

Many thanks for the splendid work (Sanat Sujatiya) that you have been kind enough to present to your old professor. I am delighted to find that you have taken up such serious religious and philosophical work.

I find many of my philosophical problems solved by my worthy pupil.

Yours sincerely,
Ramesh Ch. Sen,
Advocate.'

(১৮)

তত্ত্ববোধিনীনামক মাসিকপত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক ঐ পত্রিকার ১৩৩৯ সালের ভাদ্রসংখ্যায় সনৎসুজাতীয় সমালোচিত হয়—

'সনৎসুজাতীয়মধ্যাত্মশাস্ত্রম্।

কালীঘাটনিবাসী শ্রীযুক্ত গুরুপদ হালদার প্রণীত। ৪৭নং হালদারপাড়া রোড হইতে শ্রীভারতীবিকাশ হালদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত; ডিমাই আট পেজী, ৮১০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত; মূল্য দেওয়া নাই।

এই গ্রন্থখানি মহাভারতের অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ সনৎসুজাতীয় পর্ব্বের ভিত্তিতে বিরচিত। সর্ব্বসমেত গ্রন্থখানি ৮১০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।…গ্রন্থখানি মোক্ষপথের অনুসন্ধিৎসুদিগের খুবই উপকারে আসিবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। গ্রন্থকার এই গ্রন্থখানি, শুনিয়াছি, বিতরণার্থে প্রকাশ করিয়াছেন। তদ্‌বিষয়ে তাঁহার বিপুল অর্থব্যয় নিশ্চয় সার্থক হইয়াছে। তিনি বঙ্গভাষায় অতুলনীয় কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন। এই গ্রন্থে মহাভারতের মূল শ্লোক, শাঙ্করভাষ্য, গ্রন্থকারকৃত কালিকানাম্নী টীকা, মূলের বঙ্গানুবাদ, বঙ্গভাষায় কালিকাভাস নামক বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয় খণ্ডে একটী সুবৃহৎ পরিশিষ্ট সংযোজিত হইয়াছে। এই পরিশিষ্টে পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা, প্রমাণের সূচী, কতিপয় শাস্ত্রকারের জীবনবৃত্তান্ত এবং শাস্ত্রকারদিগের কালের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই সকল দেখিলেই বোঝা যায় যে, গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থে কিরূপ অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থখানি পাঠ করিবার কালে যত রকমে পাঠকদের বুঝিবার সুবিধা হইতে পারে, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতে তিনি বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। এই বৃহৎ অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা বিশদরূপে প্রকাশ পাইতেছে।’

(১৯)

কলিকাতার পটুয়াটোলা লেনস্থিত সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক পণ্ডিত রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত গোবিনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরত্ন মহোদয় সনৎসুজাত পাইয়া গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলেন—

পরম প্রীতিভাজনেষু—

মহাশয়, আপনার…'সনৎসুজাতীয়মধ্যাত্মশাস্ত্র'…প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে ও আগ্রহে শিরোধার্য্য করিলাম। অধ্যাত্মশাস্ত্রপ্রকাশে আপনার এরূপ আন্তরিক উৎসাহ ভগবানের কৃপা…

আপনার গুণমুগ্ধ
শ্রীগোবিনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।'

(২০)

Tagore Park হইতে R. M. Tagore মহোদয় সনৎসুজাত-সম্বন্ধে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দীয় ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলেন—

'Tagore Park, Alipur.
1st Sept. 32.

Dear Mr. Halder,

Thanks very much for the book……, I am sure, it is a learned exposition of a portion of our Sastras ……I congratulate you……

Yours sincerely
R. M. Tagore.

Pandit Gurupada Halder.'

(২১)

ময়মনসিংস্থিত গৌরীপুর হইতে সুপ্রসিদ্ধ প্রাজ্ঞ জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী বাহাদুর মহোদয় সনৎসুজাতীয়-মধ্যাত্মশাস্ত্রম্ পড়িয়া ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে গ্রন্থকারকে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করেন—

'Gouripur,
(Mymensingh)
The 3rd Sept. 1932,

সবিনয়নমস্কারনিবেদনমেতৎ—

...ভবৎপ্রেরিত 'সনৎসুজাতীয়মধ্যাত্মশাস্ত্রম্'নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। স্বকৃত টীকা, অনুবাদ এবং সর্ব্বোপরি প্রাণপাত পরিশ্রমে জ্ঞানসমুদ্রমন্থনপূর্ব্বক বিবিধ মহামূল্য রত্নরাজি আহরণ ও তদ্দ্বারা গ্রন্থখানিকে আপনি যেরূপ সুসজ্জিত ও সমৃদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে ..এই অধঃপতনের যুগে প্রাণে আশার নবপ্রেরণা আনয়ন করে। সনাতনধর্ম্মাবলম্বি-মাত্রেই যে আপনার এই গ্রন্থপাঠে পরম উপকৃত হইবেন তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

নিবেদক
শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর দেবশর্ম্মণঃ
(রায়চৌধুরী)।'

(২২)

১৩৩৯ সালের ১৯শে ভাদ্র কলিকাতানিবাসী বিদ্বদ্‌বরেণ্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ লাহা M.A., PH. D., P.R.S. মহোদয় 'সনৎসুজাতীয়মধ্যাত্মশাস্ত্রম্' পড়িয়া গ্রন্থকারকে লিখিয়াছেন—

'96, Amherst Street.
Calcutta,
১৯শে ভাদ্র, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত গুরুপদ হালদারমহাশয়সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন এই,

'কালিকা'টীকাসমেত আপনার সনৎসুজাতীয় পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। শাঙ্করভাষ্যের সহিত সরল সংস্কৃত টীকা ও বিশদ বাঙ্গালা ব্যাখ্যা যোগ করিয়া আপনি এই প্রসিদ্ধ অধ্যাত্মশাস্ত্র-খানিকে সাধারণের উপযোগী করিয়াছেন। সাড়ে আটশত পৃষ্ঠব্যাপী পরিশিষ্ট দ্বারা গ্রন্থের উপাদেয়তা সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রত্যেক দার্শনিক গ্রন্থে এইরূপ পরিশিষ্ট সংযোজিত হইলে পারিভাষিক শব্দের কঠিনতা দূর হইবে ও ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র সকলের বোধগম্য হইবে। এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থখানিতে পদে পদে আপনার ঐকান্তিক যত্ন ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। নিবেদন ইতি—

ভবদীয়
শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা।'

(২৩)

বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরির কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দীয় ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে গ্রন্থকার নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রাপ্ত হন—

'The Bagbazar Reading Libary,
28/1, Raja Rajballav Street.
Calcutta. 4. 9. 1932

To Babu Gurupada Halder.

Dear Sir,

On behalf of the Committee ... of the Bagbazar Reading Library, I beg to convey to you its sincere thanks for the valuable present of a copy of 'সনৎসুজাতীয়মধ্যাত্মশাস্ত্রম্', a very learned and scholarly edition of an old shastric lore specially representing Vedantic culture. Such a book is very rare indeed and there are very few exponents now-a-days who will dare to undertake such a stupendous task and move on a path so seldom trodden. Such an erudite edition of a valuable book like the present volume will surely enrich our Upanishadic literature and will be a valuable acquisition to any library in the world.

Faithfully yours,
Kiran Chandra Dutta.
Honorary Secretary.'

(২৪)

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত M.A., B.L., P. R. S. মহোদয় 'সনৎসুজাতীয়মধ্যাত্মশাস্ত্রম্' সম্বন্ধে ১৯৩২ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে গ্রন্থকারকে লিখিয়াছেন—

'Hirendra Nath Datta.
Solicitor.

Temple Chambers.
6, Old Post Office St.
Calcutta, 5th Sept. 1932.

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

শ্রীযুক্ত গুরুপদ হালদার মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয়নিবেদন—

আপনার সম্পাদিত শাঙ্করভাষ্যোপেত ও টীকাসংবলিত সনৎ-সুজাতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র উপহার পাইয়াছি। তজ্জন্য আমার সবিশেষ কৃতজ্ঞতা জানিবেন।

গ্রন্থসম্পাদনে আপনি অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন এবং পরিশিষ্টসংকলনে অনেক জ্ঞাতব্যবিষয় নিবদ্ধ করিয়াছেন। সেজন্য আপনি শাস্ত্রানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।...

অনুগত

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।'

(২৫)

The Scottish Church College-এর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার দাস মহোদয়ের ৫।৯।৩২ তারিখের পত্র পাইয়া গ্রন্থকার তাঁহাকে একখণ্ড সনৎসুজাত পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সুধীর বাবুর পত্রখানির নকল নিম্নে প্রদত্ত হইল।

'The Scottish Church College.
Cornwallis St.
Calcutta, 5. 9. 1932.

শ্রদ্ধাভাজনেষু,—

সবিনয়নিবেদন এই যে ডাক্তার শ্রীযুত রামানুজ চক্রবর্ত্তীর নিকট আপনার প্রণীত কালিকা-কালিকাভাসাখ্যটীকাদিসমেত...

'সনৎসুজাতীয়মধ্যাত্মশাস্ত্রম্' দেখিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিলাম। গ্রন্থসম্পাদনে ও টীকাদিপ্রণয়নে আপনি অশেষ শাস্ত্রানুরাগ, পাণ্ডিত্য ও পরিশ্রমের পরিচয় দিয়াছেন। বিশেষতঃ পরিশিষ্টের 'প্রমাণ-সূচী'ত অপূর্ব্ব সংগ্রহ হইয়াছে। ইহা আপনার প্রবল অধ্যবসায়ের নিদর্শন।

আমি একখণ্ড কিনিতে ইচ্ছা করায় শ্রীযুক্ত রামানুজ বাবু বলিলেন, গ্রন্থখানি বিতরণ করা হইতেছে, জানি না ইহা সত্য কি না। যাহাই হউক, মূল্য দিয়াও আমার একখণ্ড পুস্তক পাওয়া আবশ্যক। কি ভাবে পাইতে পারি, অনুগ্রহপূর্ব্বক পত্রোত্তরে জানাইলে বিশেষ সুখী হইব। ইতি

বিনয়াবনত

শ্রীসুধীর কুমার দাস।'

(২৬)

ভবানীপুরবাস্তব্য পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্তবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় M. A. মহোদয় সনৎসুজাতসম্বন্ধে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলেন—

'১৫২নং হরিশ মুখর্জ্জি রোড, ভবানীপুর।

৫।৯।১৯৩২

সবিনয়নমস্কারনিবেদন—

আপনার প্রকাশিত 'সনৎসুজাতীয়মধ্যাত্মশাস্ত্রম্' পুস্তকখানি পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। আপনার এই পুস্তকখানির

কথা আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম। ইহা দেখিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল। পিতাঠাকুরমহাশয়ও এ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিতে-ছিলেন। এক্ষণে আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিবার সুযোগ পাইলাম। যতদূর দেখিতেছি, আপনি ইহাতে বহু মূল্যবান্ তথ্য সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহা আপনার সুমহৎকীর্ত্তিরূপে বিরাজিত থাকিবে। ইতি—

গুণানুরক্ত

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।'

(২৭)

ঢাকাস্থিত আর্ম্মানিটোলার সারস্বতচতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ শর্ম্মা মহাশয় ১৩৩৯ সালের ২৩শে ভাদ্র তারিখে সনৎসুজাতীয় পাইয়া গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলেন—

'সারস্বতচতুষ্পাঠী, আর্মানিটোলা।

ঢাকা, ২৩।৫।৩৯।

মহাশয়,

...আপনার সনৎসুজাতীয়গ্রন্থের·········প্রাপ্তিস্বীকারপূর্ব্বক আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।···আপনার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া পুলকিত হইতেছি। বিগত পৌষমাসে...পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের বাসায় অবস্থানসময়ে তৎসহ আপনার অট্টালিকার বহিরংশে বিবিধ আত্মজ্ঞানোপযোগিমহামূল্য বাক্যাবলী জ্ঞাত হইয়া ও তাহা আপনার বিরচিত...জানিয়া আপনার প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা সঞ্চিত হইয়াছিল, আজ আপনার

গ্রন্থপাঠে তাহা সুদৃঢ় হইল। উক্তগ্রন্থদ্বারা যেমন মাদৃশ সংসার-তাপদগ্ধ ব্যক্তির চিত্তে শান্তিধারা প্রবাহিত হইবে, তেমনি বহুতর আবশ্যকীয় তথ্যপূর্ণ পরিশিষ্টাংশদ্বারা বহির্বিষয়েও অসাধারণ জ্ঞান জন্মিবে—সন্দেহ নাই। আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি জগতের অলৌকিক কল্যাণ সাধন করিলেন। এই ঘোর কলিকালেও আত্মজিজ্ঞাসুর একেবারে লোপ হয় নাই। যাঁহারা তাদৃশ আছেন তাঁহাদের পরমাদরের বস্তু আপনার গ্রন্থ।...

নিঃ

শ্রীজীবনকৃষ্ণ শর্ম্মণঃ।'

(২৮)

হাওড়া শিবপুর হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী হালদার M. A. মহোদয় 'সনৎসুজাত' পাইয়া ২৯।৫।১৩৩৯ তারিখে লিখিয়াছিলেন—

নমস্কারপূর্ব্বকনিবেদনমিদম্—

মহাশয়, আপনার প্রেরিত সনৎসুজাত অধ্যাত্মশাস্ত্র পাইয়া অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলাম। আপনার সহিত সাক্ষাৎ আলাপ করিবার সৌভাগ্য না ঘটিলেও আপনার ধর্ম্মপ্রাণতা ও পাণ্ডিত্য বহুদিন হইতে শ্রুত আছি। এক্ষণে তাহার নিদর্শনস্বরূপ এই গ্রন্থখানি পাইলাম। আপনি যে অসাধারণ পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে এই গ্রন্থটী সাধারণের উপভোগ্য করিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত। অমূল্যখনির ন্যায় পরিশিষ্টগুলি······সুখসেব্য······হইয়াছে। ইহা একটী নূতনধারার সৃষ্টি করিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত

হইয়া আপনি প্রাচীন পন্থার সহিত নূতন পদ্ধতির সন্নিবেশ করিয়াছেন—ইহা দর্শনে বড়ই আরাম পাইলাম।

আমাদের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রতিকান্ত সাংখ্যতীর্থ মহাশয় আপনার গ্রন্থ পাইয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন।, তাঁহার অভিনন্দন ইহার সহিত পাঠাইলাম। ভগবান্ আপনাকে কুশলে রাখুন—ইহাই প্রার্থনা।

বশংবদ শ্রীপুলিনবিহারী হালদার
২৯।৫।৩৯'

(২৯)

'শিবপুর-চতুষ্পাঠী। হাওড়া
২৯।৫।১৩৩৯'

...শ্রীমদ্‌গুরুপদ হালদার মহোদয়েষু—

সপ্রশ্রয়বিজ্ঞপ্তিরেষা—

......শাস্ত্রে তদীয়ে পরধর্ম্ম-বোধিনি
বুদ্ধ্বা ধিয়ং তে শ্রুতিপারগামিনীম্।
আদৌ পরোক্ষং মম তৎসুদর্শন-
মেতর্হি নামাপরদৃষ্টিদর্শনম্॥ ইতি
আশ্রব-শ্রীরতিকান্ত সাংখ্যতীর্থস্য।'

(৩০)

বরিশালস্থিত বি এম্ কলেজ্ (ব্রজ মোহন কলেজ্) হইতে অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী M. A., Ph. D.

মহোদয় ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে গ্রন্থকারকে সনৎসুজাতসম্বন্ধে পত্র পাঠান—

'B. M. College, Barisal.
14. 9. 1932

My dear sir,

I have great pleasure in offering you my hearty thanks for your presenting Sanat Sujatiya Adhyatma Shastram···Indeed no praise or gratitude is too great or adequate for the valuable work that you have done for the propagation of the Shastras and the enlightenment of the people by this scholarly edition of yours.

Yours truly,
Ashutosh Shastri.'

(৩১)

ডাক্তার মুক্তেশ নাথ বসু তাঁহার ও গ্রন্থকারের বন্ধু শ্রীযুক্ত সত্যকৃষ্ণ রায়মহাশয়কে সনৎসুজাতসম্বন্ধে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দীয় ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে একখানি পত্র লিখেন। শ্রীযুক্ত সত্যকৃষ্ণ গ্রন্থকারকে ঐ পত্রখানি দেখাইলে গ্রন্থকার তাঁহার হাত দিয়া মুক্তেশ বাবুকে একখণ্ড গ্রন্থ পাঠাইয়া দেন। মুক্তেশবাবু লিখিয়াছেন—

'শ্রীযুক্তবাবু সত্যকৃষ্ণ রায়

১৪নং নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১৯।৯।৩২

দাদা,

আমি অদ্য সনৎসুজাতীয় বাধ্য হইয়া অভয় পণ্ডিতকে ফেরৎ দিলাম। শ্রদ্ধেয় গুরুপদবাবু যখন গ্রন্থের মূল্য লইবেন না, তখন

উক্ত-গ্রন্থ তাঁহার নিকট আমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত না হইয়া কিরূপে চাহিবার সাহস করিব ?

বাঙ্গালাভাষায় সান্ন্যালমহাশয়ের কৃত গ্রন্থ এবং পূর্ব্বতন ফেলোশিপের লেকচারের পুস্তকাপেক্ষা এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ আমি পাঠ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আমার জন্য একবার বলিয়া দেখিবেন কি ? আর যদি না হয়, তাহা হইলে আপনার পড়া হইয়া গেলে আপনার বইখানি দিন কয়েকের জন্য দিয়া বাধিত করিবেন।

প্রণত

শ্রীমুক্তেশ নাথ বসু।'

লাহোরবাস্তব্য যাস্কের নিঘণ্টু-নিরুক্তাদির অনুবাদক পণ্ডিত-প্রবর Dr. Lakshman Sarup M A., D. Phil (Oxon), Professor of Sanskrit at the University of the Panjab—মহোদয় সনৎসুজাতসম্বন্ধে গ্রন্থকারকে নিম্নলিখিত পত্রখানি ২১।৯।১৯৩২ তারিখে পাঠাইয়াছিলেন—

'33, Lodge Road Lahore,
21. 9. 32,

Dear Sir,

Many thanks for your kind letter and a copy of 'Sanat Sujatiyam'. It is an excellent publication.

Please accept my warm congratulations. I am indeed very grateful to you for the most valuable gift.

Yours truly,
Lakshman Sarup.'

(৩৩)

কলিকাতা সংস্কৃতকলেজের প্রধান অধ্যাপক ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম. এ., ডি. লিট্ (Rome), পি. এচ্. ডি. (Cantab), C. I. E. মহোদয় সনৎসুজাত পড়িয়া ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ২১ সেপ্টেম্বর তারিখে সংস্কৃতকলেজের প্রিন্সিপ্যাল্‌রূপে গ্রন্থকারকে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করেন—

'Office of the Sanskrit College,
Calcutta, the 21st Sept. 1932.

Dear Mr. Halder,

I owe you an apology for my delay in acknowledging the rich present you sent me the other day, but it takes time even to glance through a book of this nature. What an appalling industry you must have gone through in preparing this edition. It is not only scholarly and comprehensive beyond the needs of the text itself, but it will also be of great help to scholars carrying on researches in a

general manner as well. I am myself looking forward to reading it more carefully and profiting thereby....

I hope to call on you one day. With best wishes,

Yours sincerely,
S. N. Dasgupta.

Mr. Gurupada Halder.
Kalighat, Calcutta.'

(৩৪)

কলিকাতা হাইকোর্টের জজসাহেববাহাদুর পণ্ডিতপ্রবর দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তি-মহোদয় সনৎসুজাতীয় পড়িয়া ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে গ্রন্থকারকে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করেন—

ভবানীপুর, ২৩।৯।৩২।

পরমকল্যাণীয়বরেষু—

তোমার শ্রদ্ধাবদান 'সনৎসুজাতীয়মধ্যাত্মশাস্ত্রম্' পুস্তকখানি প্রাপ্ত হইয়া বড়ই সুখী হইলাম। যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ অধ্যয়নের পর তোমার কৃত ধর্ম্মগ্রন্থপাঠে বিশেষ উপকার পাইয়াছি। এই উপাদেয় গ্রন্থখানি সর্ব্বসাধারণের প্রাপ্তির সুবিধা করিয়া হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠকগণের বিশেষ উপকার হইয়াছে।

আমার ইহা আরও বিশেষ প্রীতিকর যে তোমার কৃতী পুত্রগণ তোমার এই কার্য্যে যোগদান করিয়া তোমায় সহায়তা করিয়াছে।

আশীর্ব্বাদ করি যে তোমরা দীর্ঘজীবী হইয়া এই সৎপথে অগ্রসর হও।

আশীর্ব্বাদক
শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।'

(৩৫)

Mahamahopadhyaya (মহামহোপাধ্যায়) Dr. Ganga nath Jha M. A., D. Litt—Principal, Benaras Sanskrit College, Vice-Chancellor, Allahabad University— মহোদয় এলাহাবাদ সেনেট হাউস্ হইতে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে গ্রন্থকারের নিকট নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করেন—

'University of Allahabad.

Senate House,
Allahabad, Sep. 25th. 1932.

Dear Sir,

Many thanks for your two volumes on the Sanat Sujatiyam. It is a most valuable contribution to our knowledge of the subject and will well-repay perusal. The vernacular commentaries are specially illuminating and they go to show that you are a true Vedantin. I have made over one set to the University library and the other set I have kept for myself as so kindly desired by your,

Yours very sincerely,
Ganganath Jha.

Gurupada Halder Esq.
47 Haldarpara Road,
Kalighat, Calcutta.

(৫৬)

Statesman পত্রিকার গ্রন্থসমালোচক (reviewer) শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার মহোদয় ১৯৩২ খৃষ্টাব্দীয় ২৯ সেপ্টেম্বর তারিখে গ্রন্থকারকে লিখিয়াছেন—

'S. Sircar. Bhowanipur, 29 Sept. 1932.

Bahumanaspada Sj. Gurupada Haldar,
Sabinaya Nibedanam,

* * * * * The common run of commentators is only too prone to heap on explanations on the easier passages leaving the really difficult ones to take care of themselves, which naturally, roused the ire of the poet Pope in the couplet—

'How commentators each dark passage shun
And hold the farthing candle to the Sun.'

But your achievement in the desired direction I must pronounce to be remarkable inasmuch as you have grappled with knotty points in a skilful and masterly manner.

The interesting biographical notices collated from all valuable sources of information will be

found very useful and will furnish material for subsequent workers in the field.

The glossary of philosophical terms is most valuable. The notes—Historical, Political, Religious, Literary, will be found to be of great interest to the lay reader, while the Shastric references will satisfy the critical spirit of the learned.

Sraddhabanata

Sree Suresh Chandra Sirkar.'

(৩৭)

লাহোর কালীবাড়ী হইতে শ্রীশ্রী৺কালীমাতার সেবাভৃৎ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সনৎসুজাতসম্বন্ধে ৪।১০।৩২ তারিখে গ্রন্থকারকে এই পত্র প্রেরণ করেন—

'৪।১০।৩২

হীরামণ্ডি, কালীবাড়ী,

লাহোর।

সজ্জনপ্রতিপালক গুণিগণাগ্রগণ্য বিদ্যোৎসাহী স্বধর্ম্মনিরত বিজ্ঞবর—

আপনার পুস্তকখানি প্রাপ্ত হইয়া যারপরনাই আনন্দিত ও অনুগৃহীত হইলাম। আপনার সংগ্রহ ও শাস্ত্রানুশীলন বিদ্বজ্জনমণ্ডলে প্রশংসনীয় হইয়া শীর্ষস্থান অধিকার করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

নিঃ শ্রীকালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

কালীবাড়ী। লাহোর।'

(৩৮)

এলাহাবাদ হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় M. A. B. L. মহোদয় সনৎসুজাত পাইয়া নিম্নলিখিত পত্রখানি দিয়াছিলেন।

'3/A Johnstongunge.
Allahabad, 8, 10. 32.

My dear Gurupada Bhaya,

I am duly in receipt of the Ry. Parcel enclosing your valuable book (Sanat-Sujatiyam). I have gone through a portion of it so far. The volume of labour and research involved in compiling this valuable book is indeed remarkable. The care and erudition which this book reveals are highly creditable,......

Yours affly,
Harendra Krishna Mukerjee.

(৩৯)

কালীঘাটবাস্তব্য চব্বিশ পরগণার জজ শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় সনৎসুজাত পাইয়া ১৩৩৯ সালের ২৮শে আশ্বিন তারিখে গ্রন্থকারকে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করেন—

'২০।১ মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট।
২৮শে আশ্বিন, ১৩৩৯।

পরমস্নেহভাজনেষু—

তোমার প্রণীত 'সনৎসুজাতীয়মধ্যাত্মশাস্ত্রম্' নামক পুস্তক......

ধন্তবাদের সহিত গ্রহণ করিয়াছি।...গ্রন্থখানির সপরিশিষ্ট বিষয়গুলি মোটামুটি অনুসরণ করিয়া প্রশংসার ভাষা খুঁজিয়া পাই নাই। এই পুস্তকখানি যতদূর পাঠ করিয়াছি তাহাতে যে কত উপকার লাভ করিয়াছি তাহা বলাই বাহুল্য। মহাভারতের এই অংশ তুমি যেরূপ প্রাঞ্জল ও সুমিষ্ট ভাষায় আলোচনা করিয়াছ তাহা যে এত সুন্দর হইতে পারে ইহা আমার কোনও দিনই ধারণা ছিল না। মূল শ্লোকগুলির কালিকাভাস কি পরিষ্কারভাবেই তদন্তর্গত কঠিন কঠিন সমস্যাগুলি পরিস্ফুট করিয়াছে। অনেক সময় গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে নীরস আলোচনা...সাধারণের সেরূপ মনোযোগ আকর্ষণ করে না। কিন্তু তোমার পুস্তকের সেই অংশ বিশেষ মূল্যবান্ ও বহু তথ্যে পরিপূর্ণ। তাহাতে বুঝিবার, জানিবার ও শিখিবার বিষয় অনেক আছে এবং তাহা তুমি এমন বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছ যাহাতে তোমার সম্বন্ধে আমাদের উচ্চ ধারণা যে আরও কত উচ্চে গিয়াছে তাহা এখানে প্রকাশ করা সম্ভব নহে। এই পুস্তকে যে পাণ্ডিত্যের, অনুসন্ধিৎসুতার ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছ তাহা বাস্তবিক অতি উচ্চ শ্রেণীর এবং তাহাতে যে সমাজের কত কল্যাণ সাধিত হইবে, অন্ততঃ হওয়া উচিত, তাহা বলা যায় না।

এই শ্রেণীর পুস্তক অনেক সময় অনেকের নিকট নীরস হইয়া থাকে। কিন্তু তোমার মধুর ব্যাখ্যায় ও ভাবের বিশ্লেষণে এত সরল হইয়াছে যে তাহা পাঠ করিতে উত্তরোত্তর আগ্রহ বৃদ্ধি না হইয়া থাকিতে পারে না।

তুমি কালীঘাটের গৌরব ও আমাদের গর্ব্বের বিষয়। এই পুস্তক প্রণয়নে তুমি যে যত্ন ও পরিশ্রম দেখাইয়াছ, তাহাতে তুমি

কেবলমাত্র আমাদের পরম আদরের পাত্র নহ, সমাজেরও বিশেষ আদরণীয়।..... সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি তোমার ও তোমার শ্রীমান্ পুত্র তিনটীর যশ ও আয়ু উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক। তোমার সুখ, শান্তি ও স্বাস্থ্য চির অব্যাহত থাকুক। ইতি

তোমার গুণমুগ্ধ
শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।'

(৪০)

কলিকাতাসমীপস্থ উত্তরপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীমদ্ উপেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় M. A., B. L. মহোদয় ১৩৩৯ সালের ২৮শে কার্ত্তিক তারিখে সনৎসুজাত পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন—

'উত্তরপাড়া, ২৮শে কার্ত্তিক, ১৩৩৯

'কল্যাণীয়বরেষু,

আমি 'সনৎসুজাতীয়মধ্যাত্মশাস্ত্রম্' মধ্যে মধ্যে পাঠ করিতেছি। উহার জ্ঞানবিষয়ে এবং গবেষণায় চমৎকৃত হইয়াছি। আপনি বিপুলবিষয়কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিয়াও যে এরূপ কর্ম্মে অধ্যবসায়, অর্থব্যয় ও যত্ন দেখাইতে কার্পণ্য করেন নাই—ইহা শ্লাঘার বিষয় এবং অন্যের উদাহরণ-স্থল।...

আ° শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।'

(৪১)

শ্রীহট্টের সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীযুক্ত দয়ালকৃষ্ণ তর্কতীর্থ মহোদয় সনৎসুজাত পড়িয়া ১৩৩৯ সালের ১২ই মাঘ তারিখে গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলেন—

'শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গুরুপদ হালদার মহাশয়
বেদবেদান্তাদিবিবিধবিদ্যাবিশারদেষু—

মহাত্মন্,

...ভবৎপ্রণীত সনৎসুজাতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র...পাইয়া...নিতান্ত উপকৃত ও আনন্দিত হইয়াছি। কালিকানাম্নী টীকা অতি উপাদেয় হইয়াছে। এই টীকায় মাদৃশলোকের শিক্ষার অনেক বিষয় আছে। কালিকাভাসনামক বঙ্গানুবাদে সকল কথা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হওয়ায় গ্রন্থখানি সাধারণের পক্ষেও বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।

পরিশিষ্টাংশে শব্দার্থাদির বিবরণ প্রসঙ্গে এই গ্রন্থে যে সমালোচনা করা হইয়াছে তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। এই শ্রেণীর গ্রন্থ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এরূপ কোনও গ্রন্থ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। মহাত্মন্! আপনি একাধারে অমূল্য রত্নরাশির সমাবেশপূর্ব্বক বহু অর্থব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া বিনামূল্যে বিতরণকরতঃ আস্তিক-সমাজের যে উপকার করিলেন এবং এই দুর্দ্দিনে যে আদর্শ দেখাইলেন তাহা অতুলনীয়।

বিনয়াবনত শ্রীদয়ালকৃষ্ণ তর্কতীর্থ
জিলা শ্রীহট্ট, ফাদিপুর, পোঃ বালাগঞ্জ।'

(৪২)

হাওড়াস্থিত কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় লেন হইতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিঙ্কর দে মহাশয় ১৩৩৯ সালের ২০শে মাঘ তারিখে লিখিয়াছেন—

'মহাশয়,

আপনার সনৎসুজাত গ্রন্থের কিয়দংশ পাঠ করিয়াই বুঝিলাম, এরূপ শাস্ত্রানুরাগ আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়েব উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিরল। মহাভারতের বিশিষ্ট একটী অংশ লইয়া ঋষির উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করতঃ আপনি যেরূপ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহ গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন এবং বহুব্যয়ে উহা মুদ্রিত করিয়া বিনামূল্যে ধর্ম্মপ্রচারার্থ বিতরণ করিতেছেন, তাহা আপনার মত ধনাঢ্য বিষয়ভোগী লোকের মধ্যে দেখা যায় না। ইহাতে আপনাদের কুলদেবী শ্রীশ্রী৺কৈবল্যদায়িনী কালীমাতার যথেষ্ট কৃপা এবং আপনাদের পূর্ব্ব সাধনাই প্রকাশ পাইতেছে। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

'শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্॥'

আপনার পারিশ্রমিকস্বরূপ শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে আমি জীবনে ভুলিব না। শ্রীচরণে নিবেদক—

শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর দে
২০শে মাঘ, ১৩৩৯ সাল।'

(৪৩)

স্বর্গত লালগোপাল চক্রবর্ত্তি M. A., P.R.S. মহোদয়ের সাধক ও পণ্ডিত পুত্র এবং কালীঘাটনিবাসী শ্রীসুশীলচন্দ্র হালদারের

পৈতৃষসেয় শ্রীমদ্ উমাপদ চক্রবর্ত্তিমহোদয় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের কোনও দিবসে গ্রন্থকারকে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করেন।

'কালীঘাট, ১৩৩৯ সাল।

নিবেদনম্

ভো মহাশয়,

প্রাপ্তং সনৎসুজাতীয়মধ্যাত্মশাস্ত্রমুত্তমম্।
তত্ত্বজ্ঞানাকরং লোকে সংসারব্যাধিভেষজম্॥
কালিকাখ্যা টীকা রম্যা সঞ্জাতা সুমনোহরা।
বিদ্বত্ত্বপ্রতিভাখ্যাতিকর্পূরামোদমোদিতা॥
যচ্চাববোধসৌকর্য্যাৎ কালিকাভাসো নির্ম্মিতঃ।
তেনার্থঃ সরলং ভাতি মুকুরে প্রতিবিম্ববৎ॥
আলোচ্যানন্তশাস্ত্রাণি যৎ প্রমাণানি ভূরিশঃ।
ন্যস্তানি পুস্তিকামধ্যে প্রশংসার্হাণি সর্ব্বথা॥
পুস্তকং নির্ভ্রমং কর্ত্তুং প্রযত্নাতিশয়ঃ কৃতঃ।
তথাপি দৃশ্যতে তত্র স্থানে স্থানে ভ্রমোদ্ভবঃ॥
তত্র বক্তব্যমেবং নঃ কস্য বা ন ভবেদয়ম্।
কলঙ্কো দৃশ্যতে চন্দ্রে মুনীনাং চ মতিভ্রমঃ॥
আলোচনাঃ পরিশিষ্টে যাঃ কৃতা হৈতিহাসিকাঃ।
অনুসন্ধিৎসুনা তাশ্চ সর্ব্বা বৈ নানুমোদিতাঃ॥
তথাপি মুক্তকণ্ঠাস্ত ব্রূম ইদং সুনিশ্চিতম্।
পুস্তকং সুন্দরং জাতং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥
ধন্যং শাস্ত্রানুসন্ধানং পাণ্ডিত্যং সুমহদহো।
চরতঃ প্রবিবেকেন বিষয়ারণ্যভূমিষু॥
অথবা বিস্ময়ো হ্যত্র ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন।
আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ॥

ইতি বিনীত—শ্রীউমাপদ চক্রবর্ত্তিনঃ।'

(৪৪)

হাইকোর্টের জজ্ সাহেব ডাক্তার দ্বারকানাথ মিত্র মহোদয়ের নিকট হইতে গ্রন্থকার সনৎসুজাতসম্বন্ধে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রাপ্ত হন—

'High Court, Calcutta,
21st May, 1933.

From
The Hon'ble Mr. Justice Dwarakanath Mittra
M. A., D.L.
Judge, High Court, Calcutta.

To
Gurupada Halder Esq., Kalighat.
My dear Gurupada Babu,

Many thanks for your kind present of 'Sanat-Sujatiya Adhyatma Sastram' which you sent to me. During intervals of my judicial duties I have been reading your book which contains principles of Hindu Philosophy and which brings peace to minds which are in deep grief due to bereavement of near and dear relatives.

I did not know, before I read this book, that you are possessed of such wide culture. Being one of the most esteemed Shebaits of the Temple of Kalighat, one is glad to find that one can look to you for religious and moral instructions from the reading of the book of over 800 pages. I am convinced that you are deeply versed in Sanskrit literature and I am also glad to find that all your

three sons are well educated and you have endeavoured in writing this book to inculcate in their minds strong belief in our Shastras. It is gratifying to find that your endeavour has been fruitful in this respect. With kind regards,

Yours sincerely,
Dwarakanath Mitter.'

(৪৫)

উৎকলে বৈতরণিনামক মাসিকপত্রিকার সম্পাদক শ্রীবিদ্যাধর সিংদেও B. A., B. L., M. R. A. S. কর্ত্তৃক ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ ও এপ্রেল মাসের পত্রিকার ১৯৮ পৃষ্ঠে প্রকাশিত হয়—

The Vaitarani. Vol vii & Nos vii & viii. March & April, 1933.

Sanat-Sujatiyam Adhyatma Sastram—is a voluminous book in two parts to be had of A. K. Halder ...Kalighat, Calcutta. This forms the 1st & 2nd part of a series called Kalighat Kalika Granthamala & the series are not for sale, but they are and will be distributed freely among deserving candidates. This shows that the book is not meant for money-making. The book has been written by Sree Gurupada Sharma Halder with Shankar Bhasya. The book contains about 1500 pages. This is a book for Jnanamargis and is a book meant for all time.'

(৪৬)

কটকস্থিত র‍্যাভেনস কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ অধ্যাপক সর্ব্বজনবরেণ্য ব্রাহ্মণসমাজের শীর্ষস্থানীয় শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় M. A. মহোদয় সনৎসুজাতীয় পাইয়া ১৩৪০ সালের ১লা শ্রাবণ তারিখে গ্রন্থকারকে এই পত্র দিয়াছেন—

'শ্রীশ্রীদুর্গা

58 Hindustan Park, Ballygunge.

১লা শ্রাবণ, ১৩৪০

ভক্তিভাজনেষু—

আপনার 'সনৎসুজাতীয়মধ্যাত্মশাস্ত্রম্'...পাঠ করিয়া কত জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিলাম···এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই এই চিঠির উদ্দেশ্য।···এই বিরাট্ গ্রন্থ কেবল বর্ত্তমান সমাজের হিতসাধন করিবে না, ভবিষ্যতে...ইহা বাঙালী জাতিকে গৌরবান্বিত করিবে।

বাগ্‌দেবীর কৃপায় আপনি জ্ঞানের আকর, তাই এই অমূল্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে পারিয়াছেন। কথা-প্রসঙ্গে আপনি আমাকে একবার বলিয়াছিলেন—'Like a ship that never saw the sea.' আপনি ওকালতি পাশ করিয়াও ওকালতি করেন নাই। এখন দেখিতেছি, আপনি আজীবন জাহাজখানি তত্ত্বজ্ঞানে বোঝাই করিতেছেন। এই জাহাজে আপনি অনায়াসে ভবসমুদ্র পার হইতে পারিবেন।...

আপনার গুণমুগ্ধ

শ্রীগোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।'

(৪৭)

'বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ' নামক পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমদ্ উপেন্দ্রচন্দ্র শেঠ মহোদয় ১৯৩৩ সালের ৭ই আগষ্ট তারিখে সনৎসুজাতসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

'147 Cornwallis St. Calcutta.
7-8-1933

To Sj Gurupada Halder.

Dear Sir,

The big volume.. of Sanat-Sujata with tika and notes came to my sight...and the famous Kabiraj Haran Chandra Chakravorty gave it to me for study. I find it a very very valuable book···

Truly yours
Upendra Chandra Set.'

(৪৮)

১৯৩৩ সালের ১০ই আগষ্ট তারিখে মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ মহোদয়কে ঢাকার সারস্বতসমাজ যে পত্র প্রেরণ করেন তাহার নকল ৪৭৩-৭৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

(৪৯)

ঢাকাস্থিত রৌহাটোলাধ্যক্ষ শ্রীমধুসূদন ব্যাকরণতীর্থ বিদ্যাভূষণ মহোদয় ১৩৪০ সালের ১৪ই ভাদ্র তারিখে সনৎসুজাত সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

'রৌহাটোলতঃ পোঃ দড়গ্রাম, ঢাকা।
১৪।৪।১৩৪০

শ্রীযুক্তগুরুপদ হালদার...... ..
মহাত্মন্,

সংপ্রাপ্য পুস্তকং ধীমন্ সম্পূর্ণং মানসেপ্সিতম্।
ইষ্টকামপ্রসিদ্ধ্যর্থং কাময়ে জগদম্বিকাম্॥

......তদীয়ভাষাবিজ্ঞানদ্বারেণাতীব প্রীতবানহম্। অতো ভগবন্নিকষা সততং সপরিজনকুশলং তে বিজ্ঞাপয়ামীতি।

নিবেদনম্—
শ্রীমধুসূদন ব্যাকরণতীর্থ বিদ্যাভূষণস্য।'

(৫০)

বর্দ্ধমানস্থিত 'বিজয়চতুষ্পাঠী'র পরমাচার্য্য সুপ্রবীণ মহামহোপাধ্যায় বীরেশ্বর তর্কতীর্থ মহোদয় সনৎসুজাতপাঠের পর ১৩৪০ সালের ২০ আশ্বিন তারিখে গ্রন্থকারকে নিম্নলিখিত পত্রিকা প্রেরণ করেন—

'Bejoy Chatuspathy
Burdwan.
২০।৬।৪০

মহামহোপাধ্যায়বীরেশ্বরতর্কতীর্থস্য
প্রধানাধ্যাপকস্য

মাননীয়শ্রীযুক্তগুরুপদহালদারমহোদয়ায়
সবিনয়নমস্কারপূর্ব্বকং প্রতিনিবেদনমেতৎ—
তত্ত্বং দার্শনিকং সনৎসুজকৃতং বাঙ্‌মনসাগোচরং
গূঢ়ার্থান্ধতমঃসমাবৃতিবশাদ্ দুর্ব্বোধভাবান্বিতম্।
নানাশাস্ত্রবিচারবিজ্ঞ! ভবতা ব্যাখ্যাংশুভি র্ভাসিতং
মন্যে স্বক্ষগতং পরোক্ষমপি তৎ স্বাভাতি, ধন্যো ভবান্॥ ইতি।'

(৫১)

'অশেষ শাস্ত্র-নিষ্ণাতমতেঃ শ্রীগুরুপদ-হালদারস্য সবিধে সানন্দ-বিজ্ঞাপনম্—

পাবনা সারস্বত টোল।

মহাত্মন্—

সনৎসুজাতীয়সমাহ্বয়ং ভবৎ-
সকাশতঃ প্রাপ্য মনোজ্ঞভাষ্যযুক্।
অধ্যাত্মশাস্ত্রং নবকালিকাখ্যয়া
সাভাসয়াঽলংকৃতমাত্মটীকয়া॥
যৎ কালিকায়াঃ পরিশিষ্টমস্ততো
ঽপ্যত্যন্তবিদ্বত্ত্ববিকাশকং হি তৎ।
সমগ্রমালোকয়তোঽস্য মঞ্জুলং
মনো মমামোদভরং বহত্যলম্॥ ইতি

সারস্বতবিদ্যালয়াধ্যাপক-
শ্রীদুর্গাপ্রসন্নবিদ্যাভূষণ-ভট্টাচার্য্যস্য
পাবনাতঃ।

পাবনা সারস্বত টোল।
১৩৪০।২৭শে আশ্বিন।
জিঃ পাবনা।'

(৫২)

১৩৪০ সালের অগ্রহায়ণ মাসের ১৯ তারিখে ভট্টপল্লীর বিদ্বন্মণ্ডলী গ্রন্থকারকে 'দর্শনসাগর' উপাধি প্রদান করেন। মানপত্রে লিখিত আছে—

‘ভট্টপল্লীপণ্ডিতসমাজপ্রদত্তং মানপত্রম্।

শ্যামাশ্রীচরণাব্জচারণচিরপ্রেমা চ তীর্থাশ্রয়ঃ
শাস্ত্রার্থোত্তমরত্নধারণপর স্তত্ত্বেন্দুদত্তেক্ষণঃ।
হালদারোপপদো দ্বিজো গুরুপদঃ সদ্‌ভট্টপল্লীবুধৈ-
র্দত্তং দর্শনসাগরেতি শুভদোপাধিং ভজন্ জীবতাৎ॥

শ্রীকমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ দেবশর্ম্ম-
ন্যায়তীর্থোপাধিক শ্রীশ্রীজীব দেবশর্ম্ম-
তর্কতীর্থোপাধিক শ্রীমন্মথনাথ দেবশর্ম্ম-
শ্রীজগদ্দুর্ল্লভ স্মৃতিতীর্থ দেবশর্ম্ম-
শ্রীদুর্গাচরণ কাব্যতীর্থ দেবশর্ম্ম-
শ্রীঅমরনাথ স্মৃতিরত্ন দেবশর্ম্ম-
শ্রীসুজীব কাব্যতীর্থ দেবশর্ম্ম-
শ্রীরামরূপ বিদ্যারত্ন দেবশর্ম্ম-
শ্রীদাশরথি দেবশর্ম্ম-
শ্রীনারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ দেবশর্ম্মভিঃ।’

(৫৩).

১৩৪০ সালের ১৯শে অগ্রহায়ণ তারিখে প্রথিতনামা পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ মহোদয় স্বতন্ত্রভাবে গ্রন্থকারকে নিম্নলিখিত সংবর্দ্ধনাসূচক পত্রখানি প্রদান করেন—

‘কালীঘাটবাস্তব্যহালদারবংশভূষণ-শ্রীযুক্তগুরুপদহালদার-মহোদয়ানাং সসংবর্দ্ধনমুপাধিপত্রদানম্—

মারীচান্বয়কৌস্তুভো গুরুপদানুধ্যানকৃদ্‌ভূসুরঃ
শ্রীমাঞ্ শাস্ত্রচয়ানুশীলনমহাবর্চ্চোভিরাবৃংহিতঃ॥

আচারে বিনয়ে শ্রিয়া গুরুপদো মার্গানুসারী সতাং
বিদ্বান্ দর্শনসাগরেত্যভিধয়া সম্পূজ্যতে সাদরম্ ॥

বঙ্গাব্দাঃ ১৩৪০।১৯শে অগ্রহায়ণ—মহামহোপাধ্যায়-শ্রীকমলকৃষ্ণ-স্মৃতিতীর্থদেবশর্ম্মপ্রদত্তম্ ।’

(৫৪)

ঐ সময়ে ভট্টপল্লীস্থ সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমন্মথনাথ তর্কতীর্থ মহোদয়ও স্বতন্ত্রভাবে নিম্নলিখিত অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন—

‘মাননীয়শ্রীলশ্রীযুক্তগুরুপদহালদারমহোদয়স্য শুভাগমনমুপলক্ষ্যাভি-নন্দনপত্রমিদম্—

অধ্যাত্মশাস্ত্রপরিশীলনলব্ধসংবিদ্ !
বিদ্বৎসমাজপরিমণ্ডন ! ভূমিদেব !
ত্বামদ্য ধর্ম্মনিরতং সুধিয়ং সমেত্য
সম্ভূষ্যসে “গুরুপদ” ! প্রিয়মণ্ডনেন ॥

* * * * *

সদ্ধর্ম্মকৌস্তুভমণি র্বিনয়প্রভাকৃৎ
মানোন্নতাদ্রিরসতামসি কালকূটঃ।
বিদ্যাসুধা ত্বমিতি “দর্শনসাগরো”প-
নাম্না বিমণ্ডিততনু র্জয় জীব শশ্বৎ ॥

শ্রীমন্মথনাথ তর্কতীর্থশর্ম্মণঃ। ভট্টপল্লীতঃ।’

(৫৫)

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সনৎসুজাত পাইয়া ১৯।৮।৪০ তারিখে লিখিয়াছেন—

'নমস্কারান্তে নিবেদন—

আপনার নিষ্ঠা ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়কস্বরূপ 'সনৎসুজাত' গ্রন্থ পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। আশা করি আপনার বর্ত্তমান জীবনের আলোক যেন ভবিষ্যৎ জীবনকে অধিকতর আলোকিত করিয়া তোলে। ঈশ্বরের নিকট আপনার দীর্ঘ ধর্ম্মজীবন কামনা করি।

বশংবদ
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।'

(৫৬)

১৩৪০ সালের ২২শে অগ্রহায়ণে দৈনিক বসুমতীতে ভাটপাড়ায় গ্রন্থকারের উপাধিলাভ লইয়া এইরূপ সংবাদ প্রকাশিত হয়—

"পণ্ডিতের সন্ধান
দর্শনসাগর-উপাধি-দান

ভাটপাড়া, ৭ই ডিসেম্বর।

কালীঘাটের শ্রীযুক্ত গুরুপদ হালদার আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করায় ভাটপাড়ার পণ্ডিতগণ গত ৬ই ডিসেম্বর অপরাহ্ন ৫টার সময় স্থানীয় সংস্কৃত কলেজে সমবেত হইয়া তাঁহাকে দর্শনসাগর উপাধি দান করিয়াছেন।"

(৫৭ এবং ৫৮)

১৯৩৩ সালের ৯ই এবং ১২ই ডিসেম্বর তারিখদ্বয়ে Forward এ এবং অমৃতবাজার পত্রিকায় যথাক্রমে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হয়—

'Honour to a Pandit.'

'Well-known Pandits of Bhatpara assembled on the 6th instt. at 5 O'clock afternoon at the premises of the local Sanskrit College to welcome Sj. Gurupada Halder of Kalighat and to express their appreciation of his grand work 'Sanat-Sujatiya Sastram'—a treatise on spiritual culture, which has been commented on in Sanskrit and translated in Bengali with historical notes. The book was prepared not for sale but for the spread of spiritual culture among the learned society. The assembly conferred the title 'Darsan-sagar' on him, under the pesidency of Pandit Panchanan Tarkaratna who also styled him 'Saraswati' one year ago from Benaras. This title was confirmed by the assembly. Sj Halder made a short reply to the addresses given by the Pandits.

M. M. Kamalkrishna Smrititirtha, Pandits Sj Sreejeeb Nyayatirtha M. A. (Principal of the College), Manmathanath Tarkatirtha amongst others were present.'

(৫৯)

পাবনার গুণাইগাছা হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় গ্রন্থকারকে ১২।১২।৩৩ তারিখে লিখিয়াছিলেন—

'গুণাইগাছা, পাবনা।
১২।১২।৩৩

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

আজকার অমৃতবাজার পত্রিকায় আপনার ভাটপাড়াপণ্ডিত-সমাজপ্রদত্ত উপাধি-সংবাদ পড়িয়া অতিশয় সুখী হইলাম। আপনার ব্যাখ্যাত সনৎসুজাত উপাদেয় গ্রন্থ। আমার এই অবসর সময়ে ইহা দ্বারা যথেষ্ট চিত্তবিনোদন ও মোহাবসানের কারণ হইয়াছে। ভগবান্ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন এবং আনন্দে রাখুন।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রীরমাকান্ত ভট্টাচার্য্য।'

(৬০)

১৩৪০ সালের ১লা চৈত্র তারিখে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহোদয় ভট্টপল্লীস্থ পণ্ডিতসমাজপ্রদত্ত সরস্বতী এবং দর্শনসাগর উপাধিদ্বয় সমর্থন করিয়া গ্রন্থকারকে পত্রপ্রদান করেন—

'কালীঘট্টবিশুদ্ধপীঠনিলয় শ্রীমন্ মহাকালিকা-
সেবাভৃৎকুলভাস্বতে গুরুপদেত্যাভৃতে শ্রীমতে।
দত্তং সদ্ভিরুপাধিযুগ্মকমিদং যদ্ ভট্টপল্লীস্থলা-
দেতদ্ যোগ্যসভাজনেন মহতীং প্রীতিং প্রপদ্যামহে॥

মহামহোপাধ্যায়—
শ্রীফণিভূষণতর্কবাগীশঃ।'
১।১২।১৩৪০

(৬১)

কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব মেয়র এবং আলিপুর জজ কোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায়চৌধুরী M.A., B. L. মহোদয় 'সনৎসুজাতীয়মধ্যাত্মশাস্ত্রম্' পড়িয়া ১৩৪১ সালের ৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখ গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলেন—

'Bar Library, Alipur.

শ্রীযুক্ত গুরুপদ হালদার সরস্বতী—

পূজ্যপাদেষু

আপনার সনৎসুজাতীয় পুস্তক পাইয়া অনুগৃহীত হইলাম। এই পুস্তকে যে পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় প্রতি ছত্রে আছে তাহা বাঙ্গালা-দেশে শ্লাঘার বিষয়।

নিঃ শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী।'

(৬২)

ঢাকাস্থিত হলদিয়া-গ্রাম হইতে সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বান্ শ্রীসীতানাথ তর্কবাগীশ মহোদয় সনৎসুজাত পাইয়া ১৩৪৩ সালের ২১শে ভাদ্র তারিখে লিখিয়াছেন—

'১৩৪৩।২২শে ভাদ্র।
পোঃ হলদিয়া,
গ্রাম-হলদিয়া, ঢাকা।

সম্মানাস্পদ শ্রীযুক্ত গুরুপদ…

সবিনয়নিবেদনম্—

মহাত্মন্! আপনার প্রদত্ত 'সনৎসুজাতীয়মধ্যাত্মশাস্ত্রম্' নামক গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন করিলাম, সম্পূর্ণ গ্রন্থপাঠ করিতে অধিক সময় আবশ্যক, কিন্তু আমি আনন্দে অধীর হইয়া পত্র

লিখিতে ততদিন অপেক্ষায় সমর্থ হইলাম না। আমি বুঝিলাম যে, আপনি কোনও রূপ স্তুতিবাদে সন্তুষ্ট নহেন, তথাপি প্রাণের আবেগ সহনে অসমর্থ হইয়া সরল অন্তঃকরণে আপনাকে কথঞ্চিৎ মানসিক ভাব নিম্নে নিবেদন করিলাম।...আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন। ইতি

শ্রীসীতানাথ তর্কবাগীশস্য।

মহোদয়!

তত্ত্বজ্ঞানবিধূতমোহনিবহঃ শ্রীকালিকাসেবকঃ
শাস্ত্রাম্ভোধিসুমন্থনাতিনিপুণঃ প্রজ্ঞাসুধাস্বাদকঃ।
বেদান্তপ্রতিপাদ্যপূর্ণপরমব্রহ্মৈকচিন্তাপরো
নিত্যং সঞ্জয়তু প্রসন্নহৃদয়ো ধীমান্ দয়াবান্ ভবান্॥
গুরুপদগতচিত্তঃ কালিকাবীজবিত্তো
গুরুপদনতিধর্ম্মা পূতনিষ্কামকর্ম্মা।
গুরুপদশরণশ্চ শ্রীভবান্ সত্যনিষ্ঠো
গুরুপদ! জয়শীলঃ শান্তসান্তোঽস্তু শশ্বৎ॥

ধন্যা মান্যা বরেণ্যা গুরুপদ! সুযতা লেখনীবর্ণসৃতা
ধন্যং ধন্যং বিশুদ্ধং হৃদয়মু ভবতো ভাব্যভাবানুভাব্যম্।
পাণ্ডিত্যং চাপি ধৈর্য্যং নিরুপমমধুনা দৃশ্যতে কুত্রচিন্নো
চিত্রং তেভ্যো নমো যে ভবতি গুণগণাঃ সংস্থিতা যোগজাতাঃ॥

ভারতে ভারতী ভাতি কোমলে চিত্তপুষ্করে।
সাধকা ভাবুকা ভক্তাঃ স্বাদয়ন্তি পদামৃতম্॥

নমোঽস্তু তে সত্ত্বজসূক্ষ্মবুদ্ধয়ে
নমোঽস্তু তে সংযমচিত্তশুদ্ধয়ে।
নমোঽস্তু তে পুণ্যপবিত্রমূর্ত্তয়ে
নমোঽস্তু তে নির্ম্মলকর্ম্মকীর্ত্তয়ে॥

জ্ঞানরত্নাকরায়াস্মৈ পূর্ণায় ভবতে স তে।
কিং ময়া তদুপানেয়মুপায়নমনিন্দিতম্॥
জ্বালিতঃ কালিকাদীপো যেন বেদান্তদীপ্তয়ে।
কালিকাপ্রীতয়ে তস্মৈ বাঙ্মালা শ্রদ্ধয়াঽর্পিতা॥
জ্ঞানায় মুগ্ধস্য বিহায় নিদ্রাং তোষং চ তল্পে নিশি যো নিষণ্ণঃ।
চিন্তারতঃ সাধু লিলেখ তত্ত্বং পুত্রৈশ্চ কচ্চিৎ কুশলী ভবান্ সঃ॥

শ্রীসীতানাথ তর্কবাগীশস্য।
২২।৫।৪৩
হলদিয়া, ঢাকা।'

(৬৩)

26th July, 1937.

Silver Jubilee Souvenir—edited by R. P. Chatterjee and compiled by K. R. Khosla—নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে লিখিত আছে—

"Gurupada Halder B. L., Saraswati, Darsansagar, Silver Jubilee Medalist—son of late Kenaram Halder Calcutta. Born 1879 at Kalighat, Calcutta, chief shebait of the Kalighat Temple ; formerly Honorary Magistrate, Alipore, author of 'Sanat Sujatiyam'—a stupendous book of 1500 demy pages in Sanskrit and Bengali written to edify his sons—Balai Chand M. A., Ajit Kumar M.Sc , B.L., and Bharatibikash M. A., B. L.—after they had finished brilliant university careers. The book was printed at author's cost

of Rs. 10,000 in two editions in Devanagri & Bengali characters and distributed free all over India amongst Pandits of high repute and also presented to Tols, Chatuspathis, Colleges and public libraries, thus advancing the cause of Sanat Sujatiya school of Vedanta philosophy. After publication of the book various academic titles such as Saraswati, Darsan-sagar, Vedantabhusan etc. were conferred upon the author by leading Pandits of Bengal and Benares, some of whom are of opinion that a book of similar profundity has not come out during the British administration in India.

At the earnest request of the Pandit Community of Bhatpara, Mr. Halder has written 700 pages on the comparative History of Sanskrit grammars dealing with more than 15 schools of thought current in India. The book is ready for publication and some of the eminent Pandits are of opinion that the work is quite unique and encyclopaedic in character and unsurpassed by any of its kind, ancient or modern.

Mr. Halder explained the secret of Hindu Divinity to their Excellencies Lord Carmichael and the Earl of Ronaldshay, now Marquess of Zetland, when, as Governors of Bengal, their Excellencies

visited the Kalighat Temple. Lord Ronaldshay, impressed with his profound scholarship in Eastern and Western philosophy, said that East and West were found combined in Mr. Halder.

Jagadguru Sankaracharya of Kanchee and Pandit Madanmohan Malaviya on coming in contact with Mr. Halder at Kalighat also expressed themselves as highly pleased with his deep study and clear exposition of the principles of Hindu philosophy and said that the like of him had not been met with in any other place of pilgrimage in India. On account of Mr. Halder's shastric knowledge he was appointed to supervise the Puja and Hom ceremonies at the Kalighat Temple conducted by the Pandits of South Calcutta on the occasion of the celebration of the Silver Jubilee of his late Imperial Majesty King George V."

(৬৪)

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সর্ব্বজনবরেণ্য শ্রীযুক্ত জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় সনৎ-সুজাতসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

'সুহৃদ্‌বরেষু—

...আপনার উপহৃত সনৎসুজাতীয়ের সাধু ব্যবহার হইতেছে।

মাত্র প্রথম অধ্যায় শেষ করিয়াছি।...আপনার প্রণীত গ্রন্থখানির নিকট শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়াছি।

শুভার্থী শ্রীজয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।'

(৬৫)

বাগ্‌নান হইতে শ্রীরসিকমোহনশর্ম্মমহোদয় সনৎসুজাতীয় পাইয়া ২রা চৈত্র ১৩৪০ সালে লিখিয়াছেন—

'নমস্কারপূর্ব্বকনিবেদন—

আপনার সনৎসুজাতীয় ভক্তিপূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিয়াছি। এই বিপুলগ্রন্থ নিশ্চয়ই শিক্ষিতসমাজে অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে। আমার বয়স ৮৮ বৎসর। এই অবস্থাতেও আপনার এই অশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধর্ম্মবিজ্ঞানসংবলিত জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ পড়িতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

বিনীত—
শ্রীরসিকমোহন শর্ম্মা।'

(৬৬)

কটকের Ravenshaw College-এর ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মাননীয় শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহোদয় ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস পাইয়া ১৯৪৪ সালের ২৩শে মার্চ্চ তারিখে এই পত্র প্রদান করেন—

'শ্রীশ্রীদুর্গা

৪৭।২, গড়িয়াহাটা রোড, বালিগঞ্জ।
২৩।৩।৪৪

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

কাল আপনার ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস পেয়েছি।...এরূপ গ্রন্থ জগতের কোনও ভাষায় আছে কিনা সন্দেহ। পুস্তকখানি

বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে উৎসর্গ করিয়া তদ্দ্বারা মাতৃ-ঋণ কতক পরিশোধ করিয়াছেন ও উপযুক্ত পুত্রের কার্য্য করিয়াছেন।

সনৎসুজাতীয়মধ্যাত্মশাস্ত্রম্ পড়িয়া মনে হইয়াছিল—এরূপ টীকা এ শতাব্দীতে আর বুঝি বাহির হয় নাই। এই পুস্তকখানি আমার কাছেই রাখি ও তাহা হইতে কত জ্ঞান ও আনন্দ পাই। এই দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়নহেতু আপনি আমাদের দেশের গৌরব। আপনি দীর্ঘজীবী হইয়া সাহিত্যসেবা করুন। সুবিধা পাইলে আপনাকে দেখিয়া আসিব।

আপনার গুণমুগ্ধ—

শ্রীগোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।'

(৬৭)

মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার গণনাথ সেন এম্. এ., এল্. এম্. এস্. মহোদয় ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস পাইয়া ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রেল তারিখে নিম্নলিখিত পত্রখানি গ্রন্থকারকে প্রেরণ করেন—

'Mahamahopadyaya
Dr. Gananath Sen
M. A., L. M. S.

Kalpataroo Palace.
223, Chittaranjan Avenue,
Calcutta—19. 4. 1944.

সবিনয়নিবেদন—

আপনার লিখিত 'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস' পাইয়া বিশেষ প্রীত হইলাম। পূর্ব্বে আপনার 'সনৎসুজাতীয়' নামক গ্রন্থখানি উপহার পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম। আপনার অনুপম অসামান্য পাণ্ডিত্য, গবেষণাশক্তি ও সিদ্ধান্তবিবেক পণ্ডিতসমাজের হর্ষ ও বিস্ময় উৎপাদন করে।

আপনার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকিলেও আপনি যে নীরব কর্ম্মী ও পণ্ডিতশিরোমণি সে কথা সুহৃৎসমাজে নিয়তই বলিয়া

থাকি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি আপনি চিরঞ্জীবী হইয়া এইরূপ জ্ঞান বিতরণ করিতে থাকুন।

ভবদীয়—
শ্রীগণনাথ শর্ম্মণঃ

শ্রীগুরুপদ হালদার বি. এল্.
সরস্বতী দর্শনসাগর বেদান্তভূষণ
কালীঘাট'।

(৬৮)

শান্তিনিকেতন হইতে ১৩৫১ সালের ১১ই বৈশাখে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রিমহোদয় গ্রন্থকারকে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করেন—

'Visva-Bharati
Founder President—Rabindranath Tagore,
Santiniketan.
Bengal, India.
১১ই বৈশাখ ১৩৫১

শ্রদ্ধাস্পদেষু—
নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন,

আপনার রচিত ও প্রেরিত 'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস' যথাসময়ে প্রাপ্ত হইয়া অনুগৃহীত হইয়াছি। কয়েকবৎসর পূর্ব্বে আপনার 'সনৎসুজাতীয়ের' বিপুল ব্যাখ্যা ও আলোচনা পাঠ করিয়া আপনার গভীর পাণ্ডিত্য ও ভূয়োদর্শিতার অনন্যসাধারণ পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম, সেদিন আপনার 'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস' পাইয়া নানা কার্য্যের মধ্যে যতটুকু

দেখিতে পারিয়াছি তাহাতে আবার একবার অপর আকারে তাহাই লাভ করিয়াছি। ইহাতে আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বহুগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। আপনি নিজের নূতন গ্রন্থে যে সমস্ত বিষয়ের অবতারণা ও আলোচনা করিয়াছেন তাহা সহজ নহে, অতি অল্প ব্যক্তিই ইহা করিতে পারেন। আপনার গ্রন্থে এমন অনেক বস্তু রহিয়াছে যাহাতে ইহা আকর বলিয়া গণ্য হইবে।...

আপনার শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গুরুপদ হালদার
মহাশয়ের শ্রীকরকমলে।'

(৬৯)

৬৪নং পত্রের পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থকারকে ১৩ই বৈশাখ ১৩৫১ সালে পুনরায় পত্র প্রেরণ করেন।

'১৩ই বৈশাখ, ১৩৫১।

পরম স্নেহাস্পদেষু—

এতদিনে মনের তৃপ্তি হয় এমনভাবে সনৎসুজাতীয় গ্রন্থখানির যথার্থ অধ্যয়ন শেষ হইল। ইহাতে যে আনন্দ পাইলাম সেইটীই জানানো এ পত্রের উদ্দেশ্য। আর ঐ আনন্দাতিশয্যে আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করা।...

ভবদীয় গুণমুগ্ধ চিরশুভার্থী—
শ্রীজয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।'

(৭০)

মূলাযোড় সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ব্যাকরণ ও স্মৃতির অধ্যাপক

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বীরেশনাথ বিদ্যাসাগর সনৎসুজাতগ্রন্থ পাইবার পর ৭।৬।৫১ তারিখে গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলেন—

‘পরম শুভাশীর্বিজ্ঞাপনমিদম্—

আপনার পত্র ও ‘সনৎসুজাতীয়মধ্যাত্মশাস্ত্রম্’ পাইয়া পরমানন্দ লাভ্ করিলাম। জ্ঞানে গুণে ধনে ও ধর্ম্মাচরণে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভবাদৃশ ব্যক্তির মাদৃশ নিঃস্ব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট এরূপ বিনয়সৌজন্যমাখা ভাষায় লেখা পাইয়া বর্ত্তমান যুগ বলিয়া বিস্মিত এবং ধন্য হইলাম। তবে আপনার মত ধর্ম্মপরায়ণ সুপণ্ডিতের নিকট এরূপ ব্যবহার বিচিত্র নহে…ভবন্তি নম্রাস্তরবঃ ফলোদ্‌গমৈঃ…।

শুভানুধ্যায়ী শ্রীবীরেশনাথ শর্ম্মণঃ।’

(৭১)

সনৎসুজাতীয় গ্রন্থ পাঠান্তে ১০ নভেম্বর ১৯৪৪ তারিখে ডাক্তার কালিদাস নাগ M. A., D. Litt. . মহোদয় লিখিয়াছেন—

‘১০।১১।১৯৪৪

ভক্তিভাজনেষু—

সনৎসুজাতীয়…পাইয়াছি। গ্রন্থখানি শুধু আমার ঘরে রাখি নাই। অবসর পাইলেই পড়িতেছি এবং আপনার অগাধ পাণ্ডিত্য ও আধ্যাত্মিক প্রেরণার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইতেছি।…যে কেহ আপনার সনৎসুজাতীয় পড়িবেন তিনি দুঃখবেদনার অন্ধকার দূর করিয়া আলোক ও আশ্বাস পাইবেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। …এমন সব অমূল্য রত্ন শাস্ত্র হইতে আপনি পুনরুদ্ধার করিয়াছেন যাহার সাহায্যে বহু জীব শোকান্ধকার উত্তীর্ণ হইয়া সেই জ্যোতির্ম্ময় লোকের আভাষ পাইবেন,’ যাহাকে উপনিষৎ বলিয়াছেন—‘তমসঃ পরস্তাৎ’।

বিনীত—শ্রীকালিদাস নাগ।’

(৭২)

দিনাজপুর ধর্ম্মসভা হইতে শ্রীমদ্ অমরচন্দ্র স্মৃতিসাংখ্যতীর্থ মহোদয় ১৩৫১ সালের ২৬শে অগ্রহায়ণ তারিখে 'সনৎসুজাতীয়-মধ্যাত্মশাস্ত্রম্' পাইয়া লিখিয়াছেন—

'পরমসম্মানাস্পদশ্রীযুক্তগুরুপদহালদারবিপ্রবরমহাশয়ায় সবিনয়-নমস্কারনিবেদনম্—

*　　*　　*　　*

দ্বিজসত্তম তাবকীং কৃতিং ভবতোঽধ্যাত্মবিচারণোজ্জ্বলাম্।
হৃদয়ং হি দধাতি সাগ্রহং ময়ি বিন্যস্তত ইত্যুদীরয়ৎ ॥

*　　*　　*　　*

ইতি বিনয়াবনত—
শ্রীঅমরচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ
স্মৃতিসাংখ্যতীর্থোপনামকস্য।'

(৭৩)

প্রত্যাখ্যাতমহামহোপাধ্যায়োপাধিক কাশীস্থ রাজপণ্ডিত শ্রীশঙ্কর তর্করত্ন ন্যায়কেশরি-মহোদয় সনৎসুজাতসম্বন্ধে ১৯৪৪ সালের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে শুভাশীঃসূচক একখানি কবিতাত্মক পত্র গ্রন্থকারকে প্রেরণ করেন—

'নিরন্তরশুভার্থিনঃ শ্রীশ্রীশঙ্করদেবশর্ম্মণঃ শুভাশীঃপূর্ব্বকং সমাবেদনম্—

দেব্যাঃ শ্রীকালিকায়াশ্চরণসরসিজং সেবসে ভক্তিবিত্তৈঃ
পুত্রৈঃ পৌত্রৈর্যুতং ত্বাং ত্রিভুবনজননী রক্ষতি ক্রোড়দেশে।
সর্ব্বাঃ শক্তী র্নিধায় ত্বয়ি বুধ! সুতবাৎসল্যমাবিশ্চকার
যেনাসি ত্বং ন বিদ্যাবসুষু, গুরুপদালংকৃতঃ সংজ্ঞয়াপি ॥

পূর্ব্বং ব্যাকরণেতিহাসবিষয়গ্রন্থঃ কৃতো ধীমতা
ন্যস্তং তত্র মতং পুরাণবিদুষাং প্রাচীপ্রতীচীজুষাম্।
রম্যাং শাস্ত্রবিচারযুক্তিপটলীং দৃষ্ট্বা পরং নিশ্চিতং
কণ্ঠস্থা তব সা বিভাতি সকলজ্ঞানপ্রদা শারদা॥

স্বনিপুণলিপিশোভি প্রেরিতাধ্যাত্মশাস্ত্র-
মপরমনুদিনং স্বৈ র্বন্ধুবর্গৈরধীত্য।
জনিতবিবুধতোষাং বীক্ষ্য তে শাস্ত্রচর্চ্চাং
বিনয়িবর মুদাঽহং ধন্যবাদান্ দদামি॥

প্রার্থ্যং নিত্যং মম তু ভগবদ্‌বিশ্বভর্ত্তুঃ সমীপে
লব্ধ্বা চায়ুঃ শতপরিমিতং পুত্রপৌত্রৈঃ সমেতঃ।
মন্দাক্রান্তামতিকৃশতনুং ভারতীং দেবতানাং
পুষ্টাং যত্নৈ রচয়তু ভবান্ কীর্ত্তিমঞ্জুক্তিশালিন্॥'

(৭৪)

পাবনা দর্শনবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীতারানাথ সপ্ততীর্থ সনৎসুজাত পাইয়া ২৬।৯।৫১ তারিখে লিখিয়াছেন—

'পাবনা

সাশীর্ব্বাদনিবেদনম্—

ভবৎপ্রণীতসনৎসুজাতীয়মধ্যাত্মশাস্ত্রং প্রাপ্তস্য মে নরীনৃত্যতে মানসসরোজমানন্দেন বায়ুনা। প্রার্থ্যতে চ ভবৎকুশলম্। পঠ্যতে চ পুস্তকমিদম্। ভবৎপাণ্ডিত্যং কালিকা-কালিকাভাসাখ্যটীকাদ্বয়ে যথেষ্টং প্রদর্শিতম্।' ইতি

শ্রীতারানাথ দেবশর্ম্মণঃ সপ্ততীর্থস্য
দর্শনবিদ্যালয়াধ্যাপকস্য।'

(৭৫)

কাশীরাজসভাপণ্ডিত শ্রীশ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন মহোদয় ১৩৫১ সালের ২৬শে পৌষ তারিখে লিখিয়াছিলেন—

'পূতে তীর্থবরে বরেণ্যসুকুলে জাতোঽভিজাতোঽসি ভো
বিদ্যাসু ব্যসনী ধনী চ বিনয়ী প্রাজ্ঞঃ সতামগ্রণীঃ।
আর্য্যাচারপরম্পরাসু রুচিমান্ বিদ্বৎসু চূড়ামণি-
স্তীর্থানাং সরণি র্বিনায়কজন-প্রখ্যাতচিন্তামণিঃ॥
ধীমন্ ব্যাকরণেতিহাসবিষয়ে তন্ত্রে স্বতন্ত্রঃ সুধী
র্মীমাংসাদ্বয়সাংখ্যযোগনিগমে শাস্ত্রেঽপ্যভিজ্ঞো ভবান্।
দক্ষো মোক্ষকথাবিচারচতুরঃ সৎপুত্রপৌত্রৈ র্বৃতঃ
সামানাধিকরণ্যমস্তি ভবতি প্রেম্ণেব বাণীশ্রিয়োঃ॥
শ্রীমন্ ব্যাকরণেতিহাসবিষয়ং যৎ পুস্তকং প্রেষিতং
যুক্তং যচ্চ 'সনৎসুজাতমপরং শ্রীকালিকাব্যাখ্যয়া'।
অস্মাভিঃ সখিভিঃ সমং তদুভয়ং দৃষ্টং সমালোচিতং
ধন্যাং হৃদ্যতমাং বিচারসরণিং শ্লাঘামহে সর্ব্বথা॥'

(৭৬)

মূলাযোড়-সংস্কৃতবিদ্যালয়ের ব্যাকরণ ও স্মৃতির অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বীরেশনাথ বিদ্যাসাগর মহোদয় ১০।৭।৫২ তারিখে পুনরায় সনৎসুজাত সম্বন্ধে গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলেন—

'আশীঃপুরঃসরসমাবেদনমেতৎ—

'......গতবর্ষে আপনার প্রদত্ত 'সনৎসুজাতীয়মধ্যাত্মশাস্ত্রম্' পাইয়া সন্তুষ্টচিত্তে সবিশেষ শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ঐ পুস্তকখানি অবসরকালে আমাকে বিশেষভাবে আনন্দ দান করে।

ঐ পুস্তকে দর্শনশাস্ত্রে আপনার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয়… পাইলাম। বর্ত্তমানকালের অনেক সুপণ্ডিতের শিক্ষা পাইবার অনেক বিষয় বিশেষভাবে উহাতে আলোচিত হইয়াছে।

সম্প্রতি এই পূর্ণিমা পত্রিকায়…আপনার…'শ্রীশ্রীদশভুজা দুর্গা' প্রবন্ধটী আমি ২।৩ বার দেখিলাম, তাহাতেও আমার তৃপ্তি মিটে নাই। ইত্যাদি…।

সততশুভানুধ্যায়িনো মূলাযোড়সংস্কৃত-
বিদ্যালয়শব্দস্মৃত্যধ্যাপকস্য
শ্রীবীরেশনাথ দেবশর্ম্মণঃ।
১০।৭।৫২'

(৭৭)

নোয়াখালী হইতে দেবপাড়াগ্রামবাস্তব্য শ্রীশশিমোহনতর্কশাস্ত্রি-মহোদয় 'সনৎসুজাতীয়মধ্যাত্মশাস্ত্রম্' পাইয়া লিখিয়াছেন—

'বহুমানাস্পদ—

শ্রীযুক্ত গুরুপদ হালদার মহোদয়—

মহিমার্ণবেষু—

* * * *

ত্তেনৈব দত্তং ত্বনুকম্পয়ৈব সনৎকুমারীয়মিদং বিধায়।
অধ্যাত্মশাস্ত্রং ননু মাদৃশেভ্যোঽপ্যধ্যাত্মবোধায় জনেভ্য ইত্থম্॥
অবাপ্য তদ্‌গ্রন্থমধীত্য কিঞ্চিদ্ অয়ং সুখেনৈব জনঃ কৃতার্থঃ।
জানে ন সম্যক্ পঠিতে ময়াপি আনন্দমাপ্নোমি কমপ্যপূর্ব্বম্॥

বিনয়াবনতঃ
নোয়াখালী-নগর্য্যন্তর্গতদেবপাড়াগ্রামবাস্তব্যঃ
তর্কশাস্ত্র্যুপনামকশ্রীশশিমোহনশর্ম্মা।'

(৭৮)

গ্রন্থকারের গ্রন্থ পড়িয়া, মন্দিরকুড্যে লিখিত শ্লোকসমূহ দেখিয়া সনৎসুজাতীয় পাঠপূর্ব্বক ব্যক্তিগতভাবে শাস্ত্রালাপ করিয়া সন্তোষসহকারে কালীঘাট সাঙ্গবেদবিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহোদয় একখানি প্রশস্তি-পত্র প্রেরণ করেন।

'গু-রৌ বা দেবে বা ক্ষিতিসুরবরে বাঽচলমতী
রু-ষাক্রান্তোঽপ্যাস্তে ধ্রুব ইব সদা যোঽবিকৃতগীঃ।
প-রং ক্রুরং মূর্খং কচিদপি ন যো নিন্দতি ভবান্
দ-রিদ্রাণাং বন্ধুঃ স জয়তিতরাং শ্রীগুরুপদঃ॥
হা-স্যং সদাস্যে হৃদি শাস্ত্রচিন্তা
ল-সন্তি সংসারিতয়াপি যস্য।
দা-ন্তশ্চ শান্তঃ স চ সারদৃষ্টী
র-সে "রসো বৈ" ইতি "হালদারঃ"॥
স-রস্বতীপারমভীহমানো
র-তোঽনিশং দর্শনদর্শনে ত্বং।
স্ব-তঃ পরস্মাদ্ব্যসনিত্বতশ্চ
তী-র্থত্বমেতেতি "সরস্বতী"থম্॥
নামাক্ষরৈ গ্রথিতসদ্গুণরত্নহারী,
পিত্রা কৃতৈরনুগুণৈরসি সৌম্যমূর্ত্তিঃ।
দাতা ধনী সুসুতবান্ প্রথিতো যশস্বী,
কালীপদাশ্রয়ণতঃ সুফলং কিলৈতৎ॥
সরস্বতীত্বং প্রতিপদ্য যত্না-
ল্লক্ষ্মীং চলাং স্থৈর্য্যবতীং বিধাতা।
পদে গুরুত্বং প্রতিপাদয়ন্ ভো
নাম্নোঽর্থবত্ত্বং সুদৃঢ়ং চকার॥

নেয়ং প্রশস্তিরতিশীলতয়া ন কিঞ্চিদ্
বক্তাস্মি কিন্তু ভবতো গুণমুগ্ধ এষঃ।
তাংস্তান্ গুণাননমুবদন্ মুখরীকৃতোঽহং
শ্লোকানমূনরচয়ং তদিহাভ্যুপৈতু॥
বিবর্দ্ধস্তাং ধর্ম্মা দ্বিজবরশুভাশীর্ব্বচনতো
রমাবিষ্ণু পূর্ণং গৃহমিহ বিধত্তাং ধনজনৈঃ।
পরং জ্ঞানং দেবো দিশতু নকুলেশস্তব পুনঃ
পরানন্দং কালী কলয়তু সদানন্দনময়ী॥

তাং ৩০শে শ্রাবণ ১৩৫০ সাল।	}	কৃতিরিয়ং গুণমুগ্ধস্য শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্রশর্ম্মস্মৃতিতীর্থস্য।'

ব্যাকরণ-দর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধে বিদ্বন্মণ্ডলীর পত্রসমূহ

‘খ’ পরিশিষ্ট

(উত্তর ভাগ)

(৭৯)

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের এবং তৎপরে গৌহাটি কটন্ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক প্রবীণ, প্রাচীন এবং লোকমান্য শ্রীযুক্ত বনমালী বেদান্ততীর্থ এম্, এ. মহোদয় ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস পাইয়া ১৩৫০ সালের ১লা চৈত্র তারিখে গ্রন্থকারকে লিখিয়াছেন—

‘১লা চৈত্র, ১৩৫০,
৮।৪, নেপাল ভট্টাচার্য্য লেন,
৺ কালীঘাট।

মাননীয়েষু সপ্রীতিনমস্কারনিবেদন—

আপনার মহাগ্রন্থ—‘ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস’ পাইয়া নিরতিশয় আনন্দিত হইলাম। ইহার বহু অংশই পড়িয়াছি। পড়িয়া আমার মনে উদয় হইয়াছে যে, আপনার ‘গুরু’ নাম সার্থক। ব্যাকরণ বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে আপনার দ্বারস্থ হইতেই হইবে।...এ গ্রন্থের ইংরেজিতে ও সংস্কৃতে অনুবাদ হওয়া উচিত।·· আপনার সঙ্গে পরিচয়ে আমরা ধন্য। কালীঘাট আপনাকে লাভ করিয়া ধন্য।

ভবদীয় শ্রীবনমালী দেবশর্ম্মা।’

(৮০)

কাশীস্থিত দেবনাথপুরের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শশিভূষণস্মৃতিতীর্থ মহোদয় ১৩৫০ সালের ৫ই চৈত্র তারিখে ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস পড়িয়া গ্রন্থকারকে 'শাস্ত্ররত্নাকর' উপাধি প্রদান করেন।

তিনি লিখিয়াছেন,—

'৫।১২।৫০

*　　*　　*　　*

পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিয়া এতই আনন্দ লাভ করিলাম যে, পুস্তক শেষ না করিয়া প্রাপ্তি-সংবাদ দিতে পারিলাম না। আপনি পুস্তকে যেরূপ অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি এবং অতি শ্রদ্ধা ও আনন্দের সহিত আপনাকে 'শাস্ত্ররত্নাকর' উপাধি প্রদান করিলাম। ইতি ৫ই চৈত্র

নিবেদক শ্রীশশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ।'

(৮১)

বীরভূমান্তর্গত দুবরাজপুরের মুন্‌সিফবাহাদুর বিশিষ্ট সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এম্, এ. মহোদয় ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ তারিখে ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাসসম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

'দুবরাজপুর (বীরভূম)।
২১।৩।৪৪

অশেষসম্মানপুরঃসরনিবেদন—

মহাশয়, গতকল্য হেতমপুর কলেজ...আপনার নব প্রকাশিত গ্রন্থখানি আমাকে পড়িতে দিয়াছে। এরূপ গ্রন্থের যে বিশেষ

প্রয়োজন ছিল তাহা লেখা বাহুল্যমাত্র। বাংলাদেশে বিজ্ঞানসম্মত-ভাবে ব্যাকরণ ও শব্দদর্শনের কেহ আলোচনা করেন ইহাই আমার জানা ছিল না।

আপনার গ্রন্থখানি আমাকে যে কি পরিমাণ আনন্দ দিয়াছে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে—আর আপনার বিদ্যার অপরিমেয় পরিধির প্রশংসা নাই করিলাম।

বশংবদ

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

মুন্‌সেফ, দুবরাজপুর বীরভূম।'

(৮২)

কটকস্থিত 'র‍্যাভেন্‌সা কলেজ' নামক মহাবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক মাননীয় শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এম্‌, এ. মহোদয় ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস পাইয়া ১৯৪৪ সালের ২৩শে মার্চ তারিখে এক পত্র প্রদান করেন।

'শ্রীশ্রীদুর্গা

৪৭।২,গড়িয়াহাটা রোড্‌, বালিগঞ্জ।

২৩।৩।৪৪

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

কাল আপনার ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস পেয়েছি। এরূপ গ্রন্থ জগতের কোনও ভাষায় আছে কিনা সন্দেহ। পুস্তকখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে উৎসর্গ করিয়া তদ্দারা মাতৃঋণ কতক পরিশোধ করিয়াছেন ও উপযুক্ত পুত্রের কার্য্য করিয়াছেন।

সনৎসুজাতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র পড়িয়া মনে হইয়াছিল এরূপ টীকা এ শতাব্দীতে আর বুঝি বাহির হয় নাই। এই পুস্তকখানি আমার

কাছেই রাখি ও তাহা হইতে কত জ্ঞান ও আনন্দ পাই। এই দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়নহেতু আপনি আমাদের দেশের গৌরব। আপনি দীর্ঘজীবী হইয়া সাহিত্যসেবা করুন। সুবিধা পাইলে আপনাকে দেখিয়া আসিব।

আপনার গুণমুগ্ধ
শ্রীগোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।'

(৮৩)

ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস পাইবার পর ২৭।৩।১৯৪৪ তারিখে বর্দ্ধমানের মহামহোপাধ্যায় বীরেশ্বরতর্কতীর্থমহোদয় নিম্নলিখিত পত্র প্রদান করেন—

'মহামহোপাধ্যায় বীরেশ্বর তর্কতীর্থ Bejoy-Chatuspathy.
Burdwan
২৭।৩।১৯৪৪

মাননীয় শ্রীগুরুপদ হালদার বি. এল্. সরস্বতী......
বিহিতসম্মানপূর্ব্বকসনমস্কারনিবেদনমেতৎ

মহাশয়, আপনার স্বকৃত 'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস' নামক পুস্তকের ১ম খণ্ড পাইয়া প্রাক্‌কথনের কিয়দংশ পড়িয়াই আপনার এ বিষয়ে জ্ঞানগাম্ভীর্য্যের মহিমা অনুপম দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। এজন্য আপনাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি এবং শ্রীশ্রী৺ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি...আপনি দীর্ঘজীবী হইয়া এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিয়া সকলকে আনন্দিত করুন। ইতি

ভবদীয় মহামহোপাধ্যায়
শ্রীবীরেশ্বর তর্কতীর্থ।'

(৮৪)

কলিকাতার সুপণ্ডিত লব্ধপ্রতিষ্ঠ মহাভারতপ্রকাশক মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশমহোদয় ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস পাইয়া ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ তারিখে গ্রন্থকারকে একখানি পত্র প্রেরণ করেন।

'৪১নং দেব লেন, কলিকাতা।
২৮।৩।৪৪

মান্যবরেষু
নমস্কারনিবেদনমিদম্—

গত রবিবারে...এখানে আসিয়া আপনার প্রেরিত পুস্তকখানি পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। আপনি বাস্তবিকই বহুদর্শী সুপণ্ডিত। আপনার পক্ষেই এখরূপ গ্রন্থ সঙ্কলন করা সম্পূর্ণ সম্ভবপর।...

মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ।'

(৮৫)

নেপালের কাট্‌মুণ্ডস্থিত Kaisar Mahal নামক রাজভবন হইতে মহামান্য রাণা Y. Kaiser বাহাদুরমহোদয় ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস পাইয়া ১৯৪৪ সালের ২৮শে মার্চ তারিখে গ্রন্থকারকে নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করেন।

'Kaiser Mahal.
Kathmunda.
28. 3. 1944

Dear Sj. Gurupada Halder,

Please accept my sincere thanks for the monumental 'Vyakarana Darshaner Itihas', a most

welcome addition to my collection of books. My hearty congratulation [on your successful erudition and labour.

I hope to receive in due course the intimation of the publication of the subsequent volume.

Yours truly,

Y. Kaiser.'

(৮৬)

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সর্ব্বজনবরেণ্য শ্রীযুক্ত জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় ব্যাকরণ-দর্শনের ইতিহাস পড়িয়া নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছিলেন।

'২৯।৩।৪৪

কল্যাণীয়বরেষু,

ব্যাকরণের ইতিহাস গ্রন্থখানি মনোযোগসহকারে প্রীত হইয়াই পড়িলাম। কত পাণ্ডিত্য, উৎসাহ, সহিষ্ণুতা, কর্ম্মকুশলতা, অধ্যবসায়াদির অধিকারী হইলে এমন অগাধ সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্তি ও চেষ্টা জন্মে তাহা বোঝার শক্তি রাখি। আশীর্ব্বাদ করি যে দীর্ঘায়ু হইয়া...

আশীর্ব্বাদক

শ্রীজয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।'

(৮৭)

কাশীর পণ্ডিতাগ্রগণ্য, বেনারস্ হিন্দু ইউনিভার্সিটিস্থিত সংস্কৃত বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক প্রত্যাখ্যাতমহামহোপাধ্যায়োপাধিক

রাজপণ্ডিত শ্রীশ্রীশঙ্কর তর্করত্ন ন্যায়কেশরিমহোদয় ১৯৪৪ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে লিখিয়াছিলেন—

'৩১।৩।৪৪

মহাশয়,

আপনার ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস নামক গ্রন্থখানি পাইয়াছি। আপনি গভীর গবেষণা দ্বারা এ গ্রন্থে যে সমস্ত বিচার বা বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ব্যাকরণদর্শনের এবং অন্যান্য শাস্ত্রের ও আলোচয়িতাদের বিশেষ অভাব দূর হইবে।

ভবদীয় শ্রীশঙ্করতর্করত্ন।'

(৮৮)

পূর্ব্বোক্ত শ্রীশঙ্কর তর্করত্নন্যায়কেশরিমহোদয় কাশী হইতে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দীয় ১লা চি অক্টোবর তারিখে আবার একখানি পত্র প্রেরণ করেন।

'১।৭।৫১

২০৫ সোনারপুরা, ৺কাশীধাম

সপ্রীতিসম্মানসম্ভাষণপূর্ব্বকং বিজ্ঞাপয়তি—

মাননীয় মহাশয়! কয়েকমাস পূর্ব্বে আপনি যে 'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস' নামক পুস্তক পাঠাইয়াছেন তাহা বিশেষ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়াছি। এইরূপ সুগবেষিত সুচিন্তিত সুসমালোচিত ব্যাকরণসম্বন্ধীয় পুস্তক ইতঃপূর্ব্বে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আপনার এই পুস্তক পাঠে ও শ্রবণে আমরা বিপুল আনন্দ লাভ করিয়াছি। এই পুস্তকের দ্বারা শিক্ষার্থী ও ব্যাকরণতত্ত্ববুভুৎসু এবং অধ্যাপকগণের যথেষ্ট জ্ঞানলাভ হইবে।

ভবদীয় শ্রীশঙ্করতর্করত্নদেবশর্ম্মা।'

(৮৯)

'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস' নামক গ্রন্থ প্রণয়নহেতু গ্রন্থকারকে শ্রীশংকরতর্করত্নন্যায়কেশরিমহোদয়ের শুভাশীঃপ্রদান ৭৩ সংখ্যক পত্রে দ্রষ্টব্য।

(৯০)

জলপাইগুড়ির পাটগ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শর্ম্মমহোদয় ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস পড়িবার পর ১৩৫০ সালের ১৭ই চৈত্র তারিখে লিখিয়াছেন—

'পোঃ পাটগ্রাম।
ডিঃ জলপাইগুড়ি।

বিদ্যাম্ভোধিগতাতিবোধপটলীরত্নাবলীশেখর
লোকাতীতযশঃসুধাধবলিতাশামণ্ডলশ্রীবহ।
সম্মানাস্পদ। ধন্যবাদসহিতং বিজ্ঞাপ্যতে সাম্প্রতং
নানাতত্ত্বনিকেতনং সুবিশদং প্রাপ্তং ভবৎপুস্তকম্॥

পদ্মা সদ্মনি কেশবস্য, গহনে রত্নং চ রত্নাকরে
বাণী ব্রহ্মপুরে, শিবা শিবগৃহে সন্তিষ্ঠতে নিত্যশঃ।
এতৎ সর্ব্বমহো। ধ্রুবং গুণাগণাকৃষ্টং ভবন্মন্দিরে
স্থিত্বা বর্দ্ধয়তু ক্ষিতৌ কুশলিনঃ কীর্ত্তিং শুভাং তে সদা॥

মীনস্থে ভাস্করে সিন্ধুচন্দ্রমে গুরুবাসরে।
লিখ্যতে পত্রিকেয়ং শ্রীবিধুভূষণশর্ম্মণা॥'

(৯১)

ঢাকাস্থিত জয়দেবপুরের চন্দনা টোল হইতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রেবতীকুমার স্মৃতিতীর্থমহোদয় ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

'চন্দনা-টোল।
পো° জয়দেবপুর, ঢাকা।
৩০।১২।৫০

সবিনয়নমস্কারনিবেদন—

আপনার প্রেরিত ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিলাম। এই জাতীয় সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত সমালোচনাপূর্ণ কোন গ্রন্থ আজ পর্য্যন্ত কেহই প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এই গ্রন্থে আপনার গভীর চিন্তাশীলতা ও ভূয়োদর্শন বিশেষভাবে সূচিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় ব্যাকরণের উপযোগিতা প্রমাণিত হইয়াছে। শাস্ত্ররক্ষায় আপনার অশেষ যত্ন অতিশয় প্রশংসনীয়।......

ভবদীয় শ্রীরেবতীকুমার স্মৃতিতীর্থ।'

(৯২)

ভট্টপল্লীসংস্কৃতবিদ্যালয়ের এবং কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ M. A. মহোদয় 'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস' পাইয়া ১৩৫১ সালের ১লা বৈশাখ তারিখে গ্রন্থকারকে লিখিয়াছেন—

‘প্রশস্তিপত্রম্

রত্নং গ্রন্থময়ং সযত্নলিখিতং জ্ঞানাম্ভসো মন্থনা-
ল্লব্ধং দর্শনসাগরাদ্ গুরুপদাহ্বানাদপূর্ব্বোদয়ম্ ।
তচ্চ ব্যাকরণোচ্চদর্শনগতেঃ প্রাচ্যেতিহাসং নবা-
লোকং ব্যঞ্জয়দঞ্জসা বিজয়তে সর্ব্বজ্ঞনং রঞ্জয়ৎ ॥

সরস্বতী স্ত্রীতি মৃদুস্বভাবান্
ন পূর্ণ বৈদুষ্যবিকাশশীলা ।
উপাধিলীলাস্তবতো ভজন্তী
স্ফারীভবত্যদ্ভুতপৌরুষশ্রীঃ ॥

শ্রীমন্ গুরুপদদর্শনসাগর ভবদভিধানমহো সার্থম্ ।
গুরুপদমধিকৃত্য ধিয়া দর্শনরসৈঃ সুমনঃ সুখং পূজসি ॥
অথবা পদগুরুরিতি তে বিপরীতনামৈতৈব সমীচীনা ।
পদনিচয়প্রতিপাদকশাস্ত্ররহস্যং বিবৃণ্বতো বিশদম্ ॥

অমৃতমিব নিপীয় তৃপ্তিমাপ্তো
বুধবর ! শাব্দিকদর্শনেতিহাসম্ ।
অহমথ ভবতোঽর্থয়ে ভবানীং
শ্রুতদয়িতাভ্যুদয়ায়ুষাং শুভানি ॥

ভট্টপল্লীতঃ
সৌরবৈশাখস্য
প্রথমদিবসীয়ম্
বঙ্গাব্দঃ ১৩৫১ ।

ভট্টপল্লীসংস্কৃতবিদ্যালয়াধ্যক্ষ-
কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়াধ্যাপক-
শ্রীশ্রীজীবদেবশর্ম্মণা প্রদত্তম্ ।’

(৯৩)

১৩৫১ সালের ৪ঠা বৈশাখে পাবনা-দর্শনটোলের অধ্যাপক ব্যাকরণ-কাব্য-সাংখ্য-বেদান্ত-ন্যায়-দর্শন-স্মৃতিতীর্থোপাধিক শ্রীযুক্ত তারানাথ দেবশর্ম্ম সপ্ততীর্থমহোদয় গ্রন্থকারকে ‘শাস্ত্ররত্ন” উপাধি প্রদান করেন। তিনি লিখিয়াছেন—

“স্বস্তি শ্রীতারানাথসপ্ততীর্থস্য (ব্যাকরণ-কাব্য-সাংখ্য-বেদান্ত-ন্যায়-দর্শন-স্মৃতি) আশীর্ব্বাদবিজ্ঞপ্তিরিয়ম্—

মহাত্মন্!

পাবনাদর্শনচতুষ্পাঠীঠিকানায় আপনি যে ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাসনামক মহাগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া পাঠাইয়াছেন, আমি এ গ্রন্থ (১ম খণ্ড) পাঠ করিয়া আপনার অনন্তসাধারণ অধ্যবসায়, প্রতিভা ও বিদ্যাবত্তা অবগত হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক-রূপে আপনাকে ‘শাস্ত্ররত্ন’-উপাধি প্রদান করিতেছি।......

শ্রীযুক্তগুরুপদহালদারমহোদয়ায়

উপাধিদানপত্রম্

উপাধিঃ শাস্ত্ররত্নেতি দীয়তে তুভ্যমাদরাৎ।
ত্বয়ি বিদ্যাপ্রবীণত্বাদুপাধ্যর্থসমন্বয়াৎ॥
কায়েন মনসা বাচা যাচ্যতে বিভুসন্নিধৌ।
শতায়ুঃস্বাস্থ্যমাসাদ্য জ্ঞানচর্চ্চাং সদা কুরু॥

পাবনাদর্শনটোলাধ্যাপক—
শ্রীতারানাথ দেবশর্ম্মণা।”

(৯৪)

দাক্ষিণাত্যে কোকনদস্থিত পিতাপুররাজকলেজের অধ্যক্ষ এবং সংস্কৃতাধ্যাপক ই. ভি. বীর রাঘবাচার্য্য এম্. এ. মহোদয় ব্যাকরণ-দর্শনের ইতিহাস পাইবার পর ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ২১শে এপ্রেল তারিখে গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলেন—

'Pitapur Raj College.
Cocanad.
21. 4. 44.

To Sj. Gurupada Halder,
My dear esteemed Punditji,

A thousand apologies for the delay in acknowledging with thanks the receipt of your monumental work in Bengali on the History of Vyakaran Darshan which is really a triumph of profound erudition.

Yours very sincerely,
E. V. Vir Raghabacharya.
P. R. College.
Cocanada.'

(৯৫)

মূলাযোড়সংস্কৃতকলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পঞ্চতীর্থ মহোদয় ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস পাঠ করিয়া ১৩৫১ সালের ১০ই বৈশাখ তারিখে গ্রন্থকারকে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করেন—

'শ্রীরামঃ শরণম্।

মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুপদহালদার······সরস্বতী···সমীপেষু

সবহুমানসম্ভাষণমেতৎ—

মাননীয় বেদান্তভূষণমহাশয়!

আপনার ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস প্রাপ্ত হইয়া এবং পুস্তক-

খানি যথাযথ পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। ব্যাকরণ জ্ঞান না হইলে বা তাহার ইতিহাস না জানিলে সুরভারতীর সেবা নিষ্ফল—এবিষয়ে প্রাচীন একটী শ্লোক আছে, যথা—

'যোঽনধীত্য শব্দশাস্ত্রমন্যচ্ছাস্ত্রং সমীহতে জ্ঞাতুম্।
সোঽহেঃ পদানি গণয়তি নিশি তমসি জলে চিরং প্রযাতস্য॥'

বোধ হয়, এইজন্য পূর্ব্বাচার্য্যগণ এবং পরবর্ত্তী সুপ্রসিদ্ধ নব্যনৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালংকার ও মহামহোপাধ্যায় গদাধর ভট্টাচার্য্যও এই শৈলীর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই শব্দশক্তি-প্রকাশিকা ও ব্যুৎপত্তিবাদগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতে এইরূপ একটী ইতিহাস লেখার প্রণালী অনুসৃত না হওয়ায় অনেক বিষয়ে সংস্কৃত শাস্ত্রে বা পণ্ডিতদিগের মধ্যে কিছু ন্যূনতা ও অসুবিধা চলিয়া আসিতেছে। এক্ষণে আপনার ঐকান্তিক যত্নে ও পাণ্ডিত্যপ্রভায় ব্যাকরণশাস্ত্রের ইতিহাসসম্বন্ধে সুযুক্তিপূর্ণ সার-গর্ভ পুস্তক প্রণীত হওয়ায় এ বিষয়ে অভাব তিরোহিত হইল। আশা করি এবং সর্ব্বমঙ্গলময় ৺জগদীশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, অন্যান্য শাস্ত্রের এইরূপ সুযুক্তিপূর্ণ ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া আমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ শাস্ত্রালোচনা সমুজ্জ্বল করুন। সুযোগ ঘটিলে আপনার মত শাস্ত্রপারদর্শী মহানুভবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশা করি।

তাং ১০।১।৫১

ভবদীয়—

শ্রীমন্মথনাথ পঞ্চতীর্থস্য।
অধ্যক্ষ, মূলাযোড়সংস্কৃতকলেজ,
পোঃ ভাটপাড়া। ২৪পরগণা।'

(৯৬)

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৩ এপ্রেল তারিখে হাওড়ার অন্তর্গত বেলুড়-মঠস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন্ বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ (Principal) ত্যক্তবিবিধবিশ্ববিদ্যালয়োপাধিক শ্রীযুক্ত স্বামী তেজসানন্দমহারাজ 'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস' পাঠান্তে গ্রন্থকারকে লিখিয়াছেন—

'R. K. Mission Vidyamandir.
Belur-Math.
23. 4. 44.

Dear Sir,

I beg to acknowledge with hearty thanks the receipt of Vyakaran Darshaner Itihas presented to the Ramkrishna Mission Vidyamandir (Belur).

The book is a new venture of its kind. It will serve a very useful purpose in the field of research and study of Sanskrit grammar and literature in all their bearings. Your profound scholarship and deep penetration into the intricacies of the Sanskrit grammar are reflected in the masterly presentation and treatment of the subjects······The book will be perused with keen interest by the students and professors of the college. Thanking you again for this valuable gift,

I remain,
Yours sincerely,
Swami Tejasananda.
Principal,
The R. K. Mission Vidyamandir
Belur.

P. S. Please inform us when the 2nd Vol. is ready. We shall send you the intimation-slip when required.'

(৯৭)

'বৈদিক বাঙ্‌ময় কা ইতিহাসা'দি প্রণেতা লাহোরের দয়ানন্দ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভগবদ্‌ দত্ত B.A. মহোদয় ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধে ২৫ এপ্রেল ১৯৪৪ তারিখে গ্রন্থকারকে লিখিয়াছেন—

'Vedic Research Institute.
9C, Model Town, Lahore.
25. 4. 44

Bhagabat Dutt B. A.
Editor-in-chief of History of India.
Dear Sri Gurupada Halderji,

নমস্তে। Your valuable book 'Vyakaran Darsaner Itihas' was received by me about a month ago. I do not know বংগলা ভাষা, but I spent 4 successive days to go through it as far as I could. I have myself worked on this subject for a number of years. I can see that your book is full of very useful materials. A lot is new, and you have laboured hard.

Yours sincerely,
Bhagabad Dutt.'

(৯৮)

শব্দশাস্ত্রবিৎ প্রথিতনামা পণ্ডিত ডাক্তার বটকৃষ্ণ ঘোষ M. A. Dr. Phil. (Munich), D. Litt. (Paris) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকমহোদয় 'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস' পড়িবার পর গ্রন্থকারকে ১৮।৪।৪৪ এবং ২।৬।৪৪ তারিখদ্বয়ে দুইখানি পত্র প্রেরণ করেন। প্রথম পত্রে লিখিত আছে—

'২৮।৪।৪৪
70, Upper Circular Road.

'শ্রীগুরুপদ হালদারমহাশয়সমীপেষু—

আপনার প্রেরিত 'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস'...অল্প অংশ পড়া হইয়াছে, কিন্তু এই অল্প অংশ হইতেই বহু নূতন বিষয় শিক্ষা করিলাম। আপনার বহুমুখী পাণ্ডিত্য বাস্তবিকই বিস্ময়কর।...

বিনীত—বটকৃষ্ণ ঘোষ
২৮।৪।৪৪'

দ্বিতীয় পত্রে লিখিত আছে—

'সবিনয়নিবেদন.

...অষ্টাধ্যায়ীসম্বন্ধে আমার প্রধান মতগুলি আপনি যে সমর্থন করিয়াছেন ইহাতে আমি যে কতখানি আনন্দলাভ করিলাম তাহা কথায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। মনে হইতেছে যে, আমার বহুদিনের সাধনা এইবার সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে, কারণ—এ বিষয় আমি নিঃসন্দেহ যে ব্যাকরণশাস্ত্রে সকলকেই আপনার নির্দ্দেশ মানিয়া লইতে হইবে।...

বিনীত—শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ।
২।৬।৪৪'

(৯৯)

মিথিলার 'পরজুয়ারি পছবারী'—নামক টোলের অধ্যাপক রাজকীয়সুবর্ণকেয়ূর-পুরস্কৃত শ্রীদিনেশ ঝা শাস্ত্রী ব্যাকরণসাহিত্যাচার্য্য 'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস' পাইয়া ৪।৫।৪৪ তারিখে লিখিয়াছেন—

*   *   *   *

'শ্রীমদ্‌ব্যাকরণেতিহাসমতুলং গ্রন্থং বিলোক্যাধুনা
তত্র প্রোদ্ধৃতনামশাস্ত্রবহুলগ্রন্থানুসন্ধিঞ্চ তে।
মুগ্ধঃ স্বাতিবিদগ্ধতামুপহসন্নাশ্চর্য্যমালম্বয়-
ন্নুচ্চৈ র্ধন্যতমন্ন বক্তি ভুবি কঃ প্রাজ্ঞো ভবন্তং মুদা ॥৫॥

শ্রীদিনেশ ঝা শাস্ত্রী
ব্যাকরণ-সাহিত্যাচার্য্যঃ
রাজকীয়সুবর্ণকেয়ূরপুরস্কৃত ঃ।'

(১০০)

মুঙ্গেরস্থিত ডি. জে. কলেজ হইতে অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মৈত্রেয় মহোদয় ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধে ১৩৫১ সালের ২৫শে বৈশাখ তারিখে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন—

'মান্যবর শ্রীযুক্ত গুরুপদ হালদার মহাশয় ··

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন, মহাশয়, আপনার বদান্যতা ও জ্ঞানগৌরবের নিদর্শনস্বরূপ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস···হস্তগত হইয়াছে। কলেজের জন্য স্বতন্ত্রভাবে যে খণ্ড প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা কলেজ লাইব্রেরীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি। উভয় খণ্ডের জন্য আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।···আপনি যে বিপুল পরিশ্রম করিয়া দৈনন্দিন জীবনের কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যেও এতবড় বিরাট্‌ গ্রন্থ রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন—ইহা আপনার অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও নিষ্ঠার পরিচায়ক। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডেই এত অধিক বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, ইহাকে ব্যাকরণ-সম্বন্ধীয় একখানি 'বিশ্বকোষ' বা 'মহাকোষ' বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।···

ভগবৎকৃপায় আপনি দীর্ঘায়ুঃ হইয়া সঙ্কল্পিত গ্রন্থ পরিসমাপ্ত করুন এবং এই একখানি গ্রন্থই 'যাবচ্চন্দ্রদিবাকর' আপনার 'যশোভাতি' অমর ও অম্লান করিয়া রাখুক—ইহাই ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিতেছি। পরিশেষে নিবেদন—আপনি, অন্ততঃ আমাদের তৃপ্তির জন্য আপনার এই অমূল্য গ্রন্থের নামমাত্র মূল্য গ্রহণ করিলেও কৃতার্থ হইতাম। অধিক বলিবার সাহস নাই। আমার নববর্ষের প্রীতি, নমস্কার ও শুভাকাঙ্ক্ষা গ্রহণ করিবেন।

বিদুষামাশ্রবঃ

মুঙ্গের
২৫শে বৈশাখ, ১৩৫১

শ্রীসুরেশচন্দ্র মৈত্রেয়।
অধ্যাপক, ডি. জে. কলেজ, মুঙ্গের।'

(১০১)

কাশীস্থিত টীকামণি কলেজের অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত প্রবীণ শ্রীযুক্ত তারাচরণ সাহিত্যাচার্য্য মহোদয় ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস পাঠ করিয়া ১৩৫১ সালের ২৬শে বৈশাখ তারিখে গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলেন—

'৩১০ জঙ্গমবাড়ী।
৺কাশীধাম।
২৬শে বৈশাখ ১৩৫১।

সনমস্কারনিবেদন—

আপনার শ্রদ্ধা-প্রেরিত ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস…পাইয়াছি। এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া আপনি সংস্কৃত সাহিত্যের একটী মহান্ অভাব দূর করিয়াছেন। বর্ত্তমান শতাব্দীর ইহা একটী অমূল্য রত্ন। সংস্কৃতসাহিত্য এবং বঙ্গভাষা আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে…

ভবদীয়—
শ্রীতারাচরণ সাহিত্যাচার্য্য।'

(১০২)

কলিকাতাবাস্তব্য পণ্ডিতপ্রবর এবং ধনকুবের ডাক্তার শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা, M. A., Ph. D. মহোদয় ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মে তারিখে 'ব্যাকরণ-দর্শনের ইতিহাস'সম্বন্ধে গ্রন্থকারকে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করেন—

'50, Kailas Bose Street.
Calcutta.
The 13th May, 1944.

Dear Mr. Halder,

I thank you very much for kindly presenting me with a copy of the first volume of your learned treatise Vyakaran Darshaner Itihas. I have no doubt that it is the outcome of your very thorough and painstaking research on a highly abstruse subject.

With renewed thanks,

Yours sincerely,
Satya Charan Law.'

(১০৩)

দিনাজপুর ধর্ম্মসভা হইতে ধার্ম্মিকপ্রবর পণ্ডিতাগ্রগণ্য অধ্যাপক শ্রীমদ্ অমরচন্দ্র স্মৃতিসাংখ্যতীর্থ মহোদয় ১৩৫১ সালের ৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস প্রাপ্ত হইয়া তৎসম্বন্ধে গ্রন্থকারকে একখানি কবিতাময়ী পত্রিকা লিখিয়াছিলেন—

'১৩৫১।৫ই জ্যৈষ্ঠ, দিনাজপুর, ধর্ম্মসভা।

শ্রীযুক্ত গুরুপদ হালদার···

কতিপয়দিনমগাৎ প্রাপ্তেঃ, ব্যাকরণদর্শনেতিহাসপ্রথম-
খণ্ডস্যাতিললিতস্য, বিজ্ঞাপয়াম্যধুনা হৃষ্টঃ॥

অজ্ঞাততত্ত্বস্য বিতর্কবস্তুনঃ, স্তুতিঃ কৃতীনাং ন ভবেৎ সুসঙ্গতা।
অপেক্ষ্যতে পূর্ব্বমতঃ পরীক্ষণং, পরীক্ষ্য নিন্দামথ বন্দনাং চরেৎ॥
ইতীহ তে পুস্তকমস্তু গৌরবং, গরীয়সাং সর্ব্বসমাকুলাত্মনাম্।
মন্যেঽধুনা ধন্যবচস্ত্বদাশ্রিতং, মৃষাত্বদুষ্টং ন ভবেৎ সমীক্ষ্য তৎ॥
পাণ্ডিত্যপূর্ণং তব দত্তপুস্তকং, প্রীতিং পরাং প্রাপ্য লভে শুভপ্রদম্।
জগজ্জনানাং জয়মেহি ভূসুর, স্বকীয়কীর্ত্যেতি বদামি ভূসুরঃ॥

দিনাজপুরধর্ম্মসভাচতুষ্পাঠ্যধ্যাপক—
শ্রীঅমরচন্দ্রদেবশর্ম্মা স্মৃতিসাংখ্যতীর্থোপনামকঃ।'

(১০৪)

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত পাটুলী চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীশ্যামাপদ কাব্যব্যাকরণস্মৃতিতীর্থমহোদয় ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস পড়িয়া ১৩৫১ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে লিখিয়াছিলেন—

'গ্রাম—পাটুলী, বর্দ্ধমান।
পাটুলী-চতুষ্পাঠী, ১১।২।১৩৫১

মহামহিমার্ণব—

···আপনার ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস কয়েকদিন যাবৎ পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম। আপনি একজন প্রকৃত বৈয়াকরণ। ব্যাকরণশাস্ত্রে পণ্ডিত ও ব্যুৎপত্তিশালী বহু বৈয়াকরণের

সহিত আমার শাস্ত্রালাপ হইয়াছে, কিন্তু ব্যাকরণে এরূপ ব্যুৎপত্তি অতি বিরল।

নিবেদক—

শ্রীশ্যামাপদশর্ম্মণঃ

(কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থোপনামকস্য)।'

(১০৫)

'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস' পাইবার পর শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল নিম্নলিখিত পত্রখানি পাঠাইয়া ছিলেন—

'শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডপ।

Head office—Jagatgunj, Benares.

The 10th June, 1944.

Vedantabhusan

Sreejut Gurupada Halder B. L. Sarswati—

Darsansagar,

'Darsanagar', 47 Halderpara Road, Kalighat.

Revered Vedantabhusan Mahashaya,

We are greatly delighted to receive a copy of the Vol. I of your 'Vyakaran Darshaner Itihas'. The Council of the Mahamandal highly appreciate your profound scholarship all throughout your monumental production and desire me to convey their most sincere thanks to you...

Your book will indeed make a valuable addition to our precious collection of rare works in the library.

Yours truly,
A. P. Sharma .
Officer-in-charge.'

(১০৬)

কলিকাতাদর্শনবিত্থালয়ের প্রবীণ অধ্যক্ষ পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ দর্শনাচার্য্য মহোদয় 'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস' পড়িয়া ২২।৬।১৯৪৪ তারিখে গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলেন—
'বিদ্বৎপ্রবর শ্রীমন্মহোদয়,

ভবদীয় 'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস'নামক বৃহৎ পুস্তকখানি পাইয়া বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়াছি।...ভারতে প্রাচীনকাল হইতে বৈদিক ও লৌকিক ব্যাকরণের পঠন-পাঠন চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ব্যাকরণ-বারিধিতে দর্শন ও ইতিহাস-রত্ন নিহিত ছিল। আপনিই অশেষ পাণ্ডিত্য, প্রতিভা ও মনীষা বলে সেই রত্নাকরের সমালোড়নপূর্ব্বক তাহার দর্শন-ইতিহাস-রত্নরাজি বুধসমাজকে বৃহৎ পুস্তকে খচিত করিয়া প্রচুর অর্থব্যয়ে উপহার দিতে সমর্থ হইয়াছেন।

শৈশবে ব্যাকরণ পড়িয়াছি, তারপর যথাকালে ব্যাকরণের অধ্যাপনাও করিয়াছি, কিন্তু এইরূপ দর্শন ও ইতিহাসের তত্ত্বাবলীর দিকে কখনও মনোবৃত্তি যায় নাই। আজ আপনার অশেষ বৈদুষ্য,

অসীম শ্রম ও ধনব্যয়ে লিখিত এবং উপহৃত পুস্তক দ্বারা...অশেষ জ্ঞান ও হর্ষ অনুভব করিতেছি।

শুভার্থী—

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ দর্শনাচার্য্য।

১নং মার্কাস্ লেন, দর্শনবিদ্যালয়, কলিকাতা।'

(১০৭)

১৩৫১ সালের ১১ই আষাঢ় তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল—

'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস—প্রথমখণ্ড—শ্রীযুক্তগুরুপদ হালদার।

ভারতীয় ব্যাকরণ ও অন্যান্য দেশের ব্যাকরণের মধ্যে একটী মূলগত পার্থক্য আছে। অন্যান্য দেশের ব্যাকরণ ভাষাশিক্ষার উপায়মাত্রস্বরূপ পরিগণিত। ভারতীয় ব্যাকরণই একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ শিক্ষণীয় বস্তু এবং দর্শনস্বরূপ সমাদৃত। মাত্র ব্যাকরণের চর্চ্চায় জীবন কাটাইয়া পণ্ডিতেরা বিদ্যা ও জ্ঞানের চরম শিখরে উঠিয়াছেন—ইহা ভারতেই সম্ভব হইয়াছে। ব্যাকরণের এই মূলগত স্বরূপের আলোচনায় বর্ত্তমান গ্রন্থ রচিত। ইহা একসঙ্গে স্মরণাতীত কাল হইতে এ পর্য্যন্ত ভারতে রচিত ব্যাকরণ শাস্ত্রের এবং তাহাদের মূলগত দার্শনিক তত্ত্বের ঐতিহাসিক পরিচয়। আলোচনার ইহা প্রথম খণ্ড। বাঙ্গালা ভাষায় এই গ্রন্থ রচনা করিয়া গ্রন্থকার স্বীয় মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যও ইহার দ্বারা উপকৃত হইল। সংবাদপত্রস্তম্ভের স্বল্প পরিসরে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠাব্যাপী এই জ্ঞানভূয়িষ্ঠ গ্রন্থের অতিসামান্য পরিচয় দেওয়া যায়।

গ্রন্থকারের অসাধারণ অধ্যবসায় এবং তাঁহার অপরিমেয় পাণ্ডিত্য কোন্‌টীর অধিক প্রশংসা করিব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। বিদ্বৎসভায় তাঁহার আসন অক্ষয় হউক—ইহাই কামনা করি।'

(১০৮)

শ্রীহট্টে হবিগঞ্জস্থিত বৃন্দাবনকলেজের অধ্যক্ষ ডি, এন. চৌধুরী M.A., B.L. মহোদয় ১৯৪৪ সালের ২৯ জুন তারিখে ব্যাকরণ-দর্শনের ইতিহাসসম্বন্ধে গ্রন্থকারকে এই পত্রখানি প্রেরণ করেন—

'Brindaban College, Habiganj.
29th June, 1944.

To Sj. Gurupada Halder, B. L.
Dear Sir,

I beg to offer my grateful thanks for your having presented this institution with a copy of your Vyakaran Darsaner Itihas. Your work has been very highly appreciated by our Sanskrit department as it is remarkable in many ways.

In the first place it is written in Bengali, a sure evidence of your love for your mother tongue and mother country.

Secondly you have successfully tackled a most difficult, abstruse and vast branch of Indian learning with a singular felicity of expression, clarity

of thought and understanding and a touch of the right type of wit.

In these days of dilettantism and index scholarship it is only on rare occasions that we come across works of the present type, works which are solid and substantial contributions to the Indian philosophic studies.

May God grant you a long life to complete your magnum opus. * * * With kindest regards,

Yours sincerely,

D. N. Choudhuri.

Principal,

Brindabon College, Habigunj, Sylhet.'

(১০৯)

গৌহাটিস্থিত কটন্ কলেজ (Cotton College) হইতে অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধে গ্রন্থকারকে লিখিয়াছেন—

'৩।৭।৪৪

বহুমানাস্পদেষু—

* * * *

ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি।—

ভবদীয়পাণ্ডিত্যমুগ্ধ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

অধ্যাপক, কটন্ কলেজ, গৌহাটি।'

(১১০)

কাশীস্থিত সুপ্রসিদ্ধ বৈদান্তিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ততারামোহন বেদান্তশাস্ত্রিমহোদয় ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস পড়িয়া ১৯৪৪খৃষ্টাব্দের ৫ই জুলাই তারিখে লিখিয়াছিলেন—

'Taramohan Vedanta Shastry.
99A' Sonarpura, Benaras City.
5. 7. 44.

মহাশয়—

আপনার ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস যথাকালে পাইয়াছিলাম। এই বিশাল সুচিন্তিতগ্রন্থপাঠে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন। তজ্জন্য প্রাপ্তিসংবাদ দিতে বিলম্ব ঘটিয়াছে।

ব্যাকরণের ইতিহাসপ্রসঙ্গে যে এত কথা উঠিতে পারে তাহা আমি পূর্ব্বে ভাবিতে পারি নাই। উহার প্রাক্‌কথন ও উপোদ্‌ঘাত না লিখিলে আলোচ্য বিষয়ের অপূর্ণতা থাকিয়া যাইত। এই গ্রন্থখানি আপনার অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও তপস্যার প্রতিমূর্ত্তি। উদ্দেশনামক প্রকরণের সিদ্ধান্তগুলি আমার অভিপ্রেত। ব্যাকরণসম্বন্ধে অন্যান্য আলোচনাগুলি পণ্ডিত-জনোচিত। এই গ্রন্থখানি ও গ্রন্থকার ও জ্ঞানীদের আগ্রহের বস্তু।

বশংবদ
শ্রীতারামোহন দেবশর্ম্মা।'

(১১১)

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দীয় ১০ই জুলাই (বাংলা ১৩৫১ সালের ২৬শে আষাঢ় তারিখে) 'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস' সম্বন্ধে দ্বারবঙ্গস্থিত মিথিলা কলেজের দার্শনিক অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর দত্ত M. A., D. Phil. মহোদয় গ্রন্থকারকে লিখিয়াছেন—

'Mithila College'
Darbhanga.
July 10, 1944.

মাননীয়েষু—

আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় নাই। আমি দ্বারভাঙ্গায় মিথিলাকলেজে দর্শনের অধ্যাপক। মহাশয়ের 'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস' আমার এক বন্ধুর নিকট দেখিয়া সত্যই বিস্মিত হইয়াছি। যেরূপ পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্য এই বিরাট পুস্তকে প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে মহাশয়কে শ্রদ্ধা নিবেদন না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বলা বাহুল্য, ইহার দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য আমরা উন্মুখ হইয়া থাকিলাম। কিন্তু মহাশয়ের নিকট আমার একটী অভিযোগ আছে। পুস্তকখানি ক্রয় করিবার উপায় নাই; সুতরাং আমাদের মত দর্শনের অধ্যাপক যাঁহারা প্রবাসী, তাঁহাদের ত উহা প্রাপ্ত হইবার কোনো আশা নাই। অথচ উহা লাভ করিবার প্রয়োজন ও লোভও কম নহে। যাহা হউক, যদি ইহা বিক্রয়ের কোনও ব্যবস্থা হইয়া থাকে, তবে অনুগ্রহ করিয়া বিক্রয়-স্থানের ঠিকানা আমাকে জানাইলে সত্যই উপকৃত হইব।

আশা করি ইহার দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্রই বাহির হইবে। ব্যাকরণকে দর্শনের মধ্যে ফেলিয়া ভারতীয় ব্যাকরণশাস্ত্রের গভীরতা ও ব্যাপকতাকে আপনি যথোচিত সম্মান দিয়াছেন। ব্যাকরণ দর্শনের পর্য্যায়ে কেন পড়িবে তাহা পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক-দিগের হৃদয়ঙ্গম করিতে এখনও যথেষ্ট সময় লাগিবে। আপনিই এবিষয়ে পথপ্রদর্শক সন্দেহ নাই। আমার শ্রদ্ধা-নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি ১৭ই আষাঢ়, ১৩৫১

বিনীত— শ্রীশশধর দত্ত।'

(১১২)

হুগলী জেলা চাতরা দেশগুরুবাটী হইতে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাপঞ্চানন মহোদয় ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস পাইয়া ১৩৫১ সালের ১লা শ্রাবণ তারিখে লিখিয়াছেন—

'শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যাপঞ্চানন।
চাতরা দেশগুরুবাটী।
পোঃ—শ্রীরামপুর, জেলা—হুগলী।
১লা শ্রাবণ, ১৩৫১।

শ্রীযুক্ত-গুরুপদহালদার-মহোদয়-প্রেরিত-ব্যাকরণদর্শনেতিহাস-নামকপুস্তকমাসাদ্যালোচ্য চ পরমপ্রীতা বয়ম্। অস্মদজ্ঞাত-নামধেয়গ্রন্থেভ্যো যানি প্রমাণবচনান্যাকলয্য পুস্তককলেবরঃ পরিশোভিতস্তৈরতিশয়িতধৈর্য্যসমন্বিতানুসন্ধিৎসামনুমীয় সাশ্চর্য্যং বিজ্ঞাপয়ামঃ সংস্কৃতভাষানুশীলনপরাণাং সর্ব্বেষামেব দ্রষ্টব্যমিদং পুস্তকমিতি।

শ্রীকালীপ্রসাদ দেবশর্ম্মা।'

(১১৩)

Amrita Bazar Patrika—30th July 1944.

'Review

Vyakaran Darsaner Itihas, by Gurupada Halder, B. L. in Bengali, Published by B. B. Halder...... Kalighat. Calcutta.,

The erudite author offers us in this volume extending over nearly 800 pages a historical study of Sanskrit Grammatical Literature in all its philo-

sophical bearings from critical and comparative points of view. We do not know any other author approaching the subject in the way Mr. Halder has done.

Whereas grammar is a means to an end in modern languages, it is an end in itself in Sanskrit. Who will not pay his homage to Browning's grammarian? There have been in India many savants who dedicated their whole life to Sanskrit grammar. The learned author has taken an immense amount of trouble in collecting his data and displays extraordinary depth of knowledge. By producing this book he has added lustre to Bengali literature. It is a book that should not be missed by any student of Sanskrit grammar. (R. 9311).'

(১১৪)

বরিশালস্থিত পোরগোল—পিরোজপুর হইতে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্তনীলমাধব স্মৃতিতীর্থ মহাশয় ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস পাইয়া লিখিয়াছেন—

'শ্রীশ্রীদুর্গা

পোরগোল, পিরোজপুর, বরিশাল।

শ্রদ্ধাস্পদেষু, ১৩৫১।২রা ভাদ্র।

ভবৎপ্রেরিত 'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস' প্রাপ্ত হইয়া চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। অবলম্বিত বিষয়ের এরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে কিনা

জানি না। বিষয়ে অভিনিবেশ, গভীর গবেষণা ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় গ্রন্থের সর্ব্বত্র সুপরিস্ফুট হইয়াছে। এমন কি সাধ্যোপলব্ধিসৌকর্য্যনিমিত্ত দর্শনসূত্রানুযায়ী বিষয়সূচী সঙ্কলন-ব্যবস্থা ও গ্রন্থকারের দিগন্তপ্রসারি জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়ে অতিশয় পরিতোষ লাভ করিলাম।

কোনও জিনিষের ইতিহাস না জানিলে লোকের শ্রদ্ধা বা উৎসাহ কম হয়। আমি নিজের অভিজ্ঞতায় বলিতেছি যে, পঠদ্দশায় যদি এই গ্রন্থখানি বা এইরূপ কিছু ইতিহাস পাইতাম তাহা হইলে বিশেষ উপকৃত হইতাম। দুর্গসিংহ সম্বন্ধে আমার যে সন্দেহ ছিল তাহা এই বই পড়িয়া দূর হইল।

ভবদীয়-স্মৃতিতীর্থোপাধিক-
শ্রীনীলমাধব শর্ম্মণঃ।'

(১১৫)

মূলাযোড় সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ব্যাকরণ ও স্মৃতির অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্তবীরেশনাথবিদ্যাসাগরমহোদয় ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস পাঠের পর ১৩৫১ সালের ১লা আশ্বিন তারিখে গ্রন্থকারকে নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করেন—

'মূলাযোড় সংস্কৃত বিদ্যালয়। ১।৬।৫১

পোঃ—শ্যামনগর, ২৪ পরগণা।

কল্যাণভাজন সরস্বতীর বরপুত্র শ্রীযুক্ত গুরুপদ হালদার, দর্শনসাগর, সরস্বতী, বেদান্তভূষণ।

সাদরসমাবেদনমিদম্—

মহোদয়, আপনার প্রণীত 'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস' পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। দীর্ঘ ৫০ বৎসরের অধিককাল আমি ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়া আসিতেছি। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে এবং তৎপরে মূলাযোড় সংস্কৃতবিদ্যালয়ে পাণিনি, সুপদ্ম ও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের বহু ছাত্রকে আমি ব্যাকরণ পড়াইয়াছি। আমার বয়স সপ্ততিবর্ষ অতিক্রান্ত হইয়াছে। এরূপ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আপনার পুস্তক হইতে এমন বহু তত্ত্ব অবগত হইয়াছি যাহা আমার জ্ঞানের বিষয় ছিল না। আপনার ভাষা যেমন প্রাঞ্জল, বিষয়গৌরবও তেমনিই প্রগাঢ়। এই পুস্তকখানি ব্যাকরণবিষয়ে যে সকল অমূল্য তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে আর কোনও গ্রন্থে আমি দেখি নাই। ইহা অদ্বিতীয় বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। ইহার পরবর্ত্তী খণ্ড দেখিবার জন্য আমি উৎসুক আছি।

শ্রীভগবৎকৃপায় স্বজনগণ সহ শান্তিময় দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া ...জগতের অজ্ঞান বিদূরিত করুন। আপনার কীর্ত্তি অক্ষয় হউক।

শুভানুধ্যায়ী—

বিদ্যাসাগরোপাহ্ব শ্রীবীরেশনাথ দেবশর্ম্মা।

পুঃ। পূর্ব্বপ্রকাশিত সনৎসুজাতীয়...আমি প্রাপ্ত হই নাই। আপনার 'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস' পাঠের পর উক্ত গ্রন্থখানি পাঠ করিবার জন্য সাতিশয় আগ্রহ রহিয়াছে। যদি কোনওরূপে সেই গ্রন্থ পাইবার সৌভাগ্য হয়, তাহা হইলে নিজেকে ধন্য মনে করিব।'

(১১৬)

Dr. Kalidas Nag, M. A., D. Litt. (Paris) মহোদয় ১০।১০।১৯৪৪ তারিখে গ্রন্থকারকে 'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস' সম্বন্ধে এই পত্র দিয়াছিলেন—

'পূজনীয়েষু—

আপনার অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রতীক 'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস'। গভীরতম শাব্দিক তত্ত্ব প্রাঞ্জল ভাষায় যে ভাবে আপনি আলোচনা করিয়াছেন সে ভাবে আর কেহই করেন নাই। এক্ষেত্রে আপনি সত্যই একজন মনীষী পথিকৃৎ। বাংলাভাষার ইতিহাসে আপনার গ্রন্থপ্রকাশ একটি স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া আমি মনে করি।…

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীকালিদাস নাগ।'

(১১৭)

'Royal Asiatic Society of Bengal.
1, Park St. Calcutta.
14th October, 1944.

Dear Mr. Halder,

It was very kind of you to have presented……… The History of Grammatical Science of the Hindus. Permit me to convey to you the best thanks of the Society for the precious gift……We have been profoundly impressed by the thoroughly scientific attitude reflected in the pages of your book which

should find its place as an indispensible work of reference in the libraries of our colleges, universities and learned societies.

Your survey of the grammatical literature······ is of an encyclopaedic character. Scholars may differ from your conclusions here and there, but they will always be grateful to you for the disinterested labour and learning that you have só generously brought to the study of the subject.

With our sincere felicitation on the completion of your 1st vol. and with expectation to see you completing the monumental work,

Yours sincerely,
Kalidas Nag,
General Secretary,
R. A. S. Bengal.'

(১১৮)

শ্রীহট্ট-নিবাসী সর্ব্বজনবরেণ্য পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত হরসুন্দর সাংখ্যরত্নমহোদয় ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস পড়িয়া ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা নভেম্বর তারিখে একখানি গদ্য-পদ্যময়ী পত্রিকা দিয়াছিলেন—

'স্নেহাস্পদ গুরুপদ—আমি অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ শ্রীহরসুন্দর শর্ম্মা। যতই তোমার গ্রন্থ পাঠ করিতেছি ততই তোমাকে আর 'আপনি' বলিতে আনন্দ হইতেছে না। এখন থেকে তোমাকে

'তুমি' বলিতেই যেন আনন্দ হয়। তোমার গ্রন্থপাঠে আমি মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি।

কার্য্যে যাদৃশী শক্তিরিষ্টা
বিপ্রে ভারতীসম্প্রদত্তা।
মস্মিন্ সর্ব্বশুক্লা সহায়া
ালোঽন্যস্তাং বিনা চাপরোঽত্র ॥

ানামকরণং যস্যাভবৎ সান্বয়ং
সস্তি বসুধাক্ষেত্রে ততঃ কীর্ত্তনম্।
ক্ষমু ভবেৎ ষণ্ণামিদঞ্চাপরং
গুরুপদ প্রীতিস্ত্বয়ি শ্রেয়সী ॥

়াতলগতা তাতশ্চ ধন্যস্তব
সুমতয়ো যদ্বংশজস্ত্বং পুনঃ।
ীয়রচনা যন্নেত্রগা সর্ব্বতো
ুরুপদস্যাভূজ্জনি র্যত্র চ ॥

ইতি শ্রীহট্টনিবাসিনঃ সাংখ্যরত্নোপনাম-
'শ্রীহরসুন্দরদেবশর্ম্মণঃ।'

(১১৯)

The University, Ramna, Dacca হইতে ঢাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক Dr. Sushil Kumar De, M. A., D. Litt. (London) 'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস'পাঠান্তে ১৯৪৪

খৃষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর তারিখে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করেন—

'The University.
Ramna, Dacca,
27. 11. 44.

Dr. S. K. De, M. A., P. R. S., D. Litt. (London).
University Professor of Sanskrit.

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার উপহৃত 'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস' অনেকদিন হইল হস্তগত হইয়াছে...। শুধু ব্যাকরণ সম্বন্ধে নহে, এই সুলিখিত পুস্তকে আপনার যে গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও অভিনিবেশ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা শুধু বিশেষজ্ঞের নহে, সংস্কৃতানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই আনন্দের বিষয় হইয়াছে। ইংরাজিতে লিখিত হইলে বোধ হয় ইহার অধিকতর প্রচার হইত এবং সমাদরও বহু বিস্তৃত হইত, বাংলাদেশে তাহা বর্ত্তমান সময়ে হইবে না। তথাপি মাতৃভাষার প্রতি আপনার অনুরাগ প্রশংসার যোগ্য। বাঙ্গালাদেশ হইতে এখন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনায় সেরূপ নিষ্ঠা দেখা যায় না, যেরূপ বাঙ্গালার বাহিরে সাধারণ পাঠকের মধ্যেও দেখা যায়—ইহা আমি নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি। সেইজন্য দুঃখ হয়, কিন্তু আপনার মত আন্তরিক নিষ্ঠা বিরল হইলেও সে দুঃখ দূর করে। আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ করুন। ইতি—

বশংবদ শ্রীসুশীল কুমার দে।'

(১২০)

শ্রীযুক্ত অন্নদা কুমার সাংখ্যতীর্থ মহোদয় নর্ত্তন হইতে ২১।৯।৫১ তারিখে ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

'নর্ত্তন ; ২১।৯।৫১

সানুনয়নিবেদনমেতৎ—

মহাশয় ! ভবৎপ্রণীত 'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস' নামক গ্রন্থখানি পাইয়া সমধিক প্রীত ও আপ্যায়িত হইলাম। উক্ত গ্রন্থরত্ন অসাধারণ, সারগর্ভ ও কামদুঘ বলিয়াই মনে হয়। বলা বাহুল্য, উক্ত গ্রন্থপাঠে প্রণেতার দুরবগাহ গভীর পাণ্ডিত্য ও বহুদর্শিতার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্দ্বারা মনীষিবর্গের যে অসাধারণ উপকার হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পুস্তক খানি সম্পূর্ণ পাঠ করিয়া প্রাপ্তিসংবাদ দেওয়ার উদ্দেশে উত্তর দিতে গৌণ হইল।

বিনীত

শ্রীঅন্নদাকুমার শর্ম্মা।'

(১২১)

বেনারস্ সিটি হইতে কাশীরাজ সভাপণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন মহোদয় ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস এবং সনৎসুজাতীয়মধ্যাত্মশাস্ত্রম্, পড়িয়া ১৩৫১ সালের ২৬শে পৌষ তারিখে লিখিয়াছেন—

'২৬।৯।৫১

৫৩নং সোনারপুরা। বেনারস্ সিটি

সসম্মানসমাবেদনমিদম্—

মহাশয়, আপনি যে 'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস' নামক পুস্তকখানি আমাকে দিয়াছেন তাহা পাইয়াছি। আমার বন্ধুপ্রবর সতীর্থ্য শ্রীযুক্ত শ্রীশঙ্কর তর্করত্ন মহাশয়ের বাড়ীতে ঐ পুস্তকখানি ও 'সনৎসুজাত' পুস্তকখানি আমরা শুনিয়াছি। আপনার পরিশ্রম সফল হইয়াছে। আপনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। আপনার লেখার প্রশংসা সকলেই করে এবং আমরাও পড়িয়া মনে এই করি যে, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দ্বারা এরূপ পুস্তক হওয়া সম্ভবপর নহে। উহাতে যেরূপ বহুদর্শিতা, পাণ্ডিত্য ও বিচার-নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা সর্ব্বথাই প্রশংসার যোগ্য। বারান্তরে আমার বক্তব্য লিখিবার ইচ্ছা থাকিল।

ভবদীয় শ্রীশ্যামাকান্ত দেবশর্ম্মা
(কাশীরাজ সভাপণ্ডিত)।'

(১২২)

১৩৫১ সালের ২৬শে পৌষ তারিখের পরেই কাশীরাজ সভাপণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ শ্রীশ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন মহোদয় বারান্তরে বক্তব্য বলিয়া প্রতিশ্রুতি পালনে লিখিয়াছেন—

'পূতে তীর্থবরে বরেণ্যসুকুলে জাতোঽভিজাতেঽসি ভো-
বিদ্যাসু ব্যসনী ধনী চ বিনয়ী প্রাজ্ঞঃ সতামগ্রণীঃ।
আর্য্যাচারপরম্পরাসু রুচিমান্ বিদ্বৎসু চূড়ামণি-
স্তীর্থানাং সরণি র্বিনায়কজন-প্রখ্যাতচিন্তামণিঃ ॥১॥

ধীমন্ ব্যাকরণেতিহাসবিষয়ে তন্ত্রে স্বতন্ত্রঃ সুধী
মীমাংসাদ্বয়সাংখ্যযোগনিগমে শাস্ত্রেঽপ্যভিজ্ঞো ভবান্।
দক্ষো মোক্ষকথাবিচারচতুরঃ সৎপুত্রপৌত্রৈ র্বৃতঃ
সামানাধিকরণ্যমস্তি ভবতি প্রেম্ণেব বাণী-শ্রিয়োঃ ॥২॥
শ্রীমন্ ব্যাকরণেতিহাসবিষয়ং যৎ পুস্তকং প্রেষিতং
যুক্তং যচ্চ 'সনৎসুজাতমপরং শ্রীকালিকাব্যাখ্যয়া'।
অস্মাভিঃ সখিভিঃ সমং তদুভয়ং দৃষ্টং সমালোচিতং
ধন্যাং হৃদ্যতমাং বিচারসরণিং শ্লাঘামহে সর্ব্বথা ॥৩॥

কাশীরাজ সভাপণ্ডিত শ্রীশ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চাননস্য।

৫৩নং সোনারপুরা,
বেনারস্ সিটি।'

(১২৩)

বগুড়াজেলাস্থিত মালতীনগর টোল হইতে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমদ্ ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য স্মৃতিতীর্থ মহোদয় ১৩৫১ সালের ৯ই মাঘ তারিখে গ্রন্থকারকে ব্যাকরণদর্শন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

'মাননীয়েষু—

সবিনয়নমস্কারনিবেদন। মহাশয়! আপনার ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস ... পাইয়াছি। পুস্তকের কিয়দংশ আগ্রহসহকারে পাঠ করিয়াছি। পুস্তকখানি বঙ্গভাষায় লিখিয়া ইংরেজীভাষায় অনভিজ্ঞ প্রাচীন পণ্ডিতমণ্ডলীর অশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন।

কলাপব্যাকরণসম্বন্ধীয় অনেক অজ্ঞাত বিষয় আপনার ব্যাকরণ-দর্শনের ইতিহাস-পাঠে জ্ঞাত হইয়াছি। সমগ্র গ্রন্থপাঠে আমি ক্রমশঃ অনেক বিষয় জানিতে পারিব এবং নানা সন্দেহ নিবারণ করিতে পারিব—ইহা আমার আনন্দের বিষয়। এতাদৃশ বৃহৎ পুস্তক বিনা মূল্যে বিতরণ করিয়া নিঃস্ব ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের অশেষ উপকার করিয়াছেন……ইতি ৯ই মাঘ, ১৩৫২ সাল।

ভবদীয় শ্রীমদ্ ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য স্মৃতিতীর্থ।'

(১২৪)

চন্দননগর হইতে শ্রীযুক্ত ফটিকলাল দাস মহাশয় ৫।১।৪৫ তারিখে পত্র দিয়াছেন—

'পূজ্যপাদেষু—

মহাশয়, ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস পাইয়াছি। এই মূল্যবান্ পুস্তকখানি উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

আপনি বাঙ্গলাভাষায় এই পুস্তক রচনা করিয়া এক মহান্ অভাব পূরণ করিয়াছেন। এজন্য বাঙ্গলাভাষা আপনার নিকট ঋণী রহিল। অপর খণ্ডের জন্য উদ্‌গ্রীব রহিলাম। গ্রন্থখানি এত ভাল লাগিয়াছে যে শেষ খণ্ড না পড়িতে পাওয়া পর্য্যন্ত মনে শান্তি পাইব না। আমার প্রণাম জানিবেন।

চিরকৃতজ্ঞ শ্রীফটিকলাল দাস।'

(১২৫)

চন্দননগরের পুস্তকাগারের সম্পাদকমহোদয় ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লিখিয়াছেন—

'Chandernagore Pustakagar.
Chandernagar, ৮।২।৪৫

সবিনয় নিবেদন—

আমাদের পুস্তকাগারের কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ সভ্য আপনার প্রেরিত ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস পুস্তক পাঠে আপনার গভীর জ্ঞানের, সংস্কৃতশাস্ত্রে অদ্বিতীয় ব্যুৎপত্তির এবং অমানুষিক পরিশ্রমের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন এবং আপনাকে তাঁহাদের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জানাইবার অনুরোধ করিয়াছেন।

পুস্তকাগারের পক্ষ হইতে আপনার অমূল্য গ্রন্থখানি দেওয়ার জন্য এই প্রসঙ্গে আর একবার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

বিনীত
চন্দননগর পুস্তকাগার
সম্পাদক

(১২৬)

কাশী হিন্দু ইউনিভারসিটি হইতে পণ্ডিত গবেষী শ্রীযুক্ত করুণাপতি ত্রিপাঠী M. A., B.T, ব্যাকরণাচার্য্য সাহিত্যশাস্ত্রী, Fellow

মহোদয় ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধে গ্রন্থকারকে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লেখেন—

'Karunapati Tripathi. Benaras.
M. A. (Sans—Hindi), B. T. 10. 2. 45.
Vyakaranacharya, Sahitya Shastri,
Fellow (in Sans), Benarás Hindu University.

Dear Sir,

It may look quite queer to get a letter from a stranger. I may be perfectly unknown to you, but you are not so to me, as very recently I had been fortunate enough to come in close contact with your scholarship through your praise-worthy work —Vyakaran Darshaner Itihas.

I am pursuing some researches on Panini's system of grammar as a Mayurbhanj fellow in Sanskrit (Benaras Hindu University) ... In this connection I became familiar with your scholarship of the grammatical Science in the said work. The more I studied it, the more I became impressed with your... knowledge of the subject. Seeing the various information of historical nature ··· and their treatment with a purely Hindu outlook on the one hand, and logical as well as modern line of treatment on the other, I was impressed beyond expression. No doubt it is a unique work of its type having no

compeer. I am sure, it ... will satisfy a very longfelt need of the student ··· of Sanskrit grammar......

Yours sincerely,
Karunapati Tripathi.'

(১২৭)

দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্ব-গোদাবরী জেলার রাজমুন্দ্রিনগরস্থিত নব্য-সাহিত্যপরিষৎ হইতে টি, শিবশঙ্কর শাস্ত্রিমহোদয় ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ তারিখে গ্রন্থকারকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—

'Andhra Pracharini Ltd. Rajmundry,
(Established in 1911, incorporated (E. Godavari Dt.)
in 1938) March 12th, 1946,

Sir,

My friend Mr. V. Raghavacharya, professor of Sanskrit, P. R. College, Cocanod, to whom you sent last year your monumental work 'Vyakaran Darshaner Itihas', asked me to give a gist of the work. After going through the book, I thought it would be useful to translate it in toto into our mother-tongue—Telegu. For the last 30 years I have been a Student of Bengali Language and literature, translating some works of Romesh Chandra Dutta, Hara

Prasad Sastri, Prabhat Kumar Mukerjee, Robindranath Tagore and other reputed writers.

If your learned book is translated into Telugu, it would be a very good contribution to our literature. Please send me the Volume with permission to translate.

My main motive is to see that your ideas on history and philosophy of Sanskrit Grammar are well spread among the great Andhra Public.

Yours respectfully,
T. Sivasankar Sastri.

To Sj. Gurupada Halder, Saraswati...,
Kalighat,
Calcutta.'

(১২৮)

দাক্ষিণাত্যের রাজমুন্দ্রিনগরস্থিত অন্ধ্রপ্রচারিণী পরিষৎ হইতে টি, শিবশঙ্কর শাস্ত্রিমহোদয় ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস পাইবার পর লিখিয়াছিলেন—

'Andhra Pracharini Ltd.
Rajmundry. May, 27, 1945.

Sir,

Many thanks for the kind gift of your great work. Soon after receiving it, I went on pilgrimage and returned only yesterday.

Please let me know your decision about my request to translate your monumental work into my mother tongue—Telegu.

Yours respectfully,
T. Sivasankar Sastri.'

(১২৯)

ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস তৈলঙ্গভাষায় অনুবাদ করিবার অনুমতি পাইবার পর টি, শিবশঙ্কর শাস্ত্রিমহোদয় ২৭।৯।৪৫ তারিখে গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলেন—

'Sivasankar Sastri, 27. 9. 45
President, Sahityasamiti. Rajmundri.

Respected Sir,

Returning after a tour of four months I am extremely happy to go through your kind letter of the 30th May. Let me thank you, Sir, for the gracious permission ··· to translate your great work into my mother tongue—Telegu.

You may be sure that I will make a correct translation of the original without a single mistake and keep the spirit as well.

Yours
T. S. Sastry.'

(১৩০)

চট্টলান্তর্গত পরৈকোড়াগ্রামবাস্তব্য পণ্ডিত শ্রীঅন্নদাচরণ শাস্ত্রি-মহোদয় ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস পড়িয়া ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী তারিখে লিখিয়াছিলেন—

'মানপত্রম্।

শ্রীযুক্ত গুরুপদ হালদার বি এল্, সরস্বতী...করকমলেষু—
মহাত্মন্।

স্বনাম্নাতীব বিখ্যাতঃ শ্রীগুরুপদসংজ্ঞকঃ।
বহুজ্ঞানসমাযোগাদ্ নামার্থঃ পরিরক্ষিতঃ॥
দৃষ্টং গুরুপদং যস্মাদ্ ব্যাকরণস্য দর্শনে।
অতুলো হি কৃতো গ্রন্থঃ শ্রীব্যাকরণদর্শনম্॥
তদিতিহাসপাঠান্মে হৃদয়ং নু চমৎকৃতম্।
জঘন্যে কলিকালেঽপি কুতস্তস্যাত্র সম্ভবঃ॥
গীতোক্তোঽয়ং মহাত্মা সন্ লোকানাং হিতকাম্যয়া।
পূর্ব্বকৃতিবশাজ্জাতো লোকেষ্বনুত্তমঃ কৃতৌ॥
লোকানুকম্পিনং দেবং ব্রাহ্মণধৃতবিগ্রহঃ।
ভূয়ো ভূয়ো নমামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপিণাম্॥

ভবদীয়গুণমুগ্ধশ্রীঅন্নদাচরণশাস্ত্রিণশ্চট্টলান্তর্গত-
পরৈকোড়াগ্রামনিবাসিনঃ।২।১।৪৭ ই০।'

(১৩১)

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দীয় ডিসেম্বরমাসের কাশীস্থিত 'সুপ্রভাতম্'নামক মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়—

'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস'।

'কলিকাতানগরীয়কালীঘট্টবাসিভিঃ শ্রীগুরুপদহালদার ;বি, এ. বি, এল্ মহোদয়ৈর্বিরচিতোঽয়ং বঙ্গভাষালিখিতো মহান্ গ্রন্থো বৃহদাকারে মুদ্রিতো গবেষকাণাং বিদুষাং ব্যাকরণশাস্ত্রাধ্যেতৄণাং কৃতে চ নিতরামুপযুক্তঃ। মর্ম্মবিদ্ভ্যো বিনা মূল্যং বিতীর্য্যতে লেখকমহোদয়ৈঃ।

অস্মাভিঃ প্রার্থিতোঽয়ং গ্রন্থস্তীর্থযাত্রার্থং বারাণসীং সমাগতৈঃ শ্রীমদ্ভি র্হালদারমহানুভাবৈঃ স্বয়মেব সুপ্রভাতায় সমর্পিতঃ। বয়মপি হালদারমহোদয়ানাং দর্শনেন বিবিধবিচারবিমর্শনেন চ পরমাপ্যায়িতা আশ্চর্য্যসমন্বিতাঃ সঞ্জাতাঃ। ইমে হি সুপ্রসিদ্ধধনিকব্রাহ্মণকুলোৎপন্না আংগ্লোভাষা-মহাবিদ্বাংসঃ কেবলং শব্দব্রহ্মানুশীলনধিয়া সংস্কৃতব্যাকরণশাস্ত্রেতিহাসান্বেষণে প্রবৃত্তাঃ।

চিরকালিকাধ্যয়নেন গবেষণ-প্রবণৈরেভিঃ কেবলং পাণিনিপর্য্যন্তস্যেতিহাসস্য সঙ্কলনং বৃহত্তরেষু চতুঃশতাধিকপৃষ্ঠেষু লিখিতম্। ততশ্চ সারস্বতমুগ্ধবোধান্তব্যাকরণেতিহাসো দ্বিতীয়ে ভাগে সমুল্লিখিতঃ, কাগজমুদ্রণাদীনামলাভেন মহার্ঘ্যতয়া চ ন মুদ্রাপিতঃ।

প্রকাশিতোঽয়ং গ্রন্থঃ সুচিক্কণপত্রেষু মনোহরাক্ষরৈ র্নয়নাকর্ষকরূপেণ মুদ্রিতো বিনা মূল্যং বিতীর্য্যতে। যদ্যপ্যস্য মূল্যং দশমুদ্রামিতং ভবিতুমর্হতি, তথাপি পরমধনিকৈ র্ধার্ম্মিকৈশ্চ সহৃদয়ৈ র্হালদারমহোদয়ৈঃ স্বান্তঃসুখায় সহস্রশো গ্রন্থানধীত্য প্রাচ্যপাশ্চাত্ত্যবিদুষাং মহতা দ্রব্যব্যয়েন সম্পাদিতোঽয়ং গ্রন্থ স্তদ্বিশেষবিদুষাং বিদুষাং কৃতে সমুপায়নীক্রিয়ত ইতি সর্ব্বথা সমভিনন্দনীয়া ধন্যবাদার্হাশ্চ তে।

হালদারমহোদয়া বৃদ্ধা অপি মধুরমূর্ত্তয়ো মধুরালাপাঃ পরমশিষ্টা ভারতীয়সংস্কৃতিপক্ষপাতিনঃ সন্তি। দুর্ল্লভা এবেদৃশা বিদ্যারসিকা ধনিকাঃ সাম্প্রতমিতি বয়ং তেষাং দীর্ঘং জীবিতং কাময়ামহে।

ন কেবলমিমে ব্যাকরণশাস্ত্র এব কৃতভূরিপরিশ্রমাঃ, অপি তু বেদান্তে নিষ্ণাতা অধ্যাত্মবিদোঽপি সন্তি। এভি র্মহাভারতান্তর্গতস্য সনৎসুজাতীয়াধ্যাত্মশাস্ত্রস্য শাঙ্করভাষ্যোপেতস্যাপি প্রকাশনং কৃতম্। তত্র 'কালিকা'নাম্নী বিস্তৃততরা সংস্কৃতটীকাঽপি লিখিতা। তস্য হিন্দীভাষানুবাদোঽপি বিদ্যতে। এতেষাং টীকায়াং শতশঃ পুরাণ-দর্শন-ধর্ম্মশাস্ত্রীয়গ্রন্থানাং প্রমাণোদ্ধরণং দৃষ্ট্বা বিবিধশাস্ত্রাবগাহনকুতূহলিত্বং সমালোক্যতে।

বয়মেতেষাং গ্রন্থাবলোকনায় সংস্কৃতপ্রণয়িনঃ সাগ্রহমনুরুন্ধ্মহে।'

(১৩২)

প্রাচ্যপ্রতীচ্যবিদ্যাম্ভোধিপারদৃশ্বা বিশ্ববিদ্যালয়াধ্যাপক শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘটক এম্ এ (ট্রিপ্‌ল্) এফ্, আর, হিষ্ট্ এস্—জ্যোতিষসাগর-সাহিত্যসরস্বতীমহোদয় দর্শনাগারের মন্দিরকুড্যস্থ মোক্ষপ্রতিপাদক শ্লোকরাশি দেখিয়া এবং গ্রন্থকারের গ্রন্থ পড়িয়া পরম সন্তোষসহকারে ললিতকবিতায় নিম্নলিখিত প্রশস্তিখানি নিজ ব্যয়ে মুদ্রণপূর্ব্বক গ্রন্থকারকে উপহার দিয়াছিলেন—

'গুঞ্জন্মঞ্জুদ্বিরেফস্ত্রিপুর-হর-পদ-দ্বন্দ্ব-পঙ্কেরুহোত্থো
রুচ্যো রৌপ্যৈ র্ময়ূখৈ র্দরবিশদতনুঃ শর্ব্বকান্তামুপৈতি।
পক্ষৈঃ শ্যামৈ র্বিগাহ্যাম্বরতলমতলং কালিকাক্ষেত্রমুচ্চন্
দক্ষো দক্ষাধ্বরারে র্হরতি শিবময়ং বাচিকং দেবদেবাৎ॥

*   *   *   *

তীর্থশ্রেষ্ঠং যদন্তঃ সুবিমলমতুলং ভুক্তিমুক্তিং প্রদত্তে
জ্যোৎস্না-শুভ্রা সরিৎ সা গুরুপদতনুকা ত্রীণি দেহানি ধত্তে।
তির্য্যপ্রেষ্যান্ মনুষ্যান্ সুরবরভুজগাং স্তর্ত্তুকামা ত্রিধামা
ষড়্বর্গং ভারতীভি র্হলধরবদনৈশ্চার্জিতৈ র্হন্ত্যজস্রম্॥

মাসে রাধে সুপুণ্যে সবুধদিনকরে মেষরাশিং প্রযাতে
বেদাংশস্থ প্রমাণং হিমকরনিকরস্থামলে পুণ্যবারে।
কৃষ্ণে পক্ষে নবম্যামতিশুভহরিভে শুভযোগে শুভাখ্যে
জ্যোতিঃ-শস্তিঃ শিবাহ্বা মহসি বিরচিতা সাহস্তু ধর্ম্মস্য বৃদ্ধ্যৈ ॥'

(১৩৩)

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ২২ অক্টোবর তারিখে 'শ্রীশ্রীদশভুজা দুর্গা'নামক প্রবন্ধসম্বন্ধে গ্রন্থকার নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রাপ্ত হন—

'কাশীধাম, সোনারপুরা, ৪ঠা কার্ত্তিক।

সপ্রীতিসম্মানসম্ভাষণপূর্ব্বকং বিজ্ঞাপয়তি—

মহাশয়, আপনার প্রেরিত পূর্ণিমা পত্রিকা পাইয়া বিশেষ প্রীতি-লাভ করিলাম। আপনার সুচিন্তিত বহুদর্শিতাপরিপূর্ণ 'শ্রীশ্রী দশভুজা দুর্গা' প্রবন্ধটী সাগ্রহে পাঠ করিয়া আমাদের পণ্ডিতসভার সভ্যগণ পরম প্রীতিলাভ করিয়াছেন। আপনার পাণ্ডিত্য পণ্ডিত-মণ্ডলীর সুপরিচিত। আপনার লিখিত প্রবন্ধ পাইলে উহা সকলেই সাগ্রহে পড়িয়া থাকেন। আশা করি ৺ শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপায় কুশলে আছেন। আমরা ভাল আছি। ইতি

ভবদীয় শ্রীশঙ্কর তর্করত্ন।'

(১৩৪)

মূলাযোড়সংস্কৃতবিদ্যালয়ের ব্যাকরণ ও স্মৃতির অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বীরেশনাথ বিদ্যাসাগরমহোদয় 'শ্রীশ্রীদশভুজা দুর্গা' নামক

প্রবন্ধযুক্ত পূর্ণিমা পত্রিকা পাইয়া ১৩৫২ সালের ১০ই কার্ত্তিক তারিখে গ্রন্থকারকে নিম্নলিখিত পত্র দিয়াছিলেন—

'১০।৭।৫২

আশীঃপুরঃসরসমাবেদনমেতৎ—

মহোদয়! আপনার প্রদত্ত 'পূর্ণিমা' পাইয়া আমার তমোময় হৃদয় আলোকিত হইল। ... সম্প্রতি এই পত্রিকায় ... আপনার কর্ম্মকাণ্ডেও তীক্ষ্নদৃষ্টির পরিচয় পাইয়া পুলকিত হইলাম। ... আপনার 'শ্রীশ্রীদশভুজা দুর্গা' প্রবন্ধটী আমি ২।৩ বার দেখিলাম, তাহাতেও তৃপ্তি মিটে নাই।

'দশভুজা' প্রবন্ধের দুর্গাধ্যানে আপনি অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। কালিকাপুরাণে ঐ ধ্যানে কিছু কিছু অসঙ্গতি আছে; সেগুলির সংশোধন আপনি ঠিকই করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।...

সততশুভানুধ্যায়িনো মূলাযোড়সংস্কৃত-
শব্দস্মৃত্যধ্যাপক শ্রীবীরেশনাথ শর্ম্মণঃ।'

১৩৪২ সালের ৬ই আশ্বিন তারিখে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভায় শ্রীশ্রীজগদ্‌গুরু ১০০৮ শ্রীচন্দ্রশেখরশঙ্করাচার্য্য মহাত্মার অভিবাদনোপলক্ষ্যে কালীঘাটবাস্তব্য শ্রীগুরুপদ হালদার বি, এল, সরস্বতী, বেদান্তভূষণ, দর্শনসাগর কর্ত্তৃক প্রদত্ত অভিভাষণ এবং তদবকাশে শাস্ত্রীয়পশুবলি সমর্থন। সভাপতি—ত্যক্তমহামহোপাধ্যায় শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন সকলদর্শনাচার্য্য।

ওঁ

ওঁ ভূ র্ভুবঃ স্বরিতি তৎসবিতু র্বরেণ্যং
ভর্গো নিসর্গবিমলং পরমস্য বিষ্ণোঃ।
দেবস্য ধীমহি ধিয়োধিগতং বয়ং যো
যত্নান্ন ঈহিতমর্ত্তাংশ্চ প্রচোদয়াদ্ ওঁ॥
শ্রীমৎসুরাসুরারাধ্যচরণাম্বুরুহদ্বয়াম্।
চরাচরজগদ্ধাত্রীং কালিকাং তাং নমাম্যহম্॥

শ্রীকাঞ্চীকামকোটিমঠাধীশ শ্রীমচ্চন্দ্রশেখরসরস্বতীমহাত্মার পদারবিন্দে আমার ভক্তি উপহার দিবার সৌভাগ্য আবার আজ পাইলাম। ইনি ১০০৮ শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়া অভিহিত, কারণ শালগ্রামে বিষ্ণুর আবির্ভাব তুল্য ইঁহাতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব আছে। ঐতিহ্যবিদ্‌গণ বলেন, শঙ্করাচার্য্য অমুক সময়ে তিরোহিত হইয়াছেন, কিন্তু আমরা দেখি তিনি কাঞ্চীমঠাধিপতি-পরম্পরা চিরকাল বর্ত্তমান আছেন। শৃঙ্গেরিপ্রভৃতি মঠ আচার্য্যের শিষ্যগণকে উজ্জীবিত রাখিলেও কাঞ্চীমঠাধিপতিগণ সাক্ষাৎ শঙ্করাচার্য্যকে উজ্জীবিত রাখিয়াছেন।

আমরা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকে জগদ্‌গুরু বলি। পূর্ব্বে মনে মনে ভাবিতাম—সত্য সত্যই তিনি জগদ্‌গুরু, না ইহা একটী স্তুতিবাদমাত্র। একদিন দেখি, সুদূর পাশ্চাত্ত্য দেশে একজন ডাক্তার পল ডয়সেন নামক জার্ম্মান দার্শনিক পণ্ডিত বলিতেছেন—শঙ্করাচার্য্যকে ভারতীয় রত্ন বলা হয়, কেন না তিনি মানবজাতির রত্ন। যে কোনও রক্তমাংসবিশিষ্ট জীব মনুষ্যাকারে পৃথিবীতে আগমন করিয়াছে বা করিবে সেই জীব যদি বিদ্যোৎকর্ষ লাভ করে তাহা হইলে শঙ্করাচার্য্য তাহারই সম্পত্তি। যখন নানা দেশে

নানা কবির কবিতাদি পাঠ করি * তখন দেখিতে পাই যে, আচার্য্য ঐ সকল কবিতায় আলোক বিকীর্ণ করিতেছেন। এই সমস্ত কারণবশতঃ পরে বুঝিলাম শঙ্করাচার্য্য সত্যসত্যই জগদ্‌গুরু, কারণ এই সকল বৈদেশিক মনীষিগণও তাঁহার শিষ্যস্থানীয়।

লোকে বলে আমাদের শাস্ত্র লুপ্তপ্রায় হইতেছে। আমাদের মনে হয়,আচার্য্যের মতবাদ জগৎকে গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছে। কথাটী অতিরঞ্জিত নহে, কারণ সকল দেশের দার্শনিক পণ্ডিতেরা সুদূর উচ্চ ভূমিকায় আরোহণ করিয়া আচার্য্যপাদের মতবাদেই দীক্ষিত হইয়া থাকেন। তবে অবশ্য বলিতে হইবে যে, বেদের

---

* জার্ম্মানদেশীয় বিশ্বকবি Goethe মহোদয় বলিয়াছেন—

'Let me tell you what is man's supreme vocation,
There was no world, it is my creation,
It was I who raised the sun from out the sea,
The moon began its changeful course with me.'

আমেরিকার কবিবর R. W. Emerson মহোদয় লিখিয়াছেন—

'They reckon ill who leave me out,
When me they fly I am the wings,
I am the doubter and the doubt,
And I the hymn the Brahmin sings.'
'I am owner of the sphere,
Of the seven stars and the solar year,
Of Caesar's hand, and Plato's brain,
Of Lord Christ's heart, and Shakespeare's strain'

Emily Brontë নামক কবি ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়া লিখিয়াছেন.—

'Though earth and man were gone,
And suns and universes ceased to be,
And Thou wert left alone,
Every existence would exist in Thee.'

কোনও ভারতীয় কবি বলিয়াছেন—

'বান্ধবাঃ সকলা লোকাঃ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্।'

স্বরূপজ আশয় লইয়া প্রাচীন ঋষিরা যাহা সাধনার রহস্যরূপে গোপন রাখিতেন, আচার্য্য তাহা আমাদের ন্যায় প্রাকৃতজনের নিকট উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন মাত্র।

কেহ কেহ বলিবেন, আচার্য্যের মতবাদ যদি জগতের সকল সম্প্রদায়কে গ্রাস করিবার স্পর্দ্ধা রাখে তাহা হইলে ভারতে দ্বৈত-বাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদাদির প্রচলন কেন এবং বর্ত্তমান জগদ্‌গুরুই বা এই সকল বিভিন্নমতবাদি-গণকে স্ব-সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টা করেন না কেন? ইহার উত্তরে বলিব—মহাপুরুষগণ কখনও প্রকৃতির বিপর্য্যয় করেন না। যাঁহারা ঐশ্বর্য্য পাইয়াছেন তাঁহারা কখনও স্বেচ্ছাবশতঃ ঈশ্বরেচ্ছার বিরুদ্ধে গমন করেন না। শাস্ত্র অধিকারবিশেষের জন্য অশেষ-প্রকারে উক্ত হইয়াছে জানিয়া তাঁহারা বলেন—

স্বসিদ্ধান্তব্যবস্থাসু দ্বৈতিনো নিশ্চিতা দৃঢ়ম্।
পরস্পরং বিরুধ্যন্তে তৈরয়ং ন বিরুধ্যতে।
অদ্বৈতং পরমার্থো হি দ্বৈতং তদ্‌ভেদ উচ্যতে।
তেষামুভয়থা দ্বৈতং তেনায়ং ন বিরুধ্যতে॥

সাম্প্রদায়িক বিপ্লবের সময়ে জগদ্‌গুরু বাংলায় পদার্পণ করিয়া-ছেন বলিয়া বলি-বিষয়ক একটি অবান্তর কথা উত্থাপিত হইতেছে। বহু প্রাচীন কালে ধর্ম্মের ঔরসে এবং মূর্ত্তিমতী অহিংসার গর্ভে সাংখ্যাচার্য্য পঞ্চশিখ জন্মগ্রহণ করেন। সেই পঞ্চশিখাচার্য্য প্রথমে 'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি' এই শ্রুতি এবং 'বায়ব্যং শ্বেত-মালভেত', 'অগ্নীষোমীয়ং পশুং* মালভেত' ইত্যাদি শ্রুতির উৎসর্গাপ-বাদসম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া তাহাদের বিষয়ভেদ কল্পনাপূর্ব্বক যাগীয়

* পশুং ছাগম্। অন্যাদেশে পশুশ্ছাগ ইত্যুক্তেঃ (তিথিতত্ত্ব)।

পশ্বালম্ভনের ঈষৎপাপজনকত্ব ঘোষণা করেন, কিন্তু তিনি কখনও গৃহস্থগণকে যাগীয় পশ্বালম্ভন নিবারণের উপদেশ দেন নাই। বাচস্পতি মিশ্রের তত্ত্বকৌমুদীতে এই মতবাদ সম্যগ্‌রূপে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। মীমাংসকেরা অবশ্য পঞ্চশিখের কথা গ্রহণ না করিয়া বলেন—'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি' ইহা একটা সাধারণ নিয়ম এবং 'বায়ব্যং শ্বেতমালভেত' ইহা একটি বিশেষ নিয়ম। 'উৎসর্গাপবাদয়োরপবাদো বলীয়ান্' অর্থাৎ সাধারণ নিয়ম এবং বিশেষ নিয়মের মধ্যে বিশেষ নিয়মই বলবান্—এই ন্যায়ানুসারে তাঁহারা বলেন যে, শ্রুতির আদেশহেতু যে পশ্বালম্ভন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে কখন কোন প্রকার পাপ আসিতে পারে না।

এক্ষণে একটি নবীন সম্প্রদায় সূনানিকায়ে (in slaughter houses) জীবহত্যার পক্ষপাতী হইয়া দেবোদ্দেশে পশুবলি উঠাইবার জন্য অত্যন্ত নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতেছেন। এই সম্প্রদায় সম্প্রতি হিন্দুস্থান হইতে শ্রীরামচন্দ্রশর্ম্মনামক এক যুবক পণ্ডিতকে "মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষে' এই মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন এবং যুবক পণ্ডিতটিও প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে কালীঘাটের বলি বন্ধ না হইলে তিনি প্রায়োপবেশনের দ্বারা জীবনপাত করিবেন।

'মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষে' এই মন্ত্রটী যজুর্ব্বেদের কোন্ প্রকরণে পঠিত বা ইহার বিনিয়োগাদি কোথায় হইয়া থাকে তৎসম্বন্ধে ইহারা অত্যন্ত নীরব। অশ্বমেধযজ্ঞে পশ্বালম্ভনাদির পর "ওঁ দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিঃ"(অথর্ব ১৯।৯।১৪) ইত্যাদি শান্তিমন্ত্র পঠিত হইলে যজমান ভাবনা করেন—"দৃতে দৃংহ মা মিত্রস্য মা চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্। মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষে" (শুক্ল যঃ ৩৬।১৮) অর্থাৎ হে মহাবীর মিত্রদেব'।

তুমি আমার হৃদয়দৌর্ব্বল্য দূর কর ; আমি পশু বলি দিয়াছি সত্য কিন্তু উহা হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নহে ; সুতরাং জগতের সকল প্রাণীই যেন আমায় মিত্রের চক্ষে দেখে এবং আমিও যেন জগতের সকল প্রাণীকেই মিত্রের চক্ষে দেখিতে পারি।

ভাল, শত শত পশুর প্রাণবধ করিয়া যজমান কিরূপে ভাবিতেছেন যে, সকলেই যেন তাঁহাকে মিত্রের চক্ষে দেখে এবং তিনিও যেন সকলকে মিত্রের চক্ষে দেখিতে পারেন ? যজমান পশুর প্রাণবধ করেন নাই। ভগবতী শ্রুতি বলিয়াছেন—'হিরণ্য-শরীর উর্দ্ধঃ স্বর্গলোকমেতি' অর্থাৎ সংজ্ঞপ্ত পশু সুবর্ণ-বর্ণ শরীর ধারণ করিয়া উর্দ্ধে স্বর্গলোকে গমন করে। তাই যজমান কাণে কাণে মন্ত্র বলিয়াছেন—"ন বা উ এতন্ ম্রিয়সে ন রিষ্যসি দেবাঁ ইদেষি পথিভিঃ সুগেভিঃ। যত্রাসতে সুকৃতো যত্র তে যযুস্তত্র ত্বা দেবঃ সবিতা দধাতু॥" (শু০ যজুর্ব্বেদ ২৩।১৬)। অর্থাৎ 'হে পশো! তুমি ইহাতে মরিতেছ না বা হিংসিতও হইতেছ না, দেবযান-মার্গে দেবগণেরই নিকট যাইতেছ। যেখানে নিরতিশয় পুণ্যবান্ লোকেরা অবস্থান করেন, যেখানে তাঁহারা গিয়াছেন সবিতৃদেব তোমাকে সেইখানেই স্থাপিত করুন'। শ্রুতির এইরূপ ঘোষণা দেখিয়া মীমাংসাদর্শন বলিলেন—'ননু, কথং পশুপ্রাণবিয়োজনরূপং তন্মরণোদ্দেশ্যকমরণানুকূলব্যাপারত্বে হিংসালক্ষণে সত্যপি অহিংসা স্যাৎ ? ন চ তদ্রক্ষণরূপত্বাদহিংসা। ব্রণদাহচ্ছেদয়োর্দাহচ্ছেদ-রূপত্বেঽপি ব্রণিরক্ষণত্ববৎ পশুপ্রাণবিমোচনরূপস্য সংজ্ঞপনস্য হিংসাত্বেঽপি তদ্রক্ষণত্বোপপত্তেঃ।' অর্থাৎ পশুর প্রাণবিনাশরূপ হিংসালক্ষণে অহিংসা বলা হয় কেন ? পশুকে রক্ষা করিলেই যে অহিংসা হইল তাহা নহে। ব্রণ (Carbuncle) রক্ষা করিলেই ডাক্তারের অহিংসাধর্ম্ম পালিত হয় না, কারণ শস্ত্রের দ্বারা ব্রণের

উচ্ছেদপূর্ব্বক ব্রণীকে অর্থাৎ রোগীকে রক্ষা করাই অহিংসা।' পশুর সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। সেই জন্য ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—'তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ' ; অর্থাৎ যাগীয় বধ বধ নহে`। পশুর সংজ্ঞপনে প্রথমতঃ কষ্ট হয় সত্য, কিন্তু তারপর সে অনুপম সুখ পাইয়া সকল ব্যথা ভুলিয়া যায়। বোধ হয়, তাই কবি আমাদিগকে 'বিসর্জ্জন' দিবার পূর্ব্বে যেন এই সকল শাস্ত্রভাবে ভাবিত হইয়াই একদিন বলিয়াছিলেন—

'স্তন হ'তে তুলে নিলে শিশু কাঁদে ভয়ে।
মুহূর্ত্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে॥'

যাগীয় পশু সাধারণ পশু বলিয়া বিবেচিত নহে। ইহাকে শাস্ত্র বিরাট্ পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই জন্য শুক্ল-যজুর্ব্বেদের পুরুষসূক্তে আম্নাত হইয়াছে—

"সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃসপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্ যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্॥" (৩১।১৫)

অর্থাৎ দেবতারা যে যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহাতে পশুরূপী পুরুষকেই বলি দেওয়া হইয়াছিল। কেবল যজ্ঞে কেন, আমাদের দুর্গোৎসবেও যজমান পশুকে শিবরূপী ভাবনা করিয়া বলেন—

"রক্ষার্থং বন্ধনস্থোঽসি মুক্তয়ে মোচিতো ময়া।
দেব্যাঃ প্রীতিং সমুৎপাদ্য স্বর্গং গচ্ছ পশূত্তম॥"

মন্ত্রটীর তাৎপর্য্য এইরূপ—হে পশূত্তম! লোকে তোমায় রক্ষার জন্য বাঁধিয়া রাখে, আমি কিন্তু তোমায় মুক্তি দিবার জন্যই বন্ধন খুলিয়া দিতেছি; তুমি এখন দেবীর প্রীতি উৎপাদন করিয়া স্বর্গে গমন কর। অভিপ্রায় এই যে, দেবী প্রীত হইয়া তোমায় নিরতিশয় সুখ প্রদান করিবেন। মন্ত্রটীর কি চমৎকার ভাবসম্পত্তি! কেবল মন্ত্র কেন, বাংলার কবিও 'দেবী নাই দেবী নাই' বলিয়া দেবীকে

বিসর্জ্জন দিবার পূর্ব্বে যেন সংজ্ঞপ্ত পশুর প্রবোধ নিমিত্ত একদিন আস্তিক্যবুদ্ধিসহকারেই বলিয়াছিলেন—

"সে যে মাতৃপাণি,

স্তন হতে স্তনান্তরে লইতেছে টানি।"

শুনিতেছি—হিন্দুস্থানের এই নবীন সম্প্রদায় বলির স্তম্ভকাষ্ঠ অর্থাৎ হাড়িকাঠ্ না উঠাইয়া কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইবেন না। হিন্দুর মুখে এ কথা কখনও শোভা পায় না। তবে কি ইঁহারা জৈন, না জৈনভাবাপন্ন হিন্দু? যাহাই হউন নিশ্চয়ই ইঁহারা জানেন না যে, এই স্তম্ভ সাধারণ স্তম্ভ নহে। ইহা রক্ষা করিবার নিমিত্ত তিন জন উৎকৃষ্ট রক্ষক সর্ব্বদা নিযুক্ত আছেন। ইহা ব্যতীত দেবী স্বয়ং তাঁহাদের রক্ষাকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন। সেই জন্য এই স্তম্ভ দেবীর দৃষ্টিপথে প্রোথিত হইয়াছে এবং দেবীর সম্মুখস্থ দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবার পূর্ব্বে বলিকার্য্য কখনও আরব্ধ হয় না। যজমান এই স্তম্ভ ধারণ করিয়া বলেন—

"স্তম্ভ ত্বং শিবরূপোঽসি ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পুরা।
দেব্যা দৃষ্টিপ্রদানেন সদা ত্বমচলো ভব॥
স্তম্ভমূলে বসেদ্ ব্রহ্মা স্তম্ভাগ্রে চ মহেশ্বরঃ।
স্তম্ভমধ্যে স্বয়ং বিষ্ণুস্তস্মাৎ ত্বমচলো ভব॥"

অর্থাৎ 'হে স্তম্ভ! তুমি মঙ্গলময়, পুরাকালে ব্রহ্মা তোমায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তোমার প্রতি দেবীর অমৃতময়ী দৃষ্টিহেতু তুমি সর্ব্বদা অচল ও অটল হও। তোমার মূলে ব্রহ্মা, অগ্রে মহেশ্বর, এবং মধ্যে বিষ্ণু বিরাজ করিতেছেন, সুতরাং তুমি অচল ও অটল হইয়া থাক'। অতএব অসাধ্য-সাধনে এই অভিনব সম্প্রদায়ের এত নির্ব্বন্ধ কেন? তাঁহারা কি স্তম্ভলগ্ন কাতর পশুর চীৎকারে বিচলিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মে আঘাত করিতে উদ্যত

হইয়াছেন ? ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়সহকারে তাঁহাদিগকে বলিব, পশু কাতরতায় চীৎকার করে নাই। সে তার দুঃখময় জীবনশর্ব্বরী প্রভাতকল্পা দেখিয়া কবির ভাষায় গাহিতেছে—

যতটুকু বর্ত্তমান তারেই কি বল প্রাণ ?
সে তো শুধু পলকনিমেষ।
অতীতের মৃতভার পৃষ্ঠেতে রয়েছে তার
কোথাও নাহিক তার শেষ॥
যত বর্ষ বেঁচে আছি তত বর্ষ মরে গেছি
মরিতেছি প্রতি পলে পলে।
জীবন্ত-মরণ মোরা মরণের ঘরে' থাকি
জানিনে মরণ কারে বলে॥

হিন্দুগণের ধর্ম্মকর্ম্ম বেদরূপ বস্ত্রের দ্বারা চিরকাল আচ্ছাদিত থাকে। পুরাকালে যে সকল বিমার্গপরিচালিত হিন্দুসন্তান এই বেদরূপ বস্ত্র ফেলিয়া দিয়াছিলেন তাঁহারাই দিগম্বর জৈন নামে প্রসিদ্ধ হন। সে সময়ে শ্বেতাম্বর জৈনের সৃষ্টি হয় নাই। বিষ্ণুপুরাণে স্পষ্ট হইয়াছে—

"ততো মৈত্রেয়! তন্মার্গবর্ত্তিনো যেঽভবঞ্জনাঃ।
নগ্নাস্তে তৈ র্যতস্ত্যক্তং ত্রয়ীসংবরণং বৃথা॥"

নগ্ন অর্থাৎ দিগম্বর। ত্রয়ীসংবরণ অর্থাৎ বেদরূপ বস্ত্র। অতএব জৈনগণ যে বেদবিদ্বেষী হইবেন তাহা বিচিত্র নহে। ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, আজ প্রায় তিন হাজার বৎসর ধরিয়া জৈনগণ হিন্দুধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য বেদাদিশাস্ত্রের নিন্দা করিয়া থাকেন। যখন ইহাদের রাজ্যাধিকার ছিল তখন হিন্দুধর্ম্মের নির্য্যাতনে কোনও প্রকার ত্রুটি হয় নাই। জৈনধর্ম্মাবলম্বী

শাক্যক্ষত্রপের রাজত্বকালে মীমাংসক আদিত্যদেব (শবরস্বামী) যাগযজ্ঞের প্রচারে চেষ্টিত হওয়ায় দণ্ডার্হ হইয়া ব্যাধসম্প্রদায়ের শরণাপন্ন হন এবং পরে তাঁহার পুত্র বিক্রমাদিত্য শাক্যক্ষত্রপকে বিতাড়িত করিলে তিনি মীমাংসাভাষ্যকার শবরস্বামী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। উদ্দ্যোতকর ভারদ্বাজ, কুমারিলভট্ট এবং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য জৈন-দর্শনের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিবার পর অবশ্য তাঁহারা হতজ্যোতিঃ হইয়া থাকিতেন। কিন্তু কালের প্রভাব-বশতঃ এক্ষণে হিন্দুস্থানে অনেক জৈনসন্তান হিন্দুভাবাপন্ন হওয়ায় এবং অনেক হিন্দুসন্তান জৈনভাবাপন্ন হওয়ায় পরস্পর তাঁহারা করণকারণাদি দ্বারা আবদ্ধ হইয়াছেন। এই সকল লোকেরা বেদদ্বেষী হইয়া সনাতনধর্ম্মের অঙ্গভঙ্গ করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন। শুনিতেছি, এই সকল লোকেরা এইরূপ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন যে, বেদাদিশাস্ত্র উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক বলি বন্ধ করিলে উক্ত জৈনগণ হিন্দুদিগের দেবদেবী মানিবেন এবং জৈনগণ এইরূপ মানিলে তথাকথিত হিন্দুগণও বলিবন্ধের চেষ্টা করিবেন। সেই জন্য এক্ষণে যাহাতে ইঁহাদের স্বীয় স্বীয় উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হয় তন্নিমিত্ত ইঁহারা ডাক্তার আংক্লেসরিয়াপ্রভৃতি নেতৃবর্গের শরণাপন্ন হইয়াছেন।

ভারতে বৈষ্ণবসম্প্রদায় আবহমানকাল অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা কখনও বেদোক্ত বা তন্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানের অঙ্গভঙ্গে নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করেন নাই। ইঁহাদের অহিংসাব্রত যোগিগণের ন্যায় সার্ব্বভৌমিক। সেই জন্য ইঁহারা অর্থক্রীত দরিদ্রের রক্ত দ্বারা মৎকুণ বা গন্ধকীটের (ছারপোকার) তৃপ্তিসাধনপূর্ব্বক পুণ্যার্জ্জন করেন না। ইঁহারা দেবোদ্দেশীয় 'পশুবলি'তে আপত্তি করেন না, কারণ শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিয়াছেন—"তথা পশোরালভনং ন হিংসা"

(১১।৫।১৩)। যদি প্রতিপক্ষগণ বলেন—ঐ বাক্যাংশের দ্বারা দেবোদ্দেশে পশুত্যাগই অভিপ্রেত হইয়াছে কিন্তু পশুহনন নহে, তাহা হইলে অবশ্য পশু-হননের প্রতি ভাগবতের মতামত দেখিয়া এবং ভাষ্যটীকাদির সাহায্য লইয়া উহা ব্যাখ্যা করা আবশ্যক।

একদিন শ্রীবৃন্দাবনে ঋষিগণ আঙ্গিরস যজ্ঞ করিতেছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লীলাবশতঃ তাঁহাদের যাগীয় অন্নগ্রহণের ইচ্ছায় গোপবালকগণকে বলিলেন—'ভাই! তোমরা ঋষিদের নিকট গিয়া আমার জন্য অন্ন ভিক্ষা কর'। গোপবালকগণ ভাবিলেন যদি ঋষিরা অন্ন দিতে দ্বিধা বোধ করেন তাহা হইলে বলিব যে, সৌত্রামণী যজ্ঞ ব্যতীত অন্য সকল যজ্ঞেই দীক্ষার পর পশুবলি সমাপ্ত হইলে অন্নদান আর দোষাবহ নহে। এইরূপ স্থির করিয়া তাঁহারা ঋষিদের নিকট গিয়া বলিলেন—

"দীক্ষায়াঃ পশুসংস্থায়াঃ সৌত্রামণ্যাশ্চ সত্তমাঃ।
অন্যত্র দীক্ষিতস্যাপি নান্নমশ্নন্ হি দুষ্যতি॥"

পশুসংস্থা অর্থাৎ পশুবলি। ইহার ব্যাখ্যায় পরমবৈষ্ণবাচার্য্য সর্ব্বজ্ঞ শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন—'পশুসংস্থায়া অগ্নীষোমীয়পশ্বালম্ভনাৎ'। এখানে অবশ্য পশুশব্দের দ্বারা ছাগই লক্ষিত হইয়াছে, কারণ শাস্ত্রই বলিয়াছেন—'অনাদেশে পশুশ্ছাগঃ' (তিথিতত্ত্বধৃত বচন), অর্থাৎ কি পশু বলি দিতে হইবে তাহার উল্লেখ যদি না থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, পশু শব্দের দ্বারা ছাগই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। কারণ ছাগশব্দের ব্যুৎপত্তিই হইতেছে—'ছায়তে দেবালয়ে ছিদ্যতে ইতি ছো+গন্-ছাগ। ছাপূখড়িভ্যঃ কিৎ—উণ্ ১।১২৯। ছাগবলির স্থলে অজবলি চলিবে না, কারণ অজবলি শাস্ত্রবিগর্হিত। ছাগ এবং অজের পার্থক্য এই যে, ছাগ শৃঙ্গযুক্ত এবং অজ শৃঙ্গরহিত হয়। বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্যকর্ত্তৃক

ইহা অনুমোদিত। যাহাই হউক, এক্ষণে বুঝা গেল যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপবালকগণ যাগীয় পশুবলিতে বিরূপ নহেন।

এক্ষণে পশুবলিসম্বন্ধে সর্ব্বজ্ঞ শ্রীধরস্বামীর অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য। 'তথা পশোরালভনং ন হিংসা' এই বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন—"পশোরপি আলভনমেব বিহিতং নতু হিংসা। অয়মর্থঃ। দেবতোদ্দেশেন যৎ পশুহননং তদালভনং 'বায়ব্যং শ্বেতমালভেতে'-ত্যাদিশ্রুতে র্ন তু হিংসা। 'যা বেদবিহিতা হিংসা ন সা হিংসেতি কীর্ত্ত্যতে' ইতি বচনাৎ। ভক্ষণোদ্দেশেন তু ক্রিয়মাণং হননং লৌকিক-বৎ হিংসৈব। অত্র হ্যালভনমেব বিহিতং ন তু হিংসা। অতো ন যথেষ্ট-ভক্ষণাভ্যনুজ্ঞেত্যর্থঃ।" ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—'দেবতার উদ্দেশে যে পশু হনন করা হয় তাহার নাম আলভন অর্থাৎ বলি, ইহাকে হিংসা বলে না। কারণ স্মৃতি বলিয়াছেন—যাহা বেদবিহিত হিংসা তাহা হিংসাই নহে। অতএব কেবল ভোজনের উদ্দেশ্যে যদি পশুহনন করা হয় তাহা হইলেই উহা হিংসাপদবাচ্য হইবে। সুতরাং বেদাদিশাস্ত্রবিহিত আলভন হিংসা নহে। ইহার দ্বারা বৃথামাংসাদি ভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে'।

মহর্ষি ব্যাসদেবকে আমরা নারায়ণকল্প বলিয়া মনে করি। উক্তিও আছে—'শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাদ্ ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ম্'। সেই ব্যাসদেব পূর্ব্বোক্ত পঞ্চশিখাচার্য্যমতবাদের উত্তরে বেদান্তসূত্র করিয়াছেন—'অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ' (৩।১।২৫)। অর্থাৎ পঞ্চ-শিখাদি সাংখ্যাচার্য্যগণের ন্যায় যদি বল যাগীয় পশুহনন ঈষৎ পাপজনক তাহা হইলে বলিব—না, কারণ ভগবতী শ্রুতির আদেশেই যাগযজ্ঞে পশুহনন করা হয়। এই সূত্রের শারীরকভাষ্যে অদ্বৈতবাদী ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"অয়ং ধর্ম্মোঽয়মধর্ম্ম ইতি শাস্ত্রমেব বিজ্ঞানে কারণমতীন্দ্রিয়ত্বাৎ তয়োরনিয়তদেশকাল-

নিমিত্তত্বাচ্চ। যস্মিন্ দেশে কালে নিমিত্তে চ যো ধর্ম্মোঽনুষ্ঠীয়তে স এব দেশকালনিমিত্তান্তরেষ্বধর্ম্মো ভবতি। তেন ন শাস্ত্রাদৃতে ধর্ম্মাধর্ম্মবিষয়ং বিজ্ঞানং কস্যচিদস্তি। শাস্ত্রাচ্চ হিংসানুগ্রহাদ্যাত্মকো জ্যোতিষ্টোমো ধর্ম্ম ইত্যবধারিতম্। স কথমশুদ্ধ ইতি শক্যতে বক্তুম্? ননু, 'ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি' ইতি শাস্ত্রমেব ভূতবিষয়ায়াং হিংসায়ামধর্ম্ম ইত্যবগময়তি। বাঢ়ম্। উৎসর্গস্তু সঃ, অয়ং চাপবাদঃ—অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেতেতি।" অর্থাৎ কি ধর্ম্ম এবং কি অধর্ম্ম তাহা শাস্ত্র হইতেই অবগত হওয়া যায়, কারণ ধর্ম্মাধর্ম্ম চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর। আর ধর্ম্মাধর্ম্মসম্বন্ধে দেশকালাদিগত নিয়ম নাই, কারণ যে দেশে যে কালে এবং যে নিমিত্তে বা উপলক্ষ্যে যাহা ধর্ম্মরূপে গণ্য তাহাই আবার দেশান্তরে ও নিমিত্তান্তরে অধর্ম্ম হইয়া পড়ে। সুতরাং শাস্ত্র ব্যতীত ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণীত হইতে পারে না। হিংসা এবং অনুগ্রহ উভয়াত্মক হইলেও জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ ধর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে অবধারিত হইয়াছে। সুতরাং উহা কিরূপে অশুদ্ধ বা পাপজনক হইতে পারে? যদি বল 'ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি' অর্থাৎ সর্ব্বভূতে অহিংসা করিবে এই নিষেধ-শাস্ত্র প্রাণিবিষয়ক হিংসামাত্রেরই অধর্ম্মজনকতা জানাইতেছে, তাহা হইলে বলিব, উহা উৎসর্গবিধি অর্থাৎ সাধারণ নিয়ম। ঐ সাধারণ নিয়মের অপবাদ অর্থাৎ বিশেষনিয়ম হইতেছে যে, দেবোদ্দেশে পশুঘাত করিবে। আচার্য্য ঠিক বলিয়াছেন। যে শাস্ত্র পঞ্চসূনা-জনিত পাপের জন্য ব্যস্ত হইয়া পাঁচটী মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই শাস্ত্রই আবার দেবোদ্দেশে পশুবলির ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে পাপের আশঙ্কা কিরূপে আসিতে পারে?

১১ খৃঃ শতাব্দীয় বৈষ্ণবচূড়ামণি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীরামানুজাচার্য্য শ্রীভাষ্যে উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যাবসরে বলিয়াছেন—'সর্ব্ববর্ণানাং

স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে পরমপরিমিতং সুখম্' (২।১।২।২) ইত্যাদি অর্থাৎ 'সকল বর্ণের স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরতিশয় সুখপ্রাপ্তি' এই আপস্তম্বীয় প্রমাণানুসারে রাগপ্রাপ্ত যজ্ঞাদিকর্ম্মের পশ্বালম্ভনে হিংসাত্ব নাই; কারণ শ্রুতির নির্দ্দেশ এই যে, আলম্ভনের দ্বারা পশুকে রক্ষা করাই হইয়া থাকে। ব্যবহার-ক্ষেত্রেও দেখা যায় চিকিৎসক চিকিৎসাকালে রোগীকে কিছু দুঃখ দিলেও সকলে তাঁহাকে রোগীর রক্ষকই বলেন এবং সেই হেতু সম্মান করিয়া থাকেন, কিন্তু চিকিৎসক দুঃখপ্রদ বলিয়া কেহ তাঁহাকে নিন্দা করেন না।

'নিমাৎ'-শাখার প্রবর্ত্তক ১১ খৃষ্টশতাব্দীয় দ্বৈতাদ্বৈতবাদী নিম্বাদিত্য আচার্য্য বৃন্দাবনস্থ ধ্রুব পর্ব্বতে সিদ্ধিলাভ করেন। জয়দেব এবং চৈতন্যদেব ইঁহারই ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। নিম্বার্কাচার্য্য ইঁহার নামান্তর। ইনি বেদান্তসূত্রের উপর 'বেদান্তপারিজাতসৌরভ' নামক একখানি ভাষ্য রচনা করেন। ঐ সূত্রের ব্যাখ্যায় নিম্বার্কাচার্য্য বলিয়াছেন—'জ্যোতিষ্টোমাদেরশুদ্ধত্বং নাস্তি বিধিশাস্ত্রাৎ" অর্থাৎ শ্রৌতনির্দ্দেশহেতু পশ্বালম্ভনাত্মক জ্যোতিষ্টোমাদিযজ্ঞের পাপজনকত্ব সম্ভবপর নহে।

১৩-১৪ খৃষ্টশতাব্দীতে দক্ষিণাপথের অন্তঃপাতী বেলিগ্রামে মধ্যগেহ ভট্টের ঔরসে এবং বেদবতীর গর্ভে দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন।

ইনি বেদান্তের উপর 'পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন' নামক একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করেন। ইহাতে তিনি ঐ সূত্রের ব্যাখ্যাবসরে বলিয়াছেন —'হিংসারূপত্বাৎ পাপস্যাপি সম্ভবাদ্ দুঃখং চ ভবতু ইতি চেদ্ ন, শব্দবিহিতত্বাৎ। হিংসা তুত্ববৈদিকী যা স্যাত্তয়াঽনর্থো ধ্রুবং ভবেৎ। বেদোক্তয়া হিংসয়া তু নৈবানর্থঃ কথংচন॥ ইতি বারাহে।" অর্থাৎ যজ্ঞে হিংসাজনিত পাপহেতু দুঃখ হইবে একথা বলা যায় না, কারণ

ভগবতী শ্রুতিই বেদোক্ত হিংসার আদেশ দিয়াছেন। যাহা অবৈদিক হিংসা তাহা অবশ্যই পাপজনক। বরাহপুরাণে স্মৃত হইয়াছে যে, বেদোক্ত হিংসা কোনমতেই পাপজনক নহে।

মধ্বাচার্য্যের পর ১৬ খৃঃ শতাব্দীতে বল্লভাচার্য্যের আবির্ভাব হয়। বল্লভাচার্য্য শ্রীশ্রী৺গৌরাঙ্গমহাপ্রভুর সামসময়িক এবং প্রসিদ্ধি আছে যে বৃন্দাবনে তাঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। শ্রীশ্রী৺ বালকৃষ্ণই বল্লভাচার্য্যের উপাস্য দেবতা এবং বৃন্দাবনে ইনি শ্রীনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি বেদান্তের উপর অণুভাষ্য নামক একখানি ভাষ্য করেন। ইহাতে ঐ সূত্রসম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—সংস্কারেণৈব শুদ্ধিঃ অর্থাৎ যাগীয় হিংসা পাপজনক হইতে পারে না, কারণ মন্ত্রাদিপাঠজনিত সংস্কারের দ্বারা উহা পুণ্যজনক বলিয়াই অবধারিত।

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী ১৫-১৬ শতাব্দীয় শ্রীশ্রী৺গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বিষ্ণুর অবতারবিশেষ। তিনি স্বয়ং কোনও গ্রন্থ না লিখিলেও বলদেবকৃত গোবিন্দভাষ্যে তাঁহার মতবাদসমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঐ সূত্র সম্বন্ধে গোবিন্দভাষ্যকার বলিয়াছেন—'ধর্ম্মত্বাধর্ম্মত্বয়োঃ বৈদৈকগম্যত্বাদ্ বেদেনৈব হিংসানুগ্রহাত্মকস্যেষ্টাদে ধর্ম্মত্বাবধারণাদ্ নাশুদ্ধং তদিতি। ন চ মা হিংস্যাদিতি নিষেধাৎ পাপং হিংসেতি বাচ্যম্। উৎসর্গো হি সঃ' অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম বেদের দ্বারাই নিরূপিত হইয়াছে এবং বেদই হিংসানুগ্রহাত্মক যাগযজ্ঞাদি দ্বারা ধর্ম্মত্ব অবধারণ করিয়াছেন, সুতরাং উহা কখনও পাপজনক হইতে পারে না। 'মা হিংস্যাৎ' এই শ্রৌতনিষেধহেতু যাগীয় হিংসাকে পাপজনক বলা যায় না, কারণ উহা একটী সাধারণ নিয়ম। অভিপ্রায় এই যে, যাগীয় পশুহনন বিশেষ নিয়মানুসারে অনুষ্ঠিত হয়, সেইজন্য ঐ ভাষ্যের টীকাকার বলিলেন—'মা হিংস্যাৎ' এই শ্রৌতবাক্য

যজ্ঞেতরপশুহিংসা নিষেধ করিতেছে। অগ্নীষোমীয়াদি-যজ্ঞে কিন্তু হিংসারই বিধান হইয়াছে।

শাস্ত্রোক্তহিংসাসম্বন্ধে এই সকল প্রধান প্রধান আচার্য্যগণের মতামত দেখিয়া বৈষ্ণবসমাজ কখনও পশ্বালম্ভনে আপত্তি করেন নাই। বৈষ্ণবগণ স্বয়ং নিবৃত্তমাংস হইলেও বেদোক্ত কর্ম্মসমূহে তাঁহারা পশুবলি দিতেন, কারণ তন্ত্রের ন্যায় বেদোক্ত কর্ম্মে বিকল্প অনুকল্প নাই। তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইক্ষুকুষ্মাণ্ডাদি বলি দিলেও শাক্তগণের পশুবলিতে তাঁহারা কখনও বাধা দিবার চেষ্টা করেন না, কারণ বৈষ্ণবগণ তন্ত্রবিরোধী নহেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ে স্মৃত হইয়াছে —যাত্রাবলিবিধানং চ সর্ব্ববার্ষিকপর্ব্বসু। বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয়ব্রতধারণম্॥ ইত্যাদি। অর্থাৎ বার্ষিকপর্ব্ব সমূহে যাত্রা পুষ্পোপহারাদিপ্রদান বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা এবং মদীয় ব্রতধারণ (আমার প্রতি ভক্তিবিশেষেরই লক্ষণ হইতেছে)। ইহা ব্যতীত ঐ স্কন্ধের ২৭ অধ্যায়ে আবার তিনি বলিয়াছেন—"বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ। ত্রয়াণামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চ্চয়েৎ॥" (৭)। অর্থাৎ 'আমার পূজা ত্রিবিধ—বৈদিক তান্ত্রিক এবং মিশ্র। এই তিনটীর মধ্যে যে কোনটীর দ্বারা আমার পূজা হইতে পারে।' যে পূজা কেবল বেদোক্ত মন্ত্রের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় তাহা বৈদিকী পূজা, যাহা কেবল তন্ত্রোক্ত মন্ত্রের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় তাহা তান্ত্রিকী পূজা, এবং যাহা উভয় মন্ত্রের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় তাহাই মিশ্র পূজা। বলাই বাহুল্য যে, বঙ্গদেশে বৌদ্ধ পালবংশের পর বল্লাল সেনের রাজত্বকাল হইতে মিশ্র পূজাই বৈষ্ণবসমাজে নিরতিশয় প্রচলিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বরাহপুরাণে ভগবান্ বরাহও বলিয়াছেন—এতজ্‌জ্ঞাত্বা তু বিদ্বদ্‌ভিঃ

পূজনীয়ো জনার্দ্দনঃ। বেদোক্তবিধিনা তন্ত্রে আগমোক্তেন বা বুধৈঃ॥ অর্থাৎ এই সমস্ত ব্যবস্থা জানিয়া পণ্ডিতগণ ভগবান্ নারায়ণকে বেদোক্ত বা তন্ত্রোক্ত বিধি দ্বারা পূজা কবিবেন। স্কন্দ পুরাণেও ইহা সমর্থিত হইয়াছে।

বৈষ্ণবগণ বৈদিক বা তান্ত্রিক বলির বিরোধী না হইবার আরও একটী কাবণ আছে। বিষ্ণুপুরাণস্থ তৃতীয়াংশের অষ্টাদশ অধ্যায়ে এইরূপ স্মৃত হইয়াছে—'অসুরগণ স্বধর্ম্মনিরত ছিল বলিয়া দেবগণ তাহাদিগকে জয় করিতে পারেন নাই। এইজন্য তাঁহাবা ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট আত্মনির্ব্বেদ প্রকাশ করিলে বিষ্ণু প্রতীকারের নিমিত্ত স্বীয় তেজঃ হইতে সমুদ্ভূত মায়ামোহনামক একজন পুরুষকে অসুবগণের নিকট প্রেরণ করেন। মায়ামোহ অসুরগণকে বেদাদিবিহিত কর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট করিবার জন্য বলিলেন—"স্বর্গার্থং যদি বাঞ্ছা বো নির্ব্বাণার্থমথাসুরাঃ। তদলং পশুঘাতাদিদুষ্টধর্ম্মৈর্নিবোধত॥ বিজ্ঞানময়মেবৈতদশেষমবগচ্ছথ। বুধ্যধ্বং মে বচঃ সম্যগ্ বুধৈরেবমুদীরিতম্॥ জগদেতদনাধারং ভ্রান্তিজ্ঞানার্থতৎপরম্। রাগাদিদুষ্টমত্যর্থং ভ্রাম্যতে ভবসঙ্কটে॥" অর্থাৎ 'হে অসুবগণ! যদি স্বর্গ বা নির্ব্বাণ পাইবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে পশুঘাতাদি দুষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ কর, আব এই জগৎকে কেবল বিজ্ঞানময় বলিয়া ধারণা কর। কারণ এই জগৎ সংসার অনাধার, কিন্তু ভ্রান্তিজ্ঞানবশতঃ ইহা যাথার্থরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, এবং রাগাদিদুষ্ট বলিয়া ইহা নিয়ত ভবসঙ্কটে পরিভ্রমণ করিতেছে।' মায়া-মোহ অসুরগণকে উদ্দীপক গুপ্তচরের ন্যায় (**like agent provocateurs**) উত্তেজিত করিলে তাহারা এই অভিনব ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য বেদাদি শাস্ত্রের নিন্দাপূর্ব্বক পরস্পর বলিতে লাগিল—

নৈতদ্ যুক্তিসহং বাক্যং হিংসা ধর্ম্মায় নেষ্যতে।
হবীংষ্যনলদগ্ধানি ফলায়েত্যর্ভকোদিতম্॥
যজ্ঞৈরনেকৈ র্দেবত্বমবাপ্যেন্দ্রেণ ভুজ্যতে।
শস্যাদি চ সমিৎকাষ্ঠং তদ্বরং পত্রভুক্ পশুঃ॥
নিহতস্য পশো র্যজ্ঞে স্বর্গপ্রাপ্তি র্যদীষ্যতে।
স্বপিতা যজমানেন কিন্নু তস্মান্ন হন্যতে॥
তৃপ্তয়ে জায়তে পুংসো ভুক্তমন্যেন চেৎ ততঃ।
দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধং শ্রদ্ধয়ান্নং ন বহেয়ুঃ প্রবাসিনঃ॥

অর্থাৎ 'প্রাণিহিংসাদ্বারা যাগযজ্ঞে ধর্ম্ম হয়—ইহা যুক্তিসঙ্গত কথা নহে এবং হোমানলে ঘৃতাহুতি দিলে পুণ্য হয়—একথা অর্ব্বাচীন বালকের মুখেই শোভা পায়। বহুযজ্ঞদ্বারা দেবত্বলাভ করিয়া ইন্দ্রের সহিত যদি শুষ্ক সমিৎকাষ্ঠ চর্ব্বণ করিতে হয় তাহা হইলে দেবতা অপেক্ষা পশু হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কারণ পশুগণ সরস কাষ্ঠই ভক্ষণ করে। যজ্ঞে বা দেবোদ্দেশে পশুবধ করিলে পশুর যদি স্বর্গপ্রাপ্তিই হয়, তাহা হইলে যজমানগণ আপন আপন পিতাকে বধ করে না কেন? শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণভোজন করাইলেই যদি মৃতব্যক্তির তৃপ্তিসাধন হয় তাহা হইলে দেশান্তর যাইবার সময় লোক আহার্য্য বস্তু সঙ্গে লয় কেন অর্থাৎ আত্মীয়গণ গৃহে ব্রাহ্মণাদি ভোজন করাইয়া প্রবাসগত ব্যক্তির তৃপ্তিসাধন করিতে পারে না কেন?' অসুরগণের এইরূপ বাক্যালাপ শুনিয়া মায়ামোহ কৃতার্থ হইয়া বিষ্ণুর নিকট প্রত্যাগমন করিলেন। অসুরগণ যাগযজ্ঞাদি শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে যাহা যাহা হইয়াছিল তৎ তৎ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—

ততো দেবাসুরং যুদ্ধং পুনরেবাভবদ্ দ্বিজ।
হতাশ্চ তেঽসুরা দেবৈঃ সন্মার্গপরিপন্থিনঃ॥

স্বধর্ম্মকবচস্তেষামভূদ্ যঃ প্রথমং দ্বিজ।
তেন রক্ষাঽভবৎ পূর্ব্বং নেশু র্নষ্টে চ তত্র তে॥
ততো মৈত্রেয়! তন্মার্গবর্ত্তিনো যেঽভবঞ্ জনাঃ।
নগ্নাস্তে তৈ র্যতস্ত্যক্তং ত্রয়ীসংবরণং বৃথা॥

অর্থাৎ পুনর্ব্বার দেবাসুরের সংগ্রাম আরব্ধ হইলে দেবগণ কুমার্গ-পরিচালিত অসুরগণকে অনায়াসে পরাজিত করিলেন। পূর্ব্বে অসুরগণ বেদাদিশাস্ত্রোক্ত স্বধর্ম্মরূপ কবচে রক্ষিত ছিল, কিন্তু এক্ষণে উহা পরিত্যাগ করায় তাহারা বিনষ্ট হইল। আর যে সকল মনুষ্য মায়ামোহ-প্রবর্ত্তিত আচারের অনুসরণ করেন তাঁহারা নগ্ন অর্থাৎ দিগম্বর জৈন বলিয়া অভিহিত হন। ইঁহাদিগকে দিগম্বর বলা হয়, কারণ ইঁহারা বেদরূপ আবরণ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

বেদের ন্যায় তন্ত্রও প্রামাণিক শাস্ত্র। এ কথায় কেহ আপত্তি করেন না। এমন কি, হারীতাদিমুনি এবং মাধবাচার্য্য-কুল্লূকভট্টাদি মনীষিগণ কর্ত্তৃক ইহা অভ্যুপগত হইয়াছে। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে শিবের প্রতি ভগবতীও বলিয়াছেন—

“আগমস্য ভবান্ কর্ত্তা বেদকর্ত্তা স্বয়ং হরিঃ।
আদাবাগমকর্ত্তৃত্বে ভবান্ বৈ বিনিযোজিতঃ॥
পশ্চাদ্বৈ বেদকর্ত্তৃত্বে হরিঃ সম্যগ্ নিযোজিতঃ।
আগমশ্চৈব বেদশ্চ দ্বৌ বাহূ মম পুষ্কলৌ॥
দ্বাভ্যামেব ধৃতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং ভূর্ভুবাদিকম্।”

হরি অর্থাৎ ব্রহ্মা বা বিষ্ণু। কর্ত্তা অর্থাৎ স্মরণকর্ত্তা, কারণ শাস্ত্রে বলিয়াছেন—‘ন কশ্চিদ্ বেদকর্ত্তাঽস্তি বেদস্মর্ত্তা পিতামহঃ।’ অন্যত্রও স্মৃত হইয়াছে—‘ব্রহ্মাদ্যা ঋষিপর্য্যন্তাঃ স্মারকা ন তু কারকাঃ’। বেদকে কাহারও বাণী বলা যায় না, কারণ আম্নাত হইয়াছে—‘অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্’ ইত্যাদি। বেদ বুদ্ধিপূর্ব্বক উচ্চারিত

—এইরূপ বলিলে যে দোষ হয় তাহা লইয়া ঋষিকল্প ভর্তৃহরি তাঁহার বাক্যপদীয়ে বলিয়াছেন—"যত্নেনানুমিতোঽপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ। অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যথৈবোপপাদ্যতে॥"

পশুবলি সম্বন্ধে বেদ ও তন্ত্রের পার্থক্য এই যে, যে সকল বেদোক্ত কর্ম্মে পশ্বালম্ভন বিহিত হইয়াছে সেই সকল কর্ম্মে পশ্বালম্ভন অর্থাৎ পশুবলি দিতেই হইবে, কিন্তু যে সকল তন্ত্রোক্ত কর্ম্মে পশুবলি বিহিত হইয়াছে সেই সকল কর্ম্মে অধিকারিবিশেষে অনুকল্পও চলিতে পারে। এইজন্য বৈষ্ণবগণ বা সাত্ত্বিকভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ তন্ত্রোক্তকর্ম্মে কোনও একটী অনুকল্প গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহা অবশ্য হৃদয়দৌর্ব্বল্যের পরিচয়মাত্র। কারণ বিধিপূর্ব্বক নিষ্কামভাবে পশুবলি দিলেও বৈষ্ণবের বৈষ্ণবধর্ম্ম বা সাত্ত্বিকভাবাপন্ন ব্যক্তির সাত্ত্বিকভাব ব্যাহত হয় না। এ সম্বন্ধে গোপালোত্তরতাপিন্যুপনিষদের একটী আখ্যান উল্লেখযোগ্য।

একদা যমুনার পরপারে দুর্ব্বাসা মুনি অবস্থান করিতেছেন শুনিয়া গোপনারীগণ ভোজনসামগ্রী লইয়া তাঁহার সেবা করিবার অভিপ্রায়ে যমুনার পরপারে যাইবার সংকল্প করিলেন। তারপর সকলে যমুনার নিকট গিয়া দেখিলেন, জল অধিক এবং নৌকাদিও উপলভ্য নহে। অগত্যা তাঁহারা অনুনয়সহকারে শ্রীকৃষ্ণকে পারের ব্যবস্থা করিতে বলায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'যাও, তোমরা আমার নাম করে বল, মা যমুনে! শ্রীকৃষ্ণ যদি আজীবন ব্রহ্মচারী হন তাহা হইলে তাঁহার প্রার্থনায় তুমি আমাদিগকে পথ দাও।' ব্রজনারীরা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—'ভাল, যদি এইরূপ বলিলেই পার হওয়া সম্ভবপর হয় তাহা হইলে আবার ফিরিব কিরূপে?" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,'তোমাদের ফিরিবার ব্যবস্থা ঋষিই করিয়া দিবেন।' যাহা হউক, তাঁহারা যমুনার নিকট গিয়া ঐরূপ বলিলে যমুনা পথ

ছাড়িয়া দিলেন। ব্রজনারীগণ পরপারে ঋষিকে ভোজনাদি করাইয়া প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন, 'ঠাকুর! যমুনার জল অধিক এবং নৌকাদিও নাই, আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদের গৃহে ফিরিবার ব্যবস্থা না করিলে আমরা অতিশয় বিপন্ন হইব।' ঋষি বলিলেন, 'তোমরা আসিলে কিরূপে?' তাঁহারা সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে পুনরায় ঋষি বলিলেন—'শ্রীকৃষ্ণ কি তোমাদের ফিরিবার ব্যবস্থা করেন নাই?' ব্রজনারীগণ বলিলেন—'আমরা বলিয়াছিলাম, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তোমাদের ফিরিবার ব্যবস্থা ঋষিই করিবেন।' ইহা শুনিয়া ঋষি ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন—'তোমরা যমুনার নিকট গিয়া আমার নামগ্রহণপূর্ব্বক বল, দুর্ব্বাসা যদি চিরকাল অভুক্ত থাকে তাহা হইলে মা যমুনে! তাঁহারই প্রার্থনায় তুমি আমাদিগকে পথ দাও।' ব্রজনারীগণ অবাক্! এইমাত্র ঋষি আকণ্ঠ ভোজন করিয়া বলেন যে তিনি চিরকাল অভুক্ত! যাহাই হউক, যমুনার নিকট ঐরূপ বলিলে যমুনা পুনরায় পথ ছাড়িয়া দিলেন। এই রহস্য জানিবার জন্য গোপনারীগণ গৃহে না ফিরিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট গিয়া বলিলেন—'কথং কৃষ্ণো ব্রহ্মচারী কথং দুর্ব্বাসনো মুনিঃ?' প্রশ্নের অভিপ্রায় এইরূপ—শাস্ত্রীয় অষ্টাঙ্গ মৈথুনের বৈপরীত্য সাধনব্যতীত কেহ ব্রহ্মচারী হইতে পারেন না, কিন্তু আপনি আমাদিগকে অনুগ্রহপূর্ব্বক স্মরণাদি করিলেও যমুনা আপনাকে ব্রহ্মচারী বলিয়া ধরিলেন; আর মিথ্যাকথাদি বলিলে কেহ মুনি হইতে পারেন না, কিন্তু দুর্ব্বাসন (দুর্ব্বাসা) আমাদের সমক্ষে ভোজন করিয়াও বলিলেন ভোজন করি নাই এবং তথাপি যমুনা তাঁহাকে মুনি বলিয়াই গ্রহণ করিলেন—এ কি রহস্য? ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন—শব্দবানাকাশঃ শব্দাকাশাভ্যাং ভিন্নঃ, তস্মিন্নাকাশস্তিষ্ঠতি, আকাশে তিষ্ঠতি স হ্যাকাশস্তং ন বেদ স হ্যাত্মা অহং কথং ভোক্তা

ভবামি ? স্পর্শবান্ বায়ুঃ স্পর্শবায়ুভ্যাং ভিন্নঃ, তস্মিন্ বায়ুস্তিষ্ঠতি, বায়ৌ তিষ্ঠতি বায়ুস্তং ন বেদ, স হ্যাত্মা, অহং কথং ভোক্তা ভবামি ?

অর্থাৎ 'আকাশ শব্দগুণবিশিষ্ট, তিনি শব্দ ও আকাশ হইতে ভিন্ন, তাঁহতে আকাশ অবস্থিত, আকাশে তিনি অভিব্যাপ্ত, আকাশ তাঁহাকে জানে না, তিনিই আত্মা, আমি কিরূপে ভোক্তা হইব ?' ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—শব্দ ও আকাশে গুণ-গুণিভাব প্রসিদ্ধ; যিনি শব্দাকাশরূপ গুণগুণী হইতে পৃথক্, যাঁহাতে গুণগুণিভাববিশিষ্ট আকাশ অবস্থিত এবং যিনি গুণগুণিভাববিশিষ্ট আকাশে অভিব্যাপ্ত অর্থাৎ ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত, অথচ ঐ আকাশ যাঁহাকে জানে না তিনিই আত্মা। আত্মা যদি সর্ব্বব্যাপী হন, তাহা হইলে অহংপদবাচ্য আত্মায় কিরূপে ভোক্তৃত্বাদি সম্ভবপর হইতে পারে ? ইত্যাদি। এই সকল কথা পরিস্ফুট করিয়া তিনি পুনরায় কহিলেন—'বিদ্যা-বিদ্যাভ্যাং ভিন্নো বিদ্যাময়ো হি যঃ স কথং বিষয়ী ভবতি ?' অর্থাৎ যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে ভিন্ন অথচ চিন্ময়, তিনি কিরূপে বিষয়ী অর্থাৎ ভোক্ত্রাদি হইতে পারেন ? এইরূপ বলিবার পর ভগবান্ সিদ্ধান্ত করিলেন—"যো হ বৈ কামেন কামান্ কাময়তে স কামী ভবতি। যো হ বৈ হ্যকামেন কামান্ কাময়তে সোঽকামী ভবতি।" অর্থাৎ 'যিনি উপহত হইয়া কাম্যবস্তু ভোগ করেন তিনি সকাম পুরুষ এবং যিনি অনুপহত হইয়া বিষয়সমূহ ভোগ করেন তিনি নিষ্কাম পুরুষ।'

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ দিয়া ভগবতী শ্রুতি যদি এইরূপ ঘোষণা করেন, তাহা হইলে বৈষ্ণবগণ বা সাত্ত্বিকভাবাপন্ন শাক্তগণ প্রাগুক্ত উপদেশানুসারে দেবোদ্দেশে বলি প্রদান করিলেও বস্তুতঃ তাঁহাদের ধর্ম্ম বা সাত্ত্বিকভাব কি ব্যাহত হইতে পারে ? বৈষ্ণব কবি ঠিকই বলিয়াছেন—

"পোড়ায় অনল যদি ডুবায় সলিল,
বল কি তাদের পাপ হয় একতিল ॥"

সম্প্রতি কাশী হইতে পরাৎপরোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহোদয়প্রমুখ নানাদেশীয় পণ্ডিতগণ শক্তিপূজায় পশুবলি সমর্থন করিয়া সাধারণের জন্য যে ব্যবস্থাপত্র প্রকাশ করিয়াছেন তদ্দ্বারাও আমাদের এ সকল কথা সমর্থিত হইতেছে। ব্যবস্থা-পত্রখানির তাৎপর্য্য নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"শ্রীরামঃ"

কালীপূজায় বলিদানের আবশ্যকতা তন্ত্রশাস্ত্রসম্মত। কারণ মাতৃকাভেদতন্ত্রের দশমপটলে স্মৃত হইয়াছে—'পশুদান ব্যতীত দেবীকে কখন পূজা করিবে না।' নিবন্ধতন্ত্রের তৃতীয়পটলেও উক্ত হইয়াছে—'যাঁহারা বলিদান ব্যতীত তারিণীকে পূজা করেন, তাঁহাদের জ্ঞান বা মোক্ষ হয় না; হে প্রিয়ে! তাঁহাদিগকে পশুভাবাপন্ন বলিতে হইবে।' এখানে তারিণীশব্দ উপলক্ষণমাত্র। কারণ ঐ পটলেই উক্ত হইয়াছে—'যিনি কালী, তিনিই তারা, এবং (অন্যান্য মহাবিদ্যাও) তারার মূর্ত্তিভেদমাত্র।' আবার গায়ত্রীতন্ত্র বলিয়াছেন—'হে ভূপতে! বহু বলিদানের দ্বারা এবং জপযজ্ঞের দ্বারা যে পূজা অনুষ্ঠিত হয় তাহাই সাত্ত্বিক পূজা' (৫ পটল)।

ইহাই নিম্নস্বাক্ষরকারী পণ্ডিতগণের পরামর্শ।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন। মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ (কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক)। পণ্ডিতরাজ শ্রীশ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য তর্করত্ন ন্যায়কেশরী। পণ্ডিতরাজ দ্রবিড় রাজেশ্বর শাস্ত্রী (সাঙ্গবেদবিদ্যালয়, কাশী)। মহামহোপাধ্যায় হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী (গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ, কাশী)। মহামহাধ্যাপক

শ্রীশশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ। শ্রীবামাচরণ ন্যায়াচার্য্য তর্কতীর্থ (রাজস্থান-মহাবিদ্যালয়, কাশী)। শ্রীতারাচরণ সাহিত্যাচার্য্য (অধ্যক্ষ টীকামণি কলেজ, কাশী)। শ্রীকমলাপ্রসাদ স্মৃতিভূষণ। শ্রীশ্যামা-কান্ত তর্কপঞ্চানন (কাশীরাজসভাপণ্ডিত)। শ্রীলক্ষ্মীকান্ত সাহিত্যাচার্য্য। শ্রীরাধাকান্ত ঝা ন্যায়াচার্য্য তর্কতীর্থ। শ্রীসূর্য্য নারায়ণ ন্যায়াচার্য্য (গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ, কাশী)। শ্রীচন্দ্রশেখর ঝা। শ্রীরামপ্রীতি দ্বিবেদি-ব্যাকরণাচার্য্য। মহামহাধ্যাপক শ্রীকমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ (ভূদেব-চতুষ্পাঠী, কাশী)। শ্রীমনোরঞ্জন সাংখ্যবেদান্ততীর্থ। (ভূদেব-চতুষ্পাঠী, কাশী) ইত্যাদি।

যাহাই হউক, শাক্তগণের ধর্ম্মে ব্যাঘাত দিবার জন্য পণ্ডিত রামচন্দ্রজী বিমার্গপরিচালিত হইয়া আত্মজিঘাংসা করিতেছেন, ইহাই আমাদের দুঃখ। আমরা জানি যে তিনি আমাদের কথা শুনিবেন না, তথাপি আমরা তাঁহাকে বিশেষ অনুনয়সহকারে স্মরণ করাইব—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥

ওঁ তৎসৎ।

বক্তা—শ্রীগুরুপদ হালদার সরস্বতীদর্শনসাগর।

শ্রীশ্রীদশভুজা দুর্গা।

অথ দেবীস্তুতিঃ

ওঁ নারায়ণ্যৈ বিমলমহসে বিদ্মহে সপ্তমাত্রৈ
ত্বং দুর্গায়ৈ রুচিরতনবে ধীমহি স্ম প্রপন্নাঃ।
ভূয়ো ভূয়ো বয়মতিতরাং সচ্চিদানন্দরূপা
তন্নো দেবী প্রণুদতু ধিয়ো ধর্ম্মকামার্থমোক্ষে॥

স্কন্দপুরাণের মাহেশ্বরখণ্ডস্থিত অরুণাচলমাহাত্ম্য হইতে জানা যায় যে, মানবোচিতকৌতুকবশতঃ পার্ব্বতীকর্তৃক শিবের সূর্যচন্দ্র-বহ্নিরূপ নয়নত্রয় পিহিত হইলে তমসাচ্ছন্ন ত্রিভুবনে নানাবিধ অমঙ্গলের উদয় হয়। কৌতুকপ্রবৃত্তির অবসানে দেবাধিদেব মহাদেব বলেন—তুমি সর্বমঙ্গলা জগজ্জননী হইয়া জগতের অমঙ্গল করিয়াছ, সুতরাং এরূপ মানবোচিত কার্যের জন্য তোমাকে কাঞ্চীস্থ কম্পা-নদীর সমীপে অবস্থানপূর্বক কঠোর তপস্যাদ্বারা উক্ত প্রত্যবায়জনিত হীনতা দূর করিতে হইবে। দেবীও তদনুসারে অরুণাদ্রীশের পূজান্তে গৌতমাশ্রমের সৎক্রিয়াদি লইয়া 'কামাক্ষী' নাম ধারণপূর্বক নানাবিধ নিয়মসহকারে কঠোর তপস্যায় ব্যাপৃত থাকেন।

তখন ভগবান্ পত্নীবিরহে অধীর হইয়া কামাক্ষীর সন্নিহিত একটি স্থানে আম্রবৃক্ষরূপে আবির্ভূত হন এবং ব্রতচারিণী ভার্যার অশনায়া-নিবৃত্তির জন্য নিত্য সমুচিত ফলাত্মিকা সংবিধার ব্যবস্থা করেন। এই আম্রবৃক্ষই পরে 'একাম্রনাথলিঙ্গ' নামে প্রসিদ্ধ হয়।

কালিকা-পুরাণীয় ষষ্টিতম অধ্যায়ে লিখিত আছে, রম্ভ-নামক জনৈক অসুর শিবের নিকট বর লাভ করেন যে, শৈবাংশে তাঁহার

এক পুত্র জন্মিবে এবং সেই পুত্র দেবাদিকে জয় করিয়া দীর্ঘায়ুঃ, যশস্বী ও লক্ষ্মীবান্ হইবে। তারপর গৃহে প্রত্যাগমন করিবার সময়ে পথে কোনও সুন্দরী মহিষী পাইয়া শীঘ্র শীঘ্র পুত্রোৎপাদনের অভিলাষে মহামোহবশতঃ তাহাতে সমাসক্ত হইলে মহিষাসুরের জন্ম হয়। কালক্রমে সেই মহাবল অসুর নিজ ভুজবলে ত্রিভুবনের আধিপত্যগ্রহণপূর্ব্বক দক্ষিণভারতে কাঞ্চীর নিকটবর্ত্তী মাহিষক বা মাহিষমণ্ডল অর্থাৎ বর্তমান মহীশূর নামক তদীয় জনপদে যে নাস্তিক্যমূলক পৌরশাসন (Municipal laws) প্রচার করেন তাহার তাৎপর্য কবিগুরু ভারতচন্দ্রের ভাষায় বলা যায়—

শুন্‌রে গঁবার লোগ ছোড় দে উপাস রোগ
মন হুঁ আনন্দ ভোগ ভৈঁষরাজ জোগমেঁ।
আগমেঁ লগায়ে ঘিউ কাহে কো জলাও জীউ
হর্‌ রোজ প্যার পিউ ভোগ এহি লোকমেঁ॥
আপ্‌কো লগাও ভোগ কামকো জাগাও জোগ
ছোড় দেও যোগকো মোহ এহি লোকমেঁ।
ক্যা এগ্যান ক্যা বেগ্যান অর্থ নায় অব জান
এহি ধ্যান এহি জ্ঞান ঔর সব রোগমেঁ॥ *

---

* ভারতচন্দ্রের মুদ্রিত গ্রন্থ হইতে কতকগুলি উদ্ধৃত হিন্দী, পারস্য ও সংস্কৃত কবিতার পাঠ স্থানে স্থানে পরিবর্তিত হইয়াছে। এরূপ পরিবর্তন অবশ্য কোনও গ্রন্থকারীয় হস্তলেখমূলক বা তৎপ্রতিলেখমূলক নহে। তবে যিনি ঐ সকল ভাষায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাঁহার লেখনী হইতে নানাবিধ অপশব্দের প্রয়োগ সম্ভবপর নহে ভাবিয়া প্রচলিত পাঠে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। অস্মৎসূচিত পাঠের পরিবর্ত্তে প্রচলিত পাঠ রাখিলে ঐ সকল ভাষায় কবির কতটা অভিজ্ঞতা প্রতিপাদিত হয় তাহাও সুধীগণ বিচার করিবেন।

স্থূলতঃ কবিতার তাৎপর্য্য এইরূপ—'হে অনভিজ্ঞ গ্রামিকগণ, শ্রবণ কর। তোমরা উপবাসরূপ ব্যাধি হইতে মুক্ত হও, মহিষ-রাজের রাজত্বে মনের আনন্দে বাস কর। হোমের আগুনে আহুতি দিয়া বৃথা কেন কষ্ট পাও? রোজ রোজ প্রেমসুধা পান কর, কারণ ঐহিক ভোগই ভোগ। ভোগ্যবস্তু নিজেই ভোগ কর, আর কামের উদ্রেক করাও। যোগের কথা ভুলে যাও, কারণ (দুঃখনিবৃত্তিই যদি মোক্ষ হয়, তবে) মোক্ষ ইহলোকেই আছে। জ্ঞান বল, আর বিজ্ঞানই বল—এ সকল কথা অর্থহীন। আজ থেকে ইহাই জানিও। আমি যাহা বলিলাম তাহাই ধ্যেয় এবং জ্ঞেয় বলিয়া ধর্মাদি কর্ম-সমূহকে ব্যাধিপঙ্কে নিক্ষেপ করিবে।' কথাগুলি "দেহমাত্রচৈতন্য-মেবাত্মা" এই লোকায়তিকমতে প্রতিষ্ঠিত।

অরুণাচলমাহাত্ম্যের পূর্বার্দ্ধীয় দশমাধ্যায় হইতে জানা যায়, মহিষমণ্ডল এবং কাঞ্চীর মধ্যবর্ত্তী শোণপর্বতের নিকটস্থিত কাননভূমিতে মহিষরাজকে মৃগয়াসক্ত দেখিয়া অসুরপীড়িত দেবতারা তদ্‌বধার্থে গৌরীসমীপে প্রার্থনা করিলে তিনি বলেন যে, অপরাধ ব্যতীত কাহাকেও হনন করা তপস্যার অনুকূল নহে, মহিষরাজ যদি অপরাধী হয় তবেই উহাকে বধ করিব। তদনন্তর ভগবতী মোহিনী মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক আশ্রমের চতুর্দ্দিকে বটুকগণকে রক্ষিরূপে রাখিয়া বলিলেন, অরুণাদ্রীশের দর্শনপ্রার্থী বা তপোনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য সকলকে এখানে আসিতে বারণ করিবে। এই সময়ে মহিষের অনুচরবর্গ মৃগানুগমনে তথায় প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলে বটুকগণ বলেন যে, ইহা গৌরীর যোগভূমি, সুতরাং যোগবিঘ্নের আশঙ্কায় তিনি ভোগভূমির লোকগণকে এখানে আসিতে নিষেধ করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া কুতূহলবশতঃ তাহারা তিরস্করিণীবিদ্যায় আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক

দেবীকে দেখিয়া রাজসমীপে তাঁহার রূপলাবণ্যাদির পরিচয় দিলে মায়াবী মহিষ তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণবেশে অরুণাদ্রীশের ভক্ত সাজিয়া দেবীকে দর্শন করেন এবং কামবশতঃ বলেন যে,আমি ত্রৈলোক্যাধিপতি মহারাজ মহিষ, সুতরাং তোমার তপঃফলরূপে আমাকেই বরণ কর। ইহাতে দেবী এক সময়ে যেমন শুম্ভ-নিশুম্ভ প্রেরিত সুগ্রীবদূতকে বলিয়াছিলেন—

"যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি॥"

সেইরূপ এস্থলে মহিষকেও বলেন—

"অহং বলবতো ভার্য্যা ভবিষ্যামি তপশ্চিরম্।
করোমি যদ্যসি বলী বলং দর্শয় মে নিজম্॥"

অর্থাৎ বলিষ্ঠের ভার্যা হইব বলিয়া আমার তপস্যা, সুতরাং তুমি যদি বলিষ্ঠ হও, তাহা হইলে বলের পরিচয়ান্তে আমি তোমার ভার্য্যাত্ব স্বীকার করিব। তখন মহিষাসুর রোষবশতঃ স্বরূপাবলম্বনপূর্বক দেবীগ্রহণে উদ্যুক্ত হইলে দেবীও দীপ্তিমতী অষ্টভুজা * মহিষমর্দিনী দুর্গা হইয়া তাঁহাকে ভীষণভাবে আক্রমণ করেন।

---

* মহিষ-মর্দ্দিনী দুর্গা অষ্টভুজা কি দশভুজা তাহা লইয়া বিশাল মতভেদ আছে। আগমবাগীশকৃত তন্ত্রসারের 'গারুড়োপলসন্নিভাম্...' ইত্যাদি ধ্যানে তাঁহার অষ্টভুজত্বই উপপন্ন হয়। ধ্যানটী কাশ্মীরক উৎপলাচার্য্যের প্রিয় শিষ্য দশম খৃষ্ট-শতাব্দীয় বঙ্গবাসী লক্ষ্মণদেশিকের সারদাতিলক হইতে গৃহীত। রাঘবভট্টের মতে ঈশানসংহিতাই সারদাতিলকের আকর। কারণ তথায় স্মৃত হইয়াছে—

"শঙ্খচক্রলসদ্ধস্তাং তদধঃ খড়্গাখেটকৌ।
বাণচাপৌ চ তদ্বামে সশূলাং তর্জনীমধঃ॥"

আমরা বলি, বরাহপুরাণও সারদাতিলকের আকর হইতে পারে, কারণ তথায় স্মৃত হইয়াছে—

"যা সা মায়া শরীরাত্তু ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।
গায়ত্র্যষ্টভুজা ভূত্বা চৈত্রাসুরমযোধয়ৎ ॥
সৈব নন্দা ভবেদ্দেবী দেবকার্যচিকীর্ষয়া।
মহিষাখ্যাসুরবধং কুর্বতী ব্রহ্মণেরিতা ॥" ইত্যাদি।

কেবল ধ্যানে নহে, আবরণপূজাতেও মহিষমর্দ্দিনীর আট হাতে ধৃত আটটী অস্ত্রই পূজিত হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত ভৈরবোক্ত 'মচ্চিত্তে চর চণ্ডি…' ইত্যাদি স্তোত্রে তাঁহার আট হাতেরই উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কুলাবধূত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নিত্যপূজাপদ্ধতি এবং ক্রিয়াকাণ্ডবারিধিপ্রভৃতি সংগ্রহগ্রন্থে এই মূর্ত্তির পূজাদিই দর্শিত হইয়াছে।

কালীবিলাসের মতে অবশ্য মহিষমর্দ্দিনী দশভুজা। কিন্তু ঐ দশহস্তস্থিত অস্ত্রসমূহের স্থানসংস্থান ঠিক দশভুজা দুর্গার মত নহে। অতএব অভিপ্রায় এই যে দশহাত লইয়া দেবী যেন মহিষমস্তক ছেদনপূর্ব্বক কিছু কিছু অস্ত্রশস্ত্র এহাত ওহাত করিয়া খড়্গপাণি দানবের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কালীবিলাসে অষ্টভুজা দুর্গা বলিয়া কোনও দেবতাই নাই। সুতরাং তন্মতে কি 'অষ্টভুজা' নামটি কেবল অভিধানেই থাকিবে? কিন্তু কীলপ্রতিকীলকন্যায়ে বলা যায় যে, কালীবিলাসমতে মহিষমর্দ্দিনী যদি দশভুজা হন, তবে ঈশান-সংহিতা, বরাহপুরাণ, ভৈরবস্তোত্রাদিমতে তিনি অষ্টভুজা। কালীবিলাসের একবিংশতিতম পটলে লিখিত আছে—

"শ্রুতং মহিষমর্দ্দিন্যাঃ পূজনং কলিসম্মতম্।
কালিকাদিপুরাণোক্তং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং শুভম্ ॥"

বস্তুতঃ কিন্তু কালিকাপুরাণে ইহা দৃষ্ট নহে, সুতরাং এস্থলে আবার কল্পস্মৃতির বা দুষ্প্রাপকালিকাপুরাণের আশ্রয় লইতে হইবে।

কাশীস্থিত দুর্গাবাড়ীতে অষ্টভুজার মূর্ত্তি আছে। অদ্যাবধি তিনি মহিষমর্দ্দিনীর ধ্যানে ও মূলমন্ত্রে পূজিত হন। বিন্ধ্যাচলে অষ্টভুজার দুইটি মূর্ত্তি আছে—ভোগমায়া এবং যোগমায়া। ৮ খৃষ্টশতাব্দীয় বাক্‌পতিরাজের গউডবহে এবং তৎপ্রতিপালক কান্যকুব্জাধিপতি যশোবর্মদেবের ৫২ শ্লোকাত্মক স্তবে বিন্ধ্যবাসিনী অষ্টভুজার পদতলে ছিন্ন মহিষমস্তক বর্ণিত হইয়াছে। আর এক

মহিষ তাহাতে ভীত হইয়া পলায়ন করিলে দেবগণ তাঁহাকে স্তুতি করিতে আসেন। ইহার কিঞ্চিৎ পরেই মহিষরাজ আবার অসংখ্য সৈন্যাদি সহ বটুকাদিকৃত ব্যূহের ভেদে প্রবৃত্ত হন। সে সময়ের দৃশ্য ভারতচন্দ্রের কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে—

'খট্ মট্ খট্ মট্ খুরোত্থধ্বনিকৃত-জগতী-কর্ণ-পূরাবরোধঃ
ফেঁা ফেঁা ফেঁা ফেঁতি নাসাঽনিলচলদচলাত্যস্তবিভ্রান্তলোকঃ।
সপ্ সপ্ সপ্ পুচ্ছাঘাতোচ্ছলত্হৃদধিজলপ্লাবিতস্বর্গমর্ত্যো
ঘর্ ঘর্ ঘর্ ঘোরনাদৈঃ প্রবিশতি মহিষঃ কামরূপো বিরূপঃ॥
ধো ধো ধো ধো নগারা গড়্ গড়্ গড়্ গড়্ চৌঘড়ী ঘোরঘর্ষৈ
র্ভোঁ ভোঁ ভোঁ রঙ্গশব্দৈ র্ঘন ঘন ঘন বাজৈশ্চ মন্দীরনাদৈঃ।

কথা। মহাসিদ্ধিসারস্বতের মতে কালীবিলাসের প্রয়োগপ্রদেশ অশ্বক্রান্তায়, বিষ্ণুক্রান্তায় নহে। তথায় স্মৃত হইয়াছে—

"কালীবিলাসকাদীনি তন্ত্রাণি পরমেশ্বরি।
কালকল্পে সুসিদ্ধানি অশ্বক্রান্তাসু ভূমিষু'॥'

কিন্তু দক্ষিণভারতের কোনও স্থানে দশভুজা মহিষমর্দ্দিনীর মূর্ত্তি আছে বলিয়া শুনা যায় না।

আমাদের মতে অবিশিষ্টা (unspecialised) অষ্টভুজমহিষমর্দ্দিনী হইতে বিশিষ্টা (thoroughly specialised) দশভুজা দুর্গার উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং Theory of Evolution মনে রাখিয়া ইংরাজীতে বলা যায়—Transformation of দশভুজা দুর্গা is only differentiation as integrated in the body of অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী। Hence our conception is the evolution of a specialised form as differentiation within integration of an unspecialised one and such transformation is created by higher রাজসিক activity. C f. সংস্থা বিবিচ্যন্তে।

ভেরী-তূরী-দমামা-দগড়-দড়মসা-শব্দ-নিস্তব্ধদেবৈ

দৈর্ত্যোঽসৌ ঘোরদৈত্যৈঃ প্রবিশতি মহিষঃ সার্বভৌমঃ সহৈব ॥'†

এইরূপে মহিষ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে, পরাভূত দেবগণ তাঁহার অমঙ্গলকামনায় দেবীর স্তব করিতেছেন। ইহাতে তাঁহার রোষ-বৃদ্ধিবশতঃ সৈন্যসামন্তগণকে যে আদেশ দেন তৎসম্বন্ধে ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন—

ভাগেগী দেবদেবী পাকড় পাকড়
ইন্দ্রকো বাঁধ আগে।
নৈঋর্তকো রীত দেনা যমঘর যমকো
আগকো আগ লাগে॥
বায়ুকো রোধ করকে করতু বরুণকো
জপ্ত সো ঔর মাগে।
ব্রহ্মা সোঁ বাসুকি সোঁ কভি নহি ঝগড়ো
জ্যোঁ কুবেরা ন ভাগে॥

---

† শ্লোকটি স্রগ্ধরায় রচিত। ছন্দোরক্ষার জন্য মুদ্রিত গ্রন্থের 'নাগারা' পাঠস্থলে 'নগারা' এবং 'দামামা' স্থলে 'দমামা' করা হইয়াছে। প্রথমটি আরব্য শব্দ এবং শেষটি দেশজ শব্দ। সুতরাং আকারস্থলে অকার বলা দোষাবহ নহে। উক্তিও আছে—'অপি মাষং মষং কুর্যাচ্ছন্দোভঙ্গে ত্যজেদ্ গিরম্'। আমরা 'বাজে চ' স্থলে 'বাজৈশ্চ' করিয়াছি। কারণ পূর্বাপর দেখিয়া সপ্তমীস্থলে তৃতীয়া বিভক্তিই শ্লোককারের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়।

মুদ্রিত গ্রন্থের অন্তিম চরণ হইতেছে—দৈত্যোঽসৌ ঘোরদৈত্যৈঃ প্রবিশতি মহিষঃ সার্বভৌমো বভূব।' ইহার পদানুসারী অনুবাদ এইরূপ—'ঐ দৈত্য মহিষ ভীষণ দৈত্যদের সঙ্গে প্রবেশ করিতেছে, (যে মহিষ) সার্বভৌম হইয়াছিল'। কিন্তু যুদ্ধের পূর্বে মহিষরাজের সার্বভৌমত্ব ত ব্যাহত হয় নাই। সুতরাং উক্ত স্থলে লিডন্ত,'বভূব' পদ সমুপপন্ন নহে। এই জন্য 'বভূব' স্থলে 'সহৈব' বলা হইয়াছে। ইহাতে অর্থ হইবে—'ঐ সার্বভৌম 'মহিষ'নামক দৈত্য

মহিষের এইরূপ অনার্য্যোচিত ব্যবহারে দেবী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁহার সেই ক্রোধহেতু যেন প্রলয়কাল উপস্থিত বলিয়া প্রতিভাত হয়। সেই দৃশ্যের বর্ণনায় কবি লিখিয়াছেন—

কমঠ করটত ফণিফণা ফলটত
দিগ্‌গজ উলটত ঝপটত ভয়রে।
বসুমতী কম্পত গিরিগণ নম্রত
জলনিধি কম্পত বাড়বময়রে॥
ত্রিভুবন ঘুঁটত রবিরথ টুটত
ঘন ঘন ছুটত যেঁও পরলয়রে।
বিজলী চট চট ঘর ঘর ঘট ঘট
অট অট অট অট যহ ক্যা হৈ রে॥

তদনন্তর ভীষণ যুদ্ধে দুর্গাদেবী অষ্টভুজমহিষমর্দিনীরূপে মহিষের শিরশ্ছেদ করিলে সেই ছিন্নশিরঃ-কায় হইতে এক খড়্গপাণি দানবের উৎপত্তি হয়। তখন তিনি দশভুজা দুর্গার রূপ পরিগ্রহপূর্ব্বক তাহাকে নাগপাশে আবদ্ধ করিয়া হৃদয়ে শূলাঘাত করেন।

সেই সময়ে দেবীর দক্ষিণপাদ 'মনস্তাল'নামক সিংহের পৃষ্ঠে এবং বামপাদাঙ্গুষ্ঠ মহিষাসুরনামক খড়্গপাণি দানবের স্কন্ধে ন্যস্ত হয়। বঙ্গের সর্বত্র এই মূর্ত্তি লইয়াই আমাদের দুর্গোৎসব। কালিকাপুরাণের ৫৯ অধ্যায়ে ইঁহার ধ্যান উপদিষ্ট হইয়াছে—

"(ওঁ) জটাজূটসমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাম্।
লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম্॥

ভীষণ দৈত্যদের সঙ্গে প্রবেশ করিতেছে।' আমাদের মতে কবি ঠিক লিখিয়াছেন, কিন্তু লিপিকরদের প্রমাদবশতঃ তাঁহার গ্রন্থে নানা অপপাঠের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা কোন পুঁথি দেখি নাই, তথাপি ঐ সকল পাঠ পরিবর্ত্তন যুক্তিযুক্ত কি না তৎসম্বন্ধে সুধীসমাজই প্রমাণ।

তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্ ।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্বাভরণভূষিতাম্ ॥
সুচারুদশনাং তীক্ষ্ণাং পীনোন্নতপয়োধরাম্ ।
ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীম্ ॥
মৃণালায়তসংস্পর্শদশবাহুসমন্বিতাম্ ।
ত্রিশূলং দক্ষিণে দেয়ং খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ ॥
তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তিং বাহুসঙ্ঘেষু সঙ্গতম্ ।
খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশং চাঙ্কুশমূর্দ্ধতঃ ॥
ঘণ্টাঞ্চ পরশুঞ্চাপি বামেঽধঃ প্রতিযোজয়েৎ ।
অধস্তান্মহিষং তদ্বদ্বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ ॥
শিরশ্ছেদোদ্ভবং তদ্বদ্দানবং খড়্গপাণিকম্ ।
হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্যদন্ত্রবিভূষিতম্ ॥
রক্তরক্তীকৃতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণম্ ।
বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রূকুটীকুটিলাননম্ ॥
সপাশবামহস্তেন ধৃতকেশঞ্চ দুর্গয়া ।
বমদ্রুধিরবক্ত্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ ॥
দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরি স্থিতম্ ।
কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি ।
স্তূয়মানঞ্চ তদ্রূপমমরৈঃ সন্নিবেশয়েৎ ॥
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা ।
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা ॥
আভিঃ শক্তিভিরষ্টাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাম্ ।
চিন্তয়েৎ সততং দেবীং ধর্মকামার্থমোক্ষদাম্ ॥”

পত্রিকার মুখচিত্রখানি এই ধ্যানানুসারে চিত্রিত। দেবীর বামোর্দ্ধহস্তে খেটক আছে। খেটক শব্দের অর্থ ঢাল বা

বিশেষ। কিন্তু কালিকাপুরাণীয় পদ্ধতির অস্ত্রপূজায় "যষ্টিরূপেণ খেটত্বমরিসংহারকারকঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দেখিয়া খেটকের ঢালার্থকতা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। এই দিকের নিম্নতম হস্তে ঘণ্টা ও পরশু যুগপৎ উক্ত হওয়ায় এবং আবরণপূজায় উভয়ই পূজিত হওয়ায় ঘণ্টালগ্ন পরশু অঙ্কিত হইয়াছে। দেবীর দক্ষিণস্থিত সর্বনিম্নহস্তে শক্তি আছে। ইহা একটি অস্ত্র, সুতরাং ক্ষেপণীয়। শক্তি অর্থাৎ শক্তিশল্য। যাহাকে বাংলাভাষায় বলে—শক্তিশেল (**Lance, dart or spear with magical power**)। শক্তির আকার-প্রকার সম্পর্কে বৈশম্পায়ন বলেন—

> "শক্তি র্হস্তদ্বয়োৎসেধা ঘণ্টানাদভয়ংকরী।
> তীক্ষ্ণজিহ্বোগ্রনখরা তির্যগ্‌গতিরনাকুলা॥
> ব্যাদিতাস্যা বিলীনা চ শত্রুশোণিতরঞ্জিতা।
> অস্ত্রমালাপরিক্ষিপ্তা সিংহাস্যা ঘোরদর্শনা॥
> বৃহৎসরুর্দুরগমা পর্বতেন্দ্রবিদারিণী।
> ভুজদ্বয়প্রেরণীয়া যুদ্ধে জয়বিধায়িনী॥
> তোলনং ভ্রামণঞ্চৈব বল্গনং নামনং তথা।
> মোচনং ভেদনঞ্চৈব ষণ্মার্গাঃ শক্তিসংশ্রিতাঃ॥"

কিন্তু বিশ্বামিত্রের মতে ইহা অন্য প্রকার। এইরূপ মতভেদ-হেতু আমরা গোপীনাথের **Iconography** নামক গ্রন্থস্থিত শক্তি-চিত্রের প্রতিরূপ লইয়াছি।

প্রাগুক্ত 'জটাজূটসমাযুক্তাম্...' ইত্যাদি পৌরাণিক ধ্যানটি ভগবতীর মূলপূজায় প্রযুক্ত হইলেও সন্ধিপূজায় তাঁহার ধ্যানাদি লইয়া অত্যন্ত মতভেদ আছে। দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীতে মিথিলার ১৫ খৃষ্ট-শতাব্দীয় বৈষ্ণবকবি বিদ্যাপতি বলেন—সন্ধি-পূজাতেও 'ওঁ জটাজূটসমাযুক্তাম্' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা দুর্গাকে দুর্গা-

রূপেই ধ্যান ও পূজা করা কর্তব্য। কেহ কেহ কিন্তু কালিকা-পুরাণীয় 'নীলোৎপলদলশ্যামা চতুর্বাহুসমন্বিতা...' (৬১।৮৮-৯১) ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা তাঁহাকে চামুণ্ডারূপে ধ্যান ও পূজাদি করিয়া থাকেন।

আবার একটি তৃতীয় সম্প্রদায় কর্তৃক সপ্তশতীস্থিত চণ্ডমুণ্ডবধ-প্রস্তাবের 'কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী...' (৭।৫-৭) ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা কালীঘাটে এবং অন্য কোনও কোন স্থানে তিনি চামুণ্ডারূপেই উপাসিত হন। কিন্তু প্রমাণদ্বারা মতভেদ নিরাস করিবার জন্য সন্ধিপূজায় এই সকল মন্ত্রের বিনিয়োগ প্রদর্শনে বিদ্যাপতি হইতে শ্যামাচরণ পর্য্যন্ত সকলেই অত্যন্ত নীরব। তবে বিদ্যাপতির বিচারে বলবতী যুক্তি দেখা যায়। যাহাই হউক, সন্ধি-পূজার ব্যাপারে কুলাচারই প্রমাণ।

স্মার্তমতে দুর্গানামের নিরুক্তি হইতেছে—

"দৈত্যনাশার্থবচনো দকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
উকারো বিঘ্ননাশস্য বাচকো বেদসম্মতঃ॥
রেফো রোগঘ্নবচনো গশ্চ পাপঘ্নবাচকঃ।
ভয়শত্রুঘ্নবচনশ্চাকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

অর্থাৎ দুর্গা শব্দে পাঁচটি বর্ণ আছে—দ্, উ, র, গ্, আ। তন্মধ্যে দকার দৈত্যনাশার্থক, উকার বিঘ্ননাশের বাচক, রেফ আরোগ্য-বাচক, গকার পাপনাশক এবং আকার ভয় ও শত্রুর অপসারক।

তথাপি আমরা আপস্তম্বের মতে বলিব—'ধর্মজ্ঞসময়ঃ প্রমাণম্।' অর্থাৎ ন হি ক্রমঃ সময়মাত্রং প্রমাণম্, কিন্তু ধর্মজ্ঞা য ঋষয়স্তেষাং সময়ঃ প্রমাণং ধর্মাধর্ময়োঃ।

স্মৃতিসিদ্ধান্ত এইরূপ হইলেও কেহ কেহ বলেন, বেদে দুর্গার নামাদি না থাকায় দুর্গাপূজা শ্রুতিসম্মত নহে। কিন্তু একথা ঠিক

নহে। কারণ বেদে, উপনিষদে এবং আরণ্যকে কেবল নাম নহে, দুর্গার গায়ত্রী ও স্তব পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের রাত্রিসূক্তে আম্নাত হইয়াছে—"স্তোষ্যামি প্রযতো দেবীং শরণ্যাং বহ্বৃচপ্রিয়াম্। সহস্রসম্মিতাং দুর্গাম্..." ইত্যাদি এবং "তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্। দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ ॥" প্রথম মন্ত্রটির অর্থ এই যে, অমিততেজঃ-শালিনী ঋগ্বেদপ্রিয়া দুর্গাদেবীর শরণাপন্ন হইয়া আমরা তাঁহার সন্তোষার্থে যত্নবান্ হইব। শেষোক্ত মন্ত্রের সায়ণভাষ্যানুগত তাৎপর্য এইরূপ—অগ্নির ন্যায় দীপ্তিশালিনী প্রত্যক্‌চৈতন্যভূতা এবং কর্মজনিত অপূর্বার্থে উপাসিতা দুর্গাদেবী যিনি স্বতেজে রিপুকুল নাশ করেন, আমি তাঁহারই শরণাপন্ন। হে সংসার-তারিণি! আমি তোমাকে ভূয়ো ভূয়ঃ প্রণাম করিতেছি।

রাত্রিসূক্তের আর একটি মন্ত্র আছে—'জাতবেদসে সুনবাম সোমম্...' ইত্যাদি। সন্ধ্যার আত্মরক্ষায় ইহা পঠিত হয়। বিষ্ণু-সংহিতায় ভগবান্ বিষ্ণু ইহাকে দুর্গাসাবিত্রী বলিয়াছেন এবং জপ-হোমে ইহার পাপনাশকতা ঘোষণা করিয়াছেন (৫৬।২-৯)। মনুসংহি-তার 'নন্দিনী' নামক টীকাকার ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—'দুর্গা-সাবিত্রী—জাতবেদসে সুনবাম সোমমিত্যেষা ঋক্'। বৈজয়ন্তীকার নন্দপণ্ডিত কর্তৃক ইহা সমর্থিত। মন্ত্রটী ঋগ্বেদে (১।৯৯।১), তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০।১।১৬), ঐতরেয় আরণ্যকে (১।৫।৩।১৩) এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৪।৫।২) সমাম্নাত হইয়াছে। সেইজন্য অনেক বাড়ীর দুর্গোৎসবে কুলাচারবশতঃ এখনও এই ঋঙ্‌মন্ত্রের দ্বারা জপ ও হোম করা হইয়া থাকে।

রাত্রিসূক্ত ঋগ্বেদের একটি খৈলিক অংশ। সেইজন্য কেহ কেহ বলেন, উহা ঋগ্বেদের অন্তর্গত নহে। কিন্তু সায়ণাচার্যাদির

ন্যায় প্রমাণপুরুষগণ উহাকে ঋগ্বেদের অংশ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন, কারণ ঋগ্‌বিধানব্রাহ্মণে (৪।১৯) রাত্রিসূক্তের পাঠ-নিয়ম বিহিত হইয়াছে। আর তান্ত্রিক সম্প্রদায়ে ইহা দেবীসূক্তের ন্যায় আচরিত, কারণ মরীচিকল্পে স্মৃত হইয়াছে—

'রাত্রিসূক্তং জপেদাদৌ মধ্যে চণ্ডীস্তবং পঠেৎ।
প্রান্তে তু জপনীয়ং বৈ দেবীসূক্তমিতিক্রমঃ॥' (গুপ্তবতী)

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশমপ্রপাঠকস্থিত প্রথম অনুবাকে দুর্গার গায়ত্রী আম্নাত হইয়াছে—'কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যকুমারী ধীমহি। তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ।' ইহার পূর্বপীঠিকায় সায়ণাচার্য বলিয়াছেন—"হেমপ্রখ্যামিন্দুখণ্ডাঙ্কমৌলিমিত্যাগমপ্রসিদ্ধমূর্তিধরীং দুর্গাং প্রার্থয়তে"—অর্থাৎ বেদ যাহাকে শশিশেখরা হৈমবতী বলেন সেই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ মূর্তিধরী দুর্গার নিকট ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন। তারপর মন্ত্রটীর ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—"কৃত্তিং বস্তে ইতি কাত্যো রুদ্রঃ। (রেফলোপ শ্ছান্দসঃ)। স এবায়নমধিষ্ঠানং যস্যা দুর্গায়াঃ সা কাত্যায়নী। কুৎসিতমনিষ্টং মারয়তি নিবারয়তীতি কুমারী। কন্যা চাসৌ কুমারী চেতি কন্যকুমারী। দুর্গি দুর্গা। লিঙ্গাদিব্যত্যয়ঃ সর্বত্র চ্ছান্দসো দ্রষ্টব্যঃ।" অভিপ্রায় এইরূপ—বৈদিক নিয়মবশতঃ 'কাত্যায়ন্যৈ' স্থলে 'কাত্যায়নায়', 'কন্যাকুমার্যৈ' স্থলে 'কন্যকুমারি'* এবং 'দুর্গা' স্থলে 'দুর্গিঃ' বলা হইয়াছে। কথাটি অসঙ্গত নহে, কারণ বৈয়াকরণেরা একবাক্যে বলেন—'সর্বে বিধয় শ্ছন্দসি বিকল্পন্তে'। অতএব সায়ণাচার্যের মতে তন্ত্রানুগত আগ-

---

* কন্যাশব্দ ভাষিতপুংস্ক নহে এবং 'কুমারি' শব্দ ইকারান্ত নহে, উহা ঈকারান্ত। সুতরাং পাণিনিমতে শব্দটি হইবে 'কন্যাকুমারী'। বিভক্তি ব্যত্যয়ও ছান্দস, কারণ এখন বলা উচিত কন্যাকুমার্যৈ।

ষিক ভাষায় মন্ত্রটির রূপসিদ্ধি হইবে—'কাত্যায়ন্যৈ বিদ্মহে কন্যাকুমার্যৈ ধীমহি। তন্নো দুর্গা প্রচোদয়াৎ।' ইহা ব্যতীত দেব্যুপনিষদে দুর্গার স্তব পাওয়া যায়—

"যস্যাঃ পরতরং নাস্তি সৈষা দুর্গা প্রকীর্তিতা।
দুর্গাৎ সংত্রায়তে যস্মাদ্ দেবী দুর্গেতি কথ্যতে ॥
প্রপদ্যে শরণং দেবীং দুঁ দুর্গে দুরিতং হর।
তাং দুর্গাং দুর্গমাং দেবীং দুরাচারবিঘাতিনীম্।
নমামি ভবভীতোঽহং সংসারার্ণবতারিণীম্ ॥" (১৯ খণ্ড)

আথর্বণরহস্যে বনদুর্গোপনিষদ্ উদ্ধৃত হইয়াছে। বিরাটনগরে যাইবার পূর্বে যুধিষ্ঠিরকৃত দুর্গার পূজাদি সুপ্রসিদ্ধ। ইনিও বনদুর্গা এবং সারদা-তিলকের একাদশ পটলে ইঁহার পূজাপদ্ধতি উপনিবদ্ধ আছে। মহাভারত স্মৃতিপদবাচ্য, সুতরাং উহার শ্রুতিমূলকতা অনুপপন্ন নহে। অতএব বেদে দুর্গার নামাদি নাই—একথা অত্যন্ত অমূলক। কারণ সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ্ লইয়া যদি বেদ হয় তবে দুর্গার নামাদি সর্বত্র উপলব্ধ হইয়া থাকে।

দুর্গার বা দুর্গোৎসবের প্রাচীনতা ও সর্বজনপ্রিয়তা লইয়া কোন সন্দেহ নাই। বঙ্গে যাহা দুর্গোৎসব, বঙ্গবাহ্য ভারতীয় দেশ-বিদেশে তাহা নবরাত্রব্রত। ঐতরেয়ব্রাহ্মণে ও কাত্যায়ন-শ্রৌত-সূত্রে নবরাত্রের বিধান দৃষ্ট হয়। এ কাত্যায়ন পাণিনির বার্তিক-কার নহেন বা গোভিলপুত্র গৃহ্যাসংগ্রহকারও নহেন। ইনি যজুর্বেদীয় অনুক্রমণী প্রণেতা এবং শ্রৌতীয়সূত্রকার, সুতরাং পূর্বোক্ত কাত্যায়ন-দ্বয়াপেক্ষা এ কাত্যায়ন অনেক প্রাচীন। ইহা ব্যতীত শৌনকের বৃহদ্দেবতায় নবারাত্রবিষয়ক দুর্গার বিবরণ পাওয়া যায়।

বঙ্গীয় দুর্গোৎসবের পদ্ধতি নানাবিধ, যেমন মৎস্যসূক্ত-সম্মত, স্মৃতি-সম্মত, কালিকাদিপুরাণসম্মত এবং তন্ত্র-সম্মত। ইহা মিশ্র পূজা অর্থাৎ ইহাতে বৈদিক, তান্ত্রিক, পৌরাণিক এবং স্মার্ত মন্ত্রসমূহ পঠিত হইয়া থাকে। বঙ্গবাহ্যস্থানীয় নবরাত্র ব্রতও তদ্রূপ। দেবী-পুরাণে ও দেবী-ভাগবতে ইহার বিধান পাওয়া যায়। (৩।২৪-২৭)। দুর্গোৎসবের ন্যায় ইহাও শরৎকালে ও বসন্তকালে অনুষ্ঠিত হয়। উভয়ানুষ্ঠানই প্রায়শঃ শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া বিজয়া দশমীতে বা দশেরায় পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। আমাদের বিষ্ণুক্রান্তায় দুর্গাপূজা সর্বত্র ঘটে পটে বা প্রতিমায় দৃষ্ট হয়। আর রথক্রান্তায় বা অশ্বক্রান্তায় কেবল যন্ত্রে বা চণ্ডীঘটে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সেইজন্য কেহ কেহ বলেন, বরেন্দ্রভূমির ১৬ খৃষ্ট শতাব্দীয় রাজা কংসনারায়ণ ও ভাতুরিয়া পরগণার নৃপতিকল্প জমিদার জগন্নারায়ণ কর্তৃক মৃন্ময়ী ও ধাতুময়ী দুর্গাপ্রতিমার পূজা আরব্ধ হয় এবং তৎপূর্বে ভারতে প্রতিমা-গঠনের প্রচলনই ছিল না। একথা যুক্তিমূলক নহে। কারণ চণ্ডীতেই আছে—'তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্তিং মহীময়ীম্' (১৩।৭)। বৃহন্নন্দিকেশ্বরেও স্মৃত হইয়াছে—'মহীময়ী চ মূর্তি র্মে পুত্রায়ুর্ধনবৃদ্ধয়ে'। ইহা ব্যতীত পাণিনির সূত্র আছে—'ইবে প্রতিকৃতৌ (৫।৩।৯৬) এবং 'জীবিকার্থে চাপণ্যে' (৫।৩।৯৯)। সূত্রে 'প্রতিকৃতি' শব্দের ব্যাখ্যায় ৮ খ্রীষ্টশতাব্দীয় ন্যাসকার লিখিয়াছেন—'কাষ্ঠাদিময়ং হি যৎ প্রতিচ্ছন্দকং সা প্রতিকৃতি-রুচ্যতে'। আর শেষোক্ত 'অপণ্য' পদের অভিপ্রায় এই যে, বিক্রেয় প্রতিমূর্তিতে কন্‌লোপ নিষিদ্ধ, যেমন—কুম্ভকার বিক্রয়ার্থে রামক সীতিকা দুর্গিকা শিবকাদি নির্ম্মাণ করে। ঐ পদ লইয়া জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতী লিখিয়াছেন—"ঈদৃশমেব বিষয়মভিপ্রেত্য পঠন্তি—রামং

সীতাং লক্ষ্মণং জীবিকার্থে বিক্রীণীতে যো নর স্তং চ ধিগ্ ধিক্।
অস্মিন্ পদ্যে যোঽপশব্দান্ ন বেত্তি ব্যর্থপ্রজ্ঞং পণ্ডিতং চ ধিগ্ ধিক্॥
ইতি। 'অপণ্যে ইত্যুক্তত্বাৎ পণ্যে হস্তিকানিতিবদ্ রামকং সীতিকাং লক্ষ্মণকমিতি প্রয়োগা এব সাধব ইতি।" ইহাতে উপপন্ন হয় যে, পাণিনির পূর্বেও প্রতিমা-নির্মাণের প্রথা অবশ্যই বিদ্যমান ছিল। এরূপ অবস্থায় মাত্র ১৬ খৃষ্টশতাব্দীতে কেবল বঙ্গদেশে প্রতিমা-নির্মাণ আরব্ধ হয়—একথা কখনই সমর্থনীয় নয়। সে যাহাই হউক। আমরা সাধারণতঃ দুর্গাকে দুর্গারূপে পূজা করিলেও কেবল সন্ধিপূজায় তাঁহাকে চামুণ্ডারূপে উপাসনা করি, কিন্তু নবরাত্রব্রতীরা তখন তাঁহাকে অম্বিকারূপে বা চামুণ্ডারূপে পূজা করেন। ইহারা চণ্ডীপাঠকে দুর্গাপাঠ বলেন।

দেবী যে সিংহবাহনা তাহা বেদে না দেখিলেও তদ্‌বিষয়ক শ্রৌত প্রমাণ কল্প্য বা অনুমেয়। দেবীপুরাণ বলেন—

"সিংহমারুহ্য কল্পান্তে নিহতো মহিষো যতঃ।
মহিষঘ্নী ততো দেবী কথ্যতে সিংহবাহিনী॥" (৪৫ অঃ)

বেদে না থাকিলে পুরাণ এরূপ বলিলেন কেন? রঘুনন্দনের পূর্ববর্তী বেণীনাথের দুর্গাপূজাপদ্ধতিতে স্কান্দের একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—

"শ্রুতি-স্মৃতী উভে নেত্রে পুরাণং হৃদয়ং স্মৃতম্।
পুরাণশূন্যো হৃচ্ছূন্যঃ কাণান্ধাবপি তৌ নরৌ॥"

স্কন্দপুরাণ এইরূপ বলেন, কারণ অথর্ব বেদের মতে—যজ্ঞের উচ্ছিষ্ট ভাগ হইতে পুরাণের উৎপত্তি হইয়াছে (১১।৭।২৪)। শতপথে লিখিত আছে—পুরাণও বেদ, কারণ এই সেই বেদ বলিয়া অধ্বর্য্যু পুরাণই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন (১৩।৪।৩।১৩)।

সুতরাং প্রত্যক্ষ বা কৢপ্ত শ্রুতির অভাবেও আমরা ইহার বেদ-মূলকতা অনুমান করিব।

কেহ কেহ বলেন, স্বয়ং মহাদেবই দশভুজা দুর্গার সিংহরূপ বাহন। ইহা ঠিক নহে। কারণ মহাদেব জগদ্ধাত্রী দুর্গার বাহন। তাঁহার আবরণপূজায় স্মৃত হইয়াছে—ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহা-সিংহাসনায় হূঁ ফট্ নমঃ; মহাসিংহরূপশিব শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। দশভুজা দুর্গার বাহন কিন্তু বিষ্ণুর অংশজাত 'মনস্তাল' নামক সিংহ। প্রামাণিক উক্তি আছে—'সিংহ স্তস্যা মনস্তালঃ সখ্যৌ চ বিজয়াজয়ে।' কালীবিলাসতন্ত্রের অষ্টাদশ পটলে স্মৃত হইয়াছে—

সিংহ ত্বং হরিরূপোঽসি স্বয়ং বিষ্ণু র্ন সংশয়ঃ।
পার্বত্যা বাহনং ত্বং হি ততস্ত্বাং পূজয়াম্যহম্॥

আর শিবাংশে মহিষাসুরের জন্ম বলিয়া এখানে মহিষাসুরকেই শিব বলিতে হইবে। কালিকাপুরাণের ষষ্টিতম অধ্যায়ে দেবীর প্রতি ভগবদুক্তি হইতে ইহা উপপন্ন হইয়া থাকে। তথায় স্মৃত হইয়াছে—

'হরি র্হরিস্বরূপেণ ন ত্বাং বোঢুং ক্ষমোঽধুনা।
মমায়ং মাহিষঃ কায়স্তব বোঢ়া ভবিষ্যতি॥'

দেবীর শাম্ভবী গায়ত্রী নানাবিধ শুনা যায়—

(১) 'ওঁ নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি। তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ।' ইহা জয়দুর্গার গায়ত্রী হইলেও কালীঘাটের পূজায় ও অন্যান্য স্থানের পূজায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(২) 'ওঁ নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি। তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।' শ্রীকুলের উপাসকগণ এই মন্ত্রটি প্রয়োগ করেন, কিন্তু কালীকুলে ইহার প্রচলন অত্যন্ত বিরল।

(৩) 'ওঁ মহাদেব্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি। তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ'। ইহা জগদ্ধাত্রীর গায়ত্রী হইলেও বিষ্ণুক্রান্তার কালীকুলে প্রচলিত। তন্ত্রসারমতে ইহাই দুর্গাগায়ত্রী।

(৪) 'ওঁ চণ্ডিকায়ৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি। তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ।' চণ্ডীঘটে যাঁহারা নবরাত্রব্রত করেন তাঁহাদের মধ্যে ইহা ব্যবহৃত হয়। কেবল কাশ্মীরের প্রথা দেখিয়া গৌড়ক্রমেও কেহ কেহ ইহার প্রয়োগ করেন।

(৫) 'ওঁ ভগবত্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমাহি। তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ।' গৌড়ক্রমের কালীকুলে কখনও কখন ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

দশভুজা দুর্গাদেবীর পূজামন্ত্র—'ওঁ হ্রীঁ দুঁ দুর্গায়ৈ নমঃ।' ইহা মন্ত্রকোষের 'মায়াত্রিকর্ণবিন্দ্বাঢ্যো ভূয়োঽসৌ সর্গবান্ ভবেৎ। পঞ্চাত্মকঃ প্রতিষ্ঠাবান্ মারুতো ভৌতিকাসনঃ। তারাদিহৃদয়া-ন্তোঽয়ং মন্ত্রো বস্বক্ষরাত্মকঃ॥' এই বচন হইতে উদ্ধৃত। জগন্মোহন তর্কালংকারের নিত্যপূজা-পদ্ধতিতে 'দুঁ' স্থলে 'দূঁ' বলিবার অভিপ্রায়ে লিখিত আছে—"বরদাতন্ত্রে—দ-দুর্গাবাচকং দেবি উকারশ্চাপি রক্ষণে। বিশ্বমাতা নাদরূপা কুর্বর্থো * বিন্দু-রূপকঃ। তস্মাত্তেনৈব বীজেন দুর্গামারাধয়েচ্ছিবে॥ দূঁ।" বৌদ্ধ পুরুষোত্তমদেব যাহাই বলুন না কেন, তন্ত্রে কিন্তু রক্ষণাধিপত্ব কেবল উকারেই স্বীকৃত, ঊকারে নহে। বর্ণবীজপ্রকাশের উক্তি আছে—'তবর্গতৃতীয়পঞ্চমস্বরবিন্দুযোগেন' এবং 'রক্ষণাধিপ উকারঃ

---

* 'কুর্বর্থঃ' পদ অনন্যসাধারণ নহে। মনুসংহিতায় আছে—'জুহোতি-যজতি-ক্রিয়াঃ' (২।৮৪)। বিষ্ণুসংহিতায় ভগবান্ বিষ্ণু বলিয়াছেন—"ক্ষরন্তি সর্বৈবেদিক্যো জুহোতিযজতিক্রিয়াঃ' (৫৫।৮)। পাণিনির অষ্টকেও স্মৃত হইয়াছে—'পশ্চার্থৈশ্চানালোচনে' (৮।১।২৫)। পশ্যার্থা দর্শনার্থা ইত্যভিপ্রায়ঃ।

পঞ্চমস্বরঃ'। অতএব প্রাগুক্ত শ্লোকে উকার প্রমাদমূলক, কারণ উহা হইতে 'দুঁ' বীজ উদ্ধৃত হইবে, 'দূঁ' নহে। তবে বিশ্বসারের "ধান্তবীজং সমুদ্ধৃত্য বামকর্ণাভিভূষিতম্। ইন্দুবিন্দুসমাযুক্তং বীজং পরমদুর্লভম্॥' এই বচন হইতে 'দূঁ' বীজও পাওয়া যায় এবং তাহাতে 'উভয়প্রাপ্তৌ বিকল্পঃ'-ন্যায়ের অবকাশ আসে সত্য, কিন্তু ভগবতী শ্রুতি যখন 'প্রপদ্যে শরণং দেবীং দুঁ দুর্গে দুরিতং হর' (দেব্যুপনিষৎ) এবং 'ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ দুঁ দুর্গায়ৈ নমঃ' (বনদুর্গোপনিষৎ) এই এই স্থলে 'দুঁ' বলিয়াছেন, তখন আমরা 'দুঁ' বীজই গ্রহণ করিব।

দশভুজা দুর্গার মূলমন্ত্র নানাবিধ, যেমন—

(১) 'হ্রীঁ'। মন্ত্রটি হাদি মতাবলম্বীদের মধ্যে প্রায়শঃ প্রচলিত। কাদিমতাবলম্বীদের মধ্যেও ক্বচিৎ ক্বচিৎ প্রযুক্ত হয়।

(২) 'মহিষমর্দিনী স্বাহা'। পণ্ডিতপ্রবর কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থকৃত কালিকাপুরাণোক্ত এবং বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণোক্ত দুর্গাপূজাপদ্ধতিতে এই মন্ত্রের পাঠ আছে। কিন্তু দশভুজা দুর্গার পূজায় ইহার প্রয়োগ সঙ্গত নহে। কারণ অষ্টভুজা মহিষমর্দিনীর পূজায় 'গারুড়োপলসন্নিভাং মণিময়কুণ্ডলমণ্ডিতাম্.........' ইত্যাদি ধ্যান এবং ঐ মূলমন্ত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

(৩) 'ওঁ ঐঁ হ্রীঁ স্বাহা ওঁ'। 'প্রণবো বাগ্‌ভবো মায়া বহ্নিজায়া ততো ধ্রুবম্' ইত্যাদি বচন হইতে মন্ত্রটী উদ্ধৃত। বঙ্গের স্থানে স্থানে ইহার প্রয়োগ শুনা যায়।

(৪) 'ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হ্লীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ নমঃ'।

"বেদাদিবাগ্‌ভবশ্চৈব মায়া কাম স্তথৈব চ।
শিবঃ পৃথ্বী বামনেত্রং নাদবিন্দুবিভূষিতম্।
মায়া কামো নমঃ পশ্চান্ মূলমন্ত্র ইতি স্মৃতঃ॥"

এই বচন হইতে মন্ত্রটী উদ্ধৃত। ইহা চণ্ডীর নবার্ণক মন্ত্রবিশেষ। বাংলার নানা দেশে ইহার প্রয়োগ আছে।

(৫) 'ঐঁ হ্রীঁ ক্লীঁ চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে।' দুর্গোপাসনাকল্পক্রমে ইহা দুর্গার মূলমন্ত্ররূপে উল্লিখিত। 'বাঙ্‌মায়া ব্রহ্মসূস্তস্মাৎ ষষ্ঠং বক্ত্রসমন্বিতম্। সূর্য্যোঽবামশ্রোত্র-বিন্দুসংযুক্তষ্টাত্তৃতীয়কঃ॥ নারায়ণেন সংমিশ্রো বায়ুশ্চাধরযুক্ততঃ। বিচ্চে নবার্ণকোঽণুঃ স্যান্মহদানন্দদায়কঃ॥' এই শ্লোকদ্বয় হইতে মন্ত্রটীর উদ্ধার হইয়াছে। ইহা চণ্ডীর একটি প্রসিদ্ধ নবার্ণ মন্ত্র। বিষ্ণুক্রান্তার বঙ্গদেশে ইহার প্রয়োগ নাই। মন্ত্রগর্ভ শ্লোকদ্বয়ের অর্থ ও অভিপ্রায় এইরূপ—'বাক্' বাগ্‌ভববীজম্ (ঐঁ), মায়া হ্রীঁ, ব্রহ্মসূঃ কামঃ ক্লীঁ, তস্মাৎ প্রথমবর্ণাৎ ককারাৎ ষষ্ঠমক্ষরং চকারস্তদ্‌বক্ত্রেণ মুখবৃত্তেন আকারেণ সমন্বিতং 'চা' ইতি যাবৎ, সূর্য্যো মঃ, অবামশ্রোত্রং পঞ্চমস্বর উকারঃ বিন্দুরনুস্বারঃ (মুঁ) ; টাৎ তৃতীয়কো বর্ণো ডকারঃ স চ নারায়ণেন আকারেণ সংমিশ্রঃ (ডা), বায়ুর্যকারঃ স চ অধরেণ দ্বাদশস্বরেণ যুক্তঃ (য়ৈ)'। উক্তং চ বর্ণবীজপ্রকাশে—অধর ঐকারো দ্বাদশস্বর ইতি। ইহাতে 'ঐঁ হ্রীঁ ক্লীঁ চামুণ্ডায়ৈ' পর্য্যন্ত ব্যাখ্যাত হইল। এখন 'বিচ্চে' পদের অর্থাবধারণপূর্বক সমস্ত মন্ত্রটী ব্যাখ্যেয়, যেমন —বেত্তিরূপং বিদ জ্ঞান ইতি ধাতোঃ সম্পদাদিত্বাদ্ ভাবে ক্বিপি 'বিৎ' জ্ঞানম্। চকার আত্মশক্তিবাচকত্বাল্লক্ষণয়াঽবিদ্যাবাচক এব। আকারশ্চ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরবাচক ইতি 'বিচ্চা' ইতি রূপসিদ্ধি তৎসম্বুদ্ধৌ বিচ্চে। অত উক্তং ভবতি—ঐঁ বাগীশ্বরি হ্রীঁ মহামায়ে ক্লীঁ কামদায়িনি বিচ্চে, তুরীয়ব্রহ্মতচ্ছক্তিস্তদুপহিতব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মিকে তুভ্যং চামুণ্ডায়ৈ ধীমহি যোঽহং সোঽসৌ যোঽসৌ সোঽহমিতি বয়ং ধ্যায়েম। 'ত্বং বা অহমসি ভগবো দেবতে, অহং চ ত্বমসি ভগবো দেবতে' ইতি শ্রুতেঃ। তথা হি মন্ত্রবর্ণঃ—

'নমস্তুভ্যং নমো মহ্যং তুভ্যং মহ্যং নমো নমঃ।
অহং ত্বং ত্বমহং সর্বং জগদেতচ্চরাচরম্॥' ইতি।

(৬) 'জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।' এই মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধ লইয়া কোনও মতভেদ নাই। শেষার্দ্ধ সম্বন্ধে—

'দুর্গা ক্ষমা শিবা ধাত্রী স্বধা স্বাহা নমোঽস্তু তে'—
ইহা কালিকাপুরাণমতে, অথবা
'দুর্গা ক্ষমা শিবা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তু তে'—
ইহা মার্কণ্ডেয় পুরাণমতে, অথবা
'দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তু তে'—
ইহা মৎস্যসূক্ত ও দেবীপুরাণমতে পঠনীয়।

দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীতে মিথিলার বৈষ্ণবকবি বিদ্যাপতি বলেন 'স্বধাপূজানন্তরং স্বাহাপূজালিখনাৎ স্বাহান্তপাঠনির্ণয়ো যুক্তঃ'। সুতরাং তন্মতে মন্ত্রের শেষার্দ্ধস্থিত অন্তিমচরণের পাঠ হইবে— 'স্বধা স্বাহা নমোঽস্তু তে'। তিথিতত্ত্বে ইহা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। তথায় রঘুনন্দন লিখিয়াছেন—"তন্ন, মৎস্যসূক্তবিরোধাৎ। তথাচ—

'পঞ্চোপচারৈর্বিধিবজ্জয়ন্ত্যাদ্যা স্ততঃ পরম্।
জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী॥
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী পূজনীয়া প্রযত্নতঃ।
দক্ষপ্রান্তে ততো দেব্যাঃ স্বাহাং চৈব স্বধাং তথা॥'
ইতি (মৎস্যসূক্তম্)।

ন চ তত্রাপি তথাপাঠক্রমঃ, তথাত্বে পঞ্চমাক্ষরস্য লঘুত্বানুপপত্তেঃ। দুর্গামাহাত্ম্যান্তর্গতার্গলায়াং তথাপাঠদর্শনাৎ।"

রঘুনন্দনের অভিপ্রায় এইরূপ—মার্কণ্ডেয়পুরাণে পঠিত হইয়াছে—'দুর্গা ক্ষমা শিবা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তু তে।' সুতরাং

বিদ্যাপতিসূচিত 'স্বধা স্বাহা নমোঽস্তু তে' পাঠ হেয়। কিন্তু কালিকাপুরাণে স্মৃত হইয়াছে—

"জয়ন্তীং মঙ্গলাং কালীং ভদ্রকালীং কপালিনীম্।
দুর্গাং ক্ষমাং শিবাং ধাত্রীং স্বধাং স্বাহাং চ পূজয়েৎ॥"

(৬৩।১১৯)

সুতরাং কালিকাপুরাণের উপর বিদ্যাপতির সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত। অতএব বিদ্যাপতিকে ছাড়িয়া কালিকাপুরাণকেই প্রত্যাখ্যান করা উচিত। আবার দেবীপুরাণে স্মৃত হইয়াছে—"দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তু তে॥" শ্লোকটি তিথিতত্ত্বের ঐ পৃষ্ঠাতেই উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং দুর্গার পর মৎস্যসূক্তের মতে বা দেবী-পুরাণের মতে শিবার পূজা হইবে কি মার্কণ্ডেয়পুরাণাদির মতে ক্ষমার পূজা হইবে তৎসম্বন্ধে রঘুনন্দন নীরব কেন? এরূপ স্থলে রঘুনন্দনের সিদ্ধান্ত কখনই উপাদেয় নহে।

আমরা বলি 'স্বাহান্ততা' এবং 'স্বধান্ততা' লইয়া ব্যবস্থিত-বিকল্প বুঝিতে হইবে অর্থাৎ কালিকাপুরাণসম্মত পূজায় পঠিত হইবে—'স্বধা স্বাহা নমোঽস্তু তে' এবং চণ্ডীঘটে বা যন্ত্রে যাঁহারা নবরাত্রব্রত করিবেন তাঁহারা অবশ্য বলিবেন—'স্বাহা স্বধা নমোঽস্তু তে'। ক্ষমা এবং শিবার পূজাসম্বন্ধেও ব্যবস্থিতবিকল্প অর্থাৎ কালিকাপুরাণসম্মত পূজায় বা নবরাত্রব্রতে পঠিত হইবে—'দুর্গা ক্ষমা শিবা ধাত্রী' এবং দেবীপুরাণসম্মত বা মৎস্যসূক্ত-সম্মত পূজায় বলিতে হইবে—'দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী'। আর স্মার্ত্তপূজায় 'তুল্যবলবিরোধে বিকল্পঃ'-ন্যায়ে প্রাগুক্ত যে কোনও পাঠই গ্রহণীয় হইতে পারে এবং তাহাতে ফলের কিছুমাত্র ন্যূনতা হইবে না।

মন্ত্রস্থিত জয়ন্তী প্রভৃতি ১১টি শব্দ লইয়া দুর্গাপ্রদীপে শেষ

নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—'এতাদৃশপূর্বোক্তমহাগুণবতী যা ত্বমসি তত স্তে তুভ্যং নমঃ।' অভিপ্রায় এই যে, জয়ন্তীপ্রভৃতি পদগুলি দেবীর গুণবাচক। কিন্তু গুণনির্দিষ্ট শব্দের সহিত নামও সংসৃষ্ট থাকে, যেমন—জগদ্ধাত্রী, সর্বমঙ্গলা ইত্যাদি। যাহাই হউক, পদগুলির ব্যাখ্যা করা অপ্রাসঙ্গিক নহে।

(ক) জয়ন্তী। অতিশয়েনারীন্ জয়তীতি জয়ন্তঃ (উণ্ ৩।১২৮) শিবঃ (মৎস্যপুঃ ৫।৩০) ক্রমদীশ্বর ইতি যাবৎ তৎপত্নী জয়ন্তী। কিন্তু অকর্মক জিধাতুর উৎকর্ষার্থতা দেখিয়া নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—'জয়ন্তী সর্বোৎকৃষ্টেত্যর্থঃ'। তবে কেন যে তিনি সর্বোৎকৃষ্টা তাহা অনুসন্ধেয়। জয়ন্তীদেবী ভগবান্ ক্রমদীশ্বরের শক্তি। ক্রমদীশ্বর অনুলোমবিলোম-পরিণামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা (presiding deity of evolution and involution)। শ্রীহট্টস্থিত জয়ন্তীপুরের নিকটবর্তী ফালযোড়-গ্রামে ক্রমদীশ্বর-ভৈরবের সহিত জয়ন্তী দেবী প্রকটিত হইয়াছেন। অনুলোমে ক্রমবিকাশত্বহেতু এবং প্রতিলোমে ক্রমমুক্তিদাতৃত্বহেতু ইঁহার সর্বোৎকৃষ্টতা কল্পনীয়। ক্রমবিকাশের প্রমাণ—'অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতদাপায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্যে' (চণ্ডী ১১।৪)। ক্রমমুক্তিদাতৃত্বের প্রমাণ—

'ধর্ম্যাণি দেবি সকলানি সদৈব কর্মা-
ণ্যত্যাদৃতঃ প্রতিদিনং সুকৃতী করোতি।
স্বর্গং প্রয়াতি চ ততো ভবতীপ্রসাদা-
ল্লোকত্রয়েঽপি ফলদা ননু দেবি তেন॥'
(চণ্ডী ৪।১৫);

'ততো বিষ্ণুপুরং গত্বা পুনঃ সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥' (স্মৃতি);
'তদুপর্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ' (বেদান্তসূত্র ১।২।২৫)।

(খ) মঙ্গলা সর্বমঙ্গলা। নামৈকদেশগ্রহণে নামমাত্রগ্রহণম্, যথা ভামা সত্যভামেতি (কলাপ আ-২ টীকা)। দেবীপুরাণে 'সর্বমঙ্গলা' নামের নিরুক্তি আছে—

'সর্বাণি হৃদয়স্থানি মঙ্গলানি শুভানি চ।
দদাতি চেপ্সিতাল্লোঁকে তেন সা সর্বমঙ্গলা ॥'

(৪৫ অধ্যায়)।

(গ) কালী 'কালিকা'শব্দের পর্যায়। মহানির্বাণে আছে—
'কলনাৎ সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা স্মৃতা ॥'

(ঘ) এবং (ঙ) ভদ্রকালী ও কপালিনী। রহস্যাগমে এ দুইটি নামের অর্থ দ্রষ্টব্য।

(চ) দুর্গা দুর্গতিনাশিনী (দুর্গোপনিষৎ)। দেবীপুরাণে আছে—

'স্মরণাদভয়ে দুর্গে তারিতা রিপুসঙ্কটে।
দেবাঃ শক্রাদয়ো যস্মাৎ তেন দুর্গা প্রকীর্তিতা ॥' (৩৭ অঃ)।

(ছ) ক্ষমা। ক্ষমো বিষ্ণুঃ (বিষ্ণুসহস্রনাম—ভারত১৩।১৪৯।৬০)।
ক্ষমা নারায়ণী দুর্গা।
'সর্বমঙ্গলমাঙ্গল্যে......নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥'

(মার্কণ্ডেয় পুঃ ৯১।৯)।

(জ) শিবা দুর্গা।
'শিবো হি মোক্ষবচন শ্চাকারো দাতৃবাচকঃ।
স্বয়ং নির্বাণদাত্রী যা সা শিবা পরিকীর্তিতা ॥'

(ঝ) ধাত্রী জগদ্ধাত্রী। নামৈকদেশগ্রহণে নামমাত্রগ্রহণম্, যথা ভামা সত্যভামেতি। (কলাপ আ ২ টীকা)।

(ঞ) স্বাহা। আকারঃ পিতামহঃ। সুষ্ঠু আং পিতামহং ব্রহ্মাণং জিহীতে গচ্ছতি (ওহাঙ্‌ গতৌ—পাঃ ১০৯৮) যা সা স্বাহা ব্রহ্মাণী। 'আতোঽনুপসর্গে কঃ' (পাঃ ৩।২।৩)। 'ব্রহ্মাণী কুরুতে সৃষ্টিং ন তু ব্রহ্মা কদাচন'। (কুব্জিকাতন্ত্র প্রথম পটল)। 'বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বম্' (চণ্ডী) ; 'হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রহ্মাণীরূপধারিণি (চণ্ডী)।

(ট) স্বধা। অকারো বাসুদেবঃ। সুষ্ঠু অং বাসুদেবং দধাতি পোষয়তীতি স্বধা লক্ষ্মীঃ। তথা চ কুব্জিকা—'বৈষ্ণবী কুরুতে রক্ষাং ন তু বিষ্ণুঃ কদাচন।' 'যা দেবী সর্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা ......' (চণ্ডী)।

(৭) 'ওঁ দক্ষযজ্ঞবিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি-পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ নমো হ্রীঁ দুর্গায়ৈ নমঃ।' বর্তমান পদ্ধতি-গ্রন্থে মন্ত্রটির এইরূপ পাঠই লিখিত আছে। কিন্তু রঘুনন্দনকৃত দুর্গাপূজা-প্রমাণতত্ত্বে 'হ্রীঁ' শব্দের পর 'ওঁ' দৃষ্ট হয়। মন্ত্রটী কোথা হইতে গৃহীত তাহা জানা নাই। মনে হয় ব্রহ্মপুরাণের—

'ভদ্রাষ্টম্যাং ভদ্রকালী দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী।
আবির্ভূতা মহাঘোরা যোগিনীকোটিভিঃ সহ ॥'

এই শ্লোক দেখিয়া প্রাচীন মান্ত্রিকগণ উহার উদ্ধার করিয়াছেন। বঙ্গের নানা স্থানে মন্ত্রটীর প্রচলন আছে।

(৮) 'হ্রীঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা'। কেরলক্রমে ইহার বিশেষ প্রচলন আছে। কালীবিলাসতন্ত্রের ২০ পটলে মন্ত্রটী উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা দশাক্ষর মন্ত্র।

(৯) 'ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হুঁ দুর্গায়ৈ নমঃ'। ইহা কিরাতরূপ শিবের শক্তি 'হেমপ্রখ্যা ইন্দুখণ্ডাঙ্কমৌলিঃ' শ্রুতিপ্রসিদ্ধ মূর্তিধরী বনদুর্গার মূলমন্ত্র ('Unpublished Upanishads' গ্রন্থের ৪৩১ পৃষ্ঠায় বনদুর্গোপনিষৎ দ্রষ্টব্য।)

(১০) 'ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা'। ইহা দশাক্ষরী বিদ্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ। মন্ত্রকোষের মতে ইহা এইরূপে উদ্ধৃত—

'তারো 'দুর্গে'যুগং রক্তমন্ত্যং চান্তং সলোচনম্।
দ্বিঠান্তা জয়দুর্গেয়ং বিদ্যা বেদ্যা দশাক্ষরী॥'

সারদাতিলকের ১১ পটলে ইহা প্রকারান্তরে উদ্ধৃত। মন্ত্রটী জয়-দুর্গার হইলেও দশভুজা দুর্গার পূজায় প্রায়শঃ ব্যবহৃত হয়। রঘু-নন্দনের তিথিতত্ত্বে লিখিত আছে—'ধ্যায়েদ্দশভুজাং দেবীং দুর্গা-তন্ত্রেণ পূজয়েৎ'। ইহার ব্যাখ্যায় কাশীরাম বাচস্পতি লিখিয়াছেন —"দুর্গাতন্ত্রসংজ্ঞকো দশাক্ষরদুর্গামন্ত্রঃ···। তেন হি 'ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহে'তি মন্ত্রেণ পূজয়েৎ।" মন্ত্রটীর অর্থ এইরূপ—'হে দুর্গে হে দুর্গে হে রক্ষণি দেবাদিপোষিণীত্বাৎ তুভ্যং স্বাহা'। 'রক্ষণি'-পদের অর্থ—রক্ষণমস্য পোষণাদিগুণবিশেষত্বেন বিদ্যত ইতি মত্বর্থীয়েনাচা রক্ষণস্ততো ব্যত্যয়েন ঙীপি স্ত্রিয়াং রক্ষণী, তৎসম্বুদ্ধৌ 'রক্ষণি' ইতি। 'ভগবতীগীতা'য় দেবী স্বয়ং বলিয়াছেন—'ভূত্বা জগদিদং কৃৎস্নং পালয়ামি মহামতে'। (৪।১৩)।

দুর্গার হোম-মন্ত্র।

(১) 'ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা'। এই মন্ত্রে কালীঘাটে এবং অন্যান্য অনেক স্থানে হোম করা হয়।

(২) ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী···নমোঽস্তু তে॥ স্বাহা। সাম্প্রদায়িক নিয়মানুসারে মন্ত্রের শেষার্দ্ধ পঠিত হইয়া থাকে।

(৩) 'ওঁ অম্বে অম্বিকেঽম্বালিকে ন মা নয়তি কশ্চন।
সসস্ত্যশ্বকঃ সুভদ্রিকাং কাম্পীলবাসিনীম্॥ স্বাহা।

ইহা মুদ্রিত যজুর্বেদের মন্ত্রাংশ (২৩।১৮)। ঔবটভাষ্যমতে মন্ত্রটীর

পাঠ এইরূপ—'অম্বে অম্বিকে অম্বালে'। কিন্তু প্রাচীনকালের যাজ্ঞিকগণ বলিতেন—'অম্বে-অম্বালে-অম্বিকে' (পাণিনির ৬।১।১১৮ সূত্রীয় কাশিকা দ্রষ্টব্য)। হোমে মন্ত্রটীর বিনিয়োগ হলায়ুধ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়।

(৪) বঙ্গদেশের অনেক স্থানে দুর্গাসাবিত্রীর দ্বারা হোম করা হয়। দুর্গাসাবিত্রী অর্থাৎ 'ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোমম্...' ইত্যাদি রাত্রিসূক্ত। স্মৃতিকার বিষ্ণুর মতে দুর্গাহোমে এই মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকে। স্মার্ত্ত দুর্গোৎসবে প্রায়শঃ ইহার ব্যবহারও দেখা যায়।

আখ্যানান্তে গায়ত্রীমন্ত্রাদির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে আমরা পূজা-প্রয়োগপদ্ধতির সন্দেহাকুলস্থলে সন্দেহনিরাসের চেষ্টা করিব। কুলার্ণবের মতে সকল পূজাতেই পঞ্চশুদ্ধি আবশ্যক—আত্মশুদ্ধি, স্থানশুদ্ধি, মন্ত্রশুদ্ধি, দ্রব্যশুদ্ধি এবং দেবতাশুদ্ধি। তন্মধ্যে ভূতশুদ্ধি আত্মশুদ্ধির অন্তর্গত। বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্রে লিখিত আছে—

"শরীরাকারভূতানাং ভূতানাং যদ্ বিশোধনম্।
অব্যয়ব্রহ্মসংযোগাদ্ ভূতশুদ্ধিরিয়ং মতা ॥"

সেইজন্য অনুলোমক্রমে ব্যক্ত চতুর্বিংশতিতত্ত্ব (24 evolutional series) প্রতিলোমক্রমে (in retrograde process) প্রকৃতি-নামক অব্যক্তে অর্পণপূর্বক পরমাত্মায় বিলয় করা হয়।

ভূতশুদ্ধিসম্বন্ধে তন্ত্রসারে উপদিষ্ট হইয়াছে—'(স্বাঙ্ক উত্তানকরৌ কৃত্বা সোঽহমিতি জীবাত্মানং.........পরমাত্মনি সংযোজ্য) তত্রৈব পৃথিব্যপ্‌তেজোবায়্বাকাশগন্ধরস-রূপস্পর্শশব্দনাসিকাজিহ্বা-চক্ষুস্ত্বক্-শ্রোত্রবাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থপ্রকৃতি-মনোবুদ্ধ্যহংকার-রূপচতুর্বিংশতি-তত্ত্বানি বিলীনানি বিভাব্য......' অর্থাৎ (পরমাত্মায় জীবাত্মার সংযোগকল্পনান্তে) তথায় পৃথিবী অপ্ তেজঃ বায়ু আকাশ গন্ধ রস রূপ স্পর্শ শব্দ নাসিকা জিহ্বা চক্ষুঃ ত্বক্ শ্রোত্র বাক্ পাণি পাদ,

পায়ু উপস্থ প্রকৃতি মন বুদ্ধি অহংকার—এই ২৪টী তত্ত্বের বিলয় ভাবিয়া ইত্যাদি। ইহা আত্মযোগপ্রাপ্তির উপায়বিশেষ। তন্ত্রসারে কিন্তু তত্ত্বসমূহ অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খলভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে কোনও প্রকার ক্রম উপলব্ধ নহে। শাস্ত্র বলেন—'ভণনং পরিপাট্যা যৎ স ক্রমঃ পরিকীর্তিতঃ'। এখানে 'ক্রমাক্রময়োর-কিঞ্চিৎকরত্বম্'-ন্যায়েরও অবকাশ নাই, কারণ যে ক্রমে সৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে তাহার বিপরীত ক্রম না ধরিলে মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া সাধকের পক্ষে একান্ত অসম্ভব। তন্ত্রসারের ক্রম সাংখ্যসম্মত নহে, যোগসম্মত নহে, তন্ত্রসম্মতও নহে।

তন্ত্রসারে চতুর্বিংশতিতত্ত্বের (of 24 categories of existence) সন্নিবেশকালে সাংখ্যযোগের বিবিধ পরিণাম (evolution of similars and dissimilars) আগমবাগীশ নিশ্চয়ই চিন্তা করিয়াছিলেন। কিন্তু মনকে প্রকৃতি-বুদ্ধির মধ্যে আনায় এবং বীজভাবে অর্থাৎ যাহা হইতে যাহা উৎপন্ন তত্তদ্ভাবে তত্ত্বসমূহের বিলোমে যোজনাপূর্বক লয়োপদেশ না দেওয়ায় তাঁহার ত্রুটি হইয়াছে। সাংখ্যের পরিণামবাদ (Stadium of evolution) এইরূপ—প্রকৃতি হইতে বুদ্ধিতত্ত্ব এবং বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে অহংকার। এই অহংকার ত্রিবিধ—বৈকারিক বা সাত্ত্বিক, তৈজস বা রাজসিক এবং ভূতাদি বা তামসিক (three modifications of egohood)। তারপর বৈকারিক বা সাত্ত্বিক অহংকার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (cognitive senses)—শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষুঃ জিহ্বা ও নাসিকা, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (conative senses)—বাক্ পাণি পাদ উপস্থ পায়ু এবং মন (mind-stuff) এই একাদশ ইন্দ্রিয় আবির্ভূত; আর ভূতাদি বা তামসিক অহংকার হইতে পঞ্চ তন্মাত্রা (subtle elements i. e. states of mere thatness)—শব্দ

স্পর্শ রূপ রস গন্ধ আবির্ভূত। আবার পঞ্চতন্মাত্রা হইতে পঞ্চ মহাভূত (grosser elements) উৎপন্ন হইয়াছে—আকাশ বায়ু তেজঃ অপ্ (জল) এবং পৃথিবী। শেষোক্ত পাঁচটি মহাভূত ও এগারটী ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট (thoroughly specialised) বলিয়া অভিহিত হয়, কারণ উহা হইতে নূতন কোনও তত্ত্বের সৃষ্টি নাই। সেইজন্য এ প্রসঙ্গে মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন—'ষোড়শ বিকারাঃ'। প্রাগুক্ত পঞ্চতন্মাত্রা, অহংকার ও বুদ্ধিতত্ত্ব এই সাতটী অবিশিষ্ট (slightly specialised) বলিয়া উহাদিগকে প্রকৃতি-বিকৃতি বলা হয় অর্থাৎ উহারা মূল প্রকৃতির বিকৃতি এবং ষোলটী বিকৃতির প্রকৃতি। মূল প্রকৃতি কাহারও বিকৃতি নহে, কিন্তু সাতটী প্রকৃতি-বিকৃতির ও ষোলটী বিকৃতির কারণ-স্বরূপ, আর পুরুষ নিষ্পরিণামত্বহেতু প্রকৃতি নহেন, বিকৃতিও নহেন। ইহাই সাংখ্যের সঞ্চর অর্থাৎ সৃষ্টিমূলক পরিণাম। কিন্তু বিপরিণামে অর্থাৎ প্রতি-সঞ্চর বা অন্তরাবর্ত্তনে (in involution) সকারণ পৃথিবীকে সকারণ জলে, সকারণ জলকে সকারণ তেজে, সকারণ তেজকে সকারণ বায়ুতে, সকারণ বায়ুকে সকারণ আকাশে আনয়নপূর্বক এগারটি ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহাদিগকে অহংকারে (in egohood) পরিণত করিবে। ইহাই ভূতশুদ্ধির প্রথম ভূমিকা। এই অবস্থায় অনুভব হইবে, আমি যেন সত্তামাত্রসার হইয়াছি (cogito, ergo sum)। দ্বিতীয় ভূমিকায় ঐ পিণ্ডীকৃত অহংকার (egohood with other 21 categories rolled into a ball) বুদ্ধিতত্ত্বে ন্যস্ত (interpenetrated) হইবে। তখন চিন্তা ব্যতীত বোধ আসিবে, আমি যেন সকল বস্তুতে পরিব্যাপ্ত এবং আমা হইতে কোনও বস্তুর পৃথক্ সত্তা নাই। ইহাই প্রজাপতির একত্বকল্পনা। তৃতীয় ভূমিকায় জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ের ভাব লোপ করিয়া ঐ পিণ্ডীকৃত বুদ্ধিতত্ত্ব

(great egohood of pure Be-ness) সকল বস্তুর আধারস্বরূপ প্রকৃতিতে অর্পণ করিবে। এ সম্বন্ধে দেবাধিদেব মহাদেবও বলিয়াছেন—'চতুর্বিংশতিতত্ত্বানি বীজভাবেন যোজয়েৎ'। তারপর চতুর্থ ভূমিকায় পুরুষার্থতার সমাপ্তি হওয়ায় পুরুষদর্শন সুগম হইবে। ইহাই সাংখ্যের বিপরিণাম বা বিলোমপরিণাম বা অন্তরাবর্তন (অর্থাৎ involution)। কিন্তু শাক্তবেদান্তীরা বলেন, একমাত্র পরমাত্মাই লীলাবশতঃ প্রকৃতিপুরুষে বিভক্ত হইয়াছেন, সুতরাং প্রকৃতিতে পিণ্ডীকৃত বুদ্ধিতত্ত্ব অর্পিত হইলে তখন পুরুষার্থতাজনিত সকল প্রকার অভিমন্তব্যের অভাবহেতু ঐ প্রকৃতি স্বতঃ পরমাত্মায় তিরোহিত হইবেন। জড়বিজ্ঞানে এ সকল কথার অবকাশ না থাকিলেও মোক্ষশাস্ত্রে উহাদের পরমার্থতা কখনও অস্বীকৃত নহে।

প্রাগুক্ত মতবাদের সহিত তন্ত্রসারের ঐক্য না থাকায় ভূতশুদ্ধির তত্ত্ববিলয়সম্বন্ধে আমরা বলি—"(জীবাত্মানং......পরমাত্মনি সংযোজ্য) ততঃ প্রাতিলোম্যেন ক্রমশঃ কারণীভূতগন্ধাদিনা সহ পৃথিবীমপ্‌সু সংহৃত্য, কারণীভূতরসাদিনা সহাপস্তেজসি সংহৃত্য কারণীভূতরূপাদিনা সহ তেজো বায়ৌ সংহৃত্য কারণীভূতস্পর্শাদিনা সহ বায়ুমাকাশে সংহৃত্য সশব্দমাকাশং তথা নাসিকা-জিহ্বাচক্ষুস্ত্বক্-শ্রোত্রপায়ূপস্থপাদপাণি-বাচশ্চাহংকারে সমুপহৃত্য পিণ্ডীকৃতং তমহংকারং বুদ্ধৌ বুদ্ধিমপি মূলকারণরূপায়াং প্রকৃতৌ বিলাপ্য তামেব প্রকৃতিং কুতশ্চিদভিমন্তব্যাভাবাৎ স্বত এব পরমাত্মনি বিলীনাং চ বিভাব্য···"। আমাদের উক্তি তন্ত্রসারের প্রতিকূল হইলেও তন্ত্রবিরুদ্ধ নহে, কারণ মহানির্বাণের পঞ্চমোল্লাসে···'ভূতশুদ্ধিমথাচরেৎ' বলিবার পর স্মৃত হইয়াছে—

"স্বাঙ্কে বিধায় চ করাবুত্তানৌ সাধকোত্তমঃ।
মনো নিবেশ্য মূলে চ হুঙ্কারেণৈব কুণ্ডলীম্॥

উত্থাপ্য হংসমন্ত্রেণ পৃথিব্যা সহিতাং তু তাম্।
স্বাধিষ্ঠানং সমানীয় তত্ত্বং তত্ত্বে নিয়োজয়েৎ॥
গন্ধাদিঘ্রাণসংযুক্তাং পৃথিবীমপ্সু সংহরেৎ।
রসাদিজিহ্বয়া সার্দ্ধং জলমগ্নৌ বিলাপয়েৎ॥
রূপাদিচক্ষুষা সার্দ্ধমগ্নিং বায়ৌ বিলাপ্য চ।
স্পর্শাদিত্বগ্‌যুতং বায়ুমাকাশে প্রবিলাপয়েৎ॥
অহংকারে হরেদ্ ব্যোম সশব্দং তন্মহত্যপি।
মহত্তত্ত্বং চ প্রকৃতৌ তাং ব্রহ্মণি বিলাপয়েৎ॥" (৯৩-৯৭)।

কঠশ্রুতিরও ঘোষণা আছে—

'যচ্ছেদ্ বাঙ্‌মনসী প্রাজ্ঞ স্তদ্ যচ্ছেজ্‌জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানং নিযচ্ছেন্ মহতি তদ্ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥' ইতি।

'জ্ঞান আত্মনি'—বিশেষাহংকারে। 'শান্ত আত্মনি'—পরমাত্মনি প্রকৃতিদ্বারেণেতি জ্ঞেয়ম্। পাতঞ্জলোক্ত কৈবল্যের সহিত এই শ্রুতির ঐক্য অস্মদীয় সনৎসুজাতীয়শাস্ত্রের কালিকা ও কালিকাভাসের ৪৪ হইতে ৪৮ এবং ২৫১ প্রভৃতি পৃষ্ঠে বিশদভাবে দর্শিত হইয়াছে। অতএব বিলোমে তত্ত্ববিলয় লইয়া শ্রুতি স্মৃতি এবং তন্ত্র ভিন্নমত নহে।

বাহ্যমাতৃকান্যাসের ধ্যানে বলা হয়—'ওঁ পঞ্চাশল্লিপিভি র্বিভক্ত-মুখদোঃপন্মধ্যবক্ষঃস্থলাম্...' কিন্তু প্রয়োগকালে অং হইতে ক্ষং পর্য্যন্ত ৫১টি বর্ণের ন্যাস করা হয়, সুতরাং ইহা ব্যাখ্যেয়। এখানে 'পঞ্চাশ-ল্লিপি' শব্দের অর্থ হইবে 'একপঞ্চাশল্লিপি', যেমন—পঞ্চাশচ্চ ল্ চ পঞ্চাশল্লৌ। পঞ্চাশল্লৌ লিপয়ঃ পঞ্চাশল্লিপয় স্তাভিঃ। হলো যমাং যমি লোপঃ—পাণিনি ৮।৪।৬৪; ব্যাঘ্রভূতি বলিয়াছেন—

"আদিলোপশ্চান্তলোপো মধ্যলোপস্তথৈব চ।
বিভক্তিপদবর্ণানাং ক্রিয়তে শব্দবেদিভিঃ॥"

মৌগ্ধবোধেরা বলেন—'ত্রয়ো যত্রৈকেকবর্গীয়া মধ্যমস্তত্র লুপ্যতে।'

পদ্ধতিকারগণ সংহারমাতৃকার ধ্যানাদি দিয়াছেন। উহা কিন্তু যোগীদের পক্ষেই বিধেয়,-গৃহীর পক্ষে নহে।

পূজায় নানাবিধ অর্ঘ্যস্থাপনের বিধি দৃষ্ট হয়, যেমন—সামান্যার্ঘ্য, দানার্ঘ্য, বিশেষার্ঘ্য, বিলোমার্ঘ্য ইত্যাদি। কালীকুলে বিশেষার্ঘ্য নিষিদ্ধ, সুতরাং তৎসংক্রান্ত পূজায় পূজক দ্বারপূজার পূর্বে সামান্যার্ঘ্যস্থাপন, প্রথমধ্যানান্তে দানার্ঘ্যস্থাপন এবং সামর্থ্যপক্ষে তৎপার্শ্বে অধিকারবশতঃ বিশেষার্ঘ্য বা বিলোমার্ঘ্য স্থাপন করিবেন। কালীকুলে বিশেষার্ঘ্য নিষিদ্ধ। শ্রীকুলে বিশেষার্ঘ্য স্থাপিত হওয়ায় বিলোমার্ঘ্যস্থাপন নিষ্প্রয়োজন। দুর্গাপূজার পদ্ধতিগ্রন্থসমূহে 'বিশেষার্ঘ্য' বলিয়া 'বিলোমার্ঘ্য'ই স্থাপিত হয়। ইহা মিথ্যাসংজ্ঞাত্বের একটি উদাহরণবিশেষ (misnomer)। শ্রীকুলের সাধকগণ দানার্ঘ্য স্থাপনের পর দানার্ঘ্যের ন্যায়ই বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া গৌতমীয় বচনানুসারে তাহাতে 'ওঁকারো বৈ সর্বা বাক্' এইরূপ প্রমাণবশতঃ প্রণবজপাদি করেন। আর বিলোমার্ঘ্যে বিন্দুযুক্ত বিলোমমাতৃকার দ্বারা জলাদি দেওয়া হয়। কিন্তু কালীকুলের দেবপূজায় শ্রীকুলের সাধকদের পক্ষেও বিশেষার্ঘ্য স্থাপন উচিত নহে। কালীকুল ও শ্রীকুল লইয়া নিরুত্তরতন্ত্রের প্রথম পটলে স্মৃত হইয়াছে—

"কালী তারা ছিন্নমস্তা ভুবনা মহিষমর্দিনী।
ত্রিপুটা ত্বরিতা দুর্গা বিদ্যা প্রত্যঙ্গিরা তথা॥
কালীকুলং সমাখ্যাতং শ্রীকুলং চ ততঃ পরম্।
ধূমাবতী চ মাতঙ্গী বিদ্যা স্বপ্নাবতী প্রিয়ে॥
মধুমতী মহাবিদ্যা শ্রীকুলং পরিভাষিতম্॥"

অর্ঘ্যসম্বন্ধে নিয়ম এই যে, উপচারদানকালে দেবীর মস্তকে দানার্ঘ্য দেয়, আত্মসমর্পণে দেবীর চরণে অধিকারানুসারে বিশেষার্ঘ্য

বা বিলোমার্ঘ্য প্রদানপূর্বক পরে সামান্যার্ঘ্যটী স্বমস্তকে বা দেবী-সমীপে দিয়া মন্ত্রদেবতাদির ঐক্য ভাবনা করিবে।

জপসমর্পণের সাধারণ মন্ত্র হইতেছে—"গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি (বা মহেশ্বরি) ॥" কিন্তু শেষার্দ্ধের আর একটি পাঠ আছে—'সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদাৎ ত্বয়ি স্থিরা'। শেষ পাঠটীর প্রচলন অত্যন্ত বিরল। জপসমর্পণ লইয়া নানাবিধ তর্কবিতর্ক আছে। অনেকেই বলেন, জপফল বা জপজনিত তেজঃপুঞ্জ দেবীহস্তে অর্পণ করিলে সাধক নিঃসম্বল হইয়া পড়েন। সেইজন্য সিংহবাহিনীতন্ত্রে দেবীর প্রশ্নোত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, জপান্তে সাধক কামিনীধ্যান* করিবেন এবং কামিনীকে 'কং' বীজ ভাবিয়া তন্মধ্যে সবিন্দুবর্ণ অনুলোমবিলোমে দশবার জপ করিবেন। পরে 'কং' বীজস্থ 'হৌঁ' নামক জ্যোতিস্তত্ত্ব ভাবনা করিয়া তৎসমুদায়ের একীভূতত্ব চিন্তাপূর্বক সেই বাহ্যজপফল দেবীর বামহস্তে অর্পণ করিলে সাধকের মূলমন্ত্রজপজনিত তেজের কিছুমাত্র হানি হইবে না।

আমাদের মতে 'কৃপণাঃ ফলহেতবঃ' (গীতা ২।৪৯) এইরূপ বিচারবশতঃ ঐশ্বর্যলিপ্সু সাধকদের সন্তোষার্থেই ভগবান্ ঐ সকল কথা বলিয়াছেন কিন্তু অন্তর্যাগে স্মৃত হইয়াছে—'গৃহাণান্তর্জপং মাতঃ'। কর্মের শেষে বলা হয়—'এতৎ সর্ব নারায়ণচরণে সমর্পিতম্'। স্মৃতি বলেন—'কামকামো যজেৎ সোমমকামঃ পুরুষং পরম্। অকামঃ সর্বকামো বৈ মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত

* কামিনীধ্যান—'ওঁ সিংহস্কন্ধসমারূঢ়াং রক্তবর্ণাং চতুর্ভুজাম্।
নানালংকারভূষাঢ্যাং রক্তবস্ত্রবিভূষিতাম্॥
শঙ্খচক্রধনুর্বাণবিরাজিতকরাম্বুজাম্।
কামিনীং প্রথমং ধ্যাত্বা জপপূজাং সমারভে॥"

পুরুষং পরম্ ॥' সুতরাং নিঃস্বার্থভাবে সমস্ত বস্তু দেবীকে অর্পণ করিলে তাঁহাকে দেবীর অদেয় কিছুই থাকে না। অতএব নীলতন্ত্রের 'তেজোময়ং জপং দিব্যমর্পয়েদ্ ভক্তিযোগতঃ' এই প্রমাণানুসারে দেবীহস্তে মূলজপ সমর্পণ করাই আমরা সর্বতোভাবে উচিত বলিয়া মনে করি।

মুণ্ডমালা-রুদ্রযামল-শাক্তক্রমাদির মতে জপসমর্পণের পর এবং প্রদক্ষিণের পূর্বে স্তবকবচপাঠ অবশ্যকর্ত্তব্য। তদনন্তর বামহস্তে ঘণ্টা ও দক্ষিণহস্তে বিলোমার্ঘ্য বা তদভাবে সামান্যার্ঘ্য লইয়া প্রদক্ষিণ করিতে করিতে আর একটি স্তোত্রপাঠের নিয়ম আছে। হরতত্ত্বদীধিতির ২৭২-৭৩ পৃষ্ঠায় এ সকল কথার অনুকূলে নানাবিধ প্রমাণ দৃষ্ট হইবে। শ্যামাচরণ কৃষ্ণচন্দ্রাদিপ্রণীত পদ্ধতিতে প্রদক্ষিণ-কালে শিবরহস্যের "ওঁ দুর্গাং শিবাং শান্তিকরীম্......" ইত্যাদি দুর্গাস্তোত্রটী প্রদত্ত হইলেও তৎপূর্ববর্তী স্তব-কবচাদিপাঠের বিষয় চিন্তিত নহে।

কালীপূজা ব্যতীত অন্যান্য দেবতার পূজায় প্রথমতঃ স্তব এবং তারপর কবচ পাঠ করিতে হয়। সুতরাং আমাদের মতে দুর্গোৎসবের সপ্তম্যাদি পূজায় জপসমর্পণের পর এবং প্রদক্ষিণের পূর্বে বিশ্বসারীয় আপদুদ্ধারকল্পস্থিত "ওঁ নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে' ইত্যাদি 'দুর্গাস্তবরাজ' নামক 'দুর্গাষ্টক' স্তোত্রটি এবং কুব্জিকাতন্ত্রোক্ত 'শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কবচং সর্বসিদ্ধিদম্...' ইত্যাদি কবচটি পাঠ করা একান্ত আবশ্যক। স্তবকবচমালাদি গ্রন্থে এ দুইটি মুদ্রিত আছে। সামর্থ্যস্থলে দুর্গার সহস্রনামপাঠে ফলাধিক্য স্মৃত হইয়াছে।

সনৎসুজাতীয় ও ব্যাকরণদর্শন সম্বন্ধে প্রেরিত পত্রসমূহের সূচী

পত্রসংখ্যা—নাম ও পরিচয়		সনৎসুজাতীয় বা ব্যাকরণদর্শন যদ্বিষয়ক পত্র
১২০।	অন্নদাকুমার সাংখ্যতীর্থ—অধ্যাপক—নর্ত্তন, বর্দ্ধমান	ব্যা০
১২।	অন্নদাচরণ শর্ম্মা—মহামহোপাধ্যায়, কাশী	সং
১৩০।	অন্নদাচরণ শাস্ত্রী—চট্টল	ব্যা০
১৬।	অন্নদাপ্রসাদ সুর—উকিল, ডিহি শ্রীরামপুর রোড	সং
৭২।	অমরচন্দ্র স্মৃতিসাংখ্যতীর্থ—পাবনাধর্ম্মসভা	সং
১০৩।	অমরচন্দ্র স্মৃতিসাংখ্যতীর্থ—দিনাজপুর-ধর্ম্মসভা	ব্যা০
১১৩।	অমৃতবাজারপত্রিকা—কলিকাতা	ব্যা০
১০৭।	আনন্দবাজারপত্রিকা—কলিকাতা	ব্যা০
২০।	আর, এম, ঠাকুর—টেগোর পার্ক, আলিপুর	সং
৩০।	আশুতোষ শাস্ত্রী, M. A., Ph. D., ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল, অধ্যাপক	সং
১০৬।	ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী, পঞ্চতীর্থ, দর্শনাচার্য্য, কলিকাতা	ব্যা০
১২৩।	ঈশ্বরচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ—বগুড়া জিলা	ব্যা০
৪৩।	উমাপদ চক্রবর্ত্তী—কালীঘাট	সং
৪৭।	উপেন্দ্রচন্দ্র শেঠ—বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ পত্রিকার সম্পাদক	সং
৭৮।	উপেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ—অধ্যাপক, কালীঘাট	সং
৪০।	উপেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, M. A., B. L., জমীদার, উত্তরপাড়া	সং

১০৫। এ, পি, শর্ম্মা—ভারতবর্ষ-মহামণ্ডল, কাশী ব্যা০
১১১। এস্, দত্ত, M. A., Ph. D., মিথিলা কলেজ, দ্বারভাঙ্গা ব্যা০
৮৫। ওয়াই কাইসার্—রাণাবাহাদুর, কাট্‌মুণ্ড, নেপাল ব্যা০
৫৩। কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ—মহামহোপাধ্যায়, ভট্টপল্লী স০
৪। কমলেশ্বরানন্দ—গদাধর-আশ্রম, ভবানীপুর স০
১২৬। করুণাপতি ত্রিপাঠী, M. A., B. T., ফেলো—
হিন্দু ইউনিভারসিটি, কাশী ব্যা০
৫। কালিকানন্দ কুলাবধূত স০
৭১। কালিদাস নাগ—M.A., D. Litt., কলিকাতা স০
১১৬। কালিদাস নাগ—M.A., D. Litt., কলিকাতা ব্যা০
৩৭। কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য—লাহোর কালীবাড়ী,
৺কালীমাতার সেবাভৃৎ স০
১১২। কালীপ্রসন্ন বিদ্যাপঞ্চানন—চাত্‌রা ব্যা০
২৩। কিরণচন্দ্র দত্ত—বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী স০
৪২। কৃষ্ণকিঙ্কর দে—হাওড়া, কলিকাতা স০
৭। কৃষ্ণমহারাজ—ব্রহ্মর্ষি, মায়াপুর আর্য্যকুল সাধু আশ্রম স০
৩। কৃষ্ণবামন মুখোপাধ্যায়—ভারতধর্ম্মমহামণ্ডল, কাশী স০
১৮। ক্ষিতীন্দ্রমোহন ঠাকুর—তত্ত্ববোধিনীপত্রিকার সম্পাদক,
কলিকাতা স০
৩৫। গঙ্গানাথ ঝা, মহামহোপাধ্যায়, M. A., D. Litt.,
এলাহাবাদ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চান্সেলার স০
৬৭। গণনাথ সেন, মহামহোপাধ্যায়, L. M. S., কলিকাতা স০
২। গম্ভীরানন্দ মহারাজ, রামকৃষ্ণ-মিশন-বিদ্যাপীঠ, দেওঘর স০
৪৬। গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, M. A., কটক র‍্যাভেন্‌স
কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক স০

১১০। তারামোহন বেদান্তশাস্ত্রী—কাশী ব্যা০

৯৬। তেজসানন্দ স্বামী—বেলুড়মঠস্থ রামকৃষ্ণমিশন-
বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ব্যা০

৪১। দয়ালকৃষ্ণ তর্কতীর্থ—শ্রীহট্ট স০

৯৯। দিনেশ ঝা—পরজুয়ারী পছবারী টোলের অধ্যাপক ব্যা০

৯। দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ—মহামহোপাধ্যায়, ভাগবত
চতুষ্পাঠীর পরমাচার্য্য স০

৫১। দুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যাভূষণ—পাবনা সারস্বতবিদ্যালয়ের
অধ্যাপক স০

১৪। দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, সূরিরত্ন, বিদ্যারত্নাকর—স্যার্,
কে টি, সি আই ই, M. A., D. Litt.,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্-চান্সেলর স০

১৪। ঐ ঐ দ্বিতীয় পত্র স০

৫৬। দৈনিক-বসুমতী, কলিকাতা স০

৩৪। দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী—M. A., B. L., কলিকাতা
হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ্ স০

৪৪। দ্বারকানাথ মিত্র, M. A., D. L., হাইকোর্টের জজ্ স০

২২। নরেন্দ্রনাথ লাহা—M. A., Ph. D., P. R. S. স০

৮। নারায়ণতীর্থস্বামী—কাত্যায়নীপীঠ, বৃন্দাবন স০

১১৪। নীলমাধব স্মৃতিতীর্থ—বরিশাল ব্যা০

১৩। পঞ্চানন তর্করত্ন—ত্যক্ত-মহামহোপাধ্যায়,
সকলদর্শনাচার্য্য, কাশী, ভট্টপল্লীনিবাসী স০

১১। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, M. A., ত্যক্ত-মহামহোপাধ্যায়,
কাশী, গৌহাটী কটন্‌কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক স০

২৮। পুলিনবিহারী হালদার, M. A., শিবপুর স০

৪৮। প্রিয়নাথ বিদ্যাভূষণ—ঢাকাস্থ সারস্বতসমাজের সম্পাদক সং

১২৪। ফটিকলাল দাস—চন্দননগর ব্যাং

৬০। ফণিভূষণ তর্কবাগীশ—মহামহোপাধ্যায়, কাশী, তৎপরে কলিকাতা সং

৫৭-৫৮। ফরওয়ার্ড ও অমৃতবাজার পত্রিকা— সং

৫২। ভট্টপল্লীস্থ বিদ্বৎসমাজ—সরস্বতী, দর্শনসাগর-উপাধিদাতা সং

৯৭। ভগবদ্দত্ত, B. A., দয়ানন্দমহাবিদ্যালয়ের গবেষক ব্যাং

৪৯। মধুসূদন ব্যাকরণতীর্থ—ঢাকা রৌহাটোলের অধ্যক্ষ সং

৫৪। মন্মথনাথ তর্কতীর্থ—ভট্টপল্লী সং

৯৫। মন্মথনাথ পঞ্চতীর্থ—মূলাযোড়সংস্কৃতবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ব্যাং

৩। মহারাজ দ্বারবঙ্গ, ভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রধান সভাপতি সং

৩১। মুক্তেশনাথ বসু—ডাক্তার, কলিকাতা সং

১০৯। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য—গৌহাটী-কটন্-কলেজের অধ্যাপক ব্যাং

২৯। রতিকান্ত সাংখ্যতীর্থ—শিবপুরচতুষ্পাঠীর অধ্যাপক সং

৫৯। রমাকান্ত ভট্টাচার্য্য—গুণাইগাছা, পাবনা সং

১৭। রমেশচন্দ্র সেন, M.A., B.L., ল-কলেজের অধ্যাপক সং

১১৭। রয়েল এসিয়েটীক্ সোসাইটি বেঙ্গল, কলিকাতা ব্যাং

৬৫। রসিকমোহন শর্ম্মা—বাগ্নান সং

৬। রামকৃষ্ণমণ্ডপ-ভক্তবৃন্দ—চেৎলা সং

৯১। রেবতীকুমার স্মৃতিতীর্থ—ঢাকাস্থ বন্দনাটোলের অধ্যাপক ব্যাং

৩২। লক্ষ্মণস্বরূপ—M. A., D. Phil., লাহোর,
পাঞ্জাব-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সং
৯৮। বটকৃষ্ণ ঘোষ, M. A., D. Phil (Munich), D. Litt.
(Paris), কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ব্যা°
৯৮। ঐ ব্যা°
৭৯। বনমালী বেদান্ততীর্থ, M. A., কলিকাতা সংস্কৃতকলেজের
এবং তৎপরে গৌহাটীকটন্‌কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ব্যা°
২৬। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, M. A., ভবানীপুর সং
১০। বিজয়চন্দ্র সিংহ—কলিকাতা
৪৫। বিদ্যাধর সিং দেও, B.A., B. L., M. R. A. S.,
বৈতরণিপত্রিকার সম্পাদক সং
৯০। বিধুভূষণ শর্ম্মা—জলপাইগুড়ি ব্যা°
৬৮। বিধুশেখর শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায়—শান্তিনিকেতন সং
৯৩। বীর রাঘবাচার্য্য, M. A., পিতাপুর-রাজকলেজের
অধ্যাপক, কোকনদ, দাক্ষিণাত্য ব্যা°
৭০। বীরেশনাথ বিদ্যাসাগর—মূলাযোড় সংস্কৃতবিদ্যালয়ের
অধ্যাপক সং
৭৬। ঐ ঐ সং
১১৫। ঐ ঐ ব্যা°
১৩৪। ঐ ঐ
৫০। বীরেশ্বর তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায়, বিজয়চতুষ্পাঠীর
পরমাচার্য্য, বর্দ্ধমান সং
৮৩। ঐ ঐ ব্যা°
২১। ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, জমিদার, গৌরীপুর,
ময়মনসিং সং

৫৫। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঔপন্যাসিক . সং

৮০। শশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ—মহামহোপাধ্যায়, কাশী ব্যা°

৭৭। শশিমোহন তর্কশাস্ত্রী—নোয়াখালি সং

১৫। শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সং

৮১। শৈলেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, M. A., বীরভূমস্থ হুবরাজপুরের বিচারক ব্যা°

৭৫। শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন—কাশীরাজপণ্ডিত, কাশী সং

১২১। ঐ ঐ সং

১২২। ঐ ঐ

১০৪। শ্যামাপদ কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ, পাটুলীচতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ব্যা°

৯২। শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, M. A., ভট্টপল্লীসংস্কৃতবিদ্যালয়ের ও কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ব্যা°

৭৩। শ্রীশঙ্কর তর্করত্ন, প্রত্যাখ্যাত-মহামহোপাধ্যায়, তর্কন্যায়-কেশরী, বারাণসী-হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সং

৮৭। ঐ ঐ ব্যা°

৮৮। ঐ ঐ ব্যা°

৮৯। ঐ ঐ

১৩৩। ঐ ঐ

১০২। সত্যচরণ লাহা, M.A., Ph. D., কলিকাতা ব্যা°

৬১। সনৎকুমার রায়চৌধুরী—M. A., B. L., ভূতপূর্ব্ব মেয়র, কলিকাতা-কর্পোরেশন সং

৬৩। সিল্‌ভার-জুবিলি-সুভেনির্ সং

৬২। সীতানাথ তর্কবাগীশ—হলদিয়া গ্রাম, ঢাকা সং

২৫। সুধীরকুমার দাস, M. A., স্কটিশচার্চ কলেজের অধ্যাপক সং

১৩১। 'সুপ্রভাতম্' পত্রিকা—কাশী সং, ব্যা°

৩৩। সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত—M. A., D. Litt. (Rome), Ph. D. (Cantab), C. I. E., কলিকাতাসংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ সং

১০০। সুরেশচন্দ্র মৈত্রেয়, M. A., D. S. College, মুঙ্গের ব্যা°

৩৬। সুরেশচন্দ্র সরকার—Statesman-পত্রিকার গ্রন্থসমালোচক (Reviewer) সং

১১৯। সুশীলকুমার দে, M. A., P. R. S., D. Litt. (London), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ব্যা°

১১৮। হরসুন্দর সাংখ্যরত্ন, শ্রীহট্ট ব্যা°

৮৪। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ—মহামহোপাধ্যায় ব্যা°

৩৯। হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—কালীঘাট, ২৪পং জজ্ সং

৩৮। হরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, M. A., B. L., এলাহাবাদ সং

২৪। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, M. A., P. R. S. সং